বার্ষিক রিপোর্ট

২০২১-২০২২

বাংলাদেশ ব্যাংক

বার্ষিক রিপোর্ট

(জুলাই ২০২১-জুন ২০২২)

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রেরণ পত্র
বাংলাদেশ ব্যাংক

ঢাকা
১২ জানুয়ারি ২০২৩

সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

প্রিয় সচিব,

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ (পি.ও. নম্বর ১২৭)-এর ৪০(২) নং ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক রিপোর্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রেরণ করা হলো। ব্যাংকের উক্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ৩০ আগস্ট ২০২২-এ প্রেরণ করা হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

(আব্দুর রউফ তালুকদার)
গভর্নর

পরিচালক পর্ষদ*

জনাব ফজলে কবির	সভাপতি
জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম[(i)]	পরিচালক
জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম[(ii)]	পরিচালক
জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার	পরিচালক
জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ[(iii)]	পরিচালক
জনাব মাহবুব আহমেদ	পরিচালক
জনাব এ. কে. এম. আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ	পরিচালক
জনাব মোঃ নজরুল হুদা	পরিচালক
জনাব আহমেদ জামাল	পরিচালক
জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস[(iv)]	সচিব
জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির[(v)]	সচিব

*৩০ জুন ২০২২ তারিখ ভিত্তিক তথ্য।

(i) জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

(ii) জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম ০৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত হন।

(iii) জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম এর স্থলে জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ থেকে পরিচালক পর্ষদের পরিচালক পদে নিযুক্ত হন।

(iv) জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস ০৭ জুলাই ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক ও পরিচালক পর্ষদের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

(v) জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস এর স্থলে জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির ০৮ জুলাই ২০২১ তারিখ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ও পরিচালক পর্ষদের সচিব হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

গভর্নর

ফজলে কবির

ডেপুটি গভর্নর

আহমেদ জামাল

কাজী ছাইদুর রহমান

এ.কে.এম সাজেদুর রহমান খান

আবু ফরাহ মোঃ নাছের

বিএফআইইউ প্রধান

মোঃ মাসুদ বিশ্বাস

নির্বাহী পরিচালক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান[i]

এ, কে, এম, ফজলুল হক মিঞা[ii]

মোঃ হুমায়ুন কবির

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

জোয়ারদার ইসরাইল হোসেন

নূরুন নাহার

মোঃ আওলাদ হোসেন চৌধুরী

দেবদুলাল রায়[iii]

ড. মোঃ হাবিবুর রহমান[iv]

মোহাম্মদ জাকির হাসান[v]

মোহাম্মদ আহমদ আলী

মোঃ খুরশীদ আলম

মাঈন উদ্দিন আহমদ

মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব

মোঃ হাবিবুর রহমান

মোঃ ওবায়দুল হক

মোঃ আবুল বশর

মোঃ আনোয়ার হোসেন

মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন

ড. মোঃ কবির আহাম্মদ

মোঃ নজরুল ইসলাম

মোঃ শাহীন উল ইসলাম

এস, এম, হাসান রেজা

মোঃ শফিকুল ইসলাম

শেখ মোঃ সেলিম

পরিমল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জীবন কৃষ্ণ রায়

মোহাম্মদ মামুনুল হক

এ, এফ, এম শাহীনুল ইসলাম

মোঃ নূরুল আমীন

প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী

মোঃ জুলহাস উদ্দিন[vi]

মোঃ ফোরকান হোসেন

এস, এম, আব্দুল হাকিম

মোঃ আব্দুল হাকিম

ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম[vi]

মানসুরা পারভীন[ii]

জি এম আবুল কালাম আজাদ[vii]

স্বপন কুমার দাশ

---

৩০ জুন ২০২২ তারিখ ভিত্তিক তথ্য।

(i) নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এ মহাপরিচালক পদে নিয়োজিত আছেন।

(ii) নির্বাহী পরিচালক (পরিসংখ্যান)

(iii) নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রামিং)

(iv) চীফ ইকোনমিস্ট

(v) নির্বাহী পরিচালক (মেইনটিন্যান্স)

(vi) নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)

(vii) নির্বাহী পরিচালক (এক্স ক্যাডার-পাবলিকেশন)

প্রধান কার্যালয়ের বিভাগসমূহ/ইউনিটসমূহ/সেলসমূহ এবং এগুলোর প্রধানগণ#

একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	এইচ, এম, দেলোয়ার হোসাইন, পরিচালক
	মোঃ আলী মাহমুদ, পরিচালক
কৃষি ঋণ বিভাগ	মোঃ লিয়াকত আলী মোল্লা, পরিচালক
বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি	দীপংকর ভট্টাচার্য্য, পরিচালক
	কাকলী জাহান আহ্‌মেদ, পরিচালক
	নূর মোহাম্মদ শেখ, পরিচালক
	এস.এম.সেলিম উদ্দিন, পরিচালক
	পরীক্ষিত চন্দ্র পাল, পরিচালক
	ছগীর আহমদ শরীফ, পরিচালক
	মুহঃ গোলাম মওলা, পরিচালক
	মোঃ গোলজারে নবী, পরিচালক
	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, পরিচালক
	চন্দন সাহা, সিস্টেম্‌স ম্যানেজার
	মোঃ মনজুরুল হক, পরিচালক
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট	এ, বি, এম, জহুরুল হুদা, পরিচালক
	মোঃ রফিকুল ইসলাম, পরিচালক
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়	মোঃ সাঈদুর রহমান খান, পরিচালক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ	মাকসুদা বেগম, পরিচালক
	মোঃ আলী আকবর ফরাজী, পরিচালক
চিফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিট	আনোয়ার আফতাব আহমেদ, পরিচালক
কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-১	মোঃ আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক
কমন সাভির্সেস ডিপার্টমেন্ট-২	মোঃ তফাজ্জল হোসেন, পরিচালক
	সুধাংশু কুমার সরকার, পরিচালক
ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো	মোঃ আনিছুর রহমান, পরিচালক
ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	খোন্দকার সিদ্দীকুর রহমান, পরিচালক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১	মোঃ আজিজুল হক, পরিচালক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২	এস এম মোহসীন হোসেন, পরিচালক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩	মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪	মোহাম্মদ আলী, পরিচালক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৫	মোঃ খসরু পারভেজ, পরিচালক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৬	এম, ফরদুল আহমেদ, পরিচালক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৭	মোঃ মর্তুজ আলী, পরিচালক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৮	মোঃ রফিকুল ইসলাম, পরিচালক
ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স	সাঈদা খানম, পরিচালক*
ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট	মোঃ রজব আলী, পরিচালক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ	মোঃ জুলকার নায়েন-২, পরিচালক
বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ	মোহাম্মদ সেলিম, পরিচালক
ডিপোজিট ইন্সুরেন্স ডিপার্টমেন্ট	মোহাম্মদ ইব্রাহীম ভূঁইয়া, পরিচালক
ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, পরিচালক
	মোঃ আব্দুল মান্নান, পরিচালক
এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১	আবু ওয়াফা মোঃ মুফতি, পরিচালক
এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-২	মোঃ রফিকুল ইসলাম, পরিচালক
ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট	জয়শ্রী বাগচী, পরিচালক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ	ড. মোঃ সিরাজুল হক, পরিচালক
ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট	মোঃ আমির উদ্দিন, পরিচালক
ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট এন্ড স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট	সুভাষ চন্দ্র কিরিটী, পরিচালক
ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট	শেখ হুমায়ুন কবির, পরিচালক
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ	জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষ, পরিচালক
ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট	মোহাম্মদ আবদুল হক, পরিচালক

#৩০ জুন ২০২২ তারিখ ভিত্তিক তথ্য, *পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)।

প্রধান কার্যালয়ের বিভাগসমূহ/ইউনিটসমূহ/সেলসমূহ এবং এগুলোর প্রধানগণ# (চলমান)

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ	কাজী রফিকুল হাসান, পরিচালক
ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	সাইফুল ইসলাম, পরিচালক
	মোঃ আবুল কালাম, পরিচালক
গভর্নর সচিবালয়	রোকেয়া খাতুন, পরিচালক
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১	মোঃ গোলাম মোস্তফা, পরিচালক
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-২	মোঃ মাহবুব উল হক, পরিচালক
আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইন্টিন্যান্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	পংকজ কুমার মল্লিক, চিফ মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
ইনফরমেশন সিস্টেম্স ডেভেলপমেন্ট এন্ড সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট	মুহাম্মদ ইসহাক মিয়া, সিস্টেম্স ম্যানেজার
	মোঃ আমির হোসেন পাঠান, সিস্টেম্স ম্যানেজার
	মোহাম্মদ আবদুর রজ্জাক, সিস্টেম্স ম্যানেজার
ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	চাই ছা অং চাক, পরিচালক*
ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট	মোঃ রুহুল আমিন, পরিচালক
আইন বিভাগ	মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন, পরিচালক
মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট	মোঃ আব্দুল কাইউম, পরিচালক
	ড. ইমাম আবু সাঈদ, পরিচালক
এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট	মোঃ সাইফুল ইসলাম খান, পরিচালক
পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট	মোঃ মেজবাউল হক, পরিচালক
গবেষণা বিভাগ	ড. সায়েরা ইউনুস, পরিচালক
	মোহাম্মদ আবদুল হালিম, পরিচালক
	বিষ্ণুপদ বিশ্বাস, পরিচালক
	লুৎফে আরা বেগম, পরিচালক
	মোছাঃ নূর নাহার বেগম, পরিচালক
	ফরিদা পারভীন, পরিচালক
গবেষণা বিভাগ-গ্রন্থাগার	তাসনিম ফাতেমা, পরিচালক
সচিব বিভাগ	এস, এম, রেজাউল করিম, পরিচালক
নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগ	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোঃ শামীমুর রহমান, পিএসসি, পরিচালক @
এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ	মোঃ জাকের হোসেন, পরিচালক
স্পেশাল স্টাডিজ সেল	নির্মল চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, পরিচালক
পরিসংখ্যান বিভাগ	তরুন কান্তি ঘোষ, পরিচালক
	মৃনাল কান্তি সরকার, পরিচালক
	ড. মোহাম্মদ আমির হোসেন, পরিচালক
	মোঃ মেরাজ উদ্দিন সরকার, পরিচালক
	ড. শামীম আরা, পরিচালক
	আশীষ কুমার রায়, পরিচালক
	শবনম শিরিন, পরিচালক
	মোঃ শফিকুল ইসলাম, পরিচালক
	মোঃ নূরুল ইসলাম, পরিচালক
	মোঃ হাবিবুর রহমান, পরিচালক
	ড. নার্গিস হাছিনা, পরিচালক
সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট	খন্দকার মোরশেদ মিল্লাত, পরিচালক

নোটঃ ১) এছাড়া, পরিচালকবৃন্দ- মোঃ হানিফ মিয়া; খোন্দকার আব্দুল কাইয়ুম; মোঃ হুমায়ূন কবির; মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন ভূইয়া, মোঃ আমিনুল ইসলাম আকন্দ, সিরাজুল ইসলাম, মাহমুদ সালাহউদ্দীন নাসের; শেখ জাহাঙ্গীর হোসেন; মনি শংকর কুন্ডু; মোঃ শহিদুল ইসলাম; মোঃ রেজাউল করিম সরকার; মোঃ আবদুল ওয়াহাব; মোঃ কাওছার মতিন, মোঃ রুকনুজ্জামান, মোঃ আশ্রাফুল আলম; এবং মনোজ কুমার হাওলাদার যথাক্রমে ইইএফ ইউনিট, গৃহায়ন তহবিল এন্ড ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (আইবিবি), বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের (আরএমজি) নিরাপত্তাজনিত সংস্কার ও পরিবেশগত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প, ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন প্রজেক্ট, সেকেন্ড স্মল এন্ড মিডিয়াম-সাইজড্ এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি এন্ড ক্রাইসিস রেসপন্স ফ্যাসিলিটি প্রজেক্ট, দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এবং ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (সিজিএস) ইউনিট-এ ৩০ জুন ২০২২ তারিখ ভিত্তিতে প্রেষণে নিয়োজিত আছেন।

২) পরিচালকবৃন্দ- মোঃ শহীদুল ইসলাম, হুসনে আরা শিখা, ওয়াহিদা নাসরিন, সুব্রত চাকমা, মোঃ শাহেদ আলী, অভিলাষ চন্দ্র মজুমদার, মোঃ মকবুল হোসেন এবং মোঃ সাব্বিরুল আলম চৌধুরী হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর সাথে সংযুক্ত আছেন।

#৩০ জুন ২০২২ তারিখ ভিত্তিক তথ্য, *পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), @ চুক্তিভিত্তিক।

শাখা অফিসসমূহ ও অফিস প্রধানগণ#

বরিশাল অফিস	পরিমল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নির্বাহী পরিচালক মোঃ শওকাতুল আলম, পরিচালক মোঃ মাহবুবর রহমান, পরিচালক বিষ্ণুপদ কর, পরিচালক
বগুড়া অফিস	এ,এফ,এম শাহীনুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম-২, পরিচালক গোবিন্দ লাল গাইন, পরিচালক মোঃ হাফিজুর রহমান, পরিচালক
চট্টগ্রাম অফিস	মোঃ নূরুল আমীন, নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান, পরিচালক মোঃ মুজিবুল হক, পরিচালক মোহাং নুরুল আলম, পরিচালক
খুলনা অফিস	এস, এম, হাসান রেজা, নির্বাহী পরিচালক @ সমীর কুমার বিশ্বাস, পরিচালক সুধা রানী দাশ, পরিচালক
মতিঝিল অফিস	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, নির্বাহী পরিচালক প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী, নির্বাহী পরিচালক (কারেন্সী অফিসার) শান্তনু কুমার রায়, পরিচালক ছৈয়দ আহমেদ, পরিচালক মোঃ এমদাদুল হক, পরিচালক ডাঃ মাকসুদা বেগম, চিফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ রাবেয়া আকতার, চিফ কনসালট্যান্ট (গাইনোকলজি) ডাঃ মোঃ মাহফুজুল হোসেন, চিফ কনসালট্যান্ট (মেডিসিন)
ময়মনসিংহ অফিস	এস,এম, আব্দুল হাকিম, নির্বাহী পরিচালক মোঃ ওছমান গনি, পরিচালক
রাজশাহী অফিস	জীবন কৃষ্ণ রায়, নির্বাহী পরিচালক মোঃ মজিবুর রহমান-১০, পরিচালক মোঃ নিয়ামূল কবীর, পরিচালক মির্জা আব্দুল মান্নান, পরিচালক
রংপুর অফিস	মোঃ আব্দুল হাকিম, নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন, পরিচালক মধুসূদন বনিক, পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, পরিচালক
সদরঘাট অফিস	মোঃ আব্দুল কাদির, পরিচালক
সিলেট অফিস	মোহাম্মদ মামুনুল হক, নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন, পরিচালক এ,কে,এম, এহসান, পরিচালক খালেদ আহমদ, পরিচালক

#৩০ জুন ২০২২ তারিখ ভিত্তিক।

@নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)।

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনা	১
	বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি, মূল্য পরিস্থিতি এবং স্বল্প মেয়াদি সম্ভাবনা	১
	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি	৪
	প্রবৃদ্ধির গতিধারা	৪
	সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ	৫
	মূল্য পরিস্থিতি	৫
	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	৬
	সরকারি অর্থসংস্থান	৭
	বৈদেশিক খাত	৮
	বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা	১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	বাংলাদেশ অর্থনীতির প্রকৃত খাতসমূহের গতিধারা	১২
	জিডিপি'র খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার	১৩
	কৃষি খাত	১৩
	শিল্প খাত	১৩
	সেবা খাত	১৪
	জিডিপি'র খাতভিত্তিক কাঠামো	১৬
	ব্যয় ভিত্তিক জিডিপি	১৭
	সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	১৮
	খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা	১৮
তৃতীয় অধ্যায়	মূল্য ও মূল্যস্ফীতি	২০
	বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি	২০
	সার্কভুক্ত এবং অন্য এশীয় দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি	২০
	বাংলাদেশে ভোক্তামূল্য	২১
	খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি	২২
	কোর মূল্যস্ফীতি	২২
	গ্রামীণ ও শহর এলাকায় মূল্যস্ফীতি	২২
	খাদ্যশস্যের উৎপাদন	২৩
	মজুরি হারের গতিধারা	২৪
	স্বল্পমেয়াদি মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস	২৪
চতুর্থ অধ্যায়	মুদ্রা ও ঋণ	২৬
	অর্থবছর ২২-এ মুদ্রা এবং ঋণনীতির অর্জনসমূহ	২৬
	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	২৮
	রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি	২৯
	মুদ্রা গুণক	৩১
	মুদ্রার আয়গতি	৩১
	ব্যাংক ঋণ	৩১

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	ব্যাংক আমানত	৩২
	ঋণ/আমানত অনুপাত	৩২
	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণ	৩২
	বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জমা এবং তাদের সিন্দুকে রক্ষিত তহবিল	৩২
	নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর)	৩৩
	সংবিধিবদ্ধ তরল সম্পদ হার (এসএলআর)	৩৩
	ব্যাংক রেট	৩৩
	রেপো সুদহার	৩৩
	রিভার্স রেপো সুদহার	৩৩
	আমানত ও ঋণের উপর সুদের হার	৩৪
	তারল্য পরিস্থিতি	৩৪
পঞ্চম অধ্যায়	**ব্যাংকিং খাতের অর্জন, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংকসমূহের তদারকি**	৩৫
	ব্যাংকিং খাতের কাঠামো ও অর্জন	৩৬
	শাখাভিত্তিক ব্যাংকসমূহের নেটওয়ার্ক	৩৭
	সমন্বিত স্থিতিপত্র	৩৮
	মূলধন পর্যাপ্ততা	৩৮
	সম্পদের গুণগত মান	৩৯
	সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা	৪১
	মুনাফা ও উপার্জনশীলতা	৪২
	তারল্য	৪৩
	আইনি কাঠামো ও প্রবিধিগত বাধ্যবাধকতাসমূহ	৪৩
	ব্যাংকসমূহের জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা	৪৩
	ঋণ শ্রেণিকরণ এবং প্রভিশনিং	৪৪
	ব্যাংকসমূহের অফ-সাইট মনিটরিং	৪৬
	ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৪৬
	ব্যাংকসমূহের অন-সাইট সুপারভিশন	৪৭
	আর্থিক স্থিতিশীলতা ও সামষ্টিক-বিচক্ষণ পরিদর্শন	৫০
	আর্থিক স্থিতিশীলতা ও গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ব্যাংকিং খাতের অবকাঠামো	৫৩
	বাংলাদেশের আমানত বীমা ব্যবস্থা	৫৩
	ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-এর কার্যক্রম	৫৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	**বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার অর্জন ও সম্ভাবনা**	৫৫
	অর্থবছর ২২-এ ইসলামি ব্যাংকিং এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৫৫
	ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ এবং ২০২২ সালে ব্যাংকিং খাতে এর অবদান	৫৭
	২০২২ সালে ইসলামি ব্যাংকিং এর কার্যক্রম	৫৯
	সম্পদ	৫৯
	দায়	৫৯
	মূলধন পর্যাপ্ততা	৬০

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	সম্পদের গুণগত মান	৬১
	সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা	৬১
	আয় এবং মুনাফা	৬২
	তারল্য	৬২
	ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিস্তৃতি	৬৪
	ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা ও রেমিট্যান্স সংগ্রহ কার্যক্রম	৬৪
	আমদানি	৬৪
	রপ্তানি	৬৫
	রেমিট্যান্স সংগ্রহ	৬৫
	ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) উদ্যোগ	৬৫
	তারল্য ব্যবস্থাপনার জন্য ইসলামিক আর্থিক উপকরণসমূহ (Instruments)	৬৫
	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (বিজিআইআইবি)	৬৬
	বাংলাদেশ সরকারের বিনিয়োগ সুকুক (বিজিআইএস)	৬৬
	ইসলামি আন্তঃব্যাংক ফান্ড মার্কেট	৬৭
	বাংলাদেশে মুদ্রানীতি শক্তিশালী করার জন্য সম্ভাবনাময় ইসলামি উপকরণসমূহ	৬৭
	ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিদর্শন কার্যক্রম	৬৯
	অর্থবছর ২২-এ ইসলামি ব্যাংক ও শরীয়াহ্‌ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ	৭০
সপ্তম অধ্যায়	টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং	৭১
	টেকসই ব্যাংকিং	৭১
	টেকসই অর্থায়ন	৭১
	নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ	৭১
	পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন	৭২
	পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৭৩
	জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল	৭৩
	অনলাইন ব্যাংকিং ও জ্বালানি দক্ষতা	৭৩
	সাসটেইনেবিলিটি রেটিং	৭৪
	পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৭৪
	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)'র আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন ফাইন্যান্সিং ব্রিক কিলন ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট	৭৫
	গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ)	৭৫
	পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে বিনিয়োগের নিমিত্তে ইসলামি শরীয়াভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৭৬
	রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	৭৬
	কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা	৭৭
	ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর কার্যক্রম	৭৭
	বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিজস্ব সিএসআর কার্যক্রম	৭৮
	প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৭৮

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	সুদ হার এবং স্কিমের মেয়াদ	৭৮
	পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির যোগ্যতাসমূহ	৭৯
	তহবিল-এর হালনাগাদ তথ্যাবলী (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২)	৭৯
	আলোচ্য স্কিমের প্রভাব	৭৯
	বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম	৭৯
	বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রারম্ভিক ধাপসমূহ	৮০
	প্রথাগত পদ্ধতিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি	৮০
	ব্যাংক শাখার বিস্তৃতি	৮০
	এসএমই/কৃষি উপশাখা এবং উপশাখা	৮২
	বিকল্প মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি	৮২
	এজেন্ট ব্যাংকিং	৮২
	অটোমেটেড টেলার মেশিনের (এটিএম) সূচনা	৮৩
	ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সার্ভিসেস	৮৩
	মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস	৮৩
	পিএসপি এবং পিএসও সমূহের অনুমোদন	৮৩
	প্রান্তিক এবং বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত উদ্যোগ	৮৪
	নো-ফ্রিল অ্যাকাউন্ট	৮৪
	স্কুল ব্যাংকিং	৮৪
	পথশিশু/কর্মজীবী শিশুদের জন্য ব্যাংকিং	৮৫
	পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি	৮৫
	১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য ৫.০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৮৫
	কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ৩০.০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৮৫
	আর্থিক সাক্ষরতা এবং ভোক্তাধিকার	৮৬
	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও জ্ঞান বিনিময়	৮৭
	আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অন্যান্য পদক্ষেপসমূহ	৮৭
	সরলীকৃত ব্যাংক হিসাব খোলার ফরমের প্রবর্তন	৮৭
	আর্থিক খাতে ই-কেওয়াইসি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন	৮৭
	পল্লী অঞ্চলে আর্থিক অভিগম্যতা বৃদ্ধিকরণ	৮৮
	ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৮৮
	অর্থায়নের পথ প্রশস্ত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত জামানতের পরিমাণ বৃদ্ধি	৮৯
	আর্থিক অন্তর্ভুক্তির নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপসমূহ	৮৯
	স্টার্ট-আপ ফান্ড সংক্রান্ত পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন	৮৯
	কোভিড-১৯ এর কারণে গৃহীত নীতিগত ব্যবস্থা	৮৯
অষ্টম অধ্যায়	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা, প্রবিধান এবং তত্ত্বাবধান	৯০
	লাইসেন্স এবং প্রবিধান	৯০
	আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শাখাসমূহের সংখ্যা	৯১
	সম্পদ	৯১
	বিনিয়োগ	৯১

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ	৯১
	আমানত	৯১
	অন্যান্য দায় ও ইক্যুইটি	৯২
	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ও রেটিং	৯২
	মূলধন পর্যাপ্ততা	৯২
	সম্পদের গুণগত মান	৯২
	আয় ও উপার্জন ক্ষমতা	৯২
	তারল্য পরিস্থিতি	৯৩
	বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতা	৯৩
	সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং	৯৩
	আইনি কাঠামো ও প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স	৯৩
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা এবং ব্যাসেল অ্যাকোর্ড বাস্তবায়নে অগ্রগতি	৯৩
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পোরেট সুশাসন	৯৪
	সম্পদের শ্রেণিকরণ ও এর বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ	৯৪
	ঋণ নীতি	৯৪
	মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৯৪
	স্ট্রেস টেস্টিং	৯৫
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন	৯৫
	গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধিমালা	৯৫
	চার্জ-এর তালিকা	৯৫
	বাংলাদেশে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ এবং কমার্শিয়াল পেপার গাইডলাইন	৯৫
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কস্ট অব ফান্ড ইনডেক্স	৯৬
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট মেমোরি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	৯৬
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	৯৬
নবম অধ্যায়	আর্থিক বাজার	৯৭
	বাজার সারসংক্ষেপ - অর্থবছর ২২	৯৭
	বাজারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৯৭
	ক. মুদ্রা বাজার	৯৮
	কলমানি মার্কেট কার্যক্রম - অর্থবছর ২২	৯৮
	পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম - অর্থবছর ২২	৯৮
	বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম - অর্থবছর ২২	৯৯
	বাংলাদেশ ব্যাংক বিল - অর্থবছর ২২	৯৯
	সরকারি সিকিউরিটিজ	৯৯
	সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম	৯৯
	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি)-এর নিলাম	১০০
	ফ্লোটিং রেট ট্রেজারি বন্ড (এফআরটিবি)	১০০
	সরকারি ইসলামিক সিকিউরিটিজ	১০১
	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ইসলামিক বন্ড)	১০১

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক (বিজিআইএস)	১০১
	অনিবাসী সঞ্চয় বন্ড	১০২
	খ. পুঁজিবাজার	১০২
	অর্থবছর ২২-এ পুঁজি বাজারের কার্যক্রম	১০২
	প্রাথমিক ইস্যু	১০২
	সেকেন্ডারি বাজার কার্যক্রম	১০৩
	অনিবাসী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	১০৩
	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	১০৩
	পুঁজি বাজার সিকিউরিটিজে তফসিলি ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ	১০৪
	অর্থবছর ২২-এ পুঁজি বাজার উন্নয়নে সহায়ক পদক্ষেপ	১০৪
	গ. ঋণ বাজার	১০৫
	অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম	১০৫
	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়াদি শিল্প ঋণ	১০৬
	ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (আইপিএফএফ II) প্রকল্প	১০৭
	ইক্যুইটি এন্ড এন্টারপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ)/ এন্টারপ্র্যানারশীপ সাপোর্ট ফান্ড (ইএসএফ)	১০৭
	গৃহনির্মাণ অর্থসংস্থান	১০৮
	ঘ. বৈদেশিক মুদ্রা বাজার	১০৯
	বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার	১০৯
	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	১০৯
দশম অধ্যায়	কৃষি এবং কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন	১১১
	অর্থবছর-২২ এ কৃষি ঋণ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ	১১১
	কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ	১১২
	ঋণ আদায়	১১২
	কৃষি ঋণের উৎসসমূহ	১১৩
	সরকারের সুদ ভর্তুকি (বাজেটারি বরাদ্দ)	১১৩
	বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে সুদ ভর্তুকি	১১৪
	নভেল করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় প্রণোদনা সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল খাতে ৪.০ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে কৃষিঋণ বিতরণ স্কিম	১১৪
	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা	১১৪
	সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা	১১৪
	দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১১৪
	পাট খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১১৫
	কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১১৫
	কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ৫.০ বিলিয়ন টাকার "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১১৫
	ডিমান্ড লোন	১১৫
	বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে কৃষিঋণ সম্পর্কিত প্রকল্প/কর্মসূচি	১১৬
	স্মল এন্ড মার্জিনাল সাইজড ফার্মারস এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড	

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ	পৃষ্ঠা
ডাইভার্সিফিকেশন ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট (এসএমএপি)	১১৬
এডিবি ফান্ডেড সেকেন্ড ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন প্রজেক্ট (এসসিডিপি)	১১৬
মার্জিনাল এন্ড স্মল ফার্ম সিস্টেমস্ ক্রপ ইনটেনসিফিকেসন প্রজেক্ট (এমএসএফএসসিআইপি) কুড়িগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট	১১৬
সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে প্রাক অর্থায়ন	১১৬
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	১১৬
কর্মসংস্থান ব্যাংক	১১৭
কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন (সিএমএসএমইস)	১১৭
পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১১৮
সিএমএসএমই খাতের প্রসারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক অর্থায়ন সুবিধাসমূহ	১১৮
কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফঃস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১১৮
ক্ষুদ্র শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১১৯
কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পের নতুন উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	১১৯
ইসলামি শরীয়াহ্ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১১৯
জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ/প্রাক-অর্থায়ন স্কিম	১২০
আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (ইউবিএসপি)	১২০
নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন	১২০
নতুন প্রকল্পের বাস্তবায়ন	১২০
বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতের নিরাপত্তাজনিত সংস্কার ও পরিবেশগত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প	১২০
কোভিড-১৯ অতিমারীতে ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমই খাতে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প	১২১
ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম	১২১
কোভিড ১৯ ইমারজেন্সি এবং ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট (সিইসিআরএফপি)	১২২
জুন ২০২২ পর্যন্ত সিএমএসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	১২২
এসএমই ঋণ বিতরণে অন্যান্য স্থানীয় তফসিলি ব্যাংকের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতিটি জেলায় লিড ব্যাংক নির্বাচন	১২৩
শিল্প ঋণ	১২৩
স্টার্ট-আপ ফান্ড	১২৪
অন্যান্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ও ফান্ড	১২৪
রেসটর ট্র্যাক অ্যান্ড সাপোর্টিং পোস্ট কোভিড-১৯ স্মল স্কেল এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন প্রজেক্ট (এসপিসিএসএসইসিপি)	১২৪
লাইন অব ফাইন্যান্স টু সাপোর্ট এসএমইস প্রজেক্ট আন্ডার দ্য আইএসডিবি এসপিআরপি ফর কোভিড-১৯, রেসটর ট্র্যাক (এলএসএসপি)	১২৫
গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	১২৫

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
একাদশ অধ্যায়	সরকারি অর্থসংস্থান	১২৭
	অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেট এবং রাজস্ব পরিস্থিতি	১২৭
	আয়	১২৭
	ব্যয়	১২৮
	অর্থবছর ২২-এর বাজেট ঘাটতি এবং এর অর্থায়ন	১২৯
	অর্থবছর ২২-এর বাজেটে রাজস্ব আদায়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ	১২৯
	প্রত্যক্ষ কর	১২৯
	ব্যক্তি বর্গের আয়ের উপর কর	১৩০
	প্রাতিষ্ঠানিক আয়ের উপর কর	১৩০
	মূল্য সংযোজন কর (মূসক)	১৩০
	মূসক আরোপ, সম্প্রসারণ এবং সংকোচন	১৩১
	মূসক অব্যাহতি	১৩১
	আমদানি শুল্ক ও কর	১৩২
	আমদানি শুল্ক ও কর আরোপ, সম্প্রসারণ ও সংকোচন	১৩২
	আমদানি শুল্ক ও কর অব্যাহতি	১৩৩
	অর্থবছর ২৩-এর বাজেট: কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন	১৩৪
	অর্থবছর ২৩-এর রাজস্ব প্রাপ্তি	১৩৪
	অর্থবছর ২৩-এর ব্যয়	১৩৪
	অর্থবছর ২৩-এর বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন	১৩৫
দ্বাদশ অধ্যায়	বৈদেশিক খাতের উন্নয়ন	১৩৬
	বহিঃবাণিজ্য এবং লেনদেন ভারসাম্য	১৩৬
	লেনদেন ভারসাম্য	১৩৭
	রপ্তানি	১৩৮
	রপ্তানি পণ্যসমূহ	১৩৮
	রপ্তানি পণ্যের গন্তব্যসমূহ	১৩৮
	রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)	১৩৯
	আমদানি	১৪১
	প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ	১৪১
	বৈদেশিক সাহায্য	১৪২
	বৈদেশিক মুদ্রা বাজার কার্যক্রম ও মুদ্রা বিনিময় হারের গতিবিধি	১৪২
	বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ	১৪৩
	মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	১৪৪
	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ACU) এর আওতায় লেনদেন	১৪৫
	আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ)- এর সাথে লেনদেন	১৪৫
	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ তত্ত্বাবধান	১৪৫
ত্রয়োদশ অধ্যায়	পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্	১৪৭
	পেমেন্ট সিস্টেমস্	১৪৭

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ	১৪৮
	রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেম	১৪৯
	ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ	১৫০
	মোবাইল আর্থিক সেবা	১৫১
	অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল এবং লাইসেন্সিং	১৫৩
	আইনি ও প্রবিধিগত কাঠামো	১৫৩
	পেমেন্ট সিস্টেম ওভারসাইট	১৫৪
	রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস	১৫৫
	কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২০-২০২৪: অগ্রগতি	১৫৫
চতুর্দশ অধ্যায়	মানব সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	১৫৭
	পরিচালনা কাঠামো	১৫৭
	পরিচালক পর্ষদ	১৫৭
	নির্বাহী কমিটি	১৫৭
	পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি	১৫৮
	এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম (ইএমটি)	১৫৮
	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উদ্যোগসমূহ	১৫৮
	বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ	১৫৮
	নতুন পদ সৃষ্টি/পদ অবলুপ্তকরণ	১৫৮
	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মঞ্জুরিকৃত পদবল ও কর্মরত জনবল	১৫৯
	পদোন্নতি	১৫৯
	প্রেষণ/লিয়েনে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা	১৫৯
	বিভিন্ন বিভাগ/ ইউনিট পুনর্গঠন/নতুন সৃষ্টি	১৫৯
	রিওয়ার্ড এন্ড রিকগনিশন	১৫৯
	তথ্য অধিকার (আরটিআই)	১৬০
	অটোমেশন এবং কাগজবিহীন পরিবেশ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	১৬০
	অবসর গ্রহণ, স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, মৃত্যুবরণ, বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, অপসারণ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ	১৬১
	কল্যাণমূলক কার্যাবলী এবং বৃত্তি অনুমোদন	১৬১
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন	১৬১
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন	১৬১
	অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী (বিবিটিএ) কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার	১৬১
	ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)	১৬২
	স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং	১৬৩
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)	১৬৩
	আইসিটি কৌশল বাস্তবায়ন	১৬৪
	আইটি নিরাপত্তা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি	১৬৪
	ইনফরমেশন সিস্টেম উন্নয়ন	১৬৪

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
পঞ্চদশ অধ্যায়	বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের হিসাব	১৬৬
	আয়	১৬৬
	বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ হতে আয়	১৬৬
	স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে আয়	১৬৬
	বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়	১৬৬
	ব্যয়	১৬৬
	আর্থিক ব্যয়	১৬৭
	অন্যান্য ব্যয়	১৬৭
	মুনাফা	১৬৭
	অন্যান্য সামগ্রিক আয়	১৬৭
	মোট সামগ্রিক আয়	১৬৭
	মুনাফা আবণ্টন	১৬৮
	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	১৬৮
	সম্পদসমূহ	১৬৮
	দায়সমূহ	১৬৮
	প্রচলন নোট	১৬৮
	ইক্যুইটি	১৬৮
	একীভূতকরণ	১৬৯
	নিরীক্ষক	১৬৯
	বাংলাদেশ ব্যাংক: নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী : ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য	১৭০

সারণিসমূহ

১.০১	২০২২ ও ২০২৩ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রক্ষেপণ	১
১.০২	মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার	৪
২.০১	জিডিপি'র খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধি	১৪
২.০২	জিডিপি'র খাতওয়ারি অবদান	১৬
২.০৩	ব্যয়ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদন	১৭
২.০৪	জিডিপি'র শতকরা হিসেবে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ	১৮
৩.০১	সার্কভুক্ত এবং এশীয় অন্য দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি	২১
৩.০২	অর্থবছর ২২-এর মাসিক মূল্যস্ফীতি	২১
৩.০৩	ভোক্তা মূল্য সূচক ভিত্তিক বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি	২২
৩.০৪	জাতীয় পর্যায়ে ভোক্তা ঝুড়ির উপ-খাতভিত্তিক বার্ষিক গড় ভোক্তা মূল্যসূচক	২৩
৩.০৫	খাদ্য পরিস্থিতি	২৪
৩.০৬	মজুরি সূচকের গতিধারা	২৪
৩.০৭	বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি	২৫
৪.০১	মুদ্রা ও ঋণের প্রক্ষেপণ এবং প্রকৃত উন্নয়ন	২৬
৪.০২	রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদানসমূহের প্রকৃত ও প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি	২৮

সূচিপত্র

সারণিসমূহ		পৃষ্ঠা
৪.০৩	মুদ্রার আয় গতি	২৯
৪.০৪	ব্যাংক ঋণের* ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি	২৯
৪.০৫	ব্যাংক আমানত* এর ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি	৩২
৪.০৬	তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হারের গতিধারা এবং তাদের মধ্যকার ব্যাপ্তি (spread)	৩২
৪.০৭	তারল্য নির্দেশকসমূহ	৩৩
৪.০৮	ব্যাংকে বিরাজমান উদ্বৃত্ত তরল সম্পদের পরিমাণ	৩৩
৫.০১	ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো, সম্পদ এবং আমানত	৩৫
৫.০২	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদের হার	৩৭
৫.০৩ (ক)	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের হার	৩৮
৫.০৩ (খ)	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিবিস্যানিত ঋণের হার	৩৮
৫.০৪	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	৩৮
৫.০৫	প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন-সকল ব্যাংক	৩৯
৫.০৬	প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র	৩৯
৫.০৭ (ক)	ব্যাংকের অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ	৩৯
৫.০৭ (খ)	ব্যাংকের অবলোপনকৃত ঋণস্থিতির পরিমাণ	৩৯
৫.০৮	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত	৪০
৫.০৯	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার	৪১
৫.১০	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ মার্জিন	৪১
৫.১১	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার	৪২
৫.১২	অর্থবছর ২২-এ সরেজমিনে ব্যাংক পরিদর্শনের একটি সার-সংক্ষেপ	৪৪
৫.১৩	আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল (DITF)-এর সাম্প্রতিক অবস্থা	৫০
৬.০১	ব্যাংকিং খাতের অগ্রগতি ও তাতে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অবদানের অংশ	৫৭
৬.০২	মূলধন ও ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদের অনুপাত	৫৮
৬.০৩	মোট এনপিআই ও মোট বিনিয়োগের অনুপাত	৫৯
৬.০৪	ইসলামি ব্যাংকের নিট এনপিআই ও মোট নিট বিনিয়োগের অনুপাত	৫৯
৬.০৫	ইসলামি ব্যাংকসমূহের প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন	৬০
৬.০৬	ইসলামি ব্যাংকসমূহের অবলোপনকৃত ঋণের (বিনিয়োগ) পরিমাণ	৬০
৬.০৭	ইসলামি ব্যাংকসমূহের ব্যয়-আয় অনুপাত	৬১
৬.০৮	ইসলামি ব্যাংকসমূহের আয়, সম্পদ ও মুনাফার পরিমাণ/হার	৬১
৬.০৯	পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকসমূহের আরওই	৬২
৬.১০	ইসলামি ব্যাংকসমূহের নিট মুনাফা মার্জিন	৬৩
৬.১১	ইসলামি ব্যাংকসমূহের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার	৬৩
৬.১২	ইসলামি ব্যাংকের তারল্য তথ্য	৬৪
৬.১৩	ইসলামি ব্যাংকিং এর শাখা ও উইন্ডোসমূহ	৬৪
৬.১৪	ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে আমদানির পরিমাণ (এলসি সেটেলমেন্ট)	৬৪
৬.১৫	ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রপ্তানির পরিমাণ	৬৪
৬.১৬	ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রেমিট্যান্স আহরণের পরিমাণ	৬৫
৬.১৭	ইসলামি ব্যাংকসমূহের সিএসআর কার্যক্রমে ব্যয়	৬৫

সূচিপত্র

সারণিসমূহ		পৃষ্ঠা
৬.১৮	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	৬৬
৬.১৯	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক (বিজিআইএস)	৬৬
৭.০১	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিবি কর্তৃক প্রণীত সাসটেইনেবিলিটি সংক্রান্ত নীতি ও প্রবিধিসমূহ	৭২
৭.০২	জানুয়ারি-জুন ২০২২-এ টেকসই অর্থায়ন	৭২
৭.০৩	অর্থবছর ২২-এ পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন	৭৩
৭.০৪	পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় পরিবেশ পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের/প্রকল্পের তালিকা	৭৫
৭.০৫	পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর বিতরণ চিত্র	৭৬
৭.০৬	অর্থবছর ২২-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর খাতের ব্যয়	৭৭
৭.০৭	খাত অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সিএসআর কার্যক্রম অর্থবছর ২২	৭৮
৮.০১	আর্থিক প্রতিষ্ঠনসমূহের কাঠামোগত ধরন	৯১
৮.০২	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায় ও আমানত	৯২
৮.০৩	মোট ঋণ/লিজ এবং শ্রেণিকৃত ঋণ/লিজের পরিমাণ	৯২
৮.০৪	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা অর্জনের হার	৯২
৮.০৫	অর্থবছর ২২-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শনসমূহ	৯৪
৯.০১	কলমানি মার্কেটের লেনদেনের পরিমাণ ও ভারীত গড় সুদের হার	৯৮
৯.০২	পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম- অর্থবছর ২২	৯৯
৯.০৩	সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম - অর্থবছর ২২	১০০
৯.০৪	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড এর নিলাম - অর্থবছর ২২	১০১
৯.০৫	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)-এর কার্যক্রম	১০৪
৯.০৬	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)-এর কার্যক্রম	১০৪
৯.০৭	অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম	১০৫
৯.০৮	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ	১০৬
৯.০৯	আবাসন খাতে গৃহায়ন ঋণের স্থিতি	১০৮
১০.০১	কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী	১১১
১০.০২	কৃষি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম	১১২
১০.০৩	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ	১১৭
১০.০৪	বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের অধীনে সিএমএসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	১১৭
১০.০৫	গ্রামাঞ্চলে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	১১৮
১০.০৬	ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	১১৯
১০.০৭	ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিক তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	১২১
১০.০৮	নব্য উদ্যোক্তা তহবিল হতে সিএমএসএমই পুনঃঅর্থায়ন (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	১২১
১০.০৯	সিএমএসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	১২২
১০.১০	শিল্প ঋণের বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি	১২৩
১০.১১	এসপিসিএসএসইসিপি-এর আওতায় কুটির, মাইক্রো, এবং ক্ষুদ্র শিল্পে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	১২৪
১০.১২	গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	১২৫
১১.০১	এক নজরে বাজেট	১২৭

সূচিপত্র

সারণিসমূহ **পৃষ্ঠা**

১১.০২	খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়	১২৮
১১.০৩	রাজস্ব ব্যয়ের খাতভিত্তিক বিবরণী	১২৯
১১.০৪	বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন	১২৯
১১.০৫	সামাজিক খাতভুক্ত রাজস্ব ব্যয়ের উপখাতসমূহ	১৩৩
১১.০৬	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দের বিভিন্ন খাতের অংশ	১৩৩
১২.০১	শীর্ষ ১০টি পণ্যের রপ্তানি কাঠামো	১৩৮
১২.০২	পণ্যদ্রব্য আমদানি ব্যয়ের গতিধারা (কাস্টমস নথির ভিত্তিতে)	১৩৯
১২.০৩	বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ	১৪৩
১২.০৪	বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তি এবং দায় পরিশোধ	১৪৩
১২.০৫	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় বাংলাদেশের লেনদেন	১৪৪
১২.০৬	আইএমএফ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদির বিপরীতে বকেয়া দায়ের স্থিতি	১৪৪
১৩.০১	বাংলাদেশের ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার গভীরতা	১৪৮
১৪.০১	অর্থবছর ২২-এ বিবিটিএ-তে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার-এর বিবরণী	১৬২
১৪.০২	অর্থবছর ২২-এ সম্পাদিত ইনফরমেশন সিস্টেমস্ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট কাজ	১৬৪
১৫.০১	বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়	১৬৬
১৫.০২	বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যয়	১৬৭
১৫.০৩	বার্ষিক মুনাফা	১৬৭
১৫.০৪	অন্যান্য সামগ্রিক আয়	১৬৭

চার্টসমূহ

১.০১	অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধানের গতিধারা	৫
১.০২	জাতীয় সিপিআই মূল্যস্ফীতির গতিধারা	৬
১.০৩	আর্থিক সমষ্টির গতিধারা	৬
১.০৪	ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উৎসের গতিধারা	৭
১.০৫	রাজস্ব আয়, রাজস্ব ব্যয় এবং সার্বিক বাজেট ঘাটতির গতিধারা	৮
১.০৬	বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা	৮
১.০৭	লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা	৮
১.০৮	রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধির গতিধারা	৯
১.০৯	নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের গতিধারা	৯
১.১০	নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের মাসিক গতিধারা	১০
২.০১	২০২১ এবং ২০২২ সালের দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের প্রবৃদ্ধির গতিধারা	১২
২.০২	বাংলাদেশের প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতিধারা	১২
২.০৩	খাতওয়ারি জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতিধারা	১৩
২.০৪	সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের গতিধারা	১৮
৩.০১	আন্তর্জাতিক পণ্যমূল্য সূচক	২০
৩.০২	সার্কভুক্ত দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি	২১
৩.০৩	অর্থবছর ২২-এ মূল্যস্ফীতির মাসিক গতিধারা (১২-মাস গড়ভিত্তিক:অর্থবছর ০৬=১০০)	২২

সূচিপত্র

চার্টসমূহ		পৃষ্ঠা
৩.০৪	অর্থবছর ২২-এ মূল্যস্ফীতির মাসিক গতিধারা (পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক:অর্থবছর ০৬=১০০)	২২
৩.০৫	কোর মূল্যস্ফীতি	২৩
৩.০৬	গ্রামীণ মূল্যস্ফীতি	২৩
৩.০৭	শহুরে মূল্যস্ফীতি	২৩
৩.০৮	মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধির হার	২৪
৪.০১	ব্যাপক মুদ্রা (এম২) এর উপাদানসমূহের গতি প্রকৃতি	২৭
৪.০২	অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং এর উপাদানসমূহের গতি প্রকৃতি	২৭
৪.০৩	অর্থবছর ২২-এ এম২ ও আরএম এর প্রক্ষেপিত ও প্রকৃত পরিস্থিতি	২৯
৪.০৪	জিডিপি প্রবৃদ্ধি, এম২ প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির হার এবং মুদ্রার আয় গতির গতি প্রকৃতি	৩১
৪.০৫	তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হারের গতিধারা	৩১
৪.০৬	তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অর্থবছর ২২	৩৪
৫.০১	ব্যাংকিং খাতে সমন্বিত সম্পদ	৩৬
৫.০২	ব্যাংকিং খাতে সমন্বিত দায়	৩৬
৫.০৩	সমন্বিত মূলধন পর্যাপ্ততার গতিধারা	৩৭
৫.০৪	একীভূত শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের তুলনামূলক অবস্থা	৩৭
৫.০৫	সকল ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের একীভূত চিত্র	৪০
৫.০৬	সমন্বিত উপার্জনশীলতা - সকল ব্যাংক	৪০
৬.০১ (ক)	ইসলামিক ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদ, ২০২১	৫৮
৬.০১ (খ)	ইসলামিক ব্যাংকিং খাতের মোট দায়, ২০২১	৫৮
৬.০২	পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকসমূহের মূলধন ও ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদের অনুপাত	৫৯
৬.০৩	মোট এনপিআই, প্রভিশন ও সংরক্ষিত প্রভিশন ও প্রয়োজনীয় প্রভিশনের অনুপাত	৬০
৬.০৪	ইসলামি ব্যাংকসমূহে মোট বিনিয়োগের সাথে মোট এনপিএলের অনুপাত	৬০
৬.০৫	অবলোপনকৃত ঋণ (বিনিয়োগ) ও মোট মন্দ ঋণের অনুপাত	৬১
৬.০৬	ইসলামি ব্যাংকসমূহের আয়-ব্যয়ের হার	৬২
৬.০৭	ইসলামিক ব্যাংকের ধরন অনুসারে আরওএ	৬৩
৬.০৮	ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমদানি-রফতানি ও রেমিটেন্স	৬৫
৭.০১	অর্থবছর ২২-এ খাতভিত্তিক পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন	৭৩
৭.০২	পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের প্রবণতা (বিলিয়ন টাকায়)	৭৩
৭.০৩	ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ইএসআরআর এর প্রবণতা	৭৪
৭.০৪	অর্থবছর ২২-এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় পণ্য/উদ্যোগ ভিত্তিক বিতরণ	৭৪
৭.০৫	অর্থবছর ২২-এর ব্যাংকসমূহের সিএসআর খাতে ব্যয়ের খাতওয়ারি চিত্র	৭৭
৭.০৬	অর্থবছর ২২-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর খাতে ব্যয়ের খাতওয়ারি চিত্র	৭৭
৭.০৭	এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম এর প্রবণতা	৮০
৭.০৮	নো-ফ্রিল একাউন্ট এর ধারাবাহিক চিত্র	৮৪
৭.০৯	স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম এর প্রবণতা	৮৬
৮.০১	৩০ জুন ২০২২ ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগ	৯১
৯.০১	কলমানি সুদের হার	৯৮

সূচিপত্র

চার্টসমূহ		পৃষ্ঠা
৯.০২	ডিএসই-এর বাজার কার্যক্রমের গতিধারা	১০৩
৯.০৩	মোট আগামের খাত ভিত্তিক অংশঃ অর্থবছর ২২	১০৫
৯.০৪	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণ ঃ অর্থবছর ২২	১০৬
৯.০৫	টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে) গতিধারাঃ অর্থবছর ২২	১০৯
১০.০১	অর্থবছর ২২-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	১১৩
১০.০২	অর্থবছর ২২-এ প্রকৃত কৃষি ঋণ বিতরণ	১১৩
১১.০১	কর রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বণ্টনঃ অর্থবছর ২২	১২৮
১১.০২	বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত)ঃ অর্থবছর ২২	১৩০
১১.০৩	কর রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বণ্টনঃ অর্থবছর ২৩	১৩৩
১১.০৪	বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত)ঃ অর্থবছর ২৩	১৩৪
১২.০১	বহিঃখাতের প্রধান নির্দেশকসমূহ	১৩৬
১২.০২	বাণিজ্য, চলতি হিসাব ও সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য-এর গতিধারা	১৩৭
১২.০৩	অর্থবছর ২২-এ রপ্তানি আয়ের গন্তব্য-ভিত্তিক চিত্র	১৩৯
১২.০৪	আমদানি ব্যয়ের গতিধারা (কাস্টমসের তথ্য মতে)	১৪২
১২.০৫	অর্থবছর ২২-এর প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের দেশভিত্তিক অংশ	১৪৩
১৩.০১	রেগুলার ভ্যালু চেকের লেনদেন	১৪৮
১৩.০২	হাই ভ্যালু চেকের লেনদেন	১৪৮
১৩.০৩	বিইএফটিএন (ক্রেডিট) লেনদেন	১৪৯
১৩.০৪	বিইএফটিএন (ডেবিট) লেনদেন	১৪৯
১৩.০৫	আরটিজিএস লেনদেন	১৪৯
১৩.০৬	এটিএম লেনদেন	১৫০
১৩.০৭	পিওএস লেনদেন	১৫০
১৩.০৮	আইবিএফটি লেনদেন	১৫১
১৩.০৯	এমএফএস লেনদেন	১৫১
১৩.১০	২০২২ সালের জুনে এমএফএস ব্যবহারের প্রকৃতি	১৫২
১৫.০১	বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়, ব্যয় ও মুনাফার ধারা	১৬৬
১৫.০২	বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পদ, দায় এবং মালিকানা স্বত্ব	১৬৮
বক্সসমূহ		
২.০১	বাংলাদেশ ব্যাংকের জিডিপি পূর্বাভাস অনুশীলন	১৫
৪.০১	কোভিড-১৯ সংকটঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা	৩০
৫.০১	আর্থিক শুদ্ধাচার বৃদ্ধিতে ডাটা অ্যানালিটিক্সের ভূমিকা	৪৫
৫.০২	রিস্ক বেইজড সুপারভিশন (আরবিএস) বাস্তবায়ন: ব্যাংকিং খাতের সুপারভাইজরি কাঠামো শক্তিশালীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ	৪৭
৬.০১	ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ	৫৬
৬.০২	তারল্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মুদ্রানীতির জন্য সম্ভাবনাময় ইসলামিক উপকরণসমূহ	৬৮

সূচিপত্র

বক্সসমূহ		পৃষ্ঠা
৭.০১	ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সাসটেইনেবিলিটি রেটিং নির্ণয়ের পদ্ধতি	৮১
১২.০১	বাংলাদেশ টাকার উপর সাম্প্রতিক বিনিময় হারের চাপ	১৪০
১৩.০১	ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম (আইডিটিপি)-'বিনিময়'	১৫২
পরিশিষ্টসমূহ		
পরিশিষ্ট-১	**প্রধান নীতিমালা/নির্দেশিকা/পরিপত্রের সারাংশ : অর্থবছর ২২**	২৬৪
পরিশিষ্ট-২	**অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা কার্যক্রম/ প্রতিবেদন**	২৮০
পরিশিষ্ট-৩	**বাংলাদেশ : কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান**	২৮৬
সারণিসমূহ		
১।	প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহের গতিধারা	২৮৮
২।	মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ঃ প্রধান নির্দেশকসমূহ	২৮৯
৩।	মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর গতিধারা	২৯০
৪।	প্রবৃদ্ধি ও জিডিপির খাতওয়ারি অংশের গতিধারা (অর্থবছর ১৬ এর স্থির মূল্যে)	২৯১
৫।	ব্যয়ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদন (চলতি বাজার মূল্যে)	২৯৩
৬।	সরকারের বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রমের গতিধারা	২৯৪
৭।	ব্যাপক মুদ্রা : এর উপাদান এবং উৎসসমূহ	২৯৫
৮।	ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) এবং মূল্যস্ফীতির হার - জাতীয় (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ০৬=১০০)	২৯৬
৯।	বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক (ভিত্তি : অর্থবছর ০৬ =১০০)	২৯৭
১০।	রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদানসমূহের গতিধারা	২৯৮
১১।	রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উৎসসমূহের গতিধারা	২৯৯
১২।	সরকারি এবং বেসরকারি খাতের আমানতসমূহের গতিধারা	৩০০
১৩।	তফসিলি ব্যাংকসমূহের নির্বাচিত পরিসংখ্যানের গতিধারা	৩০১
১৪।	নির্বাচিত সুদের হারের গতি (বছর শেষে)	৩০২
১৫।	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের বিবরণ	৩০৩
১৬।	সরকারের ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ	৩০৫
১৭।	লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা	৩০৬
১৮।	প্রকারভিত্তিক পণ্য রপ্তানির গতিধারা	৩০৭
১৯।	প্রকারভিত্তিক পণ্য আমদানির গতিধারা	৩০৮
২০।	আমদানি ঋণপত্র খোলা, নিষ্পত্তি ও আমদানি ঋণপত্র বাতিলকরণের খাতভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণী	৩০৯
২১।	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের গতিধারা	৩১০
২২।	টাকা-মার্কিন ডলার বিনিময় হারের গতিধারা	৩১১
২৩।	দেশভিত্তিক প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের গতিধারা	৩১২
২৪।	বাংলাদেশে ডিজিটাল লেনদেন	৩১৩
২৫।	তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা (৩০ জুন ২০২২)	৩১৪
২৬।	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা (৩০ জুন ২০২২)	৩১৬

সূচিপত্র

সারণিসমূহ		পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-৪	ব্যাংকিং খাতের কর্মদক্ষতার সূচকসমূহ (সারণি:১-১৩)	৩১৭
১।	ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য	৩১৯
২।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাতের গতিধারা	৩১৯
৩।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত	৩১৯
৪।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাতের গতিধারা	৩২০
৫।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	৩২০
৬।	প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন- সকল ব্যাংক	৩২০
৭।	প্রভিশন পর্যাপ্ততার তুলনামূলক চিত্র	৩২০
৮।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ	৩২১
৯।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত	৩২১
১০।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার	৩২১
১১।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ আয়	৩২২
১২।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার	৩২২
১৩।	ব্যাংক ব্যবস্থায় শাখা, আমানত এবং অগ্রিমের গতিধারা - গ্রাম ও শহর	৩২২
বাংলাদেশ ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাসমূহের তালিকা		৩২৩

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনা

বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি, মূল্য পরিস্থিতি এবং স্বল্প মেয়াদি সম্ভাবনা

১.০১ কোভিড-১৯ এর উপর্যুপরি আঘাত হতে বৈশ্বিক উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালে দ্রুত শতকরা ৬.০ ভাগ পুনরুদ্ধারের পরবর্তী সময়ে বিশেষত ইউক্রেনে যুদ্ধের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরো অঞ্চল, যুক্তরাজ্য, জাপান এবং চীনে সৃষ্ট মন্দার ফলে তা হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে শতকরা ৩.২ ভাগ এবং ২০২৩ সালে আরও হ্রাস পেয়ে শতকরা ২.৭ ভাগ হবে বলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি ১.০১)। অতিমারীতে ইতোমধ্যে দুর্বল হয়ে পড়া বিশ্ব অর্থনীতি বেশ কয়েকটি অভিঘাতের সম্মুখীন; বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের প্রধান দেশসমূহে কঠোর আর্থিক অবস্থার কারণে বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট প্রত্যাশার চেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতি; কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব ও লকডাউনের পাশাপাশি ইউক্রেনের যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে চীনের অধিকতর মন্দা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ক্রমবর্ধমান খাদ্য ও জ্বালানি ব্যয়ের পাশাপাশি ক্রমাগত সরবরাহ ও চাহিদা পরিস্থিতির ভারসাম্যহীনতার কারণে, বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি ২০২১ সালের শতকরা ৪.৭ ভাগ থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে শতকরা ৮.৮ ভাগ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী খাদ্য বিশেষত গমের মতো শস্য পণ্যগুলোর জন্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন দেশের রপ্তানি সক্ষমতার সীমাবদ্ধতাও বিশ্বব্যাপী খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী। মোট ভোগের একটি বড় অংশ খাদ্য হওয়ায় নিম্ন আয়ের দেশসমূহের জন্য খাদ্য মূল্যস্ফীতির প্রভাব আরও তীব্র হবে বলে অনুমিত হচ্ছে। এছাড়া, রাশিয়ান পাইপলাইন দিয়ে ইউরোপে গ্যাসের প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেলে গ্যাসের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। এ পরিস্থিতিতে একটি মূল্য সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অপরিহার্য, যা বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ২০২৩ সালে শতকরা ৬.৫ ভাগে নামিয়ে আনতে পারে। কোভিড-১৯ অতিমারী শুরু হওয়ার পরে আরোপিত লকডাউনে সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার কারণে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ ২০২০ সালে শতকরা ৭.৮ ভাগ হ্রাস পায়। টিকাদান কর্মসূচির অগ্রগতির পাশাপাশি

সারণি ১.০১ ২০২২ ও ২০২৩ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রক্ষেপণ

(বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
বৈশ্বিক উৎপাদন	**-৩.০**	**৬.০**	**৩.২**	**২.৭**
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	**-৪.৪**	**৫.২**	**২.৪**	**১.১**
যুক্তরাষ্ট্র	-৩.৪	৫.৭	১.৬	১.০
ইউরো অঞ্চল	-৬.১	৫.২	৩.১	০.৫
জার্মানি	-৩.৭	২.৬	১.৫	-০.৩
ফ্রান্স	-৭.৯	৬.৮	২.৫	০.৭
ইতালি	-৯.০	৬.৬	৩.২	-০.২
স্পেন	-১০.৮	৫.১	৪.৩	১.২
জাপান	-৪.৬	১.৭	১.৭	১.৬
যুক্তরাজ্য[১]	-৯.৩	৭.৪	৩.৬	০.৩
কানাডা	-৫.২	৪.৫	৩.৩	১.৫
অন্য উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ[২]	-১.৮*	৫.৩	২.৮	২.৩
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো	**-১.৯**	**৬.৬**	**৩.৭**	**৩.৭**
এশিয়ার উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ	-০.৬	৭.২	৪.৪	৪.৯
চীন	২.২	৮.১	৩.২	৪.৪
আসিয়ান-৫[৩]	-৩.৪*	৩.৪	৫.৩	৪.৯
দক্ষিণ এশিয়া				
বাংলাদেশ	৩.৪	৬.৯	৭.২	৬.০
ভারত[৪]	-৬.৬	৮.৭	৬.৮	৬.১
পাকিস্তান[৫]	-১.০	৫.৭	৬.০	৩.৫
শ্রীলংকা	-৩.৫	৩.৩	-৮.৭	-৩.০
বিশ্ব বাণিজ্য (দ্রব্য ও সেবা)	**-৭.৮**	**১০.১**	**৪.৩**	**২.৫**
আমদানি				
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	-৮.৪	৯.৫	৬.০	২.০
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ	-৭.৮	১১.৮	২.৪	৩.০
রপ্তানি				
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	-৯.০	৮.৭	৪.২	২.৫
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ	-৪.৮	১১.৮	৩.৩	২.৯
পণ্যমূল্য (মার্কিন ডলারে)				
জ্বালানি তেল[৬]	-৩১.৭	৬৫.৯	৪১.৪	-১২.৯
জ্বালানি তেল-বহির্ভূত (বিশ্ব পণ্য আমদানি ভারভিত্তিক গড়)	৬.৫	২৬.৩	৭.৩	-৬.২
ভোক্তা মূল্য[৭]	**৩.২**	**৪.৭**	**৮.৮**	**৬.৫**
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	০.৭	৩.১	৭.২	৪.৪
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ[৭]	৫.১	৫.৯	৯.৯	৮.১
দক্ষিণ এশিয়া				
বাংলাদেশ	৫.৬	৫.৬	৬.১	৯.১
ভারত	৬.২	৫.৫	৬.৯	৫.১
পাকিস্তান[৫]	১০.৭	৮.৯	১২.১	১৯.৯
শ্রীলংকা	৪.৬	৬.০	৪৮.২	২৯.৫

[১]১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে যুক্তরাজ্যের জন্য প্রক্ষেপণটি করা হয়েছে এবং ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ এর আর্থিক ঘোষণাটি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

[২]গ্রুপ অব সেভেন (কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র) ও ইউরো অঞ্চলের দেশসমূহ ব্যতীত।

[৩]ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম।

[৪]উপাত্ত এবং প্রক্ষেপণসমূহ অর্থবছরের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে, এবং ২০১১ সালের পর থেকে অর্থবছর ২০১২ এর বাজার মূল্যে জিডিপিকে ভিত্তি ধরে জিডিপি হিসাব করা হয়েছে।

[৫]আগস্ট ২০২২ শেষে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের জন্য প্রক্ষেপণটি করা হয়েছে এবং সাম্প্রতিক বন্যার প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি ।

[৬]ইউকে ব্রেন্ট, দুবাই ফাতেহ এবং ওয়েস্ট টেক্সাস মধ্যবর্তী অপরিশোধিত তেলের দামের সাধারণ গড়।

[৭]ভেনিজুয়েলা ব্যতীত।

উৎস : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২২, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল।

ব্যবসাবান্ধব অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করার ফলে অনেক দেশের সরকার আন্তঃসীমান্ত চলাচলের উপর বিধিনিষেধ শিথিল করে, যার দরুন বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ ২০২১ সালে ব্যাপকভাবে শতকরা ১০.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। তবে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পাশাপাশি ডলারের মূল্যমান বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক চাহিদা হ্রাস এবং সরবরাহ শৃঙ্খলজনিত সমস্যাসমূহের কারণে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে শতকরা ৪.৩ ভাগ এবং ২০২৩ সালে শতকরা ২.৫ ভাগে নেমে আসবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

১.০২ বিশ্বের উন্নত অর্থনীতির জন্য ২০২১ সালের শতকরা ৫.২ ভাগ প্রকৃত উৎপাদন প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ২০২২ সালে তা শতকরা ২.৪ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ২০২২ সালে শতকরা ১.৬ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়, যা আংশিকভাবে পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস এবং কঠোর মুদ্রানীতির কারণে ব্যক্তিগত ভোগের অতি ধীরগতির ইঙ্গিত দেয়। জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন এবং ইতালির মতো প্রধান অর্থনীতিসমূহের নিম্নমুখী প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসের ফলে ইউরো অঞ্চলের জন্য প্রক্ষেপিত উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের শতকরা ৫.২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে শতকরা ৩.১ ভাগে দাঁড়ায়।

১.০৩ উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের শতকরা ৬.৬ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে শতকরা ৩.৭ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। এ ধরনের নিম্নগামী প্রক্ষেপণের মূল কারণগুলো হল চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ব্যাপক হ্রাস এবং ভারতের অর্থনীতিতে মাঝারি প্রবৃদ্ধি। প্রধানত কোভিড-১৯ এর ফের প্রাদুর্ভাব এবং লকডাউনের কারণে চীনের উৎপাদন ২০২১ সালের শতকরা ৮.১ ভাগ প্রকৃত প্রবৃদ্ধি থেকে হ্রাস করে ২০২২ সালে শতকরা ৩.২ ভাগ প্রক্ষেপণ করা হয়। অন্যদিকে, মূলত স্বল্প অনুকূল বাহ্যিক পরিস্থিতি এবং দ্রুত নীতিমালা কঠোরকরণের ফলে ভারতের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের শতকরা ৮.৭ ভাগ প্রকৃত প্রবৃদ্ধি থেকে ১.৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস করে ২০২২ সালে শতকরা ৬.৮ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

১.০৪ ইউক্রেনে যুদ্ধ খাদ্য ও জ্বালানির মূল্যে সরবরাহ-সম্পর্কিত অভিঘাতের কারণ হতে পারে, যার ফলে কোর (Core) মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বৈশ্বিকভাবে মুদ্রানীতিকে আরও কঠোরতর করতে বাধ্য করতে পারে। প্রধানত খাদ্য ও জ্বালানির উচ্চমূল্যের কারণে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহতে মূল্যস্ফীতি ২০২০ সালের শতকরা ০.৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ সালে শতকরা ৩.১ ভাগে দাঁড়ায়। প্রধানত, যুক্তরাজ্য এবং ইউরো অঞ্চলে হেডলাইন মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির কারণে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে ২০২২ সালে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৭.২ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। তবে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ মুদ্রানীতি কঠোরতর করার ফলে মূল্যস্ফীতি ২০২৩ সালে শতকরা ৪.৪ ভাগে নেমে আসবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কিন্তু, ভেনিজুয়েলা ব্যতীত উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি ২০২০ সালের শতকরা ৫.১ ভাগ থেকে কিছুটা বেড়ে ২০২১ সালে শতকরা ৫.৯ ভাগ হয়। এটি ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৯.৯ ভাগ হলেও ২০২৩ সালে তা হ্রাস পেয়ে শতকরা ৮.১ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

১.০৫ ২০২১ সালে কোভিড-১৯ অতিমারী পরিস্থিতি থেকে বিশ্ব বাণিজ্যের দ্রুত পুনরুদ্ধার হলেও, রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত এবং নিষেধাজ্ঞা বিশ্বব্যাপী চাহিদা এবং সরবরাহ হ্রাসে প্রভাব ফেলতে পারে। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে আমদানি প্রবৃদ্ধির হার ২০২০ সালের শতকরা ৮.৪ ভাগ সংকোচন বা হ্রাসের বিপরীতে ২০২১ সালে শতকরা ৯.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এসব দেশে আমদানি প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে শতকরা ৬.০ ভাগে এবং ২০২৩ সালে শতকরা ২.০ ভাগে দাঁড়াতে পারে। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে আমদানি প্রবৃদ্ধির হার ২০২০ সালের শতকরা ৭.৮ ভাগ সংকোচনের বিপরীতে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ সালে শতকরা ১১.৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা ২০২২ সালে বেশ হ্রাস পেয়ে শতকরা ২.৪ ভাগ এবং ২০২৩ সালে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে

শতকরা ৩.০ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার ২০২০ সালে শতকরা ৯.০ ভাগ সংকোচনের বিপরীতে ২০২১ সালে শতকরা ৮.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে প্রবৃদ্ধি শতকরা ৪.২ ভাগ এবং ২০২৩ সালে শতকরা ২.৫ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানি ২০২০ সালে শতকরা ৪.৮ ভাগ হ্রাসের বিপরীতে ২০২১ সালে শতকরা ১১.৮ ভাগে দাঁড়ায়, যা ২০২২ সালে কমে শতকরা ৩.৩ ভাগ এবং ২০২৩ সালে তা আরও কমে শতকরা ২.৯ ভাগে দাঁড়াবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে।

১.০৬ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২২ অনুযায়ী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অর্জনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। ইউক্রেনে যুদ্ধ রাশিয়া থেকে ইউরোপীয় দেশসমূহে গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত করতে পারে এবং উচ্চ জ্বালানি মূল্যের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেতে পারে। সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতির চাপ ও শ্রম বাজারের দুর্দশার প্রেক্ষাপটে শ্রমিকরা উচ্চ মজুরি দাবি করতে পারে এবং মজুরি-মূল্য চক্রে আবদ্ধ হতে পারে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে উন্নত দেশগুলোতে ক্রমবর্ধমান সুদের হার বিশ্বব্যাপী আর্থিক অবস্থাকে আরো কঠোরতর করতে পারে। এর ফলে ঋণ নেওয়ার খরচ বেড়ে যেতে পারে, আন্তর্জাতিক রিজার্ভে চাপ সৃষ্টি হতে পারে, ডলারের বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রার অবচিতি ঘটতে পারে এবং উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ঋণ সঙ্কট দেখা দিতে পারে। অধিকন্তু, ইউক্রেনে যুদ্ধ নতুন পেমেন্ট সিস্টেম এবং রিজার্ভ মুদ্রার পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতিকে নানা ভূ-রাজনৈতিক ব্লকে বিভক্ত করতে পারে, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সহযোগিতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

১.০৭ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২২-এ ২০২২ সালে বিশ্ব অর্থনীতিকে তার অনাকাঙ্খিত উন্নয়নের ধারা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু নীতিগত অগ্রাধিকারের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। এ জন্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা নীতিনির্ধারকের জন্য প্রথম অগ্রাধিকার হবে কারণ মূল্য স্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী জীবনযাত্রার মানকে হ্রাস করে। কঠোরতর আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে, বিশ্বের বেশি ঋণগ্রস্ত সরকারগুলোকে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণের উপর নির্ভরতা কমাতে হবে। এর পরিবর্তে, তাদের কর বাড়াতে হবে এবং ব্যয় কমাতে হবে। ইউক্রেনে যুদ্ধের অবসান হলে বৈশ্বিক পণ্যের সরবরাহ বাড়বে এবং সরকারগুলোকে খাদ্য ও জ্বালানি পণ্য মজুত না করে বরং বাণিজ্যে বাধাগুলো যা বৈশ্বিকভাবে মূল্যস্তর বৃদ্ধিকরণে প্ররোচিত করছে তা অপসারণ করা উচিত হবে। জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় কয়লার মতো জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে এমন দেশগুলোর এটিকে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে প্রচেষ্টা বাড়ানো উচিত। পরিশেষে, ভবিষ্যতে বিভিন্ন ধরনের কোভিড-১৯ মহামারি প্রতিরোধের জন্য বিশ্বের সরকারগুলোর টিকা প্রদানের হার আরও জোরদার করা উচিত হবে।

১.০৮ গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট, এপ্রিল ২০২২ সংখ্যায়, বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা সম্পর্কে কিছু উদ্বেগ তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বে পণ্যের উচ্চ মূল্যের পটভূমিতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে বিশেষতঃ মুল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অর্থনীতিকে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরিয়ে নিতে। তারা কঠোর আর্থিক অবস্থার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সংকুলানমুখী মুদ্রানীতি ভঙ্গী সীমিত করতে পারে, যা আর্থিক দুর্দশাকে প্ররোচিত ও প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারে। উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো কঠোর আর্থিক অবস্থা ও পুঁজি বহিঃপ্রবাহের উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। ইউক্রেনে যুদ্ধ বেশ কয়েকটি মধ্যমেয়াদি কাঠামোগত সমস্যার রূপরেখা দিয়েছে, যা নীতিনির্ধারকরা আগামী বছরগুলোতে মোকাবেলা করবেন। জ্বালানি নিরাপত্তার ভূ-রাজনীতি জলবায়ু পরিবর্তনকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। মার্কিন ডলারের ভূমিকার সম্ভাব্য প্রভাবসহ পুঁজিবাজার আরও খণ্ডিত হয়ে যেতে পারে। পেমেন্ট ব্যবস্থার খণ্ডিতকরণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রার ব্লক তৈরির সাথে

যুক্ত হতে পারে। উপরন্তু, উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোতে ক্রিপ্টো সম্পদের আরও ব্যাপক ব্যবহার অভ্যন্তরীণ নীতিমালার উদ্দেশ্যগুলোকে দুর্বল করতে পারে। এ মধ্যমেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে উঠতে বহুপাক্ষিক সহযোগিতাই মুখ্য চাবিকাঠি হবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

১.০৯ যদিও যথাযথ নীতিমালা এবং চলমান ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের সহায়তায় বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের পর্যায়ে ফিরে এসেছে, তথাপি ইউক্রেনে যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির পর এ পুনরুদ্ধার নতুন করে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রবৃদ্ধির গতিধারা

১.১০ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) অর্থবছর ২২-এ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৭.১০ ভাগ পরিমাপ করেছে, যা অর্থবছর ২১-এ ছিল শতকরা ৬.৯৪ ভাগ। মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার সারণি ১.০২ এ দেওয়া হলো।

১.১১ জিডিপি-তে অর্থবছর ২২-এ কৃষি খাতের অবদান শতকরা ১১.৬১ ভাগ এবং এ খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৩.১৭ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৩.০৫ ভাগে দাঁড়ায়। এ সময়কালে শস্য ও শাক-সবজি; পশু পালন; এবং বনজ ও এর সম্পর্কিত সেবা উপখাতসমূহের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, মৎস্য চাষ উপখাতের প্রবৃদ্ধি কিছুটা বেশি হারে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৪.১১ ভাগ থেকে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ২.৬৪ ভাগে দাঁড়ায়।

১.১২ অর্থবছর ২২-এ জিডিপি-তে শিল্প খাতের অবদান শতকরা ৩৬.৯২ ভাগে দাঁড়ায় এবং এ খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ৯.৮৬ ভাগ যা অর্থবছর ২১-এর শতকরা ১০.২৯ ভাগের তুলনায় কম। এ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি মূলত পানি সরবরাহ; পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রতিকারমূলক কর্মকাণ্ড; এবং নির্মাণ উপখাতের প্রবৃদ্ধির মাধ্যমেই অর্জিত

সারণি ১.০২ মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির হার

(অর্থবছর ১৬-এর স্থির বাজার মূল্যে শতকরা হিসাবে)

	অর্থবছর ১৭-২২ (গড়)	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
১। কৃষি	৩.২৭	৩.১৭	৩.০৫
ক) শস্য ও শাক-সবজি	২.৪১	২.২৯	২.৬১
খ) পশু পালন	২.৯৯	২.৯৪	৩.১০
গ) বনজ ও এর সম্পর্কিত সেবাসমূহ	৫.১০	৪.৯৮	৫.০৮
ঘ) মৎস্য চাষ	৪.৩০	৪.১১	২.৬৪
২। শিল্প	৮.৯৮	১০.২৯	৯.৮৬
ক) খনিজ এবং খনন	৭.৭৮	৬.৪৯	-১.১২
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	৯.০৯	১১.৫৯	১১.৪১
১) বৃহৎ শিল্প	৯.২০	১০.৬১	১৫.৬৮
২) ছোট, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প	৮.৮৭	১৩.৮৯	৪.৮৪
৩) কুটির শিল্প	৯.৩৩	১০.২৭	১১.১২
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও শীততাপ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ	৬.৬৬	৯.৫৪	৬.১৫
ঘ) পানি সরবরাহ; পয়ঃনিষ্কাশন,বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রতিকারমূলক কর্মকাণ্ড	৫.২১	৬.৬৫	৯.৫৪
ঙ) নির্মাণ	৯.৩৭	৮.০৮	৮.৭১
৩। সেবা	৫.৯৫	৫.৭৩	৬.২৬
ক) পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, এবং মোটরযান, মোটর সাইকেল মেরামত	৭.৫২	৭.৬৪	৮.৪৬
খ) পরিবহন ও সংরক্ষণ	৫.২৩	৪.০৪	৫.৭৫
গ) বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কর্মকাণ্ড	৪.৬৯	৪.৫৩	৫.৩৭
ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ	৬.৮৩	৭.১১	৪.৭৯
ঙ) আর্থিক ও বীমা কর্মকাণ্ড	৬.১৫	৫.৮২	৫.৮৭
চ) রিয়েল এস্টেট কর্মকাণ্ড	৩.৫৪	৩.৪২	৩.৭০
ছ) পেশাদার, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ড	৪.১৬	৫.০৯	৪.২৫
জ) প্রশাসনিক ও সহায়তা সেবা কর্মকাণ্ড	৬.৭৮	৬.০২	৬.০১
ঝ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা	৭.১৪	৬.০৫	৪.৯১
ঞ) শিক্ষা	৬.৩২	৫.৮১	৭.৮৭
ট) মানব স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১০.৪৯	১০.৬	৯.৮৮
ঠ) শিল্পকলা, বিনোদন ও চিত্তবিনোদন	৫.৪৯	৫.৭৬	৬.০৭
ড) অন্যান্য সেবা কর্মকাণ্ড	৩.১৬	৩.০৮	৩.১৯
জিডিপি (স্থির বাজারমূল্যে)	৬.৫৫	৬.৯৪	৭.১০

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

হয়। অন্যদিকে, অর্থবছর ২২-এ ম্যানুফ্যাকচারিং; এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও শীততাপ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ উপখাতে যথাক্রমে শতকরা ১১.৪১ ভাগ ও শতকরা ৬.১৫ ভাগ প্রবৃদ্ধি হয়, যেখানে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় খনিজ এবং খনন উপখাত শতকরা ১.১২ ভাগ সংকোচনের সম্মুখীন হয়।

১.১৩ জিডিপি-তে সেবা খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি। অর্থবছর ২২-এ জিডিপি-তে এ খাতের অবদান দাঁড়ায় শতকরা ৫১.৪৮ ভাগ, যা অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৫১.৯২ ভাগ থেকে সামান্য কম। সেবা খাত অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৬.২৬ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, যা অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৫.৭৩ ভাগ হতে বেশি। অর্থবছর ২২-এ সেবা খাতের উপখাতসমূহে, যেমন- পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, এবং মোটরযান, মোটর সাইকেল মেরামত; পরিবহন এবং

সংরক্ষণ; বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কর্মকাণ্ড; আর্থিক ও বীমা কর্মকাণ্ড; রিয়েল এস্টেট কর্মকাণ্ড; শিক্ষা; শিল্পকলা, বিনোদন ও চিত্তবিনোদন; এবং অন্যান্য সেবা কর্মকাণ্ড উপখাতে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

১.১৪ কোভিড-১৯ অতিমারী ছড়িয়ে পড়ায় গত কয়েক বছরে আরোপিত বিধিনিষেধ থেকে অর্থনীতি পুনরায় সচল হওয়ার কারণে জিডিপি'র চাহিদার দিক থেকে অর্থবছর ২২-এ বেসরকারি খাতে ভোগ শতকরা ৭.৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, সরকারি খাতে ভোগ একই সময়কালে শতকরা ৬.২৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ফলে, মোট ভোগ-ব্যয় শতকরা ৭.৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধিতে ৫.৩৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস্ অবদান রাখে। মোট বিনিয়োগ শতকরা ১১.৬৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং প্রবৃদ্ধিতে এর অবদান দাঁড়ায় ৩.৭৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস্। মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধিতে নিট রপ্তানির অবদান ছিল ঋণাত্মক; কারণ জিডিপি'তে রপ্তানির তুলনায় আমদানির প্রভাব অত্যন্ত বেশি ছিল।

সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ

১.১৫ জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে মোট বিনিয়োগ অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৩১.০২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৩২.০৫ ভাগে দাঁড়ায়। একই সময়ে, সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত শতকরা ৭.৩২ ভাগ ও শতকরা ২৩.৭০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে শতকরা ৭.৫৩ ভাগ ও শতকরা ২৪.৫২ ভাগে দাঁড়ায়।

১.১৬ জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে মোট জাতীয় সঞ্চয় অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৩০.৭৯ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ২৯.৩৫ ভাগে দাঁড়ায়। উল্লিখিত সময়ে জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ও শতকরা ২৫.৩৪ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ২৫.২২ ভাগে দাঁড়ায়। চলতি বাজার মূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং মোট বিনিয়োগ যথাক্রমে শতকরা ১১.৯৯ ভাগ এবং শতকরা ১৬.২৪ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় জিডিপি'র শতকরা

চার্ট ১.০১ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং সঞ্চয় বিনিয়োগ ব্যবধানের গতিধারা

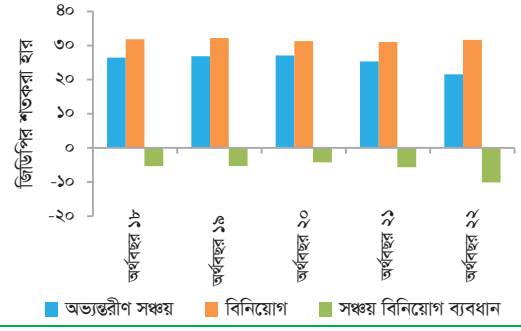

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান অর্থবছর ২১-এর শতকরা -৫.৬৮ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা -৬.৮৩ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১.০১)।

মূল্য পরিস্থিতি

১.১৭ ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক ১২ মাসের গড় মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ২২-এর প্রথম চার মাসে নিম্নমুখী ছিল এবং অক্টোবর ২০২১-এ তা শতকরা ৫.৪৪ ভাগে পৌঁছায়। পরবর্তীতে তা ক্রমান্বয়ে বাড়তে শুরু করে এবং জুন ২০২২-এ শতকরা ৬.১৫ ভাগে দাঁড়ায়, যা জুন ২০২১-এর শতকরা ৫.৫৬ ভাগের তুলনায় বেশি। অর্থবছর ২২-এ মূল্যস্ফীতি ০.৫৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস্ বৃদ্ধি পায় এবং এটা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫.৩০ ভাগকে ছাড়িয়ে যায় (চার্ট ১.০২)। অর্থবছর ২২-এ খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত উভয় মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ ভোক্তা মূল্যস্ফীতি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি ছিল। খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ২০২১ সালের জুন শেষের শতকরা ৫.৭৩ ভাগ ও শতকরা ৫.২৯ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালের জুন শেষে যথাক্রমে শতকরা ৬.০৫ ভাগ ও শতকরা ৬.৩১ ভাগে দাঁড়ায়। প্রধানত দীর্ঘস্থায়ী সরবরাহ অভিঘাত এবং বিশ্বব্যাপী জ্বালানি ও পণ্যের দাম বৃদ্ধির কারণে খাদ্য মূল্যস্ফীতি (০.৩২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট) এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি (১.০২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট) উভয়ই বৃদ্ধি পায়, যা অর্থবছর ২২-এ দেশের অর্থনীতিতে বিরাজমান মূল্যস্ফীতি চাপের ইঙ্গিত বহন করে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

১.১৮ অর্থবছর ২২-এর মুদ্রানীতি ভঙ্গি আবশ্যিকভাবে অর্থবছর ২১-এর ন্যায় সম্প্রসারণমূলক এবং সংকুলানমুখী ছিল। আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে পর্যাপ্ত তারল্য নিশ্চিতকরণ, চলমান অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা, সুদের হার ও বিনিময় হারের গতিধারা স্থিতিশীল রাখা; এবং অর্থবছর ২২-এর জাতীয় বাজেটে উল্লেখিত প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৭.২০ ভাগ এবং সাধারণ মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৩০ ভাগ অর্জনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার অভীষ্টে অর্থবছর ২২-এর মুদ্রা এবং ঋণ কর্মসূচিসমূহ প্রণীত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত কিছু নীতি পদক্ষেপসমূহ ছিলো – নিম্ন নগদ মজুদ এবং উচ্চ ঋণ বিতরণ অনুপাত অনুমোদন, বিভিন্ন নীতির নিম্ন সুদ হার সংরক্ষণ, ব্যাংকসমূহ হতে রক্ষিত সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয়, বিভিন্ন স্বল্প খরচের পুনঃঅর্থায়নসমূহ এবং ঋণ শ্রেণিকরণ স্থগিত রাখার সুবিধা অব্যাহত রাখা, রপ্তানি রশিদ এবং আমদানি মূল্য পরিশোধের সময় বাড়ানো এবং কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে (সিএমএসএমইস) অর্থায়ন সুবিধা বহাল রাখা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে সরকারি এবং বেসরকারি চাহিদা পর্যাপ্তভাবে পূরণের মাধ্যমে অর্থবছর ২২-এ মুদ্রাবাজারে সন্তোষজনক তারল্য অবস্থা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২২-এর আগস্ট-নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মাধ্যমে ব্যাংকসমূহের কিছু অতিরিক্ত রিজার্ভ সংগ্রহ করে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংক দুই ধাপে মে ২০২২-এ রেপো হার শতকরা ৪.৭৫ ভাগ থেকে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে শতকরা ৫.০০ ভাগ এবং জুন ২০২২-এ আবারো ৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে শতকরা ৫.৫০ ভাগে নির্ধারণ করে। অর্থের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২২-এর ফেব্রুয়ারি-জুন মাসে রেপো এবং তারল্য সহায়তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করে। অন্যদিকে অর্থবছর ২২-এ, বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখতে এবং বাংলাদেশি টাকার বাহ্যিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বজায় রাখার জন্য

চার্ট ১.০২ জাতীয় সিপিআই মূল্যস্ফীতির গতিধারা

(১২ মাসের গড় ভিত্তি অর্থবছর ০৬=১০০)

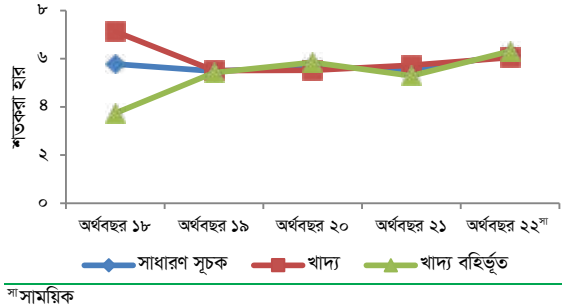

সা সাময়িক

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১.০৩ আর্থিক সমষ্টির গতিধারা

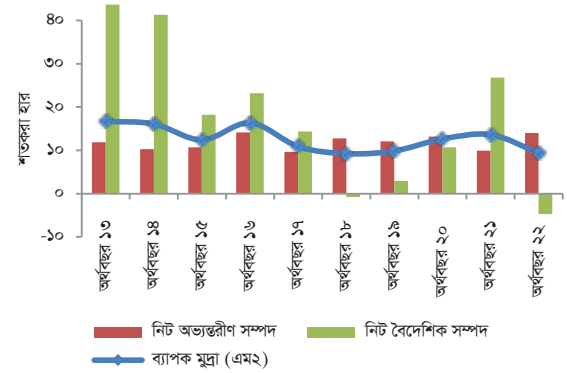

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানীয় বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে হস্তক্ষেপ করে।

১.১৯ ব্যাপক মুদ্রা (এম২) প্রবৃদ্ধির হার অর্থবছর ২১-এর শতকরা ১৩.৬২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৯.৪৩ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২২-এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৫.০০ ভাগের চেয়ে অনেক কম। অর্থবছর ২২-এ ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হ্রাস নিট বৈদেশিক সম্পদ (এনএফএ) হ্রাসের ফলে সংঘঠিত হয়। নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (এনডিএ) অর্থবছর ২২-এ শতকরা ১৪.০২ ভাগ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতকরা ১৬.২১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে অর্থবছর ২১-এ এর প্রকৃত বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৯.৯১ ভাগ (চার্ট ১.০৩)। অর্থবছর ২২-এ নিট বৈদেশিক সম্পদের প্রক্ষেপিত শতকরা ১০.৪০ ভাগ

প্রবৃদ্ধির বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে তা শতকরা ৪.৭২ ভাগ সংকুচিত হয়।

১.২০ মূলত সরকারি এবং বেসরকারি উভয় খাতে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে উল্লেখযোগ্যভাবে ঋণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ ঋণে শতকরা ১৬.১০ ভাগ প্রবৃদ্ধি হয়, যা অর্থবছর ২২-এর প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৭.৮০ ভাগের চেয়ে সামান্য কম হলেও বিগত অর্থবছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি শতকরা ১০.১১ ভাগ অপেক্ষা বেশি।

১.২১ অর্থবছর ২২-এ বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ শতকরা ১৩.৬৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা অর্থবছর ২২-এর প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৪.৮০ ভাগ থেকে সামান্য কম এবং অর্থবছর ২১-এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি শতকরা ৮.৩৫ ভাগ থেকে অনেকটা বেশি। যাহোক, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সম্প্রসারণশীল প্রভাব এবং ব্যাংকসমূহের ঋণের গুণগত মানের প্রতি নিবিষ্ট হওয়ার কারণে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ব্যাপক মুদ্রার উৎসসমূহ চার্ট ১.০৪ এ দেখানো হয়েছে।

১.২২ অর্থবছর ২২-এ রিজার্ভ মুদ্রা (আরএম) শতকরা ০.২৬ ভাগ হ্রাস পেয়েছে, যার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল শতকরা ১৩.০০ ভাগ। অর্থবছর ২১-এ রিজার্ভ মুদ্রা শতকরা ২২.৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ২২-এ নিট বৈদেশিক সম্পদের (এনএফএ) হ্রাস রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাসের মূল কারণ।

১.২৩ ব্যাংকের আগামের উপর সুদের ভারীত গড় হার অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৭.৩৩ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২ শেষে জুনে শতকরা ৭.০৯ ভাগে দাঁড়ায়। আমানতের উপর প্রদেয় সুদের ভারীত গড় হার অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৪.১৩ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২ শেষে শতকরা ৩.৯৭ ভাগে দাঁড়ায়। আগামের সুদ হার আমানতের সুদ হারের চেয়ে বেশি হ্রাস পাওয়ায় একই সময়ে সুদ হার ব্যবধান জুন ২০২১-এর শতকরা ৩.২০ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে জুন ২০২২-এ শতকরা ৩.১২ ভাগে দাঁড়ায়।

চার্ট ১.০৪ ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উৎসের গতিধারা

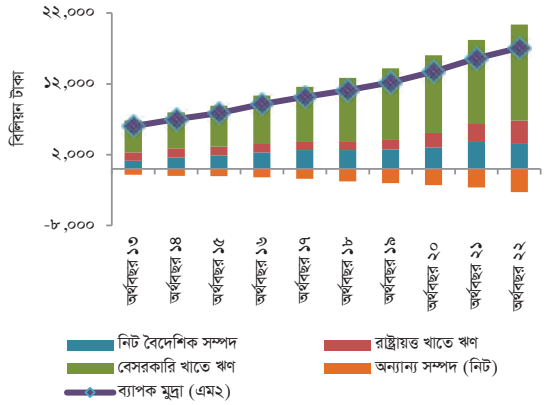

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ।

সরকারি অর্থসংস্থান

১.২৪ অর্থবছর ২২-এ সরকারের রাজস্ব নীতিতে কোভিড-১৯ এর সকল প্রতিকূলতা ও প্রভাবসমূহ কাটিয়ে উঠা এবং বিশ্ব অর্থনীতির অস্বস্তিদায়ক পরিস্থিতি সত্ত্বেও অর্থনীতিকে তার প্রবৃদ্ধির গতিপথে ফিরিয়ে আনার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বাজেটে জনসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নির্ধারণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থবছর ২২-এর জাতীয় বাজেটে সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদানসহ) জিডিপি'র শতকরা ৫.০৬ ভাগ ঘোষিত হয়, যা অর্থবছর ২১-এ জিডিপি'র শতকরা ৪.০৭ ভাগ ছিল। এ ঘাটতি প্রধানত অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়ন করা হয়, যার পরিমাণ অর্থবছর ২১-এর জিডিপি'র শতকরা ২.৬০ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ জিডিপি'র শতকরা ৩.১৩ ভাগে দাঁড়ায়। ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের অর্থায়ন অর্থবছর ২১-এর জিডিপি'র শতকরা ১.০৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ জিডিপি'র শতকরা ২.২০ ভাগে দাঁড়ায়, যেখানে একই সময়ে ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস হতে সরকারের অর্থায়ন জিডিপি'র শতকরা ১.৫৭ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে শতকরা ০.৯৩ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১.০৫ এবং ১.০৬)।

১.২৫ অর্থবছর ২২-এ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল শতকরা ১৮.৩৬ ভাগ, যা অর্থবছর ২১-এর প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তির চেয়ে বেশি। অর্থবছর ২২-এর মোট রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত শতকরা ৯.৭৮ ভাগে হ্রাস পায়, যা অর্থবছর ২১-এর প্রকৃত অনুপাত শতকরা ১০.৩৬ ভাগের চেয়ে কম।

১.২৬ সরকারি ব্যয়-জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ২১-এর শতকরা ১৪.৫১ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ১৪.৯৩ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ২২-এর বাজেটে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ২৮.৯৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ২২-এর পৌনঃপুনিক ব্যয় জিডিপি'র শতকরা ৮.৫৬ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২১-এ জিডিপি'র শতকরা ৮.৩৮ ভাগ ছিল (চার্ট ১.০৫)।

বৈদেশিক খাত

১.২৭ অর্থবছর ২২-এ রপ্তানির চেয়ে আমদানি প্রবৃদ্ধির হার বেশি ছিল। রপ্তানি (এফ.ও.বি) শতকরা ৩৩.৪৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায়, যেখানে আমদানির প্রবৃদ্ধি শতকরা ৩৫.৯৫ ভাগ ছিল। অর্থবছর ২২-এ মোট রপ্তানির (এফ.ও.বি) পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯২৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা অর্থবছর ২১-এ ছিল ৩৬৯০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, অর্থবছর ২১-এ ৬০৬৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানির (এফ.ও.বি) বিপরীতে অর্থবছর ২২-এ আমদানির পরিমাণ ছিল ৮২৪৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর ফলে, বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পায় এবং অর্থবছর ২২-এ তা ৩৩২৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২১-এ ছিল ২৩৭৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ২২-এ, প্রবাসী আয় ব্যাপকভাবে শতকরা ১৫.১২ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২১০৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২১-এ ছিল ২৪৭৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রবাসী আয় প্রবাহের তুলনায় অধিক পরিমাণে বাণিজ্য ঘাটতি হওয়ার কারণে চলতি হিসাবে বিপুল পরিমাণ ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় এবং অর্থবছর ২২-এ ঘাটতি ১৮৬৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২১-এ ছিল ৪৫৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ২২-এ সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্যে ৫৩৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যা

চার্ট ১.০৫ রাজস্ব আয়, রাজস্ব ব্যয় এবং সার্বিক বাজেট ঘাটতির গতিধারা

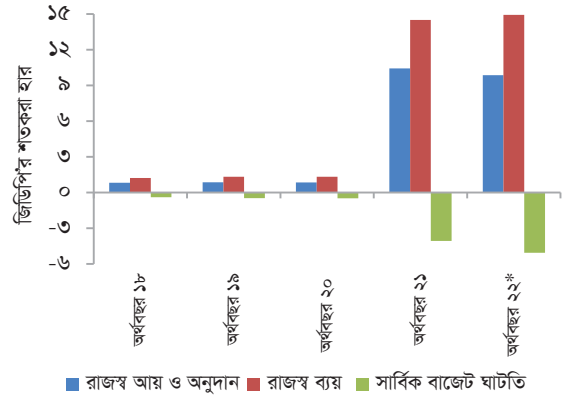

*সংশোধিত বাজেট

উৎস : অর্থ মন্ত্রণালয়।

চার্ট ১.০৬ ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের গতিধারা

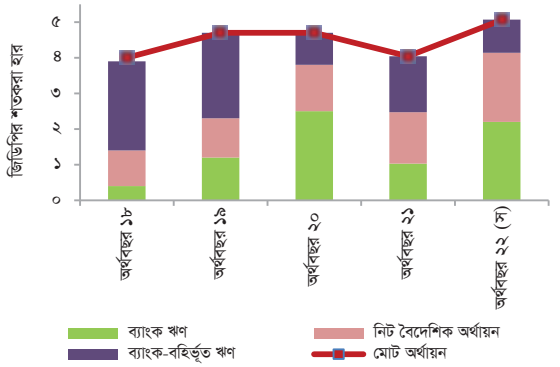

স সংশোধিত বাজেট

উৎস : অর্থ মন্ত্রণালয়।

চার্ট ১.০৭ লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা

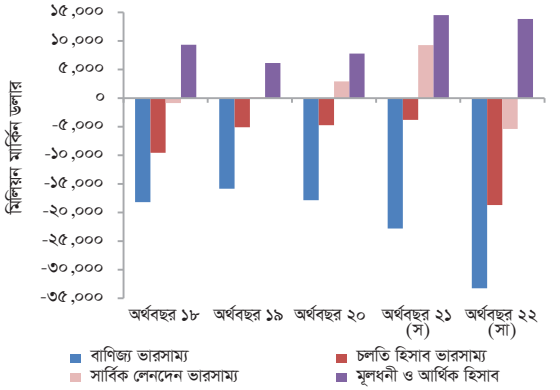

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অর্থবছর ২১-এ ৯২৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। চলতি হিসাব ভারসাম্যে ঘাটতির পাশাপাশি মূলধনী এবং আর্থিক হিসাবে শ্লথ অন্তর্মুখী প্রবাহের কারণে এরূপ বিপরীতমুখী পরিস্থিতি উদ্ভূত হয় (চার্ট ১.০৭ এবং পরিশিষ্ট -৩, সারণি-১৬)।

১.২৮ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর তথ্য অনুসারে, অর্থবছর ২২-এ রপ্তানি আয়ে শতকরা ৩৪.৩৮ ভাগ জোরলো প্রবৃদ্ধি হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৫.১০ ভাগের তুলনায় বেশি। অর্থবছর ২১-এর রপ্তানি মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর শতকরা ৯.৩১ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ১১.২০ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ২২-এ প্রায় সকল রপ্তানি পণ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। তবে, ফল (শতকরা ৮১২.০৭ ভাগ) এবং বুনন বস্ত্রের (শতকরা ২৩৫.৮২ ভাগ) প্রবৃদ্ধি ছিল সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও, মুদ্রিত দ্রব্যাদি, বিশেষায়িত টেক্সটাইলসমূহ, কাঁচ এবং কাঁচজাত দ্রব্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জামাদিতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

১.২৯ জুন ২০২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ৪১৮২৬.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা দ্বারা ৬ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব। উল্লেখ্য, জুন ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৬৩৯১.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। প্রবাসী আয়ের অন্তর্মুখী প্রবাহের তুলনায় অধিক পরিমাণে বাণিজ্য ঘাটতি এবং মূলধনী ও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত হ্রাস বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ হ্রাসে অবদান রাখে।

১.৩০ অর্থবছর ২২-এ বৈশ্বিক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের অস্থিতিশীলতা বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রচুর পরিমাণে মার্কিন ডলার বিক্রয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল করার চেষ্টা করে। এ উদ্দেশ্যে অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক ৭৬২১.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করার পাশাপাশি ২১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার বার্ষিক গড়

চার্ট ১.০৮ রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধির গতিধারা

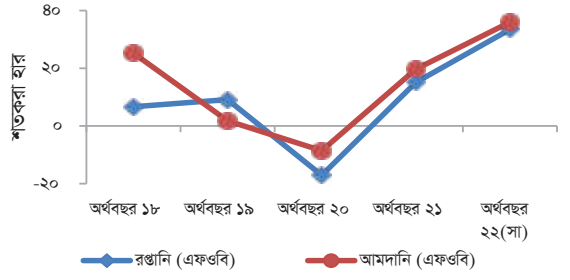

সা সাময়িক

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ।

চার্ট ১.০৯ নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের গতিধারা

(ভিত্তি: অর্থবছর ১৬=১০০, ১৫ মুদ্রা ঝুড়ি)

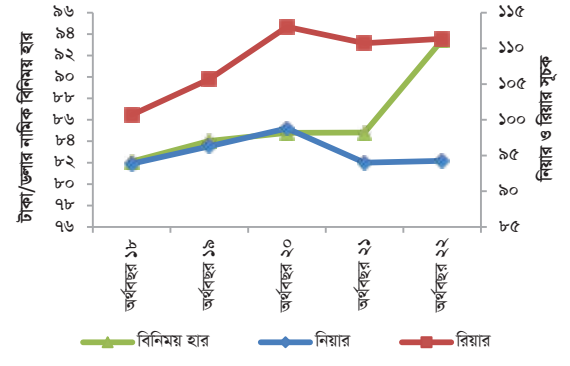

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিনিময় হার অর্থবছর ২১-এর প্রতি মার্কিন ডলার ৮৪.৮১ টাকা থেকে ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ ৮৬.৩০ টাকায় দাঁড়ায়, যা নমিনাল বিনিময় হারের উপর অবচিতি চাপ নির্দেশ করে। অর্থবছর ২২-এ ১৫-মুদ্রা ঝুড়িভিত্তিক বাণিজ্য ভারীত (ভিত্তি: অর্থবছর ১৬=১০০) নমিনাল ইফেকটিভ এক্সচেঞ্জ রেট (নিয়ার) সূচক শতকরা ০.২৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। একইভাবে, এ অর্থবছরে রিয়েল ইফেকটিভ এক্সচেঞ্জ রেট (রিয়ার) সূচক শতকরা ১.১৯ ভাগ বৃদ্ধি পায় (চার্ট ১.০৯ ও ১.১০), যা বাণিজ্য অংশীদারদের মুদ্রার বিপরীতে টাকার অবচিতির চাপকে নির্দেশ করে।

১.৩১ সরকারের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি অর্থবছর ২১ শেষের ৫০৮৭৯.৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২ শেষে ৫৭৬২৫.০৫ মিলিয়ন মার্কিন

ডলারে দাঁড়ায়। সরকারের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি এবং মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাত অর্থবছর ২১-এর শতকরা ১২.২২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ১২.৩৯ ভাগে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

১.৩২ দীর্ঘায়িত কোভিড-১৯ মহামারি এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব সত্ত্বেও অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অভিঘাতসহিষ্ণু পুনরুদ্ধার পরিলক্ষিত হয়েছে। এ পুনরুদ্ধারটি প্রধানত শিল্প এবং পরিষেবা খাতে প্রবল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা চালিত হয়েছিল, যা ব্যাপক আমদানি বৃদ্ধিজনিত শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদার দ্বারা সমর্থিত এবং জোরালো রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সম্বলিত অব্যাহত বাহ্যিক চাহিদা দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি-সহায়ক মুদ্রানীতির সাহায্যে, বেসরকারি ও সরকারি উভয় খাতের ঋণের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় অর্থবছর ২৩-এ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি শতকরা ৭.৫ ভাগ এবং মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৬ ভাগ প্রক্ষেপণ করা হয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বিরূপ প্রভাব যদি দীর্ঘায়িত হয়, বৈশ্বিক পণ্য ও জ্বালানি মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত এবং বিনিময় হারে অবচিতি চাপসহ বিরাজমান বড় ধরনের চলতি হিসাব ঘাটতি অব্যাহত থাকলে তা উপরোক্ত প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

১.৩৩ বেসরকারি এবং সরকারি উভয় খাতে অব্যাহত ঋণ প্রবাহের মাধ্যমে অর্জিত মোট বিনিয়োগে সাম্প্রতিক ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বর্ধিত অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে নির্দেশ করে এবং এটি প্রবৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আশাব্যঞ্জক। তাছাড়া, সম্প্রতি পদ্মা সেতুর উদ্বোধন দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে, তৈরি পোশাক এবং তৈরি পোশাক বহির্ভূত হোম টেক্সটাইল, পাদুকা, প্রকৌশল পণ্য,

চার্ট ১.১০ নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের মাসিক গতিধারা

(ভিত্তি: অর্থবছর ১৬=১০০, ১৫ মুদ্রা ঝুড়ি)

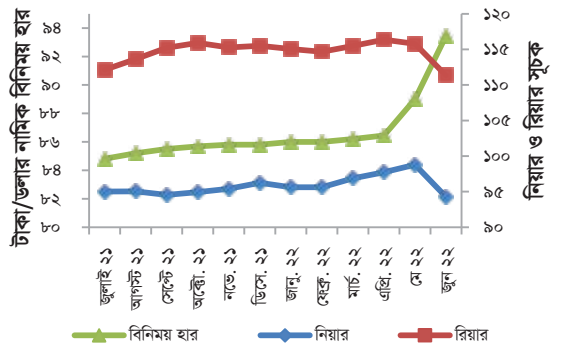

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

রাসায়নিক পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের জোরালো রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এসব খাতে বর্ধিত বাহ্যিক চাহিদার পাশাপাশি বিপুল বিনিয়োগ চাহিদাকে নির্দেশ করে। যাহোক, জ্বালানি মূল্যের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি এবং অন্যান্য পণ্য ও পরিষেবার মূল্যের উপর এর সম্প্রসারণশীল প্রভাবের কারণে মুল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখা ব্যাপকভাবে অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে। এছাড়াও, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্যহীনতা, ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতি চাপ এবং বাংলাদেশের দুই বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার-ভারত ও চীনে প্রত্যাশিত মূল্যস্ফীতির কারণে মূল্যস্ফীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে ঊর্ধ্বমুখী ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। প্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের এলসি মার্জিন শূন্য শতাংশে সীমিত করা, প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি কর কমানোর জন্য সরকারের পদক্ষেপ, খাদ্য আমদানি বাড়ানো এবং স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় পণ্য খোলা বাজারে বিক্রয় অব্যাহত রাখার মতো পদক্ষেপগুলো খাদ্য উপাদান থেকে উদ্ভূত মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী চাপ নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারে।

১.৩৪ নিট বৈদেশিক সম্পদের হ্রাসমান প্রবণতার পটভূমিতে, ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি প্রধানত অভ্যন্তরীণ ঋণের জোরালো প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে, যেখানে প্রাক-মহামারি স্তরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধার করার জন্য কৃষি, কুটির,

মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান এবং রপ্তানিমুখী শিল্পসহ উৎপাদনশীল খাতে পর্যাপ্ত তহবিল যোগান কেন্দ্রীভূত করা যায়। আশা করা যায়, বেসরকারি খাতে ঋণ বৃদ্ধির প্রবণতা অর্থবছর ২৩-এর জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখবে। বাংলাদেশ ব্যাংক বিরাজমান কোভিড-১৯ মহামারি ছাড়াও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমগুলোর পাশাপাশি সরকারের চলমান প্রণোদনা প্যাকেজগুলো বাস্তবায়নে সহায়তা অব্যাহত রাখবে।

১.৩৫ কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাব এবং তার পরে বৈশ্বিক খাদ্য ও জ্বালানি মূল্যের দাম বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী সরকারি ব্যয়ের পরিধিকে আরও সংকুচিত করছে। জিডিপি'র মাপকাঠিতে বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আদায় অন্যান্য সমকক্ষ দেশের তুলনায় খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, সরকারের ব্যয় রাজস্ব আদায়ের তুলনায় প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশি, যা প্রধানত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বিনিয়োগের জন্য ঘটছে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রভাব বিস্তার করছে এবং এটা প্রবৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করছে। ফলস্বরূপ, বাজেট ঘাটতি বিস্তৃত হচ্ছে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ, বিশেষকরে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ব্যাপক ঋণ গ্রহণ মূল্যস্ফীতির দৃষ্টিভঙ্গির উপর ঊর্ধ্বমুখী চাপ সৃষ্টি করতে পারে। যাহোক, সরকারের রাজস্ব আদায়ের জোরালো পদক্ষেপ, ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে সরকারের ঋণ গ্রহণে গুরুত্বারোপ এবং সেইসাথে জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্যোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে মেগা প্রকল্পে বিচক্ষণ বিনিয়োগ বাজেট ঘাটতি হ্রাস প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা গতিপথে রাখতে সাহায্য করতে পারে।

১.৩৬ অর্থবছর ১৭ থেকে বাংলাদেশের বহিঃখাতে চলতি হিসাব ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমনকি, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে নেতিবাচক প্রভাব বিরাজ করছে। ফলস্বরূপ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছে এবং বিনিময় হারেও ব্যাপক অবচিতি ঘটছে। ঋণাত্মক সার্বিক ভারসাম্যের মূলে প্রধান কারণগুলো হল উচ্চ আমদানি প্রবৃদ্ধি, রেমিটেন্সের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি এবং মূলধন ও আর্থিক হিসাবে আন্তঃপ্রবাহ কম হওয়া। বিপুল আমদানি (রপ্তানির তুলনায় ৬০ শতাংশের বেশি) সত্ত্বেও, এখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মধ্যবর্তী এবং যন্ত্রপাতি পণ্য (আমদানি প্রায় ৮০ শতাংশ) আমদানি করা হচ্ছে, যা উৎপাদনের পাশাপাশি রপ্তানি বাড়াতে এবং প্রবৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ইতিবাচক হতে পারে যদিও ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক পণ্যমূল্য ও বিনিময় হরের অবচিতি মূল্যস্ফীতির লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। এমতাবস্থায়, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ আশার উৎস হতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান মুদ্রানীতি; যেমন- আমদানি-বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উৎসাহিতকরণ এবং বিলাসী পণ্য, ফলমূল, অ-শস্য জাতীয় খাবার, টিনজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার ইত্যাদি আমদানিতে নিরুৎসাহিতকরণ বিনিময় হারের ওপর অধিক অবচিতির চাপ হ্রাস ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ সংরক্ষণ এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

১.৩৭ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শক্তিশালী পুনরুদ্ধার আগামী বছরগুলোতে অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। যাহোক, এ প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির দৃষ্টিভঙ্গি কিছু অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে পারে; যেমন- উচ্চ বৈশ্বিক পণ্য ও জ্বালানি মূল্যের কারণে অভ্যন্তরীণ মজুরি ও উৎপাদন ব্যয়ে সম্প্রসারিত প্রভাব এবং বিরাজমান চলতি হিসাবে ঘাটতি থেকে সৃষ্ট বিনিময় হারে অস্থিরতা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ হতে উদ্ভূত অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ইউরোপে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি চাহিদার সম্ভাব্য হ্রাস। বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য নিকট মেয়াদে সতর্ক ও বিচক্ষণ মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির অবলম্বন করা প্রয়োজন। এছাড়াও, বিশ্বে বর্তমানে অনুসৃত সর্বোত্তম অনুশীলনের সাথে অভ্যন্তরীণ মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির সামঞ্জস্যও বহিঃঅভিঘাতের বিরুদ্ধে অনুকূল ফলাফল আনতে পারে।

বাংলাদেশ অর্থনীতির প্রকৃত খাতসমূহের গতিধারা

২.০১ কোভিড-১৯ মহামারি হতে বৈশ্বিক পুনরুদ্ধার এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী চাহিদা-যোগানের অসামঞ্জস্যতার এ পর্যায়ে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে অতিক্রম করে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার মাধ্যমে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করছে। রপ্তানি চাহিদার সম্ভাব্য ক্ষতি এবং যুদ্ধজনিত কারণে বৈশ্বিক খাদ্য, জ্বালানি ও পণ্যের দাম বৃদ্ধি আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি করে যা প্রান্তিকভাবে মূল্যস্ফীতি এবং বিনিময় হারের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পুনঃপুনঃ আঘাত সত্ত্বেও বাংলাদেশ উচ্চতর দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি বজায় রেখেছে, যেখানে অন্যান্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের ক্ষেত্রে ২০২১ সালে তা মন্থর হতে দেখা যায় (চার্ট ২.০১)। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর রিপোর্ট ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২২ অনুসারে, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাবে, যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে ধারণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকারের পূর্বঘোষিত প্রায় ২.০০ ট্রিলিয়ন টাকা মূল্যমানের ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাপকভিত্তিক সহায়ক নীতি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহও অর্থবছর ২২-এ তাদের অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর প্রাক্কলন (নতুন ভিত্তি বছর, অর্থবছর ১৬=১০০) থেকে দেখা যায় যে, অর্থবছর ২২-এ প্রকৃত মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) শতকরা ৭.১০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৬.৯৪ ভাগ থেকে বেশি। পদ্মা সেতু চালুর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক প্রভাব এবং এর বৈচিত্র্যময় সম্ভাবনা বর্তমান অর্থবছরে কাঙ্ক্ষিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের চালিকাশক্তি হতে পারে।

২.০২ চলতি বাজার মূল্যে, অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশের জিডিপি ৩৯৭১৭.১৬ বিলিয়ন টাকা প্রাক্কলন করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় শতাংশ ১২.৫১ ভাগ বেশি।

চার্ট ২.০১ ২০২১ এবং ২০২২ সালের দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের প্রবৃদ্ধির গতিধারা

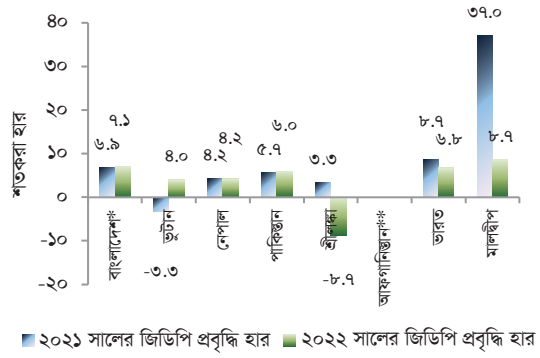

উৎস: বাংলাদেশের তথ্য- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং অন্যান্য দেশসমূহের তথ্য-ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২২, আইএমএফ (প্রক্ষেপণ ২০২২)।
*বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির তথ্য অর্থবছর ভিত্তিতে (জুলাই-জুন) এবং ভিত্তি বছর, অর্থবছর ১৬=১০০
** উচ্চ মাত্রায় অনিশ্চত তথ্য-উপাত্ত থাকায় তা আইএমএফ কর্তৃক অপসারিত

চার্ট ২.০২ বাংলাদেশের প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতিধারা

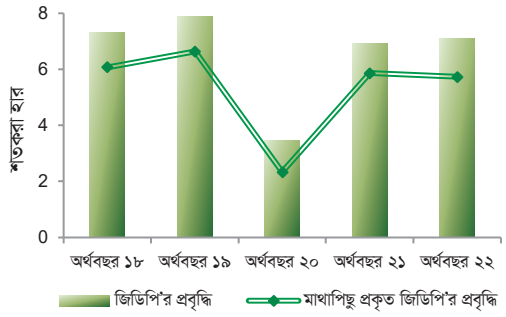

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

অর্থবছর ২২-এ মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি এবং মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (জিএনআই) যথাক্রমে ১৭৭১৮৩.২৮ টাকা এবং ১৮৪২০২.৬৯ টাকা প্রাক্কলন করা হয়। তবে, অর্থবছর ২২-এ মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ৫.৭৩ ভাগ, যা অর্থবছর ২১-এর প্রবৃদ্ধির তুলনায় কিছুটা বেশি ছিল। একই সময়ে, চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি এবং জিএনআই দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৩১৮৬১ টাকা (২৬৮৭ মার্কিন ডলার) এবং ২৪১০৪৭ টাকা (২৭৯৩ মার্কিন ডলার)।

জিডিপি'র খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার

২.০৩ প্রবৃদ্ধির বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, অর্থবছর ২২-এ ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়াটি শিল্প খাত দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, তারপর রয়েছে সেবা এবং কৃষি খাত।

কৃষি খাত

২.০৪ নিম্নমুখী প্রবৃদ্ধির প্রবণতা থাকায়, অর্থবছর ২১-এর কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি শতকরা ৩.১৭ ভাগ হতে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৩.০৫ ভাগে দাঁড়ায়। মূলত, মৎস্য চাষ উপখাতের কারণেই এ প্রবৃদ্ধি হ্রাস ঘটে। পক্ষান্তরে, আলোচ্য সময়ে বনজ ও এর সম্পর্কিত সেবাসমূহ; এবং পশু পালন উপখাতসমূহের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.০৫ বিভিন্ন উপখাতের মধ্যে, বনজ ও এর সম্পর্কিত সেবাসমূহ উপখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৪.৯৮ ভাগ হতে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৫.০৮ ভাগে দাঁড়ায়, যা কৃষি খাতের অন্যান্য উপখাতসমূহের প্রবৃদ্ধির তুলনায় সর্বোচ্চ। অপরদিকে, শস্য ও শাক-সবজি উপখাতের প্রবৃদ্ধি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২১-এর শতকরা ২.২৯ ভাগ হতে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ২.৬১ ভাগে দাঁড়ায়। তবে, মৎস্য চাষ উপখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৪.১১ ভাগ হতে কমে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ২.৬৪ ভাগে দাঁড়ায় যা গত বছরের প্রবৃদ্ধির তুলনায় প্রায় অর্ধেক। সামগ্রিকভাবে অর্থবছর-২২-এ কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি যথেষ্ট ভালো ছিল না। প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ ও সহায়তার মাধ্যমে এই খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

শিল্প খাত

২.০৬ কোভিড-১৯ মহামারি পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক বিপর্যয় থাকা সত্ত্বেও, অর্থনীতিতে মোট মূল্য সংযোজনের (জিভিএ) এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক অবদান রাখা শিল্প খাত অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৯.৮৬ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে যা বিগত

চার্ট ২.০৩ খাতওয়ারি জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতিধারা

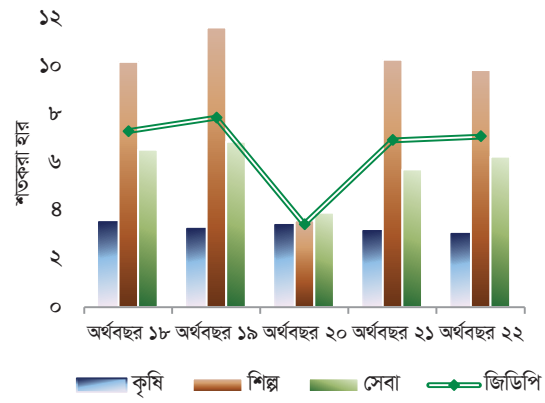

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

অর্থবছরের তুলনায় বেশি ছিল। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও শিল্প খাত ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি বৈদেশিক চাহিদার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল যা রপ্তানি প্রবৃদ্ধির দ্বারা প্রতিফলিত হয়। রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) বৃদ্ধিকরণ ও কার্যকরী মূলধন ঋণ সরবরাহ করাসহ বিভিন্ন নীতিমালা রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। উপখাতসমূহের মধ্যে, খনিজ ও খনন উপখাতের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক ছিল যা অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৬.৪৯ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা -১.১২ ভাগে দাঁড়ায়। অধিকন্তু, ম্যানুফ্যাকচারিং; এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও শীততাপ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ উপখাত অর্থবছর ২১-এর শতকরা ১১.৫৯ এবং ৯.৫৪ ভাগ হতে অর্থবছর ২২-এ যথাক্রমে শতকরা ১১.৪১ এবং ৬.১৫ ভাগে কমে আসে। অন্যদিকে, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; এবং নির্মাণ উপখাত অর্থবছর ২২-এ যথাক্রমে শতকরা ৯.৫৪ এবং ৮.৭১ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, যা অর্থবছর ২১-এ যথাক্রমে শতকরা ৬.৬৫ এবং ৮.০৮ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাতের বৃহৎ শিল্প; এবং কুটির শিল্প অর্থবছর ২২-এ যথাক্রমে শতকরা ১৫.৬৮ এবং ১১.১২ ভাগ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, যা অর্থবছর ২১-এ যথাক্রমে শতকরা ১০.৬১ এবং ১০.২৭ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন

করেছিল। তবে, ছোট, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প উপখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২১-এ শতকরা ১৩.৮৯ ভাগ হতে কমে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৪.৮৪ ভাগে দাঁড়ায়।

২.০৭ অর্থবছর ২২-এ শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম ইনডেক্স (কিউআইআইপি)-এর প্রবৃদ্ধি শতকরা ১২.০৮ ভাগ পরিলক্ষিত হয়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (শতকরা ১২.৩৬ ভাগ) তুলনায় সামান্য কম (পরিশিষ্ট-৩, সারণি-৯)। বস্ত্র; পরিধেয় বস্ত্র; কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য; রাবার ও প্লাস্টিক দ্রব্য; মৌলিক ধাতব দ্রব্য; যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্যান্য ফেব্রিকেটেড ধাতু পণ্য; ইলেকট্রনিক সামগ্রী; মোটরযান, ট্রেইলারস ও সেমি ট্রেইলারস; এবং অন্যান্য যানবাহন সরঞ্জাম উৎপাদন প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৯.৬৬, ১৬.২৫, ১৫.২৯, -৯.২৭, ১১.৬৭, -৩.১৩, ৪.০২, -৩০.৪৮ এবং -৩১.৩১ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ যথাক্রমে শতকরা ১৫.৬১, ৩১.৩৬, ৫১.৭২, -২.৩৩, ১৮.৩৩, ৬.৬৮, ১৯.২২, ১০১.০৭ এবং ৬.৫৯ ভাগে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, খাদ্যদ্রব্য; পানীয় পণ্য; তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন; চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য; কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য ও কর্ক পণ্য; প্রিন্টিং এন্ড রিপ্রোডাক্শন অব রেকর্ডেড মিডিয়া; কোক ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য; রাসায়নিক ও রসায়নজাত দ্রব্য; ফার্মাসিউটিক্যালস্ এবং ঔষধজাত রাসায়নিক; অন্যান্য নন মেটালিক খনিজদ্রব্য; কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক ও অপটিক্যাল প্রডাক্ট; যন্ত্রপাতি ও ইক্যুইপমেন্ট এবং ফার্নিচার-এর উৎপাদন প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২১-এর শতকরা -২.৪২, ৭৪.৫২, -৬.১৫, ১৪.৯১, ১১.৮৫, ১৬.৪৮, ৩১.২৬, ১৭.৫৩, ২৫.৮৮, ১৫.৪১, ৫.২০, ১.৫২ এবং ০.২১ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ যথাক্রমে শতকরা -৭.০৪, ৬০.৬২, -১৫.৭৬, -৭.২৫, ০.৭৯, ২.৮৮, -৯.৯২, -১২.২৮, ৪.৯৬, -০.০৭, -৯.১০, -২.৪০ এবং -৫.৬১ ভাগে দাঁড়ায়।

সেবা খাত

২.০৮ মোট মূল্য সংযোজনের (জিভিএ) অর্ধেকেরও বেশি আসে সেবা খাত থেকে। কোভিড-১৯ মহামারি সৃষ্ট ক্রমাগত অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও, যা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের দ্বারা আরও প্রকট হয়েছে, সেবা খাত অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৫.৭৩ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৬.২৬ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে পুনরুদ্ধারের পথে দৃঢ়ভাবে অটল ছিল। এ খাতের মধ্যে, অর্থবছর ২২-এ প্রাথমিকভাবে প্রবৃদ্ধির একটি বড় প্রেরণা

সারণি ২.০১ জিডিপি'র খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধি

(অর্থবছর ১৬'র স্থির মূল্যে)

	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
১। কৃষি	**৩.৪২**	**৩.১৭**	**৩.০৫**
ক) কৃষি, বনজ ও মৎস্য চাষ	৩.৪২	৩.১৭	৩.০৫
১) শস্য ও শাক-সবজি	২.৫০	২.২৯	২.৬১
২) পশু পালন	৩.১৯	২.৯৪	৩.১০
৩) বনজ ও এর সম্পর্কিত সেবাসমূহ	৫.৩৪	৪.৯৮	৫.০৮
খ) মৎস্য চাষ	৪.৪০	৪.১১	২.৬৪
২। শিল্প	**৩.৬১**	**১০.২৯**	**৯.৮৬**
ক) খনিজ ও খনন	৩.১৬	৬.৪৯	-১.১২
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১.৬৮	১১.৫৯	১১.৪১
১) বৃহৎ শিল্প	০.৪১	১০.৬১	১৫.৬৮
২) ছোট, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প	২.৬৯	১৩.৮৯	৪.৮৪
৩) কুটির শিল্প	৩.৬৭	১০.২৭	১১.১২
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও শীততাপ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ	০.৬৭	৯.৫৪	৬.১৫
ঘ) পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২.১৮	৬.৬৫	৯.৫৪
ঙ) নির্মাণ	৯.১৩	৮.০৮	৮.৭১
৩। সেবা	**৩.৯৩**	**৫.৭৩**	**৬.২৬**
ক) পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরযান, মোটরসাইকেল মেরামত এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালী সামগ্রী	৩.২১	৭.৬৪	৮.৪৬
খ) পরিবহন ও সংরক্ষণ	১.৭৩	৪.০৪	৫.৭৫
গ) বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কর্মকাণ্ড	১.৬৯	৪.৫৩	৫.৩৭
ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ	৬.৫৭	৭.১১	৪.৭৯
ঙ) আর্থিক ও বীমা কর্মকাণ্ড	৪.৭২	৫.৮২	৫.৮৭
চ) রিয়েল এস্টেট কর্মকণ্ড	৩.৬৮	৩.৪২	৩.৭০
ছ) পেশাদার, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ড	৩.৩৮	৫.০৯	৪.২৫
জ) প্রশাসন ও সহায়ক সেবা কর্মকাণ্ড	৬.৩৩	৬.০২	৬.০১
ঝ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৫.৪৯	৬.০৫	৪.৯১
ঞ) শিক্ষা	৫.৩৩	৫.৮১	৭.৮৭
ট) জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক কর্মকাণ্ড	১০.৭০	১০.৬০	৯.৮৮
ঠ) শিল্পকলা, বিনোদন ও চিত্তবিনোদন	৫.৪৩	৫.৭৬	৬.০৭
ড) অন্যান্য সেবা কর্মকাণ্ড	৩.০৬	৩.০৮	৩.১৯
মোট মূল্য সংযোজন স্থির মূল্যে	**৩.৭৬**	**৭.০০**	**৭.১৭**
জিডিপি (অর্থবছর ১৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	**৩.৪৫**	**৬.৯৪**	**৭.১০**

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

বক্স ২.০১ বাংলাদেশ ব্যাংকের জিডিপি পূর্বাভাস অনুশীলন

অতীত এবং বর্তমান তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি হল পূর্বাভাস, যার মাধ্যমে নীতিনির্ধারক, অর্থনীতিবিদ, পেশাদার এবং শিক্ষাবিদরা বর্তমান বাজার পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক মডেলসমূহ বিশ্লেষণ করে অর্থনীতির সার্বিক অবস্থা প্রক্ষেপণ করে। এছাড়াও, সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিচক্ষণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যকর মুদ্রানীতি প্রণয়নে অর্থনৈতিক পূর্বাভাস সহায়তা করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগের ইকোনমিক মডেলিং অ্যান্ড ফোরকাস্টিং উইং (EMFW) মডেল-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবধান (Output Gap) পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয়, যা নিচে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলোঃ

মডেল ভিত্তিক বাংলাদেশের জিডিপি পূর্বাভাস

এ সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেলে উৎপাদন ব্যবধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা একটি অর্থনীতির প্রকৃত উৎপাদন (Actual Output) ও সম্ভাব্য উৎপাদন (Potential Output)-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। এ মডেলের সংক্ষিপ্তরূপ নিচের সমীকরণে দেখানো হলোঃ

স্থির মূল্যে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি = f (উৎপাদন ব্যবধান, সম্ভাব্য জিডিপির প্রবৃদ্ধি) (১)

উৎপাদন ব্যবধান = f (CLIW, RRL) (২)

এখানে, বৈশ্বিক সমন্বিত মুখ্য চলকসমূহের সূচক (Composite Leading Indicator of the World, CLIW) দ্বারা বৈশ্বিক উৎপাদনকে বুঝানো হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের প্রধান ব্যবসায়িক অংশীদারদের (চীন, ইউরোজোন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য) CLI-এর একটি ভারীত গড় (Weighted Average) নেওয়া হয়েছে এবং RRL হল মূল্যস্ফীতি সমন্বিত প্রকৃত ঋণের হার (Real Rate of Lending)।

উল্লেখ্য, উৎপাদন ব্যবধান সূচকটি নিও-ক্লাসিক্যাল সাপ্লাই সাইড তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল, যা কব-ডগলাস (Cobb-Douglas) উৎপাদন অপেক্ষক-এর ভিত্তিতে মোট মূল্য সংযোজন (Total Gross Value Added, TGVA) ও মোট স্থির মূলধন গঠন (Total Gross Fixed Capital Formation, TGFCF)-এর পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে এবং তা স্থির মূল্যে পরিমাপ করা হয়, যা নিম্নলিখিত সমীকরণের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারেঃ

$$\Delta \mathrm{TGVA} = \frac{A}{\lambda^{1-\alpha}}\left(\frac{g}{g+\delta}\right)\mathrm{TGFCF} \quad (৩)$$

এখানে, A হল উৎপাদন অপেক্ষকের একটি আনুপাতিক প্রযুক্তিগত সহগ, α হল উৎপাদন উপাদান মূলধন এর প্রযুক্তিগত সহগ, λ হল স্থিতি অবস্থায় (Steady State) মূলধন-শ্রম অনুপাত (দক্ষতার এককে পরিমাপ করা শ্রম), δ হল মূলধন স্টকের অবচয় হার (Depreciation Rate) এবং g হল বিনিয়োগ ব্যয়ের স্থিতি অবস্থায় প্রবৃদ্ধির পথ। উপরের সমীকরণের সংক্ষিপ্তরূপঃ

$$\Delta TGVA = \gamma . TGFCF \quad (৪)$$

সমীকরণ (৪) অনুসারে, দীর্ঘমেয়াদে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ ব্যয়ের মাধ্যমে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সমীকরণ (৪) দীর্ঘমেয়াদি স্থিতি অবস্থার প্রবৃদ্ধির জন্য সত্য। তবে, উৎপাদনশীল মূলধন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি বাস্তবায়িত হতে সময় নেয়। ফলস্বরূপ, সমীকরণ (৪) একটি গতিশীল সমীকরণ (Dynamic Equation) ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়, যা নিম্নোক্ত সমীকরণ (৫) এর মাধ্যমে দেখানো যেতে পারেঃ

$$\Delta\left(\Delta \mathrm{TGVA}\right) = \alpha_1 * \left((\Delta \mathrm{TGVA}(-1)\right) + \alpha_2 * \left(\mathrm{TGFCF}\,(-1)\right) \quad (৫)$$

এই সমীকরণ (৫) অর্থনীতির সম্ভাব্য উৎপাদন গতিপথ (TGVAPOT) পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে আগামী এক বছরের সম্ভাব্য উৎপাদনের পূর্বাভাস (static) প্রদান করা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে, সম্ভাব্য জিডিপি থেকে প্রকৃত মূল্যে জিডিপি বিয়োগ করে উৎপাদন ব্যবধানের একটি সিরিজ তৈরি করা হয়। তারপর, বৈশ্বিক সমন্বিত মুখ্য চলকসমূহের সূচক (CLIW), প্রকৃত ঋণের সুদের হার (RRL) এবং উৎপাদন ব্যবধানের নির্দিষ্ট সিরিজের সাথে কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবজনিত ডামি চলক (Dummy Variable) ব্যবহার করার মাধ্যমে বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবধান পরিমাপ করা হয়। পরবর্তীতে, প্রত্যাশিত উৎপাদন ব্যবধান এবং সম্ভাব্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি ব্যবহার করে স্থির মূল্যে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অনুমান করা হয়।

বক্স ২.০১ (চলমান)

EMFW-এর বর্তমান অনুশীলনে ভিত্তিমূল পরিস্থিতিতে (Baseline Scenario) অর্থবছর ২৩-এর জন্য শতকরা ৭.৬০ ভাগ জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং বিকল্প পরিস্থিতিতে (Alternative Scenario) শতকরা ৭.৫৪ ভাগ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয়া হয়। বেসলাইন পরিস্থিতিতে, CLIW জুলাই ২০২২ থেকে এবং RRL জুন ২০২২ থেকে অপরিবর্তিত রাখা হয়। বিকল্প পরিস্থিতিতে, আগস্ট ২০২২ থেকে CLIW ১০০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করা হয়। চীন ও রাশিয়াতে চলমান অর্থনৈতিক মন্দা এবং মার্কিন ভোক্তাদের ব্যয় প্রত্যাশার ধারা নিম্নমুখী প্রতীয়মান হওয়ায় বিশ্ব উৎপাদন সংকোচনের ফলে CLIW হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হয় (ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, জুলাই ২০২২)।

এসেছে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরযান, মোটর সাইকেল মেরামত এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালী সামগ্রী; এবং জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক কর্মকাণ্ড উপখাত থেকে। সেবা খাতের বিভিন্ন উপখাতসমূহের মধ্যে শিক্ষা; শিল্পকলা, বিনোদন ও চিত্তবিনোদন; প্রশাসনিক ও সহায়ক সেবা কর্মকাণ্ড; আর্থিক ও বীমা কর্মকাণ্ড; পরিবহন ও সংরক্ষণ; বাসস্থান ও খাদ্য সরবরাহ কর্মকাণ্ড; পেশাদার, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি কর্মকাণ্ড; লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; তথ্য ও যোগাযোগ; এবং আবাসন কর্মকাণ্ডের অর্থবছর ২২-এ প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে শতকরা ৭.৮৭, ৬.০৭, ৬.০১, ৫.৮৭, ৫.৭৫, ৫.৩৭, ৪.২৫, ৪.৯১, ৪.৭৯, এবং ৩.৭০ ভাগে বৃদ্ধি পায়, যা অর্থবছর ২১-এ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৫.৮১, ৫.৭৬, ৬.০২, ৫.৮২, ৪.০৪, ৪.৫৩, ৫.০৯, ৬.০৫, ৭.১১ এবং ৩.৪২ ভাগ (সারণি ২.০১)।

জিডিপি'র খাতভিত্তিক কাঠামো

২.০৯ জিডিপি'র খাতভিত্তিক অবদান থেকে দেখা যায় যে, বিগত বছরের ধারা মোতাবেক জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি, এর পরেই রয়েছে যথাক্রমে শিল্প ও কৃষি খাতের অবস্থান।

২.১০ অর্থবছর ২২-এ জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান শতকরা ৫১.৪৮ ভাগে দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল শতকরা ৫১.৯২ ভাগ। সেবা খাতের উপখাতসমূহের মধ্যে, পরিবহন ও গুদামজাতকরণ; বাসস্থান ও খাদ্য সরবরাহ কর্মকাণ্ড; তথ্য ও যোগাযোগ; আর্থিক ও বীমা কর্মকাণ্ড; রিয়েল এস্টেট কর্মকাণ্ড; পেশাদার, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি কর্মকাণ্ড; প্রশাসনিক ও সহায়ক সেবা কর্মকাণ্ড; লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; এবং অন্যান্য সেবা কর্মকাণ্ডের অবদান অর্থবছর ২১-এর যথাক্রমে শতকরা ৭.৪৪, ১.০৯, ১.২৯, ৩.২২,

সারণি ২.০২ জিডিপি'র খাতওয়ারি অবদান

(অর্থবছর ১৬'র স্থির মূল্যেশতকরা অংশ)

	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
১। কৃষি	**১২.৫২**	**১২.০৭**	**১১.৬১**
ক) কৃষি, বনজ ও মৎস্য চাষ	**১২.৫২**	**১২.০৭**	**১১.৬১**
১) শস্য ও শাক-সবজি	৫.৯৬	৫.৭০	৫.৪৬
২) পশু পালন	২.০৬	১.৯৮	১.৯১
৩) বনজ ও এর সম্পর্কিত সেবাসমূহ	১.৭৮	১.৭৫	১.৭২
খ) মৎস্য চাষ	২.৭১	২.৬৪	২.৫৩
২। শিল্প	**৩৪.৯৪**	**৩৬.০১**	**৩৬.৯২**
ক) খনিজ ও খনন	১.৯১	১.৯১	১.৭৬
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	২২.৪০	২৩.৩৬	২৪.২৯
১) বৃহৎ শিল্প	১১.৪৩	১১.৮১	১২.৭৫
২) ছোট, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প	৭.০৪	৭.৪৯	৭.৩৩
৩) কুটির শিল্প	৩.৯৪	৪.০৬	৪.২১
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও শীততাপ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ	১.২২	১.২৫	১.২৩
ঘ) পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	০.১০	০.১০	০.১০
ঙ) নির্মাণ	৯.৩১	৯.৪০	৯.৫৪
৩। সেবা	**৫২.৫৪**	**৫১.৯২**	**৫১.৪৮**
ক) পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরযান, মোটরসাইকেল মেরামত এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালী সামগ্রী	১৪.৯৭	১৫.০৬	১৫.২৪
খ) পরিবহন ও সংরক্ষণ	৭.৬৫	৭.৪৪	৭.৩৪
গ) বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কর্মকাণ্ড	১.১২	১.০৯	১.০৮
ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ	১.২৯	১.২৯	১.২৬
ঙ) আর্থিক ও বীমা কর্মকাণ্ড	৩.২৬	৩.২২	৩.১৯
চ) রিয়েল এস্টেট কর্মকাণ্ড	৮.৬৮	৮.৩৯	৮.১২
ছ) পেশাদার, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ড	০.১৮	০.১৮	০.১৭
জ) প্রশাসন ও সহায়ক সেবা কর্মকাণ্ড	০.৭৪	০.৭৩	০.৭২
ঝ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩.৫৬	৩.৫২	৩.৪৫
ঞ) শিক্ষা	২.৭১	২.৬৮	২.৬৯
ট) জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক কর্মকাণ্ড	৩.২১	৩.৩২	৩.৪০
ঠ) শিল্পকলা, বিনোদন ও চিত্তবিনোদন	০.১৫	০.১৪	০.১৪
ড) অন্যান্য সেবা কর্মকাণ্ড	৫.০৩	৪.৮৫	৪.৬৭
মোট মূল্য সংযোজন স্থির মূল্যে	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৮.৩৯, ০.১৮, ০.৭৩, ৩.৫২ এবং ৪.৮৫ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ যথাক্রমে শতকরা ৭.৩৪, ১.০৮, ১.২৬, ৩.১৯, ৮.১২, ০.১৭, ০.৭২, ৩.৪৫ এবং ৪.৬৭ ভাগে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরযান, মোটরসাইকেল মেরামত এবং ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালী সামগ্রী; শিক্ষা; এবং মানব সম্পদ ও সামাজিক কর্মকাণ্ড উপখাতের অবদান অর্থবছর ২১-এর যথাক্রমে শতকরা ১৫.০৬, ২.৬৮ এবং ৩.৩২ ভাগ হতে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ যথাক্রমে শতকরা ১৫.২৪, ২.৬৯ এবং ৩.৪০ ভাগে দাঁড়ায়। তবে, শিল্পকলা, বিনোদন ও চিত্তবিনোদন উপখাতের অবদান একই সময়ে শতকরা ০.১৪ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে (সারণি ২.০২)।

২.১১ জিডিপি'তে শিল্প খাতের অবদান অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৩৬.০১ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৩৬.৯২ ভাগে দাঁড়ায়। শিল্পের উপখাতসমূহের মধ্যে, ম্যানুফ্যাকচারিং; এবং নির্মাণ উপখাতের অবদান অর্থবছর ২১-এর যথাক্রমে শতকরা ২৩.৩৬ ও ৯.৪০ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ যথাক্রমে শতকরা ২৪.২৯ ও ৯.৫৪ ভাগে দাঁড়ায়। তবে, বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও শীততাপ নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ এবং খনিজ ও খনন উপখাতসমূহের অবদান অর্থবছর ২১-এর যথাক্রমে শতকরা ১.২৫ এবং ১.৯১ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ যথাক্রমে শতকরা ১.২৩ ও ১.৭৬ ভাগে দাঁড়ায়। পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উপখাতসমূহের অবদান বিবেচ্য সময়ে অপরিবর্তিত ছিল (সারণি ২.০২)।

২.১২ জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে, বিশেষ করে ১৯৮০ এর দশকের পর থেকে উন্নয়নের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী তা সেবা ও শিল্প খাতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। জিডিপি'তে কৃষি খাতের অংশ অর্থবছর ২১-এর শতকরা ১২.০৭ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ১১.৬১ ভাগে দাঁড়ায়। জিডিপি'তে কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত সকল উপখাত তথা শস্য ও শাক-সবজি; পশু পালন; বন ও তৎসম্পর্কিত সেবাসমূহ; এবং মৎস্য চাষ উপখাতের অবদান অর্থবছর ২১-এর যথাক্রমে শতকরা ৫.৭০, ১.৯৮, ১.৭৫ ও ২.৬৪ ভাগ থেকে কমে অর্থবছর ২২-এ যথাক্রমে শতকরা ৫.৪৬, ১.৯১, ১.৭২ ও ২.৫৩ ভাগে দাঁড়ায় (সারণি ২.০২)।

সারণি ২.০৩ ব্যয়ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদন

(চলতি বাজার মূল্যেঃ বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
অভ্যন্তরীণ চাহিদা (১+২)	৩৩০৪৫.৯১	৩৭৩০৫.৯১	৪২৪২৭.০২
ভোগ (১)	২৩১১৯.৮২	২৬৩৫৫.৭২	২৯৬৯৮.৭৫
বেসরকারি	২১২২৬.৬৭	২৪২৭৮.৯৯	২৭৪৩৫.২৭
সরকারি	১৮৯৩.১৫	২০৭৬.৭২	২২৬৩.৪৮
বিনিয়োগ (২)	৯৯২৬.০৯	১০৯৫০.১৯	১২৭২৮.২৭
বেসরকারি	৭৬১৪.০৭	৮৩৬৬.৮২	৯৭৩৬.৭১
সরকারি	২৩১২.০২	২৫৮৩.৩৭	২৯৯১.৫৬
সম্পদের ভারসাম্য (৩-৪)	-১৭০৭.৫৮	-২২৫৮.৭৭	-৩১৮৩.৫৪
রপ্তানি (৩)	৩৩১০.৮৫	৩৭৬৪.১৬	৫১১৬.৪৬
আমদানি (৪)	৫০১৮.৪৩	৬০২২.৯৩	৮২৯৯.৯৯
মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয়	৩১৩৩৮.৩৪	৩৫০৪৭.১৪	৩৯২৪৩.৪৮
মোট দেশজ উৎপাদন	৩১৭০৪.৬৯	৩৫৩০১.৮৫	৩৯৭১৭.১৬
পারিসাংখ্যানগত পার্থক্য	৩৬৬.৩৬	২৫৪.৭১	৪৭৩.৬৮

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

২.১৩ ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি'র দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অর্থবছর ২২-এ চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), মোট দেশজ ব্যয় (জিডিই)-কে ৪৭৩.৬৮ বিলিয়ন টাকায় ছাড়িয়ে গেছে। মূলত বিবিএস-এর তথ্য-উপাত্ত সংকলন কৌশলের তারতম্যের কারণে এ পরিসংখ্যানগত পার্থক্যের উদ্ভব হয়েছে। অর্থবছর ২১-এ পরিসংখ্যানগত পার্থক্যের পরিমাণ ছিল ২৫৪.৭১ বিলিয়ন টাকা (সারণি ২.০৩)।

২.১৪ মোট দেশজ ব্যয় (জিডিই) অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত সামগ্রিক চাহিদাকে প্রতিফলিত করে, যা বহিঃখাতে সম্পদের ভারসাম্যের (রপ্তানি–আমদানি) সাথে অভ্যন্তরীণ ভোগ ও বিনিয়োগের সমষ্টি দ্বারা পরিমাপ করা হয়। অর্থবছর ২২-এ চলতি বাজার মূল্যে অভ্যন্তরীণ চাহিদা ৪২৪২৭.০২ বিলিয়ন টাকা হিসাব করা হয়, যা অর্থবছর ২১-এর তুলনায় শতকরা ১৩.৭৩ ভাগ বেশি। অর্থবছর ২২-এ বাণিজ্য ঘাটতি (নিট রপ্তানি) হিসাব করা হয় (-) ৩১৮৩.৫৪ বিলিয়ন টাকা।

২.১৫ অর্থবছর ২২-এ মোট ভোগ ব্যয় ও বাণিজ্য

ঘাটতি, মোট দেশজ ব্যয় (জিডিই)-এর শতকরা অংশ হিসেবে যথাক্রমে ৭৫.৬৮ এবং ৮.১১ ভাগ হয়। আলোচ্য অর্থবছরে, চলতি বাজার মূল্যে বিনিয়োগ শতকরা ১৬.২৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যেখানে ভোগ বৃদ্ধি পায় শতকরা ১২.৬৮ ভাগ।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২.১৬ অর্থবছর ২২-এ চলতি বাজার মূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (জিডিএস) জিডিপি'র শতকরা হিসেবে ২৫.২২ ভাগে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের জিডিপি'র শতকরা ২৫.৩৪ ভাগ থেকে কম। মোট জাতীয় সঞ্চয় (জিএনএস) অর্থবছর ২১-এর জিডিপি'র শতকরা ৩০.৭৯ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ জিডিপি'র শতকরা ২৯.৩৫ ভাগে দাঁড়ায়।

২.১৭ জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে বিনিয়োগ অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৩১.০২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৩২.০৫ ভাগে দাঁড়ায়। মূলত বিভিন্ন আর্থিক ও রাজস্ব নীতির সহায়তায় ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হওয়ার ফলে বেসরকারি বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাতও অর্থবছর ২১-এর শতকরা ২৩.৭০ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ২৪.৫২ ভাগে দাঁড়ায়, যেখানে সরকারি বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৭.৩২ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৭.৫৩ ভাগে দাঁড়ায় (সারণি ২.০৪)।

২.১৮ অর্থবছর ২২-এ চলতি বাজার মূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (জিডিএস) এবং মোট জাতীয় সঞ্চয় (জিএনএস) অর্থবছর ২১-এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১১.৯৯ এবং ৭.২৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান অর্থবছর ২১-এর শতকরা (-) ৫.৬৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা (-) ৬.৮২ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ২.০৪)।

খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা

২.১৯ মহামারি থেকে পুনরুদ্ধার এবং বাংলাদেশের

সারণি ২.০৪ জিডিপি'র শতকরা হিসেবে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ

বিবরণ	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
বিনিয়োগ	৩১.৩১	৩১.০২	৩২.০৫
বেসরকারি	২৪.০২	২৩.৭০	২৪.৫২
সরকারি	৭.২৯	৭.৩২	৭.৫৩
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	২৭.০৮	২৫.৩৪	২৫.২২
জাতীয় সঞ্চয়	৩১.৪২	৩০.৭৯	২৯.৩৫

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ২.০৪ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের গতিধারা

(জিডিপি'র শতকরা হার)

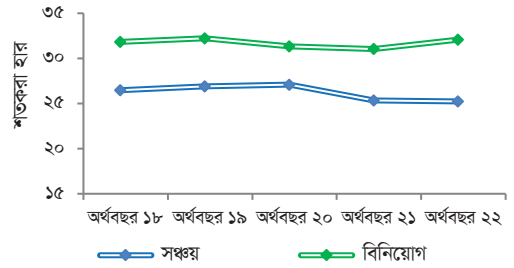

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

অর্থনীতি পুনর্গঠনের প্রেক্ষাপটে সরকার কর্তৃক অর্থবছর ২৩-এর জন্য প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা প্রাথমিকভাবে শতাংশ ৭.৫ ভাগ নির্ধারণ করা হয়, যা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর পূর্বাভাস শতকরা ৬.৭ ভাগের চেয়ে বেশি। এই লক্ষ্যটি উচ্চাভিলাষী বলে মনে হলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নতি অব্যাহত থাকলে এবং অন্য কোন বাধা উৎপাদন কার্যক্রমকে ব্যাহত না করলে তা অর্জনযোগ্য হতে পারে। কোভিড-সম্পর্কিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের ফলে কৃষি, উৎপাদন এবং সেবা খাতের সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় অর্থবছর ২২-এ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সুস্পষ্ট ছিল যা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা বৃদ্ধি করে। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি পুনরায় স্বাভাবিক পথে ফিরে আসছে। ব্যাপকভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দেশের তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, এজেন্ট ব্যাংকিং ও উপশাখা সম্প্রসারণ; এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকসমূহের জন্য পর্যাপ্ত ঋণযোগ্য

তহবিল তৈরি করাসহ বিভিন্ন নীতিগত পদক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি পদ্মা সেতুর সড়ক যোগাযোগ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর সঙ্গে বাকি অংশের যোগাযোগের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে উদ্দীপিত হয়েছে এবং আগামী মাসগুলোতে বিশেষ করে পদ্মা সেতুর চলমান রেল সংযোগ প্রকল্প চালু হওয়ার পর তা আরও জোরদার হবে বলে আশা করা যায়।

২০.২০ কোভিড-১৯ মহামারি থেকে পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনীতিতে কিছুটা প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। রাশিয়া ও ইউক্রেনের উপর বাংলাদেশের খাদ্য ও সার নির্ভরতার কারণে মূল্য স্থিতিশীলতায় যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব পড়তে পারে। তাছাড়া, দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাম্প্রতিক বন্যা ফসল, গবাদিপশু, মৎস্য ও অবকাঠামোকে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য কিছুটা নেতিবাচক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তাছাড়া, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত এবং জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন ব্যয়, আমদানি ব্যয় এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে প্রতীয়মান হয়। একটি সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হতে পারে বলে আশা করা যায়।

মূল্য ও মূল্যস্ফীতি

বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

৩.০১ ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্য কিছুটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। খাদ্য ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি সরবরাহ-চাহিদার দীর্ঘস্থায়ী ভারসাম্যহীনতার কারণে আইএমএফ কর্তৃক বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন এবং এ বছর উন্নত অর্থনীতিতে তা শতকরা ৭.২ ভাগে এবং উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে শতকরা ৯.৯ ভাগে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হয়। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২২ অনুযায়ী বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ২০২১ সালের শতকরা ৪.৭ ভাগ হতে ২০২২ সালে শতকরা ৮.৮ ভাগে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হলেও ২০২৩ সালে তা শতকরা ৬.৫ ভাগে নেমে আসবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়। ২০২২ সালে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন উন্নত অর্থনীতির জন্য বেশি হয়, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (০.৪ পারসেন্টেজ পয়েন্টে ঊর্ধ্বমুখী সংশোধিত হয়ে শতকরা ৮.১ ভাগে) ও ইউরো এলাকার (১.০ পারসেন্টেজ পয়েন্টে ঊর্ধ্বমুখী সংশোধিত হয়ে শতকরা ৮.৩ ভাগে) মতো প্রধান অর্থনীতির দেশসমূহের সার্বিক মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কারণে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২২-এ চতুর্থ ত্রৈমাসিক শেষে ২০২১ সালের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৩.১ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৭.২ ভাগে পৌঁছাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের সংকোচনমূলক নীতি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জ্বালানি মূল্যের ভিত্তি প্রভাব ঋণাত্মক হওয়ার ফলে ২০২৪-এর চতুর্থ ত্রৈমাসিকে মূল্যস্ফীতি তুলনামূলকভাবে কম থাকবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়।

৩.০২ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বৈশ্বিক পণ্য বাজারে বড় আঘাত হানে। যুদ্ধের ফলে সরবরাহ চেইনে বিঘ্ন ঘটায় জ্বালানি মূল্যসূচক জুন ২০২১-এর তুলনায় শতকরা ৮১.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২২- ১৭০.৭-এ দাঁড়ায়। তবে, জ্বালানি-বহির্ভূত এবং কৃষি মূল্য সূচক তুলনামূলকভাবে কম বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১২৮.১ এবং ১২৮.৯-এ দাঁড়ায় (চার্ট ৩.০১)। অপরিশোধিত তেলের মূল্য জুন ২০২১-এর প্রতি ব্যারেল ৭১.৮ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২২-এ ১১৬.৮ মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। রাশিয়া ও ইউক্রেন জ্বালানি এবং খাদ্যশস্যের প্রধান রপ্তানিকারক বিধায় পণ্যের মূল্য বিশেষত জ্বালানি এবং কিছু খাদ্যশস্যের মূল্য ২০২২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বৃদ্ধি পাবে এবং মধ্য মেয়াদেও তা অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দরিদ্র পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করে যারা উচ্চ খাদ্য ও জ্বালানির মূল্য মোকাবেলা করছে তাদের স্বল্পমেয়াদে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান, কার্বন-মুক্ত নতুন শক্তির উৎসসমূহে বিনিয়োগকে সমর্থন করা এবং দীর্ঘমেয়াদে শক্তি সম্পন্ন দক্ষ জ্বালানি নীতির অগ্রাধিকারসহ কার্যকরভাবে অধিক খাদ্য উৎপাদন এই পরিস্থিতিতে জোরালো অবদান রাখতে পারে (কমোডিটি প্রাইস ডেটা, জুন ২০২২, বিশ্ব ব্যাংক)।

চার্ট ৩.০১ আন্তর্জাতিক পণ্যমূল্য সূচক

(ভিত্তি: ২০১০=১০০)

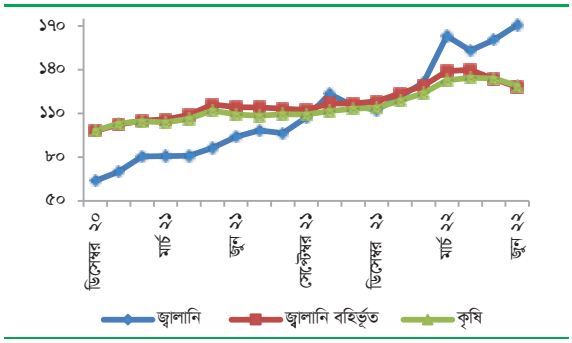

উৎসঃ কমোডিটি মার্কেট আউটলুক, বিশ্ব ব্যাংক, জুন ২০২২।

সার্কভুক্ত এবং এশীয় অন্য দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি

৩.০৩ সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে, ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কায় সর্বোচ্চ শতকরা ৪৮.২ ভাগ মূল্যস্ফীতি প্রক্ষেপণ করা হয়, এবং এর পরের অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে পাকিস্তান (শতকরা ১২.১ ভাগ), ভুটান (শতকরা ৭.৭ ভাগ), ভারত (শতকরা ৬.৯ ভাগ), নেপাল (শতকরা ৬.৩ ভাগ) এবং বাংলাদেশ (শতকরা ৬.২ ভাগ)। এ অঞ্চলে ২০২২ সালে মালদ্বীপের

মূল্যস্ফীতি প্রক্ষেপণ করা হয় সর্বনিম্ন শতকরা ৪.৩ ভাগ। অন্য এশীয় দেশসমূহের মধ্যে মায়ানমারের মূল্যস্ফীতি প্রক্ষেপিত হয় সর্বোচ্চ শতকরা ১৬.২ ভাগ এবং থাইল্যান্ডের সর্বনিম্ন শতকরা ৩.২ ভাগ (সারণি ৩.০১, চার্ট ৩.০২)।

বাংলাদেশে ভোক্তামূল্য

৩.০৪ সিপিআই ভিত্তিক ১২ মাসের গড় সাধারণ বা সার্বিক মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ২২-এর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পরিমিত মাত্রায় ছিল। অর্থবছর ২২-এর দ্বিতীয়ার্ধে মূল্যস্ফীতির মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং সংশোধিত জাতীয় বাজেটের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (শতকরা ৫.৮০ ভাগ) হতে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৬.১৫ ভাগে দাঁড়ায়। গড় মূল্যস্ফীতির উপাদানসমূহ যেমন খাদ্য, খাদ্য-বহির্ভূত এবং কোর মূল্যস্ফীতিও ধীরে ধীরে বছরব্যাপী বৃদ্ধি পেতে থাকে। সার্বিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি মূলত খাদ্য মূল্যস্ফীতির কারণে ঘটে, যা চাহিদার সরবরাহের অসামঞ্জস্যতা, ক্রমবর্ধমান বিনিময় হার ও অভ্যন্তরীণ জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে চাহিদার সরবরাহের অসামঞ্জস্যতার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব থেকে উদ্ভূত হয়। অধিকন্তু, জ্বালানি মূল্যের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি এবং আমদানি পণ্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রভাবে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতিও বৃদ্ধি পায়।

৩.০৫ ভোক্তা মূল্য সূচক ভিত্তিক বার্ষিক গড় সার্বিক মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ২২-এর প্রথম চার মাস ব্যতীত পুরো অর্থবছরব্যাপী ঊর্ধ্বমুখী ধারায় থাকে এবং জুন ২০২১-এর শতকরা ৫.৫৬ ভাগ হতে জুন ২০২২-এ শতকরা ৬.১৫ ভাগে উন্নীত হয়। উল্লেখ্য যে, ভোক্তা মূল্য সূচক ভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি নভেম্বর ২০২১ হতে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহামারির কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাবের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়, যা পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে আরও ত্বরান্বিত হয়। ফলে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত জাতীয় বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫.৮০ ভাগের তুলনায় ০.৩৫ পারসেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায় (সারণি ৩.০২, চার্ট ৩.০৩, পরিশিষ্ট-৩: সারণি ৭)।

সারণি ৩.০১ সার্কভুক্ত এবং অন্যান্য এশীয় দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি

(শতকরা হার)

দেশের নাম	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২ প্র
১। আফগানিস্তান	০.৬	২.৩	৫.৬	পাওয়া যায়নি	পাওয়া যায়নি
২। বাংলাদেশ	৫.৮	৫.৫	৫.৬	৫.৬	৬.২
৩। ভুটান	৩.৭	২.৮	৪.২	৮.২	৭.৭
৪। ভারত	৩.৪	৪.৮	৬.২	৫.৫	৬.৯
৫। মালদ্বীপ	১.৪	১.৩	-১.৬	০.২	৪.৩
৬। নেপাল	৪.১	৪.৬	৬.২	৩.৬	৬.৩
৭। পাকিস্তান	৩.৯	৬.৭	১০.৭	৮.৯	১২.১
৮। শ্রীলংকা	৪.৩	৪.৩	৪.৬	৬.০	৪৮.২
এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ					
৯। ইন্দোনেশিয়া	৩.৩	২.৮	২.০	১.৬	৪.৬
১০। কোরিয়া	১.৫	০.৪	০.৫	২.৫	৫.৫
১১। মালয়েশিয়া	১.০	০.৭	-১.১	২.৫	৩.২
১২। মিয়ানমার	৫.৯	৮.৬	৫.৭	৩.৬	১৬.২
১৩। সিঙ্গাপুর	০.৪	০.৬	-০.২	২.৩	৫.৫
১৪। থাইল্যান্ড	১.১	০.৭	-০.৮	১.২	৬.৩

প্র প্রক্ষেপণ

উৎস: ১. ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক (ভিত্তি: অর্থবছর ০৬=১০০), বাংলাদেশের তথ্যের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), অর্থবছর (জুলাই-জুন)-এর সাথে সম্পর্কিত।

২. ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২২, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ক্যালেন্ডার বছর ভিত্তিতে অন্যান্য উপাত্তের জন্য।

চার্ট ৩.০২ সার্কভুক্ত দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি

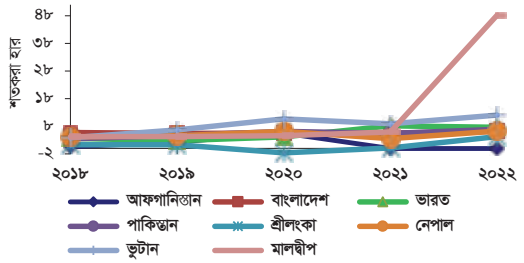

উৎস: ১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (জুলাই-জুনভিত্তিক অর্থবছর)।

২। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, আইএমএফ, অক্টোবর ২০২২, ।

সারণি ৩.০২ অর্থবছর ২২-এর মাসিক মূল্যস্ফীতি

(১২-মাস গড়ভিত্তিক: অর্থবছর ০৬=১০০)

মাস	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য -বহির্ভূত
জুলাই ২১	৫.৫৪	৫.৬৮	৫.৩৩
আগস্ট ২১	৫.৫৩	৫.৬০	৫.৪৩
সেপ্টেম্বর ২১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৫২
অক্টোবর ২১	৫.৪৪	৫.৩২	৫.৬৪
নভেম্বর ২১	৫.৪৮	৫.২৯	৫.৭৮
ডিসেম্বর ২১	৫.৫৫	৫.৩০	৫.৯৩
জানুয়ারি ২২	৫.৬২	৫.৩৩	৬.০৬
ফেব্রুয়ারি ২২	৫.৬৯	৫.৪০	৬.১৩
মার্চ ২২	৫.৭৫	৫.৪৭	৬.১৯
এপ্রিল ২২	৫.৮১	৫.৫৩	৬.২৬
মে ২২	৫.৯৯	৫.৮১	৬.২৭
জুন ২২	৬.১৫	৬.০৫	৬.৩১

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

অন্যদিকে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন ২০২২-এ শতকরা ৭.৫৬ ভাগে দাঁড়ায় যা জুন ২০২১-এ শতকরা ৫.৬৪ ভাগ ছিল (চার্ট ৩.০৪)। বার্ষিক গড় জাতীয় মূল্যস্ফীতির গতিধারা এবং ভোক্তা ঝুড়ির উপখাতসমূহ সারণি ৩.০৩ এবং ৩.০৪-এ দেখানো হয়েছে।

খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি

৩.০৬ অর্থবছর ২২-এর প্রথমার্ধে বার্ষিক গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতির নিম্নমুখী গতিধারা এবং দ্বিতীয়ার্ধে ঊর্ধ্বমুখী গতিধারা বজায় ছিল। গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০২২-এ শতকরা ৬.০৫ ভাগে দাঁড়ায় যা জুন ২০২১-এ শতকরা ৫.৭৩ ভাগ ছিল। অন্যদিকে অর্থবছর ২২-এ, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী গতিধারা বজায় থাকে এবং জুন ২০২২-এ শতকরা ৬.৩১ ভাগে দাঁড়ায়, যা জুন ২০২১-এ শতকরা ৫.২৯ ভাগ ছিল (সারণি ৩.০৩)।

৩.০৭ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতিরও ঊর্ধ্বমুখী গতিধারা বজায় থাকে এবং জুন ২০২২-এ তা শতকরা ৮.৩৭ ভাগে দাঁড়ায়, যা জুন ২০২১-এ ছিল শতকরা ৫.৪৫ ভাগ। অর্থবছর ২২-এর প্রথমার্ধে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী গতিধারা ও দ্বিতীয়ার্ধে নিম্নমুখী গতিধারা বজায় থাকে এবং জুন ২০২২-এ তা শতকরা ৬.৩৩ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ৩.০৪ পরিশিষ্ট-৩: সারণি ৭)।

কোর মূল্যস্ফীতি

৩.০৮ ১২-মাস ভিত্তিক বার্ষিক গড় কোর মূল্যস্ফীতি (খাদ্য ও জ্বালানি-বহির্ভূত) জুন ২০২১-এর শতকরা ৫.৫৪ ভাগের তুলনায় ১.৪১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২২-এ শতকরা ৬.৯৫ ভাগে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে কোর মূল্যস্ফীতি জুন ২০২১-এর শতকরা ৭.০২ ভাগের তুলনায় ০.৭৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে জুন ২০২২-এ শতকরা ৬.২৪ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ৩.০৫)।

গ্রামীণ ও শহর এলাকায় মূল্যস্ফীতি

৩.০৯ অর্থবছর ২২-এ গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ছিল শতকরা ৬.৪২ ভাগ, যা শহর এলাকার গড় মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৬৬ ভাগের চেয়ে ০.৭৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। অর্থবছর ২১-এ গ্রামীণ এলাকায় গড়

চার্ট ৩.০৩ অর্থবছর ২২-এ মূল্যস্ফীতির মাসিক গতিধারা

(১২-মাস গড় ভিত্তিক: অর্থবছর ০৬=১০০)

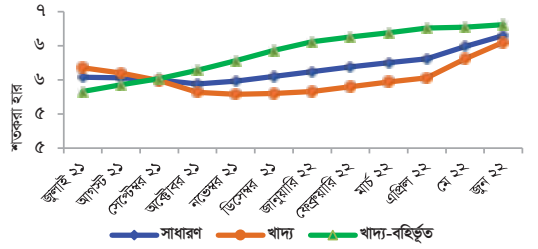

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ৩.০৪ অর্থবছর ২২-এ মূল্যস্ফীতির মাসিক গতিধারা

(পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক: অর্থবছর ০৬=১০০)

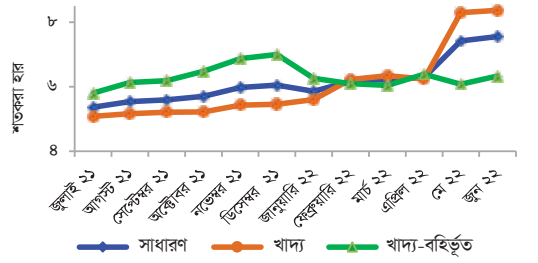

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ৩.০৩ ভোক্তা মূল্য সূচক ভিত্তিক বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি

(অর্থবছর ০৬ = ১০০)

শ্রেণি	ভার	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
ক) জাতীয় পর্যায়					
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২৫৮.৬৫	২৭৩.২৬	২৮৮.৪৪	৩০৬.১৮
		(৫.৪৮)	(৫.৬৫)	(৫.৫৬)	(৬.১৫)
খাদ্য	৫৬.১৮	২৮১.৩৩	২৯৬.৮৬	৩১৩.৮৬	৩৩২.৮৬
		(৫.৫১)	(৫.৫৬)	(৫.৭৩)	(৬.০৫)
খাদ্য-বহির্ভূত	৪৩.৮২	২২৯.৫৮	২৪৩.০০	২৫৫.৮৫	২৭১.৯৮
		(৫.৪৩)	(৫.৮৫)	(৫.২৯)	(৬.৩১)
খ) গ্রামীণ					
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২৫৬.৭৪	২৭১.২০	২৮৬.৩৭	৩০৪.৭৬
		(৫.১৫)	(৫.৬৩)	(৫.৫৯)	(৬.৪২)
খাদ্য	৬১.৪১	২৭৩.৫৫	২৮৯.০৮	৩০৬.৪	৩২৬.৩৪
		(৫.২৭)	(৫.৬৮)	(৫.৯৯)	(৬.৫১)
খাদ্য-বহির্ভূত	৩৮.৫৯	২৩০.০১	২৪২.৭৪	২৫৪.৫১	২৭০.৪২
		(৪.৯৩)	(৫.৫৩)	(৪.৮৫)	(৬.২৫)
গ) শহর					
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২৬২.১৭	২৭৭.০৬	২৯২.২৭	৩০৮.৮১
		(৬.০৭)	(৫.৬৮)	(৫.৪৯)	(৫.৬৬)
খাদ্য	৪৬.৫২	৩০০.৩০	৩১৫.৮৩	৩৩২.০৮	৩৪৮.৭৫
		(৬.০৪)	(৫.১৭)	(৫.১৫)	(৫.০২)
খাদ্য-বহির্ভূত	৫৩.৪৮	২২৯.০০	২৪৩.৩৪	২৫৭.৬৪	২৭৪.০৭
		(৬.১০)	(৬.২৬)	(৫.৮৮)	(৬.৩৮)

নোট: বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার নির্দেশক।

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ৩.০৪ জাতীয় পর্যায়ে ভোক্তা ঝুড়ির উপ-খাতভিত্তিক বার্ষিক গড় ভোক্তা মূল্যসূচক

(ভিত্তি: অর্থবছর ০৬=১০০)

খাত/ উপ -খাত	ভার	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২	শতকরা পরিবর্তন (%)	
					অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২৭৩.২৬	২৮৮.৪৪	৩০৬.১৮	৫.৫৬	৬.১৫
১। খাদ্য, পানীয় ও তামাক	৫৬.১৮	২৯৬.৮৬	৩১৩.৮৬	৩৩২.৮৬	৫.৭৩	৬.০৫
২। খাদ্য -বহির্ভূত	৪৩.৮২	২৪৩.০০	২৫৫.৮৫	২৭১.৯৮	৫.২৯	৬.৩১
ক) বস্ত্র ও পাদুকা	৬.৮৪	২৯০.০০	২৯৮.১৪	৩২০.১৪	২.৮১	৭.৩৮
খ) ভাড়া, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	১৪.৮৮	২২০.৭০	২২৮.২৯	২৩২.৪৩	৩.৪৪	১.৮১
গ) আসবাবপত্রাদি, গৃহায়ন সামগ্রী ও পরিচালনা	৪.৭৩	২৮২.৬৭	২৯৮.১৫	৩২০.৩০	৫.৪৮	৭.৪৩
ঘ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যগত ব্যয়	৩.৪৭	২৩০.০৭	২৪৭.৮৬	২৫৩.৬২	৭.৭৩	২.৩২
ঙ) পরিবহন ও যোগাযোগ	৫.৮	২৪৮.৪৮	২৭১.৪৫	৩১৩.০০	৯.২৪	১৫.৩১
চ) চিত্ত বিনোদন, আপ্যায়ন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেবা	৪.২৮	১৯০.১৩	১৯৩.৬১	২০২.৬০	১.৮৩	৪.৬৪
ছ) বিবিধ দ্রব্য ও সেবা	৩.৮২	২৫৯.২৭	২৮৮.৫৩	৩১২.২৮	১১.২৯	৮.২৩

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৫৯ ভাগ ছিল। গ্রামীণ এলাকার বার্ষিক গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৫.৯৯ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৬.৫১ ভাগে দাঁড়ায়। অপরদিকে, একই সময়ে গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৪.৮৫ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৬.২৫ ভাগে দাঁড়ায় (সারণি ৩.০৩, চার্ট ৩.০৬)।

৩.১০ শহর এলাকায় বার্ষিক গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৫.১৫ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৫.০২ ভাগে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, শহর এলাকায় বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৫.৮৮ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২২-এ শতকরা ৬.৩৮ ভাগে দাঁড়ায় (সারণি ৩.০৩, চার্ট ৩.০৭)।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন

৩.১১ দেশীয় মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন অর্থবছর ২২-এ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৯.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা অর্থবছর ২১-এ ৩৮.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন ছিল। অর্থবছর ২২-এ সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ২.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা অর্থবছর ২১-এর ১.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন সংগ্রহের তুলনায় ০.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন বেশি। সরকারি ও বেসরকারি খাদ্যশস্য আমদানির মোট পরিমাণ অর্থবছর ২১-এর ৬.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন হতে ১.৭ মিলিয়ন

চার্ট ৩.০৫ কোর মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি: অর্থবছর ০৬ =১০০)

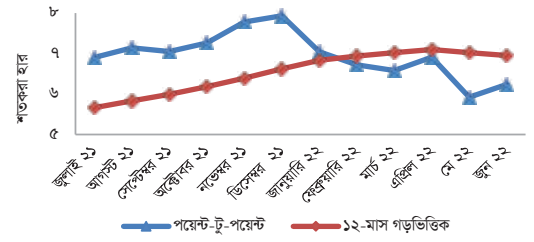

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৩.০৬ গ্রামীণ মূল্যস্ফীতি

(১২-মাস গড়ভিত্তিক: অর্থবছর ০৬=১০০)

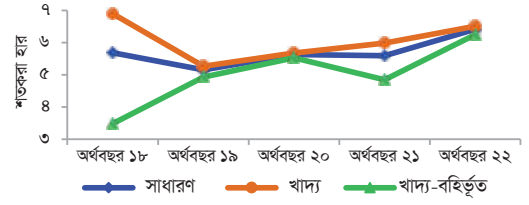

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ৩.০৭ শহুরে মূল্যস্ফীতি

(১২-মাস গড়ভিত্তিক: অর্থবছর ০৬=১০০)

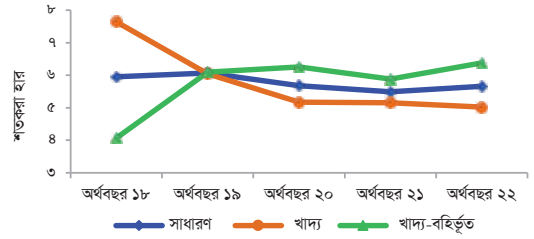

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

মেট্রিক টন হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ দাঁড়ায় ৫.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থবছর ২২-এ ৩.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়, যা অর্থবছর ২১-এর বিতরণের তুলনায় ০.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন বেশি। অর্থবছর ২২ শেষে সরকারি খাদ্যশস্য মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা অর্থবছর ২১ শেষে ১.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন ছিল (সারণি ৩.০৫)।

মজুরি হারের গতিধারা

৩.১২ সাধারণ মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধির হার অর্থবছর ২২-এ দাঁড়ায় শতকরা ৬.০৬ ভাগ, যা অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৬.১২ ভাগের তুলনায় কম। অর্থবছর ২২-এ কৃষি, শিল্প ও সেবা এই তিনটি উপখাতের মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৬.১০ ভাগ, শতকরা ৫.৮৫ ভাগ এবং শতকরা ৬.৩২ ভাগ, যা অর্থবছর ২১-এ যথাক্রমে শতকরা ৬.৩৯ ভাগ, শতকরা ৫.৫১ ভাগ এবং শতকরা ৬.০৭ ভাগ ছিল (সারণি ৩.০৬, চার্ট ৩.০৮)। অর্থবছর ২২-এ অর্থবছর ২১-এর তুলনায় কৃষি মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও সেবা ও শিল্প উপখাতের মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পায়। শিল্প উপখাতের মধ্যে উৎপাদন খাতের মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধির হার (শতকরা ৮.৩০ ভাগ) নির্মাণ খাতের (শতকরা ৪.৪১ ভাগ) তুলনায় বেশি ছিল।

স্বল্পমেয়াদি মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস

৩.১৩ ২০২৩ সালে উন্নত অর্থনীতি এবং উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য ভোক্তা মূল্যসূচকভিত্তিক মূল্যস্ফীতির হার যথাক্রমে শতকরা ৪.৪ ভাগ এবং শতকরা ৮.১ ভাগ প্রক্ষেপণ করা হয় (সারণি ৩.০৭)। মূল্যস্ফীতি সাধারণত ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ প্রাক-মহামারি অবস্থায় ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়। তবে, বেশ কয়েকটি কারণে মূল্যস্ফীতির বর্তমান গতিধারা এবং মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে খাদ্য ও জ্বালানি মূল্যের উপর সরবরাহজনিত চাপ সার্বিক মূল্যস্ফীতিকে তীব্রভাবে বাড়িয়ে দিয়ে কোর মূল্যস্ফীতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে, যা সংকোচনশীল মুদ্রানীতি গ্রহণে উৎসাহিত করতে পারে (ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২২)।

৩.১৪ ফুড আউটলুক, জুন ২০২২, খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ষান্মাসিক ফ্ল্যাগশিপ প্রকাশনায় খাদ্য বাজারের সম্ভাব্য সংকোচনশীলতা, ক্রমবর্ধমান উপকরণ মূল্যের ফলে

সারণি ৩.০৫ খাদ্য পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মেট্রিক টন)

বিবরণ	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	৩৭.৩	৪০.০	৩৯.৬	৪০.৭
উৎপাদন	৩৭.৪	৩৭.৬	৩৮.৭	৩৯.১
মোট আমদানি (সরকারি এবং বেসরকারি)	৫.৮	৬.৪	৬.৭	৫.০
সংগ্রহ	২.৪	১.৯	১.৬	২.০
সরকারি খাদ্য বিতরণ	২.৬	২.৮	২.৩	৩.১
মজুদ	১.৭	১.১	১.৪	১.৬

উৎস: খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

সারণি ৩.০৬ মজুরি সূচকের গতিধারা

(ভিত্তি: অর্থবছর ১১=১০০)

খাত	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
সাধারণ	১৬০.২৩	১৭০.৩৯	১৮০.৮৩	১৯১.৮০
	(৬.৪০)	(৬.৩৫)	(৬.১২)	(৬.০৬)
কৃষি	১৫৯.৯২	১৭০.২৮	১৮১.১৬	১৯২.২১
	(৬.৪২)	(৬.৪৮)	(৬.৩৯)	(৬.১০)
কৃষি	১৫৯.৯১	১৭০.৩২	১৮১.২৩	১৯২.৩৯
	(৬.৪৪)	(৬.৫১)	(৬.৪১)	(৬.১৬)
মৎস্য	১৬০.৫৯	১৬৮.৫৮	১৭৭.৮৪	১৮৩.০৬
	(৫.২২)	(৪.৯৭)	(৫.৪৯)	(২.৯৫)
শিল্প	১৫৮.৭৪	১৬৮.২৪	১৭৭.৫২	১৮৭.৮৩
	(৬.২২)	(৫.৯৯)	(৫.৫১)	(৫.৮৫)
নির্মাণ	১৫২.৮৬	১৬০.১৭	১৬৭.২৪	১৭৪.৬২
	(৫.১৯)	(৪.৭৭)	(৪.৪২)	(৪.৪১)
উৎপাদন	১৭০.৬৬	১৮৪.৬৫	১৯৮.৩৭	২১৪.৮৭
	(৮.১৪)	(৮.২১)	(৭.৪৩)	(৮.৩০)
সেবা	১৬৪.৭৮	১৭৫.৩৩	১৮৫.৯৯	১৯৯.৪২
	(৬.৬৯)	(৬.৪১)	(৬.০৭)	(৬.৩২)

নোট: বন্ধনীস্থিত সংখ্যাগুলো শতকরা হার নির্দেশক।
উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ৩.০৮ মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি ঃ অর্থবছর ১১=১০০)

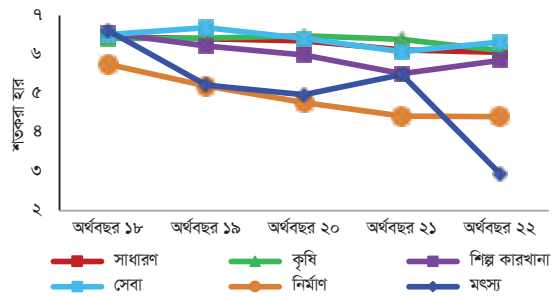

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

খাদ্য আমদানি বিলের নতুন রেকর্ড, আবহাওয়া এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বাজারের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি সংক্রান্ত কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়। ২০২২ সালে ধানের পর্যাপ্ত ফলন থাকার পাশাপাশি লাভজনক হওয়ার পূর্বাভাস দেয়া হয়, যদিও উচ্চ উপকরণ খরচ এবং সেচের সীমাবদ্ধতার কারণে ধানের উৎপাদন কিছুটা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তবে প্রচুর মজুদ থাকায় বিশ্বব্যাপী চালের ব্যবহার এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে পারে। এফএও-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০২২ সালে বিশ্ব চাল উৎপাদন দাঁড়াবে ৫১৯.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা ২০২১ সালের রেকর্ড উৎপাদনের তুলনায় মাত্র ১.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন কম। ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী গমের উৎপাদন বিগত চার বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো কমবে এবং ২০২১ সালের রেকর্ড হতে শতকরা ০.৮ ভাগ কমে ৭৭১ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়াবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়।

৩.১৫ বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি অর্থবছর ২২ এবং তৎপরবর্তী বিশেষত সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত আশানুরূপ ছিল না। মূল্যস্ফীতি সহনীয় রাখা এবং বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা বাংলাদেশের জন্য একটি গুরত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। যা হোক, আগামী মাসগুলোতে মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস নির্ভর করবে চাহিদা-সরবরাহের অসামঞ্জস্যতার ফলে মূল্যের উপর বাড়তি প্রভাব, চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বিনিময় হারের অস্থিতিশীলতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির উপর। ইতোমধ্যে চলমান মূল্যস্ফীতির চাপ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্য সংস্থাসমূহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ সরকারকে প্রতিনিয়ত মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং মূল্যস্ফীতির চাপ মোকাবেলায় আগামীতে আর্থিক ও রাজস্ব উভয় কর্তৃপক্ষকে সুসমন্বিতভাবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সারণি ৩.০৭ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

(শতকরা হার)

	২০২০	২০২১	২০২২[প্র]	২০২৩[প্র]
বিশ্ব	৩.২	৪.৭	৮.৮	৬.৫
উন্নত অর্থনীতি	০.৭	৩.১	৭.২	৪.৪
ইউরো অঞ্চল	০.৩	২.৬	৮.৩	৫.৭
উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৫.২	৫.৯	৯.৯	৮.১
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল এশিয়া	৩.১	২.২	৪.১	৩.৬
বাংলাদেশ	৫.৬	৫.৬	৬.০	৬.২
চীন	২.৪	০.৯	২.২	২.২
ভারত	৬.২	৫.৫	৬.৯	৫.১
পাকিস্তান	১০.৭	৮.৯	১২.১	১৯.৯
শ্রীলংকা	৪.৬	৬.০	৪৮.২	২৯.৫
যুক্তরাষ্ট্র	১.২	৪.৭	৮.১	৩.৫

প্র প্রক্ষেপণ

উৎস: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, আইএমএফ, অক্টোবর ২০২২।

মুদ্রা ও ঋণ

অর্থবছর ২২-এ মুদ্রা এবং ঋণনীতির অর্জনসমূহ

৪.০১ কোভিড-১৯ মহামারিজনিত বিপর্যয় থেকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করা এবং সামগ্রিক আর্থিক ও মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অর্থবছর ২২-এর মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় বাজেটে ঘোষিত শতকরা ৭.২০ ভাগ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৩০ ভাগের মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি ভঙ্গি প্রণয়ন করা হয় যা ছিল সম্প্রসারণমূলক ও সংকুলানমুখী। রাজস্ব ও মুদ্রানীতির আওতায় গৃহীত নীতি সহায়তায় অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া চলমান থাকে এবং প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৬.৯৪ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৭.২৫ ভাগে দাঁড়ায়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত, টাকার অবমূল্যায়ন চাপ, অভ্যন্তরীণ বাজারে চাপা চাহিদা বৃদ্ধি এবং বিশ্ব বাজারে পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৫.৫৬ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৬.১৫ ভাগে দাঁড়ায়।

৪.০২ কোভিড-১৯ মহামারির দরুন সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়, যা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আরও বেগবান হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা ছিল। প্রক্ষেপণের তুলনায় ব্রডমানির প্রবৃদ্ধি কম হওয়া সত্ত্বেও মূলত অপ্রত্যাশিতভাবে উচ্চ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি চলতি হিসাবে অত্যধিক ঘাটতির ফলে, বাংলাদেশে অর্থবছর ২২-এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি ও টাকার বিনিময় হারের উপর অবচিতির চাপ পরিলক্ষিত হয়। বারো মাসের গড় ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ২২-এর জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫.৩০ ভাগকে অতিক্রম করে শতকরা ৬.১৫ ভাগে বৃদ্ধি পায়, যা অর্থবছর ২১-এ ছিল শতকরা ৫.৫৬ ভাগ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যহীনতায় বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্যে ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়, ফলে অর্থবছর ২২-এ খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত উভয় ধরনের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারকে স্থিতিশীল রাখতে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২২-এর প্রথম ষান্মাসিকে তফসিলি ব্যাংকসমূহ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করে ও বিবি বিল ইস্যু করে বাজার হতে অতিরিক্ত তারল্য উত্তোলন করে এবং দ্বিতীয় ষান্মাসিকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করে। কোভিড সম্পর্কিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি এবং কতিপয় সামষ্টিক বিচক্ষণমূলক পদক্ষেপসমূহের সহায়তায় অর্থবছর ২২-এ ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার পরিলক্ষিত

সারণি ৪.০১ মুদ্রা ও ঋণের প্রক্ষেপণ এবং প্রকৃত উন্নয়ন

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	জুন ২০২১ শেষে	জুন ২০২২ শেষে	
	প্রকৃত	প্রক্ষেপিত	প্রকৃত সা
১. নিট বৈদেশিক সম্পদ	৩৮৫২.৪	৪২৫১.০	৩৪২০.১
	(২৭.১)	(১০.৩)	(-১১.২)
২. নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১১৭৫০.৭	১৩৬৯২.৫	১৩৬৫৫.১
	(৯.৮)	(১৬.৫)	(১৬.২)
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ (i+ii)	১৪২৮৭.৩	১৬৮২৬.৪	১৬৬০৮.৪
	(১০.৪)	(১৭.৮)	(১৬.২)
i) সরকারি খাতে ঋণ[১/]	২৩৯৮.৮	৩১৭৮.৩	৩০৯৬.০
	(২১.৭)	(৩২.৫)	(২৯.১)
ii) বেসরকারি খাতে ঋণ	১১৮৮৮.৬	১৩৬৪৮.১	১৩৫১২.৪
	(৮.৩)	(১৪.৮)	(১৩.৭)
খ) অন্যান্য দায়/সম্পদ (নিট)	-২৫৩৬.৭	-৩১৩৩.৯	- ২৯৫৩.২
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা যোগান (i+ii)	৩৭৫২.৪	-	৪২৫৩.১
	(১৪.৫)		(১৩.৩)
i) জন সাধারণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রা	২০৯৫.২	-	২৩৬৪.৫
	(৯.১)		(১২.৯)
ii) তলবি আমানত[২/]	১৬৫২.২	-	১৮৮৮.৬
	(২২.৩)		(১৪.০)
৪. মেয়াদি আমানত	১১৮৫০.৭	-	১২৮২২.২
	(১৩.৪)		(৮.২)
৫. ব্যাপক মুদ্রা যোগান	১৫৬০৩.১	১৭৯৪৩.৬	১৭০৭৫.৩
(১+২) বা (৩+৪)	(১৩.৬)	(১৫.০)	(৯.৪)

নোট: বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বছর ভিত্তিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।
[১/]সরকারি খাত (নিট) হিসাবায়নে Govt. lending fund আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
[২/]মনিটারি অথরিটির তলবি আমানত বাদ দেয়া হয়েছে ।
সা সাময়িক
উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

হয় যা বিভিন্ন সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক সূচকসমূহের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। এই সময়ে, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং পরিষেবা খাতের প্রায় সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্থবছর-২২ এর জন্য প্রাথমিকভাবে শতকরা ৭.২০ ভাগ প্রক্ষেপণ করা হয় যা গত অর্থবছরের শতকরা ৬.৯৪ ভাগ প্রক্ষেপিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি ছিল। শিল্প ও পরিষেবা খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২২-এ বৃদ্ধি পেয়ে চূড়ান্তভাবে শতকরা ৭.২৫ ভাগে দাঁড়ায়।

৪.০৩ কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের সাথে সম্পর্কিত বর্ধিত অভ্যন্তরীণ চাহিদার ফলে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব বাজারে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় আমদানি ব্যয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। অব্যাহত নীতি সহায়তা যেমন বর্ধিত রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) ও রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য কার্যকরী মূলধন ঋণ (working capital loan) বৃদ্ধির ফলে অর্থবছর ২২-এ রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধিও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তথাপি, রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহও অর্থবছর ২১-এর তুলনায় অর্থবছর ২২-এ পরিমিত পর্যায়ে ছিল। অভিবাসী শ্রমিকদের অধিক পরিমাণে বিদেশ গমনের পাশাপাশি নগদ প্রণোদনা সহায়তা শতকরা ২.০ ভাগ হতে শতকরা ২.৫ ভাগে বৃদ্ধি এবং নীতি সহজীকরণ আগামী দিনগুলোতে অন্তর্মুখী রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্সের তুলনায় অধিক আমদানি প্রবৃদ্ধির ফলে চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ দাঁড়ায় ১৮.৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরে ছিল ৪.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ২১-এ সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৯.২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্তের বিপরীতে অর্থবছর ২২-এ ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় ৫.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির কারণে ব্যাংক ব্যবস্থার নিট বৈদেশিক সম্পদ উল্লেখযোগ্যভাবে কমার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও সংকুচিত হয়ে ৩০ জুন ২০২২-এ দাঁড়ায় ৪১.৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা

চার্ট ৪.০১ ব্যাপক মুদ্রা (এম২) এর উপাদানসমূহের গতি প্রকৃতি

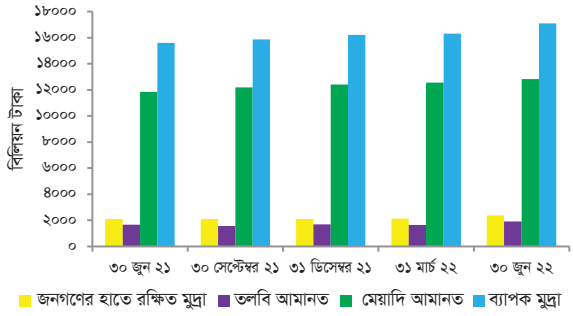

উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৪.০২ অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং এর উপাদানসমূহের গতি প্রকৃতি

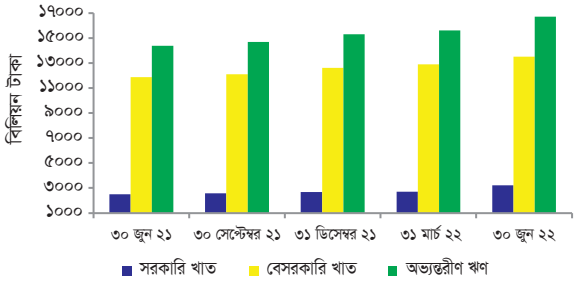

উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

জুন ২০২১- এ ছিল ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৪.০৪ বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন পরিপূরক ও সহায়ক নীতি ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে চলতি মূলধন ঋণ প্রদান করে এবং কৃষি, সিএমএসএমই, বৃহৎ শিল্প, রপ্তানিমুখী শিল্প এবং সেবা খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কোভিড-১৯ সম্পর্কিত উদ্ভূত সমস্যাসমূহের মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২২-এ সরকারের দশটি প্রধান প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল, যার পরিমাণ ছিল ১.৭০ ট্রিলিয়ন টাকা, যা নামিক জিডিপি'র শতকরা ৪.২৮ ভাগ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া নানাবিধ চাপের সম্মুখীন হয়েছিল। যুদ্ধের ফলে দ্রব্যমূল্য আন্তর্জাতিকভাবে বৃদ্ধির পাশাপাশি সম্ভাব্য রপ্তানি চাহিদার ক্ষতি বাড়িয়েছে যা উচ্চ আমদানি ব্যয়, বাণিজ্য ঘাটতি,

বিনিময় হার এবং মূল্যস্ফীতির উপর চাপ বৃদ্ধি করেছে। খাদ্যপণ্য যেমন ভোজ্যতেল, শাক-সবজি, ডিম ও মাংসের দাম বৃদ্ধি এবং খাদ্য বহির্ভূত পণ্য যেমন পরিবহন ও যোগাযোগ, গৃহস্থালীর আসবাবপত্র, পোশাক ও পাদুকা ইত্যাদি পণ্যের দাম বৃদ্ধির কারণে মূলত অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের বহিঃখাতের কর্মক্ষমতাও অর্থবছর ২২-এ উল্লেখযোগ্য গতি সঞ্চারণের স্বাক্ষর রেখেছে। অর্থবছর ২২-এ রপ্তানি ও আমদানি উভয়ের প্রবৃদ্ধি বেশ জোরালো ছিল এবং তা ছিল যথাক্রমে শতকরা ৩৪.৩৮ ভাগ ও শতকরা ৩৫.৯৩ ভাগ। মোট রপ্তানিতে হোম টেক্সটাইল, প্রকৌশল এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানির অংশ বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ছিল। অন্যদিকে, বিশ্বব্যাপী দ্রব্যসমূহের দাম বৃদ্ধির মধ্যেও তুলা, সুতা, টেক্সটাইল সামগ্রী, ফার্মাসিউটিক্যাল সামগ্রী, সার, প্লাস্টিক ও রাবার সামগ্রীসহ শিল্প-কারখানার কাঁচামালের আমদানি বৃদ্ধি; লোহা, ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতু এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি, প্রধানত সামগ্রিক আমদানিকে বৃদ্ধি করেছে। রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ ও প্রবৃদ্ধি অধিক হওয়ায় অর্থবছর ২২-এ বাণিজ্য ঘাটতি অধিকতর হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির ফলে অভিবাসীদের চাকরি হারানো, স্থানচ্যুতি এবং বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের কর্মদিবস হ্রাসের ফলে রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে যা চলতি হিসাবের ঘাটতির ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম উপাদান।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

৪.০৫ প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি ভঙ্গি এবং মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থবছর ২২-এ আর্থিক এবং ঋণ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ এ্যাংকর চলকসমূহ (Anchor Variables) যেমন ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ ও অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে শতকরা ১৫.০ ভাগ ও শতকরা ১৭.৮ ভাগের মধ্যে থাকবে বলে প্রক্ষেপিত হয়। ব্যাংকিং খাতের নিট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ যথেষ্ট কম থাকায়, উপরোক্ত প্রক্ষেপণের বিপরীতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি ঘটে শতকরা ৯.৪ ভাগ যা অর্থবছর ২২-এর লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেকটা কম ছিল। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ভালো

সারণি ৪.০২ রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদানসমূহের প্রকৃত ও প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	জুন ২০২১ শেষে	জুন ২০২২ শেষে	
	প্রকৃত স্থিতি	প্রক্ষেপণ	প্রকৃত স্থিতি[সা]
১। নিট বৈদেশিক সম্পদ[১/®]	৩৫৪৯.৭	-	৩৩৯৮.৭
নিট বৈদেশিক সম্পদ[২/®]	৩৫৭৮.৮	৪০১১.৩	৩১৭৬.৫
২। নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ [১/]	-৭৪.৯	-	৬৭.০
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ [২/] (ক+খ)	-১০৩.৯	-১৮৯.০	২৮৯.১
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ (i+ii)	৪৭৯.৫	৬১৭.৮	৭০৩.৮
	(-৩.৮)	(২৮.৮)	(৪৬.৮)
i) সরকারি খাতে ঋণ [৩/]	২৯০.৮	৩২৯.০	৫৪৬.২
	(-৩২.৪)	(১৩.১)	(৮৭.৮)
ii) তফসিলী ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ[৪/]	১৮৮.৭	২৮৮.৭	১৫৭.৬
	(১৭৭.৮)	(৫৩.০)	(-১৬.৫)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নিট)	-৫৮৩.৫	-৮০৬.৭	-৪১৪.৭
৩। রিজার্ভ মুদ্রা	৩৪৭৪.৯	৩৮২২.৩	৩৪৬৫.৭
(ক+খ) বা (১+২)	(২২.৪)	(১০.০)	(-০.৩)
ক) ইস্যুকৃত মুদ্রা	২২৬৮.৯	২৫৪৪.০	২৫৬১.৮
	(৯.০)	(১২.১)	(১২.৯)
খ) বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংকসমূহের জমা [৫/®]	১২০৬.০	১২৭৮.৩	৯০৩.৮
	(৫৯.২)	(৬.০)	(-২৫.১)
৪। মুদ্রা গুণক (এম২/রিজার্ভ মুদ্রা)	৪.৪৯	৪.৬৯	৪.৯৩

নোট: বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বছর ভিত্তিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।
[১/] মাস শেষের বিনিময় হার ব্যবহার করে আর্থিক জরীপ উপাত্ত হতে হিসাবায়িত।
[২/] স্থির বিনিময় হারের (জুন ২০২২ শেষে) ভিত্তিতে হিসাবায়িত।
[৩/]সরকারি খাত (নিট) হিসাবায়নে Govt. Lending Fund আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
[৪/] তফসিলি ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত কেবলমাত্র "ঋণ ও আগাম" বিবেচিত হয়েছে।
[৫/] বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং স্থিতি এবং নন-ব্যাংক ডিপোজিট ব্যতীত।
[®] বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং স্থিতি এবং অফশোর ব্যাংক হিসাব ব্যতীত।
[সা]সাময়িক
উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

হওয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২২-এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। কোভিড এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধিনিষেধ শিথিলীকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন অর্থবছর ২২-এ বেসরকারি খাতে ঋণের ঊর্ধ্বমুখী প্রবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিল। তথাপি, বিদেশী উৎস হতে তহবিল সরবরাহ এবং ব্যাংকে রক্ষিত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার অলস অর্থের ব্যবহার সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিকে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছুটা কম রাখতে সহায়তা করেছিল। সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের শতকরা ২১.৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ২৯.১ ভাগে দাঁড়ায়। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে গত অর্থবছরের শতকরা ৮.৩ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর-২২ এ দাঁড়ায় শতকরা ১৩.৭ ভাগ। উল্লেখ্য যে, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি এশিয়ার অন্যান্য

দেশের তুলনায় বাংলাদেশে অধিকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি বিনিয়োগে প্রতিফলিত হয় বলে ধারণা করা যায়। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতির প্রক্ষেপণ ও প্রকৃত অবস্থা এবং ব্যাপক মুদ্রার প্রধান উপাদানসমূহের গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৪.০১ এবং চার্ট ৪.০১- এ দেখানো হয়েছে।

রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি

৪.০৬ ব্যাপক মুদ্রার মূল্যস্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং সার্বিক মুদ্রা প্রক্ষেপণের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে তারল্য সমন্বয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ মুদ্রাকে প্রায়োগিক লক্ষ্য (Operating Target) হিসেবে ব্যবহার করে। ব্যাপক মুদ্রাকে প্রক্ষেপণের মধ্যে রাখার নিমিত্তে রিজার্ভ মুদ্রাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারের ট্রেজারি বিল ও বন্ডের নিলাম ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহৃত হয়।

৪.০৭ ব্যাপক মুদ্রা প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থবছর ২২-এর জন্য রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয় শতকরা ১০.০ ভাগ, যেখানে এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ০.৩ ভাগ। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট বৈদেশিক সম্পদ ৪০১১.৩ বিলিয়ন টাকা প্রক্ষেপণের বিপরীতে ৪০২.৩ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে জুন ২০২২ শেষে দাঁড়ায় ৩১৭৬.৫ বিলিয়ন টাকা। মূলত অত্যধিক আমদানিজনিত চাহিদা থাকায় ও ব্যাংকগুলোর নিকট বৈদেশিক মুদ্রার নিট বিক্রয়ের দরুন নিট বৈদেশিক সম্পদ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়, ফলে রিজার্ভ মুদ্রার প্রকৃত প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ অর্থবছর ২২-এর জন্য নির্ধারিত ১৮৯.০ বিলিয়ন টাকা ঋণাত্মক প্রক্ষেপণের বিপরীতে জুন ২০২২ শেষে দাঁড়ায় ২৮৯.১ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ঋণ শতকরা ৪৬.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২২ শেষে ৭০৩.৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সরকারি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সরকারি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ শতকরা ৮৭.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২২-এ দাঁড়ায় ৫৪৬.২ বিলিয়ন টাকা। অন্যদিকে,

চার্ট ৪.০৩ অর্থবছর ২২-এ এম২ ও আরএম এর প্রক্ষেপিত ও প্রকৃত পরিস্থিতি

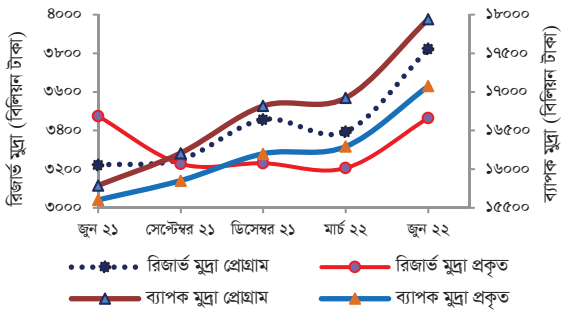

উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৪.০৩ মুদ্রার আয় গতি

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন	ব্যাপক মুদ্রা (এম২) (জুন শেষে)	মুদ্রার আয় গতি
অর্থবছর ১৭	২৩২৪৩.০৭	১০১৬০.৭৬	২.২৯ (০.৯৮)
অর্থবছর ১৮	২৬৩৯২.৪৮	১১০৯৯.৮১	২.৩৮ (৩.৯৪)
অর্থবছর ১৯	২৯৫১৪.২৯	১২১৯৬.১২	২.৪২ (১.৭৮)
অর্থবছর ২০	৩১৭০৪.৬৯	১৩৭৩৭.৩৫	২.৩১ (-৪.৬৩)
অর্থবছর ২১	৩৫৩০১.৮৫	১৫৬০৮.৯৫	২.২৬ (-২.০১)
অর্থবছর ২২	৩৯৭৬৪.৬২	১৭০৮১.২২	২.৩৩ (২.৯৩)

নোট: বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।
উৎস: ১) মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ৪.০৪ ব্যাংক ঋণের* ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

তারিখ	আগামসমূহ	বিলসমূহ	মোট
৩০ জুন ২১	১১৬৬৪.৯২ (৯৭.৯৮)	২৪০.২৫ (২.০২)	১১৯০৫.১৬
৩০ সেপ্টেম্বর ২১	১১৮৩৬.০৩ (৯৭.৬০)	২৯১.৪৮ (২.৪০)	১২১২৭.৫১
৩১ ডিসেম্বর ২১	১২৩৬০.৮২ (৯৭.৫২)	৩১৪.৭৯ (২.৪৮)	১২৬৭৫.৬১
৩১ মার্চ ২২	১২৬৩০.২২ (৯৭.৩০)	৩৫০.২৩ (২.৭০)	১২৯৮০.৪৫
৩০ জুন ২২	১৩২৪৯.৪২ (৯৭.৪৯)	৩৪১.৭৩ (২.৫১)	১৩৫৯১.১৫

নোট: বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো মোট ব্যাংক ঋণের স্থিতির শতকরা অংশ নির্দেশক।
* বৈদেশিক বিল এবং আন্তঃব্যাংক ঋণ বাদে।
উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ শতকরা ১৬.৫ ভাগ হ্রাস পেয়ে জুন ২০২২-এ দাঁড়ায়

বক্স ৪.০১ কোভিড-১৯ সংকটঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা

কোভিড-১৯ মহামারি বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সব অঞ্চলে নজিরবিহীন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ২০২০ সালের মার্চ মাসের শুরুতে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ আক্রান্ত প্রথম রোগী শনাক্ত হয়েছিল। কোভিড-১৯ মহামারির ব্যাপকতা বিস্তার রোধকল্পে সরকার বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইন ও লকডাউনসহ বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সর্বাত্মকভাবে গ্রহণ করে। জনগণকে মহামারি থেকে রক্ষা করতে সরকার কর্তৃক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত দেশের টেকসই অর্থনৈতিক অবস্থার উপর মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকার বিভিন্ন রকম সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করে, যা মার্চ ২০২০ থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। মহামারির ক্ষতিকর প্রভাব সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য নীতি সিদ্ধান্তগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি

- ১ এপ্রিল ২০২০-এ নগদ জমা সংরক্ষণ হার (সিআরআর) দ্বি-সাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে শতকরা ৫.৫০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৫.০০ ভাগ এবং দৈনিক ভিত্তিতে শতকরা ৫.০০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৪.৫০ ভাগ করা হয় । ১৫ এপ্রিল ২০২০-এ পুনরায় সিআরআর দ্বি-সাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে শতকরা ৫.০০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৪.০০ ভাগ এবং দৈনিক ভিত্তিতে শতকরা ৪.৫০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৩.৫০ ভাগ করা হয়।
- ২৪ মার্চ ২০২০-এ রেপো হার শতকরা ৬.০০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৫.৭৫ ভাগ করা হয়, ১২ এপ্রিল ২০২০-এ শতকরা ৫.৭৫ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৫.২৫ ভাগ করা হয়, এবং ৩০ জুলাই ২০২০-এ শতকরা ৫.২৫ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৪.৭৫ ভাগ করা হয় । ৩০ জুলাই ২০২০-এ রিভার্স রেপো হার শতকরা ৪.৭৫ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৪.০০ ভাগ করা হয়।
- ২৯ জুলাই ২০২০-এ ব্যাংক হার শতকরা ৫.০০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৪.০০ ভাগ করা হয়।

পরিশোধ সূচি/মেয়াদ সহজিকরণ

- স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণ ডাউন পেমেন্টসহ অথবা ব্যতিরেকে সর্বোচ্চ ২ বছরের জন্য পুনঃতফসিলিকরণের সুযোগ দেয়া হয়।
- ১ এপ্রিল ২০২১-এ কৃষি এবং পল্লী ঋণ-এর সুদের হার/ মুনাফা শতকরা ৯.০০ ভাগ থেকে শতকরা ৮.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয় ।
- রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনের সময় জাহাজীকরণের তারিখ থেকে ১৮০ দিন পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়, যা পূর্বে ছিলো ১২০ দিন। এ সুবিধা ১৯ মার্চ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত প্রযোজ্য ছিল।
- ১৫ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত ক্রেডিট কার্ডের বিল আদায়ের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন ফি/চার্জ/দণ্ড সুদ/অতিরিক্ত আয় আদায় করতে পারবে না মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

কোভিড-১৯ মহামারি শুরুর পর থেকে সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বমোট ২৮টি অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে, যার মধ্যে ১০টি প্যাকেজের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি জড়িত। সমস্ত অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্যাকেজের মোট আকার প্রায় ২০০৪.২৯ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২১-এর জিডিপির শতকরা ৫.৬৮ ভাগ। বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমিত করা এবং অর্থনৈতিক মন্দা থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধারের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ হলোঃ (১) ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ প্রদান, (২) বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে ২০২০-এ স্থগিতকৃত ঋণের সুদের বিপরীতে সরকারের সুদ বাবদ ভর্তুকি প্রদান, (৩) ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ প্রদান, (৪) কৃষি খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রদান, (৫) রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহের শ্রমিকদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ, (৬) প্রাক-জাহাজীকরণ ঋণ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রদান, (৭) নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রদান, (৮) দেশীয় রপ্তানিকারকদের সুবিধার্থে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ) প্রদান, (৯) কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র (সিএমএস) উদ্যোগ খাতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (সিজিএস) প্রদান এবং (১০) পর্যটন খাতের হোটেল/মোটেল/থিম পার্ক-এর কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা প্রদান। তন্মধ্যে, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা প্রদানে, সুবিধাভোগী উদ্যোক্তা, কৃষক/কৃষি খামার, এবং দেশীয় রপ্তানিকারকদের সুবিধার্থে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ) খাতসমূহে প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। গৃহীত সমস্ত উদ্যোগ এবং সরকারের সহায়তা অর্থনীতিকে মহামারির পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, যার ফলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ২০২১ এবং ২০২২ অর্থবছরে যথাক্রমে শতকরা ৬.৯৪ ভাগ এবং শতকরা ৭.২৫ ভাগ অর্জিত হয়েছিল।

১৫৭.৬ বিলিয়ন টাকা। অন্যান্য সম্পদ (নিট) ৮০৬.৭ বিলিয়ন টাকা ঋণাত্মক প্রক্ষেপণের বিপরীতে জুন ২০২২ শেষে দাঁড়ায় ঋণাত্মক ৪১৪.৭ বিলিয়ন টাকায়। অন্যান্য দায়-এর তুলনায় অন্যান্য সম্পদ বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রক্ষেপণের তুলনায় অন্যান্য সম্পদ (নিট)-এর প্রকৃত দায় হ্রাস পায়। অর্থবছর ২২-এর রিজার্ভ মুদ্রার প্রকৃত ও প্রক্ষেপিত গতিধারা সারণি ৪.০২ এবং চার্ট ৪.০৩-এ প্রদর্শিত হলো।

মুদ্রা গুণক

৪.০৮ মুদ্রা গুণক অর্থবছর ২১-এর ৪.৪৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ দাঁড়ায় ৪.৯৩। সাধারণত ব্যাংক, জনগণ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম রিজার্ভ-আমানত অনুপাত ও মুদ্রা-আমানত অনুপাত-এর পরিবর্তনে প্রতিফলিত হওয়ার মাধ্যমে মুদ্রা গুণক প্রভাবিত হয়। রিজার্ভ-আমানত অনুপাত অর্থবছর ২১-এর ০.১০২ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ দাঁড়ায় ০.০৭৫। অন্যদিকে, মুদ্রা-আমানত অনুপাত অর্থবছর ২১-এর ০.১৫৫ হতে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ দাঁড়ায় ০.১৬১। উক্ত অনুপাতদ্বয়ের আপেক্ষিক শক্তি অর্থবছর ২২-এ মুদ্রা গুণকের মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

মুদ্রার আয়গতি

৪.০৯ কোভিড-১৯ মহামারির অভিঘাত থেকে মুদ্রার আয় গতি গত দুই অর্থবছরে ধারাবাহিকভাবে হ্রাসের পর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্রুত পুনরুদ্ধারের ফলে অর্থবছর ২১-এর শতকরা ২.২৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে তা অর্থবছর ২২-এ দাঁড়ায় শতকরা ২.৩৩ ভাগ, যা নামিক আয় প্রবৃদ্ধির তুলনায় ব্যাপক মুদ্রার মন্থর প্রবৃদ্ধির হারকে নির্দেশ করে। অর্থবছর ১৭ হতে অর্থবছর ২২ পর্যন্ত মুদ্রার আয় গতির পরিবর্তন এবং তাদের পরিবর্তনের মাত্রা সারণি ৪.০৩-এ প্রদর্শিত হলো। অর্থবছর ১৭ হতে অর্থবছর ২২ পর্যন্ত সময়কালে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি, বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার এবং মুদ্রার আয়গতি চার্ট ৪.০৪-এ দেখানো হলো।

ব্যাংক ঋণ

৪.১০ অর্থবছর ২২-এ ব্যাংক ঋণের স্থিতি (বৈদেশিক বিল ও আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) ১৬৮৫.৯৯ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৪.১৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩৫৯১.১৫ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২১-এ ৮৮৮.৭৭ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৮.০৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৯০৫.১৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, অধিক আমদানি ব্যয় হতে উদ্ভূত বাণিজ্য অর্থায়ন এবং নিম্ন ঋণদান হারের কারণে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ২২-এ আগাম ১৫৮৪.৫০ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৩.৫৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩২৪৯.৪২ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর-২১ এ ৮৮৮.০৮ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৮.২৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৬৬৪.৯২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। ক্রয়কৃত ও বাট্টাকৃত বিলসমূহ অর্থবছর ২২-এ ১০১.৪৮ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৪২.২৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৪১.৭৩ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর

চার্ট ৪.০৪ জিডিপি প্রবৃদ্ধি, এম২ প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির হার এবং মুদ্রার আয় গতির গতি প্রকৃতি

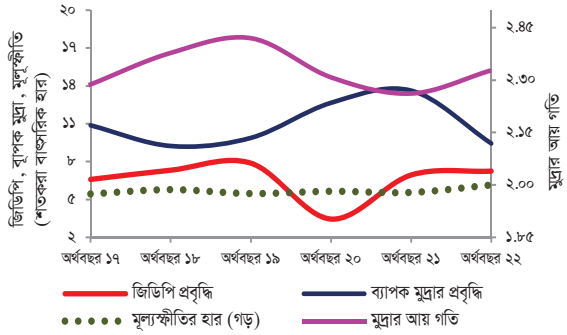

উৎস: ১) মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ৪.০৫ তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হারের গতিধারা

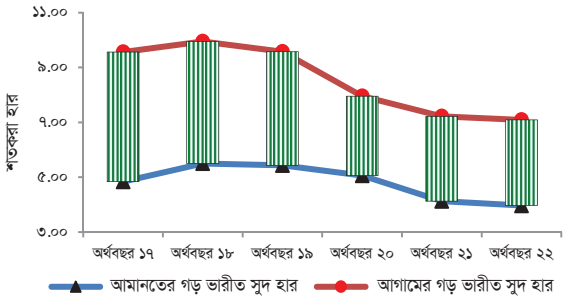

উৎস: পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২১-এ ০.৭০ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ০.২৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪০.২৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ ও এর উপাদানসমূহ সারণি ৪.০৪-এ দেখানো হলো।

ব্যাংক আমানত

৪.১১ ব্যাংক আমানত (আন্তঃব্যাংক আমানত বাদে) অর্থবছর ২২-এ ১৩৩০.২৮ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৯.১৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৫৭৯৯.৯৬ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২১-এ ১৭৭৮.৬৯ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৪.০২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৪৬৯.৬৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। মাথাপিছু আয় এবং রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির ফলে আলোচ্য অর্থবছরে মোট ব্যাংক আমানত বৃদ্ধি পায়। তলবি আমানত ২৩১.৩৪ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৩.৯৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ ১৮৮৮.৫৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়; যেখানে অর্থবছর ২১-এ তা ৩০১.৯৭ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ২২.২৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৫৭.২৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। মেয়াদি আমানত অর্থবছর ২২-এ ৯৭১.৫১ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৮.২০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২৮২২.১৮ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২১-এ ১৩৯৫.৯৬ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৩.৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৮৫০.৬৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। সরকারি আমানত অর্থবছর ২২-এ ১২৭.৪২ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৩.২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১০৮৯.১৯ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২১-এ ৮০.৭৮ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৯.১৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬১.৭৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। অর্থবছর ২২-এ ব্যাংক আমানতের ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি সারণি ৪.০৫-এ দেখানো হলো।

ঋণ/আমানত অনুপাত

৪.১২ বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বাদে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ-আমানত অনুপাত জুন ২০২২ শেষে দাঁড়ায় ০.৮৬, যা জুন ২০২১ শেষে ছিল ০.৮২। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ঋণের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে অর্থবছর ২২-এ ঋণ-আমানত অনুপাতে কিছুটা বৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়।

সারণি ৪.০৫ ব্যাংক আমানত* এর ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

তারিখ	তলবি আমানত	মেয়াদি আমানত	সরকারি আমানত	মোট আমানত
৩০ জুন ২১	১৬৫৭.২৫	১১৮৫০.৬৭	৯৬১.৭৭	১৪৪৬৯.৬৮
৩০ সেপ্টেম্বর ২১	১৫৬৪.২৭	১২১৯২.৫০	৯৭০.৯৩	১৪৭২৭.৭০
৩১ ডিসেম্বর ২১	১৬৮০.১৯	১২৪১৩.২৪	১০৫৬.৯৭	১৫১৫০.৪০
৩১ মার্চ ২২	১৬২৩.৩০	১২৫৪৩.৫১	১০৫৬.৫৩	১৫২২৩.৩৪
৩০ জুন ২২	১৮৮৮.৫৯	১২৮২২.১৮	১০৮৯.১৯	১৫৭৯৯.৯৬

*আন্তঃব্যাংক ও রেস্ট্রিকটেড আমানত বাদে।
উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৪.০৬ তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হারের গতিধারা এবং তাদের মধ্যকার ব্যাপ্তি (Spread)

খাত	জুন শেষে (শতকরা হার)					
	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
আমানত	৪.৮৪	৫.৫০	৫.৪৩	৫.০৬	৪.১৩	৩.৯৭
আগাম	৯.৫৬	৯.৯৫	৯.৫৮	৭.৯৫	৭.৩৩	৭.০৯
ব্যাপ্তি	৪.৭২	৪.৪৫	৪.১৫	২.৮৯	৩.২০	৩.১২

উৎস: পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণ

৪.১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ অর্থবছর ২২-এ ১৮০.৩৪ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ২৪.৪৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯১৬.৬০ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২১-এ ২৩৩.২৬ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৪৬.৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩৬.২৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। মূলত অন্যান্য ঋণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশেষ করে ইডিএফ লোন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের অধীনে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণের কারণে অর্থবছর ২২-এ তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমুহের জমা এবং তাদের সিন্দুকে রক্ষিত তহবিল

৪.১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের গচ্ছিত জমার পরিমাণ ২০২২-এর জুন শেষে উল্লেখযোগ্যহারে ৩০২.১৪ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ২৫.০৫ ভাগ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৯০৩.৮৩ বিলিয়ন টাকা, যা ২০২১ সালের জুন শেষে ৪৪৮.২৯ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৫৯.১৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১২০৫.৯৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। অন্যদিকে, তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভল্টে রক্ষিত টাকার পরিমাণ ২০২১-এর জুন

শেষে ১৩.৯১ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৮.৭০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৩.৭১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল, যার বিপরীতে ২০২২ এর জুন শেষে তা ২৩.৬৩ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১৩.৬০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯৭.৩৪ বিলিয়ন টাকা।

নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর)

৪.১৫ অর্থবছর ২০-এ অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত তারল্য বজায় রাখতে তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর) দুইধাপে ১৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ৪.০ ভাগে নির্ধারণ করা হয়, যা অর্থবছর ২২-এ অপরিবর্তিত থাকে। ব্যাংকসমূহকে দ্বি-সাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর) শতকরা ৪.০ ভাগ এবং দৈনিক ভিত্তিতে এ জমার হার ন্যূনতম শতকরা ৩.৫ ভাগ বজায় রাখতে হবে, যা ১৫ এপ্রিল ২০২০ হতে কার্যকর হয়েছে।

সংবিধিবদ্ধ তরল সম্পদ হার (এসএলআর)

৪.১৬ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৩৩-এর উপ-ধারা (২)-এ আনীত সংশোধনী অনুযায়ী ব্যাংকসমূহকে তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয় হার (SLR) পৃথকভাবে পরিপালন করতে হয়। (ক) প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে সিআরআর এর অতিরিক্ত নগদ জমাসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদের রক্ষণীয় মাত্রা দৈনিক ভিত্তিতে তাদের মোট তলবী ও মেয়াদি দায়ের ন্যূনতম শতকরা ১৩.০ ভাগ এবং (খ) শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামি ব্যাংকসমূহ এর ক্ষেত্রে এই মাত্রা ন্যূনতম শতকরা ৫.৫ ভাগ নির্ধারিত ছিল। এ নির্দেশ ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে কার্যকর হয়ে অর্থবছর ২২-এ অপরিবর্তিত থাকে।

ব্যাংক রেট

৪.১৭ পরিবর্তিত বাজার সুদ হার পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা যৌক্তিকীকরণের জন্য ২০০৩ সাল থেকে শতকরা ৫.০০ ভাগে অপরিবর্তিত থাকা ব্যাংক রেট হ্রাস করে ২৯ জুলাই ২০২০- এ শতকরা ৪.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

সারণি ৪.০৭ তারল্য নির্দেশকসমূহ

তারিখ	এডিআর (%)	এলসিআর (%)	এনএসএফআর (%)	আন্তঃ ব্যাংক সুদের হার (%)	মুদ্রা আমানত অনুপাত
৩০ জুন ২১	৭১.৫৫	২১১.৭০	১০৯.৩৯	২.২৫	০.১৬
৩০ সেপ্টেম্বর	৭২.০৮	২০০.৮৩	১১০.৫৬	১.৯০	০.১৫
৩১ ডিসেম্বর	৭৩.১৫	১৯৩.৬০	১১০.১৩	২.৬৬	০.১৫
৩১ মার্চ ২২	৭৪.১৭	১৮০.৩৯	১০৭.৭৮	২.৬৬	০.১৫
৩০ জুন ২২	৭৪.৭৭	১৬৫.৫৬	১০৯.২২	৪.৮৮	০.১৬

১। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ব্যাংকগুলোকে তাদের এডিআর বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, প্রচলিত ব্যাংকগুলোর জন্য যথাক্রমে শতকরা ৮৫.০ ভাগ (শতকরা ৮১.৫ ভাগ + বিশেষ বিবেচনার শতকরা ৩.৫ ভাগ) এবং ইসলামি শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর জন্য শতকরা ৯০.০০ ভাগ (শতকরা ৮৯.০ ভাগ + বিশেষ বিবেচনার শতকরা ১.০ ভাগ। ডস সার্কুলার নং ০৫, তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
২। এলসিআর একটি ব্যাংকের পরবর্তী ৩০ দিনে চাপযুক্ত পরিবেশে তরল সম্পদের প্রয়োজনীয়তা পরিমাপ করেঃ এলসিআর এর জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা শতকরা ১০০.০ ভাগের বেশি বা সমান।
৩। এনএসএফআর একটি ব্যাংকের এক বছর মেয়াদে একটি চাপযুক্ত পরিবেশে তরল সম্পদের প্রয়োজনীয়তা পরিমাপ করেঃ এনএসএফআর এর জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা শতকরা ১০০.০ ভাগের বেশি।
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনও মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৪.০৮ ব্যাংকে বিরাজমান উদ্বৃত্ত তরল সম্পদের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

তারিখ	সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ	বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ	বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক (ইসলামি ব্যাংক ব্যতীত)	ইসলামি ব্যাংকসমূহ	বিদেশি ব্যাংকসমূহ	সর্বমোট
৩০ জুন২১	১০৪৬.৭৫	০.০০	৭০৭.৫৭	৩২৭.৬০	২৩২.৭১	২৩১৪.৬৩
৩০ সেপ্টেম্বর ২১	৯৮৭.১৪	০.০০	৬৬৪.৬১	৩৩৩.৩৩	২১০.৭৯	২১৯৫.৮৮
৩১ ডিসেম্বর ২১	৯০০.০০	০.০০	৬৯৯.০০	৩২১.০০	২৪৮.০০	২১৬৭.২৯
৩১ মার্চ ২২	৮০৪.৬১	০.০০	৬৪৭.৭২	২৭৯.৩৮	২৬৮.০২	১৯৯৯.৭৪
৩০ জুন ২২	৭৯৩.৯৯	০.০০	৭৬৩.৭৬	২১৯.১৭	২৫৭.৪৩	২০৩৪.৩৫

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

রেপো সুদহার

৪.১৮ মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল অবস্থায় রাখতে, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২২-এ দুই দফায় রেপো সুদহার বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো সুদহার শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হতে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ২৯ মে ২০২২ তারিখে শতকরা ৫.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক পুনরায় রেপো সুদহার শতকরা ৫.০০ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৩০ জুন ২০২২ তারিখে শতকরা ৫.৫০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করে।

রিভার্স রেপো সুদহার

৪.১৯ রিভার্স রেপো সুদহার অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৪.০০ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদহার করিডোর যৌক্তিকীকরণের উদ্দেশ্যে রিভার্স রেপো সুদহার শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হতে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৩০ জুলাই ২০২০ তারিখে শতকরা ৪.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

আমানত ও ঋণের উপর সুদের হার

৪.২০ যদিও আন্তঃব্যাংক কল মানি সুদহার অর্থবছর ২১-এর শতকরা ২.২৫ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ ৪.৮৮ ভাগে উন্নীত হয়, তথাপি আমানত ও আগাম উভয়ের গড় ভারীত সুদ হারের নিম্নমুখী ধারা প্রতিফলিত হয়েছে। আগামের গড় ভারীত সুদ হার অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৭.৩৩ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ দাঁড়ায় শতকরা ৭.০৯ ভাগ, পাশাপাশি আমানতের গড় ভারীত সুদ হার অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৪.১৩ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ দাঁড়ায় শতকরা ৩.৯৭ ভাগ। সুদের হারের ব্যাপ্তি (আগাম ও আমানতের সুদ হারের ব্যবধান) অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৩.২০ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ দাঁড়ায় শতকরা ৩.১২ ভাগ, যা ব্যাংক ব্যবস্থার দক্ষতা উন্নতির নির্দেশক। তফসিলি ব্যাংকসমূহ বর্তমানে তাদের প্রায় সকল ঋণ কার্যক্রম নির্ধারিত শতকরা ৯.০০ ভাগ সুদ হারের বেশ নিচে পরিচালনা করছে। সারণি ৪.০৬ এবং চার্ট ৪.০৫-এ অর্থবছর ১৭ থেকে অর্থবছর ২২ পর্যন্ত সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আমানত ও আগামের ভারীত গড় সুদ হার এবং তাদের মধ্যকার ব্যাপ্তি দেখানো হলো।

তারল্য পরিস্থিতি

৪.২১ আমানত প্রবৃদ্ধির তুলনায় ঋণ প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ার পাশাপাশি সংকুলানমুখী মুদ্রানীতির কারণে ব্যাংক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্য অর্থবছর ২১-এর ২৩১৭.১১ বিলিয়ন টাকা হতে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ দাঁড়ায় ২০৩৪.২৪ বিলিয়ন টাকা। বিবি বিল ইস্যু ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়ের ফলে অতিরিক্ত রিজার্ভও অর্থবছর ২১-এর ৭৩১.৮৯ বিলিয়ন টাকা হতে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ দাঁড়ায় ৩৩০.৬২ বিলিয়ন টাকা।

৪.২২ স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে পর্যাপ্ত তারল্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের গতি অব্যাহত রাখা, বাজারে বিদ্যমান সুদের হার ও বিনিময় হারের গতিধারা স্থিতিশীল রাখা এবং মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে অর্থবছর ২২- এর মুদ্রানীতি ভঙ্গি এবং মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়োপযোগী এবং বিচক্ষণমূলক হস্তক্ষেপের ফলে অর্থবছর ২২-এ মুদ্রাবাজারে স্বস্তিদায়ক তারল্য অবস্থা নিশ্চিত হয়; যার ফলে পর্যাপ্তভাবে সরকারি ও বেসরকারি চাহিদা পূরণ হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, অর্থবছর ২২-এর আগস্ট-নভেম্বর মাসে বিবি বিল

চার্ট ৪.০৬ তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অর্থবছর ২২

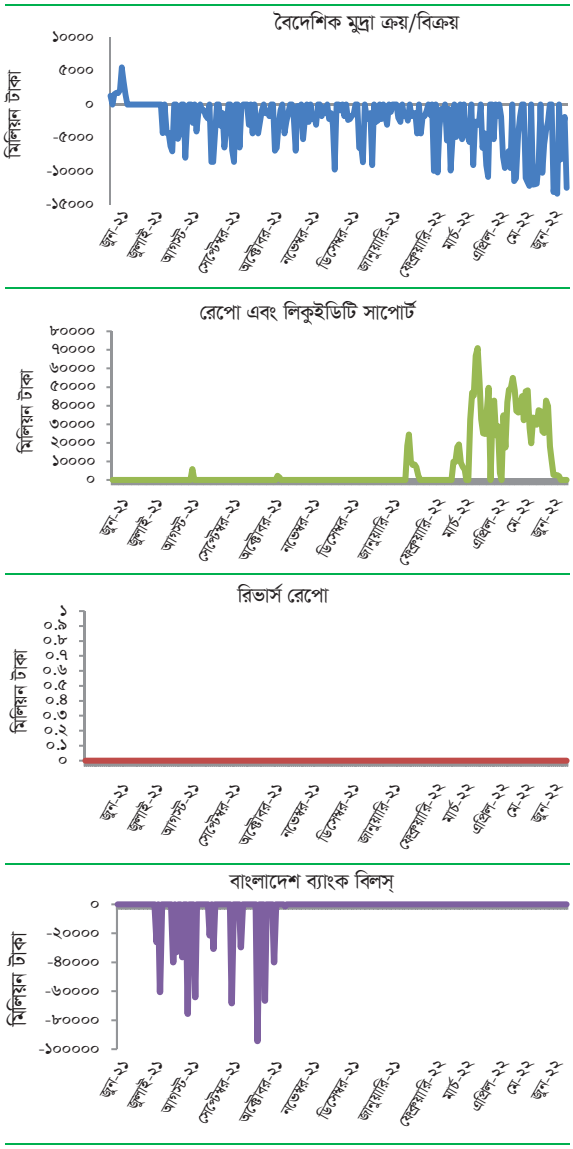

উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ইস্যু করে বাজার থেকে ৬৮৯.৭২ বিলিয়ন টাকার অতিরিক্ত রিজার্ভ তুলে নেয়। এছাড়াও বাজারে টাকার চাহিদা বিবেচনায় রেখে, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২২-এর ফেব্রুয়ারি-জুন সময়কালে রেপো ও লিকুইডিটি সাপোর্ট সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বাজারে ১৭০৭.৮১ বিলিয়ন টাকা সরবরাহ করে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ৭.৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে, যার ফলে অর্থবছর ২২-এ বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা এবং বাংলাদেশি টাকার বাহ্যিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বজায় থাকে।

ব্যাংকিং খাতের অর্জন, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংকসমূহের তদারকি

৫.০১ অর্থবছর ২২-এ, বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল লক্ষ্য ছিল আর্থিক খাতের সক্ষমতা বজায় রাখা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। এছাড়াও, কোভিড-১৯ অতিমারীর উপর্যুপরি অভিঘাতের কারণে বিপর্যস্ত অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক বাজার পরিস্থিতি হতে দেশের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক একযোগে কাজ করেছে। যদিও সরকারের ব্যাপক টিকাদান কর্মসূচির কারণে অতিমারীর প্রভাব কিছুটা প্রশমিত হয় এবং বিভিন্ন নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের অর্থনীতি পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে, সাম্প্রতিক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্ব জুড়ে সৃষ্ট অশান্ত পরিস্থিতির কারণে তার গতি কিছুটা কমে আসে। এই সংকটময় সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে অতিমারী শুরুর পর থেকেই বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যায়ক্রমে বেশ কিছু নীতিমালা জারি এবং বিচক্ষণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যা প্রয়োজন অনুযায়ী সময়ে সময়ে পরিমার্জন করা হয়। তন্মধ্যে, ব্যাংকিং খাতে অতিরিক্ত তারল্য নিশ্চিত করতে রেগুলেটরি তারল্য অনুপাতসমূহ পুনঃনির্ধারণ, কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব রোধে ব্যাংকসমূহের জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা জারি, বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিধিমালা সহজীকরণ, ঋণ শ্রেণিকরণ নীতিমালায় সাময়িক শিথিলতা আনয়ন, অর্থনীতির বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিদের জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন স্কিমসমূহের মডেলিং ও বাস্তবায়ন, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য বিশেষ তহবিল প্রবর্তন, ব্যাংকসমূহের মূলধনের ভিত্তি শক্তিশালী করতঃ ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা বাড়াতে লভ্যাংশ পরিশোধের উপর বিধিনিষেধ আরোপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিগত অর্থবছরে জারিকৃত অন্যান্য নীতিমালা ও সার্কুলারসমূহের মধ্যে রয়েছে সুদ হার সংক্রান্ত ঝুঁকির কার্যকর পরিমাপ এবং পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রণীত 'ব্যাংকিং বুকে সুদ হার ঝুঁকি মোকাবিলা সংক্রান্ত গাইডলাইন', বহির্বিশ্বে প্রতিকূল পরিস্থিতি জনিত কারণে ব্যাংকের ব্যালেন্স শিট এক্সপোজারের ঝুঁকি মোকাবেলার মাধ্যমে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি কমাতে 'কান্ট্রি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন (GCRM)', ঋণগ্রহীতা কর্তৃক দাখিলকৃত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ঋণ মঞ্জুরী/নবায়নের পূর্বেই যাচাইকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা এবং আমদানি পরবর্তী অর্থায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা ইত্যাদি। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি ব্যাংকসমূহকে যেকোন বিরূপ পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য অভিঘাত মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি হিসাবে 'রিকভারি পরিকল্পনা' প্রনয়ণের নির্দেশনা ও ব্যাংকসমূহের ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট জোরদার করতে কেন্দ্রীভূত এক্সপোজার সীমিত করার জন্য একটি সার্কুলার জারি করে। পাশাপাশি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর চাপ কমাতে বাংলাদেশ

সারণি ৫.০১ ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো, সম্পদ এবং আমানত

(বিলিয়ন টাকা)

	২০২০						২০২১					
ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট আমানতের শতকরা অংশ	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট আমানতের শতকরা অংশ
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৬	৩৭৯৮	৪৬১৬.৭	২৫.১	৩৫৭০.২	২৫.৯	৬	৩৮১০	৫০৮০.৫	২৪.৯	৩৯৯১.২	২৬.৩
বিশেষায়িত	৩	১৪৯২	৪০১.০	২.১	৩৫০.৬	২.৫	৩	১৫১২	৪৪৫.৯	২.২	৪১২.২	২.৭
বেসরকারি	৪৩	৫৩৯৫	১২৩৭৮.৭	৬৭.৩	৯২৮৭.০	৬৭.৩	৪৩	৫৫৫০	১৩৭৬৯.০	৬৭.৪	১০১৩৬.০	৬৬.৮
বিদেশি	৯	৬৭	১০০৯.৬	৫.৫	৫৯০.১	৪.৩	৯	৬৫	১১৩৩.৯	৫.৫	৬৪২.০	৪.২
মোট	**৬১**	**১০৭৫২**	**১৮৪০৬.০**	**১০০.০**	**১৩৭৯৭.৯**	**১০০.০**	**৬১**	**১০৯৩৭**	**২০৪২৯.৩**	**১০০.০**	**১৫১৮১.৪**	**১০০.০**

নোটঃ ১) ব্যাংকগুলোকে (বিকেবি এবং রাকাব ব্যতীত) ইংরেজি পঞ্জিকা বছর ভিত্তিক স্থিতিপত্র (ব্যালেন্স শিট) প্রস্তুত করে বছরান্তে তাদের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র দাখিল করতে হয়। সেজন্য ব্যাংকগুলোর অর্জন বিষয়ক তথ্য পঞ্জিকা বছর ভিত্তিক দেখানো হয়েছে।

২) ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যের তুলনায় ভিন্ন হওয়ার কারণ আলাদা পদ্ধতিতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহকরণ।

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এবং ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৫.০১ ব্যাংকিং খাতে সমন্বিত সম্পদ

(বিলিয়ন টাকা)

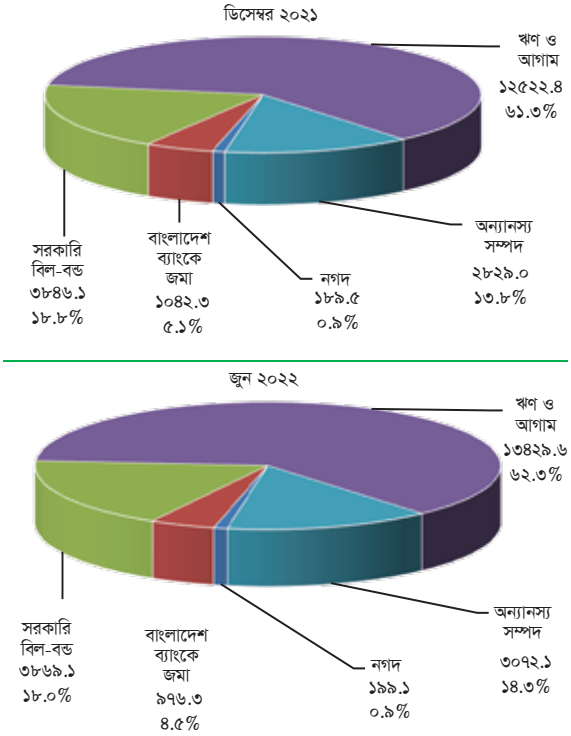

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৫.০২ ব্যাংকিং খাতে সমন্বিত দায়

(বিলিয়ন টাকা)

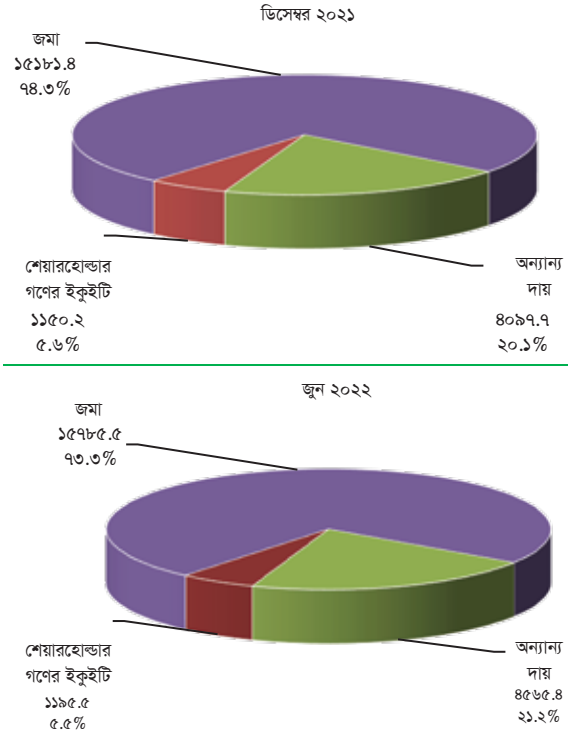

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যয় সংকোচনমূলক নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেশ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করে, যার বেশিরভাগই মূলত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বিশ্বব্যাপী পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত উচ্চ আমদানি ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। আশা করা যায়, এসকল নীতিমালা ও পদক্ষেপের পরিপালন দেশের অর্থনীতি ও ব্যাংকিং খাতকে বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা জোরদারে সহায়তা করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক তার তদারকি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বছরজুড়ে নিয়মিত ও বিশেষ সরেজমিন পরিদর্শন পরিচালনা করে থাকে। ব্যাংকসমূহে যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্ষদ পর্যায়ে গঠিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম নিয়মিতভাবে তদারকি করা হচ্ছে। ব্যাংকিং খাতের তারল্য পরিস্থিতি তদারকির জন্য বিশেষ মনিটরিং অব্যাহত রাখা হয়েছে। তাছাড়া, ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে । অর্থবছর ২২ শেষে ব্যাংকিং খাতের মোট শ্রেণিকৃত ঋণের হার এবং মূলধন পর্যাপ্ততার হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮.৯৬ ভাগ এবং শতকরা ১১.১৫ ভাগ।

ব্যাংকিং খাতের কাঠামো ও অর্জন

৫.০২ মালিকানার ভিত্তিতে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে মোট চার ধরনের তফসিলি ব্যাংক রয়েছে। এগুলো হলো: রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (এসসিবি), রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (এসবি), বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (পিসিবি) এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক (এফসিবি)। অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ৬১ টি। সারণি ৫.০১ হতে দেখা যায় যে, ব্যাংকসমূহের শাখার মোট সংখ্যা ২০২০ সালের ১০,৭৫২ টি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ সালে ১০,৯৩৭ টি-তে দাঁড়ায়। জুন ২০২২ শেষে ব্যাংকসমূহের মোট শাখার সংখ্যা ছিল ১০,৯৬৩

টি (পরিশিষ্ট-৪, সারণি ১)। অপরদিকে, ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভিত্তিতে (যেমন: প্রচলিত ধারা ও ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক) ব্যাংকিং খাতে মোট তিন ধরনের তফসিলি ব্যাংক রয়েছে। এগুলো হলো: সম্পূর্ণ প্রচলিত ধারার ব্যাংক, সম্পূর্ণ ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক এবং প্রচলিত ও ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক মিশ্র ধারার ব্যাংক। ব্যাংকের ধরন অনুসারে ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো এবং দায়-সম্পদের অংশভিত্তিক চিত্র সারণি ৫.০১-এ দেখানো হলো।

৫.০৩ ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের মধ্যে ২০২১ সালে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সম্পদের অংশ ছিল শতকরা ২৪.৯ ভাগ, যা ২০২০ সালে ছিল শতকরা ২৫.১ ভাগ। বেসরকারি ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদ ২০২১ সালে ছিল শতকরা ৬৭.৪ ভাগ, যা ২০২০ সালে শতকরা ৬৭.৩ ভাগ ছিল। ২০২১ সালে বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ধারণকৃত মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল শতকরা ৫.৫ ভাগ, যা পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় অপরিবর্তিত রয়েছে। ২০২১ সালে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল শতকরা ২.২ ভাগ, যা ২০২০ সালে ছিল শতকরা ২.১ ভাগ। সার্বিকভাবে ডিসেম্বর ২০২১ সালে ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ২০৪২৯.৩ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১১.০ ভাগ বেশি (সারণি-৫.০১)।

৫.০৪ ব্যাংকসমূহের মোট আমানত ২০২০ সালের ১৩৭৯৭.৯ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ১০.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ সালে ১৫১৮১.৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ ২০২০ সালের শতকরা ২৫.৯ ভাগ হতে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ সালে শতকরা ২৬.৩ ভাগে দাঁড়ায়। ২০২১ সালে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আমানত ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ৬৬.৮ ভাগে দাঁড়ায়, যা ২০২০ সালে ছিল শতকরা ৬৭.৩ ভাগ। বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আমানত ছিল শতকরা ৪.২ ভাগ, যা ২০২০ সালে শতকরা ৪.৩ ভাগ ছিল। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের আমানতের পরিমাণ ছিল শতকরা ২.৭ ভাগ, যা ২০২০ সালে শতকরা ২.৫ ভাগ ছিল।

সারণি ৫.০২ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদের অনুপাত

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরণ	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	১০.৮	৮.৩	৬.৪	৫.৯	৭.০	১০.৩	৫.০	৯.৬	৮.১	৬.৪
বিশেষায়িত	-৯.৭	-১৭.৩	-৩২.০	-৩৩.৭	-৩২.৮	-৩১.৭	-৩২.০	-৩২.৯	-৩৩.৬	-৩৫.৮
বেসরকারি	১২.৬	১২.৫	১২.৪	১২.৪	১২.২	১২.৮	১৩.৬	১৩.৭	১৩.৭	১৩.০
বিদেশী	২০.২	২২.৬	২৫.৬	২৫.৪	২৩.৩	২৫.৯	২৪.৫	২৮.৪	২৫.৯	২৬.৪
মোট	১১.৫	১১.৩	১০.৮	১০.৮	১০.৮	১২.১	১১.৬	১২.৫	১২.০	১১.২

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৫.০৩ সমন্বিত মূলধন পর্যাপ্ততার গতিধারা

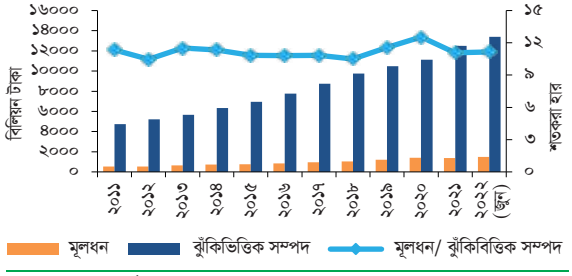

*৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৫.০৪ একীভূত শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের তুলনামূলক অবস্থা

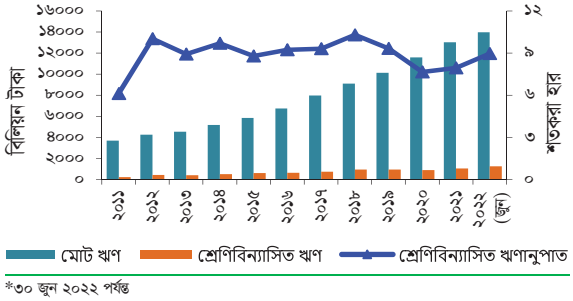

*৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

শাখাভিত্তিক ব্যাংকসমূহের নেটওয়ার্ক

৫.০৫ ২০২২ সালের জুন মাস শেষে ৬১ টি তফসিলি ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ছিল ১০,৯৬৩টি (পরিশিষ্ট ৪, সারণি-১), তন্মধ্যে গ্রামীণ শাখার সংখ্যা শতকরা ৪৮.৫৬ ভাগ (৫৩২৪ টি) এবং অবশিষ্ট শাখা (৫৬৩৯ টি বা শতকরা ৫১.৪৪ ভাগ) শহর অঞ্চলে অবস্থিত। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট গ্রামীণ শাখার সংখ্যা ২০৪৬টি এবং নগর/পৌর শাখার সংখ্যা ১৭৬৬টি। বিশেষায়িত

ব্যাংকসমূহের মোট গ্রামীণ শাখার সংখ্যা ১২২২টি এবং নগর/পৌর শাখার সংখ্যা ২৯৭টি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট গ্রামীণ শাখার সংখ্যা ২০৫৬টি এবং নগর/পৌর শাখার সংখ্যা ৩৫১১টি। বিদেশি ব্যাংকসমূহের মোট নগর/পৌর শাখার সংখ্যা ৬৫টি; তবে তাদের কোন গ্রামীণ শাখা নেই।

সমন্বিত স্থিতিপত্র

৫.০৬ ২০২১ সালের ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ২০,৪২৯.৩ বিলিয়ন টাকা, যা ২০২০ সালের মোট সম্পদের তুলনায় শতকরা ১১.০ ভাগ বেশি। আলোচ্য বছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদ শতকরা ১০.১ ভাগ এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদ শতকরা ১১.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিক সম্পদে ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ১২,৫২২.৪ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৬১.৩ ভাগ), বৈদেশিক মুদ্রাসহ হাতে নগদ তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৮৯.৫ বিলিয়ন টাকা; বৈদেশিক মুদ্রাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ ছিল ১,০৪২.৩ বিলিয়ন টাকা, সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩,৮৪৬.১ বিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য সম্পদের পরিমাণ ছিল ২,৮২৯.০ বিলিয়ন টাকা (চার্ট ৫.০১)।

৫.০৭ অর্থবছর ২২-এও ব্যাংকিং খাতের তহবিলের প্রধান উৎস ছিল আমানত এবং ২০২১ সালে মোট দায় ও শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির মধ্যে আমানতের (আন্তঃব্যাংক আমানত ব্যতীত) হার ছিল শতকরা ৭৪.৩ ভাগ। ডিসেম্বর ২০২১ শেষে ব্যাংকসমূহের শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির পরিমাণ ছিল ১,১৫০.২ বিলিয়ন টাকা, যা ২০২০ সালে ছিল ১,০৯৩.৭ বিলিয়ন টাকা (চার্ট ৫.০২)।

মূলধন পর্যাপ্ততা

৫.০৮ মূলধন পর্যাপ্ততা ব্যাংকসমূহের সার্বিক মূলধন পরিস্থিতি এবং ব্যাংকের সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতি হতে আমানতকারী ও অন্যান্য পাওনাদারদের সুরক্ষা প্রদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে। এটি ব্যাংককে স্বাভাবিক কার্যক্রম

সারণি ৫.০৩(ক) ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরণ	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	১৯.৮	২২.২	২১.৫	২৫.০	২৬.৫	৩০.০	২৩.৯	২০.৯	১৯.৩	২১.৯
বিশেষায়িত	২৬.৮	৩২.৮	২৩.২	২৬.০	২৩.৪	১৯.৫	১৫.১	১৩.৩	১২.০	১১.৭
বেসরকারি	৪.৫	৪.৯	৪.৯	৪.৬	৪.৯	৫.৫	৫.৮	৪.৭	৫.৩	৬.০
বিদেশী	৫.৫	৭.৩	৭.৮	৯.৬	৭.০	৬.৫	৫.৭	৩.৫	৪.৩	৪.৪
মোট	**৮.৯**	**৯.৭**	**৮.৮**	**৯.২**	**৯.৩**	**১০.৩**	**৯.৩**	**৭.৭**	**৭.৯**	**৯.০**

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.০৩(খ) ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরণ	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	১.৭	৬.১	৯.২	১১.১	১১.২	১১.৩	৬.১	০.০	২.৫	৬.০
বিশেষায়িত	১৯.৭	২৫.৬	৬.৯	১০.৫	৯.৭	৫.৭	৩.০	১.৩	০.৪	-০.১
বেসরকারি	০.৬	০.৮	০.৬	০.১	০.২	০.৪	-০.১	-১.৫	-১.১	-০.৬
বিদেশী	-০.৪	-০.৯	-০.২	১.৯	০.৭	০.৭	০.২	-০.৬	-০.৭	-০.৫
মোট	**২.০**	**২.৭**	**২.৩**	**২.৩**	**২.২**	**২.২**	**১.০**	**-১.২**	**-.০৪**	**০.৫**

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.০৪ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরণ	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	১৬৬.১	২২৭.৬	২৭২.৮	৩১০.৩	৩৭৩.৩	৪৮৭.০	৪৩৯.৯	৪২২.৭	৪৪৯.৮	৫৫৪.৩
বিশেষায়িত	৮৩.৬	৭২.৬	৪৯.৭	৫৬.৮	৫৪.৩	৪৭.৯	৪০.৬	৪০.৬	৩৯.৯	৪১.৯
বেসরকারি	১৪৩.১	১৮৪.৩	২৫৩.৩	২৩০.৬	২৯৪.০	৩৮১.৪	৪৪১.৭	৪০৩.৬	৫১৫.২	৬২৬.৮
বিদেশী	১৩.০	১৭.১	১৮.২	২৪.১	২১.৫	২২.৯	২১.০	২০.৪	২৭.৬	২৯.৬
মোট	**৪০৫.৮**	**৫০১.৬**	**৫৯৪.১**	**৬২১.৮**	**৭৪৩.০**	**৯৩৯.২**	**৯৪৩.৩**	**৮৮৭.৩**	**১০৩২.৭**	**১২৫২.৬**

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি এবং পরিচালনগত ঝুঁকির ফলে সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতি কমিয়ে আনতে সাহায্য করে থাকে। ব্যাসেল-৩ গাইডলাইন মোতাবেক ব্যাংকসমূহকে ন্যূনতম মূলধন হিসেবে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ১০.০ ভাগ অথবা ৪.০ বিলিয়ন টাকা, এ দু'য়ের মধ্যে যেটি বেশি, তা সংরক্ষণ করতে হয়। ২০২১ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকিং খাতের মোট রেগুলেটরি মূলধনের পরিমাণ ছিল ১,৪৯৫.৫ বিলিয়ন টাকা যা জুন ২০২২ শেষে ১,৪৯৪.১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

৫.০৯ সারণি ৫.২-এ ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত (সিআরআর) দেখানো হয়েছে। ৩০ জুন ২০২২ শেষে সমন্বিতভাবে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক (এসসিবিস), বেসরকারি (পিসিবিস) এবং বিদেশি ব্যাংকসমূহের (এফসিবিস) মূলধন পর্যাপ্ততার হার

(সিআরআর) ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬.৪, ১৩.০ এবং ২৬.৪ ভাগ। ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ভিত্তিতে ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা (এমসিআর) সংরক্ষণে দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংক (এসবিস) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়াও ৫টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক এবং ৫টি বেসরকারি ব্যাংক প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। জুন ২০২২ শেষে ব্যাংকিং খাতের সার্বিক মূলধন পর্যাপ্ততার হার (সিআরআর) ছিল শতকরা ১১.২ ভাগ (সারণি ৫.০৩)।

সম্পদের গুণগত মান

৫.১০ সম্পদের গুণগত মান নির্ণয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে মোট ঋণের বিপরীতে মোট শ্রেণিকৃত ঋণের হার। ডিসেম্বর ২০২১ শেষে ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণে শ্রেণিকৃত ঋণের অংশ শতকরা ৭.৯ ভাগ। সারণি ৫.০৩ (ক) থেকে দেখা যায়, বিদেশি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে যা সর্বনিম্ন এবং রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে তা সর্বোচ্চ। ডিসেম্বর ২০২১ শেষে মোট ঋণে শ্রেণিকৃত ঋণের অংশ বিদেশি ব্যাংকসমূহের শতকরা ৪.৩ ভাগ, যেখানে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের যথাক্রমে শতকরা ১৯.৩, ৫.৩ এবং ১২.০ ভাগ।

৫.১১ সারণি ৫.০৩(ক) হতে দেখা যায় যে, ২০১৩ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ব্যাংকিং খাতে মোট ঋণ ও অগ্রিমের বিপরীতে শ্রেণিকৃত ঋণের হারে মিশ্র ধারা পরিলক্ষিত হয়। ২০১৩ সালে এ হার ছিল শতকরা ৮.৯ ভাগ। ২০১৪ সালে তা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৯.৭ ভাগে দাঁড়ায়। ২০১৫ সালে এ হার হ্রাস পেয়ে শতকরা ৮.৮ ভাগে আসার পর ২০১৬-২০১৯ সালে শ্রেণিকৃত ঋণ হার আবারও শতকরা ৯.২ ভাগ হতে ১০.৩ ভাগে বৃদ্ধি পায় এবং ২০১৯ সালে পুনরায় হ্রাস পেয়ে শতকরা ৯.৩ ভাগে দাঁড়ায়। যাহোক, কোভিড-১৯ অতিমারী মোকাবেলায় ঋণের শ্রেণিকরণ স্থগিতকরণ এবং নমনীয় পরিশোধসূচির প্রেক্ষিতে ব্যাংকিং খাতে শ্রেণিকৃত ঋণ হার ২০২০ ও ২০২১ সালে লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে শতকরা ৭.৭ ভাগ ও ৭.৯ ভাগে আসে। জুন ২০২২ শেষে ব্যাংকিং খাতে সামগ্রিক শ্রেণিকৃত ঋণের হার শতকরা ৯.০ ভাগে দাঁড়ায়।

৫.১২ তুলনামূলকভাবে ঋণ প্রস্তাবের নিম্ন মূল্যায়ন এবং ঋণ পরবর্তী অপর্যাপ্ত পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ফলে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের সম্পদে বর্তমানে নিম্ন গুণমান পরিস্থিতি দেখা যায়। যাহোক, ব্যাংকসমূহের ঋণ আদায় বৃদ্ধির জন্য ব্যাংক বিভিন্ন পদক্ষেপ

সারণি ৫.০৫ প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন-সকল ব্যাংক

(বিলিয়ন টাকা)

সকল ব্যাংক	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	৪০৫.৮	৫০১.৬	৫৯৪.১	৬২১.৭	৭৪৩.০	৯৩৯.১	৯৪৩.৩	৮৮৭.৭	১০৩২.৭	১২৫২.৬
প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২৫২.৪	২৮৯.৬	৩০৮.৯	৩৬২.১	৪৪৩.০	৫৭০.৪	৬১৩.২	৬৪৮.০	৮০৬.৫	৮৬২.৭
সংরক্ষিত প্রভিশন	২৪৯.৮	২৮১.৬	২৬৬.১	৩০৭.৪	৩৭৫.৩	৫০৪.৩	৬৪৬.৬	৬৪৬.৮	৬৬৬.৫	৭৩০.৫
প্রভিশন উদ্বৃত্ত(+)/ ঘাটতি(-)	-২.৬	-৭.৯	-৪২.৮	-৫৪.৭	-৬৭.৭	-৬৬.১	-৬৬.৬	-১.২	-১৪০.১	-১৩২.২
প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৯৯.০	৯৭.২	৮৬.১	৮৪.৯	৮৪.৭	৮৮.৪	৮৯.২	৯৯.৮	৮২.৬	৮৪.৭

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.০৬ প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বছর	আইটেম	রাষ্ট্র মালিকানাধীন	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশি
২০২০	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২৯০.৮	২৫.৩	৩১৫.২	১৬.৬
	সংরক্ষিত প্রভিশন	২৪১.৬	২৩.৭	৩৯১.২	২০.৩
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৮৩.১	৯৩.৫	১১৪.৬	১২২.২
২০২১	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৩৭০.৩	২৩.৩	৩৯০.৮	২২.২
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১৯৯.৭	২৩.৬	৪১৪.৪	২৮.৮
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৫৩.৯	১০১.৫	১০৬.০	১২৯.৭
জুন ২০২২	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৩১৫.৩	২৩.৯	৪৯৯.৪	২৪.১
	সংরক্ষিত প্রভিশন	২০৯.১	২৪.৫	৪৬৮.৩	২৮.৭
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৬৬.৩	১০২.৪	৯৩.৮	১১৮.৮

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.০৭(ক) ব্যাংকের অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরণ	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	২২২.২	২২৬.২	২৩১.৯	২৩২.৬	২৩২.৯	২৩৯.৯	২২৮.৮
বিশেষায়িত	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৬.০	৬.১	৬.১	৬.১
বেসরকারি	২১১.১	২৩৯.৯	২৮০.৪	৩০৩.০	৩১৬.২	৩৪৪.৭	৩৫৪.৭
বিদেশী	৮.১	১০.৩	১১.০	১২.৭	১৩.৩	১৪.৩	১৪.৪
মোট	**৪৪৬.৯**	**৪৮১.৯**	**৫২৮.৮**	**৫৫৪.৩**	**৫৬৮.৫**	৬০৫.০	**৬০৪.০**

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.০৭(খ) ব্যাংকের অবলোপনকৃত ঋণস্থিতির পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরণ	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	১৭৭.৯	১৭৮.০	১৮০.৩	১৭৮.৭	১৭৪.৮	১৭৫.৩	১৭৫.৫
বিশেষায়িত	৩.৫	৩.৫	৩.৪	৩.৮	৩.৮	৩.৬	৩.৬
বেসরকারি	১৭২.৫	১৮৫.৮	২০৮.৭	২৪৪.৪	২৫২.৬	২৫১.০	২৪৩.৭
বিদেশী	৭.৬	৯.৩	৮.৬	১০.০	১০.৪	১০.৯	১০.৮
মোট	**৩৬১.৫**	**৩৭৬.৫**	**৪০১.০**	**৪৩৬.৯**	**৪৪১.৫**	৪৪০.৮	**৪৩৩.৬**

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

(যেমন: আদায় ইউনিট শক্তিশালীকরণ, বিশেষ আদায় কার্যক্রম ইত্যাদি) গ্রহণ করে। এছাড়া, ঋণ পুনর্গঠন, পুনঃতফসিলিকরণ, সুদ মওকুফ এবং ঋণ অবলোপনের মাধ্যমে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়োপযোগী বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করে।

৫.১৩ সারণি ৫.০৩ (খ) হতে দেখা যায় যে, ডিসেম্বর ২০২১ শেষে ব্যাংকিং খাতে নিট শ্রেণিকৃত ঋণ (প্রভিশন ও স্থগিত সুদ সমন্বয়পূর্বক) এবং নিট ঋণের (প্রভিশন ও স্থগিত সুদ সমন্বয়পূর্বক) অনুপাত ছিল ঋণাত্মক (শতকরা -০.৪ ভাগ)। ডিসেম্বর ২০২১ শেষে রাষ্ট্র মালিকানাধীন, বিশেষায়িত, বেসরকারি এবং বিদেশি ব্যাংকসমূহের নিট শ্রেণিকৃত ঋণ ও নিট ঋণের অনুপাত ছিল যথাক্রমে শতকরা ২.৫, ০.৪, -১.১ এবং -০.৭ ভাগ। জুন ২০২২ শেষে সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতে নিট শ্রেণিকৃত ঋণ অনুপাতের পরিমাণ ছিল শতকরা ০.৫ ভাগ।

৫.১৪ সারণি ৫.০৪-এ ২০১৩ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ৪ ধরনের ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ প্রদর্শিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ২০১৩ সালের ১৬৬.১ বিলিয়ন টাকা হতে ২০২১ সালে ৪৪৯.৮ বিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি পায়। বেসরকারি ব্যাংকসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ২০১৩ সালের ১৪৩.১ বিলিয়ন টাকা হতে ২০২১ সালে ৫১৫.২ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। বিদেশি ব্যাংকসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণও ২০১৩ সালের ১৩.০ বিলিয়ন টাকা হতে ২০২১ সালে ২৯.৬ বিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি পায়। যাহোক, ২০১৬ সাল হতে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণে নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয় এবং ২০২১ সাল শেষে তা ৩৯.৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জুন ২০২২ শেষে ব্যাংকিং খাতে শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৫২.৬ বিলিয়ন টাকা।

৫.১৫ সারণি ৫.০৫-এ ২০১৩ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ব্যাংকসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের মোট পরিমাণ এবং প্রয়োজনীয় প্রভিশন ও সংরক্ষিত প্রভিশন দেখানো হয়েছে। সারণিতে দেখা যায়, ২০১৩ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত ব্যাংকসমূহ শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন

চার্ট ৫.০৫ সকল ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের একীভূত চিত্র

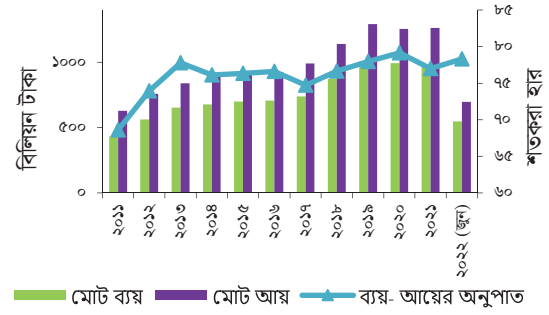

*৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৫.০৬ সমন্বিত উপার্জনশীলতা-সকল ব্যাংক

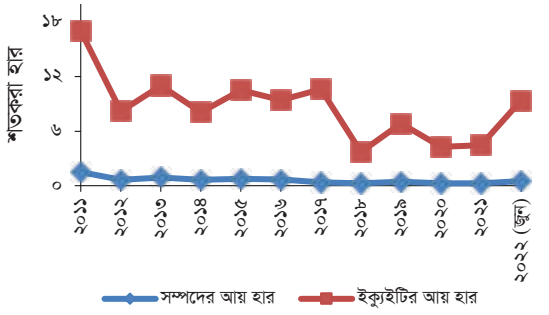

*৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.০৮ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরণ	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৮৪.১	৮৪.১	৮৪.৫	৯০.২	৮১.৩	৮০.৫	৮৪.৯	৮৩.২	৮৬.১	৮২.৩
বিশেষায়িত	৯৪.৮	৯৯.৫	১১৩.৯	১৩৭.৮	১২৪.০	১৪৪.৬	১৫৯.৮	১৫৮.১	১৬২.৯	১৬৯.১
বেসরকারি	৭৭.৯	৭৫.৮	৭৫.৫	৭৩.৫	৭৩.৮	৭৬.৭	৭৭.৬	৭৯.৬	৭৫.৩	৭৬.৩
বিদেশী	৫০.৪	৪৬.৮	৪৭.০	৪৫.৭	৪৬.৬	৪৭.৫	৪৮.৮	৪৬.২	৪৩.৯	৩৫.২
মোট	**৭৭.৮**	**৭৬.১**	**৭৬.৩**	**৭৬.৬**	৭৪.৭	৭৬.৬	৭৮.০	৭৯.২	৭৭.০	৭৮.৩

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। ২০২০ সালে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক রক্ষিত প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণের হার ছিল শতকরা ৯৯.৮ ভাগ যা ২০২১ সালে আরো নিম্নমুখী হয়ে শতকরা ৮২.৬ ভাগে দাঁড়ায়। যাহোক, জুন ২০২২ শেষে উক্ত অনুপাত সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৮৪.৭ ভাগে দাঁড়ায়।

৫.১৬ সারণি ৫.০৬-এ ২০২০, ২০২১ এবং জুন ২০২২-এ চার ধরনের ব্যাংক ঋণের (শ্রেণিকৃত ও অশ্রেণিকৃত উভয়ই) বিপরীতে প্রভিশনের একটি তুলনামূলক চিত্র দেখানো হয়েছে। উক্ত সারণি হতে দেখা যায়, রাষ্ট্র মালিকানাধীন

সারণি ৫.০৯ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরণ	সম্পদের আয় হার (আরওএ)										ইক্যুইটির আয় হার (আরওই)									
	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	০.৬	-০.৬	-০.০	-০.২	০.২	-১.৩	-০.৬	-১.১	-০.৭	০.২	১০.৯	-১৩.৫	-১.৫	-৬.০	৩.৫	-২৯.৬	-১৩.৭	-২৯.৬	-২১.৬	৫.৪
বিশেষায়িত	-০.৪	-০.৭	-১.২	-২.৮	-০.৬	-২.৮	-৩.৩	-৩.০	-৩.০	-৩.৩	-৫.৮	-৬.০	-৫.৮	-১৩.৯	-৩.১	-১৩.৫	-১৭.০	-১৩.৯	-১৩.২	-১৩.৭
বেসরকারি	১.০	১.০	১.০	১.০	০.৯	০.৮	০.৮	০.৭	০.৬	০.৬	৯.৮	১০.৩	১০.৮	১১.১	১২.০	১১.০	১১.২	১০.২	৯.৩	৯.৪
বিদেশী	৩.০	৩.৪	২.৯	২.৬	২.২	২.২	২.৩	২.১	১.২	২.৬	১৬.৯	১৭.৭	১৪.৬	১৩.১	১১.৩	১২.৪	১৩.৪	১৩.১	৭.৬	১৬.০
মোট	**০.৯**	**০.৬**	**০.৮**	**০.৭**	**০.৭**	**০.৩**	**০.৪**	**০.৩**	**০.৩**	**০.৫**	**১১.১**	**৮.১**	**১০.৫**	**৯.৪**	**১০.৬**	**৩.৯**	**৬.৮**	**৪.৩**	**৪.৪**	**৯.৪**

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ব্যতীত অন্যান্য সকল ধরনের ব্যাংক ২০২১ সালে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়। তবে, জুন ২০২২ সময়ে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়।

৫.১৭ কৃত্রিমভাবে স্ফীত ও অনাবশ্যক আর্থিক বিবরণী পরিহারকল্পে ২০০৩ সালে ঋণ অবলোপনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি নীতিমালা জারি করা হয়। পরবর্তীতে, ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক সার্কুলারের (নং-০১) মাধ্যমে নতুন নীতিমালা জারি করা হয়। নতুন নীতি নির্দেশিকার শর্তসমূহ মেনে ব্যাংকসমূহ তাদের মন্দ/ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত ঋণ অবলোপন করতে পারে। সারণি ৫.০৭(ক)-এ বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের অবলোপনকৃত ঋণের পুঞ্জীভূত পরিমাণ দেখানো হয়েছে। জুন ২০২২ শেষে, বেসরকারি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সর্বোচ্চ পরিমাণ ঋণ তথা ৩৫৪.৭ বিলিয়ন টাকার ঋণ অবলোপন করা হয়। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক জুন ২০২২ শেষে সর্বনিম্ন ঋণ অবলোপন করা হয় যার পরিমাণ ৬.১ বিলিয়ন টাকা। সারণি ৫.০৭(খ)-এ রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক এবং বিদেশি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক অবলোপনকৃত মোট ঋণস্থিতির পরিমাণ প্রদর্শিত হয়েছে। সারণি হতে দেখা যায় যে, জুন ২০২২ শেষে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং বিদেশি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক অবলোপনকৃত ঋণস্থিতির পরিমাণ যথাক্রমে ১৭৫.৫ বিলিয়ন টাকা, ২৪৩.৭ বিলিয়ন টাকা, ১০.৮ বিলিয়ন টাকা এবং ৩.৬ বিলিয়ন টাকা।

সারণি ৫.১০ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ মার্জিন

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরণ	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	-০.৩	২.০	১.৬	১.৮	২.০	২.৪	১.৯	১.৮	১.৬	১.৯
বিশেষায়িত	২.০	১.৫	১.৪	০.৮	২.১	০.৬	০.০	-০.২	-০.৬	-০.৭
বেসরকারি	২.৮	৪.১	৩.৯	৩.৯	৩.৫	৩.৬	৩.৫	৩.০	২.৯	২.৫
বিদেশী	৩.৭	৬.০	৬.১	৫.০	৪.৪	৪.৩	৪.২	৪.১	৩.০	৩.০
মোট	**২.০**	**৩.৬**	**৩.৩**	**৩.৩**	**৩.১**	**৩.২**	**৩.১**	**২.৭**	**২.৫**	**২.৪**

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

৫.১৮ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি শক্তিশালীকরণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পরিমাপের প্রত্যক্ষ কোন মাপকাঠি না থাকলেও মোট আয়-ব্যয় অনুপাত, পরিচালন ব্যয় ও মোট ব্যয় অনুপাত, কর্মচারীদের মাথাপিছু আয় ও পরিচালন ব্যয় এবং সুদ হারের ব্যবধান ইত্যাদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অধিকন্তু, ব্যবস্থাপনার গুণগত মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম এবং উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও নেতৃত্ব, ব্যাংকিং আইন/বিধি-বিধানের সঠিক পরিপালন, কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

৫.১৯ সারণি ৫.০৮ থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ডিসেম্বর ২০২১ শেষে ব্যাংকিং খাতের ব্যয়-আয়ের অনুপাত ছিল শতকরা ৭৭.০ ভাগ। ২০২১ সালে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের ব্যয়-আয়ের অনুপাত ছিল সর্বোচ্চ (শতকরা ১৬২.৯ ভাগ), যার মূল কারণ ছিল নিম্ন আয়ক্ষমতা। একই সময়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক এবং বিদেশি

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের অনুপাত ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮৬.১, ৭৫.৩ ও ৪৩.৯ ভাগ। জুন ২০২২ শেষে ব্যাংকিং খাতের ব্যয়-আয়ের অনুপাত দাঁড়ায় শতকরা ৭৮.৩ ভাগ। ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের অনুপাত বিশেষ করে মোট ব্যয়ের তুলনায় পরিচালন ব্যয়ের ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা তাদের নিট মুনাফা ও কর্মদক্ষতা হ্রাসের পরিচায়ক।

মুনাফা ও উপার্জনশীলতা

৫.২০ উপার্জনক্ষমতা এবং মুনাফা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও সবচেয়ে ভালো এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সূচক হলো সম্পদের উপর আয় হার (আরওএ), মূলধনের উপর আয় হার (আরওই) এবং নিট সুদ মার্জিন (এনআইএম) যা পরিপূরক অনুপাত হিসাবে স্বীকৃত।

৫.২১ ব্যাংকের ধরনভেদে আরওএ এবং আরওই দ্বারা পরিমাপকৃত উপার্জন ক্ষমতার মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সারণি ৫.০৯-এ ২০১৩ সাল হতে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত চার ধরনের ব্যাংকের আরওএ এবং আরওই দেখানো হয়েছে। এ সূচকগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের আরওএ ছিল ব্যাংকিং খাতের গড় শতকরা হারের নিচে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের আরওএ ডিসেম্বর ২০২১ (শতকরা ঋণাত্মক ০.৭ ভাগ) সালের তুলনায় জুন ২০২২ (শতকরা ০.২ ভাগ) এ উন্নীত হয়। অন্যদিকে, ২০১৩ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আরওএ এর ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। ২০১৪ সাল হতে বিদেশি ব্যাংকসমূহের আরওএ-এর ক্ষেত্রে নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও তা শক্তিশালী অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। জুন ২০২২ শেষে ব্যাংকিং খাতের আরওএ দাঁড়ায় শতকরা ০.৫ ভাগ।

৫.২২ সারণি ৫.০৯ হতে আরও লক্ষ্য করা যায় যে, ২০২১ সালে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আরওই দাঁড়ায় শতকরা ঋণাত্মক ২১.৬ ভাগ, যা ২০২০ সালে ছিল শতকরা ঋণাত্মক ২৯.৬ ভাগ। ২০২০ সালের

সারণি ৫.১১ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরণ	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্রমালিকানাধীন	৪৪.৩	৪২.০	৪১.৪	৪০.০	৩০.৪	২৪.৮	২৭.৩	৩৭.৮	৩৫.৪	৩২.৯
বিশেষায়িত	১৫.৩	৬.৬	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
বেসরকারি	২৮.০	২৮.২	১৯.৭	১৭.৮	১৪.৮	১৪.২	১৬.৪	২০.৯	২০.১	১৯.৩
বিদেশী	৪৬.২	৫৬.৯	৫১.৮	৪৮.২	৪৩.৮	৪৮.৪	২৯.৭	৪০.৭	৪২.০	৪১.৪
মোট	৩২.৫	৩২.৭	২৬.৫	২৪.৯	১৯.৯	১৮.২	১৯.৯	২৬.২	২৫.৪	২৪.০

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

তুলনায় ২০২১ সালে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর আরওই শতকরা ঋণাত্মক ১৩.৯ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ঋণাত্মক ১৩.২ ভাগে দাঁড়ায়, যেখানে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আরওই কিছুটা হ্রাস পেয়ে শতকরা ১০.২ ভাগ হতে শতকরা ৯.৩ ভাগে দাঁড়ায়। বিদেশি ব্যাংকসমূহের আরওই ডিসেম্বর ২০২০ এ শতকরা ১৩.১ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে ২০২১ সালে শতকরা ৭.৬ ভাগে দাঁড়ায়। জুন ২০২২ শেষে ব্যাংকিং খাতের আরওই দাঁড়ায় শতকরা ৯.৪ ভাগে। চার্ট ৫.০৬-এ ব্যাংকিং খাতের উপার্জনক্ষমতার চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

৫.২৩ সারণি ৫.১০ হতে দেখা যায় যে, ২০২১ সালে ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক নিট সুদ মার্জিন (এনআইএম) ছিল শতকরা ২.৫ ভাগ, যা ২০২০ সালে ছিল শতকরা ২.৭ ভাগ। ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে সব ধরনের ব্যাংকসমূহের (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক) নিট সুদ মার্জিন হ্রাস পায়। সূচকগুলোর বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিট সুদ মার্জিন সর্বদাই ব্যাংকিং খাতের গড় নিট সুদ মার্জিনের তুলনায় বেশি। ২০১৩ সালে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিট সুদ মার্জিন শতকরা ঋণাত্মক ০.৩ ভাগ হলেও এর পরবর্তীতে ২০১৪ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত ধনাত্মক ধারা দৃশ্যমান। ২০১৪ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত ব্যাংকিং খাতে নিট সুদ মার্জিন এর নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তবে ২০১৪ সালে এর কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। জুন ২০২২ শেষে ব্যাংকিং খাতের নিট সুদ মার্জিন দাঁড়ায় শতকরা ২.৪ ভাগ (সারণি ৫.১০)।

তারল্য

৫.২৪ কার্যকর তারল্য ব্যবস্থাপনা ব্যাংকের নগদ প্রবাহজনিত দায় পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে, যা বাহ্যিক ঘটনাবলী ও অন্যান্য নিয়ামকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনিশ্চিত হয়ে যায়। কার্যকর তারল্য ব্যবস্থাপনা বাহ্যিক পরিবেশ ও নিয়ামকের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তা অনিশ্চিত। কার্যকর তারল্য ব্যবস্থাপনা ব্যাংকের নগদ প্রবাহজনিত দায় পরিশোধের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ব্যাংকিং খাতের তারল্যে প্রকৃত অবস্থা ঋণ-আমানত অনুপাত (এডিআর), সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণ হার (এসএলআর), আন্তঃব্যাংক কলমানি হার এবং রেপো হারের মতো নির্দেশকগুলো দ্বারা প্রতিফলিত হয়। অন্যদিকে, যে কেউ তারল্য কভারেজ অনুপাত (এলসিআর) ও নিট স্থিতিশীল অর্থায়ন অনুপাতের (এনএসএফআর) মাধ্যমে কোন তারল্য চাপ পরিস্থিতিতে ব্যাংকের টিকে থাকার ক্ষমতা মূল্যায়ন করতে পারে।

৫.২৫ ব্যাংকিং খাতে সার্বিক অগ্রিম-আমানতের হার ডিসেম্বর ২০২১-এ শতকরা ৭৩.২ ভাগে দাঁড়ায়। এ সময় প্রচলিত এবং ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের অগ্রিম/বিনিয়োগ-আমানত হারের বিবেচ্য সীমা ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮৭.০ ভাগ এবং শতকরা ৯২.০ ভাগ।

৫.২৬ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে তাদের পূর্ববর্তী ২য় মাসের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ৪.০ ভাগের (দৈনিক ন্যূনতম শতকরা ৩.৫ ভাগ) সমপরিমাণ অর্থ দ্বিসাপ্তাহিক ভিত্তিতে গড়ে সিআরআর হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। অন্যদিকে, প্রচলিত ধারার ব্যাংকসমূহের জন্য দৈনিক সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ (এসএলআর) সংরক্ষণের হার তাদের পূর্ববর্তী ২য় মাসের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ১৩.০ ভাগ এবং ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিতে পরিচালিত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য এ হার শতকরা ৫.৫ ভাগ। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-কে এসএলআর সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি দেয়া হয় তবে উপরে উল্লিখিত হারে তাদেরকে সিআরআর সংরক্ষণ করতে হয়।

৫.২৭ যে সকল ব্যাংকের অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম রয়েছে তাদের এ কার্যক্রম হতে সৃষ্ট দায়ের জন্য নগদ জমা সংরক্ষণ (সিআরআর) ও সংবিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত (এসএলআর) সংরক্ষণ করতে হয়। যে সকল তফসিলি ব্যাংকের অফশোর ব্যাংকিং কাযক্রম রয়েছে তাদের দুই মাস পূর্বের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের দৈনিক ন্যূনতম শতকরা ১.৫ ভাগ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতাসহ দ্বিসাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে শতকরা ২.০ ভাগ নগদ জমা সংরক্ষণ (সিআরআর) হিসেবে রাখার আবশ্যকতা রয়েছে।

৫.২৮ জুন ২০২২-এ, ব্যাংকিং খাতে তারল্য কভারেজ অনুপাত (এলসিআর) ন্যূনতম শতভাগ এর বিপরীতে শতকরা ১৬৫.৬ ভাগ ছিল। অর্থাৎ, প্রায় সব ব্যাংকেরই পরবর্তী ত্রিশ দিনের ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য মোট তারল্য চাহিদা (আপদকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায়) মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ উচ্চ-তারল্য মানসম্পন্ন সম্পদ (এইচকিউএলএ) রয়েছে। অন্যদিকে, জুন ২০২২ মাসে ব্যাংকিং খাতে এনএসএফআর ছিল শতকরা ১০৯.১ ভাগ, যা ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য স্বল্প মেয়াদি এবং অস্থায়ী তহবিলের তুলনায় স্থায়ী তহবিলের উপর ব্যাংকসমূহের অধিক নির্ভরশীলতাকে নির্দেশ করে।

আইনি কাঠামো ও প্রবিধিগত বাধ্যবাধকতাসমূহ

ব্যাংকসমূহের জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা

৫.২৯ ব্যাসেল-৩ অবকাঠামো রোডম্যাপ অনুযায়ী ব্যাংকসমূহের জন্য ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের চূড়ান্ত সময়সীমা ছিল ডিসেম্বর ২০১৯। ব্যাসেল-৩ অবকাঠামো অনুযায়ী ব্যাংকসমূহকে গুণগতভাবে উন্নতমানের মূলধনের পরিমাণ পর্যায়ক্রমিকভাবে বৃদ্ধি করে তা সংরক্ষণ করতে হয়। ব্যাংকসমূহকে ন্যূনতম শতকরা ১০.০ ভাগ মূলধন পর্যাপ্ততা বজায় রাখতে হয়, যার মধ্যে টিয়ার-১ মূলধন হতে হবে শতকরা ৬.০ ভাগ। এছাড়া ব্যাংকসমূহের সবসময় তাদের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ৪.৫ ভাগ সাধারণ

সারণি ৫.১২ অর্থবছর ২২-এ সরেজমিনে ব্যাংক পরিদর্শনের একটি সার-সংক্ষেপ

(সংখ্যায়)

বিভাগের নাম	বিশদ পরিদর্শন		বিশেষ পরিদর্শন	মূখ্য ঝুঁকি পরিদর্শন	দ্রুত সারসংক্ষেপ পরিদর্শন	মোট পরিদর্শন
	প্রধান কার্যালয়	শাখা				
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১	৭	৯৬	২৮	১৮	-	১৪৯
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২	৭	৩১৯	৬৩	৮	-	৩৯৭
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩	২১	২৫২	১৬৬	৫৪	-	৪৯৩
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪	১১	১৪৯	১৩২	৫৫	১১	৩৫৮
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৫	১৯	১২০	৮	১৭২	-	৩১৯
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৬	১১	৫	৩৩	৫	৪৯	১০৩
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৭	৫	৭৪	৫	৫	১১৫	২০৪
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৮	১২	৩৪	১২	১১	৮	৭৭
মোট	**৯৩**	**১০৪৯**	**৪৪৭**	**৩২৮**	**১৮৩**	**২১০০**

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

শেয়ারধারীদের নিকট থেকে সংগৃহীত টিয়ার-১ মূলধন (অধিকতর অভিঘাত শোষণক্ষম গুণগতমান সম্পন্ন মূলধন) সংরক্ষণ আবশ্যিক।

৫.৩০ ব্যাংকসমূহ নতুন ব্যাসেল-৩ নীতিমালা অনুসরণে মার্চ ২০১৫ ত্রৈমাসিক হতে মূলধন পর্যাপ্ততা প্রতিবেদন/বিবরণী দাখিল করে আসছে। দাখিলকৃত বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, জুন ২০২২ শেষে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের মূলধন পর্যাপ্ততার হার দাঁড়ায় শতকরা ১১.২ ভাগ, যেখানে কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন ছিল শতকরা ৭.২ ভাগ; যা ব্যাসেল-৩ নীতিমালা অনুযায়ী মূলধন পর্যাপ্ততার জন্য প্রয়োজনীয় সংরক্ষিতব্য হার পূরণে সক্ষম হয়, যদিও এককভাবে সকল ব্যাংকের পক্ষে টিয়ার-১ মূলধন ও সিআরআর সংরক্ষণে ঘাটতি ছিল।

৫.৩১ ব্যাসেল-৩ অনুসারে ব্যাংকসমূহকে ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণের (সিআরআর) অতিরিক্ত ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার (সিসিবি) সংরক্ষণ করতে হবে। জুন ২০২১ তারিখে সিসিবি সংরক্ষণের শতকরা হার ছিল ১.৬ ভাগ; যা জুন ২০২২ শেষে হ্রাস পেয়ে শতকরা ১.২ ভাগে দাঁড়ায়। এছাড়া এককভাবে ৪৩টি ব্যাংক কাঙ্খিত ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার (সিসিবি) সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়।

৫.৩২ ব্যাংকিং খাতে অতিরিক্ত অন এবং অফ ব্যালেন্স শিট লিভারেজ বৃদ্ধি এড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক লিভারেজ এর ন্যূনতম রক্ষিতব্য মাত্রা নির্ধারণ করে শতকরা ৩.০ ভাগ। ৩০ জুন ২০২২ শেষে ব্যাংকিং খাতের লিভারেজ রেশিও এর হার দাঁড়ায় শতকরা ৪.৪ ভাগ, ইতোমধ্যে এককভাবে ৫০টি ব্যাংক লিভারেজ সংরক্ষণের ন্যূনতম রক্ষিতব্য মাত্রা পূরণ করতে সমর্থ হয়।

ঋণ শ্রেণিকরণ এবং প্রভিশনিং

৫.৩৩ অর্থবছর ১৩-এ বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঋণ শ্রেণিবিন্যাসকরণ এবং প্রভিশনিং সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে। কিন্তু, কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবের কারণে অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে, বিদ্যমান ব্যবসায়িক পরিবেশকে সহজতর করত। সামষ্টিক অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য আনয়নের লক্ষ্যে ২০১২ সালে ঘোষিত ঋণ শ্রেণিকরণ নীতিমালায় কিছু শিথিলতা আনা হয়েছিল। কোভিড-১৯-এর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা এবং ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ সহজতর করে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং বিষয়ক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অতঃপর, জুন ২০২২ সালে নমনীয় ঋণ পরিশোধের অংশ হিসেবে ঋণের প্রয়োজনীয় কিস্তির আকার ধীরে ধীরে বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শ্রেণি এবং খাতভিত্তিক বিবেচনা যেমন সিএমএসএমই, কৃষি খাত, বৃহৎ ঋণ ইত্যাদির পাশাপাশি কোভিড-১৯ এর কারণে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থা, যুদ্ধাবস্থা সংক্রান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা, দেশের বন্যা পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়সমূহকেও বিবেচনায় রাখা হয়।

বক্স ৫.০১ আর্থিক শুদ্ধাচার বৃদ্ধিতে ডাটা অ্যানালিটিক্সের ভূমিকা

ডাটা অ্যানালিটিক্স ও আর্থিক খাতের শুদ্ধাচার

ডটা অ্যানালিটিক্স হলো বহুল ব্যবহৃত একটি প্রযুক্তি যার দ্বারা কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তথ্যের পদ্ধতিগত গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত প্রবণতা চিহ্নিত করা হয়। বিশ্বব্যাপী অন্যান্য খাতের মতো আর্থিক খাতের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে ডাটা অ্যানালিটিক্স-এর বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। ডাটা অ্যানালিটিক্স-এর ব্যবহারের ফলে আর্থিক খাতে ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি নিবারণ, যথাযথ পূর্বাভাস প্রদান ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়েছে। এছাড়া, আর্থিক খাতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার ফলে তথ্যভিত্তিক পূর্বাভাসের মাধ্যমে সম্ভাব্য সাইবার দুর্ঘটনা পরিহারসহ অধিকতর উন্নত ও নিরাপদ আর্থিক সেবা প্রদান সম্ভব হয়েছে।

আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা রক্ষার্থে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড রক্ষার্থে বাংলাদেশে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) অর্থ পাচার, সন্ত্রাসী অর্থায়ন ও অবৈধ অস্ত্রের বিস্তার রোধে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। বিএফআইইউ ছাড়াও ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি) নামে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট অভিযোগসমূহ সমাধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য কাজ করছে। ই-মেইল, হেল্প লাইন, মোবাইল এপ্লিকেশন এবং লিখিত আবেদনের মতো বিভিন্ন পন্থায় গ্রাহকগণ তাদের অভিযোগসমূহ উক্ত বিভাগে জমা দিতে পারছেন। এছাড়াও পরিসংখ্যান বিভাগ আর্থিক খাতের তথ্য বিশ্লেষণের জন্য সম্প্রতি বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স এন্ড ডেটা সায়েন্স ইউনিট নামে একটি উপ-বিভাগ গঠন করেছে যা তথ্য-উপাত্তসমূহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সহযোগিতা করবে।

আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির বিকাশ

বিগত বছরসমূহে দেশে আর্থিক খাতে সর্বাত্মক উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্যোগে গঠিত অত্যাধুনিক অবকাঠামোর উপর ভিত্তি করে ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি), রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (আরটিজিএস) ও পর্যাপ্ত সংখ্যক মোবাইলভিত্তিক আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কিউআর কোডভিত্তিক পরিশোধ ব্যবস্থা, পয়েন্ট অব সেলস (পিওএস), এটিএম বুথ, ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। অধিকন্তু, আর্থিক খাতের তথ্য সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্মিত বেশ কিছু ড্যাশবোর্ড ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। এ সকল ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য, সন্দেহজনক লেনদেন, ঋণের শ্রেণিবিন্যাস তাৎক্ষণিকভাবে জানা যাচ্ছে। ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সূচকের তথ্য দৈনিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ সকল উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক অবকাঠামো প্রতিনিয়ত আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট বিপুল পরিমাণ তথ্য উৎপাদন করে যা পরবর্তীতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ, আর্থিক খাতের তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাসমূলক মডেল তৈরিসহ বিবিধ উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা হয়।

তথ্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য প্রেরণের ড্যাশবোর্ডসমূহ এবং তথ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া উচ্চ পেশাদারী মান বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পর্যাপ্ত ক্ষমতা সম্পন্ন নিজস্ব সার্ভার ও আপদকালীন পরিস্থিতির জন্য ব্যাকআপ সার্ভারের মাধ্যমে সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত তথ্য হতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিটি বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও নির্দিষ্ট তথ্যের উপর প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (ইডিডব্লিউ) সিস্টেমের মাধ্যমে সহজ ও নিরাপদ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রান্সেকশন মনিটরিং সিস্টেম এ রকম একটি উল্লেখযোগ্য ড্যাশবোর্ড যার মাধ্যমে রপ্তানি, আমদানি, রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় এবং তথ্য উপাত্ত বৈদেশিক মুদ্রা বাজার পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। সিস্টেমটি

বক্স ৫.০১ (চলমান)

কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম ডাটাবেজের সাথে একীভূত করায় বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত জালিয়াতি প্রতিরোধ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সহজ হয়েছে। কর্পোরেট মেমরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিএমএমএস) হলো আরেকটি ডাটাবেজ যার সাহায্যে আর্থিক খাতে অনিয়মের সাথে যুক্ত ব্যক্তির পুনঃনিয়োগ প্রতিরোধ করা হয় এবং কমপ্লেইন মনিটরিং সিস্টেম (সিএমএস) ডাটাবেজের সাহায্যে আর্থিক খাতের প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের প্রকৃতি ও সংখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়। ক্রেডিট ইনফরমেশন ডাটাবেজ-এর মাধ্যমে সকল ঋণগ্রহীতার গৃহীত ঋণের তথ্য সংরক্ষণ করার ফলে বর্তমানে ঋণ ব্যবস্থাপনা আধুনিক ও দক্ষ করা সম্ভব হয়েছে। তথ্য-উপাত্তের কার্যকর ব্যবহারের জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত উপাত্তের সাথে ক্ষেত্র বিশেষে তা যুক্ত করা প্রয়োজন হয়। সে লক্ষ্যে আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, ইত্যাদির সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যভাণ্ডার যুক্ত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

উপসংহার

বিগত বছরসমূহে বিশ্বব্যাপী আর্থিক খাতের বৈচিত্র্য বৃদ্ধির পাশাপাশি সেবার পরিমাণ ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। একইসাথে আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট অপরাধ প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সব অপরাধ প্রতিরোধে প্রতিনিয়ত উন্নত প্রযুক্তিগত কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করা হচ্ছে। আর্থিক খাতের অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর অবকাঠামো নির্মাণ ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট অপরাধ প্রতিরোধ, আধুনিক বাজার ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূচকের পূর্বাভাস প্রণয়ন এবং অর্থনীতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সময় উপযোগী কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর।

ব্যাংকসমূহের অফ-সাইট মনিটরিং

৫.৩৪ আর্থিক খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছলতা নিশ্চিতকরণ ও কাঠামোগত দৃঢ়তা স্থাপন এবং একইসাথে আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক (১) অফ-সাইট সুপারভিশন এবং (২) অন-সাইট সুপারভিশন নামে দু'ধরনের সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন ব্যাংকের অফ-সাইট পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। ব্যাংকিং খাতের আর্থিক সক্ষমতা নিবিড়ভাবে এবং দ্রুত বিশ্লেষণে বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি প্রবর্তনের পাশাপাশি ব্যাংকিং সুপারভিশন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (ডিওএস) কর্তৃক ২০২২ অর্থবছরে বেশ কিছু সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৫.৩৫ ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী, কার্যকর এবং ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে কোর রিস্কস ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্সসমূহ (৬টি) পরিমার্জন করে। এছাড়া, ২০১২ সালে প্রণীত 'Risk Management Guidelines for Banks' শিরোনামে জারিকৃত নির্দেশিকাটি ২০১৮ সালে সংশোধন করা হয় এবং ব্যাংকসমূহকে বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয়া হয়, যা ব্যাংকসমূহকে তাদের ঝুঁকিসমূহ নির্ণয়, পরিমাপ, তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণে সমসাময়িক পদ্ধতি আত্মীকরণে সাহায্য করবে এবং যে কোন প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য তাদের সক্ষমতাও বৃদ্ধি করবে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত গাইডলাইনগুলোর বিভিন্ন নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি করছে।

৫.৩৬ উপরোক্ত গাইডলাইন্স মোতাবেক ব্যাংক কর্তৃক Comprehensive Risk Management Report (সিআরএমআর) এ প্রদত্ত তথ্য, ব্যবস্থাপনা ও পর্ষদ পর্যায়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী, পূর্ববর্তী ষাণ্মাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত নির্দেশনার পরিপালন অবস্থা এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

বক্স ৫.০২ রিস্ক বেইজড সুপারভিশন (আরবিএস) বাস্তবায়ন: ব্যাংকিং খাতের সুপারভাইজরি কাঠামো শক্তিশালীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ

বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী ব্যাংকিং সুপারভিশন কার্যক্রমকে গতিশীল ও শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রিস্ক বেইজড সুপারভিশন বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে এবং এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এর 'রিস্ক বেইজড সুপারভিশন ইমপ্লিমেন্টেশন সেল' হতে সমন্বয় করা হচ্ছে। আরবিএস বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য উক্ত সেলের পাশাপাশি একজন ডেপুটি গভর্নরের নেতৃত্বে 'আরবিএস উপদেষ্টা কমিটি (আরএসি)' এবং একজন নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে 'ওয়ার্কিং গ্রুপ' কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক আরবিএস বাস্তবায়নে আইএমএফ হতে কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নিম্নোক্ত কর্মপরিকল্পনার পাশাপাশি আরবিএস বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে কয়েকটি টেমপ্লেট ও গাইডেন্স নোট প্রস্তুত করা হয়েছে :

- প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত তিনটি ব্যাংকের পাইলট প্রোগ্রাম জুন ২০২৩ এর মধ্যে সম্পূর্ণকরণ;
- পাইলট প্রোগ্রামে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য তফসিলি ব্যাংকসমূহকে ২০২৩-২০২৪ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্তকরণ; এবং
- ২০২৫ সালের মধ্যে ব্যাংকিং খাতে আরবিএস বাস্তবায়ন।

মূলত রিস্ক বেইজড সুপারভিশনের মাধ্যমে প্রচলিত কমপ্লায়েন্সভিত্তিক সুপারভিশনের ধারণার পরিবর্তে ঝুঁকিভিত্তিক সুপারভিশনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এর ফলে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূল ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে তা প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণ সহজতর হয়। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক সুপারভাইজরি কাঠামোয় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন থেকে শুরু করে আগামীতে সমন্বিত আরবিএস ড্যাশবোর্ড প্রস্তুত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এর পাশাপাশি ব্যাংক সুপারভাইজরদের প্রশিক্ষণ তথা আরবিএস বাস্তবায়নের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ হতে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। রিস্ক বেইজড সুপারভিশন বাস্তবায়িত হলে সামগ্রিক সুপারভিশনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরিবর্তন আসবে বলে প্রতীয়মান হয়:

- গতিশীল ও দূরদর্শী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন;
- সুপারভাইজরি কাজে দক্ষ লোকবলসহ প্রয়োজনীয় সম্পদের কার্যকর বণ্টন;
- আর্থিক সংকটের সম্ভাবনা হ্রাসকরণ;
- সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে আমানতকারীদের অধিকতর সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ;
- ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী পৃথক পৃথক ব্যাংকের জন্য আলাদাভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন; এবং
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় রিয়েল টাইম ডাটার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সর্বোপরি, রিস্ক বেইজড সুপারভিশন এর মাধ্যমে একটি দূরদর্শী ও তথ্য-উপাত্তভিত্তিক সুপারভিশন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলে তা ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল ও কার্যকরী করবে; যা ব্যাংকিং খাতের প্রবৃদ্ধি ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নবদিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যাংকের সামগ্রিক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট রেটিং নির্ধারণ করে থাকে।

ব্যাংকসমূহের অন-সাইট সুপারভিশন

৫.৩৭ নিরবচ্ছিন্ন সুপারভিশন/নজরদারি ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ কর্তৃক দেশে পরিচালিত সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আর্থিক অবস্থা সারা বছর ধরে তদারকি করা হয়। সংবিধিবদ্ধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮ (আট)টি ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক মূলত সরেজমিনে পরিদর্শন সংক্রান্ত

কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ বিভাগসমূহ প্রধানত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ, বেসরকারি ব্যাংকসমূহ (ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসহ), বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, আইসিবি এবং মানি চেঞ্জারসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ বিভাগসমূহ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রমকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন- ১) বিশদ পরিদর্শন ২) কোর রিস্ক মূল্যায়ন এবং ৩) বিশেষ/আকস্মিক পরিদর্শন।

৫.৩৮ সরেজমিন বিশদ পরিদর্শনে ব্যাংকের সামগ্রিক আর্থিক সক্ষমতা/অবস্থা (মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগতমান, তারল্য, আয়, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ইত্যাদি) মূল্যায়ন করা হয় এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহকে '১' থেকে '৫' স্কেলের মধ্যে ঊর্ধ্বক্রমানুসারে মান নির্ণয় করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ কর্তৃক পূর্ববর্তী পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত পরামর্শ/সুপারিশমালার পরিপালন তদারকি করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত দায়-সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ঋণ/বিনিয়োগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন এবং তথ্য প্রযুক্তি নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোর রিস্ক নির্দেশিকার পরিপালন যাচাইয়ের জন্যেও পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা ব্যাংকের গ্রাহক কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়সমূহ অনুসন্ধান করার জন্য বিশেষ/আকস্মিক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের আটটি পরিদর্শন বিভাগ তাদের আওতাধীনে থাকা বিভিন্ন ব্যাংকে মোট ২১০০টি পরিদর্শন পরিচালনা করে, যার মধ্যে বিশদ পরিদর্শন ও বিশেষ পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১১৪২টি ও ৪৪৭টি। অর্থবছর ২২-এ স্থানীয় ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের দেশীয় কার্যালয় মুখ্য ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হয়। অধিকন্তু, ব্যাংকসমুহ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার উপর প্রস্তুতকৃত বিবরণীর সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগসমূহ কর্তৃক পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের আটটি ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনের একটি সার-সংক্ষেপ সারণি ৫.১২-এ দেখানো হয়েছে।

৫.৩৯ বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ (ডিএফইআই) কর্তৃক ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন, বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থায়ন এবং বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট, দেশীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের বিদেশে প্রতিষ্ঠিত এক্সচেঞ্জ হাউস এবং বিদেশি শাখা/কার্যক্রম এ বিভাগের পরিদর্শনের আওতাভুক্ত। এ বিভাগ মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমও তদারকি করে। এ বিভাগের পরিদর্শন কার্যক্রম প্রধানত দুইভাবে 'বিশদ' ও 'বিশেষ' পরিদর্শনের আওতায় সরেজমিন ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ হতে পরিচালিত পরিদর্শনের কতিপয় ধরন হলোঃ 'অনুমোদিত ডিলার শাখাসমূহে বিশদ পরিদর্শন', 'বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরিদর্শন', 'মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশদ পরিদর্শন' এবং 'অনুমোদিত ডিলার শাখা, অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এবং মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানে বিশেষ পরিদর্শন'। অর্থবছর ২২-এ, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ হতে পরিচালিত পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপঃ

অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখাসমূহে বিশদ পরিদর্শন	১৫২
বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন	৫৭
মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ পরিদর্শন	১৪
মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশদ পরিদর্শন	৬৯
বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংশ্লিষ্ট অনিয়মের উপর পরিচালিত বিশেষ পরিদর্শন	৬১
অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (ওবিইউ)-এ পরিদর্শন	৪
সর্বমোট	**৩৫৭**

৫.৪০ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত লেনদেন এবং পরিষেবাসমূহ গ্রাহকদের নিকট সহজীকরণ এবং নির্ভরযোগ্য করার মাধ্যমে গ্রাহক-বান্ধব ব্যাংকিং

পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি) কাজ করে। ব্যাংকিং পরিষেবার আওতা বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রাহকদের অভিযোগের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছে। সে লক্ষ্যে এফআইসিএসডি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে যার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষসহ দেশ-বিদেশের সকল পর্যায়ের গ্রাহক খুব সহজে ব্যাংকিং সংক্রান্ত অভিযোগ/অনুযোগ লিপিবদ্ধ করে প্রতিকার পাচ্ছে। ব্যাংকিং সেবা সম্পর্কিত অভিযোগ/অনুযোগ সরাসরি দায়ের করার জন্য এফআইসিএসডি কর্তৃক ১৬২৩৬ নম্বরের একটি হটলাইন চালু করা হয়। একদল অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তা হটলাইনে আসা ফোনকল গ্রহণ এবং তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদানের জন্য নিযুক্ত আছেন। এছাড়া, গ্রাহকগণ ই-মেইল, অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস, বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট, ডাক এবং কুরিয়ার পরিষেবার মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। এফআইসিএসডি এর দক্ষ ও উদ্যমী জনবল প্রতিটি অভিযোগ যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করায় এ বিভাগ স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসা অর্জন করে। তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এ বিভাগ কর্তৃক 'গ্রাহক সেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক গাইডলাইনস্ জারি করা হয়। উক্ত গাইডলাইনস্ পরিপালনের অগ্রগতি এ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে তদারকি করা হয়। গ্রাহকদেরকে পরিষেবা প্রদান করা ছাড়াও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম শনাক্তকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য বিভাগের অনুরোধে প্রয়োজনীয় তদন্ত কার্যক্রম এ বিভাগ কর্তৃক পরিচালনা করা হয়। অর্থবছর ২২-এ এফআইসিএসডি কর্তৃক মোট ১৭৯টি বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয় যার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকে ২১টি, বিশেষায়িত ব্যাংকে ১টি, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে ১১৪টি, ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকে ২৯টি, বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকে ২টি এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১২টি। আমদানি-রপ্তানি, বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ, সাধারণ ব্যাংকিং, ঋণ ও অগ্রিম, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ইত্যাদি সহ সার্বিক ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের কার্যক্রমে অবদান রাখার পাশাপাশি গ্রাহকদের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে এফআইসিএসডি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় তথ্য বাতায়নে 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র' (সিআইপিসি) এর হটলাইন (১৬২৩৬) তালিকাভুক্ত করা হয়। গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি সামগ্রিক আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার নিরলস প্রচেষ্টার ফলে অর্থবছর ২২-এ প্রাপ্ত ৬৯২৩টি অভিযোগের মধ্যে ৬৩২৯টি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে, যা প্রাপ্ত অভিযোগের শতকরা ৯১ ভাগ-এর বেশি। দেশ-বিদেশ থেকে প্রাপ্ত আমদানি-রপ্তানি বিল সংক্রান্ত অভিযোগ বা বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় বাণিজ্যে এফআইসিএসডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অর্থবছর ২২-এ এফআইসিএসডি এ ধরনের ৫০৩টি বিলের অভিযোগ নিষ্পত্তি করে। অর্থবছর ২২-এ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার কর্তৃক দায়েরকৃত মোট ১১১টি রিট পিটিশন এবং অন্যান্য মামলা এই বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং রিট ও মামলাগুলোর বিষয়ে মাননীয় আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এসব রিট পিটিশন ও মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনি জটিলতা নিরসনে এফআইসিএসডি বাংলাদেশ ব্যাংকের আইন বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। এছাড়া, এফআইসিএসডি প্রাপ্ত অভিযোগগুলোর মূল কারণ বিশ্লেষণ করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তদনুযায়ী নীতি পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সুপারিশ করে থাকে।

৫.৪১ এফআইসিএসডি বাংলাদেশ ব্যাংকের একমাত্র প্ল্যাটফর্ম যেখানে দেশি-বিদেশি গ্রাহকসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী সহজেই তাদের ব্যাংকিং সংক্রান্ত অভিযোগের প্রতিকার পাচ্ছে। গ্রাহকদের সেবা প্রদান ছাড়াও এফআইসিএসডি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জালিয়াতি সনাক্তকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অত্র বিভাগের সময়োপযোগী ও নিবিড় তত্ত্বাবধানের কারণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়। সময়ের সাথে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি

আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ব্যাংকিং সেবার বৈচিত্র্য, সামগ্রিক অর্থনীতির আকার ও বৈচিত্র্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। একই সাথে গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অনিয়ম ও অভিযোগের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য অত্র বিভাগ বিচক্ষণতার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। টেকসই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি সারাদেশে সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রাজধানী ঢাকার বাইরে অবস্থিত ৮টি অফিসে 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র' (সিআইপিসি) প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিসসমূহে স্থাপিত গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র' এবং তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহতে স্থাপিত 'গ্রাহক সেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল' এর অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম এফআইসিএসডি কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা হয়। গুরুতর অভিযোগগুলো নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জালিয়াতি বিষয়ক আগাম সতর্ক সংকেত প্রদান এবং জালিয়াতি প্রতিরোধে কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও এ বিভাগ কর্তৃক প্রদান করা হয়। এছাড়া, এ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংক, মানি চেঞ্জার, এমএলএম কোম্পানি, সমবায় প্রতিষ্ঠান, এনজিও-তে সংঘটিত জালিয়াতির অনুসন্ধানে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য বিভাগের অনুরোধে প্রয়োজনীয় তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা ও পরিপালন নিশ্চিত করা হয়। এফআইসিএসডি-তে প্রাপ্ত অভিযোগগুলোর তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, বিভিন্ন প্রতিবেদন ও ড্যাশবোর্ড তৈরি করার জন্য 'কমপ্লেইন্ট মনিটরিং সিস্টেম (সিএমএস)' নামে একটি সফ্টওয়্যার রয়েছে। উক্ত সিএমএস সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে গ্রাহকদের অভিযোগের বিষয়ে বিভাগের দৈনন্দিন কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র পাওয়া যায়।

আর্থিক স্থিতিশীলতা ও সামষ্টিক-বিচক্ষণ পরিদর্শন

৫.৪২ কোন দেশের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য একটি দৃঢ়, অভিঘাত সহনক্ষম ও স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট (এফএসডি) প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিভিন্ন ধরনের সামষ্টিক-বিচক্ষণ এবং ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এছাড়াও, এ বিভাগ আর্থিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য ঝুঁকি ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন, পরিমাপ এবং তা আর্থিক স্থিতিশীলতার দৃষ্টিকোণ হতে বিশ্লেষণ করে আসছে। অধিকন্তু, বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত সমসাময়িক বিষয়ের উপর এ বিভাগ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশের আর্থিক খাতের অভিঘাত সহনক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বিভাগের ঝুঁকি মূল্যায়ন কার্যক্রম এবং গবেষণাভিত্তিক পর্যবেক্ষণসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে অবহিত করা হয়। সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ কোভিড-১৯ অতিমারীর মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ওপর আলোকপাত করে এ বিভাগ Financial Stability Report (FSR), Composite Financial Stability Index (CFSI), Bangladesh Systemic Risk Dashboard (BSRD), Quarterly Financial Stability Assessment Report (QFSAR) প্রকাশ করে থাকে। এতদ্ব্যতীত, এ বিভাগ কর্তৃক আরও কিছু রিপোর্ট যেমন: Financial Projection Model (FPM), Central Database for Large Credit (CDLC) প্রণয়ন করা হয় এবং তা বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে অবহিত করা হয়। উপরন্তু, ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক "Financial Stability Indicators for Different Financial

সারণি ৫.১৩ আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল (DITF)-এর সাম্প্রতিক অবস্থা

উপাদান সমূহ	অনিরীক্ষিত হিসাব (৩১ ডিসেম্বর ২০২০১ভিত্তিক)	প্রিমিয়াম হার*	নির্ধারিত বীমার পরিমাণ
তহবিলের পরিমাণ	১১৬.৪ বিলিয়ন টাকা	-	এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত (প্রতি ব্যাংকের প্রতি আমানতকারীর ১টি ব্যাংক হিসাব গণনা করে কভারেজ প্রদান করা হবে)
মোট তলবি এবং মেয়াদি আমানত	১৬৫৬০.৩ বিলিয়ন টাকা	-	
মোট বিনিয়োগ	১১৬.৩ বিলিয়ন টাকা	-	
মোট বীমাযোগ্য আমানত	১২৩৭৯.২ বিলিয়ন টাকা	-	
সম্পূর্ণ বীমাকৃত আমানতকারী	৯১% (প্রায়)	-	
সাউন্ড ব্যাংক	-	০.০৮%	
আর্লি ওয়ার্নিংভুক্ত ব্যাংক	-	০.০৯%	
প্রবলেম ব্যাংক	-	০.১০%	

* ২০১৩ সাল হতে কার্যকর

উৎস: ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

Markets in the Context of Sustainable Development Goals (SDGs)" শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নে SDG-এর গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার ২০২০-২০২৪ সালের কৌশলগত পরিকল্পনায় SDG'র বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে। সে লক্ষ্যে, এফএসডি একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতের উদ্যোগ নিয়েছে যা SDG-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতার সূচকগুলোর একটি সম্ভাব্যতা যাচাই করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থিক খাত যেমন ব্যাংক, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, পুঁজিবাজার ও ইন্স্যুরেন্স খাতের যে সকল স্থিতিশীলতা সূচকগুলোর SDG-এর অফিসিয়াল তালিকা এবং এর লক্ষ্যগুলোর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কিন্তু উল্লেখযোগ্য যোগসূত্র রয়েছে সেগুলো প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়। আর্থিক স্থিতিশীলতার সাথে প্রকৃত খাত, বহিঃখাত এবং রাজস্ব খাতের গভীর সংযোগ থাকার কারণে এসকল খাতের মৌলিক সূচকগুলোও পরিপূরক সূচক হিসেবে আলোচ্য প্রতিবেদনে সংযোজিত হয়। এই প্রতিবেদনে সর্বমোট ৬০টি আর্থিক স্থিতিশীলতার সূচক সংযোজন করা হয়। সূচক নির্বাচনের তাত্ত্বিক দিক এবং তা নির্বাচনের যৌক্তিকতাও তুলে ধরা হয়। আলোচ্য প্রতিবেদন থেকে এটা স্পষ্ট যে, আর্থিক স্থিতিশীলতা সূচক এবং SDG-এর মধ্যে নিবিড় সংযোগ রয়েছে। এসডিজি সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার অবস্থান মূল্যায়ন করার জন্য এই সূচকগুলোকে মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং এই মূল্যায়ন বিভিন্ন বিশ্লেষণে উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৫.৪৩ সম্ভাব্য ঝুঁকির বিপরীতে ব্যাংক, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) এবং অন্যান্য আর্থিক খাতের সক্ষমতা এবং প্রারম্ভিক সতর্কতা ব্যবস্থা হিসেবে ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য আর্থিক ব্যবস্থার স্টেকহোল্ডারদের মাঝে প্রচারের লক্ষ্যে এফএসডি বার্ষিক আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রতিবেদন (Financial Stability Report, FSR) প্রকাশ করে থাকে। সম্ভাব্য আর্থিক অভিঘাত মোকাবিলা এবং অর্থনীতিকে সমর্থন যোগানোর মতো পর্যাপ্ত মূলধন ব্যাংকসমূহের রয়েছে কি-না তা পর্যবেক্ষণের জন্য এককভাবে প্রতিটি ব্যাংক ও সামগ্রিকভাবে পুরো ব্যাংকিং খাতের সহনশীলতা নিরূপণের লক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্ট্রেস টেস্ট (Stress Test) পরিচালনা করা হয়। স্ট্রেস টেস্ট-এর গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়। স্ট্রেস টেস্ট-এর ভিত্তিতে চিহ্নিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, আর্থিক ব্যবস্থার স্টেকহোল্ডারগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্ট্রেস টেস্ট এর সামগ্রিক ফলাফলসমূহ FSR এবং QFSAR-এ নিয়মিতভবে প্রকাশ করা হয়।

৫.৪৪ বিশ্বব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় প্রস্তুতকৃত Financial Projection Model (FPM) নামক Forecasting Tool-এর মাধ্যমে বিভিন্ন অনুমিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ব্যাংকসমূহের ভবিষ্যৎ আর্থিক দৃঢ়তা সম্পর্কে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়। ব্যাংকিং খাতের বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে পরবর্তী তিন বছরের জন্য এ পূর্বাভাস প্রদান করা হয়। অনুমিতি (Assumptions) ও অভিঘাত দৃশ্যপট (Stressed Scenarios) প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিস্তারিত উপাত্ত (Historical Micro Data)-এর পাশাপাশি আর্থিক খাত এবং সামষ্টিক অর্থনীতির বর্তমান ও প্রত্যাশিত অবস্থা বিবেচনায় নেয়া হয়।

৫.৪৫ মুদ্রাবাজারে কোনরূপ তারল্য সংকট হতে পারে কি-না তা পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে আন্তঃব্যাংক লেনদেন ম্যাট্রিক্স (Inter-Bank Transaction Matrix, ITM) নামে একটি বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও হাতিয়ারটির মাধ্যমে "সংক্রমণ এবং ডমিনো প্রভাব" বিশ্লেষণপূর্বক আন্তঃব্যাংক নেটওয়ার্ক সিস্টেমের গঠন এবং কার্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। আন্তঃব্যাংক লেনদেন ম্যাট্রিক্স-এর মাধ্যমে ব্যাংক এবং এনবিএফআই-এর ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড এক্সপোজার পর্যবেক্ষণ করা হয়। ITM প্রতিবেদনটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয় এবং অর্থবছর ২২-এ বিভিন্ন ভিত্তি তারিখ যথা: ৩০/০৯/২০২১,

৩১/১২/২০২১ এবং ৩১/০৩/২০২২-এ তিনটি ITM প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। ITM-এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কিছু ব্যাংক ও এনবিএফআইকে আন্তঃব্যাংক ঋণ, আমানত এবং পরিচালক ঋণের সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে, ব্যাংকসমূহ হতে মতামত পাওয়ার পর এফএসডি প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে প্রেরণ করে। এতদ্ব্যতীত, এ বিভাগ কর্তৃক ষান্মাসিক ভিত্তিতে ব্যাংক হেলথ ইনডেক্স (Bank Health Index) ও হিট ম্যাপ (HEAT Map) ব্যবহার করে তারল্য (Liquidity), স্বচ্ছলতা (Solvency) এবং উপার্জনশীলতা (Earning) পরিস্থিতির নিরিখে ব্যাংকসমূহের আর্থিক স্বাস্থ্যের গতিশীলতা বিশ্লেষণ করা হয়।

৫.৪৬ ব্যাংকিং খাতে "Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs)"-এর অবনতির প্রভাব অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় গুরুতর বিধায় এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে স্থানীয় আর্থিক খাতকে সুরক্ষাকল্পে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে D-SIBs চিহ্নিতকরণের কাজ করে। অধিকন্তু, এ বিভাগ কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে "Central Database for Large Credit (CDLC)"-এর মাধ্যমে Non-Financial Corporation-এর বৃহৎ ঋণসমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়। যেসব বৃহদাংক ঋণ ও আগামসমূহ আর্থিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে তা আগাম চিহ্নিতকরণে এ তথ্যভাণ্ডার সাহায্য করে।

৫.৪৭ আর্থিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য সিস্টেমিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও আগাম সতর্কতা সংকেত (Early Warning Signs) প্রদানের জন্য এফএসডি ২০১৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধ হতে ষান্মাসিক ভিত্তিতে "Bangladesh Systemic Dashboard (BSRD)" প্রস্তুত করে আসছে। এ প্রতিবেদনে আর্থিক খাতের অন্যতম সাতটি ঝুঁকি ক্ষেত্র, যেমন: সামষ্টিক ঝুঁকি, ঋণ ঝুঁকি, তহবিল ও তারল্য ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, মুনাফা ও স্বচ্ছলতা ঝুঁকি, আন্তঃসম্পর্কীয় ঝুঁকি এবং কাঠামোগত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে একগুচ্ছ গুণগত ও পরিমাণগত সিস্টেমিক ঝুঁকি নির্দেশকের বিশ্লেষণ করা হয়। ষান্মাসিক ভিত্তিতে BSRD বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থার সার্বিক স্থিতিশীল অবস্থার পরিমাপ এবং সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোন সিস্টেমিক ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে কি-না তা পরিবীক্ষণের জন্য এফএসডি ষান্মাসিক ভিত্তিতে "Composite Financial Stability Index (CFSI)" প্রস্তুত করে। বিশেষত, সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থার উপর অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি পরিমাপের উদ্দেশ্যে CFSI প্রস্তুত করা হয়। Real Sector Index (RSI), Fiscal Sector Index (FSI), External Sector Index (ESI) এবং Financial and Monetary Sector Index (MSI)- এ চারটি উপসূচকের অধীনে বিশটি সূচক নিয়ে CFSI প্রস্তুত এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং সিস্টেমিক অভিঘাতের কোন সম্ভাবনা থাকলে তা উন্মোচনের জন্য ব্যাংকিং খাত, আর্থিক খাত, প্রকৃত খাত এবং বহিঃখাতের সক্ষমতা নির্দেশক গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে একটি সমন্বিত সূচক গঠন করা হয়। এ প্রতিবেদনটি নিয়মিতভাবে FSR-এ প্রকাশিত হয়।

৫.৪৮ 'Coordinated Supervision Framework for Bangladesh Financial System' নামক কাঠামোর অধীনে গঠিত 'Coordination Committee Technical Group (CCTG)' আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ (BSEC, RJSC, IDRA, MRA)-এর 'সমন্বয় কমিটি'কে সহায়তা প্রদান করে। আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত বিনিময় এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের মাঝে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর CCTG-এর সদস্যবৃন্দের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

৫.৪৯ বাংলাদেশের সামষ্টিক-আর্থিক ব্যবস্থার জন্য সম্ভাব্য হুমকিসমূহের বিশ্লেষণ এবং তা নিয়ন্ত্রণে স্টেকহোল্ডারদের সহায়তা করার লক্ষ্যে এফএসডি সামষ্টিক-আর্থিক ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট আটটি ক্ষেত্র (বহিঃঅর্থনীতি, অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি, পরিবারবর্গ, অ-আর্থিক কর্পোরেশন, রাজস্ব পরিস্থিতি, আর্থিক বাজার পরিস্থিতি, মূলধন ও মুনাফা, এবং অর্থসংস্থান ও তারল্য) এবং ৩৭টি সূচক বিবেচনায় নিয়ে 'Financial

Stability Map (FSM)' প্রবর্তন করেছে। এটি বাংলাদেশের সামষ্টিক-আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার একটি বিশদ মূল্যায়ন প্রদান করে। FSM হতে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণসমূহের সারসংক্ষেপ বার্ষিক 'Financial Stability Report'-এ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, প্রথম FSM রিপোর্ট ২০১৮ সালের 'Financial Stability Report'-এ প্রকাশিত হয়।

আর্থিক স্থিতিশীলতা ও গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ব্যাংকিং খাতের অবকাঠামো

বাংলাদেশের আমানত বীমা ব্যবস্থা

৫.৫০ আমানত বীমা পদ্ধতি (Deposit Insurance System) হলো ব্যাংক আমানতকারীদের আমানতের সুরক্ষা প্রদানের একটি ব্যবস্থা। আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা বজায় রেখে একটি সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমানত বীমা পদ্ধতি একটি অপরিহার্য উপাদান।

৫.৫১ আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রথম ১৯৮৪ সালে Bank Deposit Insurance Ordinance, 1984 জারির মাধ্যমে আমানত বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত অর্ডিন্যান্স রহিত করে জুলাই, ২০০০ সালে "ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০" (Bank Amanat Bima Ain, 2000) প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে আমানত বীমা ব্যবস্থা উক্ত আইনের বিধান বলে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক, "আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল" Deposit Insurance Trust Fund (DITF) নামে একটি তহবিল পরিচালনা করে। কোন ব্যাংক অবসায়িত হলে বা দেউলিয়া ঘোষিত হলে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে উক্ত "আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল" (DITF)-এ জমাকৃত অর্থ হতে আন্তর্জাতিক প্র্যাকটিস অনুযায়ী আমানত বীমা পদ্ধতির আওতায় আমানতকারীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিচালক পর্ষদ (বোর্ড আব ডাইরেক্টরস) DITF তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৫.৫২ বাংলাদেশ আমানত বীমা পদ্ধতিটি পে-বক্স সিস্টেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'ব্যাংক আমানত বীমা আইন-২০০০' অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো: বাংলাদেশের কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক থেকে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে (৩০ জুন ও ৩১ ডিসেম্বর) প্রিমিয়াম আদায় করা; তহবিলের অর্থ দীর্ঘমেয়াদে (৫ বছর এবং ১০ বছর মেয়াদি) বাংলদেশ গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ ও বিলে বিনিয়োগ করা; এবং বিনিয়োগকৃত মুনাফা হতে প্রাপ্ত অর্থ উল্লিখিত খাতে পুনঃবিনিয়োগ করা হয়। কোন ব্যাংক অবসায়িত হলে বা দেউলিয়া ঘোষিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে উক্ত "আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল" (DITF)-এ জমাকৃত অর্থ হতে অবসায়িত বা দেউলিয়া ঘোষিত ব্যাংকের আমানতকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংক আমানতের সমপরিমাণ বা সর্বোচ্চ ১.০০ লক্ষ (যেটি কম) টাকা পরিশোধের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৫.৫৩ উল্লেখ্য যে "ব্যাংক আমানত বীমা আইন-২০০০" সংশোধনপূর্বক "আমানত সুরক্ষা আইন" করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে তফসিলি ব্যাংকের পাশাপাশি এনবিএফআই-এর আমানতকারীদেরও আমানত বীমার আওতায় আনয়নের এবং কভারেজের পরিমাণ ২.০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে আমানত বীমা ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক এর ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শিত রয়েছে। বাংলাদেশের আমানত বীমা ব্যবস্থা (Deposit Insurance System) সম্পর্কে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি ওয়েবসাইট হতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের তথ্য পেতে পারেন। বাংলাদেশে পরিচালিত আমানত বীমা পদ্ধতিটি আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক International Association of Deposit Insurers (IADI)-এর অন্যতম কার্যকরী সদস্য হিসেবে কাজ করে।

ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-এর কার্যক্রম

৫.৫৪ খেলাপি ঋণের পরিমাণ হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ১৮ আগস্ট ১৯৯২ তারিখে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১১ সালের

১৯ জুলাই হতে সিআইবি কর্তৃক সিআইবি অনলাইন সেবাসমূহ প্রদান করা হচ্ছে। ১ অক্টোবর ২০১৫ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ দ্বারা উন্নয়নকৃত New CIB Online Solution এর যাত্রা শুরু হয়। অত্যন্ত পরিশীলিত আইসিটি প্রযুক্তি সুবিধা গ্রহণের ফলে গুণগত ও দক্ষতার বিচারে সিআইবির সেবাদান কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। ব্যাংকিং খাতে ঋণঝুঁকিমুক্ত ঋণদান বজায় রাখতে সিআইবি অনলাইন সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৫.৫৫ সিআইবি ডাটাবেইজে Borrower, Co-borrower এবং Guarantor দের ১.০ (এক) টাকা ও তদূর্ধ্ব বকেয়া স্থিতিসম্পন্ন ঋণের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষিত থাকে। জুন ২০২২ শেষে সিআইবি ডাটাবেইজে মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ছিল ৫৪,৭১,০৩১ জন, যেখানে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এর সংখ্যা ছিল ৪০,৮৬,৯৭৭ জন। মোট ঋণগ্রহীতার এই সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা প্রায় ৩৩.৮৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জুন ২০২২ শেষে মোট শ্রেণিকৃত ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৭,০৮,৮৩৯ জন যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৬১ ভাগ বেশি। জুন ২০২১ শেষে সংখ্যাটি ছিল ৪,৩৯,১৪১। ব্যাংকিং এবং এনবিএফআই-এ মোট বকেয়া ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ জুন ২০২২-এ দাঁড়ায় ১৪,৯৮২,৬৯ কোটি টাকা (অবলোপনকৃত ঋণ সহ) যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। জুন ২০২১ শেষে সিআইবি ডাটাবেইজে যা ছিল ১২,৮২৬,৪২ কোটি টাকা। এছাড়াও শ্রেণিকৃত বকেয়া ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২২-এ এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৮৯৩,৪২ কোটি টাকা। জুন ২০২১ শেষে সিআইবি ডাটাবেইজে যা ছিল ১,৬৩৯,৮৪ কোটি টাকা।

৫.৫৬ সিআইবি ডাটাবেইজের মোট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (ডাটা কাভারেজ) জুন ২০২২ অনুযায়ী ১,২৫,২৫,৭৮৪। বর্তমানে গ্রাহকদের সিআইবি রিপোর্টে ঋণের বিপরীতে ২৪ মাসের ক্রেডিট হিস্ট্রি পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও সিআইবি ডাটাবেইজে ঋণগ্রহীতাদের (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) প্রবেশাধিকার সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ Chapter-IV-এর কতিপয় উপধারা অন্তর্ভুক্ত/সংশোধন করে একটি ড্রাফট প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত ড্রাফটটি আইন হিসেবে সংহত করার কাজ চলমান রয়েছে।

৫.৫৭ তাছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি কর্তৃক অস্থাবর সম্পত্তি (ভূমি/দালান, ফ্ল্যাট, ভারী যন্ত্রপাতি)-এর তথ্য সম্বলিত Collateral Database প্রস্তুতের লক্ষ্যে Collateral Information System-এর উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রয়েছে। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ঋণের বিপরীতে ঋণগ্রহীতাদের প্রদেয় জামানতের মর্টগেজের তথ্যাদি এ তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষিত থাকবে। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুন ঋণমঞ্জুরিকালে একই সম্পত্তি যেন বেআইনিভাবে মর্টগেজ করে কেউ প্রতারণা বা জালিয়াতি করতে না পারে সে লক্ষ্যেই এ তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুত করা হচ্ছে। বর্তমানে ২০টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান-কে pilot প্রকল্পের আওতায় এনে Collateral ডাটা টেস্টিং-এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (MF-CIB) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে MF-CIB সিস্টেমের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার অর্জন ও সম্ভাবনা

৬.০১ ১৯৬০ এর দশকের প্রথম দিকে ইসলামি ব্যাংকিং শুধুমাত্র একটি ধারণা হিসাবে শুরু হয়, যা পরবর্তীতে একটি পূর্ণাঙ্গ আর্থিক ব্যবস্থা হিসেবে বিশ্বব্যাপী বিকাশ লাভ করে। ইসলামিক আর্থিক ব্যবস্থায় শরীয়াহ সম্মত নীতিসমূহ পরিপালনে বাধ্যবাধকতা থাকায় ইসলামি ব্যাংকিং এর কার্যক্রম, ব্যালেন্স শিট কাঠামো এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে অনেকটাই আলাদা। ইসলামি ব্যাংকিং এর সম্পদের পরিধি এবং ভৌগোলিক প্রসারতা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে বিশ্বের ৬০টিরও বেশি দেশে এটি আর্থিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি নতুন দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশেও ১৯৮৩ সালে সর্বপ্রথম "ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। তখন থেকেই বাংলাদেশের জনগণের নিকট এ সুদমুক্ত ব্যাংকিং এর ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতা এবং সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি সহায়তার কারণে ইসলামি ব্যাংকিং গত চার দশক ধরে এদেশে ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে আসছে।

অর্থবছর ২২-এ ইসলামি ব্যাংকিং এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৬.০২ অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বোচ্চ গুরুত্ব ছিল আর্থিক খাতের সক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক প্রতিকূলতা থেকে অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগকে সমর্থন করা। যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত বহিঃখাতের অস্থিরতার সাথে মূল্যস্ফীতির সাম্প্রতিক বৃদ্ধি ব্যাংকিং খাতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। তা সত্ত্বেও ইসলামি ব্যাংকসমূহ এ সমস্ত বিপর্যয়কে শুধু মোকাবিলাই করেনি বরং একটি সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধিও অর্জন করতে সক্ষম হয়।

- ২০২২ সালের জুন শেষে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মোট সম্পদ ৫১২১.৪২ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয় যা ২০২১ সালের ৪৫৭৫.৮৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১১.৯২ ভাগ বেশি। ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার সম্পদের পরিমাণ ছিল সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের শতকরা ২৩.৪৪ ভাগ, যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালের জুন শেষে শতকরা ২৩.৭৭ ভাগে দাঁড়ায়।
- ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মোট আমানত ২০২২ সালের জুন শেষে ৪১২৩.৭১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০২১ সালের ৩৭৫১.৯১ বিলিয়ন টাকা থেকে শতকরা ৯.৯১ ভাগ বেশি। ২০২১ সালের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের মধ্যে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার অংশ ছিল শতকরা ২৬.০৬ ভাগ, যা ২০২২ সালের জুন শেষে কিছুটা হ্রাস পেয়ে শতকরা ২৫.৩৮ ভাগে দাঁড়ায়।
- ২০২২ সালের জুন শেষে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মোট বিনিয়োগ (ঋণ ও অগ্রিম) ৩৯০১.৩১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০২১ সালের ৩৪১১.৯০ বিলিয়ন টাকা থেকে শতকরা ১৪.৩৪ ভাগ বেশি। ২০২১ সালে সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণের মধ্যে ইসলামি ব্যাংকিং এর অংশ ছিল শতকরা ২৯.৯৬ ভাগ, যা ২০২২ সালের জুন শেষে শতকরা ২৯.৫৪ ভাগে দাঁড়ায়।
- ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং এর অতিরিক্ত তারল্য ৩৪৬.৪০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০২০ সালে ছিল ২৯৬.৪০ বিলিয়ন টাকা। ২০২১ সালে সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট অতিরিক্ত তারল্যের মধ্যে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার অংশ ছিল শতকরা ১৫.৯৮ ভাগ।
- ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ৭৩৬৭.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স সংগ্রহ করা হয়, যা ২০২০ সালে ছিল ৬৭৪৭.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২২ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ে ২৯৪২.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স সংগ্রহ করা হয়।

বক্স ৬.০১ ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা বলতে ইসলামি শরীয়াহ্ অনুযায়ী পরিচালিত ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বুঝায়। শরীয়াহ সম্মত কার্যাবলী হলো ইসলামিক ব্যাংকিং-এর একমাত্র এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা এর কার্যক্রমের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইসলামি নীতির প্রয়োগ, প্রচার এবং বিকাশের লক্ষ্যে এবং ইসলামি শরীয়াহ্-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমসাময়িক আর্থিক পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংকসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামিক শরীয়াহ রিবা (সুদ), ঘারার (অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা), মায়সির (জুয়া), স্বল্প সময়ের বিক্রয়, এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকারক অবৈধ কার্যকলাপে অর্থায়ন নিষিদ্ধ করে, যা ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায়ও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদ বিলুপ্তি এবং সুদের একটি নির্ধারিত হারের পরিবর্তে বাস্তব অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে একটি পরিবর্তনশীল মুনাফার হার প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যা ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে প্রচলিত সুদ-ভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকিং থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে গড়ে তোলে।

ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমানত সংগ্রহ ও অর্থায়নের প্রধান কৌশলসমূহ:

আমানত সংগ্রহের কৌশল

ক) আল-ওয়াদিয়াহ হিসাব

আল-ওয়াদেহ চলতি হিসাব

খ) মুদারাবা হিসাব

১) মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব ২) মুদারাবা মেয়াদি হিসাব ৩) মুদারাবা স্পেশাল আমানত হিসাব ৪) মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড।

অর্থায়ন কৌশল

ক) বিক্রয় কৌশল

১) বাই-মুরাবাহা ২) বাই-ইস্তিজারার ৩) বাই-মুয়াজ্জাল ৪) বাই-সালাম ৫) বাই-ইস্তিনা ৬) বাই-আসসারফ।

খ) অংশীদারিত্ব কৌশল

১) মুরাবাহা ২) মুশারকা।

গ) ইজারা কৌশল

শিরকাতুল মিলকের অধীনে কিস্তিতে ক্রয়।

ইসলামি ব্যাংকিং এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

- সুদ-ভিত্তিক ঋণ এবং অনৈতিক পণ্য ও পরিষেবায় অর্থায়ন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
- বিনিয়োগের আয় অবশ্যই প্রকৃত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও/বা অন্তর্নিহিত সম্পদ এবং কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে হতে হবে।
- ইসলামি অর্থায়ন মজুদ করাকে নিরুৎসাহিত করে এবং চরম অনিশ্চয়তার সাথে লেনদেন এবং জুয়া সম্পর্কিত কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে।
- সমস্ত আর্থিক লেনদেন এ অনুসারে হতে হবেঃ (ক) পণ্য, পরিষেবা বা সুবিধা বিক্রয়, বা (খ) লাভ-লোকসান ভাগাভাগি (পিএলএস) ব্যবস্থা, যার সকল লেনদেন অবশ্যই সম্পদ-সমর্থিত হবে।
- আমানতসমূহ মূলত আল-ওয়াদিয়া (নিরাপদ কাস্টোডিয়ানশিপ) এবং আল-মুদারাবা (ট্রাস্ট ফাইন্যান্সিং)-এর নীতির ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হয়।
- মূলত লাভ-লোকসান ভাগাভাগির (পিএলএস) ভিত্তিতে বিনিয়োগ বা তহবিলের সদ্ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে ইক্যুইটি বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়, ফলে বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা এবং যথাযথ পর্যবেক্ষণ জোরদার হয়।
- অন্যান্য ইসলামি অর্থায়নের ক্ষেত্রে (যেমন মুরাবাহা, ইজারা এবং ইসতিসনা) বিনিয়োগকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন হয়; ফলে, আর্থিক লেনদেনসমূহ প্রকৃত সম্পদ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়।
- ইসলামি ব্যাংকিং ঝুঁকি ভাগাভাগির উপর জোর দেয়; যেখানে প্রচলিত ব্যাংকিং ঝুঁকি হস্তান্তরের উপর জোর দেয় ফলে বিনিয়োগকারীদেরকে প্রচলিত হেজিং প্রক্রিয়া থেকে বিশেষভাবে সুরক্ষিত রাখে।
- ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা অর্থনৈতিক লেনদেনে ন্যায়বিচার এবং ঝুঁকি ভাগাভাগি সম্পর্কের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে প্রচলিত ব্যাংকিং-এ ঋণগ্রহীতা-পাওনাদার সম্পর্কের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।
- ইক্যুইটি-ভিত্তিক ইসলামি চুক্তিসমূহ প্রতিকূল মনোনয়ন এবং নৈতিক ঝুঁকির সমস্যাসমূহ হ্রাস করে, ফলে ইসলামি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ ঝুঁকিও হ্রাস পায়।
- ইসলামি অর্থায়ন হওয়া চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতা এবং তথ্য প্রকাশকে সমর্থন করে, যা অসামঞ্জস্য তথ্য এবং নৈতিক বিপদের ঝুঁকি হ্রাস করে।

২০২১ সালে সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট রেমিট্যান্স সংগ্রহের মধ্যে ইসলামি ব্যাংকসমূহের অবদান ছিল শতকরা ২৯.৭৩ ভাগ, যা ২০২২ সালের জুন শেষে শতকরা ২৭.২৬ ভাগে দাঁড়ায়।

- প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডোসহ ইসলামি ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ২০২২ সালের জুন শেষে ২১১৮ এ উন্নীত হয়, যা ২০২১ ও ২০২০ সালে ছিল যথাক্রমে ২০৭৭ ও ১৭১৭। ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট শাখার মধ্যে শতকরা ১৯.২৪ ভাগ ছিল যা ২০২২ সালের জুন শেষে ছিল শতকরা ১৯.৩২ ভাগ।

- ২০২২ সালের জুন শেষে ইসলামি ব্যাংকিং খাতে মোট জনবল দাঁড়ায় ৪৮৭২৮ জনে, যা ২০২১ সালের ডিসেম্বর শেষে ছিল ৪৫২৬০ জন। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ২০২১ সালে সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট জনবলের শতকরা ২৩.৯৩ ভাগ ছিল।

ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ এবং ২০২২ সালে ব্যাংকিং খাতে এর অবদান

৬.০৩ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায়ও জোরালো প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, যা এর সম্পদ, আমানত, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং শাখা নেটওয়ার্ক প্রসারের ক্ষেত্রে সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মধ্যে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্ধিত অবদানের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

- সারণি ৬.০১ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মোট সম্পদ ছিল ৪৫৭৫.৮৪ বিলিয়ন টাকা, যা ২০২২ সালের জুন শেষে শতকরা ১১.৯২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫১২১.৪২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সম্পদের পরিমাণ সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের শতকরা ২৩.৪৪ ভাগ ছিল, যা ২০২২ সালের জুন শেষে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২৩.৭৭ ভাগে দাঁড়ায়।

সারণি ৬.০১ ব্যাংকিং খাতের অগ্রগতি ও তাতে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অবদানের অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	সকল তফসিলি ব্যাংক			ইসলামিক ব্যাংক (বার্ষিক শতাংশ প্রবৃদ্ধি)			সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের মধ্যে অবদানের অংশ (শতাংশে)		
	২০২০	২০২১	২০২২*	২০২০	২০২১	২০২২*	২০২০	২০২১	২০২২*
সম্পদ	১৮৪০৬.০০	১৯৫১৯.৭০	২১৫৪৬.৪২	৪০৭১.৯৫ (১৬.৩৪)	৪৫৭৫.৮৪ (১২.৩৭)	৫১২১.৪২ (১১.৯২)	২২.১২	২৩.৪৪	২৩.৭৭
আমানত	১৩৭৯১.৫০	১৪৩৯৭.৬০	১৬২৪৪.৭০	৩৩৫৯.৫৯ (১৬.৩৩)	৩৭৫১.৯১ (১১.৬৮)	৪১২৩.৭১ (৯.৯১)	২৪.৩৬	২৬.০৬	২৫.৩৮
বিনিয়োগ	১০৯৬৩.১০	১১৩৮৮.৫০	১৩২০৭.৮০	৩০৫১.৭২ (১২.২৮)	৩৪১১.৯১ (১১.৮০)	৩৯০১.৩১ (১৪.৩৪)	২৭.৮৪	২৯.৯৬	২৯.৫৪
মোট এনপিএলস	৮৮৭.৩০	৯৯২.১০	১২৫২.৬০	১২২.৬১ (-২.৪২)	১৪৭.৭৯ (২০.৫৪)	১৬২.১২ (৯.৭০)	১৩.৮২	১৪.৯০	১২.৯৪
রপ্তানি** (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩৩৬৭৪.১২	৩৮৭৫৮.৩১	২৭৩৮৪.১১	৭২৫৪.৯১ (-৯.৯৬)	১০৭১৮.২৫ (৪৭.৭৪)	৬৫৯৫.৯৫ (-৩৮.৪৬)	২১.৫৪	২৭.৬৫	২৪.০৯
আমদানি** (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৫১০৯১.৪৭	৫৭২৫৬.৪১	৪৫২৫৭.৪৯	১৫২২০.৪২ (১২.৫৫)	২৩২৮০.১৪ (৫২.৯৫)	১৩৮৫৭.৫১ (-৪০.৪৭)	২৯.৭৯	৪০.৬৬	৩০.৬২
রেমিট্যান্স** (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১৮২০৫.০১	২৪৭৭৭.৭১	১০৭৯২.১৫	৬৭৪৭.৬৯ (৪৯.২৯)	৭৩৬৭.৩০ (৯.১৮)	২৯৪২.২৪ (-৬০.০৬)	৩৭.০৭	২৯.৭৩	২৭.২৬
শাখাসমূহ	১০৭৫২	১০৭৯৩	১০৯৬৩	১৭১৭ (২৭.৭৫)	২০৭৭ (২০.৯৭)	২১১৮ (১.৯৭)	১৫.৯৭	১৯.২৪	১৯.৩২
তারল্যঃ উদ্বৃত্ত(+)/ ঘাটতি(-)	২০৪৬.৩	২১৬৭.৭৬	-	২৯৬.৪০ (২৩.২৪)	৩৪৬.৪০ (১৬.৮৭)	-	১৪.৪৮	১৫.৯৮	-
অবলোপনকৃত ঋণ	৪৩২.৭০	৫৬৮.৯০	৬০৪.০০	১৭.৫৫ (-৩.৯৭)	২৪.৩২ (৩৮.৬০)	২২.৬৭ (-৬.৭৮)	৪.০৬	৪.২৭	৩.৭৫
কর্মসংস্থান (ব্যক্তি)	১৮১৯৩৭	১৮৯১৬১	-	৩৮৭৮৪ (৮.০২)	৪৫২৬০ (১৬.৭০)	৪৮৭২৮ (৭.৬৬)	২১.৩২	২৩.৯৩	-

৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত, **জানুয়ারী-জুন ২০২২।

উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত, বাংলাদেশ ব্যাংক(বিবি) বার্ষিক প্রতিবেদন, মানথলি ইকোনোমিক ট্রেন্ড এবং মেজর ইকোনোমিক ইনডিকেটর।

- ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মোট আমানত ২০২০ সালের ৩৩৫৯.৫৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩৯২.৩২ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১১.৬৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৫১.৯১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০২২ সালের জুন শেষে যা আরো শতকরা ৯.৯১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪১২৩.৭১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০২১ সালে সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের মধ্যে ইসলামি ব্যাংকিং খাতের আমানতের পরিমাণ ছিল শতকরা ২৬.০৬ ভাগ, যা ২০২২ সালের জুন শেষে সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ২৫.৩৮ ভাগে দাঁড়ায়।

- ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মোট বিনিয়োগ (ঋণ ও অগ্রিম) ২০২০ সালের ৩০৫১.৭২ বিলিয়ন টাকা থেকে ৩৬০.১৯ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১১.৮০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪১১.৯১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, ২০২২ সালের জুন শেষে যা আরও শতকরা ১৪.৩৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯০১.৩১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০২১ সালে সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণ এবং অগ্রিমের মধ্যে ইসলামি ব্যাংকিং এর অবদান ছিল শতকরা ২৯.৯৬ ভাগ, যা ২০২২ সালের জুন শেষে সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ২৯.৫৪ ভাগে দাঁড়ায়।

- ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং এর অতিরিক্ত তারল্য ৩৪৬.৪০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০২০ সালের ২৯৬.৪০ বিলিয়ন টাকা থেকে ৫০.০০ বিলিয়ন টাকা বা ১৬.৮৭ ভাগ বেশি। ২০২১ সালে সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট অতিরিক্ত তারল্যের মধ্যে ইসলামি ব্যাংকিং এর অংশ ছিল শতকরা ১৫.৯৮ ভাগ।

- ২০২১ সালে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোট নন-পারফর্মিং বিনিয়োগ ১৪৭.৭৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০২০ সালের ১২২.৬১ বিলিয়ন টাকা থেকে ২৫.১৮ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ২০.৫৪ ভাগ বেশি। ২০২২ সালের জুন শেষে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১৬২.১২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ২০২১ সালে সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট এনপিএলের মধ্যে ইসলামি ব্যাংকিং এর অংশ ছিল শতকরা ১৪.৯০ ভাগ, যা ২০২২ সালের জুন শেষে সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ১২.৯৪ ভাগে দাঁড়ায়।

- ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ২০২১ সালে মোট রপ্তানি আয় ছিল ১০৭১৮.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২০ সালে ছিল ৭২৫৪.৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২২ সালের জানুয়ারি-জুন সময়কালে তা ৬৫৯৫.৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ২০২১ সালে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ২৭.৬৫ ভাগ ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ২০২২ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ে এর অংশ ছিল শতকরা ২৪.০৯ ভাগ।

- ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রেমিট্যান্স সংগৃহীত হয় ৭৩৬৭.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২০ সালের ৬৭৪৭.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৬১৯.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা শতকরা ৯.১৮ ভাগ বেশি। ২০২২ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ে ২৯৪২.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স সংগৃহীত হয়। ২০২১ সালে সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট রেমিট্যান্স সংগ্রহের মধ্যে ইসলামি ব্যাংকসমূহ শতকরা ২৯.৭৩ ভাগ অবদান রাখে, যা ২০২২ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ে সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ২৭.২৬ ভাগে দাঁড়ায়।

চার্ট ৬.০১ (ক) ইসলামিক ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদ, ২০২১

(বিলিয়ন টাকা)

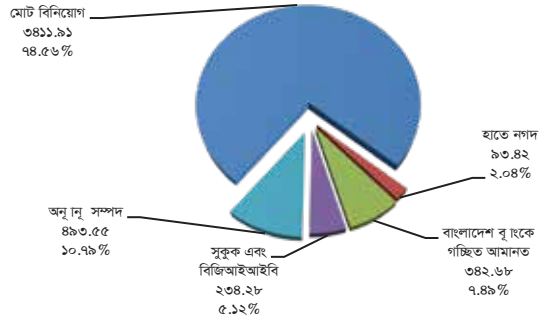

উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

চার্ট ৬.০১ (খ) ইসলামিক ব্যাংকিং খাতের মোট দায়, ২০২১

(বিলিয়ন টাকা)

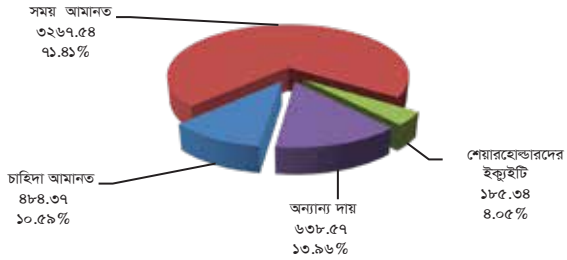

দ্রষ্টব্য: শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি শুধুমাত্র পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের জন্য।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

সারণি ৬.০২ মূলধন ও ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদের অনুপাত

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
মোট মূলধন	১৭৭.৬৮	২০৬.৯৮	২৩৭.৯৮	২৬৬.৪২	৩৩৪.৯৫	৩৪৬.৪৩
ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদ	১৬১৭.৩১	১৮০০.৩৯	১৯৪৭.০৪	২১২৭.৬৮	২৫৭৯.১৫	২৮৭০.৪১
মূলধন ও ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদের অনুপাত (শতাংশ)	১০.৯৯	১১.৫০	১২.২২	১২.৫২	১২.৯৯	১২.০৭

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

- প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামি শাখা ও উইন্ডোসহ ইসলামি ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ২০২২ সালের জুন শেষে ২১১৮ টিতে উন্নীত হয়, যা ২০২১ ও ২০২০ সালে ছিল যথাক্রমে ২০৭৭ ও ১৭১৭ টি। ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট শাখা নেটওয়ার্কের শতকরা ১৯.২৪ ভাগ প্রতিনিধিত্ব করে, যা ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত দাঁড়ায় শতকরা ১৯.৩২ ভাগে।

- ২০২২ সালের জুন শেষে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোট জনবল দাঁড়ায় ৪৮৭২৮ জনে, যা ২০২১ ও ২০২০ সালের ডিসেম্বর শেষে ছিল যথাক্রমে ৪৫২৬০ ও ৩৮৭৮৪ জন। ২০২১ সালে সমগ্র ব্যাংকিং খাতে মোট জনবল নিয়োগে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা শতকরা ২৩.৯৩ ভাগ অবদান রাখে।

২০২২ সালে ইসলামি ব্যাংকিং এর কার্যক্রম

৬.০৪ ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা যে গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যে হারে অগ্রগতি অর্জন করেছে, তার ফলে এর কার্যক্রমকে যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। অর্থবছর ২২-এ আর্থিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে সমর্থন করার জন্য ইসলামি ব্যাংকিং খাত কার্যকরভাবে আর্থিক মধ্যস্থতা বৃদ্ধিতে জোরালো ভূমিকা রাখে।

সম্পদ

৬.০৫ ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ ৪৫৭৫.৮৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০২০ সালের ৪০৭১.৯৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১২.৩৭ ভাগ বেশি। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার সম্পদের এ উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি মূলত বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্ভব হয়। বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১১.৮০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। মোট সম্পদের মধ্যে বিনিয়োগ সর্বোচ্চ অবস্থানে (শতকরা ৭৪.৫৬ ভাগ) রয়েছে, তারপরে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত আমানত (শতকরা ৭.৪৯ ভাগ), সুকুক এবং বিজিআইআইবি (শতকরা ৫.১২ ভাগ), হাতে থাকা নগদ (শতকরা ২.০৪ ভাগ) এবং অন্যান্য সম্পদ (শতকরা ১০.৭৯ ভাগ) [চার্ট ৬.০১ (ক)]। ২০২২ সালের জুন শেষে মোট সম্পদের পরিমাণ ২০২১ সালের তুলনায় শতকরা ১১.৯২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫১২১.৪২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

দায়

৬.০৬ বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকসমূহ খুবই সীমিত সম্পদ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে তারা আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে জোরালো পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়। ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৭৫১.৯১ বিলিয়ন টাকা, যা ২০২০ সালের ৩৩৫৯.৫৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩৯২.৩২ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১১.৬৮ ভাগ বেশি। ২০২১ সালে মোট আমানত (তলবি+মেয়াদি) ইসলামি

সারণি ৬.০৩ মোট এনপিআই ও মোট বিনিয়োগের অনুপাত

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
মোট বিনিয়োগ	২১০৭.০৫	২৪১৬.৭১	২৭১৭.৮৮	৩০৫১.৭২	৩৪১১.৯১	৩৯০১.৩১
মোট এনপিআই	৯৪.৩৫	১০৭.১৪	১২৫.৬৫	১২২.৬১	১৪৭.৭৯	১৬২.১২
মোট এনপিআই ও মোট বিনিয়োগের অনুপাত (শতাংশ)	৪.৪৮	৪.৪৩	৪.৬২	৪.০২	৪.৩৩	৪.১৬
ইসলামিক ব্যাংকের ধরন অনুসারে মোট এনপিআই						
পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক	৮৮.৫১	১০০.৮৮	১১৭.৭৩	১১৫.১৪	১৪২.৩৯	১৫৬.৩১
শাখাসমূহ	৪.১৩	৩.৪৪	৪.০১	৩.২৫	৩.২৮	৩.৯৩
উইন্ডোসমূহ	১.৭১	২.৮২	৩.৯১	৪.২২	২.১১	১.৮৮

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

সারণি ৬. ০৪ ইসলামি ব্যাংকের নিট এনপিআই ও মোট নিট বিনিয়োগের অনুপাত

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
মোট নিট বিনিয়োগ	২০৮৩.৫৯	২৩৯১.৪৩	২৬৮৮.৬৩	৩০২০.৬৮	৩৫৩২.৪৭	৩৮৫২.৯৯
নিট এনপিআই	৫১.৬৩	৬৭.৫৮	৬৭.৩৬	৫৭.১৪	৭১.৮১	৭৮.৮২
নিট এনপিআই ও মোট নিট বিনিয়োগের অনুপাত (শতাংশ)	২.৪৮	২.৮৩	২.৫১	১.৮৯	২.০৩	২.০৫
ইসলামিক ব্যাংকের ধরন অনুসারে নিট এনপিআই						
পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক	৪৮.৫৭	৬৩.৫১	৬২.৪৬	৫১.৯৭	৬৮.৯৯	৭৬.০৮
শাখাসমূহ	২.২২	২.২৭	২.৬৮	২.৪২	২.০১	২.১২
উইন্ডোসমূহ	০.৮৪	১.৮০	২.২২	২.৭৫	০.৮১	০.৬২

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

চার্ট ৬.০২ পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকসমূহের মূলধন ও ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদের অনুপাত

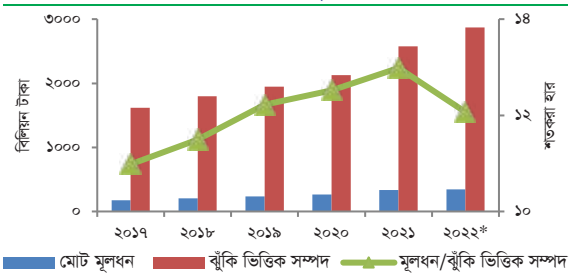

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

ব্যাংকসমূহের অর্থায়নের প্রধান উৎস হিসেবে অব্যাহত ছিল, যা মোট দায়ের শতকরা ৮২.০০ ভাগ। মোট দায়ের মধ্যে শেয়ারহোল্ডারের ইক্যুইটি ছিল শতকরা ৪.০৫ ভাগ এবং অন্যান্য দায় ছিল শতকরা ১৩.৯৬ ভাগ [চার্ট ৬.০১ (খ)]। ২০২২ সালের জুন শেষে মোট আমানতের পরিমাণ ৪১২৩.৭১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০২১ সালের ডিসেম্বর শেষের তুলনায় শতকরা ৯.৯১ ভাগ বেশি।

মূলধন পর্যাপ্ততা

৬.০৭ মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত ব্যাংকসমূহের আর্থিক শক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা তারল্য ঝুঁকি এবং বিনিয়োগ ঝুঁকির ফলে উদ্ভূত যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে ব্যাংকসমূহকে সুরক্ষা দিয়ে থাকে। যে সব ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততার হার বেশি তারা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ এবং তারা তাদের আর্থিক দায় সহজে পূরণ করতে সক্ষম বলে মনে করা হয়। এটি সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থার দক্ষতা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতেও সাহায্য করে থাকে। বাসেল-৩ কাঠামোর আওতায় বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহকে ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা হিসেবে তাদের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ১০.০০ ভাগ অথবা ৪.০০ বিলিয়ন টাকা অথবা এ দু'য়ের মধ্যে যেটি বেশি তা পরিপালন করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে যার মাধ্যমে ব্যাংকসমূহ তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম চলাকালে ঋণ খেলাপিসহ বিপণন ও পরিচালনগত ঝুঁকির কারণে সম্ভাব্য ক্ষতি মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। ২০২১ সালের ডিসেম্বর শেষে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকসমূহের প্রবিধানগত মূলধন (regulatory capital) ৩৩৪.৯৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০২২ সালের জুন শেষে আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৬.৪৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সারণি ৬.০২-এ ইসলামি ব্যাংকসমূহের মূলধন ও ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাত (CRAR) দেখানো হলো। সারণি থেকে দেখা যায় যে, পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকসমূহের CRAR 2021 সালের ডিসেম্বর শেষে শতকরা ১২.৯৯ ভাগে দাঁড়ায়, যা ২০২০ সালের ডিসেম্বর শেষে ছিল শতকরা ১২.৫২ ভাগ। ২০২২ সালের জুন শেষে তা কিছুটা হ্রাস পেয়ে শতকরা ১২.০৭ ভাগে দাঁড়ায়। এ চিত্র

চার্ট ৬.০৩ মোট এনপিআই, প্রভিশন ও সংরক্ষিত প্রভিশন ও প্রয়োজনীয় প্রভিশনের অনুপাত

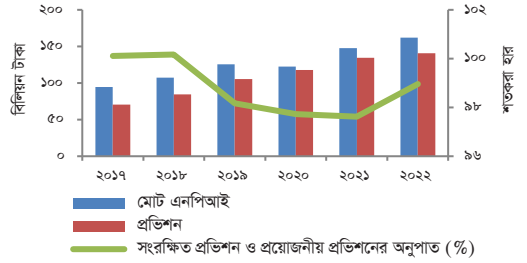

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

চার্ট ৬.০৪ ইসলামি ব্যাংকসমূহে মোট বিনিয়োগের সাথে মোট এনপিএলের অনুপাত

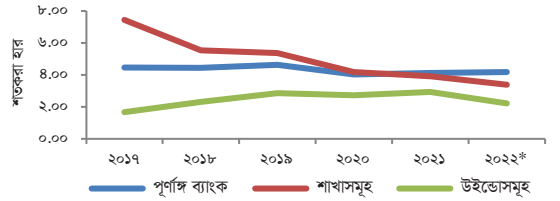

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

সারণি ৬.০৫ ইসলামি ব্যাংকসমূহের প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
মোট এনপিআই	৯৪.৩৫	১০৭.১৪	১২৫.৬৫	১২২.৬১	১৪৭.৭৯	১৬২.১২
প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৭০.৬১	৮৪.৫১	১০৫.৪৮	১১৭.৮০	১৩৪.৩৬	১৪০.৮০
সংরক্ষিত প্রভিশন	৭০.৬৯	৮৪.৬৫	১০৩.৫৪	১১৫.১৩	১৩১.১৬	১৩৯.৩৪
সংরক্ষিত প্রভিশন ও প্রয়োজনীয় প্রভিশনের অনুপাত	১০০.১১	১০০.১৭	৯৮.১৬	৯৭.৭৩	৯৭.৬২	৯৮.৯৬
উদ্বৃত্ত(+)/ ঘাটতি(-)	০.০৮	০.১৫	-১.৯৪	-২.৬৮	-৩.২০	-১.৪৬
ইসলামিক ব্যাংকের ধরন অনুসারে প্রভিশন উদ্বৃত্ত(+)/ ঘাটতি(-)						
পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক	০.০৮	০.১৪	-২.০৪	-২.৯৭	-৩.৫০	-১.৮২
শাখাসমূহ	-০.০৩	-০.০২	০.০১	০.০৬	০.০৫	০.০২
উইন্ডোসসমূহ	০.০৩	০.০২	০.১০	০.২৩	০.২৫	০.৩৩

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

সারণি ৬.০৬ ইসলামি ব্যাংকসমূহের অবলোপনকৃত ঋণের (বিনিয়োগ) পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
মোট মন্দ ঋণ	৯৮.১০	১২০.১৬	১২০.৫৫	১২১.৬৬	১৪১.৭৬	১৩৪.৬৩
অবলোপনকৃত ঋণ	১৫.২০	১৮.০৬	১৮.২৭	১৭.৫৫	২৪.৩২	২২.৬৭
অবলোপনকৃত ঋণ ও মোট মন্দ ঋণের অনুপাত (%)	১৫.৪৯	১৫.০৩	১৫.১৬	১৪.৪২	১৭.১৬	১৬.৮৪
ব্যাংক-ভিত্তিক অবলোপনকৃত ঋণ (বিনিয়োগ) (%)						
পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক	১৪.৬২	১৪.৬৫	১৪.৯৪	১৪.০৩	১৬.৭২	১৬.৩৮
শাখাসমূহ	৪১.৫৭	৩৬.১৪	২৬.৫০	৩৬.৯০	৩৫.১০	৩৯.৬৫
উইন্ডোসমূহ	১২.২৮	৮.২১	১১.৪৩	১১.৭২	২৭.৮২	২২.৬১

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

শুধু পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকসমূহের, প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডোজ এর তথ্য/উপাত্ত এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সম্পদের গুণগত মান

৬.০৮ ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোট নন-পারফর্মিং ইনভেস্টমেন্টের (Gross NPI) সাথে মোট বিনিয়োগের অনুপাত এবং নিট এনপিআই (Net NPI) এর সাথে নিট বিনিয়োগের অনুপাত দ্বারা সম্পদের গুণগত মান পরিমাপ করা হয়। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ২০২২ সালের জুন শেষে এনপিআই অনুপাত শতকরা ৪.১৬ ভাগে দাঁড়ায়, যা ২০২১ সালের ডিসেম্বর শেষে ছিল শতকরা ৪.৩৩ ভাগ। ২০২০ সালের ডিসেম্বর শেষে এ অনুপাত ছিল শতকরা ৪.০২ ভাগ। ২০২২ সালের জুন শেষে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোট এনপিআই ছিল ১৬২.১২ বিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক, প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং শাখা এবং উইন্ডোসমূহ যথাক্রমে ১৫৬.৩১ বিলিয়ন, ৩.৯৩ বিলিয়ন এবং ১.৮৮ বিলিয়ন টাকা (সারণি ৬.০৩)। ২০২২ সালের জুন শেষে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিট এনপিআই ছিল ৭৮.৮২ বিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক, প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামি ব্যাংকিং শাখা এবং উইন্ডোসমূহে ছিল যথাক্রমে ৭৬.০৮ বিলিয়ন, ২.১২ বিলিয়ন এবং ০.৬২ বিলিয়ন টাকা। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিট এনপিআই (নিট প্রভিশন এবং লভ্যাংশের স্থগিত অংশ) এর অনুপাত ২০২০ সালের ডিসেম্বর শেষে শতকরা ১.৮৯ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ সালের ডিসেম্বর শেষে শতকরা ২.০৩ ভাগে দাঁড়ায়। এর পর তা আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালের জুন শেষে শতকরা ২.০৫ ভাগে দাঁড়ায় (সারণি ৬.০৪)। সারণি ৬.০৫-এ ২০১৭ সাল থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মোট এনপিআই, প্রয়োজনীয় প্রভিশন এবং সংরক্ষিত প্রভিশন দেখানো হলো। উক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, ২০২০ ও ২০২১ সালে প্রয়োজনীয় প্রভিশন এর চেয়ে সংরক্ষিত প্রভিশন কম ছিল। ২০২২ সালের জুন শেষে সংরক্ষিত প্রভিশনের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন

চার্ট ৬.০৫ অবলোপনকৃত ঋণ (বিনিয়োগ) ও মোট মন্দ ঋণের অনুপাত

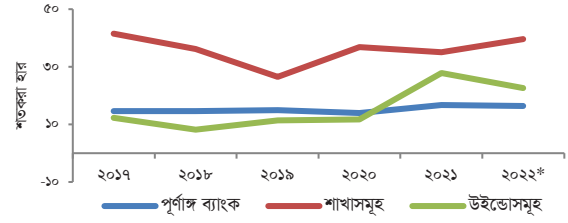

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

সারণি ৬.০৭ ইসলামি ব্যাংকসমূহের ব্যয়-আয় অনুপাত

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
মোট আয়	১৭৩.২৫	২০৬.৪০	২৩৬.৬৫	২৩৩.২০	২৪৯.২০	১৩৮.২৩
মোট ব্যয়	১১৮.৭৩	১৪৬.৭৮	১৭২.৬০	১৮১.৬৮	১৮৮.২৯	১০১.৬২
ব্যয় -আয় অনুপাত (%)	৬৮.৫৩	৭১.১১	৭২.৯৩	৭৭.৯১	৭৫.৫৬	৭৩.৫১
ইসলামিক ব্যাংকের ধরন অনুসারে ব্যয় -আয় অনুপাত						
পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক	৬৯.৯১	৭১.৭১	৭২.৭৮	৭৮.০০	৭৬.৫৩	৭৪.০৯
শাখাসমূহ	৫৭.২৩	৬১.৬৮	৬১.১৯	৬২.০২	৫০.৩৮	৫৮.৩১
উইন্ডোসমূহ	৫৮.১৮	৬৮.৪২	৭৯.৮২	৮৩.৪১	৭২.০৭	৭১.৭৯

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

সারণি ৬.০৮ ইসলামি ব্যাংকসমূহের আয়, সম্পদ ও মুনাফার পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
নিট আয়	১৯.৩২	২১.২৬	২০.৪২	২২.০৩	৪২.৭৬	২৪.৭৯
মোট সম্পদ	২৬৭৬.২১	২৯৮২.৪৮	৩৪০৩.৭৪	৩৯২৫.১৫	৪৬৯৪.১৩	৫০৩৭.৭৯
আরওএ (%)	০.৭২	০.৭১	০.৬০	০.৫৬	০.৯১	০.৪৯
ইসলামিক ব্যাংকের ধরন অনুসারে (আরওএ)%						
পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক	০.৬৩	০.৫৮	০.৫১	০.৪৭	০.৮৪	০.৪৭
শাখাসমূহ	২.৪৫	৩.৪৭	২.৬৮	২.৬৭	২.৭০	০.৯৩
উইন্ডোসমূহ	১.২৬	১.২৪	০.৮৯	০.৭৩	১.২০	০.৬১

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

ছিল শতকরা ৯৮.৯৬ ভাগ। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শর্তাবলী অনুসরণ করে ব্যাংকসমূহ মন্দ/ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত বিনিয়োগ অবলোপন করতে পারে। পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক ব্যাংক, প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামি ব্যাংকিং শাখা এবং উইন্ডোজ দ্বারা অবলোপনকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ সারণি ৬.০৬-এ দেখানো হলো।

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

৬.০৯ ব্যাংকের কার্যক্রমের উৎকর্ষতা জনগণের আস্থার উপর নির্ভরশীল, তাই ব্যাংকের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অবশ্যই

সর্বোত্তম স্তরে থাকতে হবে। আস্থা বজায় রাখার অর্থ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বজায় থাকা, যার মধ্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্রমাগত উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত। যদিও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পরিমাপের প্রত্যক্ষ কোন মাপকাঠি নেই, তবে মোট আয়-ব্যয় অনুপাত, পরিচালন ব্যয় ও মোট ব্যয় অনুপাত, কর্মচারীদের মাথাপিছু আয় ও পরিচালন ব্যয় এবং মুনাফা হারের ব্যবধান সাধারণত কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া, ইসলামি ব্যাংকিং আইন ও প্রবিধানের সাথে শরীয়াহ-সম্মত বিষয়াবলী ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার মান পরিমাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়। সারণি ৬.০৭ থেকে দেখা যায় যে, ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মোট ব্যয়-আয় অনুপাত ২০২০ সালের ডিসেম্বর শেষের শতকরা ৭৭.৯১ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২১ সালের ডিসেম্বর শেষে শতকরা ৭৫.৫৬ ভাগে দাঁড়ায়। ২০২২ সালের জুন শেষে এটি আরও হ্রাস পেয়ে শতকরা ৭৩.৫১ ভাগে দাঁড়ায়। উক্ত সারণি থেকে আরও দেখা যায় যে, পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে এ অনুপাত ছিল শতকরা ৭৬.৫৩ ভাগ, যা ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে সর্বোচ্চ। আলোচ্য সময়ে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামি ব্যাংকিং শাখা এবং উইন্ডোর ক্ষেত্রে এ অনুপাত ছিল যথাক্রমে শতকরা ৫০.৩৮ এবং ৭২.০৭ ভাগ।

আয় এবং মুনাফা

৬.১০ মুনাফা ও উপার্জনশীলতা পরিমাপের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সূচক হল সম্পদ থেকে আয় হার (ROA), মূলধন থেকে আয় হার (ROE) এবং নিট মুনাফা মার্জিন (NPM)। ROA এবং ROE ব্যবহার করে আয় পরিমাপ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের মধ্যে আয়ের পার্থক্য হতে পারে। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ROA ২০২০ সালের (শতকরা ০.৫৬ ভাগ) তুলনায় ২০২১ সালে (শতকরা ০.৯১ ভাগ) অনেক ভালো অবস্থানে ছিল। কিন্তু ২০২২ সালের জুন শেষে এটি হ্রাস পায় (শতকরা ০.৪৯ ভাগ)। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে ROA সবচেয়ে ভালো ছিল প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামি ব্যাংকিং শাখাসমূহে

সারণি ৬.০৯ পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকসমূহের আরওই

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
নিট আয়	১৫.৪৩	১৫.৮৮	১৫.৬৫	১৬.৯০	১৮.৮৮	১১.৩৩
শেয়ার হোল্ডারদের ইক্যুইটি	১৩৪.২৪	১৪৫.৩৩	১৫৫.৬৩	১৬৭.০৩	২০১.৬৩	২১১.৪৪
আরওই (%)	১১.৫০	১০.৯২	১০.০৫	১০.১২	৯.৩৭	৫.৩৬

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

চার্ট ৬.০৬ ইসলামি ব্যাংকসমূহের আয়-ব্যয়ের হার

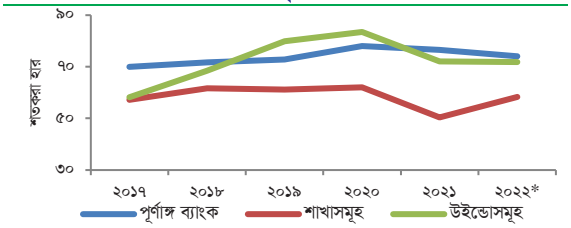

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

(শতকরা ২.৭০ ভাগ), তারপর উইন্ডোসমূহ (শতকরা ১.২০ ভাগ) এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকসমূহ (শতকরা ০.৮৪ ভাগ) (সারণি ৬.০৮)। সারণি ৬.০৯ এ পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকসমূহের ROE উপস্থাপন করা হলো। উক্ত সারণি থেকে দেখা যে, ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ROE-তে মিশ্রধারা বিদ্যমান ছিল। ২০২১ সালে ROE ছিল শতকরা ৯.৩৭ ভাগ। প্রধানত শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির অনুপস্থিতির কারণে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামি ব্যাংকিং শাখা এবং উইন্ডোর ROE নেই। ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নিট মুনাফা মার্জিন (NPM) দাঁড়ায় শতকরা ১.৮৪ ভাগ, যা ২০২০ সালে ছিল শতকরা ১.৯০ ভাগ (সারণি ৬.১০)। ২০২২ সালের জুন শেষে ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় নিট মুনাফার পরিমাণ আরও হ্রাস পায়। ২০২১ সালে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক, শাখাসমূহ এবং উইন্ডোসমূহের নিট লাভের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ১.৭৩, ৪.১৪ এবং ৩.৪৭ ভাগ।

তারল্য

৬.১১ প্রচলিত ব্যাংকের মতো ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থাও তারল্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। ফলে, এ ঝুঁকিসমূহ প্রশমন করে বিনিয়োগের সুযোগকে কাজে লাগাতে শক্তিশালী তারল্য ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন হয়। তারল্যের মাত্রা একটি ব্যাংকিং

ব্যবস্থার অভিঘাত সহ্য করার সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত এবং সংবিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত এ খাতের তারল্যের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তারল্য চাপের পরিস্থিতি মূল্যায়নে লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও (LCR) এবং নেট স্ট্যাবল ফান্ডিং রেশিও (NSFR) ব্যবহার করে তারল্য শক্তির সক্ষমতা পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

ক) অন্যান্য তফসিলি ব্যাংকসমূহের মতো ইসলামি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রেও তাদের দুই মাস পূর্বের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের দৈনিক ন্যূনতম শতকরা ৩.৫০ ভাগ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতাসহ দ্বি-সাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে শতকরা ৪.০ ভাগ নগদ সংরক্ষণ অনুপাত (CRR) হিসেবে রাখার আবশ্যকতা রয়েছে। সংবিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত (SLR) শরীয়াহ্ ভিত্তিতে পরিচালিত ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার জন্য তাদের তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ৫.৫০ ভাগ। ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় SLR এর জন্য উপযুক্ত সম্পদ তাদের তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা হার সারণি ৬.১১-এ দেখানো হলো।

খ) ২০২২ সালের জুন শেষে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত (IDR) তাদের নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা শতকরা ৯২.০০ ভাগের বিপরীতে শতকরা ৮৬.০৬ ভাগ বজায় ছিল।

গ) লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও (LCR) একটি ব্যাংকের তারল্য ঝুঁকি প্রোফাইলের স্বল্প-মেয়াদি সক্ষমতা মূল্যায়ন করে থাকে এবং এ নিশ্চয়তা প্রদান করে যে ব্যাংকসমূহের কাছে ৩০ দিনের ঝুঁকি মোকাবেলায় উচ্চ মানের যথেষ্ট তরল সম্পদ আছে। ২০২২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ইসলামি ব্যাংকসমূহের LCR শতকরা ১৫২.৯০ ভাগ (ন্যূনতম শতকরা ১০০.০০ ভাগের বিপরীতে) আছে, যা এ ইঙ্গিত বহন করে যে ইসলামি ব্যাংকসমূহের ন্যূনতম ৩০ দিনের তারল্য ঝুঁকি মোকাবেলা করার মতো যথেষ্ট নগদ অর্থ রয়েছে (সারণি ৬.১২)।

ঘ) নিট স্থিতিশীল তহবিল অনুপাত (NSFR) এ ব্যাংকের ব্যালেন্স শীট বহির্ভূত সম্পদ এবং দায়সমূহের সাথে সম্পর্কিত

চার্ট ৬.০৭ ইসলামিক ব্যাংকের ধরন অনুসারে আরও এ

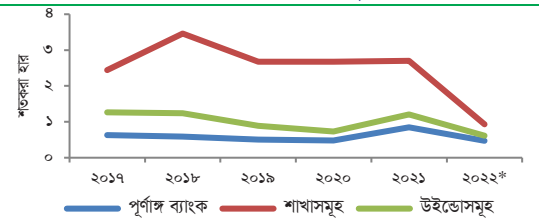

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

সারণি ৬.১০ ইসলামি ব্যাংকসমূহের নিট মুনাফা মার্জিন

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
নিট মুনাফা মার্জিন	৪৯.৬১	৫৬.৯৮	৬২.১৩	৬০.২৪	৬৯.৫০	২৭.৮৬
মুনাফা অর্জনকারী সম্পদ	২২২০.৯৩	২৪৭৫.৭৯	২৮৪২.২৬	৩১৬৩.৭০	৩৭৭৭.৬৬	২৮২৭.৫৮
মুনাফা মার্জিন (অনুপাত)%	২.২৩	২.৩০	২.১৯	১.৯০	১.৮৪	০.৯৯
ইসলামিক ব্যাংকের ধরন অনুসারে মুনাফা মার্জিন অনুপাত						
পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক	২.১৮	২.২৫	২.১০	১.৮৩	১.৭৩	০.৯৩
শাখাসমূহ	৩.৭৭	৩.৭০	৪.৪৭	৩.৬৭	৪.১৪	১.৪৬
উইন্ডোসমূহ	২.৩৫	২.৪৬	২.৩৫	২.০৯	৩.৪৭	১.৬৪

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

সারণি ৬.১১ ইসলামি ব্যাংকসমূহের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
এসএলআর যোগ্যতা সম্পদ	১৬২.৫৩	১৬০.৯৫	১৯৬.৪৫	৪০৬.১৮	৪৭৭.০৬	৩৯২.২৮
মোট এটিডিটিএল	২১১৪.৫৪	২৪২৫.৩২	২৭৪৩.৯৪	৩২৪২.৮০	৩৭৯৭.৮৪	৩৯৫০.৯০
এটিডিটিএল-এর শতাংশ হিসাবে এসএলআর যোগ্যতা সম্পদ (%)	৭.৬৯	৬.৬৪	৭.১৬	১২.৫৩	১২.৫৬	৯.৯৩
সংরক্ষিত তারল্য	১৭৮.০৬	১৫৬.৬৪	২০০.৮৭	৪০৩.৭৯	৪৯৬.৬৮	৩৯৮.২৯
তারল্যঃ উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(-)	১৫.৫৩	-৪.৩২	৪.৪২	-২.৩৯	১৯.৬২	৬.০১

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

একটি স্থিতিশীল তহবিল প্রোফাইল বজায় রাখতে হয়। ২০২২ সালের জুন শেষে ইসলামি ব্যাংকসমূহের NSFR ছিল শতকরা ১১৩.১৭ ভাগ, যা থেকে নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে, ব্যাংকসমূহ তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য অস্থায়ী তহবিলের পরিবর্তে স্থায়ী তহবিলের উপর বেশি নির্ভরশীল ছিল। ২০২২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ইসলামি ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় হারে CRR বজায় রাখার পাশাপাশি প্রয়োজনের অতিরিক্ত SLR বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিস্তৃতি

৬.১২ ২০২২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট ১০৯৬৩টি শাখার মধ্যে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক ১৫৯৩টি শাখার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়াও, প্রচলিত ১১টি ব্যাংকের ২৩টি শাখা এবং ১৩টি ব্যাংকের ৫০২টি উইন্ডোর মাধ্যমে ইসলামিক ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করে। সময়ের সাথে সাথে শাখার সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকিং পরিষেবা ধারাবাহিকভাবে সম্প্রসারিত হয়। ফলে, ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মোট শাখার সংখ্যা (ইসলামি ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোসহ) ২০২০ সালের ১৭১৭টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ সালে ২০৭৭ টিতে উন্নীত হয়। ২০২২ সালের জুন শেষে এ সংখ্যা ২১১৮ টিতে দাঁড়ায়। পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকের ১৫৯৩টির শাখার মধ্যে ৯৬৪টি শহর এলাকায় এবং ৬২৯টি গ্রামীণ এলাকায়; প্রচলিত ১১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ২৩টি শাখার ২২টি শহর এলাকায় এবং ১টি গ্রামীণ এলাকায়; এবং ১৩টি প্রচলিত ব্যাংকের ৫০২টি উইন্ডোর ৪১৬টি শহর এলাকায় এবং ৮৬টি গ্রামীণ এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করে (সারণি ৬.১৩)।

ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা ও রেমিট্যান্স সংগ্রহ কার্যক্রম

৬.১৩ ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা আমদানি, রপ্তানি এবং রেমিট্যান্স সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

আমদানি

৬.১৪ ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ২০২১ সালে ২৩২৮০.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানি (এল/সি নিষ্পত্তি) হয়, যা ২০২০ সালে ছিল ১৫২২০.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানি হয় ১৬৪০৭.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামি ব্যাংকিং শাখা এবং উইন্ডোসমূহের মাধ্যমে যথাক্রমে ৬৬৩৭.৫২ মিলিয়ন এবং ২৩৫.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানি হয়। ২০২২ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ১৩৮৫৭.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানি কার্যক্রম সম্পাদিত হয় (সারণি ৬.১৪)।

সারণি ৬.১২ ইসলামি ব্যাংকের তারল্য তথ্য

সূচক	প্রয়োজনীয় (%)	সংরক্ষিত (%)
এলসিআর	১০০	১৫২.৯০
এনএসএফআর	১০০	১১৩.১৭
সিআরআর	৩.৪৭	৩.৪৭
এসএলআর	৫.৫০	১১.৪৪
আইডিআর	৯২.০০	৮৬.০৬

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৬.১৩ ইসলামি ব্যাংকিং এর শাখা ও উইন্ডোসমূহ

ব্যাংকের শ্রেণিভেদ	বিবরণ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক	মোট	১১২৪	১১৯৭	১২৬৬	১৩০৮	১৫৯০	১৫৯৩
	শহর	৬৬৫	৬৯৮	৭৩৩	৭৬৩	৯৬২	৯৬৪
	গ্রামীণ	৪৫৯	৪৯৯	৫৩৩	৫৪৫	৬২৮	৬২৯
শাখাসমূহ	মোট	১৯	১৯	১৯	২১	২৩	২৩
	শহর	১৮	১৮	১৮	২০	২২	২২
	গ্রামীণ	১	১	১	১	১	১
উইন্ডোসমূহ	মোট	২৩	২৩	৫৯	৩৮৮	৪৬৪	৫০২
	শহর	২৩	২৩	৫৯	৩৩২	৩৭৯	৪১৬
	গ্রামীণ	০	০	০	৫৬	৮৫	৮৬
মোট	মোট	১১৬৬	১২৩৯	১৩৪৪	১৭১৭	২০৭৭	২১১৮
	শহর	৭০৬	৭৩৯	৮১০	১১১৫	১৩৬৩	১৪০২
	গ্রামীণ	৪৬০	৫০০	৫৩৪	৬০২	৭১৪	৭১৬

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৬.১৪ ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে আমদানির পরিমাণ (এলসি সেটেলমেন্ট)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ব্যাংকের শ্রেণিভেদ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক	১০৯০৩.০৫	১১০২৪.২৫	১১২৪৩.৪৮	১০৩৮১.০১	১৬৪০৭.০৫	৯৯০২.১০
শাখাসমূহ	৬১৮.২৯	৬৯০.০৬	২১৯৫.১৭	৪৭২৬.৫৬	৬৬৩৭.৫২	৩৬৯৪.৮৩
উইন্ডোসমূহ	১৭২.৪৭	১৩৫.৫৬	৮৪.৩১	১১২.৮৫	২৩৫.৫৭	২৬০.৫৮
মোট	১১৬৯৩.৮১	১১৮৪৯.৮৮	১৩৫২২.৯৬	১৫২২০.৪২	২৩২৮০.১৪	১৩৮৫৭.৫১

* জানুয়ারি-জুন ২০২২।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

সারণি ৬.১৫ ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রপ্তানির পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ব্যাংকের শ্রেণিভেদ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক	৬৮৪৫.৩৬	৭৪৭৪.৪৮	৭৪৩৬.০৭	৬৪৮৯.৭৭	৯১৭৫.৯৩	৫৪৯১.৩৮
শাখাসমূহ	২৩২.৪৫	২৮০.৫৫	৫৭৯.৬৭	৭০১.৬৮	১৩৬৫.৪৮	১০০৫.৪৯
উইন্ডোসমূহ	৬৬.১১	৪০.৫৩	৪১.৬৯	৬৩.৪৬	১৭৬.৮৫	৯৯.০৮
মোট	৭১৪৩.৯২	৭৭৯৫.৫৫	৮০৫৭.৪৩	৭২৫৪.৯১	১০৭১৮.২৫	৬৫৯৫.৯৫

* জানুয়ারি-জুন ২০২২।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

রপ্তানি

৬.১৫ ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ১০৭১৮.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদিত হয়, যা ২০২০ সালে ছিল ৭২৫৪.৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আলোচ্য সময়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকসমূহ ৯১৭৫.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় সংগ্রহ করে, যেখানে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামি ব্যাংকিং শাখা এবং উইন্ডোসমূহ যথাক্রমে ১৩৬৫.৪৮ মিলিয়ন এবং ১৭৬.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় সংগ্রহ করে। ২০২২ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ে তা ৬৫৯৫.৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (সারণি ৬.১৫)।

রেমিট্যান্স সংগ্রহ

৬.১৬ ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা রেমিট্যান্স সংগ্রহে জোরালো প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখছে। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ২০২১ সালে রেমিট্যান্স সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৭৩৬৭.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২০ সালে ছিল ৬৭৪৭.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকসমূহ ৭৩৪৩.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেছে, যেখানে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামি ব্যাংকিং শাখা এবং উইন্ডোসমূহ যথাক্রমে ১৬.০৯ মিলিয়ন এবং ৮.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করে। ২০২২ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ২৯৪২.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (সারণি ৬.১৬)।

ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) উদ্যোগ

৬.১৭ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমের প্রতি একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং এটি একটি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন বজায় রাখার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাংলাদেশের মোট ব্যাংকিং খাতের সিএসআর এ শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ অবদান রাখে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে অবদান রাখে। ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা সামাজিক দায়বদ্ধতায় ২.৭৫ বিলিয়ন টাকা ব্যয় করে, যা ২০২০ সালে ছিল ৩.৪৪ বিলিয়ন টাকা। ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত এ ব্যয় ২.৯১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (সারণি ৬.১৭)।

সারণি ৬.১৬ ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রেমিট্যান্স আহরণের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ব্যাংকের শ্রেণিভেদ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক	৩৫৫৩.০২	৪২৪২.৭৬	৪৪৮২.০২	৬৭৩০.১১	৭৩৪৩.১৮	২৯০০.৭৯
শাখাসমূহ	১৮.৯১	১৯.৫৬	৩৭.২৮	১৩.৮৪	১৬.০৯	৩৭.৭৮
উইন্ডোসমূহ	০.৫৬	০.৩৫	০.৫৭	৩.৭৪	৮.০৩	৩.৬৮
মোট	৩৫৭২.৫০	৪২৬২.৬৭	৪৫১৯.৮৮	৬৭৪৭.৬৯	৭৩৬৭.৩০	২৯৪২.২৪

* জানুয়ারি-জুন ২০২২।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

চার্ট ৬.০৮ ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমদানি-রফতানি ও রেমিট্যান্স

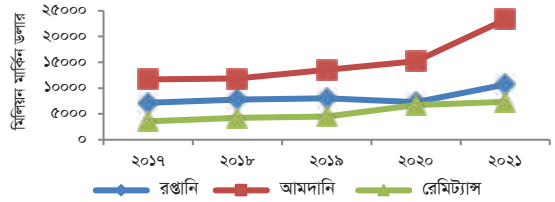

উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

সারণি ৬.১৭ ইসলামি ব্যাংকসমূহের সিএসআর কার্যক্রমে ব্যয়

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের শ্রেণিভেদ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক	২.২৮	৪.২০	২.১৫	৩.২৩	২.৬২	২.৯০
শাখাসমূহ	০.০০৮	০.০০৫	০.০০৮	০.০০৩	০.১০৪	০.০০৪
উইন্ডোসমূহ	০.০৫৭	০.০১০	০.০১৪	০.২০৬	০.০২০	০.০০১
মোট	২.৩৫	৪.২২	২.১৭	৩.৪৪	২.৭৫	২.৯১

*৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপাত্ত।

তারল্য ব্যবস্থাপনার জন্য ইসলামিক আর্থিক উপকরণসমূহ (Instruments)

৬.১৮ তারল্য ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় ইসলামি ব্যাংকগুলোর অতি সীমিত নীতিগত ও আর্থিক উপকরণ (Financial Instruments) রয়েছে। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তারল্য ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতে মাত্র তিনটি উপকরণ যেমনঃ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (বিজিআইআইবি), বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট

সুকুক (বিজিআইএস) এবং ইসলামিক ইন্টার-ব্যাংক ফান্ড মার্কেট (আইআইএফএম) রয়েছে। এগুলোকে ইসলামি ব্যাংকগুলোর SLR সংরক্ষণের জন্য যোগ্য সিকিউরিটিজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শরীয়াহ্ সম্মত উপযুক্ত ইসলামিক সিকিউরিটিজ এর অপর্যাপ্ততার কারণে ইসলামিক ব্যাংকসমূহ অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় কম হারে SLR সংরক্ষণ করে থাকে।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (বিজিআইআইবি)

৬.১৯ বাংলাদেশ সরকার ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড নামে একটি মুদারাবা বন্ড প্রবর্তন করে। যার মাধ্যমে শরীয়াহ্-ভিত্তিক আর্থিক উপকরণের দীর্ঘদিনের অনুভূত প্রয়োজনীয়তা কিছুটা প্রশমিত হয় এবং ইসলামিক ব্যাংকসমূহের SLR সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এটি একটি শরীয়াহ্ সম্মত নিরাপদ সিকিউরিটিজ হিসেবে বিবেচিত হয়। পাশাপাশি এটি ইসলামিক ব্যাংকসমূহের জন্য বিনিয়োগ এবং তহবিল সংগ্রহের একটি মাধ্যম হিসেবেও বিবেচিত হয়ে থাকে। বিধি অনুযায়ী বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি এবং অনিবাসী বাংলাদেশী যারা ইসলামি শরীয়াহ্ অনুযায়ী লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি করতে সম্মত, তাদেরই এ বন্ডে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। অর্থবছর ০৪-এ ইসলামি শরীয়াহ্ভিত্তিক ৬ মাস মেয়াদি বিজিআইআইবি প্রচলন করা হয়। পরবর্তীতে, জানুয়ারি ২০১৫-এ ৩ মাস মেয়াদি বিজিআইআইবি চালু হয়। বর্তমানে ইসলামি শরীয়াহ্ মোতাবেক ৩ মাস ও ৬ মাস মেয়াদি বিজিআইআইবি-এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত এ বন্ডের বিপরীতে মোট বিক্রয় দাঁড়ায় ৮৬.৬৪ বিলিয়ন টাকা, যেখানে অর্থায়নের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩.৪৯ বিলিয়ন টাকা এবং এর বিপরীতে নিট স্থিতি দাঁড়ায় ৫৩.১৪ বিলিয়ন টাকা। জুন ২০২১ শেষে এর মোট বিক্রয় ছিল ১৭০.২১ বিলিয়ন টাকা এবং অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ১২.৭৪ বিলিয়ন টাকা এবং নিট স্থিতি ছিল ১৫৭.৪৭ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২২-এ উক্ত বিক্রয়েরর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় (সারণি ৬.১৮)।

সারণি ৬.১৮ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
i. বিজিআইআইবি বিক্রয়	১০৭.১১	১৩১.৮৮	১৭০.২১	৮৬.৬৪
ii. বিজিআইআইবির বিপরীতে অর্থায়ন	৮৪.৮০	৬৭.৮২	১২.৭৪	৩৩.৪৯
iii. নেট ব্যালেন্স	২২.৩১	৬৪.০৬	১৫৭.৪৭	৫৩.১৪

উৎস: ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট (ডিএমডি) ও মতিঝিল অফিস, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৬.১৯ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক (বিজিআইএস)

(বিলিয়ন টাকা)

নিলামের তারিখ	২৮ ডিসেম্বর ২০২০	০৯ জুন ২০২১	২৯ ডিসেম্বর ২০২১	১৯ এপ্রিল ২০২২
প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	৩৯	৬৭	৩৪	১৯
প্রাপ্ত দরপত্রের অভিহিত মূল্য	১৫১.৫৩	৩২৭.২৬	২৩৩.০৪	১২৩.০৬
গৃহীত দরপত্রের সংখ্যা	৩৯	৬৭	৩৪	১৯
গৃহীত দরপত্রের অভিহিত মূল্য	৪০.০০	৪০.০০	৫০.০০	৫০.০০
ভারযুক্ত গড় মুনাফার হার (%)	৪.৬৯	৪.৬৯	৪.৬৫	৪.৬৫
ইস্যুর তারিখে বকেয়া	৪০.০০	৮০.০০	১৩০.০০	১৮০.০০

উৎস: ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট (ডিএমডি) ও মতিঝিল অফিস, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ সরকারের বিনিয়োগ সুকুক (বিজিআইএস)

৬.২০ 'সারা দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ' নামে একটি অবকাঠামো প্রকল্পের তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকার প্রথমবারের মতো ইজারা-ভিত্তিক ৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক (বিজিআইএস) বন্ড ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে চালু করে। বন্ডে সাধারণতঃ তিনটি পক্ষ জড়িত থাকে, যাদেরকে অরিজিনেটর, স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (এসপিভি) এবং বিনিয়োগকারী বলা হয়। আলোচ্য বন্ডে সরকার অরিজিনেটর এবং বাংলাদেশ ব্যাংক স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (এসপিভি) হিসেবে কাজ করে। আলোচ্য বন্ডে বিনিয়োগকারীগণ তাদের মোট বিনিয়োগের উপর শতকরা ৪.৬৯ ভাগ হারে ষাণ্মাসিক ভিত্তিক মুনাফা পাবে। বাংলাদেশ সরকারের ইসলামি বিনিয়োগ বন্ডের ষাণ্মাসিক মুনাফার হার বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ নির্ধারণ করে থাকে। অধিকাংশ সময় পূর্ব নির্ধারিত টি-বিল ও বন্ডের চেয়ে সুকুক থেকে বেশি মুনাফা পাওয়া যায় এবং এতে বিনিয়োগ ঝুঁকি কম। বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী, শরীয়াহ্ভিত্তিক

ইসলামি ব্যাংক, এনবিএফআই এবং বীমা কোম্পানিসমূহের জন্য সুকুক সার্টিফিকেটের শতকরা ৭০.০ ভাগ, প্রচলিত ব্যাংকসমূহ এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বন্ডের শতকরা ১৫.০ ভাগ বরাদ্দ করা হয়। এছাড়াও বিজিআইএসের অবশিষ্ট শতকরা ১৫.০ ভাগের ১০.০ ভাগ প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামি ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোগুলোর জন্য এবং বাকি শতকরা ৫.০ ভাগ ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের জন্য নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংক এবং এনবিএফআই-এর নিজস্ব হিসাবে থাকা সুকুক সার্টিফিকেটসমূহ SLR এর উদ্দেশ্যে অনুমোদিত সিকিউরিটি হিসেবেও গণ্য হয়। আলোচ্য সুকুকের (৫-বছর মেয়াদি বিজিআইএস) প্রথম নিলাম ২৮ ডিসেম্বর ২০২০-এ অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত এ বন্ডের এর মোট স্থিতির পরিমাণ ছিল ১৮০.০০ বিলিয়ন টাকা (সারণি ৬.১৯)।

ইসলামি আন্তঃব্যাংক ফান্ড মার্কেট

৬.২১ ইসলামি ব্যাংকিং খাতের তারল্য ব্যবস্থাপনার সমন্বিতকরণের উদ্দেশ্য ২৭ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে একটি আন্তঃব্যাংক ইসলামিক ফান্ড মার্কেট (আইআইএফএম) চালু করা হয়। ইসলামি ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামি ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোসমূহ তাদের বিনিয়োগের পর প্রতিদিন তাদের তহবিল ইসলামিক বন্ড ফান্ডে (আইবিএফ) স্থানান্তর করতে পারবে। আইবিএফ একজন অভিভাবক হিসেবে কাজ করে; বিনিয়োগের উপর লাভ অস্থায়ীভাবে দৈনিক ভিত্তিতে তহবিল প্রাপকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, যা বার্ষিক ভিত্তিতে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) ফান্ড প্রাপকের দ্বারা ঘোষিত লাভের চূড়ান্ত হারে সামঞ্জস্য করা হয়। তহবিল বিনিয়োগ না করা হলে তহবিল প্রদানকারীরা কোনো লাভ পায় না। সমস্ত লেনদেন মুদারাবার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। তহবিলের প্রাপকগণ (পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামি ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোগুলো) বিনিয়োগ অনুপাতে আইবিএফ দ্বারা নির্ধারিত মুনাফা আনুপাতিক হারে পাবে। প্রাপ্ত তহবিলের সময়কাল এক দিনের জন্য (রাতারাতি), তবে ছুটির দিনের ক্ষেত্রে এ সময়কালটি পরবর্তী কার্যদিবসে বাড়ানো যেতে পারে। ইসলামি ব্যাংকের সাময়িক ও স্বল্পমেয়াদি তারল্যের অভাব দূরীকরণের জন্য প্রচলিত ব্যাংকের কল মানি মার্কেটের ন্যায় ইসলামি আন্তঃব্যাংক ফান্ড মার্কেট প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে, এ ফান্ড মার্কেট এখনও প্রত্যাশা অনুয়ায়ী সক্রিয় নয়। নিম্ন লভ্যাংশের কারণে ইসলামি ব্যাংকসমূহ এ ফান্ড মার্কেটে অংশগ্রহণ করছে না। তাই এ ফান্ড মার্কেটকে যথাযথভাবে সক্রিয় করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশে মুদ্রানীতি শক্তিশালী করার জন্য সম্ভাবনাময় ইসলামি উপকরণসমূহ

৬.২২ শরীয়াহ্-সম্মত পর্যাপ্ত সিকিউরিটিজের অভাবে ইসলামি ব্যাংকসমূহ প্রায়শই প্রচুর অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত তারল্যের সম্মুখীন হয়ে থাকে। ২০২১ সালে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্যের পরিমাণ ছিল ৩৪৬.৪০ বিলিয়ন টাকা, যা সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের মোট অতিরিক্ত তারল্যের শতকরা ১৫.৯৮ ভাগ। বর্তমানে ইসলামি ব্যাংকসমূহ শুধু বিজিআইআইবি এবং বিজিআইএস-এ বিনিয়োগ করতে পারে। তবে, এর রিটার্ন তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অন্যদিকে, সরকার স্বাভাবিক বাজেট কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বিজিআইআইবি তহবিলের ব্যবহার না করায় এটি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। ফলে, ইসলামি ব্যাংকসমূহ পদ্ধতিগত ভাবেই সীমাবদ্ধ এবং সীমিত পোর্টফোলিও পরিচালনার মুখোমুখি হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের সীমাবদ্ধতা, মূল্য স্থিতিশীলতা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে প্রণীত মুদ্রা নীতি বাস্তবায়নে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করতে পারে। কারণ তারল্য ব্যবস্থাপনা হলো সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা কৌশলের অংশ যা অর্থ সরবরাহের সর্বোত্তম স্তর নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত। তাই ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার অতিরিক্ত তারল্য সমস্যা সমাধানের জন্য তারল্যের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় স্বল্পমেয়াদি বা মধ্যমেয়াদি সুকুক অথবা বিভিন্ন ধরনের স্বল্পমেয়াদি ইসলামি বন্ডের মতো বিভিন্ন ধরনের শরীয়াহ্-সম্মত উপকরণ প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে

বক্স ৬.০২ তারল্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মুদ্রানীতির জন্য সম্ভাবনাময় ইসলামিক উপকরণসমূহ

১. **লেনদেনমুক্ত বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ট্রেজারি বিল (বিজিআইটিবি)ঃ** সরকারি অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ বা আমদানির অর্থায়নের জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক নিলামের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক (বিবি) মুরাবাহা ভিত্তিক একটি লেনদেনমুক্ত বাংলাদেশ সরকার ইসলামিক ট্রেজারি বিল (বিজিআইটিবি) জারি করতে পারে। এর মেয়াদকাল ১ মাস থেকে ১ বছর হতে পারে। এ ধরনের বিজিআইটিবি জারি করার বিশদ নির্দেশিকা সকল স্টেকহোল্ডার নিয়ে একটি পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২. **ইসলামিক রেপো এবং রিভার্স রেপো/বিজিআইএস-এর সরাসরি ক্রয়/বিক্রয়ঃ** সরকারি কোষাগার এবং এর এসপিভি দ্বারা জারিকৃত টাকা মূল্যমাণের বাংলাদেশ সরকার ইজারাহ সুকুক (বিজিআইএস) বিক্রয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক তারল্য ঘাটতি/উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে রেপো (সরাসরি ক্রয়)/বিপরীত রেপো (বাই-মুয়াজ্জাল এবং সরাসরি বিক্রয়) ব্যবহার করে অস্থায়ীভাবে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে তারল্য শোষণ/প্রদান করতে পারে। রেপোর মেয়াদ এক দিন থেকে এক বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। তবে, সরাসরি বিক্রয়ের মাধ্যমে মালিকানা স্থানান্তরের কারণে রিভার্স রেপোর ক্ষেত্রে কোনও সময়সীমা নেই। বস্তুত: একটি রেপোর মেয়াদ তারল্য অবস্থার উপর নির্ভর করে। ফলে, তা ১ দিন থেকে ১ বছর পর্যন্ত হতে পারে, যদিও রিভার্স রেপোর মেয়াদ সাধারণতঃ ১ দিন হয়।

৩. **অনিয়ন্ত্রিত ওয়াকালাহ-রেপো এবং রিভার্স রেপোর বিকল্পঃ** অনিয়ন্ত্রিত ওয়াকালাহ রেপো এবং রিভার্স রেপোর একটি বিকল্প ইসলামি টুলস্ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। রেপো এবং রিভার্স রেপো ব্যবস্থার বিপরীতে, বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নিলামের ব্যবস্থা করতে পারে, যেখানে অংশগ্রহণকারী ইসলামি ব্যাংকসমূহ (মুওয়াক্কিল) তাদের অতিরিক্ত তারল্য বাংলাদেশ ব্যাংক-এ (ওয়াকিল) রাখতে পারে, যাতে সাধারণত ওয়াকিলকে একটি নির্ধারিত ফি প্রদান করে তাদের এ অর্থ লাভজনকভাবে ব্যবহার করার অনুমোদন দেয়। বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত অর্থ মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, বাই-সালাম, ইসতিসনা এবং ইজারাহ হিসাবে পরিচালিত উপযুক্ত/লাভজনক প্রকল্প/ব্যবসায় ব্যবহার করতে পারে। ওয়াকালাহটি স্থায়ী সুবিধা হিসেবে ইসলামি ব্যাংকসমূহের স্বল্পমেয়াদি অতিরিক্ত তারল্য শোষণের জন্যও গ্রহণ করা যেতে পারে। একইভাবে, মুদারাবার উপর ভিত্তি করে তারল্য ঘাটতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকসমূহকে আমানত সুবিধা প্রদান করতে পারে, যেখানে মুনাফা ঐ ব্যাংকের ছয়-মাস ভিত্তিক প্রদেয় আমানত মুনাফার হারের সমান হবে।

৪. **বাংলাদেশ ব্যাংক মুশারাকা সার্টিফিকেটঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক মুশারাকা সার্টিফিকেট (বিবিএমসি) হলো একটি ইক্যুইটি-ভিত্তিক টুলস্ যা লাভজনক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানায় জারি করা যেতে পারে, যার দ্বারা খোলা বাজারের কার্যক্রমের মাধ্যমে তারল্য নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে একটি ওপেন মার্কেট অপারেশন ফান্ড (ওএমওএফ) প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে এবং ওএমওএফ এর বিপরীতে বিবিএমসি চালু করা যেতে পারে। বিবিএমসি সরকার/কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানাধীন থাকবে (ইস্যু-ভিত্তিক মালিকানা), এর শেয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ধারণ করবে এবং ওএমওএফ ব্যবস্থাপনা মুদ্রানীতির কাঙ্ক্ষিত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে অর্পণ করা যেতে পারে।

৫. **আন্তঃব্যাংক মুদারাবা প্লেসমেন্টঃ** এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে একটি ঘাটতি ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মুদারাবা (লাভ ভাগাভাগি) নীতির উপর ভিত্তি করে একটি উদ্বৃত্ত ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান (বিনিয়োগকারী ব্যাংক) থেকে বিনিয়োগ সুবিধা পেতে পারে। বিনিয়োগের সময়কাল ১ দিন থেকে ১২ মাস পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে এবং এর রিটার্নের হার বিনিয়োগকারী ব্যাংকের ১-বছর বিনিয়োগের জন্য বিতরণের আগে মোট লাভের উপর ভিত্তি করে হবে।

৬. **কমোডিটি মুরাবাহাঃ** এটি দু'টি ইসলামি ব্যাংকের মধ্যে বিনিয়োগ গঠনের জন্য পণ্য লেনদেন পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদি আন্তঃব্যাংক ঋণ প্রদানের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়। এ লেনদেনের একটি বৈচিত্র্য হলো সালাম সুকুক, যা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ (সাধারণত তিন মাস) তৈরি করতে ফরোয়ার্ড কমোডিটি চুক্তি ব্যবহার করে থাকে।

৭. **সেন্ট্রাল ব্যাংক ওয়াদিয়াহ (ট্রাস্ট) সার্টিফিকেট/আমানতঃ** এটি বিভিন্ন মেয়াদি সার্টিফিকেট, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে দেয়া ইসলামি ব্যাংকসমূহের তহবিল-এর বিপরীতে জারি করা হয়। ঋণের প্রকৃতির ভিত্তিতে এর প্রদেয় মুনাফা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিবেচনা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর মেয়াদ পূর্তিতে বোনাস দিতে পারে, যা সাধারণতঃ একটি দেশীয় আর্থিক বেঞ্চমার্কের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে (আন্তঃব্যাক মুদারাবা বিনিয়োগের গড় মুনাফাসহ)।

৮. **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সার্টিফিকেটঃ** এ সার্টিফিকেট এর দু'টি রূপ আছেঃ (ক) উপার্জনশীল সম্পদের বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানায় জারি করা মুশারাকা সার্টিফিকেট; বা (খ) প্রকৃত স্থায়ী সম্পদের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানার বিপরীতে জারিকৃত সুকুক। সাধারণতঃ এ সার্টিফিকেটসমূহ এক বছরের কম মেয়াদি পূর্ণ বিনিময় যোগ্য হয়।

৯. **সরকারি সার্টিফিকেটঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সার্টিফিকেটের মতো, এ উপকরণসমূহ উপার্জনশীল সম্পদের বিপরীতে সরকারি মালিকানাধীন মুশারাকা সার্টিফিকেট হিসাবে জারী করা হয় অথবা প্রকৃত সম্পদের সরকারি মালিকানার বিপরীতে জারিকৃত সুকুক হিসেবে জারি করা যেতে পারে। এ উপকরণসমূহ মেয়াদপূর্তির সাথে অবাধে লেনদেনযোগ্য, যা অভ্যন্তরীণ সরকারি সিকিউরিটিসমূহের অনুরূপ (বিশেষতঃ সুকুকের জন্য) হতে পারে।

১০. **ইসলামিক পুনঃক্রয় চুক্তি বা বিক্রয় এবং বাইব্যাক সাধারণতঃ** এতে দু'টি পৃথক চুক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকে, একটি সর্বসম্মত মূল্যে সিকিউরিটিসমূহ সরাসরি বিক্রয় হয় এবং অন্যটি নির্ধারিত মূল্যে ভবিষ্যতের একটি নির্ধারিত তারিখে অগ্রিম ক্রয় করা হয়।

নিম্নলিখিত শরীয়াহ্-সম্মত সম্ভাব্য ইসলামিক উপকরণসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ প্রবর্তনের জন্য বিবেচনা করতে পারে: (ক) অ-বাণিজ্যিক বাংলাদেশ সরকার ইসলামিক ট্রেজারি বিল (বিজিআইটিবি), (খ) ইসলামিক রেপো এবং রিভার্স রেপো: বিজিআইএস-এর সম্পূর্ণ ক্রয়/বিক্রয়, (গ) রেপো এবং রিভার্স রেপোর বিকল্প হিসেবে অনিয়ন্ত্রিত ওয়াকালাহ, (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক মুশারাকা সার্টিফিকেট, (ঙ) আন্তঃব্যাংক মুদারাবাহ প্লেসমেন্ট, (চ) পণ্য মুরাবাহাহ, (ছ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ওয়াদিয়াহ (ট্রাস্ট) সার্টিফিকেট/আমানত, (জ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক পেপার, (ঝ) সরকারি বিল/বন্ড, এবং (ঞ) ইসলামিক পুনঃক্রয় চুক্তি বা বিক্রয় এবং বাইব্যাক (বক্স-৬.০২)।

ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিদর্শন কার্যক্রম

৬.২৩ নিরাপত্তা ও সুষ্ঠুতা নিশ্চিত করে আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তার জন্য প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মতো ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায়ও কার্যকর সুষ্ঠু পরিদর্শন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইসলামি ব্যাংকসমূহে সুষ্ঠু পরিদর্শনের জন্য মূল বাসেল নীতিসমূহের সাথে সংগতি রক্ষা করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামি ব্যাংকিং-এর পরিদর্শন কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন, যা এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকি মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

৬.২৪ ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামি ব্যাংকিং শাখা এবং উইন্ডোসমূহের সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন এবং ইসলামি শরীয়াহ্ সম্মত বিধিবিধান সঠিকভাবে পরিপালন করছে কিনা তা দেখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং পরিদর্শন বিভাগকে (ডিবিআই ৬ এবং ৭) বিশেষভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ বিভাগসমূহ বিভিন্ন ধরণের অনসাইট পরিদর্শন পরিচালনা করে থাকে, যা নীচে বর্ণনা করা হলোঃ

- প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর দ্রুত সারমর্ম ভিত্তিক একটি পরিদর্শন পরিচালিত হয়। সম্পদের গুণগতমান, প্রয়োজনীয় প্রভিশন হিসাবায়ন এবং ব্যাংকের আয়-ব্যয়ের যথার্থতা এ পরিদর্শনে যাচাই করা হয়;
- দ্রুত সারমর্ম পরিদর্শনকালে ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় এবং শাখাসমূহে বিশদ পরিদর্শন সম্পাদন করা হয়। ব্যাংকসমূহের সার্বিক পারফরম্যান্স (যেমন মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগতমান, পরিচালন দক্ষতা, উপার্জন ক্ষমতা, তারল্য ইত্যাদি) এ বিশদ পরিদর্শনের সময় মূল্যায়ন করা হয় এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহকে ১ থেকে ৫ মানের ঊর্ধ্বক্রমানুসারে মান নির্ধারণ করা হয়। প্রতি বছর ৩০ সেপ্টেম্বর ছোট শাখাসমূহ পরিদর্শন করা হয়;
- ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় এবং শাখাসমূহে জুন ভিত্তিক পরিদর্শনে মূল ঝুঁকি পরিদর্শন, সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও বিধি প্রতিপালন এবং আইসিটি নিরাপত্তা খতিয়ে দেখা হয়;
- ব্যাংকসমূহের অভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ততার বিশদ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করার জন্য প্রধান কার্যালয়সমূহে সুপারভাইজরি পর্যালোচনা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিদর্শন করা হয়;
- জালিয়াতি বিরোধী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শন ও নিজস্ব মূল্যায়ন ভিত্তিক পরিদর্শনও পরিচালিত হয়; এবং
- সংক্ষিপ্ত সারমর্ম ভিত্তিক পরিদর্শন ও বিশদ পরিদর্শন উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামি ব্যাংকসমূহ এবং নির্বাচিত শাখাসমূহে সঠিকভাবে ইসলামি শরীয়াহ্ সংক্রান্ত নীতি পদ্ধতি এবং ইসলামি ব্যাংকিং সংক্রান্ত নির্দেশিকা (বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫/২০১৯) সঠিকভাবে পরিপালন করা হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষা করা হয়। প্রত্যেক ব্যাংকের নিজস্ব শরীয়াহ্ভিত্তিক আর্দশ এ পরিদর্শনে যাচাই করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন বিভাগের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ পরিদর্শনও সম্পাদন করা করা

হয়। ব্যাংকের শাখা এবং প্রধান কার্যালয়সমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতিও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়।

অর্থবছর ২২-এ ইসলামি ব্যাংক ও শরীয়াহ্‌ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

৬.২৫ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২২-এ সামগ্রিকভাবে আর্থিক খাতের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইসলামি ব্যাংক এবং শরীয়াহ্‌ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য গৃহীত প্রধান উদ্যোগসমূহ হলোঃ

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল থেকে ডিজিটাল মাইক্রোক্রেডিট নামে ১.০০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করে, যা ডিজিটাল ক্ষুদ্রঋণ/বিনিয়োগ হিসেবে স্বল্প সুদ/মুনাফায় দেওয়া হয়। ইসলামি ব্যাংকসমূহ শরীয়াহ্ সম্মত নীতি পদ্ধতি অনুসরণ করে এ স্কিমের অধীনে বিনিয়োগ (ঋণ) সুবিধা প্রদান করতে পারে (বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১, তারিখ ২ জুন ২০২২);

- বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল থেকে জাহাজ নির্মাণ খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম নামে ২০.০০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প চালু করে। ইসলামি ব্যাংকসমূহ শরীয়াহ্ সম্মত নীতি পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক এ স্কিমের অধীনে তাদের গ্রাহকদের তহবিল সরবরাহ করতে পারে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারে (বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯, তারিখ ২৬ মে ২০২২);

- বাংলাদেশ সরকার ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে 'Line of Finance to support SMEs Project under the IsDB SPRP for COVID-19 Restore Track (LFSSP)' নামে একটি অবকাঠামো চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্বাহী এজেন্সি হিসেবে মনোনীত করা হয়। এ প্রকল্পে ৪৭.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (আনুমানিক ৩.৯৮ বিলিয়ন টাকা) অর্থায়নের একটি ফান্ড রয়েছে। আলোচ্য পরিমাণ অর্থ (আনুমানিক ৩.৯৮ বিলিয়ন টাকা) শরীয়াহ্ সম্মত পদ্ধতিতে যোগ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে (ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান) এসএমই খাত উন্নয়নের জন্য প্রদান করবে (এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখঃ ২৭ মার্চ ২০২২);

- শতভাগ সম্পদ সমর্থিত গ্রীন সুকুক এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য ২.০০ বিলিয়ন টাকার একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ গ্রীন সুকুকের প্রকৃতি হবে ইস্তিসনা সুকুক, সালাম সুকুক, ইজারাহ সুকুক এবং হাইব্রিড সুকুক (ডিওএস সার্কুলার নং-৩৯, তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১); এবং

- ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত বিনিয়োগকারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হয় (ডিএফআইডি সার্কুলার নং-০৭, তারিখ ১৭ আগস্ট ২০২১)।

টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং

টেকসই ব্যাংকিং

৭.০১ টেকসইতা, টেকসই অর্থায়ন এবং টেকসই ব্যাংকিং নামক শব্দগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে পরিপূরক। অর্থনীতির সহনশীলতাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এ পরিভাষাগুলোর উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোভিড-১৯ মহামারি সামগ্রিকভাবে আমাদের একটি ভয়াবহ অভিজ্ঞান দিয়েছে। নিঃসন্দেহে, বর্তমান পরিস্থিতিতে নেয়া সিদ্ধান্তগুলো অদূর ভবিষ্যতে প্রকৃত অর্থনীতি এবং আর্থিক বাস্তুতন্ত্রকে (ecosystem) গঠন করবে। নতুনভাবে বিকশিত টেকসই আর্থিক নীতির লক্ষ্য হলো জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তিকরণ, অভিঘাত সহিষ্ণুতা ও অবদানের সাথে অর্থায়নের মাধ্যমে একটি টেকসই অর্থনীতিতে রূপান্তরকরণে সমর্থন যোগানো। বাংলাদেশের মতো একটি উদীয়মান অর্থনীতিতে, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রধান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবসায়িক সমধর্মিতার মূল ক্ষেত্র হতে হবে। ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ অনুমোদন, তদারকি এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অর্থায়নের সাথে যুক্ত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকিসমূহ অবশ্যই পরিপালনীয়। তদানুসারে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়োপযোগী নির্দেশিকা প্রদান করে যাতে অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজন মেটাতে সক্ষমতার অবিচ্ছিন্ন মান বজায় রেখে বর্তমান চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন প্রত্যাশিত স্তরে পৌঁছানো যায়। এ লক্ষ্যে টেকসই ব্যাংকিংকে উৎসাহিত করার নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা আগ্রহী। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যেই সবুজ এবং টেকসই অর্থায়ন, সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং সময়ের প্রয়োজন বিবেচনা করে বিভিন্ন নির্দেশিকা জারি করেছে। টেকসই অর্থায়ন নীতির প্রবর্তন ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখার একাধিক উপায় তৈরি করেছে যেখানে সবুজ অর্থায়ন, টেকসই কৃষি, টেকসই কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিকভাবে অর্থায়নে দায়বদ্ধ এবং টেকসই এর সাথে যুক্ত অন্যান্য অর্থায়ন কাঠামোগতভাবে উদ্দিষ্ট করা হয়। সামগ্রিক টেকসই ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে মূলত টেকসই অর্থায়ন (সবুজ অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত), কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি-এ তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়।

টেকসই অর্থায়ন

৭.০২ বাংলাদেশ ব্যাংকের টেকসই ব্যাংকিং/অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ সাধারণভাবে নীতি নির্ধারণী উদ্যোগসমূহ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের টেকসই অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ এবং বহুমুখী পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা এ তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ

৭.০৩ ২০১১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালা এবং পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করে। ২০১৩ সালে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালার আওতায় আনা হয়। ফেব্রুয়ারি ২০১৭-এ পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালাকে প্রতিস্থাপিত করে সকল তফসিলি ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালা জারি করা হয়। ডিসেম্বর ২০২০-এ ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য 'টেকসই অর্থায়ন নীতিমালা' জারি করা হয়। ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য নীতি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণে National Sustainable Development Strategy (NSDS), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১, সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)সহ ইতোমধ্যে গৃহীত সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহকে বিবেচনায় নেয়া হয়।

সারণি ৭.০১-এর মাধ্যমে টেকসই ব্যাংকিং সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহের বর্ণনা প্রদান করা হলো।

৭.০৪ ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতষ্ঠানসমূহ জানুয়ারি ২০২১ হতে টেকসই খাতগুলোতে অর্থায়ন শুরু করে। অর্থবছর ২২-এ ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ টেকসই খাতে যথাক্রমে ১০০৭.৬৯ বিলিয়ন টাকা ও ২৯.২৪ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করে। এ সময়ে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট বিতরণের তুলনায় টেকসই খাতে অর্থায়নের হার শতকরা ৯.৯৫ ভাগ। ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের টেকসই অর্থায়নের খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি-৭.০২ এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলো। অর্থবছর ২২-এ টেকসই খাতে অর্থায়ন মোট ১০৩৬.৯৪ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়, যা অর্থবছর ২১-এ ছিল ৩৫৪.১৯ বিলিয়ন টাকা।

পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন

৭.০৫ অর্থবছর ২২-এ ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ৭৩.৪০ বিলিয়ন টাকা এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ৯.৯৬ বিলিয়ন টাকা পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়ন হিসেবে ঋণ বিতরণ করা হয়। এ সময়ে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট মেয়াদি বিতরণের তুলনায় পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়নের হার শতকরা ৩.৫২ ভাগ। ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি ৭.০২ এবং চার্ট ৭.০১-এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে। বিগত ৫ (পাঁচ) অর্থবছরে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক মোট পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের প্রবণতা চার্ট ৭.০২-এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলো।

সারণি ৭.০১ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত সাসটেইনেবিলিটি সংক্রান্তনীতি ও প্রবিধিসমূহ

সার্কুলার/ সার্কুলার লেটার নং:	তারিখ	বিষয়বস্তু
বিআরপিডি সার্কুলার নং ০২/২০১১	২৭.০২.২০১১	ব্যাংকগুলোর জন্য পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা-২০১১
জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং ০৪/২০১৩ এবং লেটার নং ০৫/২০১৩	১১.০৮.২০১৩ এবং ১১.০৯.২০১৩	আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং তফসিলি ব্যাংকগুলোর জন্য পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা-২০১৩
জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং ০৪/২০১৫	০৯.০৭.২০১৫	জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল-১০১৫
এসএফডি সার্কুলার নং ০২/২০১৬	০৪.১২.২০১৬	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৬
এসএফডি সার্কুলার নং ০২/২০১৭	০৮.০২.২০১৭	পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৭
এসএফডি সার্কুলার নং ০৩	১৬.০৩.২০১৭	পরিবেশবান্ধব পণ্য/প্রকল্প/ উদ্যোগ গুলোর জন্য পুনঃ অর্থায়ন স্কীমের নীতিমালা।
এসএফডি সার্কুলার নং ০২/২০১৮	০৫.০৪.২০১৮	ইসলামিক পুনঃ অর্থায়ন স্কীমের নীতিমালা।
এসএফডি সার্কুলার নং ০৩	০৮.০৭.২০২০	গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ) এর আওতায় ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং ২০০ মিলিয়ন ইউরো পুনঃ অর্থায়ন স্কীম ঘোষণা।
এসএফডি সার্কুলার নং ০৫	৩১.১২.২০২০	সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য টেকসই অর্থায়ন নীতিমালা।
এসএফডি সার্কুলার নং ০৬	৩১.১২.২০২০	সাসটেইনেবিলিটি রেটিং পদ্ধতি-২০২০
এসএফডি সার্কুলার নং ০১	১১.০১.২০২১	সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পরিবেশবান্ধব/টেকসই অর্থায়নের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ-২০২১
এসএফডি সার্কুলার নং ০২	১৭.০১.২০২১	রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (টিডিএফ)
এসএফডি সার্কুলার নং ০৩	২৬.০৬.২০২২	সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ইএসআরএম) নীতিমালা

উৎস: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৭.০২ জানুয়ারি-জুন ২০২২-এ টেকসই অর্থায়ন

(মিলিয়ন টাকায়)

ব্যাংক/ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ধরণ	টেকসই কৃষি	টেকসই সিএমএসএমই	সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ অর্থায়ন	পরিবেশবান্ধব প্রকল্প/উদ্যোগ/খাতে চলতি মূলধন ও তলবি ঋণ	ট্রেডিং খাতে পরিবেশবান্ধব পণ্যসমূহ	পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন	টেকসই অর্থায়ন
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (৬)	২৪,৮৫০.৫৩	৬,২৩৮.১০	৭,৮৪৫.৫১	৭১৬.২৯	০.০০	২,১২৪.৫৪	**৪১,৭৭৪.৯৭**
বিশেষায়িত ব্যাংক (৩)	৭৮,৪৬২.০৩	২,৬২০.৫৯	০.০০	০.০০	০.০০	৮.৫৭	**৮১,০৯১.১৯**
বেসরকারি ব্যাংক (৪০)	১৭৫,২৩৯.০৯	১২৬,১০১.১১	১৭০,০০৯.৩৫	১৮১,৬২১.৬১	৩৩,৮৮২.৯৫	৬৯,৮৯৭.১৪	**৭৫৬,৭৫১.২৫**
বিদেশি ব্যাংক (৯)	১৮,৩৩৩.৯২	১,০৭৫.৭২	৫৫,৭৪৮.৩৭	৪৬,৩৩৮.৪১	৫,২০৯.৭০	১,৩৭৪.৮১	**১২৮,০৮০.৯২**
মোট ব্যাংক	**২৯৬,৮৮৫.৫৭**	**১৩৬,০৩৫.৫২**	**২৩৩,৬০৩.২৩**	**২২৮,৬৭৬.৩১**	**৩৯,০৯২.৬৫**	**৭৩,৪০৫.০৭**	**১,০০৭,৬৯৮.৩৪**
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৩৪)	২,৫৯৭.৯০	২,২১০.৭১	১১,৮৪২.৪৫	১,৮২৮.২৯	৭৯৬.৮৮	৯,৯৬৬.৩২	**২৯,২৪২.৫৪**
সর্বমোট	**২৯৯,৪৮৩.৪৭**	**১৩৮,২৪৬.২৩**	**২৪৫,৪৪৫.৬৮**	**২৩০,৫০৪.৬০**	**৩৯,৮৮৯.৫২**	**৮৩,৩৭১.৩৮**	**১,০৩৬,৯৪০.৮৮**

নোট: বন্ধনীতে প্রদত্ত উপাত্তসমূহ দ্বারা ব্যাংক/ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে।
উৎস: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৭.০৩ অর্থবছর ২২-এ পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন

(মিলিয়ন টাকায়)

ব্যাংক/অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ধরণ	পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের খাত											মোট
	নবায়ন যোগ্য জ্বালানি	জ্বালানি দক্ষতা	বিকল্প জ্বালানি	তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	পুনঃপ্রক্রিয়াকৃত ও পুনঃপ্রক্রিয়াতব্য পণ্য	পরিবেশ বান্ধব ব্রিক ম্যানুফ্যাকচা-রিং	পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনা	পরিবেশ বান্ধব কৃষি	পরিবেশ বান্ধব সিএমএস এমই	পরিবেশ বান্ধব এসআর এফ	
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (০৬)	২৭.৬৪	১১৯.৩৭	১৩১.৪৫	১৬০.৮৩	১.০০	১৫৭.৫৬	৩৩৭.৩৩	৩০৪.৪১	১২.১২	৮৭২.৬৮	০.১৫	২,১২৪.৫৪
বিশেষায়িত ব্যাংক (০২)	৫.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৫১	০.০০	০.০০	৮.৫৭
বেসরকারি ব্যাংক (৪০)	২,৬৬৫.৮৫	১৪,৬০৯.১১	৪১.২৪	৪,১১৭.৭০	৮৭৮.৫০	৬,০১০.৬৮	২,৫৮৪.৩০	৩৬,৩১৬.১২	১,১২৩.৯০	৭৫৬.৫৩	৭৯৩.২০	৬৯,৮৯৭.১৪
বিদেশি ব্যাংক (০৯)	৩.০০	০.০০	০.০০	১০০.২১	০.০০	৩.১০	০.০০	৩২৪.২৬	২২৪.১৪	৭২০.১০	০.০০	১,৩৭৪.৮১
মোট ব্যাংক	২,৭০১.৫৫	১৪,৭২৮.৪৮	১৭২.৬৯	৪,৩৭৮.৭৪	৮৭৯.৫০	৬,১৭১.৩৪	২,৯২১.৬৩	৩৬,৯৪৪.৭৯	১,৩৬৩.৬৭	২,৩৪৯.৩১	৭৯৩.৩৫	৭৩,৪০৫.০৭
অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৩৩)	১,৩০২.১৬	২,৬৬৪.১৩	৩০.০০	৮৫৩.৫০	৩৮.৩৯	১৬৯.১৭	০.০০	২,১৬৪.২৭	২৬০.৪৫	১,৮৩০.৩৯	৬৫৩.৮৫	৯,৯৬৬.৩২
সবমোট	৪,০০৩.৭২	১৭,৩৯২.৬১	২০২.৬৯	৫,২৩২.২৪	৯১৭.৮৯	৬,৩৪০.৫১	২,৯২১.৬৩	৩৯,১০৯.০৫	১,৬২৪.১২	৪,১৭৯.৭১	১,৪৪৭.২১	৮৩,৩৭১.৩৮

উৎস: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৭.০৬ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য জারিকৃত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা অনুসারে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি রেটিং (ইএসআরআর) করা বাধ্যতামূলক। অর্থবছর ২২-এ, পরিবেশগত ও সামাজিক যথাযথ সতর্কতাভিত্তিক (ইএসডিডি) চেকলিস্ট এর মাধ্যমে রেটিংকৃত মোট প্রকল্পের সংখ্যা ১,৫৮,৬৫১টি। সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে ১,৭০,৪৭৩টি রেটিংকৃত প্রকল্পে মোট ৩,৭৩৫.১৭ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। বিগত ৫ (পাঁচ) অর্থবছরে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক ইএসআরআর এর প্রবনতা চার্ট ৭.০৩-এ প্রদর্শন করা হলো।

জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল

৭.০৭ অর্থবছর ২২-এ ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল হতে মোট ০.৮০ বিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয়। এ ব্যয় অনুদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

অনলাইন ব্যাংকিং ও জ্বালানি দক্ষতা

৭.০৮ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা অনুসরণে অনলাইন শাখা ও সৌরবিদ্যুৎ চালিত শাখা স্থাপন করার ব্যাপারে ব্যাংকসমূহকে উৎসাহিত করা হয়। অর্থবছর ২২ শেষে সৌরবিদ্যুৎ চালিত ব্যাংক শাখার সংখ্যা ছিল ৭০৪টি এবং অনলাইন শাখার হার ছিল শতকরা ৯৭.২৬ ভাগ।

চার্ট ৭.০১ অর্থবছর ২২-এ খাতভিত্তিক পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন

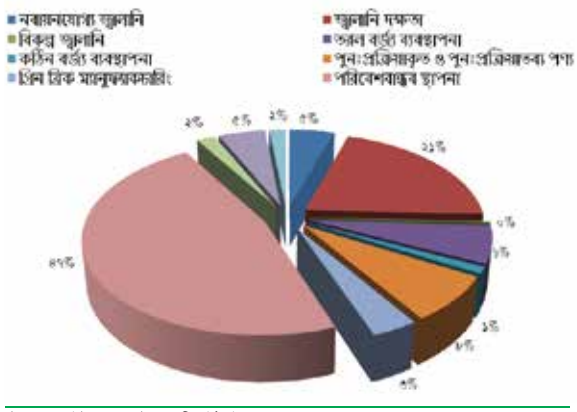

উৎস: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৭.০২ পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের প্রবণতা

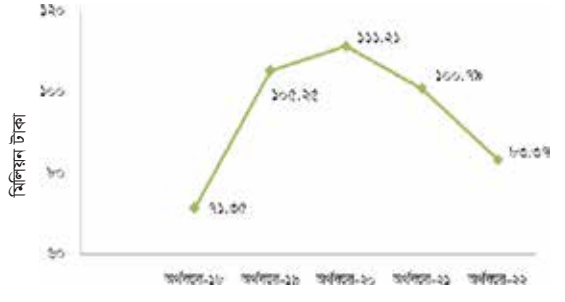

উৎস: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সাসটেইনেবিলিটি রেটিং

৭.০৯ ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সাসটেইনেবিলিটি রেটিং-এর পদ্ধতি জারি করা হয়। সাসটেইনেবিলিটি রেটিং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঁচটি প্রধান কাজের অর্জনের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হচ্ছে- (১) টেকসই অর্থায়ন (২) সিএসআর কার্যক্রম (৩) পরিবেশবান্ধব পুনঃঅর্থায়ন এবং (৪) কোর ব্যাংকিং সাসটেইনেবিলিটি এবং (৫) ব্যাংকিং সেবার পরিব্যাপ্তি। ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আর্থিক মধ্যস্থতাকারী এবং তাদের পরিবেশ, সামাজিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বিশেষত তাদের নীতি এবং কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে রেটিং করা হয়। ইতোমধ্যে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ২০২০ এবং ২০২১ সালের সাসটেইনেবিলিটি রেটিং নির্ধারণ করা হয়েছে এবং শীর্ষ রেটিং প্রাপ্ত ১০টি ব্যাংক ও ৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৭.১০ সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ও বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট প্রভৃতি পরিবেশবান্ধব পণ্যে অর্থায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯ সালে নিজস্ব উৎস হতে ২.০০ (দুই) বিলিয়ন টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করে যা পরবর্তীতে ৪.০০ (চার) বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়। প্রাথমিকভাবে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় সুবিধা প্রদানের জন্য ৬(ছয়)টি পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে বাজার চাহিদা এবং টেকনিক্যাল এডভাইজরি কমিটি'র বিশেষজ্ঞবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংক এ স্কিমের আওতায় পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ/প্রকল্পের সংখ্যা ৬(ছয়)টি হতে ৫৫(পঞ্চান্ন)টিতে উন্নীত করে (সারণি ৭.০৫)। এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ শতকরা ৬.০০-৭.০০ ভাগ সুদ ধার্য্য করতে পারে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি খাতে

চার্ট ৭.০৩ ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ইএসআরআরএর প্রবণতা

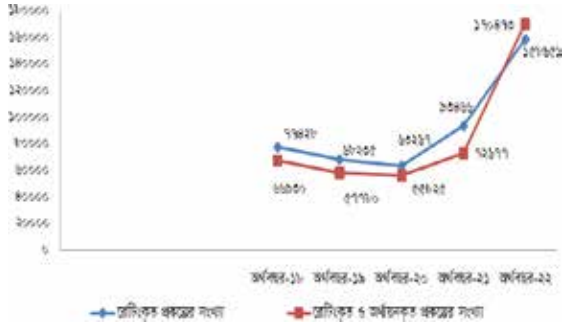

উৎস: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৭.০৪ অর্থবছর ২২-এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় পণ্য/উদ্যোগ ভিত্তিক বিতরণ

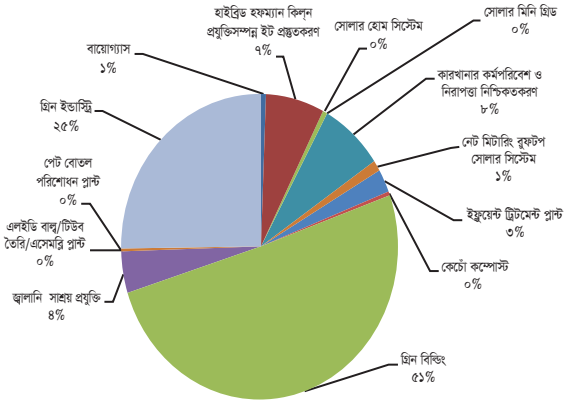

উৎস: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে ডিজেল ও বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পের স্থলে পরিবেশবান্ধব "সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম"-কে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সরকারি নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় "সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম" এর ক্ষেত্রে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরাসরি অর্থায়নের বিপরীতে সর্বোচ্চ সুদের হার নির্ধারণ করে শতকরা ৬.০০ ভাগ। ২০ এপ্রিল ২০২২ তারিখ পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় পুঞ্জীভূত বিতরণের পরিমাণ ছিল সর্বমোট ৬২২২.১৭ মিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২২ (১ জুলাই ২০২১ থেকে ২০ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত)-এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় বিতরণ

হয় ৫৪০.২৯ মিলিয়ন টাকা। সারণি ৭.০৪ এবং চার্ট ৭.০৪-এ অর্থবছর ১৮ হতে অর্থবছর ২২ পর্যন্ত এ পুনঃ অর্থায়ন তহবিলের আওতায় ঋণ বিতরণের ধারা এবং পণ্যভিত্তিক ঋণ বিতরণের পরিমাণ তুলে ধরা হলো।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)'র আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন ফাইন্যান্সিং ব্রিক কিলন ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট

৭.১১ কার্বন নির্গমন ও দূষিত বস্তুকণা হ্রাসসহ জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইটভাটা চুল্লির দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)'র আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংকে ২০১২ সালে Financing Brick Kiln Efficiency Improvement Project নামক প্রকল্পটি গঠন করা হয়। উক্ত আবর্তনশীল রিলেন্ডিং প্রক্রিয়ায় এডিবি'র আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের বাংলাদেশি মুদ্রা। এ প্রকল্পের দু'টি ভাগ রয়েছে: পার্ট-এ (Ordinary Capital Resources) এর জন্য Fixed Chimney Kiln (FCK) হতে Improved Zig-zag kiln-এ রূপান্তর/উন্নয়নের জন্য রিলেন্ডিংযোগ্য অর্থের পরিমাণ ৩০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/সমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা এবং পার্ট-বি (Special Fund Resources) এর জন্য নতুনভাবে Vertical Shaft Brick Kiln (VSBK), Hybrid Hoffman Kiln (HHK) এবং Tunnel Kiln প্রযুক্তিতে ইটভাটা নির্মাণে রিলেন্ডিংযোগ্য অর্থের পরিমাণ ২০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/সমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ২০টি অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ১৯টি উপপ্রকল্পের মাধ্যমে ৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ৪০৩৯.৭০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। শতভাগ ঋণ বিতরণসহ প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়।

গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ)

৭.১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ) নামে ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের দীর্ঘমেয়াদি পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু করার ঘোষণা

সারণি ৭.০৪ পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় পরিবেশ পরিবেশবান্ধব পণ্য/ উদ্যোগের/প্রকল্পের তালিকা:

ক্রমিক নং	পরিবেশবান্ধব পণ্য/ পদক্ষেপসমূহ
১	সোলার হোম সিস্টেম
২	সোলার পিকো গ্রিড
৩	সোলার ন্যানো গ্রিড
৪	সোলার মাইক্রো গ্রিড
৫	সোলার মিনি গ্রিড
৬	সোলার পার্ক
৭	নেট মিটারিং রুফটপ সোলার সিস্টেম
৮	সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম
৯	সোলার পাম্প ফর ড্রিংকিং ওয়াটার
১০	সোলার ফটোভোল্টাইক (পিভি) অ্যাসেম্বলি/ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
১১	সোলার কুকার অ্যাসেম্বলি/ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
১২	সোলার ওয়াটার হিটার অ্যাসেম্বলি/ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
১৩	সোলার এয়ার হিটার এন্ড কুলিং সিস্টেম অ্যাসেম্বলি/ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
১৪	সোলার পাওয়ারড কোল্ড স্টোরেজ
১৫	স্মল সাইজ বায়ো-গ্যাস প্লান্ট- ১.২,০১.৬, ২.০, ২.৪, ৩.২ অ্যান্ড ৪.৮ কিউবিক মিটার গ্যাস প্রোডাকশন পার ডে
১৬	মিডিয়াম সাইজ বায়ো-গ্যাস প্লান্ট- ৬.০ টু ২৫ কিউবিক মিটার গ্যাস প্রোডাকশন পার ডে
১৭	লার্জ সাইজ বায়ো-গ্যাস প্লান্ট- ২৬ টু ২০০ কিউবিক মিটার গ্যাস প্রোডাকশন পার ডে
১৮	ইন্টিগ্রেটেড কাউ রিয়ারিং এন্ড সেটিং আপ অফ বায়োগ্যাস প্লান্ট
১৯	উইন্ড পাওয়ার প্লান্ট
২০	হাইড্রো পাওয়ার প্লান্ট (পিকো, মাইক্রো, মিনি)
২১	ইন্সটলেশন অফ এনার্জি অডিটর সার্টিফাইড ম্যাশিনারিজ ইনক্লুডিং বয়লার অটো সেন্সর পাওয়ার সুইচ অ্যাসেম্বলি প্লান্ট
২২	এনার্জি এফিসিয়েন্ট কুক স্টেভ অ্যাসেম্বলি প্লান্ট
২৩	এলইডি বাল্ব/টিউব ম্যানুফ্যাকচারিং/অ্যাসেম্বলি প্লান্ট
২৪	এনার্জি এফিসিয়েন্ট লাইম কিলন
২৫	ইম্প্রুভড রাইস পারবয়্যালিং সিস্টেম
২৬	পাইরোলাইসিস ওয়েল/ বায়ো ক্রুড ওয়েল/ বায়ো ফুয়েল ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
২৭	বায়োলজিক্যাল ইটিপি
২৮	কম্বিনেশন অফ বায়োলজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল ইটিপি
২৯	কনভারশন অফ কেমিক্যাল ইটিপি ইন্টু কম্বিনেশন অফ বায়োলজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল ইটিপি
৩০	সেন্ট্রাল ইটিপি
৩১	ওয়েইস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট
৩২	সিউয়েজ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট
৩৩	মিথেন রিকভারি এন্ড পাওয়ার প্রোডাকশন ফ্রম মিউনিসিপাল ওয়েইস্ট প্লান্ট
৩৪	কম্পোস্ট প্রডাকশন ফ্রম মিউনিসিপাল ওয়েস্ট প্লান্ট
৩৫	হ্যাজার্ডাস ওয়েইস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট/প্লান্ট
৩৬	মেডিকেল ওয়েইস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট/প্লান্ট
৩৭	ই-ওয়েইস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট/প্লান্ট
৩৮	স্লাজ ম্যানেজমেন্ট ইউনিট/প্লান্ট
৩৯	পিইটি বোটল রিসাইক্লিং প্লান্ট
৪০	প্লাস্টিক ওয়েইস্ট (পিভিসি, পিপি, এলডিপিই, এইচডিপিই, পিএস) রিসাইক্লিং প্লান্ট
৪১	পেপার রিসাক্লিং প্লান্ট
৪২	রিসাইক্লেবল ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
৪৩	রিসাইক্লেবল পলি প্রপিলিন থ্রেড এন্ড ব্যাগেজ ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
৪৪	ব্যাটারি (সোলার/লেড এসিড/লিথিয়াম আয়রন) রিসাক্লিং প্লান্ট
৪৫	কমপ্রেসড ব্লক-ব্রিক
৪৬	ফোম কনক্রিট ব্রিক
৪৭	এনভায়রনমেন্টফ্রেন্ডলি/ ব্রিক ক্লিন এফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (টানেল ক্লিন এন্ড এইচএইচকে)
৪৮	এস্টাবলিশম্যান্ট অফ সার্টিফাইড গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি
৪৯	এস্টাবলিশম্যান্ট অফ সার্টিফাইড গ্রিন ফিচারিং বিল্ডিং
৫০	এস্টাবলিশম্যান্ট/ইন্সটলেশন 'গ্রিন ফিচারিং' ইন দ্যা বিল্ডিং/ইন্ডাস্ট্রিজ
৫১	সেফটি এন্ড ওয়ার্ক এনভায়রনম্যান্ট অফ ফ্যাক্টরি
৫২	প্রডাকশন অফ ভার্মিকম্পোস্ট
৫৩	প্রডাকশন অফ পাম ওয়েল
৫৪	প্রডাকশন অর্গ্যানিক ফার্টিলাইজার ফ্রম স্লারি

উৎস: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

দেয়। প্রাথমিকভাবে এ তহবিল শুধুমাত্র দেশের পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল, চামড়া ও পাট শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি তরান্বিতকরণে ব্যবহার করা হলেও দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিতকল্পে জুন ২০১৯ সাল হতে সকল রপ্তানিমুখী খাতের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ বাস্তবায়নে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সহায়ক অনুষঙ্গ আমদানিকল্পে রপ্তানিমুখী পরিবেশবান্ধব সকল শিল্পের প্রস্তুতকারক-রপ্তানিকারকদের বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থায়নের নিমিত্তে এ তহবিল ব্যবহৃত হয়। পরিবেশবান্ধব এ উদ্যোগগুলোর মধ্যে ওয়েট প্রসেসিংয়ে পানির সদ্ব্যবহার, পানি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা, বায়ু প্রবাহ ও সঞ্চালন দক্ষতা ও কর্মপরিবেশের উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত [এফই সার্কুলার নং.০২/২০১৬]। এপ্রিল ২০২০-এ গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড এ ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের পাশাপাশি ২০০ মিলিয়ন ইউরো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থবছর ২২ পর্যন্ত এ ফান্ডের আওতায় চুক্তি স্বাক্ষরকারী ব্যাংকসমূহের অনুকূলে ৪৩টি প্রকল্পে ১৩৮.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২৬টি প্রকল্পে ৬১.৭২ মিলিয়ন ইউরো বিতরণ করা হয় ।

পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে বিনিয়োগের নিমিত্তে ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৭.১৩ ইসলামি শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত তাদের বিধিবদ্ধ তারল্যের রক্ষণীয় মাত্রার উদ্বৃত্ত তারল্যের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সালে "ইসলামি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল" গঠন করা হয়। পরিবেশবান্ধব অর্থায়নে শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য "ইসলামি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল" এর অর্থায়নে পরিচালিত "শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" চালু করেছে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও পরিবর্তন, পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের প্রতি গ্রাহক চাহিদা বৃদ্ধি

সারণি ৭.০৫ পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর বিতরণ চিত্র

(মিলিয়ন টাকা)

পরিবেশবান্ধব পণ্যের ধরণ	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২*
বায়োগ্যাস	১০.৫০	৪.৫৬	১.২৪	২.১৭	৪.৭০
সোলার হোম সিস্টেম	০.০০	০.১৯	০.৪৫	১.৩২	৩.৬১
সোলার মিনি গ্রিড	০.০০	০.০০	০.০০	২৭.৫	০.০০
নেট মিটারিং রুফটপ সোলার সিস্টেম	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯.০০
ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	৬০.০০	১০৮.৪৪	১৩২.৫০	১৯৩.১৪	২০.০০
হাইব্রিড হফম্যান কিল্‌ন প্রযুক্তিসম্পন্ন ইট প্রস্তুতকরণ	০.০০	৫.০০	১০০.০০	০.০০	৫৫.০০
কেচোঁ কম্পোস্ট	০.০০	০.৭৯	১.২৬	১.৬৭	৩.৩৭
গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি	৫০০.০০	১৫২.৩৩	১৯৮.৭০	৪০০.০০	২০০.০০
গ্রিন বিল্ডিং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪০০.০০
কারখানার কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	৮১.৯৭	৩৯.৯৬	৮৮.১০	৬০.০০	৫৯.৯০
জ্বালানি সাশ্রয় প্রযুক্তি	১৩.০০	১০.০০	৪৬.২৯	২০০.০০	৩৪.৫০
এলইডি বাল্ব/টিউব তৈরি/এসেমব্লি প্লান্ট	০.০০	০.০০	০.০০	২৪.০০	০.০০
পেট বোতল পরিশোধন প্লান্ট	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.৫০
সর্বমোট	**৬৬৫.৪৭**	**৩২১.২৭**	**৫৬৮.৫৪**	**৯৯৪.৮১**	**৭৯২.৫৮**

*এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত

উৎস: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক ৫ এপ্রিল ২০১৮ সালে উল্লিখিত বিষয়ে বিশদ ও সমন্বিত এসএফডি "মাস্টার সার্কুলার" জারি করে। উক্ত স্কিমের মাধ্যমে ৮টি খাতের আওতায় পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের সংখ্যা ৫০টি হতে ৫১টিতে উন্নীত করা হয়েছে। খাতসমূহ হলো - নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষ/সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, বিকল্প জ্বালানি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ উপযোগী দ্রব্য প্রস্তুতকরণ, পরিবেশবান্ধব ইট উৎপাদন, পরিবেশবান্ধব স্থাপনা এবং বিবিধ। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ স্কিমের আওতায় ক্রমপুঞ্জীভূতভাবে ৪৭৬.৭৩ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অর্থবছর ২১-এ মোট বিতরণের পরিমাণ ছিল ৩৭.৯১ মিলিয়ন টাকা।

রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

৭.১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট/আপ-গ্রেডেশন ফান্ড' নামে ১০.০০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল চালু করা হয়। এসএফডি সার্কুলারের (নং-০২- ১৭ জানুয়ারি ২০২১) মাধ্যমে ব্যাংক

এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ তহবিল বিষয়ে জানানো হয়। এটি বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন/আপগ্রেডেশনের জন্য পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে। তহবিলটি ১১টি উদ্যোগ/বিভাগে 'রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১' এ বর্ণিত ৩২টি রপ্তানিমুখী শিল্প খাতে বিতরণ করা হয়। অর্থবছর ২২ পর্যন্ত এ ফান্ডের আওতায় চুক্তি স্বাক্ষরকারী ব্যাংকসমূহের অনুকূলে ১০৬.৩৬ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়।

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)

৭.১৫ ০৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে দেশের পরিবেশগত, সামাজিক, ন্যায়সংগত এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য সিএসআর কার্যক্রমকে সহজীকরণ, গুরুত্বারোপ এবং সুসংগঠিত করার নিমিত্তে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর এর বিষয়ে একটি পরিমার্জিত নীতিমালা জারি করা হয় [এসএফডি সার্কুলার নং-০১]। আলোচ্য নীতিমালায় সিএসআর এর খাত ও উপখাত, বাজেট বরাদ্দ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও তদারকি এবং কার্যক্রমের নিষেধাজ্ঞাসমূহ স্পষ্টভাবে বিধৃত করা হয়। তাছাড়া, ১০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে দেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর কার্যক্রম তুলে ধরার জন্য একটি সংশোধিত রিপোর্টিং ফরম্যাট প্রণয়ন করা হয় [এসএফডি সার্কুলার লেটার নং-১]।

ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর কার্যক্রম

৭.১৬ অর্থবছর ২২-এ দেশে কার্যরত ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৯৩৪৯.২০ মিলিয়ন টাকা, যেখানে অর্থবছর ২১-এ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৯২২৫.৬৬ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর খাতে খাতওয়ারি ব্যয়ের সার্বিক চিত্র সারণি ৭.০৫-এ উল্লেখ করা হলো। অর্থবছর ২২-এ ব্যাংকসমূহের মোট সিএসআর ব্যয় ছিল ৯২৭১.৮০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকসমূহ তাদের সার্বিক সিএসআর ব্যয়ের সিংহভাগ প্রধানত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ক্রীড়া ও সংস্কৃতি খাতে ব্যয় করেছে, যা মোট

চার্ট ৭.০৫ অর্থবছর ২২-এ ব্যাংকসমূহের সিএসআর খাতে ব্যয়ের খাতওয়ারি চিত্র

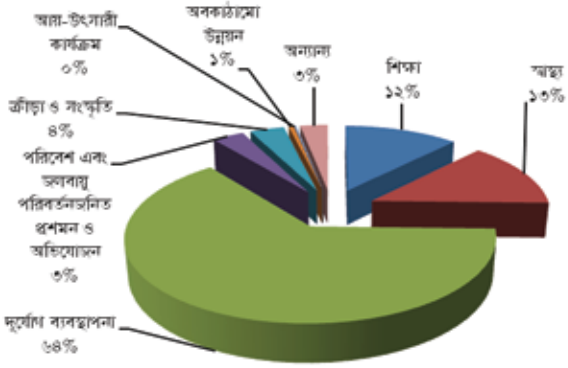

উৎসঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৭.০৬ অর্থবছর ২২-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর খাতে ব্যয়ের খাতওয়ারি চিত্র

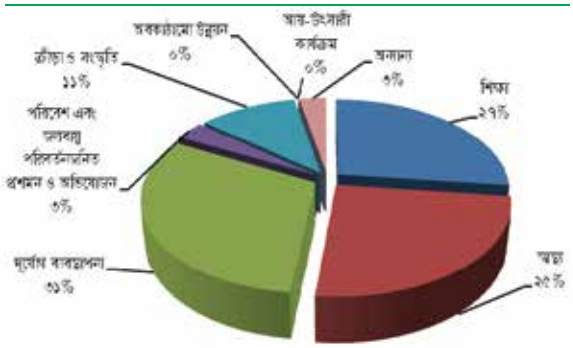

উৎস: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৭.০৬ অর্থবছর ২২-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর খাতের ব্যয়

(মিলিয়ন টাকা)

খাত	ব্যাংক		অ ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান	
	পরিমাণ	খাতওয়ারি অংশগ্রহণ (%)	পরিমাণ	খাতওয়ারি অংশগ্রহণ (%)
শিক্ষা	১১১৩.৪০	১২.০১	২০.৮০	২৬.৯১
স্বাস্থ্য	১২৪১.৪০	১৩.৩৯	১৯.২০	২৪.৮২
পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রশমন ও অভিযোজন	৩০৮.৭০	৩.৩৩	২.৫০	৩.২৮
আয়-উৎসারী কার্যক্রম	১৯.২০	০.২১	০.০০	০.০০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৫৯৩৭.৪০	৬৪.০৪	২৪.০০	৩১.০২
অবকাঠামো উন্নয়ন	৪৬.৯০	০.৫১	০.০০	০.০০
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৩৩৫.৫০	৩.৬২	৮.৫০	১০.৯৫
অন্যান্য	২৬৯.৪০	২.৯১	২.৩০	৩.০১
সর্বমোট	৯২৭১.৮০	১০০.০০	৭৭.৪০	১০০.০০

উৎস: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যয়ের যথাক্রমে শতকরা ৬৪.০৪, ১৩.৩৯, ১২.০১ এবং ৩.৬২ ভাগ। পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রশমন ও অভিযোজন এবং অন্যান্য খাতে ব্যয় ছিল যথাক্রমে শতকরা ৩.৩৩ এবং ২.৯১ ভাগ। এছাড়া, অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে মাত্র শতকরা ০.৫১ ভাগ সিএসআর ব্যয় করা হয়। আয়-উৎসারী কার্যক্রম খাতে ব্যাংকসমূহের ব্যয় ছিল নগণ্য। অর্থবছর ২২-এ ব্যাংকসমূহের সিএসআর খাতে ব্যয়ের খাতওয়ারি সার্বিক চিত্র চার্ট ৭.০৫-এ উল্লেখ করা হলো।

৭.১৭ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থবছর ২২-এ সিএসআর খাতে সার্বিক ব্যয় ছিল ৭৭.৪০ মিলিয়ন টাকা। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত অর্থবছরে সিএসআর ব্যয়ের সিংহভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (শতকরা ৩১.০২ ভাগ), শিক্ষা (শতকরা ২৬.৯১ ভাগ) এবং স্বাস্থ্য খাতে (শতকরা ২৪.৮২ ভাগ) ব্যয় করেছে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাক্রমে সার্বিক ব্যয়ের শতকরা ১০.৯৫, ৩.২৮ ও ৩.০১ ভাগ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রশমন ও অভিযোজন এবং অন্যান্য খাতে ব্যয় করেছে। অন্যদিকে, অর্থবছর ২২-এ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আয়-উৎসারী কার্যক্রম খাতে কোনোরূপ ব্যয় করা হয়নি। অর্থবছর ২২-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর খাতে ব্যয়ের খাতওয়ারি সার্বিক চিত্র চার্ট ৭.০৬-এ উল্লেখ করা হলো।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিজস্ব সিএসআর কার্যক্রম

৭.১৮ বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, নারীর ক্ষমতায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে অনুদান সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবছর বার্ষিক মুনাফা হতে ৫০.০০ মিলিয়ন টাকা ছাড়করণের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল' গঠন করে। দেশের পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমানের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এ তহবিল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে অর্থবছর ১৫-এ তহবিলটি ১০০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়। অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তহবিল হতে ১৭১.২৪ মিলিয়ন টাকা (বাংলাদেশ ব্যাংকের লভ্যাংশ ও সুদসহ) অনুমোদন করে যা অর্থবছর ২১-এ ছিল ৫১.৬৫ মিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২২-এ 'বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল' হতে খাতওয়ারি ব্যয়ের বিবরণ সারণি ৭.০৭-এ প্রদর্শিত হলো।

সারণি ৭.০৭ খাত অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সিএসআর কার্যক্রম অর্থবছর২২

(মিলিয়ন টাকা)

প্রকল্প খাত	টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প সংখ্যা	শতকরা অংশ
স্বাস্থ্য	৩৭.৭৬	১০	২২.০৫
শিক্ষা	৬২.২৩	৩৮	৩৬.৩৪
অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন খাত	৪.৯৩	৩	২.৮৮
পরিবেশ	২.৮৩	১	১.৬৫
অবকাঠামোগত উন্নয়ন	৩৩.২৯	৫	১৯.৪৪
সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য	৩০.২২	৪	১৭.৬৫
মোট	১৭১.২৫	৬১	১০০

উৎস: সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৭.১৯ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে রপ্তানি আদেশ স্থগিত, বাতিল প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সকল রপ্তানি শিল্পের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক "প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" শিরোনামে একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা হয়। স্কিমটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে গঠন করা হয়, যার পরিমাণ ৫০ বিলিয়ন কোটি টাকা। এটি ১৩ এপ্রিল ২০২০ থেকে শুরু হওয়া আবর্তনযোগ্য ৩-বছর মেয়াদি স্কিম।

সুদ হার এবং স্কিমের মেয়াদ

৭.২০ শুরুতে আলোচ্য স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়নের সুদ হার গ্রাহক পর্যায়ে ছিল শতকরা ৬.০০ ভাগ এবং ব্যাংক পর্যায়ে ছিল শতকরা ৩.০০ ভাগ। কিন্তু রপ্তানিকারকদের স্বার্থের কথা বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহক পর্যায়ে সুদ হার শতকরা ৬.০০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৫.০০ ভাগ ধার্য করা হয়। ব্যাংক পর্যায়ে সুদ হার শতকরা ২.০০ ভাগ। তবে বর্তমানে, বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে সুদ হার শতকরা ৩.৫০ ভাগ এবং ব্যাংক পর্যায়ে সুদ হার শতকরা ০.৫০ ভাগ আরোপ করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুনঃঅর্থায়নের মেয়াদ ১৮০ দিন

(বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিস কর্তৃক রক্ষিত চলতি হিসাবে আকলনের তারিখ হতে)।

পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির যোগ্যতাসমূহ

৭.২১ যে সকল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ঋণ খেলাপী নয় এবং যাদের অনুকূলে ধারাবাহিক ৩(তিন)টি পর্যন্ত কোনো রপ্তানি বিল (উক্ত স্কিমের আওতায়) ওভারডিউ নেই, সে সকল প্রতিষ্ঠান আবেদন করতে পারবে। তবে শেল কোম্পানি হতে প্রাপ্ত কোনো রপ্তানি আদেশের বিপরীতে কোনো পুনঃঅর্থায়ন বিবেচনাযোগ্য হবে না।

তহবিল-এর হালনাগাদ তথ্যাবলী (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২)

- তহবিল গ্রহণে চুক্তিবদ্ধ মোট পিএফআই: ৩৪
- তহবিল প্রাপ্ত মোট পিএফআই : ১০
- বিতরণকৃত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার পরিমাণ: ৭.২৬ বিলিয়ন টাকা
- আলোচ্য সুবিধার উপকারভোগী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা: ৭০
- সেক্টর: টেক্সটাইল ও আরএমজি।
- আলোচ্য সুবিধার উপকারভোগী ব্যক্তির সংখ্যা: ১,৯০,৯৪৮

আলোচ্য স্কিমের প্রভাব

৭.২২ আলোচ্য স্কিমটি রপ্তানিকারকদের শতকরা ৭.০০ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ৩.৫০ ভাগ সুদ হারে ঋণ সুবিধা পেতে সাহায্য করে যা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের ভোক্তাদের উপর আরোপ করে। উক্ত শতকরা ৩.৫০ ভাগ ব্যবধানের সুবিধা প্রাপ্তি বিশেষত করোনা পরিস্থিতিতে রপ্তানিকারকগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্কিমটির ফলে রপ্তানিকারকগণ বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতিতেও কর্মীদের বেতন যথাসময়ে পরিশোধ করতে সমর্থ হয়েছেন। ফলে মহামারির অনিশ্চয়তার মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে এ স্কিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ প্রক্রিয়ায় প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিটসহ অন্যান্য প্রণোদনা প্যাকেজ দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বর্তমানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম

৭.২৩ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি অন্যতম কার্যকরী নীতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক সেবা বঞ্চিত জনগণকে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা কাঠামোর আওতায় আনার উদ্দেশ্যে উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ গ্রহণে সচেষ্ট রয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ডিজিটাল সেবাসহ বহুমুখী ও ব্যয় সাশ্রয়ী বিকল্প মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে চলেছে।

৭.২৪ মূল আইন 'দি বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২' এর পাশাপাশি বিভিন্ন সংবিধি ও উপবিধি দ্বারা আরোপিত দায়িত্বের অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ সংকল্প যাত্রার অংশ হিসেবে ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক সেবায় বিশেষত: আর্থিক সেবা বঞ্চিত দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৭.২৫ সুবিধা বঞ্চিত উৎপাদনশীল খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বৃহত্তর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে এবং দ্রুত দারিদ্র্য দূরীকরণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে আর্থিক বাজারে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে চলেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অঙ্গীকার ও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং নিজস্ব অগ্রগতি নিরীক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সাল থেকে 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান' প্রকাশের মাধ্যমে নিজস্ব অঙ্গীকারসমূহ জাতির সামনে তুলে ধরেছে। সর্বশেষ ২০২০-২০২৪ মেয়াদের 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান' এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে, যেগুলোকে বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিকরণ সূচকের সাথে সংযোজন করা হয়েছে। এসব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সুবিধা-বঞ্চিত জনগণসহ সকল পর্যায়ের মানুষের নিকট

আর্থিক সেবা পৌঁছে যাবে, লিঙ্গ-বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং সর্বোপরি, আর্থিক সেবা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

৭.২৬ প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যমাত্রার বাইরেও দেশের প্রথম আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল, 'দ্য ন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন স্ট্র্যাটেজি (এনএফআইএস)' প্রস্তুতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, যার মাধ্যমে সকল নাগরিককে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনার অঙ্গীকার পুন:নিশ্চিত হবে।

বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রারম্ভিক ধাপসমূহ

৭.২৭ ১৯৭২ সালে বিভিন্ন ব্যাংকের জাতীয়করণ প্রত্যন্ত এলাকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিকটে বহুমুখী ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার কাজকে সহজ করেছিল। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কৃষি খাতে তহবিল যোগান দেয়ার জন্য বিশেষায়িত ব্যাংক) প্রতিষ্ঠা করা, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে কৃষি ক্ষেত্রে অর্থ যোগান ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়াকে সহজ করেছিল। এ সময়ে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থ যোগান ব্যবস্থায় সহায়তা এবং গ্রামীণ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার মতো কার্যাদিকে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্র খুঁজে পায়।

৭.২৮ সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক-কে লাইসেন্স দেয়া শুরু করে, যা আর্থিক সেবা গ্রহণের পরিসর বৃদ্ধি এবং আরও বেশি মানুষকে আর্থিক ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করে। বিশেষ করে গত এক দশকে মোবাইল এবং ইন্টারনেটের আবির্ভাবের কারণে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (ডিএফএস) বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে বেগবান করে তোলে। দেশে বিদ্যমান ডিএফএস-এর মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং অনেক বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত অধিক সংখ্যক মানুষকে আর্থিক সেবা গ্রহণে সহায়তা করেছে। বিশ্বব্যাপী চলমান কোভিড-১৯ অতিমারী মোকাবেলায়

চার্ট ৭.০৭ এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম এর প্রবণতা

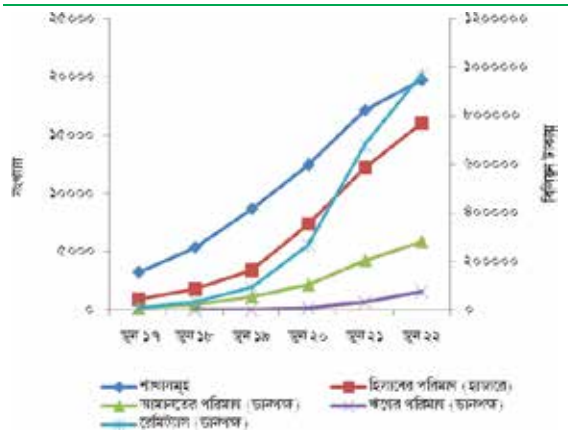

উৎস: ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ডিএফএস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৭.২৯ অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কার এবং মানসম্পন্ন ও ব্যয় সাশ্রয়ী আর্থিক সেবা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত জনগণের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়ার উপর নিবদ্ধ ছিল।

প্রথাগত পদ্ধতিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

ব্যাংক শাখার বিস্তৃতি

৭.৩০ প্রথাগত ও সমন্বিত পদ্ধতিতে ব্যাংকিং সেবার বিস্তৃতি সেসব স্থানেই ঘটাতে হবে, যেসব স্থানে উক্ত সেবার চাহিদার পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক শাখার জন্য ব্যবসায়িক সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১১ সালের পূর্বে ব্যাংকগুলোকে নতুন শাখা স্থাপনের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামে ৪:১ অনুপাতে শাখা স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। ব্যাংক শাখা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আরও বেশি ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ২০১১ সাল থেকে ব্যাংলাদেশ ব্যাংক একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে এবং শহর ও গ্রামে নতুন ব্যাংক শাখা খোলার ক্ষেত্রে ১:১ অনুপাত পুনর্নির্ধারণ করে। অর্থবছর ২২-এ মোট ১৭০টি নতুন ব্যাংক শাখা খোলা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যাংক শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০,৯৬৩টি।

বক্স ৭.০১ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সাসটেইনেবিলিটি রেটিং নির্ণয়ের পদ্ধতি

সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য

৩০ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে জারি করা "ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য টেকসই অর্থায়ন নীতি" সার্কুলারে টেকসই অর্থায়ন কার্যক্রমের বিস্তৃত পরিধি বর্ণনা করা হয়। পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং, পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন, টেকসই কৃষি, টেকসই সিএসআর, সিএমএসএমই, সাসটেইনেবিলিটির সাথে যুক্ত সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ অর্থায়ন, অন্যান্য টেকসই লিংক অর্থায়ন ইত্যাদিও টেকসই অর্থায়নের উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাসটেইনেবিলিটি রেটিং-এর পাঁচটি প্রধান উপাদান রয়েছে যথা- (ক) টেকসই অর্থায়ন, (খ) সিএসআর, (গ) পরিবেশবান্ধব পুনঃঅর্থায়ন, (ঘ) কোর ব্যাংকিং, ও (ঙ) ব্যাংকিং পরিষেবার ব্যাপ্তি।

ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশগত, সামাজিক এবং গভর্নেন্স-এর উপর ভিত্তি করে বছরভিত্তিক উক্ত রেটিং করা হয়ে থাকে এবং উচ্চতর সাসটেইনেবিলিটি রেটিং স্কোর প্রাপ্ত শীর্ষ দশটি ব্যাংক এবং শীর্ষ পাঁচটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক তাদের নাম বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

উপাদান

টেকসই অর্থায়ন সূচক

টেকসই অর্থায়ন সূচক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, অন্যান্য পরিবেশগত ও টেকসই বাস্তবায়ন, টেকসই কৃষি, টেকসই সিএমএসএমই এবং সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ অর্থায়ন ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। অধিকন্তু ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের টেকসই গভর্নেন্স, পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং অনুশীলন, পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগে অংশগ্রহণ ইত্যাদি টেকসই অর্থায়ন সূচকে উপ-উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সিএসআর কার্যক্রম

সাসটেইনেবিলিটির সাথে যুক্ত সিএসআর কার্যক্রম ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সামাজিকভাবে জবাবদিহি করতে সাহায্য করে। ত্রাণ সহায়তা এবং দুর্যোগকালীন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সিএসআর কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আর্থিক খাতে সিএসআর কার্যক্রমকে মূলধারায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা এবং জলবায়ু ঝুঁকি তহবিলের ক্ষেত্রে সহায়তাসহ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য অগ্রগতির সুযোগগুলো বিস্তৃত করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রদত্ত নীতি ও নির্দেশিকা অনুসারে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল খাতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর ব্যয় সাসটেইনেবল রেটিংয়ে মূল্যায়ন করা হয়। অধিকন্তু উক্ত সূচকে সিএসআর গভর্নেন্স, জেন্ডার সমতা বিধান এবং ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ সিএসআর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব পুনঃঅর্থায়ন

পরিবেশবান্ধব পণ্য/প্রকল্প/উদ্যোগ যেমন সৌর শক্তি, বায়ো-গ্যাস প্লান্ট, বর্জ্য শোধনাগার, পুনঃব্যবহার, জ্বালানি দক্ষতা ইত্যাদির জন্য অর্থায়নের পথ প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সক্রিয়ভাবে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে আসছে। আলোচ্য রেটিং-এ

বক্স ৭.০১ (চলমান)

অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রমের উপর তাদের মান নির্ধারণ করা হয়।

কোর ব্যাংকিং সাসটেইনেবিলিটি

ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুশীলনে সাসটেইনেবিলিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কোর ব্যাংকিং-এর মধ্যে সম্পদের গুণমান, মূলধনের পর্যাপ্ততা, যথাযথ তারল্য, রেগুলেটরি পরিপালন, গভর্নেন্স অনুশীলন ইত্যাদি সম্পর্কিত পারফরমেন্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোর ব্যাংকিং অনুশীলন টেকসই অর্থায়ন অনুশীলনের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাংকিং পরিষেবার ব্যাপ্তি

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকিং পরিষেবা ব্যাপ্তি সূচকটি সাসটেইনেবিলিটি রেটিং-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর অধীনে শাখার সংখ্যা, ডিপোজিট একাউন্টের সংখ্যা, ঋণ হিসাবের সংখ্যা এবং এজেন্ট আউটলেটের সংখ্যা বিবেচনা করা হয়।

এসএমই/কৃষি উপশাখা এবং উপশাখা

৭.৩১ ২০১০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (এসএমই)/কৃষি শাখা স্থাপনের অনুমতি প্রদান করে। পরবর্তীতে, ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকসমূহকে উপশাখা স্থাপনের অনুমতি প্রদান করে। এ সকল নতুন উদ্যোগ ব্যাংকিং সেবা বহির্ভূত এবং সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে যুক্ত করেছে। উপশাখাসমূহ সীমিত মাত্রায় ব্যাংকিং সেবা প্রদান এবং নিকটবর্তী পূর্ণাঙ্গ শাখার অধীনে স্বল্প ব্যয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিকল্প মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

এজেন্ট ব্যাংকিং

৭.৩২ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৩ সালে তফসিলি ব্যাংকসমূহকে এজেন্টের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা বিস্তৃত করার সুযোগ প্রদান করে। এজেন্সি চুক্তির অধীনে থেকে ব্যাংকের এজেন্ট সীমিত মাত্রায় ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা প্রদান করতে পারে। এ পদ্ধতিতে প্রত্যন্ত এলাকায় নিজস্ব লোকবল নিয়োগ অথবা নিজস্ব শাখা স্থাপন ব্যতিরেকেই ব্যাংকসমূহ তাদের সেবা বিস্তৃত করতে পারে। এ ব্যবস্থা ব্যাংকের জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য নিজ এলাকায় ব্যাংকের পক্ষে কাজ করার জন্য উপযোগী। ফলস্বরূপ, প্রত্যন্ত এলাকায় এজেন্ট ব্যাংকিং অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

৭.৩৩ এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের জন্যই অসীম সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম বেগবান হয়েছে। আমানত স্থানান্তর, ঋণ বিতরণ এবং বিশেষত: দেশে প্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রা বিতরণের ক্ষেত্রে এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যাংকসমূহকে সহায়তা করছে। এমনকি কোভিড-১৯ সংক্রমণের সময়ে যখন ব্যাংকিং কার্যক্রমে মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল, তখনও এজেন্ট ব্যাংকিং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে।

৭.৩৪ জুন ২০২২ পর্যন্ত ৩০টি ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমে যুক্ত ছিল। অর্থবছর ২২-এ ১৯,৭৩৭টি আউটলেট সহযোগে মোট ১৪,২৯৯টি এজেন্ট নিয়োজিত ছিল, যা অর্থবছর ২১-এ ১৭,১৪৭টি আউটলেট ও ১২,৯১২টি এজেন্ট এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১৫.১০ ভাগ এবং শতকরা ১০.৭৪ ভাগ বেশি। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট হিসাবের সংখ্যা ছিল ১,৬০,৭৪,৩৭৮টি এবং এসকল হিসাবে মোট স্থিতি ছিল ২৮০.৮৫ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২২-এ বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৯৭০.৪৮ বিলিয়ন টাকা। চার্ট ৭.০৭-এ এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের গতিধারা দেখানো হলো।

অটোমেটেড টেলার মেশিনের (এটিএম) সূচনা

৭.৩৫ বিশ্বব্যাপী অটোমেটেড টেলার মেশিন শাখাবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। গ্রাহকের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকগুলোকে তাদের গ্রাহকের জন্য এটিএম চালু করতে উৎসাহিত করছে। এ ব্যবস্থা ব্যাংকগুলোকে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, পিওএস/অনলাইন লেনদেন ইত্যাদি সেবাসমূহ যুগপৎভাবে প্রদান করার সুযোগ করে দেয়। বাংলাদেশে প্রথম এটিএম চালু হয় ১৯৯৩ সালে। জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে এটিএম মেশিনের সংখ্যা ছিল ১৩,০৩৬টি।

ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সার্ভিসেস

৭.৩৬ পিওএস এবং ই-কমার্স সেবার সহজলভ্যতা গ্রাহকদেরকে দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে স্বাচ্ছন্দে অর্থ পরিশোধে সহায়তা করে। বিশেষত: প্রযুক্তির উন্মেষ এ সকল সেবা ও প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ নতুন প্রজন্মকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালে অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেমস (বিএসিপিএস), ২০১১ সালে বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড্স ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন), ২০১২ সালে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) এবং ২০১৫ সালে রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেমস (আরটিজিএস) চালু করেছে। এ ধরনের কারিগরি তৎপরতা অর্থ সঞ্চালন বৃদ্ধি করেছে এবং এভাবেই আন্ত:ব্যাংক লেনদেনের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে এনেছে। এ সকল সেবার ব্যবহার বৃদ্ধি ব্যয় কমায় এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ঘটায়।

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস

৭.৩৭ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১১ সালে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস চালু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে এমএফএস শুধু লেনদেনের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীতে এটি আমানত সংগ্রহের মাধ্যমও হয়ে উঠে। বাংলাদেশের সর্বত্র মোবাইল নেটওয়ার্ক সহজলভ্য হওয়ার পর থেকেই এমএফএস দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক এমএফএস একাউন্ট খোলার জন্য কেওয়াইসি এবং ইলেকট্রনিক ডকুমেন্টেশন চালু করে, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে আরও ত্বরান্বিত করে।

৭.৩৮ প্রারম্ভিক ধাপে এমএফএস লেনদেন ক্যাশ ইন/ক্যাশ আউট (সিআইসিও) এ সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্তমানে পার্সন-টু-পার্সন (পিটুপি), পার্সন-টু-বিজনেস (পিটুবি), বিজনেস-টু-পার্সন (বিটুপি), পার্সন-টু-গভর্নমেন্ট (পিটুজি) এবং গভর্নমেন্ট-টু-পার্সন (জিটুপি)সহ সকল প্রকারের লেনদেন সংঘটিত হচ্ছে এবং এমএফএস এর ব্যবহার জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

৭.৩৯ এমএফএস-এর কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই এর ব্যবহার অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা অর্থবছর ২২-এ অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সকল এমএফএস কোম্পানিকে গার্মেন্টস কর্মী ও সরকারি নগদ সহায়তা, ভাতা, বৃত্তি, ইত্যাদি গ্রহীতার হিসাব খোলা এবং হ্রাসকৃত ক্যাশ আউট ফি'তে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। এ অর্থবছরে নিবন্ধিত ও সক্রিয় এমএফএস গ্রাহক সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ৭৮.৭৫ ভাগ ও শতকরা ৫৫.৯৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে লেনদেনের সংখ্যা এবং পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে শতকরা ১৭.০৪ ভাগ ও শতকরা ২৬.৮৬ ভাগ।

পিএসপি এবং পিএসও সমূহের অনুমোদন

৭.৪০ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিত করা এবং আর্থিক সেবাকে ছড়িয়ে দেয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক 'বাংলাদেশ পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস রেগুলেশন-২০১৪ (বিপিএসএসআর-২০১৪)' এর আওতায় পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (পিএসপি) এবং পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর (পিএসও) লাইসেন্স প্রদান করছে। পিএসপিসমূহ সরাসরি গ্রাহকদের অর্থ পরিশোধ বা অর্থ পরিশোধের প্রক্রিয়া সহজতর করে এবং ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ই-ওয়ালেট, মোবাইল ওয়ালেট ইত্যাদির সাহায্যে লেনদেন নিষ্পত্তি করে। পিএসও-সমূহ ফিনটেক সংস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট

অংশীজনদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, যেমন-পেমেন্ট গেটওয়ে বা পেমেন্ট অ্যাগ্রিগেটর হয়ে কাজ করে। জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ৫টি পিএসপি এবং ৮টি পিএসও কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যাদের কার্যক্রম বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করছে।

প্রান্তিক এবং বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত উদ্যোগ

নো-ফ্রিল অ্যাকাউন্ট

৭.৪১ বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কেন্দ্রবিন্দু মূলত স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী। যেহেতু আর্থিক পরিষেবা, দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত, তাই বাংলাদেশ ব্যাংক দরিদ্র, প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অপ্রয়োজনীয় ফি/চার্জবিহীন বা নামমাত্র চার্জে বিশেষ ধরনের ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ হিসাবগুলো সাধারণভাবে নো-ফ্রিল অ্যাকাউন্টস্ (এনএফএ) নামে পরিচিত। এনএফএ খোলার জন্য সহজীকৃত কেওয়াইসি (Know-Your-Customer) এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টশনের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষক, সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধাভোগী, মুক্তিযোদ্ধা, ক্ষুদ্র জীবন বীমা পলিসি গ্রাহক, পোষাক শ্রমিক, সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মী, পাদুকা এবং চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারক, ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার শ্রমিক, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, পথশিশু, প্রাক্তন ছিটমহলের বাসিন্দা, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অনুকূলে বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাব খোলার জন্য নির্দেশনা জারি করেছে। এছাড়াও ব্যাংকসমূহকে এসব হিসাবে আমানতের বিপরীতে উচ্চ হারে সুদ প্রদানের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। দেশের প্রান্তিক মানুষের আর্থিক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এ কর্মসূচি বিগত বছরগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭.৪২ জুন ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির আওতায় মোট ২,৫২,৭৬,৮৩২টি এনএফএ খোলা হয়। জুন ২০২১-এ

চার্ট ৭.০৮ নো-ফ্রিল অ্যাকাউন্ট এর ধারাবাহিক চিত্র

উৎস: ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

এর সংখ্যা ছিল ২,৪২,৩৩,৬৬৫টি, অর্থাৎ বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৪.৩০ ভাগ। নো-ফ্রিল হিসাবসমূহে মোট আমানত জুন ২০২১-এর ২৬,৬৫৯.৪ মিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পায় জুন ২০২২ শেষে দাঁড়িয়েছে ৩৪,৭৬৩.৩ মিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ৩০.৪০ ভাগ বেশি। এনএফএ-সমূহের বৃদ্ধির গতিধারা চার্ট ৭.০৮-এ দেখানো হলো।

স্কুল ব্যাংকিং

৭.৪৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো স্কুল ব্যাংকিং। অল্প বয়সে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং চালু করা হয়, যার মাধ্যমে তারা ব্যাংকিং পরিষেবা এবং আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে স্কুল ব্যাংকিং প্রবর্তনের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করে। পরবর্তীতে, ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া, শিক্ষার্থীরা ১৮ বছর বয়সে পৌঁছে যাওয়ার পরে গ্রাহকের সম্মতি সাপেক্ষে স্কুল ব্যাংকিং হিসাবগুলোকে সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবে রূপান্তর করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

৭.৪৪ স্কুল ব্যাংকিং সংক্রান্ত নীতিমালাসমূহের আলোকে ব্যাংকসমূহ ন্যূনতম ১০০ টাকা জমা নিয়ে শিক্ষার্থীদের হিসাব

খুলতে পারে। এ সকল হিসাবে কোনও পরিষেবা চার্জ নেই, বরং উক্ত হিসাবসমূহে আকর্ষণীয় সুদের হার, ডেবিট কার্ডের সুবিধা এবং স্কুলকেন্দ্রিক আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা, ইত্যাদি সুবিধা রয়েছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে কার্যরত ৫৫টি ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। স্কুল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে জুন ২০২২ পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২,১৮,১৯৩টি, যার বিপরীতে স্থিতির পরিমাণ ছিল ২৩,৩৯০.৯০ মিলিয়ন টাকা। জুন ২০২১ হতে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সংখ্যা এবং স্থিতির পরিমাণ বেড়েছে যথাক্রমে ২,৪১,৫৫০টি (বা শতকরা ৮.১১ ভাগ) এবং ১,৯১২.৮ মিলিয়ন টাকা (বা শতকরা ৮.৯১ ভাগ)। চার্ট ৭.০৯-এ বাংলাদেশে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হলো।

পথশিশু/কর্মজীবী শিশুদের জন্য ব্যাংকিং

৭.৪৫ পথশিশু/কর্মজীবী শিশুদের আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং সেবার আওতাভুক্ত করে তাদের কষ্টার্জিত অর্থের নিরাপত্তা এবং সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরির লক্ষ্যে ব্যাংকে তাদের হিসাব খোলার নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পথশিশু/কর্মজীবী শিশুদের মধ্যে যাদের বাবা-মা নেই, তারা নিবন্ধিত বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) সহায়তায় মনোনীত ব্যাংকসমূহে হিসাব খুলতে পারবে। হিসাবধারীদের কল্যাণ ও হিসাব পরিচালনার জন্য এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত এনজিওগুলো সম্পূর্ণরূপে দায়বদ্ধ থাকবে। এছাড়া, এ ধরনের হিসাব হতে কোনও ফি/চার্জ আরোপ করা হয় না।

৭.৪৬ জুন ২০২২ পর্যন্ত ১৯টি ব্যাংক ২৩টি এনজিওর সহায়তায় ২৩,২৩৫টি পথশিশু/কর্মজীবী শিশুদের হিসাব খোলা হয়। এ হিসাবগুলোতে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪.৪৬ মিলিয়ন টাকা। জুন ২০২১ এর তুলনায় এ হিসাব সংখ্যা ৯৫৭৭টি বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ বার্ষিক বৃদ্ধির হার শতকরা ৭০.১২ ভাগ।

পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি

১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য ৫.০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৭.৪৭ ১০ টাকার হিসাবধারী স্বল্প আয়ের মানুষদের কর্মকাণ্ড সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে ২০১৪ সালে ২.০ বিলিয়ন টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়। উক্ত স্কিমের আওতায়, ব্যাংকসমূহ বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করতে পারত। সেপ্টেম্বর ২০২১-এ বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রামীণ অর্থনীতিকে কোভিড অতিমারী থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি উক্ত স্কিমকে ব্যাংক এবং কাঙ্ক্ষিত ঋণগ্রহীতাদের নিকট অধিক আকর্ষণীয় করে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উক্ত পদক্ষেপসমূহের অংশ হিসেবে, পুনঃঅর্থায়ন স্কিমটির তহবিলের পরিমাণ ২.০ বিলিয়ন টাকা থেকে ৫.০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়। একক গ্রাহকের ঋণসীমা ৫০,০০০ টাকা হতে ৫,০০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। স্কিমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি হলো সুদ হারের ক্ষেত্রে; পূর্বে সুদহার ছিল ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে শতকরা ৯.০০ ভাগ এবং ব্যাংকের ক্ষেত্রে শতকরা ৪.০০ ভাগ যা যথাক্রমে শতকরা ৭.০০ ভাগ এবং শতকরা ১.০০ ভাগে পরিবর্তিত হয়। অধিকন্তু, শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকসমূহকে এ স্কিমে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়া হয়। জুন ২০২২ পর্যন্ত উক্ত স্কিমে ৫০টি ব্যাংক চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং ২০২২ সালের জন্য ৩.৯০ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। জুন ২০২২ পর্যন্ত ২.০ বিলিয়ন টাকা এবং ৫.০ বিলিয়ন টাকা উভয় স্কিম হতে ৯৪,৫৩৫ জন ঋণগ্রহীতা মোট ৫.৬০ বিলিয়ন টাকার ঋণ গ্রহণ করে।

কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ৩০.০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৭.৪৮ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ভিশন ২০৪১ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নানাবিধ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমে যুক্ত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে এ বিভাগ কর্তৃক কতিপয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক প্রাদুর্ভাবের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবকে প্রশমন করার লক্ষ্যে

ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নআয়ের পেশাজীবি, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অতিমারীর ক্ষয়ক্ষতিজনিত প্রভাব থেকে উত্তরণে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ৩০.০ বিলিয়ন টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করে। উল্লেখ্য যে, অতিমারীর কারণে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী যে সকল শ্রমিকরা দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন তারাও এ স্কিমের আওতাভুক্ত। প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের নিকট ঋণসুবিধা পৌঁছে দিতে ২৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখের এফআইডি সার্কুলার নং-০২/২০২১-এর নির্দেশনামতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে তফসিলি ব্যাংকসমূহের শাখা এবং উপশাখাসমূহের মাধ্যমে সরাসরি ঋণ বিতরণ করা যাবে। এক্ষেত্রে, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ও সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুদের হার যথাক্রমে শতকরা ৯.০০ ভাগ ও শতকরা ৭.০০ ভাগ। পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে তফসিলি ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংককে শতকরা ৫.০০ ভাগ সুদ প্রদান করবে এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ তফসিলি ব্যাংকসমূহকে শতকরা ৩.০০ ভাগ হারে সুদ প্রদান করবে। এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ০.৫৬ মিলিয়ন প্রান্তিক জনগণ ২৭.৮১ বিলিয়ন টাকা ঋণসুবিধা গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ১৭.৯২ বিলিয়ন টাকা তফসিলি ব্যাংকসমূহ হতে আদায় করে। এই পুনঃঅর্থায়ন স্কিম দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে কোভিড-১৯ অতিমারীর সংকট থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে স্বাভাবিক জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে এক বড় সুযোগ করে দেয়।

আর্থিক সাক্ষরতা এবং ভোক্তাধিকার

৭.৪৯ টেকসই আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য নাগরিকদের আর্থিক সাক্ষরতা একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগকে আরও সফল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর ২০২০-২০২৪ সালের 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান'-এ 'আর্থিক শিক্ষা ও আর্থিক সাক্ষরতার উদ্যোগ শক্তিশালীকরণ'-কে অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক সাক্ষরতা ও আর্থিক শিক্ষা বিষয়ে নীতি প্রণয়নের

চার্ট ৭.০৯ স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম এর প্রবণতা

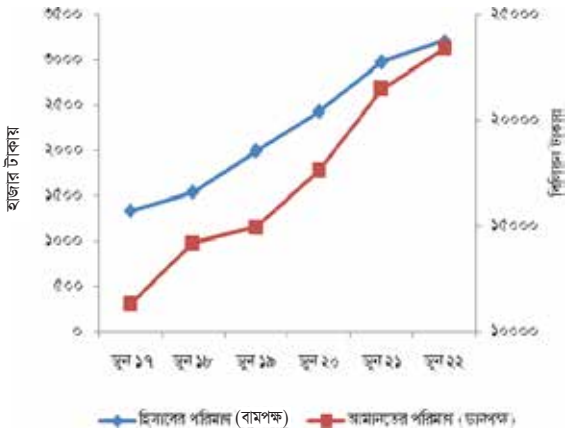

উৎস: ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৪ সালে 'স্কুল ব্যাংকিং সম্মেলন' নামে একটি বিশেষ কর্মসূচি প্রবর্তন করেছে। জেলা পর্যায়ে 'স্কুল ব্যাংকিং সম্মেলন' আয়োজন করা হচ্ছে। এতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, তাদের পিতা-মাতা, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট এলাকার সাংবাদিক এবং অন্যান্য অংশীজন বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থিক জ্ঞান আদান-প্রদানে অংশগ্রহণ করেন। আর্থিক সাক্ষরতাকে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক স্তরে আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাজ করছে।

৭.৫০ অধিকন্তু, জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (এএফআই)-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক 'স্ট্রাইভিং ফর এ ফাইন্যান্সিয়ালি লিটারেট সোসাইটি' শীর্ষক একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত ৩টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়:

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তারের লক্ষ্যে আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালা প্রণয়ন;
- বিভিন্ন শ্রেণির জনগণ যেমন- কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা; নারী, যুবক, কৃষক/কৃষি

নির্ভর জনগণ; মোবাইল আর্থিক সেবা গ্রহীতা, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাভোগী ও প্রবীণ নাগরিক ইত্যাদির জন্য আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক কনটেন্ট সম্বলিত ওয়েবসাইট নির্মাণ; এবং

- জনসাধারণের মাঝে আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তারকে বেগবান করার লক্ষ্যে ছোট ছোট অ্যানিমেটেড ভিডিও নির্মাণ।

৭.৫১ উপরোল্লিখিত কর্মসূচি ও উদ্যোগসমূহের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন আর্থিক সচেতনতামূলক প্রচারণা যেমন- ঋণ বিতরণ কর্মসূচি, বিভিন্ন স্কিম ও প্রকল্পবিষয়ক সচেতনতা কর্মসূচি, বিশেষ মেলা যেমন- ব্যাংকিং মেলা, এসএমই মেলা, নারী উদ্যোক্তা মেলা ইত্যাদি আয়োজন করে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও জ্ঞান বিনিময়

৭.৫২ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে বেগবান করে দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে কৌশলগত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু আন্তর্জাতিক জোটের সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপনের লক্ষ্যে এসব সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করেছে।

৭.৫৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জুন ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে এএফআই এর বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ এর চেয়ার এর দায়িত্ব পালন করেন। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এএফআই এর বিভিন্ন বোর্ড কমিটি ও ওয়ার্কিং গ্রুপে অবদান রাখছেন। অধিকন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংক এএফআই বোর্ডের জেন্ডার ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স কমিটির ভাইস- চেয়ার হিসেবেও নির্বাচিত হয়।

৭.৫৪ মেক্সিকোর রিভেরিয়া মায়া শহরে সেপ্টেম্বর ২০১১-এ অনুষ্ঠিত গ্লোবাল পলিসি ফোরামে সদস্যসমূহ কর্তৃক স্বনির্ধারিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্যে এএফআই মায়া ঘোষণা চালু করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও মায়া ঘোষণায় স্বাক্ষর করে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে; যার মধ্যে ৪৭টি সফলভাবে অর্জিত হয়।

৭.৫৫ প্রসঙ্গতঃ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৪ সালে এএফআই পলিসি অ্যাওয়ার্ড, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালের জন্য 'দ্য চাইল্ড এন্ড ইয়্যুথ ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল (সিওয়াইএফআই)'স গ্লোবাল ইনক্লুশন অ্যাওয়ার্ড এবং ২০১৮ সালে এএফআই জেন্ডার ইনক্লুসিভ অ্যাম্বাসেডর অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অন্যান্য পদক্ষেপসমূহ

সরলীকৃত ব্যাংক হিসাব খোলার ফরমের প্রবর্তন

৭.৫৬ সম্ভাব্য গ্রাহক যাচাইয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অদক্ষতা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উত্তরণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ট্যালিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ব্যাংক কর্তৃক ব্যবহৃত হিসাব খোলার ফরম পুনর্বিবেচনা করে তুলনামূলক সহজীকৃত হিসাব খোলার ফরমের প্রবর্তন করে। যথাযথভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক ফেব্রুয়ারি ২০২০-এ সহজীকৃত হিসাব খোলার ফরমের একটি সার্কুলার জারি করে। প্রান্তিক পর্যায়ের গ্রাহকদের ঝুঁকিভিত্তিক বিভিন্ন দলিলাদি উপস্থাপনের জটিলতা নিরসনে সহজীকৃত এ ফরমটি তৈরি করা হয়েছে। সহজীকৃত ফরমের প্রয়োজনীয় তথ্য ছাড়াও ব্যাংকসমূহ তাদের স্বীয় বিবেচনায় অতিরিক্ত তথ্য গ্রাহকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবে।

আর্থিক খাতে ই-কেওয়াইসি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন

৭.৫৭ ২০২০ সালে বিএফআইইউ, ব্যাংকসমূহ, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বীমা কোম্পানি, পুঁজিবাজার মধ্যস্থতাকারী, এমএফএস, ডিএফএস এবং বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত অন্যান্য সংস্থাসমূহের জন্য ই-কেওয়াইসি নির্দেশিকা জারি করে। সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০২০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের কথা ছিল। পরবর্তীতে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনা করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সময়সীমা বাড়ানো হয়। ই-কেওয়াইসি নির্দেশিকাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নির্দেশাবলীর একটি সেট রয়েছে

যাতে তারা এনআইডি কার্ড এবং প্রতিটি এনআইডি কার্ডের বিপরীতে সংরক্ষিত বায়ো-মেট্রিক্স তথ্যের উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল উপায়ে গ্রাহক সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। ই-কেওয়াইসি প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ডিজিটাল উপায়ে গ্রাহকের পরিচয় দ্রুত যাচাই করা যা সময়, খরচ বাঁচাতে এবং গ্রাহক ও সেবা প্রদানকারী উভয়ের জন্যই সহজতর করা। ৩০ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশে ই-কেওয়াইসি বাস্তবায়নের অবস্থা নিম্নরূপ:

বাস্তবায়নের পরিস্থিতি	ব্যাংকসমূহের সংখ্যা	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত	২৩	৩
আংশিক বাস্তবায়িত	১৮	৪
প্রক্রিয়াধীন	১৮	২৫
প্রযোজ্য নয়	১	১
মোট	**৬০**	**৩৩**

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ই-কেওয়াইসি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময় বিএফআইইউকে তাদের অগ্রগতি প্রদান করে থাকে। তাদের রিপোর্ট অনুসারে ৩০ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ই-কেওয়াইসি এর মাধ্যমে খোলা হিসাবের সংখ্যা নিম্নরূপ:

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ধরণ	পুরুষ	মহিলা	অন্যান্য	মোট
ব্যাংক অ-ব্যাংক	১০,৩৯,১৫৮	৫৬৫৩৬৪	৩০৬৮৪	১৬৩৫২০৬
আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২,০৪,৬১৭	৬৮৮৪৮	-	২৭৩৪৬৫
এমএফএস	৫,৬৩,৮৭,৬৭৯	৫৬৩৮৭৬৭৯	-	১১২৭৭৫৩৫৮
মোট	**৫,৭৬,৩১,৪৫৪**	**৫৭০২১৮৯১**	**৩০৬৮৪**	**১১৪৬৮৪০২৯**

ই-কেওয়াইসির ব্যবহার আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা সহজে পরিচালনা, দ্রুত গ্রাহক অধিগ্রহণ এবং একটি নিরাপদ ও দ্রুত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করছে।

পল্লি অঞ্চলে আর্থিক অভিগম্যতা বৃদ্ধিকরণ

৭.৫৮ গ্রামীণ এলাকায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও আর্থিক অভিগম্যতা বৃদ্ধিকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক কৃষিঋণ নীতি অনুসরণ করে আসছে। গ্রামীণ অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রতি বছর এ নীতি পরিচালিত হচ্ছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষিঋণ নীতি অবদান রেখে চলেছে।

৭.৫৯ স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণ সাধারণত ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের বিতরণ করা হয় এবং সেগুলো একটি পঞ্জিকা বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। সুতরাং, আর্থিক ব্যবস্থায় তাদের রাখার জন্য নীতি উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষি ঋণ সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে। অর্থবছর ২২-এ মোট ২৮৮.৩৪ বিলিয়ন টাকা ৩.৩০ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয় যার মধ্যে ১.৮০ মিলিয়ন ছিল নারী ঋণগ্রহীতা।

ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৭.৬০ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৪ সালে দেশে ক্ষুদ্র উদ্যোগের উন্নয়নে সহায়তার জন্য নিজস্ব তহবিল থেকে ১.০০ বিলিয়ন টাকার ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (এসইআরএস) নামে একটি পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প চালু করে। পরবর্তীতে, ঋণগ্রহীতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে, তহবিলটির আকার ১৫.০০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়। নারী উদ্যোক্তাদের সিএমএসএমই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে, ৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে এসএমইএসপিডি এর জারিকৃত সার্কুলার লেটার অনুযায়ী ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে শতকরা ০.৫০ ভাগ সুদ হারে (যা আগে শতকরা ৩.০০ ভাগ ছিল) ঋণ গ্রহণ করতে পারে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে সর্বাধিক শতকরা ৫.০০ ভাগ হারে (যা আগে শতকরা ৭.০০ ভাগ ছিল) বিতরণ করতে পারে। ৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে জারিকৃত সার্কুলার লেটার অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক (বিবি) এ তহবিলটি শুধুমাত্র মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য উৎসর্গ করেছে। অধিকন্তু, বিবি পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পের শেষ ব্যবহারকারীদের শতকরা ১.০০ ভাগ প্রণোদনা প্রদান করবে এবং যথাযথভাবে ঋণ পরিশোধের পরে পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণকারী ব্যাংক বা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরও শতকরা ১.০০ ভাগ প্রণোদনা দেবে। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত এ তহবিলের অধীনে ৪৫৬৩০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে পুনরাবৃত্তিকভিত্তিতে ৫৪.৯৯ বিলিয়ন

টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয় এবং তাদের মধ্যে ৩২৯০৪ জন নারী উদ্যোক্তা ছিলেন।

অর্থায়নের পথ প্রশস্ত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত জামানতের পরিমাণ বৃদ্ধি

৭.৬১ পর্যাপ্ত জামানত বাংলাদেশের যে কোনো ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। এ সকল জামানতের মধ্যে স্থাবর সম্পদ সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহের ধারাবাহিক বিকাশ স্থাবর সম্পত্তির অপ্রতুলতার কারণে বাধাগ্রস্ত হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (সিএমএসএমই) ক্ষেত্রে অস্থাবর সম্পত্তি বিকল্প জামানতের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্বব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর সমন্বয়ে 'Secured Lending and Movable Collateral Registry Reform Project' নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। স্থানান্তরযোগ্য কিংবা অস্থাবর সম্পদকে জামানত হিসেবে গ্রহণ করে জামানত ব্যবস্থার পুনর্গঠন করাই হলো এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এর ফলে জামানতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে জামানত সংক্রান্ত জটিলতা হ্রাস পেয়ে ঋণ গ্রহণের পথ প্রশস্ত হবে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপসমূহ

স্টার্ট-আপ ফান্ড সংক্রান্ত পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন

৭.৬২ বাংলাদেশ ব্যাংক সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহকে ২০২০ সাল থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য প্রতি বছর তাদের বার্ষিক নিট মুনাফার শতকরা ১.০০ ভাগ স্থানান্তর করে একটি 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' গঠন করার নির্দেশনা জারি করে [এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং ০৪ এবং সার্কুলার লেটার নং ০৫ তারিখ ২৯ মার্চ ২০২১ এবং ২৬ এপ্রিল ২০২১]। স্টার্ট-আপ ফান্ডের পরিমাণ অর্থবছর ২২-এ ১.২৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংক স্টার্ট-আপ অর্থায়নের জন্য পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য ৫.০০ বিলিয়ন টাকার একটি তহবিল সংগ্রহ করে। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত, 'স্টার্ট-আপ ফান্ড'-এর অধীনে মোট ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করা হয় ০.০৪ বিলিয়ন টাকা এবং অ্যাকাউন্ট/গ্রাহকের সংখ্যা ছিল ১৮ জন। উল্লেখ্য যে ১৬ জুন ২০২২-এ অনুষ্ঠিত ব্যাংকারদের সভায় সমস্ত ব্যাংকসমূহকে স্টার্ট-আপ ফান্ড সুবিধার অধীনে প্রতি বছর কমপক্ষে ৩ জন গ্রাহককে অর্থায়ন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর কারণে গৃহীত নীতিগত ব্যবস্থা

৭.৬৩ কোভিড-১৯ অতিমারীতে বাংলাদেশ ব্যাংক নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা নিম্নরূপ:

- লেনদেনের সীমা বৃদ্ধি ও ফি কমানোর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল আর্থিক সেবা নিশ্চিতকরণ;
- ব্যাংক হিসাব ও মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে কর্মজীবী/গ্রাহকদের বেতন, মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা প্রদান;
- কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে ৫.০০ মিলিয়ন কর্মচ্যুত গরীব পরিবারকে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ১০ টাকা হিসাবের মাধ্যমে সরকার প্রদত্ত নগদ সহায়তা প্রদান;
- অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে ঋণ সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৩০.০০ বিলিয়ন টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন;
- কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (সিএমএসএমই) ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে ২০০.০০ বিলিয়ন টাকার আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ ও চলতি মূলধন সুবিধা প্রদানে ১০০.০০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন;
- কোভিড-১৯ অতিমারীর ফলে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলায় কৃষি খাতের জন্য ৩০.০০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন; এবং
- কোভিড-১৯ এর ব্যাপকতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি খাতে চলতি মূলধন যোগান দেয়ার জন্য ৫০.০০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা, প্রবিধান এবং তত্ত্বাবধান

৮.০১ বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাশাপাশি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশের আর্থিক খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যৌথ অর্থায়ন, ব্রিজ ফাইন্যান্সিং, লিজ ফাইন্যান্সিং, সিকিউরিটাইজেশন, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট অব ইক্যুইটি ইত্যাদির মতো নানাবিধ অর্থায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩৫টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কার্যরত রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে নিয়ন্ত্রিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত। আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৪(১) ধারা মোতাবেক অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে বাধা-নিষেধ রয়েছে-

ক) চেক, পে অর্ডার, ড্রাফট্ ইস্যু করতে পারবে না;

খ) আমানতকারীর আদেশের মাধ্যমে চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য আমানত গ্রহণ করতে পারবে না; এবং

গ) স্বর্ণ অথবা কোনো বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন করতে পারবে না।

ব্যাংকের বিপরীতে অধিকাংশ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গৃহায়ন খাতে অর্থায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংকের দু'টি মূল বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান করা হয়: (ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ (ডিএফআইএম) এবং (খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ (এফআইআইডি)। ডিএফআইএম অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতিমালা, প্রবিধান এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন করে থাকে। এ বিভাগ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অফ-সাইট সুপারভিশন কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে। বিশদ পরিদর্শন এবং বিশেষ পরিদর্শনের মাধ্যমে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে থাকে।

লাইসেন্স এবং প্রবিধান

৮.০২ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩-এ অর্পিত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান, প্রবিধান প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ আইনের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরকারের অনুমোদনক্রমে আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ প্রবর্তন করা হয়। এছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩ এর ১৮ (ছ) ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য Prudential Regulations & Guidelines জারি করা হয়। [ডিএফআইএম সার্কুলার নং ০৫, তারিখ ২৪ জুলাই, ২০১১], অনুসারে বর্তমানে দেশে কার্যরত অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ন্যূনতম ১.০ বিলিয়ন টাকা। এছাড়া, কোনো অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের রিস্ক ওয়েটেড অ্যাসেটের ন্যূনতম অনুপাতের (বর্তমানে এ হার শতকরা ১০ ভাগ) কম হতে পারবে না। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মেয়াদি আমানত গ্রহণ (কমপক্ষে ০৩ মাস মেয়াদি), কমার্শিয়াল পেপার, বন্ড এবং ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনসাধারণের আমানত গ্রহণ করতে পারে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আমানতকারীগণ বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স স্কিম দ্বারা আচ্ছাদিত নন। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আয় শনাক্তকরণ, সম্পদ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং পদ্ধতি, একক ও যৌথ ঋণসীমা, পুঁজিবাজার বিনিয়োগ সীমা, শ্রেণিকরণ ও মূল্যায়নের জন্য বিনিয়োগ পোর্টফোলিও, নগদ জমার হার (Cash Reserve Ratio) ও সংবিধিবদ্ধ জমার হার (Statutory Liquidity

Reserve) সংরক্ষণ, হিসাবায়ন পদ্ধতি ও ডিসক্লোজার এবং সুপারভাইজরি রিপোর্টিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে Prudential Guidelines মেনে চলতে হয়।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শাখাসমূহের সংখ্যা

৮.০৩ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সরকারি মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ০৩টি, দেশি ও বিদেশি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৩টি এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ১৯টি। ৩০ জুন ২০২২ ভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে কার্যরত অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ২৭১টি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে ৮০টি শাখা ঢাকা জেলায় এবং অবশিষ্ট ১৯১টি শাখা জেলা শহরে অবস্থিত। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানার ধরন এবং তাদের শাখা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত তথ্য সারণি ৮.০১ এ দেখানো হয়েছে।

সম্পদ

৮.০৪ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতের মোট সম্পদের পরিমাণ জুন ২০২২-এ দাঁড়ায় ৯৭৩.২৪ বিলিয়ন টাকা, যা ডিসেম্বর ২০২১ শেষে ছিল ৮৯৬.৫৬ বিলিয়ন টাকা।

বিনিয়োগ

৮.০৫ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করলেও মূলতঃ শিল্প খাতেই তাদের বিনিয়োগ অধিক হারে পুঞ্জীভূত। জুন ২০২২-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগ ছিল যথাক্রমে ব্যবসা ও বাণিজ্য- শতকরা ১৪.৭৫ ভাগ, শিল্প- শতকরা ৪৫.৭৩ ভাগ, কৃষি- শতকরা ২.৫৩ ভাগ, আবাসন- শতকরা ১৯.০৭ ভাগ, ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন- শতকরা ৬.৫৬ ভাগ, সেবা- শতকরা ৬.৯৩ ভাগ, কনজ্যুমার ফাইন্যান্স- শতকরা ৩.৬৬ ভাগ এবং অন্যান্য খাতে শতকরা ০.৭৭ ভাগ (চার্ট ৮.০১)।

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ

৮.০৬ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৬ ধারা মোতাবেক অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের পরিশোধিত মুলধন ও রিজার্ভের শতকরা ২৫.০ ভাগ পর্যন্ত পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে পারে। ৩০ জুন, ২০২২-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ ছিল ৪৪.৮৬ বিলিয়ন টাকা যা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদের শতকরা ৪.৬১ ভাগ [ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৩, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২]।

আমানত

৮.০৭ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ ডিসেম্বর ২০২০-এ ছিল ৪৫৩.২০ বিলিয়ন টাকা (মোট দায়ের শতকরা ৫৫.৫৫ ভাগ), যা ডিসেম্বর ২০২১-এ

সারণি ৮.০১ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামোগত ধরন

মেয়াদকাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা	৩৩	৩৪	৩৪	৩৪	৩৫	৩৫	৩৫
সরকার মালিকানাধীন	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
দেশী ও বিদেশী যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত	১১	১২	১২	১২	১৩	১৩	১৩
ব্যক্তি মালিকানাধীন	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯
নতুন শাখা	১৪	৩০	৮	১১	৩	১	৮
মোট শাখা	২২৪	২৫৪	২৬২	২৭৩	২৭৬	২৭৭	২৭১

*৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত।
উৎসঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৮.০১ ৩০ জুন ২০২২ ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগ

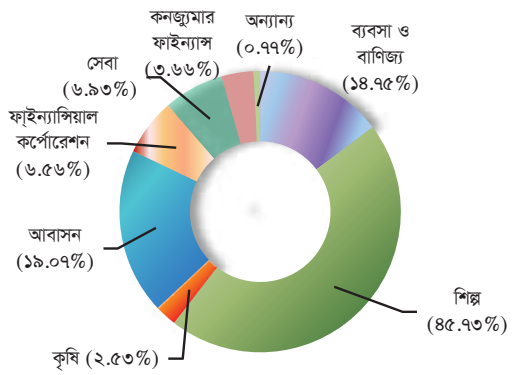

উৎসঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৪৪.২০ বিলিয়ন টাকায় (মোট দায়ের শতকরা ৫৩.৯১ ভাগ)। ডিসেম্বর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১-এ আমানতের পরিমাণ সার্বিকভাবে শতকরা ২ ভাগ হ্রাস পায়। জুন ২০২২ শেষে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৭৮.০৮ বিলিয়ন টাকা (সারণি ৮.০২)।

অন্যান্য দায় ও ইক্যুইটি

৮.০৮ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট দায়ের পরিমাণ ডিসেম্বর ২০২০-এ ছিল ৮১৫.৮৪ বিলিয়ন টাকা, যা ডিসেম্বর ২০২১-এ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮২৩.৯৬ বিলিয়ন টাকা। জুন ২০২২ ভিত্তিতে মোট দায় ও ইক্যুইটির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯২৯.৯০ ও ৪৩.৩৪ বিলিয়ন টাকা (সারণি ৮.০২)।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ও রেটিং

৮.০৯ ব্যাংকের ন্যায় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা CAMELS রেটিং এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে, যেখানে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক্যামেলস রেটিং-এ ব্যবহৃত ছয়টি নির্দেশক হলো মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগতমান, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, উপার্জন ক্ষমতা, তারল্য পরিস্থিতি ও বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতা।

মূলধন পর্যাপ্ততা

৮.১০ মূলধন পর্যাপ্ততা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূলধনের সার্বিক অবস্থার উপর আলোকপাত করে এবং সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে আমানতকারীদের সুরক্ষা প্রদানসহ প্রধান আর্থিক ঝুঁকি (যেমন-ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, সুদ হার ঝুঁকি, ইত্যাদি) মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে। ব্যাসেল-২ অ্যাকোর্ড-এর আওতায় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে শতকরা ১০.০ ভাগ মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়, যার মধ্যে কোর মূলধন কমপক্ষে শতকরা ৫.০ ভাগ।

সম্পদের গুণগত মান

৮.১১ সম্পদের গুণগত মান নির্ণয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো মোট ঋণ/লিজের তুলনায় শ্রেণিকৃত ঋণ/লিজের হার

সারণি ৮.০২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায় ও আমানত

(বিলিয়ন টাকা)

মেয়াদকাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
মোট সম্পদ	৬১১.০	৭১৩.৯	৮৩৯.৯০	৮৫১.৬	৮৭১.৫	৯০২.১৬	৮৯৬.৫৬	৯৭৩.২৪
মোট দায়	৫০৯.০	৬০৬.৪৬	৭২৫.৯৫	৭৩৯.৬	৭৫৩.১২	৮১৫.৮৪	৮২৩.৯৬	৯২৯.৯০
দায়-সম্পদ অনুপাত	৮৩.৩	৮৪.৯৫	৮৬.৩৬	৮৬.৮	৮৬.৪	৯০.৪৩	৯১.৯০	৯৫.৫৫
মোট আমানত	৩১৮.১	৩৮২.৪৩	৪৬৭.৯৮	৪৬৬.২	৪৫১.৯৩	৪৫৩.২০	৪৪৪.২০	৪৭৮.০৮
মোট দায়ের শতকরা হিসেবে আমানত	৬২.৫	৬৩.১	৬৪.৪১	৬৩.০	৬০.০	৫৫.৫৫	৫৩.৯১	৫১.৪১

*৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত।

উৎস: আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৮.০৩ মোট ঋণ/লিজ এবং শ্রেণীকৃত ঋণ/লিজের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

মেয়াদকাল	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
মোট ঋণ/লিজ	৫৩০.৭	৫৮০.৪	৬৪১.৯	৬৭৮.১	৬৭০.২১	৬৭১.২০	৬৯৩.৩২
শ্রেণীকৃত ঋণ/লিজ	৩৮.৭	৫২.১	৫৯.২	৮০.৪	৮৯.০৫	১০৩.২৮	১৫৯.৩৬
মোট ঋণ/লিজের সাথে শ্রেণীকৃত ঋণ/লিজের হার (%)	৭.৩	৮.৯	৯.২	১১.৯	১৩.২৯	১৫.৩৯	২২.৯৯

*৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত।

উৎস: আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৮.০৪ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা অর্জনের হার

(শতকরা)

	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
ইক্যুইটি আয় হার (ROE)	৬.৯	৮.৩	৭.৪৫	(২৫.২)	(১.৯৯)	(২.৭৯)	(৯.৯১)
সম্পদ আয় হার (ROA)	১.০০	১.১৪	০.৯৮	(২.৫৬)	(০.১৯)	(০.২৩)	(০.৪৪)

*৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত।

উৎস: আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

(এনপিএল)। জুন ২০২২-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের হার ছিল শতকরা ২২.৯৯ ভাগ। একই সময়ে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদের মধ্যে ঋণ/লিজের পরিমাণ ছিল শতকরা ৭১.২৪ ভাগ। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণ/লিজ এবং শ্রেণিকৃত ঋণ/লিজ এর গতিধারা সারণি ৮.০৩ এ দেখানো হয়েছে।

আয় ও উপার্জন ক্ষমতা

৮.১২ আয় ও উপার্জন ক্ষমতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দক্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতার পরিচায়ক। উপার্জন এবং মুনাফা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বহুল ও সর্বোত্তম ব্যবহৃত সূচক হলো সম্পদের ওপর আয়হার

(ROA) যা ইক্যুইটির ওপর আয় হার (ROE) এর সম্পূরক। জুন ২০২২-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ROA ও ROE ছিল যথাক্রমে শতকরা ০.৪৪ ও ৯.৯১ ভাগ (সারণি ৮.০৪)।

তারল্য পরিস্থিতি

৮.১৩ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র মেয়াদি আমানত গ্রহণ করতে পারে। বর্তমানে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোট দায়ের শতকরা ৫.০ ভাগ বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ (এসএলআর) রূপে, যার মধ্যে মেয়াদি আমানতের শতকরা ২.৫ ভাগ (দৈনিক ন্যূনতম শতকরা ২.০ ভাগ) নগদ তরল সম্পদ (সিআরআর) হিসেবে দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করতে হয়। আমানত গ্রহণ করে না এমন অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএলআর শতকরা ২.৫ ভাগ। প্রসঙ্গত, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব সহনীয় রাখতে অর্থবছর ২০ শেষে সিআরআর এর হার সাময়িকভাবে দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে শতকরা ২.৫ ভাগ হতে শতকরা ১.৫ ভাগ এবং দৈনিক ভিত্তিতে শতকরা ২.০ ভাগ হতে শতকরা ১.০ ভাগে এ হ্রাস করা হয়েছিল, যা এখনো বহাল রয়েছে। [ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৩, তারিখ: ২১ জুন, ২০২০]

বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতা

৮.১৪ সুদ হার বা ইক্যুয়িটি মূল্যের পরিবর্তন কোনো অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ-দায়, উপার্জন এবং মূলধনের উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলে, তা বাজার ঝুঁকিজনিত সংবেদনশীলতার মাত্রা নির্দেশ করে। কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংবেদনশীলতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সুদহার অথবা ইক্যুয়িটি মূল্যের (অথবা উভয়েরই) সম্ভাব্য অভিঘাতজনিত দুর্বলতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়। এ সংবেদনশীলতা মূল্যায়নের সময় কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজার ঝুঁকি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণে কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। অনেক অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই বাজার ঝুঁকির প্রাথমিক উৎস হলো নন-ট্রেডিং স্থিতি এবং সুদ হার পরিবর্তনে এর সংবেদনশীলতা।

সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং

৮.১৫ জুন ২০২১-এ ৩৫টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৩টি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং "২ বা সন্তোষজনক", ৮টি প্রতিষ্ঠানের "৩ বা মোটামুটি ভাল", ৮টি প্রতিষ্ঠানের "৪ বা প্রান্তিক" এবং ৩টি প্রতিষ্ঠানের "৫ বা অসন্তোষজনক" ছিল। ১টি প্রতিষ্ঠান এ সময় পর্যন্ত ক্যামেলস্ রেটিংয়ের আওতায় আসেনি, ১টি প্রতিষ্ঠানের ক্যামেলস্ রেটিং প্রক্রিয়া চলমান ছিল এবং বিশেষ পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকার কারণে এ সময়কালে ১টি প্রতিষ্ঠানের ক্যামেলস্ রেটিং করা হয়নি।

আইনি কাঠামো ও প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন

৮.১৬ চলমান উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নে গুরুত্বারোপ এবং কিছু আইনি ও প্রবিধানগত নীতি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। 'গাইডলাইন্স অন কমার্শিয়াল পেপার ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন্স' সংশোধন করা হয়েছে যা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে দক্ষতার সাথে কমার্শিয়াল পেপারের বিষয়ে অধিক সংগঠিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সাহায্য করবে।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা এবং ব্যাসেল অ্যাকোর্ড বাস্তবায়নে অগ্রগতি

৮.১৭ জানুয়ারি ২০১২ হতে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে Basel-II এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম পন্থাসমূহের অনুশীলন এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন কাঠামো অধিকতর ঝুঁকিভিত্তিক ও ঘাত-সহনশীল করণার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক 'Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Market Discipline (CAMD) for Financial Institutions' নামক একটি গাইডলাইন জারি করেছে। বিধিবদ্ধ পরিপালন হিসেবে সকল অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গাইডলাইনটি অনুসরণ করছে। Basel-II অনুযায়ী বাংলাদেশে কার্যরত সকল অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তার মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের

শতকরা ১০ ভাগ অথবা ১ বিলিয়ন টাকা এর মধ্যে যেটি অধিক তা ন্যূনতম সংরক্ষিতব্য মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। Basel-III অ্যাকোর্ড এর নীতিগুলো বাস্তবায়নের জন্যে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে এ খাতে Basel-III এখনও চালু করা হয়নি।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পোরেট সুশাসন

৮.১৮ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনায় শৃঙ্খলা ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্পোরেট সুশাসন কাঠামো সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যাপ্ত নীতিমালা রয়েছে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা পর্ষদ, নির্বাহী কমিটি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি, নিরীক্ষা কমিটি, ব্যবস্থাপনা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কর্তৃত্ব, দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত রয়েছে [ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৭, তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৭]। বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বা পর্ষদের বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাবসিডিয়ারি/অধিভূক্ত সংস্থাসমূহের পরিচালক হতে পারবেন না। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালকদের সংখ্যা ৯ থেকে ১১ জনের মধ্যে সীমিত রয়েছে [এফআইডি সার্কুলার নং-০৯, তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০২]। প্রতিষ্ঠানের রূপকল্প/লক্ষ্য, বার্ষিক কৌশলগত ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, মূল সক্ষমতা সূচক, মূল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ইত্যাদি বিষয়াদি পর্ষদ নির্ধারণ ও অনুমোদন করে। অপরপক্ষে, ব্যবস্থাপনা পারচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং কৌশলগত ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকে।

সম্পদের শ্রেণিকরণ ও এর বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ

৮.১৯ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ, অগ্রিম, লিজ, বিনিয়োগ-এর সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে বস্তুগত ও গুণগত মাপকাঠির ভিত্তিতে প্রভিশন সংরক্ষণ করে থাকে। বিদ্যমান নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণ/লিজসমূহকে স্ট্যান্ডার্ড, বিশেষ উল্লেখ হিসাব, নিম্নমান, সন্দেহজনক ও মন্দ/ক্ষতি মানে শ্রেণিকরণ করে যথাক্রমে শতকরা ১.০ ভাগ, শতকরা ৫.০ ভাগ, শতকরা ২০.০ ভাগ, শতকরা ৫০.০ ভাগ ও শতকরা ১০০.০ ভাগ হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। জুন ২০২২ ভিত্তিতে মোট বকেয়া ঋণ/লিজের পরিমাণ ছিল ৬৯৩.৩২ বিলিয়ন টাকা যার মধ্যে বিরূপ মানে শ্রেণিকৃত ঋণ/লিজের পরিমাণ ছিল ১৫৯.৩৬ বিলিয়ন টাকা (মোট ঋণ/লিজের শতকরা ২২.৯৯ ভাগ) (সারণি ৮.০৩)। ঋণ/লিজ/অগ্রিমের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইতিপূর্বে একটি মাস্টার সার্কুলার জারি করা হয়েছে [ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৪, তারিখ: ২৬ জুলাই, ২০২১]।

সারণি ৮.০৫ অর্থবছর ২২-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শনসমূহ

পরিদর্শনের নাম	সংখ্যা
প্রধান কার্যালয়ের বিশদ পরিদর্শন	৩২
শাখায় বিশদ পরিদর্শন	০
কোর রিস্ক পরিদর্শন	০
এফআইসিএল পরিদর্শন (কুইক সামারি রিপোর্ট)	৩৬
বিশেষ পরিদর্শন	২৩

*৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত।
উৎস: আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ঋণ নীতি

৮.২০ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ বিতরণের ক্ষেত্রে সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হয়। গ্রাহকের অনুকূলে যে খাতে ঋণ অনুমোদন করা হয় সে উদ্দিষ্ট খাতেই ঋণের অর্থ ছাড় করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং পরবর্তী কিস্তি বিতরণের পূর্বে বিতরণকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার নির্দেশনা রয়েছে [ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০২, তারিখঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১]। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সঠিকভাবে ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ নথি সংরক্ষণ করার নির্দেশনা ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে [ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৮, তারিখঃ ২৯ মে, ২০২২]। পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত যোগ্য জামানত গ্রহণ করা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ।

মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৮.২১ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন, সম্পদ ও দায়

ব্যবস্থাপনা, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিরাপত্তা সম্পর্কিত পাঁচটি মূখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স রয়েছে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন ও সম্ভাব্য সকল ঝুঁকিকে দক্ষতার সাথে সনাক্ত ও মোকাবেলার জন্য বিগত ২০১৬ সালে একটি সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স প্রণয়ন করা হয়েছে [ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৩, তারিখ: ২৪ জানুয়ারি, ২০১৬]। উক্ত গাইডলাইন্সে ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, অপারেশনাল ঝুঁকি, পরিপালন ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, সুনামগত ঝুঁকি, পরিবেশগত ঝুঁকি এবং মানি লন্ডারিং ঝুঁকিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্ট্রেস টেস্টিং

৮.২২ স্ট্রেস টেস্টিং হলো সম্ভাব্য অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষমতা নির্ণায়ক একটি কৌশল যার মাধ্যমে ব্যতিক্রম কিন্তু যুক্তিসংগত স্বতসিদ্ধের মাধ্যমে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা যাচাই করা হয়। স্ট্রেস টেস্টিং বিভিন্ন ঝুঁকির (সুদহার, ঋণ, ইক্যুইটি এবং তারল্য) বিষয়ে এবং বিরূপ অপ্রত্যাশিত ফলাফল সম্পর্কে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনাকে সতর্ক করে থাকে। ১ থেকে ৫ মাত্রার স্ট্রেস টেস্ট রেটিং স্কেল এবং Weighted Average Resilience-Weighted Insolvency Ratio (WAR-WIR) Matrix ব্যবহার করে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নেও সহায়তা করে। এছাড়া, ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ট্রেস টেস্টিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন

৮.২৩ অর্থবছর ২২-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয়ের উপর আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ (এফআইআইডি) মোট ৩২টি বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রমের বিস্তারিত ৭.০৫ সারণিতে দেখানো হল। পরিদর্শন প্রতিবেদনের বাস্তবায়নও এ বিভাগ তদারকি করে থাকে।

গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধিমালা

চার্জ-এর তালিকা

৮.২৪ গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিত করতে এবং গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'Customer Service and Complaint Management Policy' প্রণয়নের নির্দেশনা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে [ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১২, তারিখঃ ২৭ জুন, ২০২২]। 'Customer Service and Complaint Management Policy' অনুযায়ী গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে তাদের প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং শাখা অফিসে অভিযোগ সেল গঠন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আমানতকারী/বিনিয়োগকারী/ গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণার্থে কতিপয় সেবার বিপরীতে ধার্যকৃত চার্জ যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণসহ বিদ্যমান ও সম্ভাব্য গ্রাহকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন সেবার বিপরীতে ধার্যকৃত চার্জের একটি সম্পূর্ণ তালিকা শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের সুবিধাজনক দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাদের ওয়েবসাইটে উক্ত তথ্যাদি আপলোড করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ষান্মাসিক ভিত্তিতে এতদ্‌সংক্রান্ত বিবরণী দাখিল করে থাকে। কমিটমেন্ট ফি, সুপারভিশন ফি এবং চেক ডিজঅনার ফি নামে কোনো কমিশন/চার্জ আরোপ করা যাবে না।

বাংলাদেশে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ এবং কমার্শিয়াল পেপারের গাইডলাইন্স

৮.২৫ নানবিধ পণ্য এবং পরিসেবাগুলোর মাধ্যমে গ্রাহকের ক্রমবর্ধমান ও পরিবর্তিত চাহিদা মেটাতে ব্যাংকের পাশাপাশি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত পণ্য ও সেবার বিষয়ে 'Guidelines on Products and Services of Financial Institutions in Bangladesh' শিরোনামে

একটি নির্দেশিকা রয়েছে [ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৫, তারিখ: ১৭ জুলাই, ২০১৩]। নির্দেশিকাটি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সুষ্ঠু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে এবং নতুন পণ্য ও সেবা চালুকরণে শৃঙ্খলা আনতে সহায়তা করে থাকে। কমার্শিয়াল পেপারের বিষয়ে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কিছু প্রবিধান নির্ধারণের জন্য 'Guidelines on Commercial Papers for Financial Institutions' চালু রয়েছে। নির্দেশিকায় উল্লিখিত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে কমার্শিয়াল পেপারে বিনিয়োগকারী, ইস্যুকারী, জামিনদার, ইস্যুয়িং বা পেয়িং প্রতিনিধি হিসেবে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। সর্বোত্তম চর্চা এবং মান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গাইডলাইনটি সময়ে সময়ে সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কস্ট অব ফান্ড ইনডেক্স

৮.২৬ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১৩ সালে প্রকাশিত "গাইডলাইনস্ অন দ্যা বেজ রেট সিস্টেম ফর নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস্" অনুযায়ী নিয়মিতভাবে তাদের বেজ রেট এবং কস্ট অব ফান্ডস্ সংশ্লিষ্ট বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানসমূহের দাখিলকৃত বিবরণীর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কস্ট অব ফান্ডস্ ইনডেক্স নামে একটি সমন্বিত বিবরণী প্রস্তুত এবং মাসিক ভিত্তিতে তা হালনাগাদ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করে থাকে। একটি গ্রহণযোগ্য রেফারেন্স রেট হিসেবে কস্ট অব ফান্ডস্ ইনডেক্স ব্যবহৃত হয়। প্রচলিত বেজ রেট সিস্টেম সুদহার নির্ধারণ পদ্ধতিকে সহজতর এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সহায়তা করে থাকে। ডিসেম্বর ২০২১ মাসে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কস্ট অব ফান্ডস্ ছিল শতকরা ৬.৫৩ ভাগ, যা জুন ২০২২ মাসে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৭.১২ ভাগ।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পোরেট মেমোরি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

৮.২৭ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার তথ্যাদি কর্পোরেট মেমোরি সিস্টেমে সংরক্ষণের নির্দেশনা রয়েছে [ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৩, তারিখ: ১০ অক্টোবর, ২০১৯]।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

৮.২৮ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায়, কোভিড-১৯ অতিমারী বাংলাদেশের আর্থিক ও অর্থনৈতিক খাতসমূহের উপর চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। এ প্রভাব থেকে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এর গ্রাহকদের রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যেমন- ঋণ/লিজ/অগ্রিম হিসাব শ্রেণিকরণে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা [ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০১, তারিখ: ২৪ মার্চ, ২০২০], নগদ রিজার্ভ সংরক্ষণ হার দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে শতকরা ২.৫ ভাগ হতে শতকরা ১.৫ ভাগ এবং দৈনিক ভিত্তিতে শতকরা ২.০ ভাগ হতে শতকরা ১.০ ভাগে এ হ্রাসকরণ [ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৩, তারিখ: ২১ জুন, ২০২০] এবং ঋণ পুনর্গঠন ও পুনঃতফসিল সুবিধার শর্তাবলী সহজ করা হয়েছে। এছাড়াও, শিল্প ও সেবা খাত এবং সিএমএসএমই খাতে চলতি মূলধন হিসেবে সরকারি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সুদ ভর্তুকি ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ/লিজ/ বিনিয়োগে সুদের হার যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে [ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৬, তারিখ: ১৮ এপ্রিল, ২০২২]। এ সমস্ত নীতিগত পদক্ষেপের মাধ্যমে এ খাতটি কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে প্রত্যাশিতভাবে স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়।

আর্থিক বাজার

৯.০১ আর্থিক বাজার মূলধন সহজলভ্যকরণসহ যথাযথ খাতে অর্থায়ন করে অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থবছর ২২-এ আর্থিক বাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংক (বিবি) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কোভিড-১৯ এর প্রতিকূলতা হতে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি বাজারের উল্লেখযোগ্য সূচকসমূহ যেমন তারল্য প্রাপ্তি, সঞ্চরণ কৌশল (Transmission Mechanism) ভিত্তিক সুদ হার, সতর্ক পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিযোগিতামূলক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার ইত্যাদির সাহায্যে আর্থিক ব্যবস্থায় একটি যৌক্তিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অধিকন্তু, বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রমকে উৎসাহিতকরণসহ আর্থিক খাতকে উজ্জীবিত ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে অর্থবছর ২২-এ প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বাংলাদেশ ব্যাংক বিচক্ষণতার সাথে নীতি হাতিয়ারসমূহ প্রয়োগ করে।

বাজার সারসংক্ষেপ - অর্থবছর ২২

- অর্থবছর ২২-এ বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ও আমানত প্রবৃদ্ধির যথাক্রমে ঊর্ধ্বমুখী এবং হ্রাসমান ধারার প্রেক্ষিতে ব্যাংক ব্যবস্থায় তরল সম্পদের নিম্নগামী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তদুপরি, রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহের নিম্ন ও আমদানি প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে ব্যাংকগুলোর উদ্বৃত্ত তারল্যও হ্রাস পায়।
- এরই ধারাবাহিকতায় ব্যাংকিং খাতে তারল্য ঘাটতির পাশাপাশি অতিমারী হতে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের জন্য আন্তঃব্যাংক কল মানি সুদ হার বৃদ্ধি পায়, যার প্রেক্ষিতে অর্থবছর ২২-এ অর্থ বাজারে কিছুটা অস্থিতিশীলতা অনুভূত হয়।
- উপরন্তু, মূল্যস্ফীতির চাপ নিরসনে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২২-এ রেপো সুদ হার দুই বার বৃদ্ধি করে। প্রথমত, রেপো সুদ হার মে ২০২২-এ ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হতে শতকরা ৫.০০ ভাগে নির্ধারণ করে। পরবর্তীতে, বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো সুদ হার জুন ২০২২-এ পুনরায় ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৫.০০ ভাগ থেকে শতকরা ৫.৫০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করে। অর্থবছর ২২-এ, রিভার্স রেপো সুদ হার শতকরা ৪.০০ ভাগে অপরিবর্তিত ছিল।
- মূল্যসূচক, বাজার মূলধন এবং লেনদেনে নিম্নমুখী প্রবণতার দরুণ পুঁজিবাজারে কিছুটা অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। পণ্য ও জ্বালানি মূল্যে অস্থিতিশীলতা এবং ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের উল্লেখযোগ্য অবচিতি পুঁজি বাজারের পরিস্থিতিকে ঋণাত্মকভাবে প্রভাবিত করে।
- মাঝারি রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট, কোভিড-১৯ অতিমারী এবং আমদানির উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য বর্ধিত বাণিজ্য ঘাটতির কারণে অর্থবছর ২২-এ টাকা-ডলার বিনিময় হারে অত্যধিক অনিশ্চয়তা এবং অবচিতি (শতকরা ৯.২৩ ভাগ) পরিলক্ষিত হয়।
- বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারে অযাচিত অস্থিরতা হ্রাসকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক নিট ৭.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করায় অর্থবছর ২২-এ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়ে ৪১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

বাজারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

৯.০২ বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা তিনটি নির্দিষ্ট খাত: প্রাতিষ্ঠানিক, আধা-প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাত নিয়ে গঠিত। প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মুদ্রা বাজার (ব্যাংক ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার), পুঁজিবাজার, বন্ড মার্কেট এবং বীমা বাজার। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায়োগিক কার্যক্রম

নিয়ন্ত্রিত হয় যেমন; বাংলাদেশ ব্যাংক (ব্যাংক ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক মার্কেট কার্যক্রম তদারকি), ইন্স্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট এন্ড রেগুলেটরি অথোরিটি (বীমা কোম্পানিগুলোর তত্ত্বাবধান), এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথোরিটি (ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান)। নির্দিষ্ট বিষয়াদিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ও কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। তবে, আধা প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ- প্রাতিষ্ঠানিক খাত উপযুক্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থার অধীনে আংশিকভাবে পরিচালিত অথবা প্রায় অনিয়ন্ত্রিত থেকেও আর্থিক বাজারে যথেষ্ট অবদান রাখে।

ক. মুদ্রা বাজার

কলমানি মার্কেট কার্যক্রম-অর্থবছর ২২

৯.০৩ অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশের মুদ্রা বাজারে মাঝারি মাত্রার অনিশ্চয়তা বিরাজমান ছিল। কলমানি মার্কেটকে স্থিতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সতর্কতার সাথে খোলা বাজার কার্যক্রম (OMOs) ও সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার হাতিয়ারগুলো প্রয়োগ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সতর্কতামূলক নীতি পদক্ষেপসমূহ ব্যাংকগুলোকে তারল্য বজায় রাখতে সহয়তা করে, যার ফলে অর্থবছর ২২-এ ভারীত গড় কলমানি সুদ হার শতকরা ১.৭৯ ভাগ থেকে শতকরা ৪.৮৮ ভাগের মধ্যে স্থিতিশীল ছিল (সারণি ৯.০১ এবং চার্ট ৯.০১)। অর্থবছর ২২-এ আন্তঃব্যাংক কলমানির গড় লেনদেনের পরিমাণ ৩৫৩.০৮ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায়, যা অর্থবছর ২১-এর তুলনায় শতকরা ৩৪.৩ ভাগ বেশি। কলমানি সুদ হারে ঊর্ধ্বমুখিতা মূলত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কর্মকাণ্ড, নিম্নতর রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ এবং লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির কারণে মুদ্রা বাজারে যে তারল্য চাপ সৃষ্ট হয় তা নির্দেশ করে।

পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ২২

৯.০৪ ব্যাংকসমূহে তারল্য সন্নিবেশিত করার লক্ষ্যে পূর্বনির্ধারিত এবং নিলামে ধার্যকৃত সুদ হারে জামানতসমূহ: সরকারি ট্রেজারি বিল, বন্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের বাজার ও অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন

সারণি ৯.০১ কলমানি মার্কেটের লেনদেনের পরিমাণ ও ভারীত গড় সুদের হার

সময়	লেনদেনের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	ভারীত গড় সুদের হার (%)	লেনদেনের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	ভারীত গড় সুদের হার (%)
	অর্থবছর ২১		অর্থবছর ২২	
জুলাই	১৭৫৮.৯৩	৪.২৩	৪৬৮.১৮	২.২২
আগস্ট	১৬৫৩.৮২	৪.৭০	৯৩৬.৬৫	১.৭৯
সেপ্টেম্বর	১৫৫৯.৫৭	২.৮৭	১৬৪২.২৯	১.৯০
অক্টোবর	৭৩০.০১	২.৬১	১৭৩১.৫৬	২.২৫
নভেম্বর	৮১৪.৭২	২.০০	১৫৪৯.৩৭	৩.১৫
ডিসেম্বর	৯৬১.৭৩	১.৭৯	১৩০৩.৯৯	২.৬৬
জানুয়ারি	৮৭৭.৮০	১.৭৮	১৫২০.৬৯	২.৪৩
ফেব্রুয়ারি	৯৭০.৬৭	১.৬৭	১৫২৬.৬৮	২.৮০
মার্চ	৯১০.৭৩	১.৮২	১৫৭১.৭৫	২.৬৬
এপ্রিল	৭৮৯.৮৩	১.৬৮	১৩২৬.৮৮	৪.৫৮
মে	৬৪১.৭৭	২.০৮	১৩৪৫.৪৬	৪.৭৩
জুন	৬৭৯.৪৩	২.২৫	১৬৬২.৪৪	৪.৮৮
গড়	**১০২৯.০৮**	**২.৪৬**	**১৩৮২.১৬**	**৩.০০**

উৎস: ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৯.০১ কলমানি সুদের হার

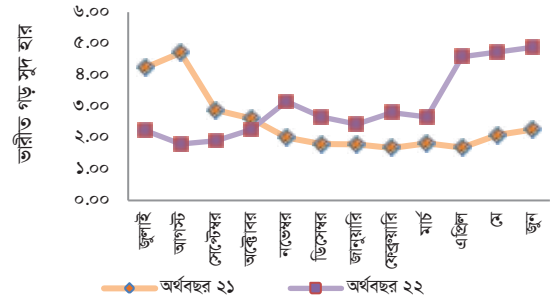

উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রকারের পুনঃক্রয় (repo) চুক্তির (ওভারনাইট রেপো, মেয়াদি রেপো, তারল্য সহায়তা সুবিধা (LSF) এবং বিশেষ রেপো) নিলাম করে থাকে। অর্থবছর ২২-এ ওভারনাইট রেপো, মেয়াদি রেপো এবং তারল্য সহায়তা সুবিধা (LSF) সুদ হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৪.৭৫ ভাগ, শতকরা ৪.৮৫ ভাগ এবং শতকরা ৪.৭৫ ভাগ।

৯.০৫ রেপো ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ১ দিন থেকে ৩৬০ দিন। পর্যায়বৃত্তিক প্রয়োজনের জন্য ৭, ১৪ এবং ২৮ দিনের মেয়াদি রেপো ০৬ জুন ২০১৮ তারিখে চালু করা হয়। এছাড়াও, দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজন পূরণে ১৩ মে ২০২০ তারিখে ৩৬০ দিন মেয়াদি রেপো চালু করা হয়, যদিও অর্থবছর ২২-এ এ ধরনের রেপোর কোনো দরপত্র পাওয়া যায়নি। ওভারনাইট

সারণি ৯.০২ পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ২২

মোট অনুষ্ঠিত নিলামের সংখ্যা	মেয়াদ	প্রাপ্ত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		গৃহীত দরপত্রের সুদের হার (%)©
		সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	
৬৪	১-দিন/৪-দিন	১৮৩৮	১৬৬৭.৩৫	১৮২৪	১৬৪৮.৭৮	৪.৭৫-৭.৭৫
	৭-দিন	১৮৭	১১২.৩২	১৮৫	১১১.০৯	৪.৮৫-৫.১০
	১৪-দিন	-	-	-	-	-
	২৮-দিন	-	-	-	-	-
	মোট	**২০২৫**	**১৭৭৯.৬৭**	**২০০৯**	**১৭৫৯.৮৭**	**৪.৭৫-৭.৭৫***

* বিভিন্ন মেয়াদি দরপত্রের সামগ্রিক সুদ হার পরিসীমা।
© ওভারনাইট ভিত্তিক রেপো সুদহারহলো শতকরা ৫.৫০ ভাগ, যা ৩০ জুন ২০২২ থেকে কার্যকরী হয়, যা পূর্বে শতকরা ৪.৭৫ ভাগে ৩০ জুলাই ২০২০ থেকে কার্যকর ছিল।
উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

রেপো সুদ হারকে বেঞ্চমার্ক হিসেবে বিবেচনা করে নিলামে মেয়াদি রেপো সুদ হার ধার্য করা হয়।

৯.০৬ অর্থবছর ২২-এ মোট ৬৪টি পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব সাকুল্যে মোট ১৭৭৯.৬৭ বিলিয়ন টাকার ২০২৫টি দরপত্র পাওয়া যায়, যার মধ্যে মোট ১৭৫৯.৮৭ বিলিয়ন টাকার ২০০৯টি দরপত্র গৃহীত হয় (সারণি ৯.০২)। অর্থবছর ২১-এ মোট ৩২৯.৬৮ বিলিয়ন টাকার ৭১৯টি দরপত্র পাওয়া যায় যার মধ্যে সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। অর্থবছর ২২-এ গৃহীত মূল্যমানের দরপত্রের পরিমাণ ১৪৩০.১৯ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায়। গৃহীত দরপত্রের বিপরীতে সুদ হার পরিসীমা ছিল বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫-৭.৭৫ ভাগ, যা অর্থবছর ২১-এ ছিল বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫-৫.৫০ ভাগ।

বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ২২

৯.০৭ মুদ্রানীতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য, রিজার্ভ মুদ্রা ও মুদ্রা গুণককে সঠিক পর্যায়ে রাখা এবং মুদ্রা, রিজার্ভ ও আমানতকে প্রভাবিত করার জন্য ব্যাংকসমূহ থেকে তারল্য উত্তোলনে বাংলাদেশ ব্যাংক বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম ব্যবহার করে থাকে। অর্থবছর ২২-এ বিপরীত পুনঃক্রয়ের সুদ হার (নীতি সুদহার) শতকরা ৪.০০ ভাগে অপরিবর্তিত ছিল, যা ব্যাংক আমানতের সুদ হার যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রেখে প্রান্তিক সঞ্চয়কারীর নিরাপত্তা প্রদানের জন্য অর্থ বাজারকে ইঙ্গিত দেয়। অর্থবছর ২২-এ কোনো বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিল-অর্থবছর ২২

৯.০৮ ব্যাংক ব্যবস্থায় কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং স্থিতিশীল তারল্য পরিস্থিতি বজায় রাখতে পূর্বে প্রবর্তিত ৩০ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের পাশাপাশি ৭ দিন ও ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কার্যক্রম এপ্রিল ২০১৬-এ চালু করা হয়। অর্থনীতির সামগ্রিক তারল্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক সতর্কতার সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ব্যবহার করে থাকে। তবে, অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোনো নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি সিকিউরিটিজ

সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম

৯.০৯ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেজারি বিল (T-bills) ও বন্ড স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ঋণ উপকরণ হিসেবে ইস্যু করে থাকে। এগুলো পরোক্ষ মুদ্রানীতি হাতিয়ার যা মূলত সরকার দক্ষতর ব্যয় অর্থায়নে ব্যবহার করে থাকে। সিকিউরিটিজগুলো একটি নিলাম প্রক্রিয়ায় ইস্যু করা হয়, যেখানে দরপত্রের বরাদ্দ দেয়া হয় সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ ঈল্ড সীমায় প্রজ্ঞাপিত ইস্যুর পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে। দরপত্রের জন্য কাট-অফ্-ঈল্ড হারে আনুপাতিক আংশিক বরাদ্দ দেয়া যায়। সিকিউরিটিজ ইস্যুকরণের উদ্দেশ্য দু'টি- প্রথমটি হলো সরকারের বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন কৌশল এবং অন্যটি বাজারে বিদ্যমান অতিরিক্ত তারল্য ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত।

৯.১০ অর্থবছর ২২-এ নিলাম দরপত্রে অংশগ্রহণের অঙ্গীকারসহ ২৪টি প্রাথমিক ডিলার (PDs) ব্যাংক অবলেখক এবং বাজার নির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যদিও বিল ও বন্ডের জন্য গঠিত নিলাম কমিটি নিয়ম অনুযায়ী, নিলাম সুদ হার, বাজার প্রেক্ষাপট এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও তারল্য পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে যে কোনো আন-সাবস্ক্রাইবড/অংশ পরিমাণ

সারণি ৯.০৩ সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম-অর্থবছর ২২

বিলের মেয়াদ	প্রস্তাবিত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		বিলের স্থিতি (জুন ২০২২ শেষে) (বিলিয়ন টাকা)	বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা (%)	
	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)		অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
১৪-দিন	-	-	-	-	০.০০	-	-
৯১- দিন	২৩৯৭	১৭৮৮.০৩	৬৮৪	৬৬০.২৬	৩০২.৭৭	০.৩৫-৫.৪০	০.৪৫-৬.০৩
১৮২- দিন	১১৯২	৮৩৭.৭৮	৩২৪	২৮২.১৬	১৮৩.০১	০.৫৮-৬.১৫	০.৭০-৬.৪৯
৩৬৪- দিন	১১৯৩	৭২১.৬৩	৩৩৪	২৩০.৩১	৩০৫.১৪	১.০৩-৬.৪৪	১.১৬-৬.৬৬
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি /পিডি				১৯৮.৪৪			
মোট	**৪৭৮২**	**৩৩৪৭.৪৪**	**১৩৪২**	**১৩৭১.১৭**	**৭৯০.৯২**	**০.৩৫-৬.৪৪**	**০.৪৫-৬.৬৬**

উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিবি/পিডি এবং নন-পিডি ব্যাংকসমূহে হস্তান্তর করতে পারে।

৯.১১ অর্থবছর ২২-এ সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ৯১ দিন, ১৮২ দিন এবং ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক নিলাম অব্যাহত ছিল। অর্থবছর ২২-এ ট্রেজারি বিল নিলামের ফলাফলের সার-সংক্ষেপ সারণি ৯.০৩-এ দেখানো হলো। অর্থবছর ২১-এর তুলনায় অর্থবছর ২২-এ অধিকাংশ ট্রেজারি বিলের বার্ষিক ভারীত গড় আয়ের পরিসীমা বৃদ্ধি পায়, যা বাজারে কিছুটা তারল্য ঘাটতি নির্দেশ করে।

৯.১২ অর্থবছর ২২-এ মোট ৩৩৪৭.৪৪ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ৪৭৮২টি দরপত্র পাওয়া যায়, যার মধ্যে মোট ১৩৭১.১৭ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ১৩৪২টি দরপত্র (বিবি/পিডি-তে ১৯৮.৪৪ বিলিয়ন টাকার হস্তান্তরসহ) গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের বিপরীতে ভারীত গড় yield-to-maturity পরিসীমা ছিল শতকরা ০.৪৫ ভাগ থেকে শতকরা ৬.৬৬ ভাগ। অর্থবছর ২১-এ ৩৫১২.৫১ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ৪২৫৯টি দরপত্র পাওয়া যায়, যার মধ্যে মোট ১১২৫.০০ বিলিয়ন টাকার মূল্যের দরপত্র (২৫.৬৫ বিলিয়ন টাকার হস্তান্তরের পরিমাণসহ) গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি)-এর নিলাম

৯.১৩ পূর্বনির্ধারিত নিলাম পঞ্জিকা অনুযায়ী ষাণ্মাসিক কুপন হারসহ ২ বছর, ৫ বছর, ১০ বছর, ১৫ বছর এবং ২০ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের নিলাম প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত হয়। বিজিটিবি নিলাম কমিটি সতর্কতার সাথে বন্ড মূল্য নিরূপণে কুপন হার হিসেবে পরিচিত কাট-অফ্ হার নির্ধারণ করে থাকে। ব্যাংকগুলো held to maturity (HTM) আকারে বিজিটিবি তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয়তার (SLR) উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে। HTM সিকিউরিটিজগুলো অভিহিত মূল্যে একীভূত হওয়ার জন্য নিয়মিত পরিশোধিত হয় এবং held for trade (HFT) সিকিউরিটিজগুলো mark to market পদ্ধতি অনুসারে লেনদেন করা হয়। বিল এবং বন্ড উভয়ই বাংলাদেশ ব্যাংক-এর market infrastructure (MI) মডিউল যা সরকারি সিকিউরিটিজের নিলাম ও লেনদেনের একটি অটোমেটেড প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে সেকেন্ডারি মার্কেটে লেনদেনযোগ্য।

৯.১৪ বিজিটিবি-এর ১৯৪৪.০০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের মোট ৪৫৭১টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং ৭৮৯.৫৮ বিলিয়ন টাকার ১৮১৭টি দরপত্র গৃহীত হয়, যার মধ্যে বিবি/পিডি- তে ১৩৯.৫২ বিলিয়ন টাকা হস্তান্তর করা হয়। বন্ড স্থিতির পরিমাণ জুন ২০২১ শেষের ২৬৭৯.১৮ বিলিয়ন টাকা হতে ৪৪৩.৫৬ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ১৬.৫৬ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২২ শেষে ৩১২২.৭৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অর্থবছর ২২-এ ট্রেজারি বন্ডগুলোর ভারীত গড় বার্ষিক yield-to-maturity পরিসীমা ছিল শতকরা ২.২৩২৫ ভাগ থেকে শতকরা ৮.৪৮৩৫ ভাগ। অর্থবছর ২২-এর বিজিটিবি নিলামের সার-সংক্ষেপ সারণি ৯.০৪ এ দেখানো হলো।

ফ্লোটিং রেট ট্রেজারি বন্ড (এফআরটিবি)

৯.১৫ সুদ হারে পরিবর্তনশীলতার মাধ্যমে একটি জোরালো বন্ড মূল্য নিরূপণ কৌশল প্রবর্তন এবং সেকেন্ডারি বন্ড মার্কেট উন্নয়নের জন্য ৩ বছর মেয়াদি ফ্লোটিং রেট

সারণি ৯.০৪ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড এর নিলাম-অর্থবছর ২২

বন্ডের মেয়াদ	প্রস্তাবিত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		বন্ডের স্থিতি (জুন ২০২২ শেষে) (বিলিয়ন টাকা)	বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা (%)
	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)		
২-বছর	৬৫০	৩৯৩.২৬	১৬৩	১৬০.৪৭	৪১৩.০০	২.২৩২৫-৭.২১০০
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি				৩৯.৫৪		
৩-বছর এফআরটিভি	-	-	-	-	০.০০	-
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি						
৫-বছর	১০৩২	৪২৪.৮৪	৫৭৫	১৭৩.২৩	৭১১.৬২	৩.৮১০৭-৭.৮০০০
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি/পিডি				২৪.৪০		
১০-বছর	১২৮৩	৫২৮.৪৭	৫৩৩	১৪৮.৬৫	৯৯৯.১৫	৫.২৪৯১-৮.১০০০
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি/পিডি				৪৬.৩৫		
১৫-বছর	৭৯২	৩১২.০১	২৫৯	৮০.৭৮	৫১০.৮২	৫.৬৪৩৯-৮.২৬৫৩
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি				১৩.৮৮		
২০-বছর	৮১৪	২৮৫.৪২	২৮৭	৮৬.৯৩	৪৮৮.১৫	৬.০০৯২-৮.৪৮৩৫
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি				১৫.৩৫		
মোট	**৪৫৭১**	**১৯৪৪.০০**	**১৮১৭**	**৭৮৯.৫৮**	**৩১২২.৭৪**	**২.২৩২৫-৮.৪৮৩৫***

* গৃহীত দরপত্রের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা।
উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ট্রেজারি বন্ড (এফআরটিবি) ২৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে চালু করা হয়। ৯১ দিন মেয়াদি BCR (Bangladesh Compound Rate) এফআরটিবি সুদ হার নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়। জুন ২০২২ শেষে, ৯১ দিন মেয়াদি BCR ছিল শতকরা ৫.০৩ ভাগ। তবে, অর্থবছর ২২-এ এফআরটিবির কোনো নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি এবং পূর্বে ইস্যুকৃত ৫.০ বিলিয়ন টাকা পরিমাণের বন্ড ম্যাচুরিটি শেষে ২৭ মার্চ ২০২২ তারিখে পরিশোধ করা হয়।

সরকারি ইসলামিক সিকিউরিটিজ

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ইসলামিক বন্ড)

৯.১৬ ইসলামি ব্যাংকিং-এর জন্য মুদ্রা বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংকসমূহ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (বিজিআইআইবি) তহবিলের বিপরীতে সরকার গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে। ইসলামি শরিয়াহ্ আইন অনুযায়ী লাভ-লোকসানের ক্ষেত্রে অংশীদারী হওয়া সাপেক্ষে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগণ এবং অনিবাসী বাংলাদেশী বিজিআইআইবি ক্রয় করতে পারে। বিজিআইআইবি এর আয় মূলতঃ নির্ভর করে উক্ত তহবিল হতে ঋণ গ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট ইসলামি ব্যাংকসমূহের স্থিতিপত্রে উল্লিখিত শরিয়াহ্ সঞ্চয় হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিনিয়োগ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর। বর্তমানে ইসলামি শরিয়াহ্ নিয়ম অনুসরণ করে ৩ মাস ও ৬ মাস মেয়াদি বিজিআইআইবি চালু রয়েছে। জুন ২০২২ শেষে বিজিআইআইবি এর মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৮৬.৬৪ বিলিয়ন টাকা, যেখানে মোট অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩.৪৯ বিলিয়ন টাকা এবং এর নিট স্থিতির পরিমাণ ছিল ৫৩.১৪ বিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক (বিজিআইএস)

৯.১৭ বিনিয়োগের সুযোগ ও উন্নয়নে শরিয়াহ্ভিত্তিক অর্থায়ন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার ৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক (বিজিআইএস) বন্ড চালু করে। এ ইসলামি সুকুকের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ অরিজিনেটর এবং বাংলাদেশ ব্যাংক স্পেশাল পারপাস ভেহিকল (এসপিভি) হিসেবে কাজ করে। এ পর্যন্ত, তিনটি সুকুক বন্ড ইজারা এবং ইস্তিসনা ধরনের আওতায় ইস্যু করা হয়। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে থাকা সুকুক সনদ SLR-এর উদ্দেশ্যে অনুমোদিত সিকিউরিটি হিসেবেও গণনাযোগ্য হবে।

৯.১৮ প্রথম সুকুক বন্ডটি 'সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ' প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে (দুই ধাপে ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ এবং ১০ জুন ২০২১) ৮০.০০ বিলিয়ন

টাকায় ইস্যু করা হয়। ৫ বছর মেয়াদি এ সুকুকের বিপরীতে নির্ধারিত রেন্ট (মুনাফা) ছিল শতকরা ৪.৬৯ ভাগ। তৎপরবর্তীতে, ৫০.০০ বিলিয়ন টাকার দ্বিতীয় সুকুক বন্ডটি ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে শতকরা ৪.৬৫ ভাগ রেন্ট হারে ৫ বছর মেয়াদি 'চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)'-এর বিপরীতে ইস্যুকৃত হয়। পরবর্তীকালে, ৫০.০০ বিলিয়ন টাকার ৫ বছর মেয়াদি তৃতীয় সুকুক বন্ডটি 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (আইআরআইডিপি-৩)'-এর বিপরীতে ২০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে শতকরা ৪.৭৫ ভাগ নির্ধারিত রেন্টাল হারে ইস্যু করা হয়। অর্থবছর ২২-শেষে বিজিআইএস এর স্থিতি জুন পর্যন্ত দাঁড়ায় ১৮০.০০ বিলিয়ন টাকা।

অনিবাসী সঞ্চয় বন্ড

৯.১৯ সঞ্চয় উৎসাহিতকরণ ও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার তিন প্রকারের অনিবাসী সঞ্চয় বন্ড: ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড (ডব্লিউইডিবি), ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ডিআইবি) ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড (ডিপিবি) প্রচলন করে। ডব্লিউইডিবি ৫-বছর ম্যাচুরিটি বন্ড রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহের বিপরীতে টাকায় ইস্যু করা হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার (টাকার সমমানের) যে কোনো পরিমাণের জন্য প্রাপ্য। ডব্লিউইডিবি-এ ১.৫ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত শতকরা ১২ ভাগ সুদ হার প্রযোজ্য এবং তদতিরিক্ত বিনিয়োগ স্ল্যাব পরবর্তী সুদ হার নির্ধারণ করে থাকে।

৯.২০ ডিআইবি এবং ডিপিবি উভয়ই ৩-বছর মেয়াদি বন্ড অ-শরিয়াহ্ তফসিলি ব্যাংকের সাথে পরিচালিত বন্ড ধারকের এফসি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে ডলারে ইস্যু করা হয় এবং যে কোনো পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার জন্যও প্রাপ্য। ডিআইবি এবং ডিপিবি-এ ০.১ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ পর্যন্ত সুদ হার হলো যথাক্রমে শতকরা ৫.৫ ভাগ এবং শতকরা ৫.০ ভাগ। তৎপরবর্তী ডিআইবি এবং ডিপিবি-এর সুদ হার তদতিরিক্ত বিনিয়োগ স্ল্যাবভিত্তিক নির্ধারিত হবে। ডিআইবি-এর সুদ ও মূলধন ডলারে প্রদানযোগ্য, যেখানে ডিপিবি-এর মূলধন ডলারে প্রদেয় এবং সুদ টাকায় পরিশোধযোগ্য। অনিবাসী সঞ্চয় বন্ডের মোট বিক্রয় অর্থবছর ২১-এর ১৭.৬৯ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ৪৪.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ দাঁড়ায় ৯.৮৩ বিলিয়ন টাকা।

খ. পুঁজিবাজার

অর্থবছর ২২-এ পুঁজিবাজারের কার্যক্রম

৯.২১ পুঁজিবাজারকে আর্থিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সরবরাহ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে অবদান রাখে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE), চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE) এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে এ বাজারটি গঠিত। উভয় এক্সচেঞ্জই বাজার উপকরণ হিসেবে কর্পোরেট বন্ড, ডিবেঞ্চার এবং ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ (shares) ব্যবহার করে। পুঁজিবাজার উন্নয়নে নিয়ন্ত্রক সংস্থা হলো বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)। এছাড়া, ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক হিসেবে পুঁজিবাজারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

৯.২২ চার্ট ৯.০২-এ DSE-এর বাজার আচরণের প্রবণতা দেখানো হলো। চার্ট হতে পরিলক্ষিত হয়, DSE ব্রড ইনডেক্স (DSEX) এবং বাজার মূলধন উভয়ই অর্থবছর ২২-এর জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তবে, অক্টোবর-নভেম্বরে DSEX হ্রাস পেলেও অর্থবছর ২২-এর ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে তা বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ২২-এর ফেব্রুয়ারি-জুন পর্যন্ত DSEX নিম্নমুখী প্রবণতা অনুসরণ করে। বাজার মূলধনের ক্ষেত্রে এটি DSEX-এর ন্যায় প্রায় একই ধারা অনুসরণ করে। অর্থবছর ২২-এর প্রথমার্ধ শেষে DSEX এবং বাজার মূলধন যথাক্রমে ৬৭৫৬.৭ ও ৫৪২২.০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। নিম্নগামী প্রবাহ ধরে রেখে DSEX এবং বাজার মূলধন অর্থবছর ২২-শেষে যথাক্রমে ৬৩৭৬.৯ ও ৫১৭৭.৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (চার্ট ৯.০২)।

প্রাথমিক ইস্যু

৯.২৩ অর্থবছর ২২-এ ষোলটি কোম্পানি পাবলিক প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ১৪.৫ বিলিয়ন টাকার নতুন ইক্যুইটি

সংগ্রহ করে, যা অর্থবছর ২১-এ ১৫টি কোম্পানি কর্তৃক সংগৃহীত ছিল ৯.৩ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২২-এ ৮০টি তালিকাভুক্ত কোম্পানি তাদের লভ্যাংশের রক্ষিত অংশের বিপরীতে মোট ২০.৪ বিলিয়ন টাকা বোনাস শেয়ার ঘোষণা করে। এটি অর্থবছর ২১-এর ১১৫টি কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত ২৯.৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় অনেক কম। অপরদিকে, অর্থবছর ২২-এ শুধুমাত্র একটি কোম্পানি ০.১ বিলিয়ন টাকা পরিমাণের রাইট শেয়ার ইস্যু করে, যা অর্থবছর ২১-এ ২টি কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত রাইট শেয়ার ছিল ০.৮ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২২-এ কোনো কোম্পানিকে তালিকা থেকে অপসারণ করা হয়নি, যেখানে অর্থবছর ২১-এ ৯.৩ বিলিয়ন টাকা ইস্যুকৃত মূলধনের দু'টি কোম্পানিকে তালিকা থেকে বাতিল করা হয়।

সেকেন্ডারি বাজার কার্যক্রম

৯.২৪ বাজার মূলধনের শতকরা অংশ হিসেবে অর্থবছর ২২-শেষে সেকেন্ডারি বাজারে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত প্রাধান্য বিস্তার করে, যার অবদান হল শতকরা ৪৪.৯ ভাগ এবং এরপর বাজার মূলধনে সার্ভিসেস ও বিবিধ খাতের (শতকরা ৩১.৫ ভাগ), আর্থিক খাত (শতকরা ২২.৯ ভাগ) এবং বন্ড (শতকরা ০.৮ ভাগ) অবদান ছিল। অর্থবছর ২২-শেষে DSE-এর বাজার মূলধনের পরিমাণ শতকরা ০.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫১৭৭.৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (সারণি ৯.০৬), যা মোট দেশজ উৎপাদনের (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা ১৩.০ ভাগ। অর্থবছর ২২-শেষে CSE-এর বাজার মূলধনের পরিমাণ শতকরা ২.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪৮৪.২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং যা মোট দেশজ উৎপাদনের (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা ১১.৩ ভাগ। অর্থবছর ২২-এ সেকেন্ডারি বাজারে DSE-এর লেনদেনের পরিমাণ শতকরা ২৫.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যেখানে CSE-এর লেনদেন শতকরা ৮৯.৬ ভাগ হ্রাস পায়। অর্থবছর ২২-এ DSE ব্রড ইনডেক্স (DSEX) শতকরা ৩.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৩৭৬.৯ যেখানে CSE-এর সকল শেয়ারের মূল্যসূচক (CASPI) শতকরা ৫.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৭২৭.৫-এ দাঁড়ায় (সারণি ৯.০৫ ও ৯.০৬)।

চার্ট ৯.০২ ডিএসই-এর বাজার কার্যক্রমের গতিধারা

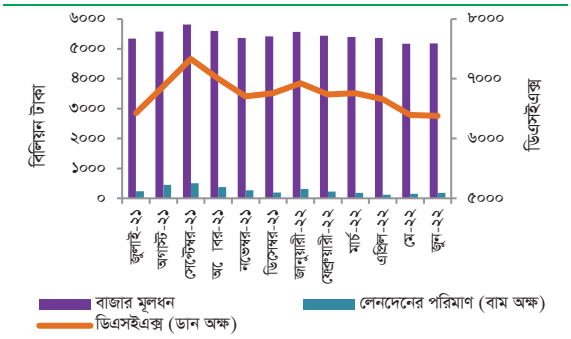

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।

অনিবাসী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ

৯.২৫ অর্থবছর ২২-এ অনিবাসীগণ কর্তৃক অনিবাসী বিনিয়োগকারী টাকা হিসাব (NITA)-এর মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার এবং সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের মোট অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ অর্থবছর ২১-এর ২৯.২ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯.২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একইভাবে শেয়ার এবং সিকিউরিটিজ বিক্রয়লব্ধ আয় ও লভ্যাংশ বিদেশে প্রত্যাবাসনের মোট বহিঃপ্রবাহের পরিমাণ অর্থবছর ২১-এর ৮৬.০ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ ৩৭.৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এপ্রিল ১৯৯২ থেকে শুরু হয়ে জুন ২০২২ পর্যন্ত বিদেশে প্রত্যাবাসিত বিক্রয়লব্ধ আয় ও লভ্যাংশের মোট বহিঃপ্রবাহের পরিমাণ ৪৯২.১ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে বিনিয়োগের মোট অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০৬.৮ বিলিয়ন টাকা।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

৯.২৬ শিল্পায়নকে ত্বরান্বিতকরণ এবং একটি সুসংহত ও সক্রিয় মূলধন বাজার বিনির্মাণের লক্ষ্যে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইসিবি পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুঁজি বাজারের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ (আইসিএমএল), আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ (আইএএমসিএল) এবং আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিঃ (আইএসটিসিএল) নামে তিনটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানির মাধ্যমে আইসিবি'র উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

৯.২৭ অর্থবছর ২২-এ আইসিএমএল ৪টি কোম্পানিকে ০.৩ বিলিয়ন টাকার আন্ডাররাইটিং সহায়তা প্রদান করে এবং ১০টি কোম্পানির জন্য ১০.৭ বিলিয়ন টাকার ইস্যু ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি হিসেবে অধিষ্ঠিত, দ্বিতীয় সাবসিডিয়রি কোম্পানি আইএএমসিএল, অর্থবছর ২২-এ ৯টি ক্লোজড-এন্ড এবং ১৫টি ওপেন-এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড চালু করে। অর্থবছর ২২-এ ২৪টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের পোর্টফোলিও-তে আইএএমসিএল-এর নিট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩.৩ বিলিয়ন টাকা। তৃতীয়টি ডিপোজিটরি পারটিসিপ্যান্ট (DP) পরিষেবার মাধ্যমে স্টক ব্রোকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আইএসটিসিএল অর্থবছর ২২-এ মোট ৩২৮.৩ বিলিয়ন টাকার লেনদেন করে যা DSE ও CSE-উভয়ের মোট লেনদেনের শতকরা ৯.৯ ভাগ।

৯.২৮ আইসিবি স্বয়ং অর্থবছর ২২-এ ৩.৭ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ইউনিট সার্টিফিকেট বিক্রয় করে যার বিপরীতে ০.৮ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ইউনিট সার্টিফিকেট পুনঃক্রয় করে। এছাড়াও, অর্থবছর ২২-এ বিনিয়োগকারীদের হিসাবের বিপরীতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪.৪ বিলিয়ন টাকা, যেখানে আমানত সংগ্রহের পরিমাণ ১.৩ বিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়। অর্থবছর ২২-এ বিনিয়োগকারীদের হিসাবে আইসিবি কর্তৃক ১০.৫ বিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন করা হয়।

পুঁজি বাজার সিকিউরিটিজে তফসিলি ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ

৯.২৯ সরকারি ট্রেজারি বিল/বন্ড এবং বিজিআইআইবি-এ বিনিয়োগ ব্যতীত তফসিলি ব্যাংকগুলোর পুঁজিবাজারের সম্পদ (ইক্যুইটি, ডিবেঞ্চার) ধারণের পরিমাণ জুন ২০২১ শেষের ৫৪৬.১ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে জুন ২০২২ শেষে ৬১৯.৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। শেয়ার ও সিকিউরিটিজ-এর বিপরীতে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম স্থিতির পরিমাণ জুন ২০২২ শেষে ৭৪.৪ বিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৬৯.৫ বিলিয়ন টাকা।

অর্থবছর ২২-এ পুঁজি বাজার উন্নয়নে সহায়ক পদক্ষেপ

৯.৩০ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ আইন-এর যথাযথ পরিপালন নিশ্চিতকরণ এবং সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে; নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ উল্লেখ করা হলো:

- বন্ডে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে BSEC শরীয়াহ্‌ভিত্তিক গ্রিন সুকুক বন্ড ইস্যুর সম্মতি প্রদান করে, যা জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্পের অর্থায়নে ব্যবহার করা হয়। প্রথম কর্পোরেট সুকুক বন্ড ৮ জুলাই ২০২১ সালে অনুমোদিত হয়, যা ১৩ জানুয়ারি ২০২২ সালে লেনদেন শুরু করে।
- পুঁজিবাজারে সিকিউরিটিজের সরবরাহ ও লেনদেন বৃদ্ধির লক্ষ্যে BSEC স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করে।
- বিদেশি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের আকৃষ্ট করতে BSEC ২৬ জুলাই ২০২১ থেকে ০২ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত

সারণি ৯.০৫ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)-এর কার্যক্রম

বিবরণ	জুন শেষে		
	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা*	৫৮৯	৬০৯	৬২৫
ইস্যুকৃত ইক্যুইটি এবং ঋণ* (বিলিয়ন টাকা)	১২৯৯.৮	১৩৯৭.৩	১৫২১.৬
আইপিও এর মাধ্যমে ইক্যুইটি (বিলিয়ন টাকা)	৩.০	৯.৩	১৪.৫
বাজার মূলধন (বিলিয়ন টাকা)	৩১১৯.৭	৫১৪২.৮	৫১৭৭.৮
লেনদেন পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	৭৮০.৪	২৫৪৭.০	৩১৮৬.০
লেনদেন সংখ্যা (বিলিয়ন)	২৬.০	৮৩.৬	২৮৭০.৫
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (DSEX)©	**৩৯৮৯.০৯**	**৬১৫০.৪৮**	**৬৩৭৬.৯৪**

* কোম্পানি, মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চারসহ।
©DSE২৮ জানুয়ারি ২০১৩ হতে 'ডিএসই বাংলাদেশ ইনডেক্স ম্যাথডোলজি' অনুসারে বেঞ্চমার্ক ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (DSEX)চালু করে যা S&P Dow Jones কর্তৃক নকশাকৃত ও উন্নীত।
উৎস : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।

সারণি ৯.০৬ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)-এর কার্যক্রম

বিবরণ	জুন শেষে		
	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা*	৩৩১	৩৪৮	৩৮১
ইস্যুকৃত ইক্যুইটি এবং ঋণ* (বিলিয়ন টাকা)	৭৩৫.৯	৮৩৩.৭	১০২৩.৪
বাজার মূলধন (বিলিয়ন টাকা)	২৪৪৭.৬	৪৩৮৩.৭	৪৪৮৪.২
লেনদেন - পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	৫৩.১	১১৬.৯	১২.১
লেনদেন - সংখ্যা (বিলিয়ন)	১.৭	৪.১	৪.৩
সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক	**১১৩৩২.৫৯**	**১৭৭৯৫.০**	**১৮৭২৭.৫**

* কোম্পানি, মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চারসহ।
উৎস : চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ।

যুক্তরাষ্ট্রের চারটি শহরে এবং ২০ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডে 'The Rise of Bengal Tiger: Potentials of Bangladesh Capital Markets' শীর্ষক রোড শো-এর আয়োজন করে।

- প্রবাসী ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশের স্টক মার্কেটসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে BSEC, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন বোর্ড (বিডা) যৌথভাবে ০৯ মার্চ ২০২২ তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানীতে 'Investment Flashmob: Networking Dinner' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
- IOSCO-এর ঘোষণা অনুসরণ করে পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আর্থিক জ্ঞান এবং বিনিয়োগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ০৪ অক্টোবর ২০২১ থেকে ১০ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত 'বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ-২০২১' পালন করা হয়।
- BSEC ০৯ আগস্ট ২০২১ তারিখে 'Trade Based Money Laundering in Bangladesh' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে।
- প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে স্টক মার্কেটের গুজব ও ভুয়া খবর মনিটরিং করার লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) ও DSE-এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে BSEC ০৮ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে।
- ২২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে '৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় BSEC'র করণীয়' এবং 'ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন' শীর্ষক পৃথক দু'টি কর্মশালার আয়োজন করে।
- শেয়ারমূল্য উঠানামা নিয়ন্ত্রণে, BSEC ২৫ মে ২০২২ তারিখে স্টক এক্সচেঞ্জকে standard downward price change limit (শতকরা ৫.০ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ২.০ ভাগের সার্কিট ব্রেকার) নির্ধারণের নির্দেশনা প্রদান করে।

সারণি ৯.০৭ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম

(বিলিয়ন টাকা)

খাত	জুন শেষে		
	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২[সা]	পরিবর্তন (%)
কৃষি, মৎস্য ও বন	৫৩৭.০	৬৩৩.৯	১৮.০
শিল্প	২৩৬৯.৯	২৬১৯.৩	১০.৫
চলতি মূলধনে অর্থায়ন[#]	২৩৭৬.৬	২৭০০.৭	১৩.৬
নির্মাণ	৯৬০.৫	১০৫৫.৮	৯.৯
পরিবহন	১৩৫.৫	১১৩.০	-১৬.৬
ব্যবসা ও বাণিজ্য	৩৮৪২.৬	৪৪২০.৬	১৫.০
অন্যান্য	১১৬৬.৩	১৪৪৩.৪	২৩.৮
মোট	১১৩৮৮.৫	১২৯৮৬.৭	১৪.০

[সা] সাময়িক
[#]রপ্তানি ও আমদানি অর্থায়ন ব্যতীত
উৎস: পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৯.০৩ মোট আগামের খাত ভিত্তিক অংশ : অর্থবছর ২২

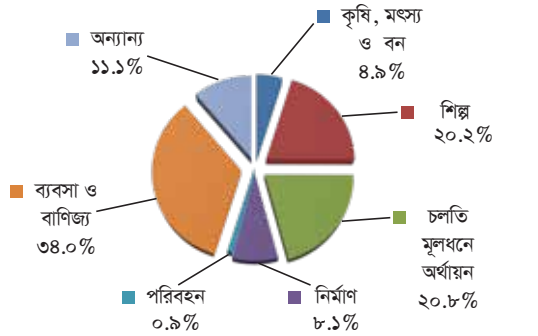

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

গ. ঋণ বাজার

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আগাম

৯.৩১ অর্থবছর ২২-এ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আগামে ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (সারণি ৯.০৭)। জুন ২০২২ শেষে মোট আগামের পরিমাণ ১২৯৮৬.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০২১ শেষের তুলনায় শতকরা ১৪.০ ভাগ বেশি। মোট আগামের মধ্যে অর্থবছর ২১-এর তুলনায় অর্থবছর ২২-এ কৃষি, মৎস্য ও বন খাত (শতকরা ১৮.০ ভাগ), ব্যবসা ও বাণিজ্য খাত (শতকরা ১৫.০ ভাগ) চলতি মূলধন অর্থায়ন (শতকরা ১৩.৬ ভাগ) এবং শিল্প খাতে (শতকরা ১০.৫ ভাগ) অধিকতর প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। অর্থবছর ২২-এ সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো অন্যান্য খাতে শতকরা ২৩.৮ ভাগ প্রবৃদ্ধি। অন্যদিকে অর্থবছর ২২-এ নির্মাণ খাতে আগাম শতকরা ৯.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও পরিবহন খাতে

সারণি ৯.০৮ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণপ্রদানকারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান	বিতরণ		আদায়		স্থিতি		মেয়াদোত্তীর্ণ		মোট স্থিতির মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের শতকরা হার (%)	
	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৫৭.২	৬৪.৫	২৭.৪	৩০.১	৭৫২.৫	৬৩৩.৮	২৬৩.৩	১৬৬.২	৩৫.০	২৬.২
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৫৪৫.৫	৫৪৭.৩	৪৫০.৭	৫০২.৬	২০৫০.০	২১৫২.৫	২৩৪.১	২৬৯.৬	১১.৪	১২.৫
বিদেশি ব্যাংক	৩২.০	৩২.৭	৩৩.৭	৩৫.৫	৭৮.৮	৭০.৮	২.৩	২.৬	৩.০	৩.৭
রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (বিকেবি, রাকাব)	৮.১	১০.৩	৯.৯	১২.৫	১৭.৫	২৪.১	৭.৭	৭.৪	৪৪.২	৩০.৮
আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪৪.৯	৬৮.৯	৬৩.২	৬৭.৯	২৫৪.১	৩২৩.০	৫০.৯	৬৩.৪	২০.০	১৯.৬
মোট	**৬৮৭.৭**	**৭২৩.৬**	**৫৮৪.৯**	**৬৪৮.৬**	**৩১৫২.৯**	**৩২০৪.১**	**৫৫৮.৪**	**৫০৯.৩**	**১৭.৭**	**১৫.৯**

উৎস : এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

শতকরা ১৬.৬ ভাগ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

৯.৩২ অর্থবছর ২২-এ মোট আগামের খাতভিত্তিক অবদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্যবসা ও বাণিজ্য খাতের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি (শতকরা ৩৪.০ ভাগ), পরবর্তীতে রয়েছে চলতি মূলধনে অর্থায়ন (শতকরা ২০.৮ ভাগ), শিল্প খাত (শতকরা ২০.২ ভাগ), অন্যান্য খাত (শতকরা ১১.১ ভাগ), নির্মাণ খাত (শতকরা ৮.১ ভাগ), কৃষি, মৎস্য ও বন (শতকরা ৪.৯ ভাগ) এবং পরিবহন খাতের (শতকরা ০.৯ ভাগ) অবদান। মোট আগামের খাতভিত্তিক অবদান চার্ট ৯.০৩-এ দেখানো হলো।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়াদি শিল্প ঋণ

৯.৩৩ অর্থবছর ২২-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণ অর্থবছর ২১-এর তুলনায় শতকরা ৫.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭২৩.৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আদায়ের পরিমাণও অর্থবছর ২২-এ শতকরা ১০.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪৮.৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জুন ২০২২ শেষে মেয়াদি শিল্প ঋণ স্থিতি জুন ২০২১-এর তুলনায় শতকরা ১.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩২০৪.১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অর্থবছর ২২-এ মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ শতকরা ৮.৮ ভাগ হ্রাস পায় এবং জুন ২০২২ শেষে মোট ঋণ স্থিতির শতকরা হিসেবে ১৫.৯ ভাগে দাঁড়ায় (সারণি ৯.০৮)।

৯.৩৪ জুন ২০২২ শেষে ৩২০৪.১ বিলিয়ন টাকার মোট মেয়াদি শিল্প ঋণ স্থিতির মধ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের (পিসিবি) অংশ সর্বাধিক (শতকরা ৬৭.২ ভাগ)

চার্ট ৯.০৪ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণ: অর্থবছর ২২

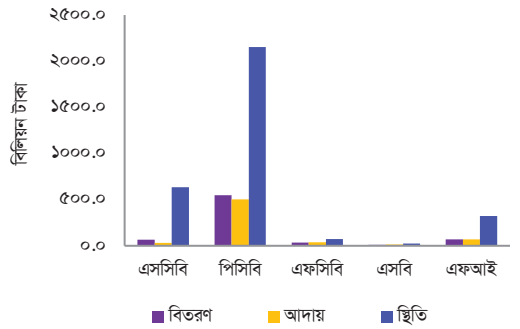

উৎস : এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

যা মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণে ক্ষেত্রে তাদের মুখ্য ভূমিকা নির্দেশ করে (সারণি ৯.০৯ এবং চার্ট ৯.০৪)। যদিও মোট শিল্প ঋণ স্থিতির মধ্যে ছয়টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (এসসিবি) ও দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংকের (বিকেবি এবং রাকাব) অবদান সম্মিলিতভাবে শতকরা ২০.৫ ভাগ ছিল, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ বেশি থাকায় ঋণদানে তাদের প্রকৃত ভূমিকা গৌণ, কারণ এ ব্যাংকগুলো অর্থবছর ২২-এ মাত্র ৭৪.৮ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ১০.৩ ভাগ) ঋণ বিতরণ করে যেখানে সর্বমোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৭২৩.৬ বিলিয়ন টাকা। জুন ২০২২ শেষে মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের (পিসিবি) অবদান সর্বোচ্চ (৫৪৭.৩ বিলিয়ন টাকা), পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (৬৮.৯ বিলিয়ন টাকা), রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (এসসিবি) (৬৪.৫

বিলিয়ন টাকা), বিদেশি ব্যাংকসমূহ (৩২.৭ বিলিয়ন টাকা) এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ (১০.৩ বিলিয়ন টাকা)।

৯.৩৫ জুন ২০২২ শেষে বিদেশি ব্যাংকসমূহের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ খুবই কম ছিল (মোট স্থিতির শতকরা ৩.৭ ভাগ)। জুন ২০২২ শেষে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (পিসিবি) (শতকরা ১২.৫ ভাগ) এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (শতকরা ১৯.৬ ভাগ) মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণও রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (এসসিবি) (শতকরা ২৬.২ ভাগ) এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের (শতকরা ৩০.৮ ভাগ) তুলনায় কম ছিল। তবে, দুটি বিশেষায়িত ব্যাংক-বিকেবি এবং রাকাব মূলত: কৃষি খাতে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করায় মেয়াদি শিল্প ঋণের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা খুবই নগণ্য।

ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (আইপিএফএফ II) প্রকল্প

৯.৩৬ বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামোগত অর্থায়ন উৎসাহিতকরণ এবং অবকাঠামো খাতের অংশগ্রহণকারী ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অংশীজন যেমন: বাংলাদেশ ব্যাংক, পিপিপি অথরিটি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক-এর যৌথ অর্থায়নে অর্থ মন্ত্রণালয়-এর পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (আইপিএফএফ II) প্রকল্পটি (জুলাই, ২০১৭ জুন, ২০২২) বাস্তবায়ন করে। আইপিএফএফ II প্রকল্পের অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট এর আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্দর উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ও স্যুয়ারেজ, ইকোনোমিক জোন, ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের ন্যায় মনোনীত খাতগুলোর বিপরীতে দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামোগত অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়।

৯.৩৭ অদ্যাবধি ৯টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ৬টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। অর্থবছর ২২-এ অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্টের আওতায় Raw Tech Limited (RTL), Technaf Solar Tech Energy Limited (TSEL), City Economic Zone Limited (CEZL), এবং Karnafuly Dry Dock Limited (KDDL)-এর দ্বিতীয় কিস্তি শীর্ষক চারটি সাব-প্রজেক্টে অর্থায়নের জন্য ৫.৮ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। অর্থবছর ২১-এ Karnafuly Dry Dock Limited (KDDL) এবং Summit Communications Limited শীর্ষক দু'টি সাব-প্রজেক্ট-এ অর্থায়নের বিপরীতে মোট ৪.০৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। অপরদিকে, কারিগরি সহায়তা (TA) কম্পোনেন্ট সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা হয়। এ লক্ষ্যে, আইপিএফএফ II প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, এজেন্সি ও সংস্থার প্রায় ৯২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ইক্যুইটি এন্ড এন্টারপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ)/ এন্টারপ্র্যানারশীপ সাপোর্ট ফান্ড (ইএসএফ)

৯.৩৮ উদীয়মান কৃষিভিত্তিক/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং আইসিটি শিল্পে বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে অর্থবছর ০১-এ সরকার কর্তৃক ১.০ বিলিয়ন টাকা প্রাথমিক বরাদ্দের মাধ্যমে ইক্যুইটি এন্ড এন্টারপ্র্যানারশিপ ফান্ড (ইইএফ) গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ও ICB-এর মধ্যে ১ জুন ২০০৯ তারিখে স্বাক্ষরিত ইইএফ-এর চুক্তি অনুযায়ী ICB বর্তমানে ইইএফ/ইএসএফ-এর অপারেশনাল কার্যক্রম সম্পাদন করছে, যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি নির্ধারণ, তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পারফরমেন্স মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি করছে।

৯.৩৯ ২০১৮ সালে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ইক্যুইটি মডেলের পরিবর্তে 'এন্টারপ্র্যানারশিপ সাপোর্ট ফান্ড (ইএসএফ)' শিরোনামে একটি ঋণ নীতিমালা অনুমোদন করেন। সংশোধিত নীতিমালার অধীনে, ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক এবং আইসিটি খাতের বিপরীতে expression of interest (EOI) গ্রহণের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৫৮১টি এবং ২০টি, যার মধ্যে ৮৪টি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক EOI ১.৭ বিলিয়ন টাকার ঋণ বরাদ্দ পায়।

৯.৪০ ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ২০৬৩টি (১৯২৩টি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে ৩৪.৬ বিলিয়ন টাকা এবং ১৪০টি আইসিটি প্রকল্পে ২.২ বিলিয়ন টাকাসহ) প্রকল্প ইইএফ/ইএসএফ হতে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে। জুন ২০২২ শেষে তহবিল হতে ৯৩২টি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে ১৪.৯ বিলিয়ন টাকা এবং ১০৫টি আইসিটি প্রকল্পে ১.৩ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। এখন পর্যন্ত মোট ৪৩০টি কৃষিভিত্তিক কোম্পানি এবং ৭১টি আইসিটি কোম্পানি ৪.০ বিলিয়ন টাকা এবং ০.৫ বিলিয়ন টাকা মূল্যের শেয়ার বাই-ব্যাক করে। তহবিলটির আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত কৃষিভিত্তিক প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের ফলে পল্লি অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে। তহবিল সহায়তাকৃত আইসিটি প্রকল্পগুলোতে উৎপাদিত বিশ্বমানের সফটওয়্যার দেশীয় বাজারে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

গৃহনির্মাণ অর্থসংস্থান

৯.৪১ জুন ২০২২ শেষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহায়ন ঋণের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৫৮.৯৪ বিলিয়ন টাকা (সারণি ৯.০৯), যা বেসরকারি খাতে মোট ঋণের শতকরা ৭.৮ ভাগ। বৃহৎ আমানত সংগ্রহের সাথে বেসরকারি ব্যাংকগুলো গৃহায়ন ঋণ ব্যবসাকে প্রসারিত করে এবং অর্থবছর ২২ শেষের ৫৮৯.০ বিলিয়ন টাকা ঋণ স্থিতি নিয়ে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে (সারণি ৯.০৯)। অর্থবছর ২২ শেষে মোট গৃহায়ন ঋণ স্থিতিতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ২৫৯.৩ বিলিয়ন টাকা নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে এবং অন্যান্য ব্যাংকসমূহের ৪৫.৩ বিলিয়ন টাকা স্থিতি রয়েছে। এছাড়া, দীর্ঘমেয়াদি আমানত সংগ্রহ করে গৃহায়ন অর্থায়নে বিশেষায়িত কোম্পানিসমূহও অর্থবছর ২২ শেষে ৯৪.০ বিলিয়ন টাকা ঋণ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে।

৯.৪২ জুন ২০২২ শেষে, একমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গৃহনির্মাণ ঋণদাতা, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি)-এর ঋণ স্থিতি দাঁড়ায় ৩৯.৩ বিলিয়ন টাকা। বিএইচবিএফসি তহবিলের প্রাথমিক উৎস হলো সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পরিশোধিত মূলধন। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সরকারি প্রতিশ্রুত ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের মাধ্যমে বিএইচবিএফসি তহবিল সংগ্রহ করে। অর্থবছর ২১ এবং অর্থবছর ২২-এর ৫.৭ বিলিয়ন টাকা ও ৬.৫ বিলিয়ন টাকা আদায়ের বিপরীতে যথাক্রমে ৫.১ বিলিয়ন টাকা এবং ৫.৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

সারণি ৯.০৯ আবাসনখাতে গৃহায়ন ঋণের স্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	মোট স্থিতি (জুন শেষে)		
	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২[সা]
ক) গৃহায়ন অর্থায়নে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান	৯০.৮	৯৩.৬	৯৪.০
১। বিএইচবিএফসি	৩৪.৭	৩৭.০	৩৯.৩
২। ডেল্টা-ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স	৪৩.২	৪৩.৪	৪১.৩৭
৩। ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১২.৯	১৩.২	১৩.৬
খ) ব্যাংকসমূহ	৭৭২.৩	৮১৪.৭	৮৯৩.৬
১। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৮৯.৬	৫৩২.৬	৫৮৯.০
২। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	২৪২.১	২৩৮.১	২৫৯.৩
৩। অন্যান্য ব্যাংক (বিদেশি ব্যাংক এবং বিশেষায়িত)	৪০.৬	৪৪.০	৪৫.৩
গ) অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৬৮.০	৬৫.৬	৭০.১৪
ঘ) ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	১.০	০.৮	১.২
গ্রামীণ ব্যাংক			
মোট	**৯৩২.১**	**৯৭৪.৭**	**১০৫৮.৯৪**

[সা]সাময়িক।

উৎস: আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক; বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং গ্রামীণ ব্যাংক।

৯.৪৩ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন সুবিধা প্রদানে, সরকার কর্তৃক ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় গৃহায়ন তহবিল স্থাপিত হয়। গৃহায়ন তহবিল পল্লি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শতকরা ৫.৫ ভাগ সরল সুদ হারে ১ থেকে ৭ বছর মেয়াদে আদায়যোগ্য গৃহনির্মাণ ঋণ বিতরণের জন্য এনজিওগুলোকে মাত্র শতকরা ১.৫ ভাগ সরল সুদ হারে ঋণ সরবরাহ করে থাকে। জুন ২০২২ পর্যন্ত, গৃহায়ন তহবিল ৬৪টি জেলার ৪০৫টি উপজেলাব্যাপি ৬১৫টি এনজিওর অনুকূলে ৪.৭ বিলিয়ন টাকা অর্থ ছাড় করে এবং ইতোমধ্যে ৯৪,০৭৩টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থবছর ২২ শেষে মোট আদায়যোগ্য ৩.১ বিলিয়ন টাকা ঋণের বিপরীতে তহবিলটি ২.৯ বিলিয়ন টাকা আদায়ও করে, যা শতকরা ৯৫.৩ ভাগ আদায় হার নির্দেশ করে।

৯.৪৪ গৃহায়ন তহবিল স্কিমের আওতায় ঢাকা জেলাধীন সাভারের আশুলিয়ায় ৭৪৪ জন মহিলা শ্রমিককে আবাসন প্রদানে সক্ষম একটি ১২তলা বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল মহিলা

বিষয়ক অধিদপ্তরের সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে ০.২ বিলিয়ন টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। এছাড়া, BEPZA-এর আওতাধীন মংলা ইপিজেডস্থ ১,০০৮ জন মহিলা শ্রমিককে আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য ০.৩ বিলিয়ন টাকা ব্যয়ে একটি চারতলা বিশিষ্ট ডরমিটরি নির্মাণ করা হয়।

৯.৪৫ তাছাড়া, গৃহায়ন তহবিল বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'ঘরে ফেরা কর্মসূচি' প্রকল্পের অনুকূলে ০.০২ বিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে এবং প্রথম দফায় ০.০১ বিলিয়ন টাকা অর্থ ছাড় করে। অধিকন্তু, গৃহায়ন তহবিল সিডর, আইলা, আম্ফান, নদী ভাঙনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের মধ্যে ০.৩ বিলিয়ন টাকা অনুদান হিসেবে বিতরণ করে।

ঘ. বৈদেশিক মুদ্রা বাজার

৯.৪৬ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেন সুষম করতে বৈদেশিক মুদ্রা বাজার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বাজারে অংশীজন হল বাংলাদেশ ব্যাংক, অনুমোদিত ডিলারগণ এবং গ্রাহকেরা। বাংলাদেশ ব্যাংক বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এ্যাক্ট, ১৯৪৭ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেও, সরাসরি পরিচালনার পরিবর্তে সতর্কতার সাথে বাজার কার্যক্রম পরিচালনা ও পরোক্ষভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি ভঙ্গি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োজনীয় নির্দেশিকাও জারি করে থাকে। অপরদিকে, আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজার পাইকারি বাজার হিসেবেও গুরুত্ব বহন করে, যার মাধ্যমে অধিকাংশ মুদ্রা লেনদেন হয়। আন্তঃব্যাংক বাজারের তিনটি প্রধান অংশ হল: স্পট মার্কেট, ফরওয়ার্ড মার্কেট এবং ফিউচার মার্কেট।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

৯.৪৭ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৩ সাল থেকে ভাসমান (Floating) বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু করে। এ ব্যবস্থার অধীনে ব্যাংকগুলো আন্তঃব্যাংক এবং গ্রাহক লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে তাদের নিজস্ব হার নির্ধারণ করতে পারে। বাজারের

চার্ট ৯.০৫ টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে) গতিধারা: অর্থবছর ২২

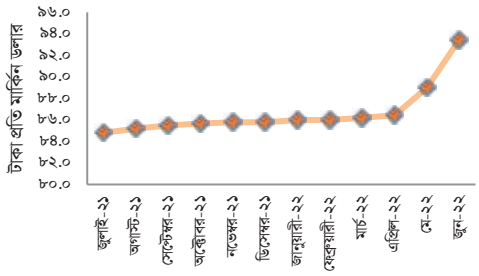

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

স্থিতিশীলতা রক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে ডলার ক্রয় ও বিক্রয় করে থাকে। বিওপি (BoP)-তে বৃহৎ ঘাটতির ফলে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারে অবচিতিমূলক চাপ সৃষ্টির প্রেক্ষিতে অর্থবছর ২২-এ টাকা-ডলার বিনিময় হারে অস্থিরতা অনুভূত হয়। তদানুসারে, জুন ২০২১ শেষের মুদ্রা বিনিময় হার ৮৪.৮১ টাকার তুলনায় জুন ২০২২ শেষে ৯৩.৪৫ টাকায় দাঁড়ায় (চার্ট ৯.০৫), যা অর্থবছর ২১-এর শতকরা ০.০৪ ভাগ উপচিতির বিপরীতে টাকা-ডলার বিনিময় হারে অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৯.২৫ ভাগ অবচিতি নির্দেশ করে।

৯.৪৮ চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সংকট এবং কোভিড-১৯ অতিমারী প্রতিকূলতার কারণে; অর্থবছর ২২-এ ক্রমবর্ধমান আমদানি পরিশোধ, যা রপ্তানি প্রবৃদ্ধিকে ব্যাপকভাবে ছাড়িয়ে যাওয়ার ফলস্বরূপ বর্ধিত বাণিজ্য ঘাটতি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারে অযাচিতজনিত বাজারে অস্থিরতা হ্রাসকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক ৭.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নিট বিক্রয়ের মাধ্যমে সক্রিয় থাকায় অর্থবছর ২২-এ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

৯.৪৯ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ধারণকৃত অথবা নিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক সম্পদই হলো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, যা কোনো অর্থনীতির বাহ্যিক অভিঘাত শোষণ ক্ষমতা পরিমাপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট (gross) বৈদেশিক রিজার্ভের মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক প্রধান মুদ্রাসমূহ (জি-৭), স্বর্ণ এবং স্পেশাল ড্রয়িং

রাইটস্ (এসডিআর); যা বিওপি (BoP) এর দায় অর্থায়নে এবং/অথবা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।

৯.৫০ বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং মহামারি পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পণ্য ও জ্বালানি মূল্যের ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি বাবদ পরিশোধের হার অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। একইসাথে মাঝারি রকমের রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ এবং বর্ধিত বাণিজ্য ঘাটতির ফলে অর্থবছর ২২-এ বিওপি (BoP)-তে ৫.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পায় এবং তা অর্থবছর ২১ শেষের ৪৬.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে অর্থবছর ২২ শেষে ৪১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে (৪.৭ মাসের পণ্য ও পরিষেবা আমদানির সমতুল্য) নেমে আসে।

কৃষি এবং কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন

১০.০১ কৃষিখাত জনসাধারণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় স্তর বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশের জিডিপিতে এ খাতের অবদান শতকরা ১১.৫০ ভাগ। দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা প্রায় ৪১.০ ভাগ সরাসরি কৃষি কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া, গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে কৃষি খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

১০.০২ সরকারি নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনীতিতে কৃষি ও পল্লি ঋণের পর্যাপ্ত প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক "কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি" প্রণয়ন করে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি ও পল্লি খাতের ভূমিকার উপর জোর দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া, বর্তমান নীতিমালাটি কাঙ্ক্ষিত কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করার পাশাপাশি ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং কৃষি খাতে কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থবছর ২২-এ সকল তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষি খাতে ২৮৩.৯১ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৮৮.৩৪ বিলিয়ন টাকা (লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ১০১.৫৬ ভাগ) ঋণ বিতরণ করা হয় (সারণি ১০.০১)।

সারণি ১০.০১ কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী*

(বিলিয়ন টাকা)

	বিতরণ	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
১।	**ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা**	**২৪১.২**	**২৬২.৯**	**২৮৩.৯**
	ক) শস্য (চা ব্যতীত)	১৩১.৯	১৫৬.৬	১৬৯.৪
	খ) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন	১৩.০	৯.৮	৯.৫
	গ) গবাদিপশু	২৪.৪	২৯.৩	৩২.৮
	ঘ) কৃষি পণ্য বিপণন	৫.৭	৪.৫	৪.৮
	ঙ) মৎস্য	২৪.৫	২৮.৫	৩১.০
	চ) দারিদ্র্য দূরীকরণ	১৫.৮	১১.২	১১.৮
	ছ) অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড	২৬.১	২২.৯	২৪.৫
২।	**প্রকৃত বিতরণ**	**২২৭.৫**	**২৫৫.১**	**২৮৮.৩**
	ক) শস্য (চা ব্যতীত)	১১৪.০	১২৮.৯	১২৮.৪
	খ) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন	২.৭	৪.৪	৪.৮
	গ) গবাদিপশু	৩১.৭	৩৫.৩	৫৪.৩
	ঘ) কৃষি পণ্য বিপণন	১.৩	১.৮	১.৮
	ঙ) মৎস্য	২৬.১	২৯.৫	৩৫.৯
	চ) দারিদ্র্য দূরীকরণ	২০.৯	২০.৪	২১.১
	ছ) অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড	৩০.৯	৩৪.৯	৪২.২
৩।	**মেয়াদ ভিত্তিক ঋণ বিতরণ**	**২২৭.৫**	**২৫৫.১**	**২৮৮.৩**
	ক) স্বল্পমেয়াদি	১৯১.৫	২২০.৭	২৩৮.৯
	খ) দীর্ঘমেয়াদি	৩৬.০	৩৪.৫	৪৯.৫
৪।	প্রকৃত আদায়	২১২.৫	২৭১.২	২৭৪.৬
৫।	আদায়যোগ্য ঋণ	২৭৯.৮	৩৩৬.৬	৩৫১.২
৬।	মোট ঋণের স্থিতি	৪৫৫.৯	৪৫৯.৪	৪৯৮.০
৭।	মোট বকেয়া ঋণ	৬০.৬	৫৮.৭	৫৯.৫
৮।	মোট ঋণের স্থিতিতে বকেয়া ঋণের শতকরা হার	১৩.৩	১২.৮	১১.৯

*বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ব্যতীত।
উৎস: কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অর্থবছর ২২-এ কৃষি ঋণ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

১০.০৩ অর্থবছর ২২-এ এ কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বাস্তবায়নের অবস্থা নিম্নরূপ:

- প্রায় ৩.৩০ মিলিয়ন কৃষকের মধ্যে ১.৮০ মিলিয়ন নারী বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ১০৮.২৯ বিলিয়ন টাকা কৃষি ও পল্লি ঋণ পায়।
- বিভিন্ন ব্যাংকের আয়োজনে মোট ২১,৮৫৮টি প্রকাশ্য ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ০.১৩ মিলিয়ন কৃষকের মাঝে ৮.৪৮ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়।
- প্রায় ২.৫০ মিলিয়ন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ২০১.৮২ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ পায়।
- চর, হাওর প্রভৃতি ভৌগলিক অনগ্রসর এলাকার ৪,০৭৩ জন কৃষকের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে প্রায় ০.২০ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়।
- কৃষকদের জন্য রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ব্যাংকসহ অন্যান্য তফসিলি ব্যাংকসমূহে মাত্র ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক প্রায় ৯.৯০ মিলিয়ন হিসাব খোলা হয়।

- পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায় প্রায় ২২,১৭৬ জন উপজাতি কৃষকের মাঝে শতকরা ৪.০ ভাগ সুদহারে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) ১.০৮ বিলিয়ন টাকার বেশি কৃষি ঋণ বিতরণ করে।

কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ

১০.০৪ অর্থবছর ২২-এ ২৮৩.৯১ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কৃষি খাতে প্রকৃত বিতরণ ২৮৮.৩৪ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২১-এর মোট বিতরণ ২৫৫.১১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১৩.০৩ ভাগ বেশি। অর্থবছর ২০ থেকে অর্থবছর ২২ সময়কালে সামগ্রিক কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থা সারণি ১০.০১-এ এবং অর্থবছর ২২-এর কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত বিতরণের চিত্র যথাক্রমে চার্ট ১০.০১ ও ১০.০২-এ দেখানো হলো।

১০.০৫ মোট কৃষি ঋণ বিতরণের প্রায় শতকরা ৮২.৮৪ ভাগ ছিল স্বল্পমেয়াদি এবং অবশিষ্ট ১৭.১৬ ভাগ ছিল সেচ যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, গবাদিপশু ও অন্যান্য খাতে প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। অর্থবছর ২২-এ বিতরণকৃত স্বল্পমেয়াদি ঋণের শতকরা ৫৩.৭৩ ভাগ ছিল শস্য উৎপাদনে (সারণি ১০.০১)।

১০.০৬ কৃষি খাতে (সকল ব্যাংকসহ) মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ অর্থবছর ২১-এর ৪৫৯.৪০ বিলিয়নের তুলনায় ৩৮.৬২ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৮.৪১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ ৪৯৮.০২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (সারণি ১০.০২)।

১০.০৭ মূলত গ্রামাঞ্চলে শাখাসমূহের বিশাল নেটওয়ার্কের কারণে কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংক যথা- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এবং ছয়টি রাষ্ট্র-মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অবদানও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থবছর ২২-এ বিকেবি, রাকাব ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে যথাক্রমে শতকরা ১২.৩৫, ৯.৬৮ ও ১৯.০৬ ভাগ বেশি ঋণ বিতরণ করে এবং রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে যথাক্রমে শতকরা ৮.৩৩ ও ২.০৫ ভাগ কম ঋণ বিতরণ করে। এছাড়া, অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) তাদের নিজস্ব অর্থায়নে ১১.১৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড (বিএসবিএল) কর্তৃক কোনো কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়নি।

ঋণ আদায়

১০.০৮ সুষ্ঠুভাবে ঋণ আদায় ও প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল ব্যাংকের সঠিক ও নিবিড় তত্ত্বাবধান করা উচিত। অর্থবছর ২১-এ কৃষি ঋণের মোট আদায় ২৭১.২৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় অর্থবছর ২২-এ শতকরা ১.২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭৪.৬৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অর্থবছর ২২-এ কৃষি ঋণের বকেয়ার সাথে আদায়ের অনুপাত ছিল শতকরা ৫৫.১৫ ভাগ, যা অর্থবছর ২১-এর শতকরা ৫৫.১৪ ভাগ এর তুলনায় বেশি (সারণি ১০.০১)।

সারণি ১০.০২ কৃষি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম*

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২					
			এসসিবি	বিকেবি	রাকাব	পিসিবি	এফসিবি	**মোট**
বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	২৪১.২৪	২৬২.৯২	৩১.৯৫	৬০.০০	১৮.৫০	১৬৬.৬৪	৬.৮২	**২৮৩.৯১**
প্রকৃত বিতরণ	২২৭.৪৯	২৫৫.১১	২৯.২৯	৬৭.৪১	২০.২৯	১৬৩.২৩	৮.১২	**২৮৮.৩৪**
আদায়	২১২.৪৫	২৭১.২৪	২৭.৩৯	৭৬.৬৯	২৬.৭১	১৩৫.৩৯	৮.৪৬	**২৭৪.৬৪**
বকেয়া	৬০.৬০	৫৮.৬৫	২৪.৪৭	১৩.২৭	১৩.২৬	৮.৪৯	০.০০	**৫৯.৪৯**
মোট ঋণের স্থিতি	৪৫৫.৯৩	৪৫৯.৪০	১২৫.১১	১৮৬.২৯	৩৩.৯১	১৪৯.১৫	৩.৫৬	**৪৯৮.০২**

* বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড, ব্যতীত।
উৎস: কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১০.০৯ কৃষি ঋণের স্থিতির তুলনায় বকেয়ার পরিমাণ জুন ২০২১ শেষের শতকরা ১২.৭৭ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২২ শেষে শতকরা ১১.৯৫ ভাগে দাঁড়ায় (সারণি ১০.০১ ও ১০.০২)।

কৃষি ঋণের উৎসসমূহ

১০.১০ গ্রামাঞ্চলে শক্তিশালী অনানুষ্ঠানিক ঋণের উৎস থাকা সত্ত্বেও বিকেবি এবং রাকাব কৃষি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ নতুন শাখা এবং এজেন্ট ব্যাংকিং এর আউটলেট স্থাপনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সারাদেশে তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করছে এবং দেশের কৃষি অর্থায়নের সিংহভাগ অংশীদারিত্ব স্থাপন করছে। অর্থবছর ২২-এ মোট বিতরণ ২৮৮.৩৪ বিলিয়ন টাকার মধ্যে, দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংক (বিকেবি এবং রাকাব) এবং ছয়টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ১১৬.৯৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে, যা মোট বিতরণের শতকরা ৪০.৫৭ ভাগ; বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মোট ১৬৩.২৩ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করে যা মোট বিতরণের শতকরা ৫৬.৬১ ভাগ এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ৮.১২ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করে যা মোট বিতরণের শতকরা ২.৮২ ভাগ। অর্থবছর ২২ শেষে মোট বকেয়া ঋণের স্থিতিতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ১৯.৫৬ ভাগ, যেখানে রাকাব এবং বিকেবি-এর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল বকেয়া ঋণের যথাক্রমে শতকরা ৩৯.১১ ও ৭.১২ ভাগ (সারণি ১০.২)। অর্থবছর ২২ শেষে বেসরকারি এবং বিদেশি ব্যাংকসমূহের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় বকেয়া ঋণের শতকরা ৫.৬৯ ভাগ।

সরকারের সুদ ভর্তুকি (বাজেটারি বরাদ্দ)

১০.১১ দেশে ডাল, তেলবীজ, মসলা, ভুট্টার ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও এসব ফসলের উৎপাদন অপর্যাপ্ত । এ সকল ফসলের উৎপাদনে উৎসাহিত করা ও এসব খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্র মালিকানাধীন (বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত) ব্যাংকসমূহ ১ জুলাই ২০১০ তারিখ থেকে সরকার কর্তৃক সুদ-ক্ষতি ভর্তুকি

চার্ট ১০.০১ অর্থবছর ২২-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা

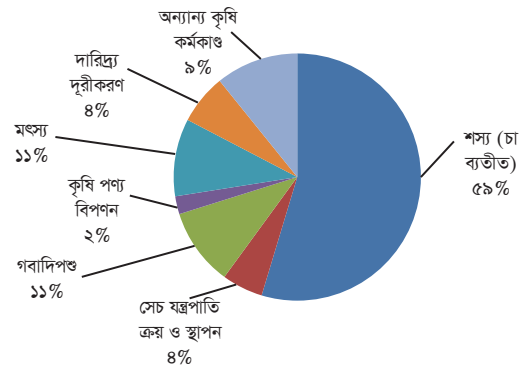

উৎস: কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১০.০২ অর্থবছর ২২-এ প্রকৃত কৃষি ঋণ বিতরণ

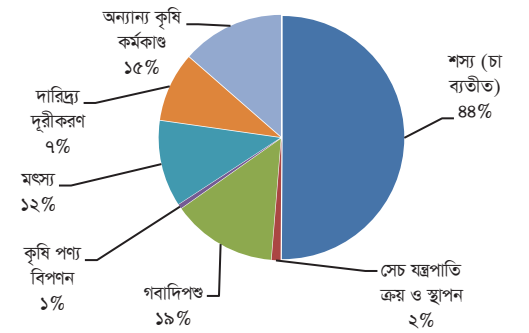

উৎস: কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সুবিধার আওতায় কৃষক পর্যায়ে শতকরা ৪.০ ভাগ রেয়াতি হারে ঋণ বিতরণ করছে।

১০.১২ রাষ্ট্র মালিকানাধীন (বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত) ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ অর্থবছর ১২ হতে তাদের বার্ষিক কৃষি ও পল্লি ঋণের আওতায় ডাল, তেলবীজ, মসলা ও ভুট্টা উৎপাদনে সরকারি শতকরা ৫.০ ভাগ হারে ভর্তুকি সুবিধার আওতায় ঋণ বিতরণ করে আসছে। এপ্রিল ২০২১ থেকে সুদ ভর্তুকির হার শতকরা ৪.০ ভাগ করা হয়। অর্থবছর ২২-এ ৩৫টি ব্যাংক শতকরা ৫.০ ভাগ এবং শতকরা ৪.০ ভাগ হারে (এপ্রিল ২০২১ হতে কার্যকর) ভর্তুকি হিসেবে ০.০২৩ বিলিয়ন টাকা সুবিধা পায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে সুদ ভর্তুকি

নভেল করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় প্রণোদনা সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল খাতে শতকরা ৪.০ ভাগ রেয়াতি সুদহারে কৃষিঋণ বিতরণ স্কিম

১০.১৩ কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে খাদ্য উৎপাদন এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি ঋণে সুদের হার কমানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ২৭ এপ্রিল ২০২০ তারিখের এসিডি সার্কুলার-২ অনুযায়ী শতকরা ৪.০ ভাগ (সর্বোচ্চ) রেয়াতি হারে ব্যাংকসমূহকে দানাশস্য, অর্থকরী ফসল, শাক-সবজি এবং কন্দ ফসলে কৃষি ঋণ প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়, যা কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ সকল ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহ 'সুদ-ক্ষতি' হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে শতকরা ৫.০ ভাগ হারে পুনর্ভরণ সুবিধা ভোগ করতে পারে। ০১ এপ্রিল ২০২০ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত উক্ত সুবিধাটি চালু ছিল। পুনর্ভরণ সুবিধাটি পাওয়ার জন্য ব্যাংকসমূহকে অবশ্যই নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরাসরি কৃষক পর্যায়ে সর্বোচ্চ শতকরা ৪.০ ভাগ রেয়াতি হারে ঋণ বিতরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হয়। পাশাপাশি ব্যাংকসমূহকে কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালাও যথাযথভাবে পরিপালন করতে হয়। অর্থবছর শেষে ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট সমন্বয়কৃত ঋণের বিপরীতে পুনর্ভরণ দাবি করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় মোট দাবিকৃত ঋণের ন্যূনতম শতকরা ১০.০ ভাগ হারে নথি সরেজমিনে যাচাই করে থাকে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে ব্যাংকসমূহকে পুনর্ভরণ করা হয়। অর্থবছর ২১-এ কৃষক পর্যায়ে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ৪৫.৯৪ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। অর্থবছর ২২-এ ৩১টি ব্যাংক তাদের অর্থবছর ২১-এ বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ০.১১ বিলিয়ন টাকা সুদ ভর্তুকি দাবি করে। অর্থবছর ২২-এ ব্যাংকসমূহের দাবিকৃত পরিমাণ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতিমালা অনুযায়ী পরিদর্শন করে ৩১টি ব্যাংকে ০.০৬ বিলিয়ন টাকা সুদ ভর্তুকি প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা

সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা

১০.১৪ দেশের কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা বিকেবি এবং রাকাবকে সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে আসছে। এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সুদের হার শতকরা ৪.০ ভাগ; ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে যা শতকরা ৮.০ ভাগ এবং ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ এক বছর। রাকাব এবং বিকেবি অর্থবছর ২২-এ তাদের কৃষি ও পল্লি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে যথাক্রমে ১০.০ বিলিয়ন টাকা (নবায়ন) এবং ১০.০ বিলিয়ন টাকা (৫ বিলিয়ন টাকা + ৫ বিলিয়ন টাকা (নবায়ন)) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করে। গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা হতে বিকেবি অর্থবছর ২২-এ ১.০ বিলিয়ন টাকা সুদসহ পরিশোধ করে।

দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

১০.১৫ দেশের জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ও আমদানিকৃত দুধের উপর নির্ভরতা হ্রাসে এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতের জন্য ২.০ বিলিয়ন টাকার একটি বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ২০১৫ সালে গঠন করা হয়। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার অধীনে শতকরা ৫.০ ভাগ হারে সুদ ভর্তুকি পাওয়ার লক্ষ্যে ১৪টি অংশগ্রহণকারী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে ঋণ আদায়ের পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্দিষ্ট শর্তপালন সাপেক্ষে সরকারের কাছ থেকে শতকরা ৫.০ ভাগ হারে ভর্তুকি পেয়ে থাকে। ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণকৃত ঋণের ভর্তুকি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে স্কিমের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এ স্কিমের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বরাদ্দকৃত মোট ২.০ বিলিয়ন টাকার সম্পূর্ণ অংশই বিতরণ করা হয়। ২০১৫ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ১.৯৮ বিলিয়ন টাকা আদায় করা হয়। এ স্কিমের আওতায়

উপকারভোগী ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ১৮,৪২৯ জন।

পাট খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

১০.১৬ অর্থবছর ১৯-এ বাংলাদেশ ব্যাংক পাট ও পাট শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা, কৃষকদের তাদের উৎপাদিত পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সাহায্য করা এবং পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন, রপ্তানি ও কাঁচা পাট ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির চলতি মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে ৩.০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করে। অর্থবছর ২২-এ ৬ জন সুবিধাভোগীর মাঝে ০.২২ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়।

কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

১০.১৭ কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব খাদ্য উৎপাদনের জন্য গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করে। বার্ষিক কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকসমূহ মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম শতকরা ৬০.০ ভাগ ঋণ শস্য খাতে বিতরণ করে থাকে। এ প্রেক্ষিতে চলতি মূলধনভিত্তিক কৃষি খাতে (হর্টিকালচার, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি, ডেইরি ও প্রাণিসম্পদ খাত) পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫০.০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা হয়। এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ৪৩টি অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে শতকরা ৪.০ ভাগ রেয়াতি হারে ঋণ বিতরণ করে। অন্যদিকে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট হতে শতকরা ১.০ ভাগ হারে পুনঃঅর্থায়ন পায়। এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ জুন ২০২১ শেষে ১,৮৩,০৭০ জন সুবিধাভোগীর অনুকূলে ৪২.৯৫ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে। পূর্বে গৃহীত প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর ধারাবাহিকতায়, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব অর্থায়নে ৩০.০ বিলিয়ন টাকার " কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (২য় পর্যায়)" শিরোনামে একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করে। কৃষি খাতে গতিসঞ্চার ও প্রাণবন্ত কৃষি খাত প্রতিষ্ঠা এবং কোভিড-১৯ উদ্ভূত আর্থিক সংকট মোকাবেলার উদ্দেশ্যে এ স্কিম প্রবর্তন করা হয়। এ স্কিমের আওতায় ৩৭টি অংশগ্রহণকারী ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক হতে শতকরা ১.০ ভাগ হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাচ্ছে, যার সরল সুদহার কৃষক পর্যায়ে সর্বোচ্চ শতকরা ৪.০ ভাগ। এ স্কিম হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ১,৮৭,১৯৯ জন সুবিধাভোগীর অনুকূলে ২৭.৮৬ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ৫.০ বিলিয়ন টাকার "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

১০.১৮ কোভিড-১৯ মহামারির কারণে শহরকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মজীবী মানুষ হঠাৎ কর্মহীন হয়ে গ্রামাঞ্চলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এ সকল মানুষের অধিকাংশই এখন গ্রামে অবস্থান করছে এবং অনেকে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এ সকল জনগোষ্ঠীকে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে এসিডি সার্কুলার-০১ এর মাধ্যমে নিজস্ব অর্থায়নে ৫.০ বিলিয়ন টাকার "কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গঠিত "ঘরে ফেরা" শিরোনামে একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" গঠন করে। এ স্কিমের লক্ষ্য হলো স্বল্প পুঁজির স্থানীয় ব্যবসা, পরিবহন খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি যানবাহন ক্রয়, ক্ষুদ্র প্রকৌশল শিল্প, মৎস্য চাষ, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ফসল বিপণন, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। স্কিমটির মেয়াদ জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত। সুবিধাভোগী গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার শতকরা ৬.০ ভাগ এবং ব্যাংক পর্যায়ে তা শতকরা ০.৫ ভাগ। অর্থবছর ২২-এ ১৬ টি ব্যাংক ৩,২৫৪ জন সুবিধাভোগীর অনুকূলে ০.৪৬ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে।

ডিমান্ড লোন

১০.১৯ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এবং সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন ছাড়াও দেশের কৃষি ঋণের নিয়মিত চাহিদা পূরণ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। তা হলো ডিমান্ড

প্রমিজরি নোটের বিপরীতে ৯০ দিন মেয়াদি ডিমান্ড লোন। অর্থবছর ২২-এ বিকেবি ৫.০ বিলিয়ন ও রাকাব ২০.০ বিলিয়ন টাকা ডিমান্ড লোন গ্রহণ করে ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে কৃষিঋণ সম্পর্কিত প্রকল্প/ কর্মসূচি

স্মল এন্ড মার্জিনাল সাইজড ফার্মারস এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড ডাইভার্সিফিকেশন ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট (এসএমএপি)

১০.২০ বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে কৃষি ঋণ এবং কৃষি প্রযুক্তি সুবিধা সম্বলিত প্রি-ফাইনান্স আবর্তনশীল এ প্রকল্প ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করে। অর্থবছর ২২-এ ১১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ১,১৩,৪৭১ জন গ্রাহকের মধ্যে ৬.৩৯ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। এ প্রকল্পের শুরু থেকে প্রায় ৫,৭১,৪৩২ জন গ্রাহকের মধ্যে সর্বমোট ৩২.৪৯ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয় যার শতকরা ৮৩.০ ভাগ নারী। ঋণ গ্রহণকারী কৃষকদের সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা দেয়ার চেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা তৈরির জন্য সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এসএমএপি কৃষি ও প্রাণীসম্পদ খাতে উৎপাদিত পণ্যের বহুমুখীকরণের জন্য ঋণ বিতরণ করছে। অধিকন্তু ঋণের মান উন্নয়ন এবং অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের জন্য "অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা সভা" এবং "অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি"-র জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এডিবি ফান্ডেড সেকেন্ড ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন প্রজেক্ট (এসসিডিপি)

১০.২১ এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর ২৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নে ২০১১ সালে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় । বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বেসিক ব্যাংক ও ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড এর অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন এলাকা বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ২৫টি জেলার ৫৪টি উপজেলার মধ্যে বিস্তৃত। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ০.২০৪ মিলিয়ন কৃষকের মাঝে ২.০৪ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়।

মার্জিনাল এন্ড স্মল ফার্ম সিস্টেমস্ ক্রপ ইনটেনসিফিকেসন প্রজেক্ট (এমএসএফএসসিআইপি) কুড়িগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট

১০.২২ এ প্রকল্পটি ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (আইএফএডি)-এর অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত এবং এর ঋণ অংশ ০.১৪ বিলিয়ন টাকা। প্রকল্পটি কুড়িগ্রাম জেলার নয়টি থানায় বিস্তৃত। চারটি অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রাথমিকভাবে এর মেয়াদকাল ছিল ১৯৮৭-১৯৯৭; কিন্তু আবর্তনশীল তহবিল হতে এখন পর্যন্ত প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। পিএফআইসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংক রেটে পুনঃঅর্থায়ন পেয়ে থাকে এবং উপকারভোগী পর্যায়ে পিএফআই এর মাধ্যমে সুদের হার নির্ধারিত হয়। ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত উক্ত আবর্তনশীল তহবিল-এর স্থিতি ছিল ৮.০৭ মিলিয়ন টাকা।

সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে প্রাক অর্থায়ন

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

১০.২৩ বাংলাদেশ ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ও মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক-কে প্রাক-অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে থাকে। দারিদ্র্য বিমোচন এবং আয় বর্ধক কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আনসার-ভিডিপি ব্যাংক সদস্যের মধ্যে এ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। ঋণের পরিমাণ এবং সুদের ক্ষেত্রে সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে অর্থায়ন করা হয়। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ঋণ অংশের স্থিতি ছিল ৫.০ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক শতকরা ২.০ ভাগ সুদে প্রাক-অর্থায়ন করা হয়, যেখানে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে কৃষি ঋণে সর্বোচ্চ সুদ হার শতকরা ৫.০ ভাগ এবং ক্ষুদ্র ঋণে

সারণি ১০.০৩ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ

(বিলিয়ন টাকা)

মেয়াদ	নিট স্থিতি ভিত্তিক বিতরণ লক্ষমাত্রা	উপ-খাতসমূহ				নারী উদ্যোক্তা	অর্জন
		শিল্প	সেবা	ব্যবসা	মোট		
২০২১	২৫২৭.৬১	৮৩০.০৭	৪৪৮.৪৫	৮৭৯.৩৪	২১৫৭.৮৬	৮৮.০২	৮৫.৩৭%
২০২২	২৮৫৫.৬৫	৮৭০.৮৩	৪৮৫.৮৭	৯৪৩.৬৭	২৩০০.৩৭	১০৪.৪৬	৮০.৫৬%

উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সর্বোচ্চ সুদ হার শতকরা ৮.০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা ৫৫,৯১৬ জন যার মধ্যে অর্থবছর ২২-এ ২০,০৪৯ জন উপকৃত হয়। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক ১০.০ বিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে যা অনুমোদন পত্রের শর্তাবলী পূরণ করলে ক্রমান্বয়ে প্রদান করা হবে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক

১০.২৪ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মসংস্থান ব্যাংককে সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে প্রাক-অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে থাকে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গ্রাহকদের ('বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত) জন্য এ ঋণের সুবিধা বহাল করা হয়। ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪.০ বিলিয়ন টাকা কর্মসংস্থান ব্যাংককে বরাদ্দ দেয়া হয়, যার বকেয়া ১১.০ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক রেটে ঋণ প্রদান করে থাকে যেখানে কর্মসংস্থান ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ শতকরা ৮.০ ভাগ হারে ঋণ দিয়ে থাকে। কর্মসংস্থান ব্যাংক তার গ্রাহকদের যে ঋণ প্রদান করে তা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত 'কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি' এবং কর্মসংস্থান ব্যাংকের 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' কর্মসূচি দ্বারা পরিচালিত হবে। প্রাক-অর্থায়ন সুবিধার শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৯৯,৩৯৫ জন যার মধ্যে অর্থবছর ২২-এ ৩৪,৭৭০ জন উপকৃত হয়।

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন (সিএমএসএমইস)

১০.২৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এবং স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট (SMESPD) কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে আসছে, যেমন, নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল; ইসলামি শরিয়াহ্-ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন; কোভিড-১৯ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল; জাপান ইন্টারন্যাশনাল

সারণি ১০.০৪ বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের অধীনে সিএমএসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ (জুন ২০২২ পর্যন্ত)

	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)				খাত ভিত্তিক সুবিধাভোগীর সংখ্যা			
		চলতি মুলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১.	কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৯.৩৯	৬.৪৬	৯.০৪	২৪.৮৯	৩,৭০৯	-	-	৩,৭০৯
২.	স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১১.৩৯	৩৪.১৮	৯.৪২	৫৪.৯৯	১৫,৩৮৭	২৩.৭৩৩	৬,৫১০	৪৫,৬৩০
৩.	নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	০.০৯	১.২৬	০.০২	১.৩৭	৫৯০	১,০৪১	৪০৩	২,০৩৪
৪.	ইসলামী শরিয়াহ্ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	৩.৮৪	১.১৯	১.৬৬	৬.৬৯	২৮৪	৬৯৯	৭৮	১,০৬১
৫.	জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই	০.৯০	৭.৩৩	৪.১৪	১২.৩৭	১,০৮২	৩৪	৮৯৪	২,০১০
৬.	জাইকা সহায়তাপুষ্ট ইউবিএসপি	০	০	০.৯০	০.৯০	০৬	-	-	০৬
৭.	কোভিড-১৯ পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প	৬৬.৮৯	-	-	৬৬.৮৯	১২,৪৭২	৫১,৬৮৮	৯,১৫১	৭৩,৩১১
৮.	সিরাপ (SREUP)	০	০	১.৯০	১. ৯০	১৭	-	-	১৭
৯.	কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সিইসিআরএফবি প্রজেক্ট	৭	-	-	৭.০০	১,৪১২	১,৫৪৪	৯৬৩	৩,৯১৯
১০.	এসপিসিএসএসইসিপি	০.০৫	০.৯৩	০.০২	১.০০	৪৭	৩১৪	১৩	৩৭৪
১১.	এলএফএসএসপি	-	-	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট	**৯৯.৫৫**	**৫১.৩৫**	**২৭.১০**	**১৭৮.০০**	**৩৫,০০৬**	**৭৯,০৫৩**	**১৮,০১২**	**১৩২,০৭১**

উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১০.০৫ গ্রামাঞ্চলে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প (জুন ২০২২ পর্যন্ত)

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)				খাত ভিত্তিক সুবিধাভোগীর সংখ্যা			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক	৮.৬৯	২.৬৩	২.২২	১৩.৫	২,১৭৭	-	-	২,১৭৭
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	০.৭০	৩.৮৩	৬.৮২	১১.৪	১,৫৩২	-	-	১,৫৩২
	মোট	**৯.৩৯**	**৬.৪৬**	**৯.০৪**	**২৫.০**	**৩,৭০৯**	**-**	**-**	**৩,৭০৯**

উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

কোঅপারেশন এজেন্সি (JICA)-এর সহায়তাপুষ্ট আবর্তনশীল ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব্ স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজেস (FSPDSME) ফান্ড এবং জাইকা সহায়তাপুষ্ট আরবান বিল্ডিং সেইফটি প্রজেক্ট (UBSP); প্রোগাম টু সাপোর্ট সেইফটি রেট্রোফিটস্ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল আপগ্রেডস্ ইন দি আরএমজি সেক্টর প্রজেক্ট (SREUP); ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (IsDB) সহায়তায় লাইন অব ফাইন্যান্স টু সাপোর্ট এসএমইস প্রজেক্ট (LFSSP); স্ট্র্যাটেজিক্ প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড রেসপন্স প্রোগ্রাম (SPRP) ফর কোভিড-১৯; রেসটর ট্র্যাক অ্যান্ড সাপোর্টিং পোস্ট কোভিড-১৯ স্মল স্কেল এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন প্রজেক্ট (SPCSSECP)। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনীতির এ গুরুত্বপূর্ণ খাতের উন্নয়নে এগিয়ে এসেছে। সিএমএসএমই খাতে ২০২২ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিনিয়োগকৃত নিট ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি ছিল ২,৩০০.৩৭ বিলিয়ন টাকা, যা ২০২২ সালের জন্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর জন্য নির্ধারিত ২৮৫৫.৬৫ বিলিয়ন টাকার বার্ষিক সিএমএসএমই নিট বকেয়া ভিত্তিক লক্ষ্যের শতকরা ৮০.৬ ভাগ (সারণি ১০.০৩)।

পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

১০.২৬ বর্তমানে সিএমএসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে এসএমইএসপিডি পরিচালিত ৫টি এবং জাইকা, এআইআইবি ও ইউরোপিয়ান উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় ৬টি আবর্তনশীল প্রকৃতির পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক-অর্থায়ন তহবিল পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়াও ৩টি পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের কার্যক্রম সম্পন্ন হয় (সারণি ১০.০৪)। জুন ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক-অর্থায়ন স্কিমের অধীনে মোট ১৭৮.০ বিলিয়ন টাকা বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়। মোট অর্থায়নের মধ্যে ৯৯.৫৫ বিলিয়ন টাকা চলতি মূলধন খাতে, ৫১.৩৫ বিলিয়ন টাকা মধ্যমেয়াদি ঋণ ও ২৭.১০ বিলিয়ন টাকা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাক-অর্থায়ন/পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা সিএমএসএমই খাতকে প্রসারিত করার পাশাপাশি এ খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। সিএমএসএমই উন্নয়নে ব্যাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়ন সারণি ১০.০৪-এ তুলে ধরা হলো।

সিএমএসএমই খাতের প্রসারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক অর্থায়ন সুবিধাসমূহ

কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফঃস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

১০.২৭ বিভাগীয় শহরের বাইরে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০১ সালে নিজস্ব তহবিল থেকে ১.০ বিলিয়ন টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করে। চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এ তহবিল ২০১২ সালে ২.০ বিলিয়ন টাকা, ২০১৩ সালে ৪.০ বিলিয়ন টাকা, ২০১৫ সালে ৪.৫ বিলিয়ন টাকা, ২০১৮ সালে ৭.০ বিলিয়ন টাকা এবং পরবর্তীতে ২০২০ সালে ১৪.০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়। ০৭ মে ২০২০ তারিখে এসএমইএসপিডি সার্কুলার লেটার নং-২ অনুযায়ী এ স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে অর্থায়নের বিপরীতে গৃহীত সুদের সর্বোচ্চ হার সর্বোচ্চ শতকরা ৭.০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়।

সারণি ১০.০৬ ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (জুন ২০২২ পর্যন্ত)

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)				খাত ভিত্তিক সুবিধাভোগীর সংখ্যা			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৪৪)	১০.১৯	১৫.৯৭	৩.৯৭	৩০.১৩	৯,৪১১	১৬,৬৯৩	৩,৯৫০	৩০,০৫৪
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২৭)	১.২০	১৮.২১	৫.৪৫	২৪.৮৬	৫,৯৭৬	৭,০৪০	২,৫৬০	১৫,৫৭৬
	মোট	**১১.৩৯**	**৩৪.১৮**	**৯.৪২**	**৫৪.৯৯**	**১৫,৩৮৭**	**২৩,৭৩৩**	**৬,৫১০**	**৪৫,৬৩০**

নোট: বন্ধনীর পরিসংখ্যানসমূহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা প্রদর্শন করে।
উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০২২ সালের জুন মাস পর্যন্ত এ তহবিলের আওতায় ৩,৭০৯টি কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ২৫.০ বিলিয়ন টাকা (প্রায়) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয় (সারণি ১০.০৫)।

ক্ষুদ্র শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

১০.২৮ দেশের কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে গঠিত 'স্মল এন্টারপ্রাইজ ফান্ড (এসইএফ)' নামের এ তহবিলের আকার ১৫.০ বিলিয়ন টাকা। সিএমএসএমই খাতে নারী উদ্যোক্তাগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে স্বল্প সুদে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এ তহবিলের আওতায় ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে শতকরা ০.৫ ভাগ সুদে (পূর্বে শতকরা ৩.০ ভাগ) পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণ করে এবং গ্রাহকগণকে সর্বোচ্চ শতকরা ৫.০ ভাগ সুদে (পূর্বে শতকরা ৭.০ ভাগ) ঋণ প্রদান করে। ৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে ইস্যুকৃত সার্কুলার লেটার অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক এ তহবিলটি শুধুমাত্র নারী উদ্যোক্তাগণের জন্য বরাদ্দ করেছে। এছাড়াও, ০১ জুলাই ২০২১ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে এ তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করার পর যথাযথভাবে ঋণ পরিশোধ সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোক্তাগণকে শতকরা ১.০ ভাগ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও শতকরা ১.০ ভাগ হারে প্রণোদনা প্রদান করবে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ৪৫,৬৩০ জন উদ্যোক্তাকে আবর্তনশীলতার ভিত্তিতে ৫৪.৯৯ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়, যার মধ্যে ৩২,৯০৪ জন নারী উদ্যোক্তা (সারণি ১০.০৬)।

কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পের নতুন উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

১০.২৯ কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে নতুন উদ্যোক্তাদের মূলধন যোগানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক জামানতের বিপরীতে ২.৫ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত এবং ১.০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত জামানত বিহীন সিএমএসই ঋণ প্রদান করছে। এ তহবিলে উদ্যোক্তা পর্যায়ে সুদ হার শতকরা ৭.০ ভাগ (শতকরা ৩.০ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংক + সর্বোচ্চ শতকরা ৪.০ ভাগ ব্যবধান)। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত এ তহবিল হতে মোট ২,০৩৪ জন নতুন উদ্যোক্তার মাঝে সর্বমোট ১.৩৭ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয় (সারণি ১০.৮)।

ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

১০.৩০ সিএমএসএমই অর্থায়ন ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করে। ইসলামি শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে, ক্ষুদ্র উদ্যোগে (নারী ও পুরুষ) এবং কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ১,০৬১টি উদ্যোগের মাঝে ৬.৬৯ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয় (সারণি ১০.০৭)।

জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ/প্রাক-অর্থায়ন স্কিম

১০.৩১ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতের উন্নয়ন ও অর্থায়নের লক্ষ্যে জাইকা, জাপান এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি ঋণ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক "ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব্ স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজেস (এফএসপিডিএসএমই)-বিডি-পি৬৭)" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। কারিগরি সহায়তাসহ প্রকল্পটির ব্যয় ৫,০০০ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন-এর সমপরিমাণ টাকা। ব্যাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন ও প্রাক-অর্থায়নে, আবর্তনশীল তহবিলের আওতায় এ প্রকল্প হতে সুবিধা প্রাপ্ত পিএফআইগুলোকে সিএমএসএমই সাব প্রজেক্টকে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদনশীল বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক রেটে (বর্তমানে শতকরা ৪.০ ভাগ) ঋণ সরবরাহ করে থাকে। জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ২,০১০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ১২.৩৭ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক-অর্থায়ন করা হয় (সারণি ১০.০৪)।

আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (ইউবিএসপি)

১০.৩২ তৈরি পোশাক খাতের শিল্প কারখানার ভবন সংস্করণ, পুনঃনির্মাণ এবং স্থানান্তরের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩৬ তম জাপানিস ওডিএ প্যাকেজ -এর আওতায় "আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়। জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যকার ঋণ চুক্তি অনুযায়ী জাইকা ৪,১২৯ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন বরাদ্দ করে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) হিসেবে ২৬টি ব্যাংক ও ১০টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ৬টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ০.৯০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয় (সারণি ১০.০৪)।

নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন

১০.৩৩ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং সুইস উন্নয়ন ও সহযোগী এজেন্সির আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের "Skills for Employment Investment Program (SEIP)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে যুবক ও নতুন কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে অবদান রাখছে। ব্যাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডি এ প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১১,৪৮৪ জনকে ৪২টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কর্তৃক শ্রম বাজারে চাহিদা সম্পন্ন ১০টি ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যা শতকরা ৭৫.২২ ভাগ প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে যেখানে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল শতকরা ৩৩.০ ভাগ। ১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে SDCMU, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর এসএমইএসপিডি এর মধ্যে ১,০০০ উদ্যোক্তা তৈরি এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যার কার্যক্রম ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে শুরু হয়। প্রকল্পের ট্র্যাঞ্চ-০৩ এ ২২টি তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে এক হাজার সম্ভাব্য এবং নতুন উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ পরবর্তী, সুবিধাভোগী উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও ব্যবসায়িক অ্যাডভোকেসি সুবিধাও প্রদান করা হবে।

নতুন প্রকল্পের বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতের নিরাপত্তাজনিত সংস্কার ও পরিবেশগত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প

১০.৩৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডি "বাংলাদেশ রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি) সেক্টর প্রকল্পের সুরক্ষা পুনঃনির্মাণ এবং পরিবেশগত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প (এসআরইইউপি)" নামক তৈরি পোশাক খাতের অর্থনৈতিক স্থায়ীত্ব সুদৃঢ়করণের বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইউরোপীয় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যথা; ফ্রেঞ্চ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (AFD), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU), কেএফডাব্লিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (KfW), জার্মান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন (GIZ) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ৫০.০ মিলিয়ন ইউরো ঋণ এবং ১৪.২৯ মিলিয়ন ইউরো অনুদানসহ সর্বমোট ৬৪.২৯ মিলিয়ন ইউরোর অর্থায়নে এ প্রকল্পের অধীনে আর্থিক ও কারিগরি

সারণি ১০.০৭ ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিক তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (জুন ২০২২ পর্যন্ত)

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)				খাত ভিত্তিক সুবিধাভোগীর সংখ্যা			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৪)	৩.৪৯	০.১২	০.০০	৩.৬১	১১৭	৪৯২	৩২	৬৪১
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১)	০.৩৫	১.০৭	১.৬৬	৩.০৮	১৬৭	২০৭	৪৬	৪২০
	মোট	**৩.৮৪**	**১.১৯**	**১.৬৬**	**৬.৬৯**	**২৮৪**	**৬৯৯**	**৭৮**	**১,০৬১**

নোট: বন্ধনীর পরিসংখ্যানসমূহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা প্রদর্শন করে।
উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সহযোগিতার মাধ্যমে টেকসই, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব তৈরি পোশাক খাত গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পটির সামগ্রিক লক্ষ্য হচ্ছে, তৈরি পোশাক খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে একর্ড ও অ্যালায়েন্স (আমেরিকান ও ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট) এবং দেশে বলবৎ বিভিন্ন নিরাপত্তা নিয়ম নীতি মেনে ব্যাংকিং খাত ও বাংলাদেশের আরএমজি খাতকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে আরএমজি খাতে বিনিয়োগ সক্ষমতা বাড়ানো। প্রকল্পটি এ খাতের প্রতিখাতগুলোর সুরক্ষা পুনঃনির্মাণ, পরিবেশ ও সুরক্ষা উন্নয়নে অনুদানের বিনিয়োগ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের আরএমজি রপ্তানির উন্নতি সাধনে ভূমিকা রাখে। এ প্রকল্পের আওতায় তৈরি পোশাক খাতের মালিকগণ আকর্ষণীয় শতকরা ৭.০ ভাগ হারে ঋণ সুবিধা পাবে। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা হবে ৩ থেকে ৭ বছর। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ১ জানুয়ারি ২০১৮ সাল থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত থাকলেও বর্তমানে তা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ১২টি ব্যাংক ও ২টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে তৈরি পোশাক খাতের মালিকগণ এ ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত ১৭টি আরএমজি কারখানাকে ১.৯০ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করা হয়।

কোভিড-১৯ অতিমারীতে ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমই খাতে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প

১০.৩৫ সিএমএসএমই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কোভিড-১৯ অতিমারীতে ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমই প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তারল্য সহায়তা দেয়ার উদ্দেশ্যে ১০০.০ বিলিয়ন টাকার এ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করে। পুনঃঅর্থায়নের আওতায় ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৭৩,৩১১টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের মাঝে ৬৬.৮৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয় (সারণি ১০.০৯)।

ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম

১০.৩৬ "Implementation of the local finance initiatives support to SMEs (LF-I-SME) project in

সারণি ১০.০৮ নব্য উদ্যোক্তা তহবিল হতে সিএমএসএমই পুনঃঅর্থায়ন (জুন ২০২২ পর্যন্ত)

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)				খাত ভিত্তিক সুবিধাভোগীর সংখ্যা			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক	০.০৪	০.৪৭	০.০১	০.৫২	২৯৬	৩২৮	২৫০	৮৭৪
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	০.০৫	০.৭৯	০.০১	০.৮৫	২৯৪	৭১৩	১৫৩	১,১৬০
	মোট	০.০৯	১.২৬	০.০২	১.৩৭	৫৯০	১,০৪১	৪০৩	২,০৩৪

উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

Bangladesh" শিরোনামোক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসএমইএসপিডি এর অধীনে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (সিজিএস) ইউনিট চালু করা হয়। বিশ্বব্যাপী এবং বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমইসমূহের জামানতবিহীন ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে গ্যারান্টি প্রদানের লক্ষ্যে গত ২৩ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ২০.০ বিলিয়ন টাকা সমপরিমাণ একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণকালে জামানত প্রদানে ব্যর্থ সিএমএসইকে সিজিএস থেকে সহায়তা প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ২৭ জুলাই ২০২০ তারিখে এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-৩ এর মাধ্যমে সিজিএস-এর নীতিমালাসমূহ নিয়ে একটি সার্কুলার ইস্যু করে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংক ৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-৪ এর মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য "Manual of Credit Guarantee Scheme" শিরোনামে একটি বিস্তারিত অপারেশনাল কার্যপ্রণালী জারি করে। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আলোচ্য স্কিমটিকে সরকারের ২০তম আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ হিসেবে ঘোষণা প্রদান করেন। পর্যাপ্ত জামানত নাই এ ধরনের সিএমএসই উক্ত প্যাকেজের আওতায় ২৫ হাজার টাকা থেকে ৫০.০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত এক বছরের জন্য জামানতবিহীন ঋণ নিতে পারবে। বিভিন্ন পিএফআই-এর মাধ্যমে মোট ১,১৯০টি গ্যারান্টি আবেদন সিজিএস ইউনিট কর্তৃক গৃহীত হয়। এ ইউনিট কর্তৃক ইতোমধ্যে মোট ১.২৪ বিলিয়ন টাকার গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে। ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের আওতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একক গ্রাহক ২৫,০০০ টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবে, অন্যদিকে গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে ৫ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপ সর্বোচ্চ ২.০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। নারী উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিএফআইসমূহ পোর্টফোলিও গ্যারান্টি লিমিট এর ন্যূনতম শতকরা ১০.০ ভাগ সংরক্ষণ করবে। উল্লেখ্য, শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট গ্যারান্টি প্রাপ্ত ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় শতকরা ১১.০ ভাগ নারী উদ্যোক্তা।

সারণি ১০.০৯ সিএমএসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ (জুন ২০২২ পর্যন্ত)

(বিলিয়ন টাকা)

	প্রতিষ্ঠানের ধরন	পুনঃঅর্থায়ন	সিএমএসএমই এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা
১	ব্যাংক	৬১.৩০	৭৩,৩১১
২	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৫.৫৯	
	মোট	**৬৬.৮৯**	

উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

কোভিড-১৯ ইমারজেন্সি এবং ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট (সিইসিআরএফপি)

১০.৩৭ কোভিড-১৯ ইমারজেন্সি এবং ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট (সিইসিআরএফপি) ঋণ চুক্তি ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রজেক্টে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট (এআইআইবি) ব্যাংক সর্বমোট ৩০০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করে। ঋণদানের মাধ্যমে করোনা মহামারি সৃষ্ট তারল্য সংকট নিরসন করা এ ঋণের প্রধান উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমই খাতে পিএফআইসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। গ্রাহক পর্যায়ে এ ঋণ/বিনিয়োগসমূহ সিএমএসএমই খাতে চলতি মূলধন যেমন শ্রমিক মজুরি, মালামাল ক্রয়, স্বল্পমেয়াদি ঋণ পরিশোধ এবং অন্যান্য দৈনন্দিন পরিচালনা ব্যয়ের জন্য ব্যবহৃত হবে। এ পর্যন্ত ১৯টি ব্যাংক ও ৭টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান অত্র প্রকল্পের সাথে অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করে । ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সিএমএসএমই খাতের মোট ৩,৯১৯টি ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে ৭.০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়।

জুন ২০২২ পর্যন্ত সিএমএসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১০.৩৮ সিএমএসএমি খাতে ঋণ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপসমূহ:

সারণি ১০.১০ শিল্প ঋণের বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(বিলিয়ন টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
অর্থবছর ১১	৭১৩.০০	৩২১.৬৩	১,০৩৪.৬৩	৫৬৬.৯৫	২৫০.১৬	৮১৭.১১
অর্থবছর ১২	৭৬৬.৭৫	৩৫২.৭৮	১,১১৯.৫৩	৬৪৪.০০	৩০২.৩৭	৯৪৬.৩৭
অর্থবছর ১৩	১,০৩১.৬৬	৪২৫.২৮	১,৪৫৬.৯৪	৮৫৪.৯৬	৩৬৫.৪৯	১,২২০.৪৬
অর্থবছর ১৪	১,২৬১.০৩	৪২৩.১১	১,৬৮৪.১৪	১,১৩২.৯১	৪১৮.০৭	১,৫৫০.৯৮
অর্থবছর ১৫	১,৫৫৪.৭৭	৫৯৭.৮৪	২,১৫২.৬১	১,১৭৯.৬০	৪৭৫.৪১	১,৬৫৫.০১
অর্থবছর ১৬	১,৯৯৩.৪৯	৬৫৫.৩৯	২,৬৪৮.৮৮	১,৪৯৭.৬৩	৪৮২.২৫	১,৯৭৯.৮৮
অর্থবছর ১৭	২,৩৮৫.১৭	৬২১.৫৫	৩,০০৬.৭২	১,৮৫৫.৩৩	৫২০.৯৫	২,৩৭৬.২৮
অর্থবছর ১৮	২,৭৫৬.২৯	৭০৭.৬৮	৩,৪৬৩.৯৭	২,০২৯.৮০	৭০১.৯৩	২,৭৩১.৭৩
অর্থবছর ১৯	৩,১৯০.০৭	৮০৮.৫০	৩,৯৯৮.৫৭	২,৪৩১.৯৪	৭৬৫.৬৯	৩,১৯৭.৬৩
অর্থবছর ২০	৩,১২১.৩৪	৭৪২.৫৭	৩,৮৬৩.৯১	২,৫৬৬.০৬	৬৯৭.২৪	৩,২৬৩.৩০
অর্থবছর ২১	৩,২৪৮.২৬	৬৮৭.৬৫	৩,৯৩৫.৯১	২,৮৫৪.৭৮	৫৮৪.৮৯	৩,৪৩৯.৬৭
অর্থবছর ২২	৪,০৯১.৫৬	৭২৩.৬১	৪,৮১৫.১৭	৩,০৯৮.৫৭	৬৪৮.৬৩	৩,৭৪৭.২০

উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডি শুধুমাত্র নারী উদ্যোক্তাদের জন্য "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" বরাদ্দ করেছে;
- "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন স্কিম"-এর আওতায় বিতরণকৃত ঋণ যথাযথভাবে পরিশোধ করা সাপেক্ষে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য শতকরা ১.০ ভাগ প্রণোদনা সুবিধা এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান-এর জন্য আরও শতকরা ১.০ ভাগ প্রণোদনা সুবিধা ঘোষণা করা হয়;
- অভিবাসী শ্রমিক, বেকার যুবক এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু করা হয় (এসপিসিএসএসইসিপি);
- বাংলাদেশ ব্যাংক জেলাভিত্তিক একটি লিড ব্যাংক ক্যালেন্ডার (২০২২) ঘোষণা করে; এবং
- জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সিএমএসএমই সম্পর্কিত তথ্য প্রচার কার্যক্রম ।

এসএমই ঋণ বিতরণে অন্যান্য স্থানীয় তফসিলি ব্যাংকের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতিটি জেলায় লিড ব্যাংক নির্বাচন

১০.৩৯ বাংলাদেশ ব্যাংক লিড ব্যাংক গাইডলাইনস্ জারি করে (২৪ জানুয়ারি ২০২১) এবং ২০২১ সালের জন্য লিড ব্যাংক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে। এটি প্রতিটি জেলার জন্য নির্বাচিত লিড ব্যাংকের বার্ষিক ক্যালেন্ডার। লিড ব্যাংক আলোচনা, সেমিনার এবং মতবিনিময় সভার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সিএমএসএমই সম্পর্কিত তথ্য যেমন তৃণমূল পর্যায়ে সিএমএসএমই লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ বিতরণ, ক্ষেত্রভিত্তিক অর্থায়ন, নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন ইত্যাদি প্রচার করে।

১০.৪০ লিড ব্যাংক বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ের ব্যাংকের শাখা, ব্যবসায়িক সংগঠন, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসের পরামর্শক্রমে এবং বাংলাদেশ স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিক)-এর সমন্বয়ে সিএমএসএমই মতবিনিময়ের সভা আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

শিল্পঋণ

১০.৪১ বাংলাদেশের মত কৃষি-নির্ভর দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা অর্জনে প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত ছিল; ফলশ্রুতিতে, দেশে শিল্পঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণি ১০.১১ এসপিসিএসএসইসিপি-এর আওতায় কুটির, মাইক্রো এবং ক্ষুদ্র শিল্পে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি (জুন ২০২২ পর্যন্ত)

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)				খাত ভিত্তিক সুবিধাভোগীর সংখ্যা			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক	০.০৩	০.০২	০.০১	০.০৬	১১	৩৬	০২	৪৯
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	০.০২	০.৯১	০.০১	০.৯৪	৩৬	২৭৮	১১	৩২৫
	মোট	০.০৫	০.৯৩	০.০২	১.০০	৪৭	৩১৪	১৩	৩৭৪

উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অর্থবছর ২২-এ শিল্পঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪৮১৫.২ বিলিয়ন টাকা যা বিগত অর্থবছরে বিতরণকৃত ঋণ হতে শতকরা ২২.৩ ভাগ বেশি (সারণি ১০.১০)। অর্থবছর ২২-এ চলতি মূলধন ও মেয়াদি ঋণ বিতরণ অর্থবছর ২১-এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ২৬.০ ভাগ এবং শতকরা ৫.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ১১ থেকে অর্থবছর ২২ পর্যন্ত বছরওয়ারি শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি ১০.১০-এ দেখানো হলো।

স্টার্ট-আপ ফান্ড

১০.৪২ বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০৪ (তারিখ ২৯ মার্চ ২০২১) এবং সার্কুলার নং-০৫ (তারিখ ২৬ এপ্রিল ২০২১)-এর মাধ্যমে সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহকে ২০২০ সাল হতে পরবর্তী ৫ বছরের জন্য তাদের নিট মুনাফার শতকরা ১.০ ভাগ স্থানান্তর করে একটি 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' গঠন করার নির্দেশনা প্রদান করে। স্টার্ট-আপ ফান্ড-এর মোট পরিমাণ ১.৩১ বিলিয়ন টাকা। পাশাপাশি, বাংলাদেশ ব্যাংক "স্টার্ট-আপ ফান্ড"-এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য ৫.০ বিলিয়ন টাকার একটি তহবিল গঠন করে। জুন ২০২২ পর্যন্ত 'স্টার্ট-আপ ফান্ড'- এর অধীনে ১৮ জন গ্রাহককে ০.০৪ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। ১৬ জুন ২০২২-এ অনুষ্ঠিত ব্যাংকার্স সভায় সকল তফসিলি ব্যাংককে স্টার্ট-আপ ফান্ড সুবিধার অধীনে এক বছরে কমপক্ষে ৩ জন গ্রাহককে অর্থায়ন করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অন্যান্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ও ফান্ড

১০.৪৩ সিএমএসএমই খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য স্কিমসমূহ যেমন এসএমই ফাউন্ডেশন ফান্ড এবং গৃহায়ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিম হতে বিভিন্ন ধরনের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল দ্বারা এসএমই ফাউন্ডেশন ফান্ড নামক একটি স্কিম চালু করে যার আকার ০.৫০ বিলিয়ন টাকা। ৮ জুলাই ২০২১ হতে এ স্কিম থেকে ঋণ বিতরণ শুরু হয়। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত এসএমই ফাউন্ডেশন ফান্ড হতে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ০.০৬ বিলিয়ন টাকা। গৃহায়ন পুনঃঅর্থায়ন তহবিল বাংলাদেশ ব্যাংকের আরেকটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল যা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। এ স্কিম-এর আওতায় মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৯৫৬ জন এবং ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৭.৭০ বিলিয়ন টাকা।

রেসটর ট্র্যাক অ্যান্ড সাপোর্টিং পোস্ট কোভিড-১৯ স্মল স্কেল এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন প্রজেক্ট (এসপিসিএসএসইসিপি)

১০.৪৪ রেসটর ট্র্যাক অ্যান্ড সাপোর্টিং পোস্ট কোভিড-১৯ স্মল স্কেল এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন প্রজেক্ট (এসপিসিএসএসইসিপি)-এর আওতায় এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে ১৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলার ঋণ প্রদান করা হয় যার অধীনে পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এডিবি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণটি একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী ঋণ যা কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বিদেশ ফেরত অভিবাসী শ্রমিক, বেকার যুবক এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে কর্মসংস্থানের জন্য অর্থের যোগান সহজতর করেছে। এসপিসিএসএসইসিপি প্রকল্পটি ২৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ঋণ চুক্তি এবং প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। প্রকল্পের ঋণ কার্যকারিতার তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ

প্রকল্পের নির্বাহী সংস্থা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কার্যরত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক ৪টি ব্যাংক এবং ৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৪ মে ২০২২ তারিখে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করে (সারণি ১০.১১)।

লাইন অব ফাইন্যান্স টু সাপোর্ট এসএমইস প্রজেক্ট আন্ডার দ্য আইএসডিবি এসপিআরপি ফর কোভিড-১৯, রেসটর ট্র্যাক (এলএসএসপি)

১০.৪৫ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ও মহামারির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিক অর্থায়নের ভিত্তিতে এ অর্থায়ন সুবিধাটি বাংলাদেশের সিএমএসএমই খাতে সহায়তা প্রদান করবে। এ প্রকল্পটি ইসলামিক (IsDB) ব্যাংকের উন্নয়ন অর্থায়নে পরিচালিত। ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিতে পরিচালিত ও যে সব ব্যাংকের ইসলামিক উইন্ডো ও শাখা রয়েছে তারাই মূলত এ প্রকল্পের অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এ পর্যন্ত ৪টি ইসলামী ব্যাংক ও ১টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্পের আওতায় Master Facility Agreement স্বাক্ষর করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের অর্থায়নযোগ্য তহবিল এর পরিমাণ ৪৭.০ মিলিয়ন (ইউএস ডলার) বা ৩৯৮০ মিলিয়ন টাকা (প্রায়)।

গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

১০.৪৬ ক্ষুদ্র ঋণ খাতের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা 'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)' বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ঋণ খাতের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এমআরএ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিধি বিধান প্রণয়ন, সার্কুলার জারি, সরেজমিনে পরিদর্শন এবং অফসাইট সুপারভিশনের মাধমে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকি করে আসছে। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত এমআরএ ৮৮১টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সনদ প্রদান করেছে। তবে, যে সব প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের আইন, বিধি যথাযথভাবে পালন ও গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে এমন ১৪০টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে। অর্থবছর ২২-এ এমআরএ-এর সনদপ্রাপ্ত ৭৪১টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ৩৮.৩০ মিলিয়নের অধিক গ্রাহককে ১৯১৮.৮৩ বিলিয়ন টাকার অর্থায়ন সেবা প্রদান করে। জুন ২০২২-এ গ্রাহকদের সঞ্চয় স্থিতি ছিল প্রায় ৪৯৪.৫৮ বিলিয়ন টাকা এবং ক্ষুদ্র ঋণ গ্রাহকদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয় প্রায় ১৯১৮.৩৩ বিলিয়ন টাকা ।

সারণি ১০.১২ গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
১। মোট বিতরণ	**৯৬৭.০৫**	**১০৮০.৭০**	**১২০৩.০৪**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	২২৩.০৮	২৩৩.০৮	২০৬.৫৮
খ) ব্র্যাক	৩৬০.৯৯	৪২৯.০১	৫০০.৩৪
গ) আশা	২৫২.১৬	২৮৫.৬৭	৩০৯.২৯
ঘ) প্রশিকা	৪.৭১	৭.৯০	১০.১১
ঙ) টিএমএসএস	৪৩.৯১	৪৮.৯৬	৬৩.৫১
চ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৮২.২০	৭৬.০৮	১১৩.২১
২। মোট আদায়	**৮৮৫.৬২**	**১০৪৪.২০**	**১০৮৫.৩৪**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	২০৭.২২	২০৭.২২	২০৩.২৩
খ) ব্র্যাক	৩২৫.৬২	৪৩১.০৮	৪৪৮.৩০
গ) আশা	২৩৬.২১	২৭৩.১৩	২৭৩.৮৮
ঘ) প্রশিকা	৩.৮৬	৬.১৬	১০.১৯
ঙ) টিএমএসএস	৪০.৯৬	৪৬.২০	৫৫.৯৪
চ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৭১.৭৫	৮০.৪১	৯৩.৮০
৩। মোট ঋণের স্থিতি	**৭০৬.১৩**	**৭০১.৪২**	**৮৬৩.৬৫**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	১৫৮.৬২	১৪২.৫৯	১৪৫.৯৫
খ) ব্র্যাক	২৬৫.৮০	২৬৩.৬৯	৩২৯.০২
গ) আশা	১৭৭.০৫	১৮৯.৬০	২৫০.৮৯
ঘ) প্রশিকা	৩.৪৫	৫.১৫	৮.৪৬
ঙ) টিএমএসএস	৩০.৯৩	৩৪.৬৯	৪৪.২২
চ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৭০.২৮	৬৫.৭০	৮৫.১১
৪। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	**১৬.৫৪**	**৩২.৯৩**	**৯১.০৮**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	১.৫৪	৫.০৬	৩.১৮
খ) ব্র্যাক	৬.৩৬	৭.৭৯	২৮.৪৪
গ) আশা	৬.৪১	১৮.২৩	৪৯.৭৯
ঘ) প্রশিকা	০.১৮	০.২০	১.৩৯
ঙ) টিএমএসএস	০.৮৫	০.৮৫	৬.০৬
চ) ব্যুরো বাংলাদেশ	১.২০	০.৮০	২.২২
৫। মোট স্থিতিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার	**২.৩৪**	**৪.৬৯**	**২.২২**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	০.৯৭	৩.৫৫	২.১৮
খ) ব্র্যাক	২.৩৯	২.৯৫	৮.৬৪
গ) আশা	৩.৬২	৯.৬১	১৯.৮৫
ঘ) প্রশিকা	৫.২২	৩.৮৮	১৬.৪৩
ঙ) টিএমএসএস	২.৭৪	২.৪৫	১৩.৭০
চ) ব্যুরো বাংলাদেশ	১.৭১	১.২২	২.৬১

উৎস: মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)।

১০.৪৭ ক্ষুদ্র ঋণকে বিস্তৃত ও সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব চিন্তা ও ধারণার উপর ভিত্তি করে

পল্লি কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পিকেএসএফ কর্তৃক অর্থবছর ২২-এ ২৭৯টি অংশীদার সংস্থাকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৬.৫৮ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২১-এ ছিল ৪৮.৩২ বিলিয়ন টাকা ।

১০.৪৮ দারিদ্র্য বিমোচন তথা গরীব মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থবছর ২২-এ গ্রামীণ ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২০৬.৫৮ বিলিয়ন টাকা এবং আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ২০৩.২৩ বিলিয়ন টাকা। গ্রামীণ ব্যাংক এবং প্রধান ৫টি ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান যথা ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, টিএমএস এবং ব্যুরো বাংলাদেশ অর্থবছর ২২-এ ১২০৩.০৪ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১০৮৫.৩৪ বিলিয়ন টাকা আদায় করে। অর্থবছর ২২-এ ক্ষুদ্র ঋণের মোট স্থিতির পরিমাণ ছিল ৮৬৩.৬৫ বিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল ৯১.০৮ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২১-এ ছিল ৭০১.৪২ বিলিয়ন টাকা এবং ৩২.৯৩ বিলিয়ন টাকা। করোনা মহামারির প্রভাবে ক্ষুদ্র ঋণের স্থিতির মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ অর্থবছর ২১-এ ছিল শতকরা ৪.৬৯ ভাগ, যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ দাঁড়ায় শতকরা ২.২২ ভাগ। গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সারণি ১০.১২-তে দেখানো হলো।

সরকারি অর্থসংস্থান

১১.০১ কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাব হতে বিগত দুই বছর যাবৎ দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার চলমান থাকা অবস্থায় একটি নতুন ভূ-রাজনৈতিক সংকটে বিশ্বব্যাপী পণ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি বিশ্বে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। এ পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার দেশের অর্থনীতিকে উচ্চ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরিয়ে আনা, মুদ্রাস্ফীতির ক্রমবর্ধমান চাপ প্রতিরোধ, কর্মসংস্থান ও চাকরি ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং আয় বৈষম্য হ্রাসের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি কার্যকর বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে থাকে। চলমান বৃহৎ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন এবং মহামারির প্রাদুর্ভাব থেকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের অংশ হিসেবে বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত প্রণোদনা প্যাকেজের ফলে সরকারকে যথানিয়মেই ঘাটতি বাজেট নীতি অনুসরণ করতে হয়। তবে, বাংলাদেশ সরকার ঋণ সংকট এড়াতে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ যুক্তিসংগত এবং সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যাপারে সর্তক রয়েছে। বর্ণিত অবস্থাস্বত্ত্বেও, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থবছর ২২-এ জিডিপি প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত শতকরা ৭.২০ ভাগ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতকরা ৭.১০ ভাগ অর্জন করতে সক্ষম হয়।

অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেট এবং রাজস্ব পরিস্থিতি

আয়

১১.০২ অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় অপরিবর্তিত রাখা হয়। সংশোধিত এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও আইনি সংস্কার, অনলাইনে আয়কর প্রদানকারীদের জন্য ই-পেমেন্ট সেবাসমূহ চালুকরণসহ সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় নানাবিধ অটোমেশন এবং ডিজিটালাইজেশন, করদাতাদের কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে কর পরিধির সম্প্রসারণ, বিভিন্ন পরিষেবা প্রাপ্তিতে আয়কর সনদ প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা, আয়কর সনদধারীদের জন্য বাধ্যতামূলক রিটার্ন জমা দেয়া, প্রতিটি ব্যবসার জন্য ইলেকট্রনিক ফিস্ক্যাল ডিভাইস (ইএফডি) এবং সেলস্ ডেটা কন্ট্রোলার (এসডিসি) ব্যবহার ইত্যাদি পদক্ষেপ নেয়া হয়। এছাড়াও, করদাতা কোম্পানি কর্তৃক প্রদর্শিত আয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন সিস্টেম (ডিভিএস) চালু করা হয়। ফলস্বরূপ, আলোচ্য অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

সারণি ১১.০১ এক নজরে বাজেট

(বিলিয়ন টাকা)

খাতসমূহ	পরিমাণ			জিডিপি'র শতকরা হার		
	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২*	অর্থবছর ২৩@	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২*	অর্থবছর ২৩@
১. মোট রাজস্ব	**৩২৮৬.৬৫**	**৩৮৯০.০০**	**৪৩৩০.০০**	**৯.৩১**	**৯.৭৯**	**৯.৭৩**
ক. কর রাজস্ব	২৬৯৮.০৩	৩৪৬০.০০	৩৮৮০.০০	৭.৬৪	৮.৭১	৮.৭২
খ. কর বর্হিভূত রাজস্ব	৫৮৮.৬২	৪৩০.০০	৪৫০.০০	১.৬৭	১.০৮	১.০১
২. মোট ব্যয়	**৪৬০১.৬০**	**৫৯৩৫.০০**	**৬৭৮০.৬৪**	**১৩.০৪**	**১৪.৯৪**	**১৫.২৪**
ক. পরিচালন	২৮৫৮.৩০	৩৬৬৬.২৭	৪১১৪.০৬	৮.১০	৯.২৩	৯.২৫
খ. এডিপি	১৬০৪.৯৫	২০৯৯.৭৭	২৪৬০.৬৬	৪.৫৫	৫.২৯	৫.৫৩
গ. অন্যান্য	১৩৮.৩৫	১৬৮.৯৬	২০৫.৯২	০.৩৯	০.৪২	০.৪৬
৩. বাজেট ঘাটতি	**১৩১৪.৯৫**	**২০৪৫.০০**	**২৪৫০.৬৪**	**৩.৭২**	**৫.১৫**	**৫.৫১**

* সংশোধিত, @ প্রস্তাবিত,

উৎস: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২২-২৩, অর্থ মন্ত্রণালয় এবংবাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

১১.০৩ অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৮৯০.০০ বিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা অর্থবছর ২১-এর প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের তুলনায় শতকরা ১৮.৩৬ ভাগ বেশি। অর্থবছর ২২-এ কর রাজস্ব আদায়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা মোট রাজস্ব প্রাপ্তির শতকরা ৮৮.৯৫ ভাগ নির্ধারণ করা হয় যা অর্থবছর ২১-এ প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের তুলনায় শতকরা ২৮.২৪ ভাগ বেশি। তবে, অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্থবছর ২১-এর প্রকৃত আদায়ের তুলনায় শতকরা ২৬.৯৫ ভাগ কম নির্ধারণ করা হয় (সারণি ১১.০১)।

১১.০৪ অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি'র শতকরা ৯.৭৯ ভাগে নির্ধারণ করা হয় যা অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৯.৩১ ভাগ ছিল। আলোচ্য অর্থবছরে কর রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধিপূর্বক জিডিপি'র

শতকরা ৮.৭১ ভাগে নির্ধারণ করা হয় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে শতকরা ৭.৬৪ ভাগ ছিল। তবে, কর-বহির্ভূত রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা হ্রাসপূর্বক জিডিপি'র শতকরা ১.০৮ ভাগে নির্ধারণ করা হয় যা অর্থবছর ২১-এ ছিল শতকরা ১.৬৭ ভাগ।

১১.০৫ অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে বিগত অর্থবছরের আয়, মুনাফা এবং মূলধনী মুনাফা হতে প্রাপ্ত সর্বমোট কর ৮৭৩.৪৩ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ২০.৫৯ ভাগ বৃদ্ধি করে ১০৫৩.২৪ বিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে, স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন জুডিশিয়াল), ভূমি উন্নয়ন কর, আবগারি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক এবং অন্যান্য কর হতে আদায় অর্থবছর ২১-এ উক্ত খাতসমূহের প্রকৃত আদায়ের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৩২৫.৯৬, ১৩০.৪৩, ৫৩.৬১, ৪১.২৯, ২৩.৪২, ২০.৪৫ এবং ২৮.০৮ ভাগ বৃদ্ধিপূর্বক অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তবে, আলোচ্য অর্থবছরে যানবাহন কর বাবদ প্রাপ্তি অর্থবছর ২১-এ প্রকৃত আদায়ের তুলনায় শতকরা ৪৬.৮১ ভাগ হ্রাস পেতে পারে বলে প্রাক্কলনপূর্বক সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় (সারণি ১১.০২)। অর্থবছর ২২-এর খাতভিত্তিক কর রাজস্ব আদায়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিবরণী চার্ট ১১.০১-এ দেখানো হলো।

১১.০৬ অর্থবছর ২২-এ কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতে প্রশাসনিক ফি, সেবা, মূলধন রাজস্ব এবং অ-বাণিজ্যিক বিক্রয় ইত্যাদি বাবদ আদায় অর্থবছর ২১-এর প্রকৃত আদায়ের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ২৫২.০৪, ৪৪.৯৬, ৩১.৩০ এবং ২৬.৮৭ ভাগ বৃদ্ধিপূর্বক সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে আলোচ্য অর্থবছরে জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ; লভ্যাংশ ও মুনাফা; এবং ভাড়া ও ইজারা বাবদ প্রাপ্তির সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা পূর্ববতী অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৫২.৯৭, ১৭.৩৩ এবং ১৬.২৬ ভাগ কম নির্ধারণ করা হয় (সারণি ১১.০২)।

ব্যয়

১১.০৭ অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫৯৩৫.০০ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ১৪.৯৩ ভাগ) নির্ধারণ করা হয়, যা অর্থবছর ২১-এর প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ২৮.৯৮ ভাগ বেশি। অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে পরিচালন ব্যয় ৩৬৬৬.২৭ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৯.২২ ভাগ) নির্ধারণ করা হয় যা অর্থবছর ২১-এর প্রকৃত পরিচালন ব্যয় ২৮৫৮.৩০

সারণি ১১.০২ খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(বিলিয়ন টাকা)

খাতসমূহ	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২*	অর্থবছর ২৩@
১. কর রাজস্ব	**২৬৯৮.০৩**	**৩৪৬০.০০**	**৩৮৮০.০০**
ক. এনবিআর কর রাজস্ব	**২৬৩৮.৮৬**	**৩৩০০.০০**	**৩৭০০.০০**
আয়, মুনাফা এবং মূলধনী মুনাফার উপর কর	৮৭৩.৪৩	১০৫৩.২৪	১২১০.২০
আমদানি শুল্ক	৩১৫.৯২	৩৮০.৫১	৪৩৯.৯৪
রপ্তানি শুল্ক	০.০১	০.৫৪	০.৬৩
সম্পূরক শুল্ক	৩৮৫.৭৫	৫৪৫.০৩	৫৮৫.২৪
মূল্য সংযোজন কর	১০৩৩.৫৮	১২৭৫.৬৮	১৪১১.৯২
আবগারি শুল্ক	২৪.৯০	৩৮.২৫	৪১.২৭
অন্যান্য কর	৫.২৭	৬.৭৫	১০.৮০
খ. এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	**৫৯.১৭**	**১৬০.০০**	**১৮০.০০**
মাদক শুল্ক	০.৭৯	১.৩৮	১.৫২
যানবাহন কর	১৫.০৪	৮.০০	১২.৬৪
ভূমি উন্নয়ন কর	৯.১৭	২১.১৩	২০.৮৪
স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন জুডিশিয়াল)	২৯.০৮	১২৩.৮৭	১৩৮.৭৯
সারচার্জ	৫.০৯	৫.৬২	৬.২১
২. কর বহির্ভূত রাজস্ব	**৫৮৮.৬২**	**৪৩০.০০**	**৪৫০.০০**
প্রশাসনিক ফি	২০.৩৭	৭১.৭১	৭৯.২০
লভ্যাংশ ও মুনাফা	১৯.১০	১৫.৭৯	১৮.৮৪
সুদ	৮০.৭২	১৮৮.৪৮	১৬৬.৬৯
মূলধন রাজস্ব	২.৪৬	৩.২৩	২.৯৫
সেবা বাবদ আদায়	৩২.৬৭	৪৭.৩৬	৬৭.৬৭
টোল	৭.৯১	১০.০৪	১১.২৭
জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	৮.৯৩	৪.২০	৪.৭৮
অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	১৮.৭২	২৩.৭৫	২৩.৫১
ভাড়া ও ইজারা	৭.৪৪	৬.২৩	৩.৪৯
অন্যান্য কর বহির্ভূত রাজস্ব ও আদায়	৩৯০.৩০	৫৯.২১	৭১.৬০
মোট	**৩২৮৬.৬৫**	**৩৮৯০.০০**	**৪৩৩০.০০**

* সংশোধিত, @ প্রস্তাবিত

উৎস: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২২-২৩, অর্থ মন্ত্রণালয়।

চার্ট ১১.০১ কর রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বণ্টন: অর্থবছর ২২*

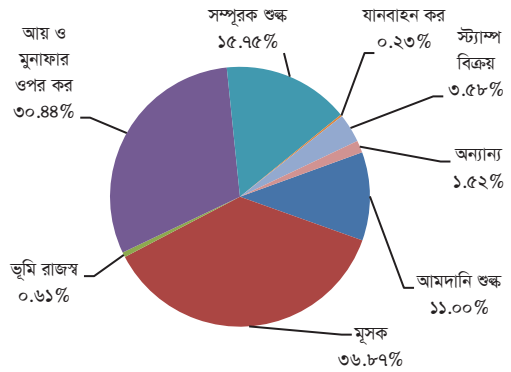

* সংশোধিত

উৎস: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২২-২৩, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ২৮.২৭ ভাগ বেশি (সারণি ১১.০১)।

১১.০৮ অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের খাতভিত্তিক বরাদ্দ বিবরণী হতে দেখা যায় যে, সামাজিক খাতে (শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং কল্যাণ, ইত্যাদি) মোট ১৬১৪.৯১ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়, যা অর্থবছর ২১-এ উক্ত খাতে ব্যয়কৃত ১২৪৭.০১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ২৯.৫০ ভাগ বেশি এবং আলোচ্য অর্থবছরের মোট বরাদ্দের শতকরা প্রায় ২৭.২১ ভাগ। অন্যান্য খাতের মধ্যে, জনপ্রশাসন; পরিবহন ও যোগাযোগ এবং কৃষি খাতে সংশোধিত বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১১০৯.০৬, ৬৫৮.৭৯ এবং ৩৪৯.৭৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অন্যদিকে, অর্থবছর ২২-এ অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ বাবদ সংশোধিত বরাদ্দ হ্রাস পেয়ে ৬৫০.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (সারণি ১১.০৩)।

১১.০৯ অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাবদ ২০৯৯.৭৭ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয় (জিডিপি'র শতকরা ৫.২৯ ভাগ) যা অর্থবছর ২১-এ এডিপি-তে প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ৩০.৮৩ ভাগ বেশি (সারণি ১১.০১)।

অর্থবছর ২২-এর বাজেট ঘাটতি এবং এর অর্থায়ন

১১.১০ অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে মোট ঘাটতির পরিমাণ (অনুদান ব্যতীত) দাঁড়ায় ২০৪৫.০০ বিলিয়ন টাকা যা জিডিপি'র শতকরা ৫.১৪ ভাগ (সারণি ১১.০১)। সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস হতেই বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন করে থাকে। সরকারি অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে রয়েছে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণ এবং ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ (অ-ব্যাংক)। অর্থবছর ২২-এ সংশোধিত বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ ঋণের অংশ ১২৪২.৮৮ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৩.১৩ ভাগ); যার মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৮৭২.৮৭ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ২.২০ ভাগ) এবং অবশিষ্ট ৩৭০.০১ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ০.৯৩ ভাগ)

সারণি ১১.০৩ রাজস্ব ব্যয়ের খাতভিত্তিক বিবরণী (বিলিয়ন টাকা)

খাতসমূহ	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২*	অর্থবছর ২৩@
সামাজিক খাত	**১২৪৭.০১**	**১৬১৪.৯১**	**১৭৯৯.৪২**
জনপ্রশাসন	৫৬৫.৮১	১১০৯.০৬	১৩৪৬.৭০
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	৬৬৩.১৯	৬৫০.০০	৭৩১.৭৫
প্রতিরক্ষা	৩৫৪.৬৩	৩৭১.২৬	৩৯৯.৯৫
জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	২৪৪.১৪	২৯১.৪৯	৩১১.৫৩
বৈদেশিক ঋণের সুদ	৪২.৮৭	৬২.৪৪	৭২.০০
কৃষি	২৫৭.৫৯	৩৪৯.৭৩	৪২১.০৮
পরিবহন ও যোগাযোগ	৫০২.১৮	৬৫৮.৭৯	৮১৫.১৮
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	২২৮.৪০	২৪৫.১৯	২৬০.৬৬
স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন	৩৫৪.৮৪	৪২৫.২৫	৪৪৬.৯০
গৃহায়ণ	৬৪.১৯	৬৮.৪৩	৬৮.২১
অন্যান্য	৭৬.৭৫	৮৮.৪৫	১০৭.২৬
মোট	**৪৬০১.৬০**	**৫৯৩৫.০০**	**৬৭৮০.৬৪**

* সংশোধিত, @ প্রস্তাবিত
উৎস: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২২-২৩, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি ১১.০৪ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (বিলিয়ন টাকা)

উৎসসমূহ	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২*	অর্থবছর ২৩@
অভ্যন্তরীণ ঋণ	৮২৫.৮৬	১২৪২.৮৮	১৪৬৩.৩৫
	(২.৩৪)	(৩.১৩)	(৩.২৯)
ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণ	৩২৬.৭৩	৮৭২.৮৭	১০৬৩.৩৪
	(০.৯৩)	(২.২০)	(২.৩৯)
ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ	৪৯৯.১৩	৩৭০.০১	৪০০.০১
	(১.৪১)	(০.৯৩)	(০.৯০)
বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদান সহ)	৪৮০.৫৬	৮০২.১২	৯৮৭.২৯
	(১.৩৬)	(২.০২)	(২.২২)
বাজেট ঘাটতি (অনুদান সহ)	১২৯১.৪৭	২০১৩.০৮	২৪১৭.৯৩
	(৩.৬৬)	(৫.০৭)	(৫.৪৩)
বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	১৩১৪.৯৫	২০৪৫.০০	২৪৫০.৬৪
	(৩.৭২)	(৫.১৫)	(৫.৫১)
জিডিপি (মেমোরেনডাম আইটেম)	**৩৫৩০১.৮৫#**	**৩৯৭১৭.১৬#**	**৪৪৪৯৯.৫৯**

* সংশোধিত, @ প্রস্তাবিত
বি দ্র.: ( ) বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের জিডিপির শতাংশ নির্দেশক;
উৎস: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২২-২৩, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ, যা প্রধানতঃ জাতীয় সঞ্চয়পত্রসমূহের বিক্রয় হতে প্রাপ্ত (চার্ট ১১.০২)। ঘাটতি বাজেটে বৈদেশিক অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০২.১২ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ২.০২ ভাগ) (সারণি ১১.০৪)।

অর্থবছর ২২-এর বাজেটে রাজস্ব আদায়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

প্রত্যক্ষ কর

১১.১১ সরকারি রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎসসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো প্রত্যক্ষ কর যা আয়, মুনাফা এবং মূলধনী মুনাফা হতে প্রাপ্ত কর। প্রত্যক্ষ কর হতে রাজস্ব আদায়

পূর্ববর্তী অর্থবছরের অর্জিত শতকরা ৩২.৩৭ ভাগ হতে হ্রাস করে অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে শতকরা ৩০.৪৪ ভাগ নির্ধারণ করা হয়। অর্থবছর ২২-এর জাতীয় বাজেটে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

ব্যক্তি বর্গের আয়ের উপর কর

- ব্যক্তি শ্রেণি করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ৩,০০,০০০ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়;
- মহিলা এবং পঁয়ষট্টি বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ৩,৫০,০০০ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়;
- ভিন্নরূপে সঙ্গায়িত নয় এরূপ আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা এবং অন্যান্য ব্যক্তি শ্রেণির জন্য বিদ্যমান করহারের পরিবর্তে শতকরা ৩০.০০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়;
- সামাজিক আত্তীকরণের লক্ষ্যে, তৃতীয় লিঙ্গের করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমার পরিবর্তে ৩,৫০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়;
- ব্যক্তি শ্রেণি ব্যবসায়ী করদাতাদের টার্নওভার কর হার শতকরা ০.৫০ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ০.২৫ ভাগ করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক আয়ের উপর কর

- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের কর হার বিদ্যমান শতকরা ২৫.০০ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ২২.৫০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়;
- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানিসমূহের কর হার বিদ্যমান শতকরা ৩২.৫০ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ৩০.০০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়;
- একক ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কোম্পানির কর হার বিদ্যমান শতকরা ৩২.৫০ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ২৫.০০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়;

চার্ট ১১.০২ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত): অর্থবছর ২২*

(জিডিপির শতকরা হার)

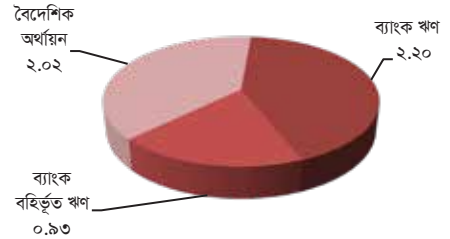

* সংশোধিত

উৎস: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২২-২৩, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর হার বিদ্যমান শতকরা ৩২.৫০ ভাগ হতে বৃদ্ধি করে শতকরা ৩৭.৫০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়;
- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নয় এমন মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর হার বিদ্যমান শতকরা ৩২.৫০ ভাগ হতে বৃদ্ধি করে শতকরা ৪০.০০ ভাগ করা হয়;
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজসমূহের ওপরে আরোপিত কর হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় শতকরা ১৫.০০ ভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয়।

মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

১১.১২ বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ের একক সবচেয়ে বড় উৎস হলো মূল্য সংযোজন কর বা মূসক। অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব প্রাপ্তির শতকরা ৩৬.৮৭ ভাগ মূল্য সংযোজন কর হতে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরে প্রকৃত আদায় ছিল শতকরা ৩৮.৩১ ভাগ। অর্থবছর ২২-এ মূসক আদায়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১২৭৫.৬৮ বিলিয়ন টাকা যা অর্থবছর ২১-এ আদায়কৃত ১০৩৩.৫৮ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ২৩.৪২ ভাগ বেশি। অর্থবছর ২২-এর বাজেটে

কার্যকরী এবং পদ্ধতিগত জটিলতাসমূহ প্রশমিত করার জন্য মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬-এর সংশোধনের জন্য বেশ কয়েকটি প্রস্তাব করা হয়। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি নতুন মূসক আইনকে অধিকতর সহজীকরণ ছিল অর্থবছর ২২-এর বাজেটের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তাই নতুন ভ্যাট আইনে ব্যবসায়ীগোষ্ঠী যাতে কোনো বিপত্তির সম্মুখীন না হয় তা মোকাবেলায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অর্থবছর ২২-এর জাতীয় বাজেটে মূসক প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ:

মূসক আরোপ, সম্প্রসারণ এবং সংকোচন

- ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর অগ্রিম কর হার বিদ্যমান শতকরা ৪.০০ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ৩.০০ ভাগ করা হয়;
- এলপিজি সিলিন্ডার উৎপাদনে মূসক হার বিদ্যমান শতকরা ৫.০০ ভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয়;
- কাগজের তৈরি কোনো উৎপাদনে মূসক হার বিদ্যমান শতকরা ১৫.০০ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ৫.০০ ভাগ করা হয়;
- দেশে উৎপাদিত টাইলস ও স্যানিটারি পণ্যের ডিলারদের এবং পরিবেশকদের শুধুমাত্র নিট কমিশনের উপর শতকরা ১৫.০০ ভাগ মূসক নির্ধারণ করা হয়;
- স্থানীয় কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাজা/হিমায়িত মাংস এবং মোড়ানো/টিনজাত গাজর ও শালগম আমদানির ক্ষেত্রে শতকরা ১৫.০০ ভাগ মূসক আরোপ করা হয়।

মূসক অব্যাহতি

- মোবাইল ফোন সেটের স্থানীয় উৎপাদনকারকদের মূসকের আওতা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়;
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মুড়ি মূসকের আওতা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়;
- স্থানীয় পর্যায়ে মোবাইল ফোন উৎপাদন এবং সংযোজন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিদ্যমান মূসক অব্যাহতি সুবিধা দুই বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়;
- দেশজ তথ্য-প্রযুক্তি খাতের প্রবৃদ্ধি উৎসাহিত করতে, প্রিন্টার/প্রিন্টারের যন্ত্রাংশ, কার্টিজ, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, নোটবুক, নোটপ্যাড, ট্যাব, সার্ভার, কিবোর্ড, মাউস, বারকোড/কিউআর স্ক্যানার, র‍্যাম, মাদারবোর্ড, পাওয়ার ব্যাংক, রাউটার, নেটওয়ার্ক স্যুইচ, সাউন্ড সিস্টেম, ইয়ারফোন, হেডফোন, এসএসডি/পোর্টেবল এসএসডি, হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, পেনড্রাইভ, মাইক্রো এসডি কার্ড, ফ্লাশ মেমরি কার্ড, সিসিটিভি, মনিটর, প্রজেক্টর, প্রিন্টেট সার্কিট বোর্ড, ইরাইটিং প্যাড, ইউএসবি ক্যাবল, ডাটা ক্যাবল, ডিজিটাল ঘড়ি প্রভৃতি শিল্পের স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান মূসকের আওতা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়;
- ট্রেডিং পর্যায়ে তাজা ফল মূসকের আওতা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়;
- দেশীয় শিল্প বিকাশের চলমান গতিশীলতা নিরবিচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে মোটর কার ও মোটরচালিত যানবাহনের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক ছাড় সুবিধা আরও ৫ বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়;
- আমদানিকৃত পণ্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যে, স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত ব্লেন্ডার, জুসার, মিক্সার, গ্রাইন্ডার, ইলেকট্রিক কেটলি বিদ্যমান মূসক হতে অব্যাহতি দেয়া হয়;
- অটোমোবাইল, রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার ও এর কম্প্রেসর, এয়ারকন্ডিশনার ও এর কম্প্রেসরের উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি অপরিবর্তিত রাখা হয়;
- কৃষি খাতের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাওয়ার রিপার, পাওয়ার টিলার চালিত সিডার, কম্বাইন্ড হারভেস্টর এবং লো লিফট পাম্প ইত্যাদি পণ্যের উপর আরোপিত অগ্রিম কর হতে অব্যাহতি দেয়া হয়;

- উইডার ও উইনোয়ার এর উৎপাদন এবং ট্রেডিং পর্যায়ে মূসক হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;
- আমদানি নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং ইলেকট্রিক ওভেন এর উৎপাদন পর্যায়ে মূসকের আওতা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়;
- কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায়, আমদানি, উৎপাদন ও বিপণন পর্যায়ে কোভিড-১৯-এর টেস্ট কিট, ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) এবং ওষুধ মূসকের আওতা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়।

আমদানি শুল্ক ও কর

১১.১৩ টেকসই প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে, বৈশ্বিক মহামারির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিশ্রুতিশীল দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করতে, রপ্তানিমুখী শিল্প ও সংশ্লিষ্ট ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ শিল্পের প্রসারে সহায়তা করতে, দেশের অর্থনীতির প্রতিযোগী সক্ষমতা বজায় রাখতে, ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান শুল্ক-কর কাঠামোকে সময়ে সময়ে যৌক্তিকীকরণ করতঃ তা আরও উদারীকরণ ও দেশীয় শিল্পবান্ধব করা হয়েছে। এছাড়াও, অবৈধভাবে পণ্য পাচার ও পণ্যের মিথ্যা বিবৃতি প্রদান ঠেকাতে অসঙ্গতিপূর্ণ শুল্ক-কর কাঠামো সংশোধন করা হয়েছে। অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে আমদানি শুল্ক হতে আদায়কৃত রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ২০.৪৫ ভাগ বৃদ্ধি করে ৩৮০.৫১ বিলিয়ন টাকা করা হয়েছে যা অর্থবছর ২১-এ ছিল ৩১৫.৯২ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২২-এর জাতীয় বাজেটে আমদানি শুল্ক খাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ ছিল:

আমদানি শুল্ক ও কর আরোপ, সম্প্রসারণ ও সংকোচন

- দেশীয় কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষায় মাশরুম আমদানিতে শুল্কহার বিদ্যমান শতকরা ৫.০০ ভাগ হতে বৃদ্ধি করে শতকরা ১৫.০০ ভাগ করা হয়;
- দেশজ সেলুলার ফোন উৎপাদন শিল্পের প্রসারের জন্য এর ওপর আমদানি শুল্কহার বিদ্যমান শতকরা ১০.০০ ভাগ হতে বৃদ্ধি করে শতকরা ২৫.০০ ভাগ করা হয়;
- স্থানীয় লবণ চাষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাসায়নিক লবণ (সোডিয়াম সালফেট/ডাইসোডিয়াম সালফেট) আমদানিতে শুল্কহার বিদ্যমান শতকরা ১০.০০ ভাগ হতে বৃদ্ধি করে শতকরা ২৫.০০ ভাগ করা হয়;
- যানবাহন, বিমান ইত্যাদিতে ব্যবহার উপযোগী ল্যামিনেটেড সুরক্ষা গ্লাসের উপর আরোপিত শুল্কহার বিদ্যমান শতকরা ৫.০০ ভাগ হতে বৃদ্ধি করে শতকরা ১০.০০ ভাগ করা হয়;
- খনিজ তেলের উপরে শুল্কহার বিদ্যমান শতকরা ১০.০০ ভাগ হতে বৃদ্ধি করে শতকরা ১৫.০০ ভাগ করা হয়;
- নরমাল প্যারাফিন, লিক্যুইড প্যারাফিন এবং অন্যান্য প্যারাফিনের উপর আমদানি শুল্ক বিদ্যমান শতকরা ১০.০০ ভাগ হতে বৃদ্ধি করে শতকরা ১৫.০০ ভাগ করা হয়;
- গাজর ও শালগম আমদানিতে শতকরা ২০.০০ ভাগ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়;
- সুগার কোটেড বা সুগার কোটেড ব্যতিত এমন সকল প্রকার সুগার কনফেকশনারি, চুইংগাম পণ্যসমূহের উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান শতকরা ২০.০০ ভাগ হতে বৃদ্ধি করে শতকরা ৪৫.০০ ভাগ করা হয়;
- সাবান, অরগানিক-সারফেস একটিভ পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান শতকরা ২০.০০ ভাগ হতে বৃদ্ধি করে শতকরা ৪৫.০০ ভাগ করা হয়;
- স্থানীয় মৎস্য এবং পোল্ট্রি খাতের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রক্রিয়াজাত মাংস আমদানিতে শতকরা ২০.০০ ভাগ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়;
- পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক লুব বেস ওয়েল এবং লুব্রিকেটিং ওয়েল এর আমদানি নিরুৎসাহিতকরণের জন্য উক্ত তেলসমূহ আমদানিতে শতকরা ২০.০০ ভাগ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়;
- কৃষি সেক্টরের প্রধান উপাদানসমূহ বিশেষত সার, বীজ

এবং কীটনাশকের জন্য আমদানি শুল্ক মুক্তি সুবিধাটি অব্যাহত রাখা হয়;

- নিম্ন সেগমেন্টের প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের সর্বনিম্ন মূল্য ৩৯ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক হার শতকরা ৫৭.০০ ভাগে বলবৎ রাখা হয়;

- মাঝারি সেগমেন্টের প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের সর্বনিম্ন মূল্য ৬৩ টাকা বা তদুর্ধ্ব, উচ্চ সেগমেন্টের প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের সর্বনিম্ন মূল্য বৃদ্ধি করে ১০২ টাকা বা তদুর্ধ্ব এবং প্রিমিয়াম সেগমেন্ট প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের সর্বনিম্ন মূল্য ১৩৫ টাকা বা তদুর্ধ্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, সম্পূরক শুল্ক হার বিদ্যমান শতকরা ৬৫.০০ ভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয়;

- হাতে প্রস্তুতকৃত ফিল্টারবিহীন বিড়ির ২৫ শলাকার মূল্য ১৮ টাকা, ১২ শলাকার মূল্য ৯ টাকা এবং ৮ শলাকার মূল্য ৬ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়। একই সাথে, সম্পূরক শুল্ক হার বিদ্যমান শতকরা ৩০.০০ ভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয়;

- ফিল্টারযুক্ত বিড়ির ২০ শলাকার মূল্য বিদ্যমান ১৯ টাকা এবং ১০ শলাকার দাম ১০ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে এবং সম্পূরক শুল্ক হার বিদ্যমান শতকরা ৪০.০০ ভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয়;

- প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার সর্বনিম্ন খুচরা মূল্য ৪০ টাকা এবং গুলের ২০ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয় এবং উভয় ক্ষেত্রে শতকরা ৫৫.০ ভাগ সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রাখা হয়।

আমদানি শুল্ক ও কর অব্যাহতি

- রপ্তানি বহুমুখীকরণ করে সম্ভাবনাময় পাদুকা শিল্পের প্রসারে রঙ্গিন বুননের কাপড় ও সুতা এবং ক্রোশেটেড কাপড় ও ফেব্রিক্স আমদানিতে বিদ্যমান শতকরা ২৫.০০ ভাগ শুল্কহার হতে হ্রাস করে শতকরা ১৫.০০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়;

সারণি ১১.০৫ সামাজিক খাতভুক্ত রাজস্ব ব্যয়ের উপখাতসমূহ

(বিলিয়ন টাকা)

উপখাতসমূহ	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২*	অর্থবছর ২৩@
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	৭১৯.২৫	৮৭৭.৪০	৯৯৯.৭৮
স্বাস্থ্য	২১৬.৪৭	৩২২.৭৪	৩৬৮.৬৩
বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিষয়াবলী	৪০.১৯	৫৪.২৬	৫৩.৭০
শ্রম ও কর্মসংস্থান	১.৭২	৩.৬০	৩.৫৭
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	২৬৯.৩৮	৩৫৬.৯১	৩৭৩.৭৪
মোট	**১২৪৭.০১**	**১৬১৪.৯১**	**১৭৯৯.৪২**

* সংশোধিত, @ প্রস্তাবিত
উৎস: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২২-২৩, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি ১১.০৬ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দের বিভিন্ন খাতের অংশ

(শতকরা হার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ২১*	অর্থবছর ২২*	অর্থবছর ২৩@
কৃষি	৩.৯০	৩.৫১	৪.১২
পরিবহন ও যোগাযোগ	২৫.৭০	২৬.৯০	২৮.৭৩
শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন	১২.৪০	১১.৩১	১২.৭৮
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	১২.০০	১৮.৮৯	১৬.০২
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	১৩.৪০	১১.৩৯	৯.৯৬
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৯.৩০	৭.৪৮	৬.৬৯
স্বাস্থ্য	৭.৬০	৬.৬৫	৭.৮৩
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ	৩.৪০	৪.৩৮	৪.০১
অন্যান্য	১২.৩০	৯.৪৯	৯.৮৬
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

* সংশোধিত, @ প্রস্তাবিত
উৎস: সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২২-২৩, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

চার্ট ১১.০৩ কর রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বণ্টন: অর্থবছর ২৩*

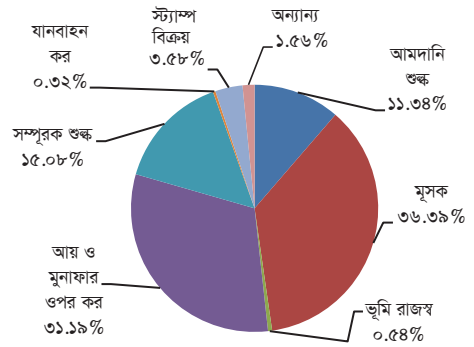

*প্রস্তাবিত
উৎস: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২২-২৩, অর্থ মন্ত্রণালয়।

- ক্যাবল ও ইন্টারনেট ক্যাবল উৎপাদনকারি শিল্পের বিকাশে সহায়তার জন্য প্লাস্টিকের তৈরি ফ্রেম আমদানিতে শুল্কহার বিদ্যমান শতকরা ২৫.০০ ভাগ শুল্কহার হ্রাস করে শতকরা ১৫.০০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়;

- স্টেইনলেস স্টিলের উপর আরোপিত শুল্কহার বিদ্যমান প্রতি মেট্রিক টন ১৫০০ টাকা হতে হ্রাস করে প্রতি মেট্রিক টন ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

অর্থবছর ২৩-এর বাজেট: কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন

১১.১৪ কোভিড-১৯ মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ হতে বিভিন্ন খাতের পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করা, ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে সরবরাহ প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায় প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের বৈশ্বিক মূল্য বৃদ্ধিজনিত ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাস করার প্রয়োজনীয় নীতিকৌশল/প্রণোদনা একীভূত করে অর্থবছর ২৩-এর বাজেট প্রণয়ন করা হয়। আলোচ্য প্রস্তাবিত বাজেটের মোট আকার ৬৭৮০.৬৪ বিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা জিডিপির শতকরা ১৫.২৪ ভাগ এবং অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ১৪.২৫ ভাগ বেশি। উক্ত বাজেটে শতকরা ৭.৫০ ভাগ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন, গড় মূল্যস্ফীতির হার শতকরা ৫.৬ ভাগ এবং বাজেট ঘাটতি জিডিপির শতকরা ৫.৫১ ভাগের মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

অর্থবছর ২৩-এর রাজস্ব প্রাপ্তি

১১.১৫ অর্থবছর ২৩-এ প্রক্ষেপিত রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ ৪৩৩০.০০ বিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয় যা অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেট ৩৮৯০.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১১.৩১ ভাগ বেশি। অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় কর রাজস্ব প্রাপ্তি এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব প্রাপ্তি যথাক্রমে শতকরা ১২.১৪ ভাগ এবং শতকরা ৪.৬৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। মোট রাজস্ব-জিডিপি'র অনুপাত শতকরা ৯.৭৩ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যা অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটের শতকরা ৯.৭৯ ভাগ ছিল (সারণি ১১.০১)।

১১.১৬ অর্থবছর ২৩-এর বাজেটে আয় মুনাফা এবং মূলধনী মুনাফার উপর প্রত্যক্ষ কর অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ১৪.৯০ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়; যা মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা ৩১.১৯ ভাগ। অন্যদিকে,

চার্ট ১১.০৪ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত): অর্থবছর ২৩*

(জিডিপির শতকরা হার)

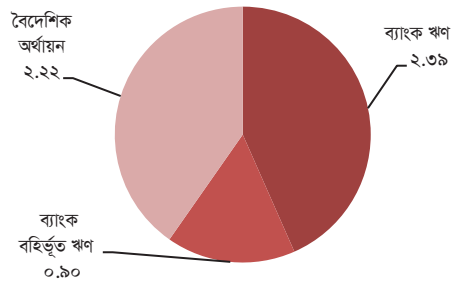

*প্রস্তাবিত
উৎস: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২২-২৩, অর্থ মন্ত্রণালয়।

পরোক্ষ কর (মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক) শতকরা ১০.৭২ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় (সারণি ১১.০২)। অর্থবছর ২৩-এর খাতভিত্তিক কর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিবরণী চার্ট ১১.০৩-এ দেখানো হলো।

১১.১৭ অর্থবছর ২৩-এর প্রস্তাবিত বাজেটে কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতে পরিষেবা বাবদ ফি, লভ্যাংশ এবং মুনাফা, জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ, টোল এবং প্রশাসনিক ফি বাবদ প্রাপ্তি অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৪২.৮৮, ১৯.৩২, ১৩.৮১, ১২.২৫ এবং ১০.৪৪ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে, আলোচ্য অর্থবছরে ভাড়া ও ইজারা, সুদ, মূলধন রাজস্ব, এবং অ-বাণিজ্যিক বিক্রয় বাবদ প্রাপ্তি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৪৩.৯৮, ১১.৫৬, ৮.৬৭ এবং ১.০১ ভাগ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়।

অর্থবছর ২৩-এর ব্যয়

১১.১৮ অর্থবছর ২৩-এ মোট ব্যয় অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ১৪.২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭৮০.৬৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। অর্থবছর ২৩-এর বাজেটে পরিচালন ব্যয় ৪১১৪.০৬ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ৯.২৫ ভাগ) ধরা হয় যা অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত পরিচালন ব্যয় ৩৬৬৬.২৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১২.২১ ভাগ বেশি। আলোচ্য

অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয় অর্থবছর ২২ এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১৭.১৯ ভাগ এবং শতকরা ২১.৮৮ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয় (সারণি ১১.০১)।

১১.১৯ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহকে তাদের কার্যবন্টনের উপর ভিত্তি করে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। এগুলো হলো: সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো এবং সাধারণ সেবাসমূহ। অর্থবছর ২৩-এর বাজেটে, সামাজিক খাতে ব্যয় অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে উক্ত খাতের জন্য নির্ধারিত ১৬১৪.৯১ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ১১.৪৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৯৯.৪২ বিলিয়ন টাকা (মোট ব্যয়ের শতকরা ২৬.৫৪ ভাগ) দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হয় (সারণি ১১.০৩)। উক্ত খাতের সিংহভাগই ব্যয়িত হবে শিক্ষা ও প্রযুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, এবং স্বাস্থ্য খাতে (সারণি ১১.০৫)। অর্থবছর ২৩-এর বাজেটে অন্যান্য খাতের মধ্যে জনপ্রশাসন খাতে প্রায় ১৩৪৬.৭০ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ১৯.৮৬ ভাগ), পরিবহন এবং যোগাযোগ খাতে ৮১৫.১৮ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ১২.০২ ভাগ), অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ পরিশোধে ৭৩১.৭৫ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ১০.৭৯ ভাগ), স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৪৪৬.৯০ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৬.৫৯ ভাগ), কৃষি খাতে ৪২১.০৮ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৬.২১ ভাগ), এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ২৬০.৬৬ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৩.৮৪ ভাগ) বরাদ্দ রাখা হয় (সারণি ১১.০৩)।

১১.২০ অর্থবছর ২৩-এর বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ দাঁড়ায় ২৪৬০.৬৬ বিলিয়ন টাকা, যা জিডিপির প্রায় শতকরা ৫.৫৩ ভাগ। উক্ত উন্নয়নমূলক ব্যয় অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত এডিপি হতে শতকরা ১৭.১৯ ভাগ বেশি (সারণি ১১.০১)। অর্থবছর ২৩ হতে এডিপি ১৫টি খাত এবং ৭২টি উপখাতে পুনর্গঠন করা হয়। অর্থবছর ২৩-এর এডিপিতে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত যথারীতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায়। উক্ত খাতে মোট ৭০৬.৯৫ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা অর্থবছর ২৩-এর মোট এডিপি বরাদ্দের শতকরা ২৮.৭৩ ভাগ। অন্যান্য খাতের মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৩৯৪.২০ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ১৬.০২ ভাগ), শিক্ষা খাতে ৩১৪.৪৭ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ১২.৭৮ ভাগ), স্বাস্থ্য খাতে ১৯২.৬৭ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৭.৮৩ ভাগ) এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ১৬৪.৬২ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৬.৬৯ ভাগ) এডিপি হতে বরাদ্দ রাখা হয় (সারণি ১১.০৬)।

অর্থবছর ২৩-এর বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন

১১.২১ অর্থবছর ২৩-এর জন্য বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) ২৪৫০.৬৪ বিলিয়ন টাকা প্রাক্কলন করা হয় যা অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৪০৫.৬৪ বিলিয়ন টাকা বেশি। অর্থবছর ২৩-এর বাজেট ঘাটতি-জিডিপি অনুপাত দাঁড়ায়ে শতকরা ৫.৫১ ভাগ যা অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে ছিল শতকরা ৫.১৫ ভাগ। অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণের মাধ্যমে ঘাটতির ১৪৬৩.৩৫ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৩.২৯ ভাগ) এবং বৈদেশিক অর্থায়নের মাধ্যমে অবশিষ্ট ৯৮৭.২৯ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ২.২২ ভাগ) অর্থায়ন করা হবে বলে প্রত্যাশা করা হয় (চার্ট ১১.০৪), যা অর্থবছর ২২-এর সংশোধিত বাজেটে ছিল যথাক্রমে ১২৪২.৮৮ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৩.১৩ ভাগ) এবং ৮০২.১২ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ২.০২ ভাগ)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ১০৬৩.৩৪ বিলিয়ন টাকা ও ব্যাংক-বহির্ভূত খাত হতে ৪০০.০১ বিলিয়ন টাকা অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় (সারণি ১১.০৪)।

বৈদেশিক খাতের উন্নয়ন

বহিঃবাণিজ্য এবং লেনদেন ভারসাম্য

১২.০১ বৈদেশিক খাত থেকে সৃষ্ট অভিঘাতের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি এখন এক নজিরবিহীন সংকটের সম্মুখীন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, জুলাই ২০২২ অনুযায়ী, দীর্ঘায়িত কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের প্রভাবের কারণে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের শতকরা ৬.১ ভাগ থেকে ২০২২ সালে শতকরা ৩.২ ভাগে নেমে আসবে বলে প্রাক্কলন করা হয়। বিশ্ব বাণিজ্যের সংকোচন সরবরাহ ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতাকে তীব্রতর করে এবং উন্নত অর্থনীতির পাশাপাশি উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে স্থবিরতার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। এ বাড়তি চাপ বাংলাদেশের বহিঃখাতের বিভিন্ন সূচকে প্রত্যাশার চেয়ে দুর্বল প্রবৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে। ফলে, অর্থবছর ২২-এ সামগ্রিক বৈদেশিক খাতে মন্দা পরিলক্ষিত হয়।

১২.০২ অর্থবছর ২২-এ চলতি হিসাবে ঘাটতি অর্থবছর ২১-এর জিডিপি'র শতকরা হিসাবে ১.১০ ভাগের বিপরীতে শতকরা ৪.০৫ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১২.০১ ক)। ডলারের বিপরীতে টাকার নামিক বিনিময় হার অর্থবছর ২১-এর জুন শেষে ৮৪.৮১ টাকা থেকে শতকরা ১.৭৩ ভাগ অবচিতি হয়ে অর্থবছর ২২-এর জুন শেষে ৮৬.৩০ টাকায় দাঁড়ায়। অর্থবছর ২২-এ বাণিজ্য ভার আরোপিত ১৫টি মুদ্রার ঝুঁড়ির ভিত্তিতে নির্ণীত টাকার নামিক কার্যকর বিনিময় হার (নিয়ার) (ভিত্তিঃ অর্থবছর ১৬=১০০) সামান্য হারে শতকরা ০.২৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে, টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (রিয়ার) সূচক অর্থবছর ২২-এ শতকরা ০.৫৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে (চার্ট ১২.০১ খ)। নিয়ার এবং রিয়ার সূচকের বৃদ্ধির প্রবণতা অর্থবছর ২২-এর টাকার অবচিতি চাপের সম্মুখীন হওয়াকে নির্দেশ করে। অর্থবছর ২২-এ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় বাজারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নিট মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল। উপরন্তু, জ্বালানি ও খাদ্যদ্রব্যের বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতিজনিত চাপের কারণে

চার্ট ১২.০১ বহিঃখাতের প্রধান নির্দেশকসমূহ

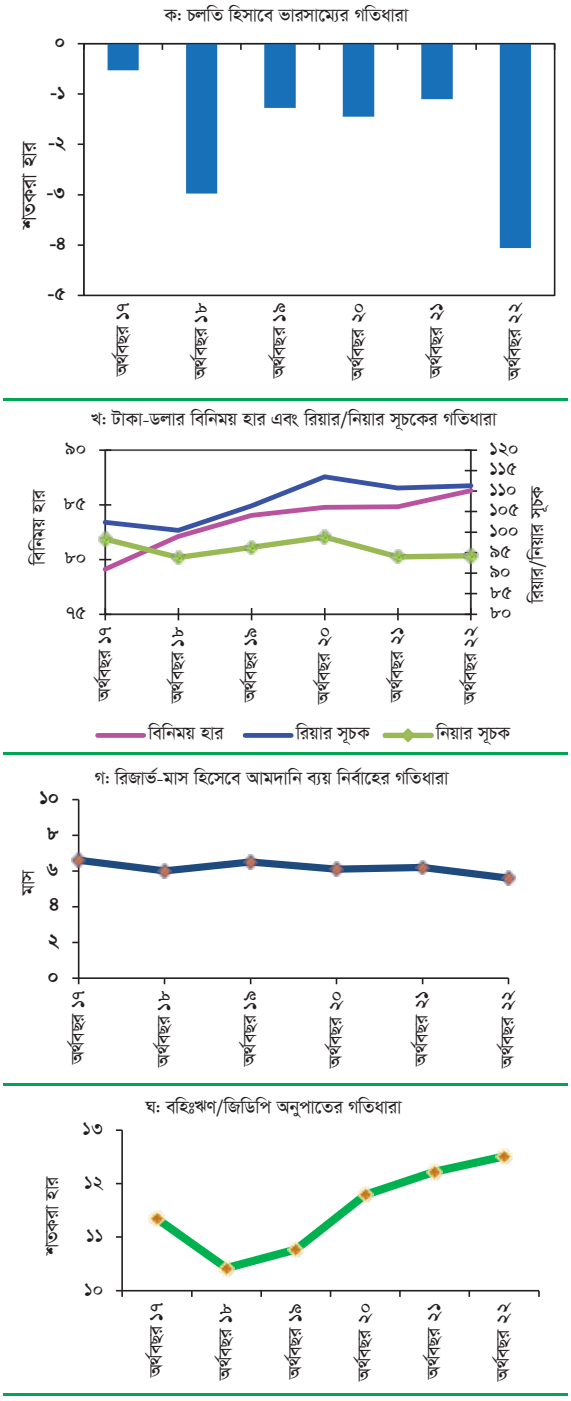

উৎস: পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ফলে, বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ জুন ২০২১ শেষে ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে কমে জুন ২০২২ শেষে ৪১.৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা জোড়ালোভাবে প্রায় ৫.৬ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল (চার্ট ১২.০১ গ)। বাংলাদেশের বহিঃঋণ স্থিতি অর্থবছর ২১-এর জিডিপি'র শতকরা ১২.২২ ভাগ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এর শেষে জিডিপি'র শতকরা ১২.৫১ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১২.০১ ঘ)।

লেনদেন ভারসাম্য

১২.০৩ বিগত পাঁচ বছর ধরে চলতি হিসাব ভারসাম্যে ঘাটতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। চলতি হিসাব ভারসাম্যে ঘাটতি অর্থবছর ২১-এ ৪৫৭৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ব্যাপকভাবে বেড়ে অর্থবছর ২২-এ ১৮৬৯৩.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। মূলত বাণিজ্য ভারসাম্য ও সেবা খাতের অধিক ঘাটতির কারণে চলতি হিসাব ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির চেয়ে আমদানি প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক বেশি হওয়ায় অর্থবছর ২২-এ বাণিজ্য ঘাটতি ব্যাপকভাবে শতকরা ৩৯.৮৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্য ঘাটতি অর্থবছর ২১-এর ২৩৭৭৮.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে অর্থবছর ২২-এ ৩৩২৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছায় এবং সেবা খাতের ঘাটতি শতকরা ৩০.৯৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯৫৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। প্রাথমিক আয়ে ঘাটতি অর্থবছর ২২-এ সামান্য শতকরা ০.৬৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩১৫২.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। বেসরকারি হস্তান্তরের (Transfers) হ্রাস তথা প্রবাসী কর্মজীবিদের প্রেরিত আয় প্রবাহ হ্রাসের কারণে মাধ্যমিক আয় অর্থবছর ২১-এর ২৫৩৯৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে লক্ষণীয়ভাবে শতকরা ১৪.৪৮ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ ২১৭১৮.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। মূলধনী হিসাব ভারসাম্য অর্থবছর ২১-এর ৪৫৮.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে কমে অর্থবছর ২২-এ ১৮১.০০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। আর্থিক হিসাব ভারসাম্য অর্থবছর ২১-এর ১৪০৬৭.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ

চার্ট ১২.০২ বাণিজ্য, চলতি হিসাব ও সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য-এর গতিধারা

(জিডিপির শতকরা হারে)

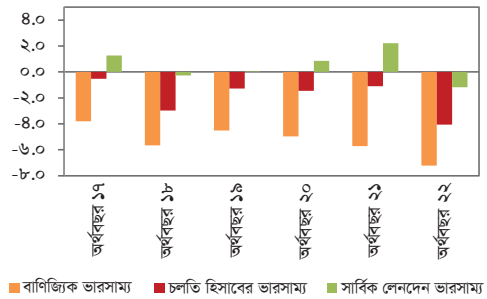

উৎস: পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৩৭৭৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যদিও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) ৩৩৮৭.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬৩৬.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। উপরোক্ত সবগুলো খাতের সামগ্রিক ফলাফলের দরুণ সার্বিক ভারসাম্যে অর্থবছর ২১-এর ৯২৭৪.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হতে অর্থবছর ২২-এ ৫৩৮০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতিতে পৌঁছায় (পরিশিষ্ট ৩-এর সারণি ১৭)। লেনদেন ভারসাম্যে অগ্রগতি/গতিধারা যেমন প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ, রপ্তানি, আমদানি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বহিঃখাতের সর্বশেষ ইস্যু এ অধ্যায়ের পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে আলোকপাত করা হয়েছে।

১২.০৪ বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করে। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিদ্যুৎ, আইসিটি এবং যোগাযোগ খাতের ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের সম্ভাব্য উৎস প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের ব্যাপারে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা উৎসাহজনক প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত দেখিয়েছে। বৈশ্বিক আর্থিক অস্থিরতা এবং কোভিডের প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও অর্থবছর ২২-এ নিট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে শতকরা ৩৪.৮৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮২৭.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। যাহোক, অর্থবছর ২২-এ পোর্টফোলিও

বিনিয়োগে ১৫৮.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বহিঃপ্রবাহ হয়, যদিও তা পূর্ববর্তী বছরের ২৬৯.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বহিঃপ্রবাহের তুলনায় কম (পরিশিষ্ট ৩-এর সারণি ১৭)।

রপ্তানি

১২.০৫ বাণিজ্যের দিক থেকে অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশের রপ্তানি জিডিপি'র প্রায় শতকরা ১১.৩০ ভাগ। যেহেতু রপ্তানিতে বাংলাদেশের অর্জন বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত, চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব বাংলাদেশের রপ্তানির খাতের জন্য উদ্বেগের বিষয়। যাহোক, চলমান কোভিড-১৯ এবং সাম্প্রতিক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়া সত্ত্বেও অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড পরিলক্ষিত হয়। অর্থবছর ২২-এ প্রায় সকল রপ্তানিকৃত পণ্যেই জোরালো প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, মোট রপ্তানি আয় অর্থবছর ২১-এর ৩৮৭৫৮.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৩৪.৩৮ ভাগ বেড়ে অর্থবছর ২২-এ ৫২০৮২.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (সারণি ১২.০১)। এমনকি, অর্থবছর ২২-এর রপ্তানি আয় কৌশলগত রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে শতকরা ১৯.৭৩ ভাগ বেশি অর্জিত হয়। রপ্তানি আয় অব্যাহত রাখতে অর্থবছর ২২ জুড়ে সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন দূরদর্শী ভূমিকা ও নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঋণের স্থগিতাদেশ সুবিধার অনুমোদন এবং রপ্তানি ব্যয় ও আমদানি আয় বাস্তবায়নের সময় বর্ধিতকরণ, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) আকার বাড়ানো, ইত্যাদি। প্রথাগতভাবেই, বাংলাদেশের পোশাক খাত (ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য) রপ্তানি আয়ের একটি বৃহৎ অংশের (প্রায় চার পঞ্চমাংশেরও অধিক) যোগান দেয়।

রপ্তানি পণ্যসমূহ

১২.০৬ মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় শতকরা ৮১.৮২ ভাগ অর্জনকারী ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য, অর্থবছর ২১-এর ৩১৪৫৬.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি (শতকরা ৩৫.৪৭ ভাগ) পেয়ে অর্থবছর ২২-এ ৪২৬১৩.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অর্থবছর ২২-এ এ দুই খাত থেকে

সারণি ১২.০১ শীর্ষ ১০ টি পণ্যের রপ্তানি কাঠামো

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২	অর্থবছর ২২-এ শতকরা পরিবর্তন
১. নিটওয়্যার দ্রব্যাদি	১৬৯৬০.০৩	২৩২১৪.৩২	৩৬.৮৮
২. ওভেন পোশাক	১৪৪৯৬.৭০	১৯৩৯৮.৮৪	৩৩.৮২
৩. হোম টেক্সটাইল	১১৩২.০৩	১৬২১.৯৩	৪৩.২৮
৪. কৃষিজাত পণ্য	১০২৮.১০	১১৬২.২৫	১৩.০৪
৫. পাটজাত দ্রব্য (কার্পেট ব্যতীত)	১০২৩.৩৩	৯১১.৪৫	-১০.৯৩
৬. পাদুকা (চামড়ার পাদুকা সহ)	৯১৪.৩৪	১২০৫.৩৩	৩১.৮৩
৭. প্রকৌশল দ্রব্যাদি	৫২৯.০০	৭৯৫.৬৩	৫০.৪০
৮. হিমায়িত চিংড়ি এবং মাছ	৪৪৪.৪১	৪৯৯.১২	১২.৩১
৯. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য (চামড়ার জুতা ব্যতীত)	৩৭১.৭৯	৪৮৯.০০	৩১.৫৩
১০. রাসায়নিক দ্রব্য	২৮০.৫৮	৩৬৪.০৭	২৯.৭৬
১১. অন্যান্য	১৫৭৭.৯৬	২৪২০.৭২	৫৩.৪১
মোট	**৩৮৭৫৮.৩১**	**৫২০৮২.৬৬**	৩৪.৩৮

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

রপ্তানি আয় ব্যাপকভাবে যথাক্রমে শতকরা ৩৩.৮২ ভাগ এবং ৩৬.৮৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। খাতভিত্তিক পণ্যের রপ্তানি কাঠামো থেকে লক্ষ্যণীয় যে, অর্থবছর ২১-এর তুলনায় অর্থবছর ২২-এ প্রায় প্রতিটি রপ্তানি পণ্যের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও মোট রপ্তানি আয়ের একটি বড় অংশ ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য থেকে অর্জিত হয়, তবুও অন্যান্য খাত যেমন: প্রকৌশল দ্রব্যাদি (শতকরা ৫০.৪০ ভাগ প্রবৃদ্ধি), হোম টেক্সটাইল (শতকরা ৪৩.২৮ ভাগ প্রবৃদ্ধি), পাদুকা (শতকরা ৩১.৮৩ ভাগ প্রবৃদ্ধি), চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য (শতকরা ৩১.৫৩ ভাগ প্রবৃদ্ধি), রাসায়নিক দ্রব্য (শতকরা ২৯.৭৬ ভাগ প্রবৃদ্ধি) অর্থবছর ২২-এ রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। শীর্ষ ১০টি রপ্তানি পণ্য মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় শতকরা ৯৫.৩৫ ভাগ পূরণ করেছে যা সারণি ১২.০১ এ দেখানো হলো। খাতভিত্তিক রপ্তানি পণ্যের গতিধারা বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩ এর সারণি ১৮-এ দেখানো হয়েছে।

রপ্তানি পণ্যের গন্তব্যসমূহ

১২.০৭ অর্থবছর ২২-এ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির শতকরা অংশ বিবেচনা করে দেখা যায় যে, নাফটা, সার্ক, আসিয়ান অঞ্চলে রপ্তানির শতকরা অংশ বৃদ্ধি পেলেও ইউরোপিয়ান এবং অন্যান্য অঞ্চলে তা হ্রাস পায়। অর্থবছর ২২-এ মোট রপ্তানির শতকরা ৪৪.৬০ ভাগের (অর্থবছর ২১-এ শতকরা ৪৫.০৬ ভাগ) গন্তব্য ছিল

ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশগুলো, একই সময়ে নাফটা (NAFTA) জোটভুক্ত দেশগুলোতে যায় রপ্তানির শতকরা ২৩.৪৯ ভাগ (অর্থবছর ২১-এ শতকরা ২১.৪৪ ভাগ)। অর্থবছর ২২-এ সার্ক (SAARC), আসিয়ান এবং অন্যান্য অঞ্চলভুক্ত দেশগুলো হতে রপ্তানি আয় এসেছিল যথাক্রমে শতকরা ৪.৩৮, ১.৬২ এবং ২৫.৯০ ভাগ (চার্ট ১২.০৩)।

রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)

১২.০৮ দেশের রপ্তানি খাতকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)-এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে আসছে। রপ্তানি বাণিজ্যে কোভিড-১৯ জনিত বাধা থেকে উত্তরণের জন্য রপ্তানিকারকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ উক্ত তহবিল ৬.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে দুই ধাপে বাড়িয়ে সাময়িকভাবে ৭.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করে।

১২.০৯ কোভিড-১৯ মহামারির ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা ও রপ্তানি বাণিজ্য বাড়াতে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু নীতিগত সহায়তা ও প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। ইডিএফ সুদের হার লাইবর ভিত্তিক সুদের হারের পরিবর্তে শতকরা ২.০ ভাগে স্থির করা হয় এবং সরবরাহকারীর/ক্রেতার ঋণের বিপরীতে ইডিএফ পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

১২.১০ সাধারণত ইডিএফ উত্তোলনের পর থেকে পুনর্ভরণের প্রাথমিক সময়সীমা ১৮০ দিন, পরবর্তীতে রপ্তানিকারকদের রপ্তানি আয় প্রাপ্তি বিলম্বের জন্য প্রয়োজনে আরো ৯০ দিন পর্যন্ত বাড়ানোর বিধান রয়েছে।

১২.১১ আবর্তনশীল পদ্ধতিতে ইডিএফ ঋণ বিতরণের মোট পরিমাণ অর্থবছর ২২-এ ১২.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২১-এ ছিল ৯.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে এপ্রিল ২০২০ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত আবর্তনশীল পদ্ধতিতে ইডিএফ-এর মোট বিতরণের পরিমাণ ছিল ২৩.১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুন ২০২২-এ ইডিএফ-এর স্থিতির পরিমাণ ৬.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন

চার্ট ১২.০৩ অর্থবছর ২২-এ রপ্তানি আয়ের গন্তব্য-ভিত্তিক চিত্র*

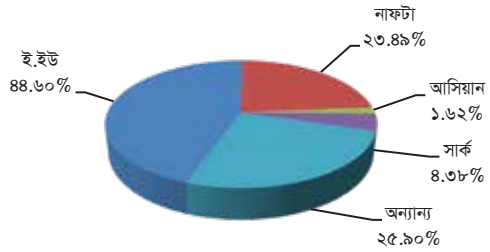

*গ্রেট ব্রিটেন অন্তর্ভুক্ত
উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১২.০২ পণ্যদ্রব্য আমদানি ব্যয়ের গতিধারা (কাস্টমস নথির ভিত্তিতে)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিবরণ	অর্থবছর ২১[স]	অর্থবছর ২২[সা]	অর্থবছর ২২-এ শতকরা পরিবর্তন
ক) খাদ্যশস্য	**২৬৮০.৪৩**	**২৫৬১.৭৬**	**-৪.৪৩**
১। চাল	৮৫০.৮৭	৪২৬.৭৫	-৪৯.৮৫
২। গম	১৮২৯.৫৬	২১৩৫.০১	১৬.৭০
খ) ভোগ্য পণ্য	**৪১৫৫.৫৯**	**৫৭৭৯.২৪**	**৩৯.০৭**
১। দুধ এবং দুধজাত দ্রব্য	৩৪৪.০৯	৪১৮.৪৮	২১.৬২
২। মসলা	৪০৪.৩৮	৩৬২.৯৫	-১০.২৫
৩। ভোজ্য তেল	১৯২৬.৩৮	২৮৯৩.০৬	৫০.১৮
৪। ডাল (সকল প্রকার)	৬৮১.০৩	৮২৮.৯৩	২১.৭২
৫। চিনি	৭৯৯.৭১	১২৭৫.৮২	৫৯.৫৪
গ) মধ্যবর্তী পণ্য	**৩৮৩০৬.৮৪**	**৫৫১৯২.১**	**৪৪.০৮**
I. পেট্রোলিয়াম পণ্য	**৮৯৮৫.১০**	৭৯৯৩.০২	-১১.০৪
১। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	২৬১৬.৩৭	৯৩৫.৮৬	-৬৪.২৩
২। পিওএল	৬৩৬৮.৭৩	৭০৫৭.১৬	১০.৮১
II. তৈরি পো শাক সংশ্লিষ্ট	**১৪০৬৯.২৭**	**২২২৫৪.৩৫**	**৫৮.১৮**
১। কাঁচা তুলা	৩১৮৬.০২	৪৪৩৮.৬৩	৩৯.৩২
২। সুতা	২৪৩৫.৯০	৫২৪৫.৪৩	১১৫.৩৪
৩। টেক্সটাইল এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ	৬৫৫২.৯৯	৯৯৩৬.৫৫	৫১.৬৩
৪। তন্তুজাত দ্রব্য	১০৩৯.৪৮	১৫৬৮.৫১	৫০.৮৯
৫। ট্যানিং ও ডাইং প্রক্রিয়াজাত সামগ্রী	৮৫৪.৮৮	১০৬৫.২৩	২৪.৬১
III. **অন্যান্য মধ্যবর্তী পণ্য**	**১৫২৫২.৪৭**	**২৪৯৪৪.৭৩**	**৬৩.৫৫**
১। ক্লিংকার	১০৪৮.১৬	১২২২.৭৭	১৬.৬৬
২। তেলবীজ	১৪০৬.০৭	১৭৫৭.৫৬	২৫.০০
৩। রাসায়নিক দ্রব্য	২৯৭৩.৭৪	৩৭৬৪.৯৫	২৬.৬১
৪। ঔষধ সামগ্রী	৩৬৩.০৫	১৪৮২.২৬	৩০৮.২৮
৫। সার	১৩৬০.৪২	৪৩৯১.১১	২২২.৭৮
৬। প্লাস্টিক এবং রাবার সামগ্রী	৩১৬৮.১১	৪৩১৬.১৮	৩৬.২৪
৭। লৌহ এবং ইস্পাত এবং অন্যান্য বয়েজ ধাতু	৪৯৩২.৯২	৮০০৯.৯	৬২.৩৮
ঘ) মূলধনী পণ্য	**১৩০১১.৯৪**	**১৬৪৩৩.৮৯**	**২৬.৩০**
১। মূলধনী যন্ত্রপাতি	৩৮২৪.৪৭	৫৪৬৩.২০	৪২.৮৫
২। অন্যান্য মূলধনী পণ্য	৯১৮৭.৪৭	১০৯৭০.৬৯	১৯.৪১
ঙ) অন্যান্য	**৭৪৩৯.৯১**	**৯১৯৫.৩৩**	**২৩.৫৯**
মোট আমদানি (সিআইএফ)	**৬৫৫৯৪.৭১**	**৮৯১৬২.৩২**	**৩৫.৯৩**
মোট আমদানি (এফওবি)	**৬০৬৮১.২০**	**৮২৪৯৫.১০**	**৩৫.৯৫**
ইপিজেড-এর আমদানি	৩৪৮৮.৫৮	৫১২৯.৭০	৪৭.০৪

[সা] সাময়িক
উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

বক্স ১২.০১ বাংলাদেশ টাকার উপর সাম্প্রতিক বিনিময় হারের চাপ

অর্থবছর ২২-এর শেষ ত্রৈমাসিকে বিশেষ করে ২৫ এপ্রিল ২০২২-এর পর হতে মার্কিন ডলারের (USD) বিপরীতে বাংলাদেশ টাকার (BDT) বিনিময় হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়, যদিও উক্ত বিনিময় হার দীর্ঘ সময় এমনকি করোনা (কোভিড-১৯) মহামারির সময়েও অনেকটা স্থিতিশীল ছিল (চার্ট-১)। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, আন্তঃব্যাংক BDT/USD বিনিময় হার ২৫ এপ্রিল ২০২২-এ ছিল ৮৬.২০, যা শতকরা ১৫.৫৫ ভাগ অবচিতি হয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ এ দাঁড়ায় ১০২.০৭ (চার্ট-২)। উল্লিখিত সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতি তুরস্কের লিরা ব্যতীত বাংলাদেশের বাণিজ্যে অংশীদার প্রধান দেশসমূহের মুদ্রার অবচিতি চেয়ে বেশি। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের বাণিজ্যে অংশীদার প্রধান ১৫টি দেশের মুদ্রার বিপরীতে হিসাবায়িত বাংলাদেশ টাকার প্রকৃত ও নমিনাল কার্যকর বিনিময় হারের (রিয়ার ও নিয়ার)

চার্ট ১: বিনিময় হারের দৈনিক গতিধারা (৩০ ডিসেম্বর ২০১৯-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২)

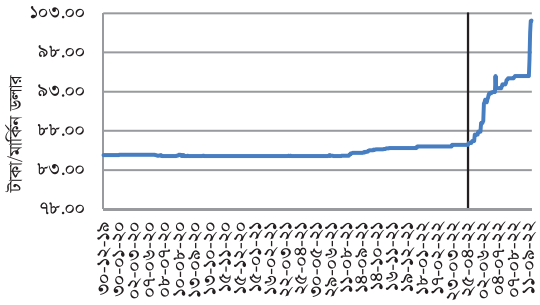

উৎস: বাফেদা

চার্ট ২: মার্কিন ডলারের বিপরীতে দেশীয় মুদ্রার অবচিতি (%) (২৫ এপ্রিল-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২)

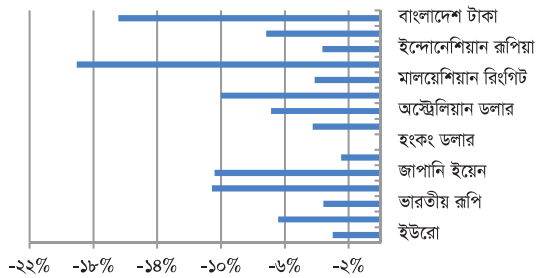

উৎস: ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

উভয় সূচক যথাক্রমে এপ্রিল ও মে, ২০২২ হতে দ্রুত কমতে থাকে (চার্ট-৩)। রিয়ার সূচকের নিম্নমুখী গতিধারা রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হলেও এখনও তা বেঞ্চমার্ক (১০০)/কাম্য মাত্রার উপরে রয়েছে। তবে নিয়ার সূচক যা বেঞ্চমার্কের নিচে অবস্থান করছে তার নিম্নমুখী গতিধারা নির্দেশ করে যে সমকক্ষ (peer) দেশের মুদ্রার তুলনায় বাংলাদেশ টাকার অধিকতর অবচিতি হয়েছে। টাকার বিনিময় হারের উপর সাম্প্রতিক অবচিতির চাপ অভূতপূর্ব উচ্চ আমদানি ব্যয় এবং অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স হ্রাসের ফলে সৃষ্ট চলতি হিসাবের ব্যাপক ঘাটতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। গন্তব্য দেশসমূহে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা উল্লেখযোগ্যভাবে শিথিল হওয়ার প্রেক্ষিতে বিশেষ করে চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা, শিক্ষা এবং বিনোদনের উদ্দেশ্যে বহির্মুখী বিদেশ গমনের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া এ চাপের জন্য অনেকটা দায়ী। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রানীতি সংকোচনমুখী হওয়ার সূত্রে দুই অর্থনীতির সুদহারের পার্থক্য কমে যাওয়াও বিনিময় হারের সাম্প্রতিক চাপের পেছনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চার্ট ৩: কার্যকর বিনিময় হার সূচক (ভিত্তি: ২০১৫-১৬ = ১০০)

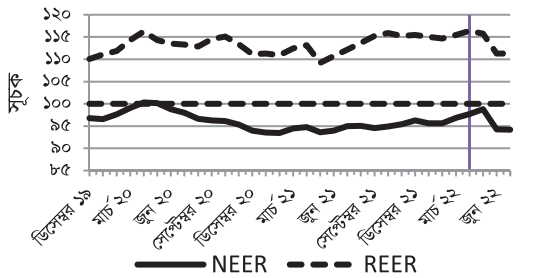

উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বিবি

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে রপ্তানি সক্ষমতার তুলনায় আমদানি চাহিদা বেশি হওয়ায় বাংলাদেশ ক্রমাগতভাবে বাণিজ্য ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে। সাধারণত রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ বাণিজ্য ঘাটতি কাটিয়ে চলতি হিসেবে উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কিন্তু, সাম্প্রতিক চিত্র ভিন্ন। অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ আমদানি বাবদ ৮২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করে এবং রপ্তানি বাবদ ৪৯.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে, ফলে ৩৩.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাণিজ্য ঘাটতি হয়। একই সময়ে, বাংলাদেশ রেমিটারদের কাছ থেকে ২১.০ বিলিয়ন মার্কিন

বক্স ১২.০১ (চলমান)

ডলার পায় যা বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এ কারণে, চলতি হিসাবের ঘাটতি অর্থবছর ২১-এর ৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (নমিনাল জিডিপি'র ১.১০ শতাংশ) হতে অর্থবছর ২২-এ ১৮.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে (নমিনাল জিডিপি'র শতকরা ৪.০২ ভাগ) বিস্তৃত হয়েছে। যাহোক, চলতি হিসাবের ঘাটতি অপেক্ষাকৃত বেশি হলেও আর্থিক হিসেবে উদ্বৃত্তের সূত্রে সার্বিক লেনদেন ঘাটতি কিছুটা কমে দাঁড়ায় ৫.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

টাকার বিনিময় হারের অবচিতি চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে কিছু নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো: (ক) ডলারের উচ্চ চাহিদা কমিয়ে আনতে অর্থবছর ২২-এ ৭.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (নিট) বিক্রি করা, (খ) আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে রেমিটারদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক রেমিট্যান্সের উপর নগদ প্রণোদনার হার শতকরা ২.০ ভাগ হতে শতকরা ২.৫ ভাগে উন্নীত করা এবং এ প্রণোদনা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজ করা, (গ) অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসজাতীয় পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে এলসি মার্জিন শতকরা ১০০.০ ভাগ পর্যন্ত বর্ধিত করা, (ঘ) সরকারি অর্থায়নে বিদেশ সফরের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা, (ঙ) অনাবাসী বৈদেশিক মুদ্রা আমানতের উপর সুদের হার বৃদ্ধি করতে ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া, এবং (চ) এক্সপোর্ট রিটেনশন কোটা এবং অনুমোদিত ডিলারদের উন্মুক্ত সীমা হ্রাস করা।

উপরোল্লিখিত নীতি পদক্ষেপসমূহের প্রভাব টাকার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতার জন্য ইতিবাচক মনে হচ্ছে, কারণ অর্থবছর ২৩-এর সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আমদানি এলসি খোলার প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে এবং রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, আমদানি এলসি খোলার পরিমাণ সেপ্টেম্বর ২০২২-এ শতকরা ২৪.৮৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছে, যেখানে সেপ্টেম্বর ২০২১-এ শতকরা ৫৭.২৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্যদিকে, অর্থবছর ২৩-এর জুলাই-নভেম্বর সময়ে রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে শতকরা ১০.৮৯ ও ২.১৪ ভাগ, যেখানে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ২২.৬২ ভাগ এবং রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ হ্রাস পেয়েছিল শতকরা ২০.৯৮ ভাগ। আশা করা যাচ্ছে যে, অর্থবছর ২৩-এর সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে নিকট ভবিষ্যতে বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে।

ডলারে পৌঁছায় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট ৪৯টি ব্যাংক ইডিএফ-এর আওতায় পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা গ্রহণ করছে এবং জুন ২০২২-এর শেষে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ছিল ১৭২৫ জন।

আমদানি

১২.১২ বৈশ্বিক অসংখ্য অর্থনৈতিক অনিশ্চিয়তা এবং চলমান কোভিড পরিস্থিতি সত্ত্বেও মোট আমদানি (এফওবি) অর্থবছর ২১-এর ৬০৬৮১.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ব্যাপকভাবে শতকরা ৩৫.৯৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ ৮২৪৯৫.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অর্থবছর ২২-এ মূলত বৈশ্বিক পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে তৈরি পোশাক সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল আমদানিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি (শতকরা ৫৮.১৮ ভাগ) ঘটে। একইভাবে, অর্থবছর ২২-এ ঔষধ সামগ্রীর আমদানি ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে (শতকরা ৩০৮.২৮ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থবছর ২২-এ কিছু দ্রব্য যেমনঃ চাল, মসলা এবং অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ব্যতীত প্রায় সকল দ্রব্যের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের আমদানি ব্যয় ব্যাপকভাবে শতকরা ৬৪.২৩ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। অর্থবছর ২২-এ বিভিন্ন খাতভিত্তিক আমদানি ব্যয় ও তাদের শতকরা পরিবর্তন সারণি ১২.০২-এ দেখানো হয়েছে।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ

১২.১৩ বিদেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের আন্তঃপ্রবাহ অর্থবছর ২১-এর ২৪৭৭৭.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে শতকরা ১৫.১২ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২২-এ ২১০৩১.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অর্থবছর ২২-এ রেমিট্যান্সের নিম্নমুখী আন্তঃপ্রবাহ এবং ফলশ্রুতিতে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে উচ্চ ঘাটতি সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যকে দুর্বল করত যথেষ্ট পরিমাণ ঘাটতিতে ফেলে।

১২.১৪ বৈশ্বিক অস্থিতিশীল অর্থনীতি মূলত চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত এবং কোভিড-পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য অর্থবছর-২২ এ প্রবাসী কর্মজীবীদের আয় পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম ছিল। যাহোক, সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তামূলক নীতি পদক্ষেপসমূহ যেমন- বৈধ উপায়ে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে এর সুবিধাভোগীদের প্রণোদনা সুবিধা শতকরা ২.০ ভাগ হতে বৃদ্ধি করে শতকরা ২.৫ ভাগ প্রদানের মাধ্যমে অবৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানো প্রতিরোধ করার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়সাশ্রয়ী ও সুলভে অর্থ স্থানান্তর প্রক্রিয়ার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ প্রবাসীদের কষ্টার্জিত টাকা বৈধ উপায়ে প্রেরণে আরো উৎসাহিত করেছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংক বিদেশের বিনিময় হাউজগুলোর সাথে দেশীয় ব্যাংকসমূহের ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্টের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা আমানতের (Security deposit money) পরিমাণ হ্রাস করেছে।

১২.১৫ অর্থবছর ২২-এ বরাবরের মত মোট রেমিট্যান্স আয় সৌদি আরব থেকে বেশি (শতকরা প্রায় ২১.৬০ ভাগ) আসে, এর পরে যুক্তরাষ্ট্র (শতকরা ১৬.৩৫ ভাগ), সংযুক্ত আরব আমিরাত (শতকরা ৯.৮৫ ভাগ), যুক্তরাজ্য (শতকরা ৯.৭০ ভাগ), কুয়েত (শতকরা ৮.০৩ ভাগ), মালয়েশিয়া (শতকরা ৪.৮৬ ভাগ) এবং ওমান (শতকরা ৪.২৭ ভাগ) থেকে আসে। এছাড়া, অর্থবছর ২২-এ অন্যান্য দেশগুলো থেকে শতকরা ২৫.৩৫ ভাগ রেমিট্যান্স আয় আসে। অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রধান দেশগুলোর অবস্থান চার্ট ১২.০৫-এ দেখানো হয়েছে।

বৈদেশিক সাহায্য

১২.১৬ মোট প্রাতিষ্ঠানিক বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ অর্থবছর ২১-এর ৭৯৫৭.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ২৫.৭৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ ১০০০৮.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (সারণি ১২.০৪)। অর্থবছর ২২-এ বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির পরিমাণ ছিল ৮১৮৭.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ২২-এ খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা

চার্ট ১২.০৪ আমদানি ব্যয়ের গতিধারা (কাস্টমসের তথ্য মতে)

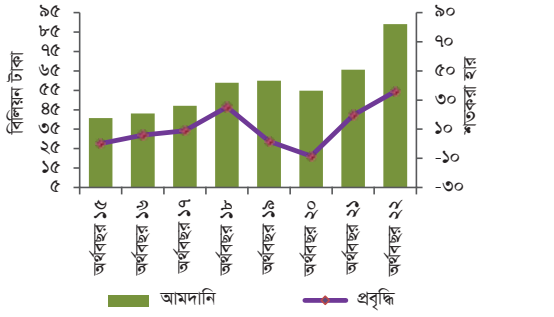

উৎস: এনবিআর-এর তথ্য থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

অর্থবছর ২১-এ ছিল ১৬.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ২২-এ প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০০৫.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা অর্থবছর ২১-এ ছিল ৭৯৪১.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১২.১৭ ৩০ জুন ২০২২-এ মোট প্রাতিষ্ঠানিক বৈদেশিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৭৬২৫.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (জিডিপি'র শতকরা ১২.৫১ ভাগ), যা ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ছিল ৫০৮৭৯.৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (জিডিপি'র শতকরা ১২.২২ ভাগ)। অর্থবছর ২২-এ বৈদেশিক ঋণ এবং সেবা পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়ায় ২১১৭.৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (আইএমএফ হতে পুনঃক্রয় ব্যতীত), যা অর্থবছর ২১-এর ১৯১৪.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ২০২.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা শতকরা ১০.৫৯ ভাগ বেশি। মোট পরিশোধের মধ্যে, অর্থবছর ২২-এ আসল এবং সুদ বাবদ যথাক্রমে ১৬০৬.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৫১১.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করা হয়, যা অর্থবছর ২১-এ ছিল যথাক্রমে ১৪১৮.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৪৯৬.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ২২-এ ঋণ পরিশোধের পরিমাণ (এমএলটি) রপ্তানি আয়ের শতকরা ৪.৩০ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২১-এ ছিল শতকরা ৫.১৯ ভাগ।

বৈদেশিক মুদ্রা বাজার কার্যক্রম ও মুদ্রা বিনিময় হারের গতিবিধি

১২.১৮ কোভিড মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের কারণে অর্থবছর ২২-এ বিশ্বব্যাপী এবং বাংলাদেশেও মার্কিন ডলারের উল্লেখযোগ্যভাবে

উপচিতি ঘটে। অর্থবছর ২২ ব্যাপি বৈদেশিক বিনিময় বাজারে স্থিতিশীলতা ও সুষ্ঠু কার্যক্রম রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক বিনিময় তারল্য ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান কার্যকর ছিল। অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৭৬২১.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে এবং একই সময়ে ২১০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

১২.১৯ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সামষ্টিক অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, মুদ্রা নীতি পরিচালনা এবং বিনিময় হারের প্রচলিত ব্যবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে উচ্চ গতিশীলতা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ বলতে প্রধান প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা (জি-৭), সংরক্ষিত স্বর্ণ বং স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস্ (এসডিআর)- এর সমষ্টিকে বোঝায়। জুন ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ছিল ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা হ্রাস পেয়ে জুন ২০২২ শেষে ৪১.৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১২.২০ আইএমএফ-এর ইসিএফ-এ মূল দায়ের মোট স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২২৮.৫৫ মিলিয়ন এসডিআর, যেখানে অর্থবছর ২২ শেষে এসডিআর ধারণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০৮৪.৩৫ মিলিয়ন।

১২.২১ বাংলাদেশ ব্যাংক বহিঃসম্পদের পোর্টফোলিও বহুমুখীকরণ করতঃ বন্ড (সভ্রেন, সুপরান্যাশনাল, উচ্চ রেটিং এর বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত), ইউএস গভর্নমেন্ট ট্রেজারী-বিল ও নোট এবং আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতনামা বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি আমানতে বিনিয়োগের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বিনিয়োগ থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক নিউইয়র্ক ফেড-এর রেপো প্রক্রিয়ায়ও সক্রিয় রয়েছে, যা খুব কম ঝুঁকিতে সংগত মুনাফা প্রদান করে। অধিকন্তু, বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানি উন্নয়ন ফান্ড (ইডিএফ) এবং গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ) গঠনের মাধ্যমে রপ্তানি খাতের প্রসারে দেশীয় রপ্তানিকারকদের সহায়তা করে থাকে।

চার্ট ১২.০৫ অর্থবছর ২২-এর প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের দেশভিত্তিক অংশ

(শতকরা)

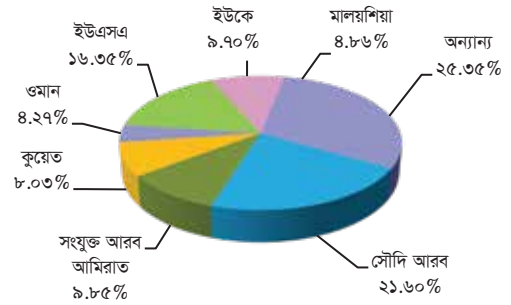

উৎস: পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১২.০৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ

(মাস শেষে, মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

মাস	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
জুলাই	৩৩১৮২.৩০	৩২১০৫.৪৫	৩২০৯৩.২৫	৩৭২৮৮.৪৩	৪৫৮৪২.২০
আগস্ট	৩৩৭৮৬.২৮	৩২৯২৬.৫১	৩২৭৭৫.৭৭	৩৯০৪০.১৪	৪৮০৫৯.৯৯
সেপ্টেম্বর	৩৩০০৫.৬২	৩১৯৫৭.৭৪	৩১৮৩১.৯২	৩৯৩১৩.৯৮	৪৬১৯৯.৮০
অক্টোবর	৩৩৬৪০.৯৫	৩২০৭৭.৯৬	৩২৪৩৭.৭৪	৪১০০৫.৭৯	৪৬৪৫৯.২৭
নভেম্বর	৩২৮১৩.৭৯	৩১০৫৬.০৪	৩১৭২৮.৯৯	৪১২৬৯.২২	৪৪৮৮১.১৪
ডিসেম্বর	৩৩৪১৬.৯৭	৩২০১৬.২৫	৩২৬৮৯.১৮	৪৩১৬৬.৫২	৪৬১৫৩.৯৩
জানুয়ারি	৩২৮৮৯.৮১	৩১২৭৯.৬৯	৩২৩৮১.২০	৪২৮৬২.৫২	৪৪৯৫১.২২
ফেব্রুয়ারি	৩৩৫৬৩.৩৮	৩২২৩৫.৬৮	৩২৯৮৬.৫১	৪৪০১৬.৫৪	৪৫৯৪৭.৭৬
মার্চ	৩২৫৯৮.৫৮	৩১৭৫৩.২৯	৩২৫৭০.১৬	৪৩৪৪০.৭৯	৪৪১৪৬.৭৮
এপ্রিল	৩৩০৯৪.২৭	৩২১২২.৮৭	৩৩১১১.০৬	৪৪৯৫০.৪২	৪৪০১৭.৫৫
মে	৩২৩৪৮.১০	৩১৩৪৪.৭৯	৩৩৪০৯.৮৯	৪৪৯৬০.৫২	৪২২০২.০০
জুন	৩২৯৪৩.৪৬	৩২৭১৬.৫১	৩৬০৩৭.০৩	৪৬৩৯১.৪৪	৪১৮২৬.৭৩

উৎস: একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১২.০৪ বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তি এবং দায় পরিশোধ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিবরণ	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১স	অর্থবছর ২২সা
১। প্রাপ্তি	৭৩৮১.৭১	৭,৯৫৭.৫৬	১০,০০৮.৩৮
ক) খাদ্য সাহায্য	১০.৭১	১৬.৫০	২.৫৩
খ) প্রকল্প সাহায্য	৭৩৭১.০০	৭,৯৪১.০৬	১০,০০৫.৮৫
২। পরিশোধ (মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি)*	১৭৩৩.৯৮	১,৯১৪.৮১	২,১১৭.৫৮
ক) আসল	১২৫৬.৫৪	১,৪১৮.৬৩	১,৬০৬.৩৫
খ) সুদ	৪৭৭.৪৪	৪৯৬.১৮	৫১১.২৩
৩। জুন শেষে বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি	৪৪০৯৫.১২	৫০,৮৭৯.৯৫	৫৭,৬২৫.০৫
৪। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি	১১.৭৯	১২.২২	১২.৫১
৫। রপ্তানির শতকরা হিসেবে বৈদেশিক ঋণ (মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি) পরিশোধ	৫.৪০	৫.১৯	৪.৩০

স সংশোধিত, সা সাময়িক,
* আইএমএফ হতে লেনদের ব্যতীত
উৎস: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

তাছাড়া, দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ)-এর আর্থিক সহযোগিতায় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা (এলটিএফএফ) নামে একটি পৃথক প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

১২.২২ অর্থবছর ২২-এ অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় আর্থিক বাজারের পাশাপাশি বিভিন্ন সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি ভঙ্গীর বিভিন্ন অবস্থানের মূল দিকগুলো উন্নয়নের দ্বারা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং কার্যক্রম/পদ্ধতিগুলো দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আর্থিক নীতি কাঠামো, মুদ্রানীতি কাঠামো পদ্ধতি, বিনিময় হার নীতি ও ব্যবস্থা, বৈদেশিক ঋণের অবস্থা এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি নীতি কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইনস্ (আরএমজি) অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামূলক পরিশোধ নিশ্চিতকরণ এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণতঃ বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ রাখে। বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যপক্ষের সাথে লেনদেনজনিত ঝুঁকি সর্বনিম্ন মাত্রায় রেখে প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহে চলতি হিসাব পরিচালনা করে এবং আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত এজেন্সি কর্তৃক (স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুওর, মুডিস্ এবং ফিচ) ভাল ঋণমান প্রাপ্ত আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে বাজারে বিনিয়োগ করে। বৈদেশিক বিনিময় হার ঝুঁকি সর্বনিম্ন এবং মজুদ মূল্য নিশ্চিতকরণে বৈদেশিক মুদ্রার বিন্যাসকে প্রধান প্রধান মুদ্রায় বহুমুখীকরণ করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা ও বিনিময় হার নীতিতে পরিবর্তনগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে সময়ে সময়ে তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সরকার ও অন্যান্যদের পরিশোধজনিত বাধ্যবাধকতা মেটাতে পর্যাপ্ত তারল্য সংরক্ষণের পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনের জন্য

সারণি ১২.০৫ এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় বাংলাদেশের লেনদেন

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

লেনদেনের শিরোনাম	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২	শতকরা পরিবর্তন
প্রাপ্তি	১৯৪.১২ (১৬৪৮০.৮)	২৪৬.১৮ (২০৮৮৪.২)	৩৫১.৭২ (৩২৮৬৮.২)	৪২.৮৭%
পরিশোধ	৫,৬৮০.৯০ (৪৮২৩০৮.৩)	৮৬৫১.৩৫ (৭৩৩৯২৪.৯)	১১৮২৭.৮২ (১১০৫৩০৯.৮)	৩৬.৭২%
নীট উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	-৫,৪৮৬.৭৮ (-৪৬,৫৮২৭.৫)	-৮৪০৫.১৭ (-৭১৩০৪০.৭)	- ১১৪৭৬.১০ (-১০৭২৪৪১.৬)	২৬.৭৬%

নোট : ১) বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ মিলিয়ন টাকা নির্দেশ করে
২) সর্বশেষ ৩০.০৬.২০২২-এ ভারিত গড় বিনিময় হার, ১এসিইউ ডলার=১ মার্কিন ডলার; ১ মার্কিন ডলার = ৮৬.৩০০৬ টাকা।

উৎস : ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১২.০৬ আইএমএফ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদির বিপরীতে বকেয়া দায়ের স্থিতি

(মিলিয়ন এসডিআর)

সুবিধাদি	জুন ২০২২ পর্যন্ত উত্তোলন/ক্রয়	জুন ২০২১ শেষে বকেয়া দায়ের স্থিতি	অর্থবছর ২২-এ পরিশোধ	জুন ২০২২ শেষে বকেয়া দায়ের স্থিতি
ইসিএফ	৬৩৯.৯৬	৩৫৬.৫৪৮৮	১২৭.৯৯২	২২৮.৫৫৬৮
আরএফআই	৩৫৫.৫৩	৩৫৫.৫৩	-	৩৫৫.৫৩
আরসিএফ	১৭৭.৭৭	১৭৭.৭৭	-	১৭৭.৭৭
মোট	১১৭৩.২৬	৮৮৯.৮৪৮৮	১২৭.৯৯২	৭৬১.৮৫৬৮

উৎস : ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদকে দুটি শ্রেণি- তারল্য শ্রেণি এবং বিনিয়োগ শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

১২.২৩ রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইনস্ মোতাবেক সুদ হার ও বিনিময় হার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সতর্কতার সাথে বিনিয়োগ সময় সীমা এবং মুদ্রা লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণ করা হয়, যেখানে কার্যক্রম ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে মজুদ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম তিনটি স্বতন্ত্র রিপোর্টিং ইউনিট- ফ্রন্ট অফিস, মিডল অফিস এবং ব্যাক অফিসে বিভক্ত করা হয়েছে। যাহোক, নির্ধারিত তারল্য সীমাবদ্ধতা এবং বাজার ও ঋণ ঝুঁকি সীমার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক পোর্টফোলিও বিনিয়োগকে বিভিন্ন খাত যেমন- স্বর্ণ, টি-বিল, রেপো, স্বল্প মেয়াদি ডিপোজিট, উচ্চ মান সম্পন্ন সভরেন, সুপরা-ন্যাশনাল এবং কর্পোরেট বন্ডে বহুমুখী করেছে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বিদেশের খ্যাতনামা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে তহবিল জমা ও সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা বিচক্ষণ ও সতর্কতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ACU) এর আওতায় লেনদেন

১২.২৪ এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (ACU) সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের লেনদেনের নীট পরিমাণ অর্থবছর ২২-এ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে, প্রাপ্তি পূর্বের ২৪৬.১৮ মিলিয়ন ACU ডলার থেকে শতকরা ৪২.৮৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫১.৭২ মিলিয়ন ACU ডলারে দাঁড়ায় এবং প্রদানের পরিমাণ শতকরা ৩৬.৭২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৬৫১.৩৫ মিলিয়ন ACU ডলার থেকে ১১৮২৭.৮২ মিলিয়ন ACU ডলারে দাঁড়ায়। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (ACU) সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের মোট লেনদেনের চিত্র থেকে দেখা যায় যে, অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ নীট দেনাদার ছিল। ACU এর আওতায় বিগত তিন বছরে বাংলাদেশের লেনদেন সারণী ১২.০৫ এ দেখানো হলো।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ)-এর সাথে লেনদেন

১২.২৫ এক্সটেন্ডেড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি (ইসিএফ)-এর আওতায় বাংলাদেশ এরই মধ্যে সম্পূর্ণ ৬৩৯.৯৬ মিলিয়ন এসডিআর গ্রহণ করেছে। ইসিএফ-এর শেষ কিস্তি অক্টোবর ২০১৫-এ পাওয়া যায়। আইএমএফ এর নির্বাহী বোর্ড ২৯ মে ২০২০-এ বাংলাদেশের জন্য র‍্যাপিড ফাইন্যান্সিং ইন্সট্রুমেন্ট (আরএফআই) এর অধীনে ৩৫৫.৫৩ মিলিয়ন এসডিআর এবং র‍্যাপিড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি (আরসিএফ) এর অধীনে ১৭৭.৭৭ মিলিয়ন এসডিআর অনুমোদন করেছে এবং আরএফআই ও আরসিএফ এর মোট পরিমাণ ২ জুন ২০২০-এ উত্তোলন করা হয়েছে। অক্টোবর ২০১৭-এ ইসিএফ পরিশোধ শুরু হয়েছিল। অর্থবছর ২২-এ ইসিএফ-এর মোট পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৭.৯৯২ মিলিয়ন এসডিআর। অর্থবছর ২২-এ আইএমএফকে সার্ভিস চার্জ বাবদ ৫.৪৪ মিলিয়ন এসডিআর পরিশোধ করা হয়। অর্থবছর ২২-এর শেষে আইএমএফ-এর ইসিএফ-এ দায় স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৮.৫৬ মিলিয়ন এসডিআর (সারণি ১২.০৬)। ৩০ জুন ২০২২ শেষে আইএমএফ-এর নিকট মূল দায়ের স্থিতির পরিমাণ ৭৬১.৮৬ মিলিয়ন এসডিআর-এ দাঁড়ায়। কোটা সংক্রান্ত ১৬ তম জেনারেল রিভিউ অনুসারে আইএমএফ-এ বাংলাদেশের জন্য কোটা হচ্ছে ১০৬৬.৬০ মিলিয়ন এসডিআর।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ তত্ত্বাবধান

১২.২৬ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এ অর্পিত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশের জাতীয় কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং বাংলাদেশে সকল প্রকার এএমএল/সিএফটি কার্যক্রমের সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করছে। অর্থবছর ২২-এ মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্য ও ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিএফআইইউ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অর্থবছর ২২-এ বিএফআইইউ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- অর্থবছর ২২-এ রিপোর্টিং সংস্থাসমূহ বিএফআইইউ-তে ৮৭০৯টি সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন ও সন্দেহজনক কার্যক্রম প্রতিবেদন (এসটিআর ও এসএআর) দাখিল করে। প্রাপ্ত এসটিআর ও এসএআর পর্যালোচনাপূর্বক বিএফআইইউ কর্তৃক ৪৬টি গোয়েন্দা প্রতিবেদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থাসমূহে প্রেরণ করা হয়।
- বিএফআইইউ অর্থবছর ২২-এ বিভিন্ন দেশের এফআইইউ হতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন এবং ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্যাদির জন্য ২৬টি অনুরোধ পেয়েছে এবং সবগুলো অনুরোধের বিপরীতে তথ্যাদি প্রদান করেছে। এর পাশাপাশি বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্যাদির জন্য বিভিন্ন দেশের এফআইইউতে মোট ১০৩টি অনুরোধ প্রেরণ করেছে এবং প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থায় প্রেরণ করে।
- অর্থবছর ২২-এ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভাসমূহে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা সুসংহতকরণ বিষয়ক

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সময়ে বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের ৪টি সভার আয়োজন করে।

- নেপাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে ২৭-৩০ জুন, ২০২২ মেয়াদে নেপাল প্রতিনিধি দলের জন্য বিএফআইইউ একটি প্রাক-মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা কর্মশালার আয়োজন করে।
- অর্থবছর ২২-এ কম্বোডিয়ার ৩য় রাউন্ড মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশনের ৪র্থ ফলো-আপ রিপোর্ট রিভিউ করার লক্ষ্যে বিএফআইইউ এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং-এ একজন কর্মকর্তা প্রেরণ করে।
- অবৈধ অর্থ প্রবাহ নিরুপণের লক্ষ্যে United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) I United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) কর্তৃক যৌথভাবে গৃহীত "Statistics and data for measuring illicit financial flows in the Asia-Pacific region" শীর্ষক পাইলট প্রকল্পের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে বিএফআইইউ ৭ মার্চ ২০২২ তারিখে UNODC এর সাথে যৌথভাবে "Third National Workshop on Measuring Illicit Financial Flows Associated with Drug Trafficking in Bangladesh" শীর্ষক একটি কর্মশালা আয়োজন করে।
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন এবং ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিএফআইইউ এর ২০ বছর উদযাপন উপলক্ষে ১৮ জুন ২০২২ তারিখে বিএফআইইউ সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য দু'টি সেমিনার আয়োজন করে।
- ব্যাংক, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বীমা কোম্পানিসমূহের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাবৃন্দের (ক্যামেলকো) জন্য বিএফআইইউ অর্থবছর ২২-এ বিভিন্ন সময়ে কক্সবাজারে ক্যামেল্‌কো সম্মেলন আয়োজন করে যেখানে ব্যাংক, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বীমা কোম্পানিসমূহের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাবৃন্দের পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য উধ্বর্তন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৬০ জন এনজিও কর্মকর্তার জন্য ০৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সিলেটে বিএফআইইউ কর্তৃক একটি দিনব্যাপী টাউন হল সভার আয়োজন করা হয়।
- রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত ১৩০টি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিএফআইইউ'র কর্মকর্তাগণ রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।
- আর্থিক অপরাধ তদন্ত বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজন/সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত ৩০টি কর্মশালায় বিএফআইইউ'র প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।
- অর্থবছর ২২-এ বিএফআইইউ কর্মকর্তাবৃন্দ এগমন্ট গ্রুপ, এফএটিএফ, বিমস্‌টেক, ইউএনওডিসি, আইএমএফ, ইউএসডিওজে, এডিবিসহ অন্যান্য দাতা সংস্থা এবং বিদেশি এফআইইউসমূহ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ভার্চুয়াল কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও, বাংলাদেশের এএমএল/সিএফটি ব্যবস্থা সুসংহত করার লক্ষ্যে বিএফআইইউ রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের জন্য ইউএনওডিসি, আইএমএফ, এডিবিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। আরও উল্লেখ্য, মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্য ও ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে বিএফআইইউ অন্যান্য সরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ভার্চুয়াল সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্

১৩.০১ ডিজিটাল পেমেন্ট সার্ভিসের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার বিশেষ করে কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় শুধুমাত্র সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে এর বিস্তার রোধ করতে সাহায্য করেনি বরং বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক মানুষই এখন ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমকে নিরাপদ, সুবিধাজনক ও সময় সাশ্রয়ের উপায় হিসেবে দৈনন্দিন লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমের ক্ষেত্রে গ্রাহকের সুবিধা উন্নত করা, প্রসারিত করা এবং সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দক্ষতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্, বিশেষ করে ডিজিটাল পেমেন্ট প্লাটফর্মগুলো অর্থনীতিকে সচল, সক্ষম ও স্থিতিশীল রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১৩.০২ প্রকৃতপক্ষে, একটি কার্যকরী ও দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেম যে কোনো দেশের অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য। এটি ব্যক্তি এবং কর্পোরেটগুলোর আর্থিক কার্যক্রমে সহায়তা করে এবং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে অর্থ প্রদান ও লেনদেন-নিষ্পত্তি সুবিধা প্রদানের দ্বারা আর্থিক মধ্যস্থতায় সহায়তা প্রদান করে। পরিশোধ ব্যবস্থায় যে কোনো ব্যর্থতা আর্থিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করতে পারে এবং অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। আর তাই, আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের লেনদেন প্রতিবেশ সুষ্ঠু রাখতে কার্যকর প্রবিধান প্রণয়ন করতে ও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে তৎপর রয়েছে।

১৩.০৩ উপর্যুক্ত পটভূমিতে, অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশের পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমের কার্যক্রম নিয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থবছর ২২-এ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কেও অধ্যায়টিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

পেমেন্ট সিস্টেমস্

১৩.০৪ অর্থবছর ২২-এ ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমস্ (আন্তঃব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেম ও মোবাইল আর্থিক পরিষেবা) উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করে (পরিশিষ্ট-৩, সারণি ২৪)। সংখ্যা ও মূল্যের ক্ষেত্রে, অর্থবছর ২২-এ ডিজিটাল লেনদেন, অর্থবছর ২১-এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১৮.০ ভাগ ও শতকরা ৩৭.০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সংখ্যাগত প্রবৃদ্ধি মূলত কাগজহীন লেনদেন যেমনঃ ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার (আইবিএফটি), বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন) এবং রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (আরটিজিএস) এর বৃদ্ধির ফলে ঘটেছে। মূল্যমানের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি প্রধানত আইবিএফটি, এটিএম ট্রানজেকশন ও বিইএফটিএন লেনদেন বৃদ্ধির ফলে ঘটে। কাগজ-ভিত্তিক লেনদেন (যেমন: বিএসিপিএস তথা চেকভিত্তিক লেনদেন)-এর তুলনায় কাগজবিহীন ডিজিটাল লেনদেন অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে (পরিশিষ্ট-৩, সারণি ২৪)। একটি অনুকূল ডিজিটাল লেনদেন প্রতিবেশের পাশাপাশি কয়েক বছরব্যাপী নানা মাত্রায় কোভিড-১৯ মহামারিজনিত চলাচল-বিধিনিষেধের ফলে দেশে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের প্রায় সব পদ্ধতি, বিশেষত কাগজবিহীন পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

১৩.০৫ এ সময়ে, ডিজিটাল লেনদেন (আন্তঃব্যাংক ডিজিটাল লেনদেন এবং মোবাইল পেমেন্ট) এর পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১) ও মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর সাপেক্ষে খুচরা লেনদেন (যেমনঃ নিয়মিত মূল্য চেক, এটিএম, পিওএস, ই-কমার্স, ইন্টারনেট ব্যাংকিং এবং ইলেকট্রনিক তহবিল স্থানান্তর), উচ্চমূল্য লেনদেন (যেমনঃ উচ্চমূল্য চেক ও রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট) এবং মোবাইল পেমেন্ট/ই-মানি লেনদেন এর গতি বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ২২-এ ডিজিটাল লেনদেনের মূল্যমান সংকীর্ণ মুদ্রার তুলনায় ১৮.৩ গুণ বেশি ছিল। একই সময়ে, ডিজিটাল লেনদেনের মূল্যমান ছিল জিডিপির ২ গুণ যা পূর্বের অর্থবছরে ছিল ১.৬ গুণ (সারণি ১৩.০১)। অর্থের

গুণনীয়কের বাড়তি এ গতি লেনদেন ব্যবস্থার দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতির পরিচায়ক যা মুদ্রানীতি দক্ষতরভাবে প্রণয়ন এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

১৩.০৬ উল্লেখ্য, দেশে আন্তঃব্যাংক ডিজিটাল লেনদেনের পরিমাণ আন্তঃব্যাংক লেনদেনের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বড়। অর্থবছর ২২-এ ব্যাংকগুলোর মধ্যে ইন্টারনেট এবং অ্যাপস-ভিত্তিক লেনদেন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস

১৩.০৭ বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস (বিএসিএইচ) বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেমস্ (বিএসিপিএস) ও বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন) নামে দু'টি পেমেন্ট উইং-এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক লেনদেন সেবা প্রদান করে। উভয় সিস্টেমই ব্যাচ প্রসেসিং এবং ডেফার্ড নেট সেটেলমেন্ট (ডিএনএস) পদ্ধতিতে কাজ করে। কেন্দ্রীয় বিএসিএইচ সিস্টেম তার সদস্য ব্যাংকসমূহ থেকে ২৪/৭ ভিত্তিতে (সার্বক্ষণিক) ইন্সট্রুমেন্ট ও নির্দেশনা গ্রহণ করে পূর্বনির্ধারিত সময়ে সেগুলোর নিষ্পত্তি সম্পন্ন করে। প্রত্যেক নিকাশ কার্যক্রম সম্পাদনের পর, বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত প্রতিটি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট হিসাবে তা একক-বহুপাক্ষিক (single multilateral) নিট অংকে নিষ্পত্তি করা হয়।

১৩.০৮ 'চেক ইমেজিং অ্যান্ড ট্রাঙ্কেশন' (সিআইটি) প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাগজ-ভিত্তিক ইন্সট্রুমেন্ট (যেমনঃ চেক, পে-অর্ডার, ডিভিডেন্ড ও রিফান্ড ওয়ারেন্ট, ইত্যাদি)-এর নিকাশ ও নিষ্পত্তি সম্পন্ন করে বিএসিপিএস দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা প্রথাগত নিকাশ-ঘরগুলোকে একটি একক নিকাশ-ঘরে নিয়ে আসে। অর্থবছর ২২-এ বিএসিপিএস-এর মাধ্যমে ৯,২৩৬.৯১ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ১৯,৫৭১ হাজার নিয়মিত মূল্যের ইন্সট্রুমেন্ট নিকাশ করা হয়, যা লেনদেনের পরিমাণে ও মূল্যমানে অর্থবছর ২১-এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৬.৫২ ভাগ ও শতকরা ৩.৯৪ ভাগ বেশি। অন্যদিকে, একই সময়ে, ১৬,৩৬৮.৩০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ২,৪৮১ হাজার

সারণি ১৩.০১ বাংলাদেশের ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার গভীরতা

(মূল্যমান বিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	মূল্যমান		এম১ (মূল্যমান/এম১)		জিডিপি (মূল্যমান/জিডিপি)	
	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
খুচরা লেনদেন	১৫৭৯৫	১৮৮০০	৩৭৫৮ (৪.২)	৪২৫৯ (৪.৪)	৩৫৩০২ (০.৪)	৩৯৭৬৫ (০.৫)
উচ্চমূল্য লেনদেন	৩৪৯৯২	৫০৬৮৯	৩৭৫৮ (৯.০)	৪২৫৯ (১০.১)	৩৫৩০২ (০.৯)	৩৯৭৬৫ (১.২)
এমএফএস/ই-মানি লেনদেন	৬২৩৬	৮৫৬৪	৩৭৫৮ (১.৭)	৪২৫৯ (২.০)	৩৫৩০২ (০.২)	৩৯৭৬৫ (০.২)
মোট ডিজিটাল লেনদেন	৫৭০২৩	৭৮০৫৪	৩৭৫৮ (১৫.২)	৪২৫৯ (১৮.৩)	৩৫৩০২ (১.৬)	৩৯৭৬৫ (২.০)

উৎস: পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১৩.০১ রেগুলার ভ্যালু চেকের লেনদেন

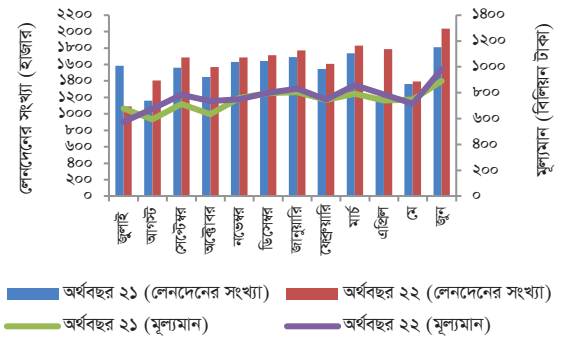

উৎস: পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১৩.০২ হাই ভ্যালু চেকের লেনদেন

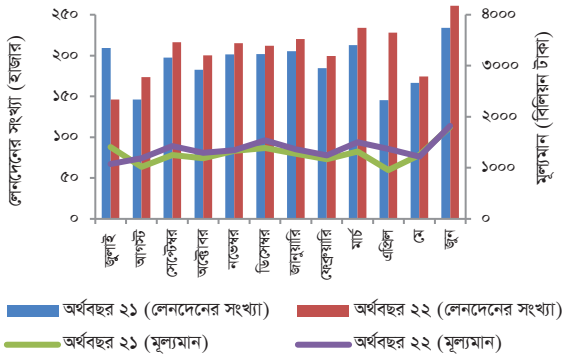

উৎস: পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

উচ্চমূল্যের ইন্সট্রুমেন্ট নিকাশ করা হয়, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৮.৪৮ ভাগ এবং শতকরা ৬.৬৫ ভাগ বেশি। বিএসিপিএস-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত উভয় ধরনের ইন্সট্রুমেন্টের সংখ্যার তুলনায় এর মূল্যমান বৃদ্ধির উচ্চ হার মহামারিকালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সম্প্রসারণমূলক ও সংকুলানমুখী মুদ্রানীতির সাথে বাজারের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে (চার্ট ১৩.০১ এবং ১৩.০২)।

১৩.০৯ কাগজবিহীন, সাশ্রয়ী, সুরক্ষিত ও দক্ষ লেনদেন মাধ্যম হিসেবে বিইএফটিএন ক্রেডিট ট্রান্সফার (যেমনঃ বেতন পরিশোধ, বিদেশি এবং দেশীয় রেমিটেন্স প্রেরণ, সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা প্রদান, জাতীয় সঞ্চয়পত্রের সুদ ও মুলধন প্রেরণ, কোম্পানির লভ্যাংশ প্রদান, অবসর ভাতা প্রদান, ইত্যাদি) এবং ডেবিট ট্রান্সফার (যেমনঃ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, ঋণ পরিশোধ, বীমা প্রিমিয়াম প্রদান, কর্পোরেট থেকে কর্পোরেট পেমেন্ট, ইত্যাদি) নিষ্পত্তি করে। অর্থবছর ২২-এ বিইএফটিএন-এর মাধ্যমে ৪,৯৫৪.০৮ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ১,৮৮,১২৫ হাজার ক্রেডিট ট্রান্সফার নিষ্পত্তি করা হয় যা অর্থবছর ২১-এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৩৬.৬৭ ভাগ ও শতকরা ৩১.২৫ ভাগ বেশি। অন্যদিকে, একই সময়ে, ৯৭৪.০৫ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ৪,৯৫৫ হাজার ডেবিট ট্রান্সফার নিষ্পত্তি করা হয় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ২১.৮৭ ভাগ ও শতকরা ৫৪.২৪ ভাগ বেশি। এ সময়ে ক্রেডিট ট্রান্সফার সংখ্যায় ক্রম উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, যা প্রধানত বিভিন্ন সরকারি প্রদান, বিশেষ করে কোভিড-১৯ অতিমারী চলাকালীন ব্যক্তি ঋণের কিস্তি পরিশোধ বৃদ্ধির জন্য ঘটে। অতিমারীর সময় থেকে পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে শুরু হওয়া ডিজিটাল লেনদেনসমূহ দ্রুত বাড়তে থাকে (চার্ট ১৩.০৩ এবং ১৩.০৪)।

রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেম

১৩.১০ উচ্চমূল্যের অর্থ প্রদানে তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি সুবিধা চালু করার মাধ্যমে আরটিজিএস অর্থ প্রবাহের গতি ও দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, দু'টোকেই ত্বরান্বিত করে। ২০২২

চার্ট ১৩.০৩ বিইএফটিএন (ক্রেডিট) লেনদেন

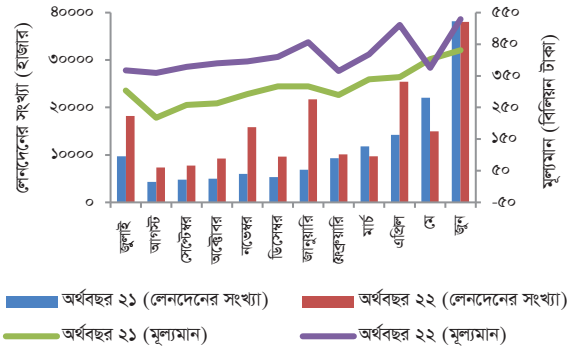

উৎস: পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১৩.০৪ বিইএফটিএন (ডেবিট) লেনদেন

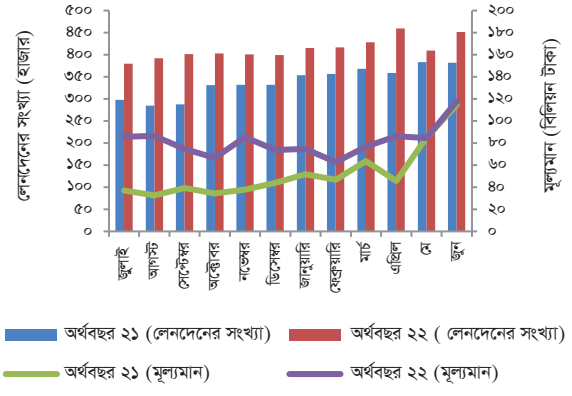

উৎস: পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১৩.০৫ আরটিজিএস লেনদেন

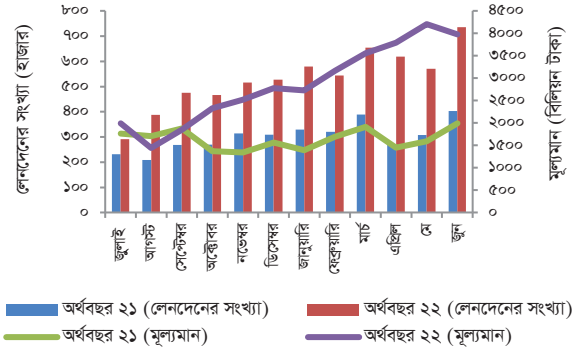

উৎস: পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সালের জুন মাস পর্যন্ত, ৬০টি তফসিলি ব্যাংকের ১১,৩০০টি অনলাইন শাখা উচ্চমূল্যের (১,০০,০০০ টাকা বা এর অধিক) লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য আরটিজিএস এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। বর্তমানে, এ সিস্টেমের মাধ্যমে ভ্যাট অনলাইন পেমেন্ট, কাস্টমস্ ডিউটি ই-পেমেন্ট, স্বয়ংক্রিয় চালান পেমেন্ট, ইত্যাদিসহ নানা ধরনের লেনদেন সহজে ও তৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করা যাচ্ছে। ব্যক্তি পর্যায়ের আন্তঃব্যাংক লেনদেনের পাশাপাশি সিস্টেমটি অন্যান্য ডেফারড্ নেট সেটেলমেন্টভিত্তিক পেমেন্ট ব্যবস্থার (যেমনঃ বিএসিপিএস, বিইএফটিএন, এনপিএসবি) নিষ্পত্তি কার্যক্রম সম্পাদন করতে সক্ষম।

১৩.১১ অর্থবছর ২২-এ আরটিজিএস-এর মাধ্যমে ৩৭,৯৪৬.৯৫ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ৬,৩৬৬ হাজার লেনদেন নিষ্পত্তি হয় যা অর্থবছর ২১-এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৯৩.১৭ ভাগ এবং শতকরা ৭৪.৭১ ভাগ বেশি। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থার মাঝে এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ফলে সামগ্রিকভাবে আরটিজিএস লেনদেন বৃদ্ধি পায় (চার্ট ১৩.০৫)।

ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ

১৩.১২ বিভিন্ন বিকল্প ডেলিভারি চ্যানেল থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংক ইলেকট্রনিক লেনদেন (যেমনঃ অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম), পয়েন্ট অব সেলস (পিওএস), ইন্টারনেট, ইত্যাদি) সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) চালু করে। এনপিএসবি-এর মূল উদ্দেশ্য হল কেন্দ্রীয় স্যুইচ হিসেবে ধীরে ধীরে ব্যাংক বা অ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানাধীন বা শেয়ারকৃত সকল স্যুইচকে এর সাথে সংযুক্ত করা এবং বাংলাদেশের পেমেন্ট স্যুইচগুলোর জন্য একটি সর্বজনীন ইলেকট্রনিক স্যুইচিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

১৩.১৩ সংখ্যার বিচারে, অর্থবছর ২২-এ এনপিএসবি-এর মাধ্যমে যথাক্রমে ৪২,৬০৬ হাজার, ৭,২০৪ হাজার এবং ৯,১০২ হাজার এটিএম, পিওএস এবং আইবিএফটি লেনদেন

চার্ট ১৩.০৬ এটিএম লেনদেন

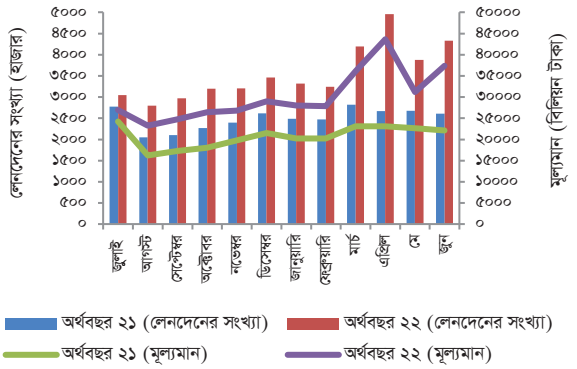

উৎস: পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১৩.০৭ পিওএস লেনদেন

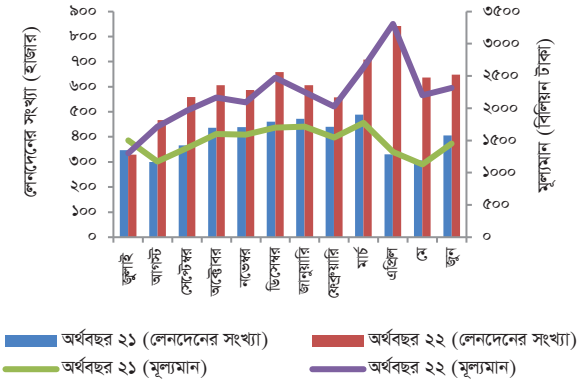

উৎস: পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নিষ্পত্তি হয় যেখানে, পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় এটিএম, পিওএস এবং আইবিএফটি লেনদেনের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ৪২.২৯ ভাগ, শতকরা ৫০.৪২ ভাগ এবং শতকরা ১৭২.৮১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। একই সময়ে, মূল্যের বিচারে এটিএম, পিওএস ও আইবিএফটি লেনদেন পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৪৫.৪৪ ভাগ, শতকরা ৪৭.৯২ ভাগ ও শতকরা ২৪০.১১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৬১,২৬২.৭১ মিলিয়ন, ২৬,৪৩৯.৪২ মিলিয়ন ও ৩,৩৫,৩৫১.৬৩ মিলিয়ন টাকায় পৌঁছায় (সারণি ১৩.০৬, ১৩.০৭ ও ১৩.০৮)।

১৩.১৪ কোভিড মহামারিকালে শারীরিক উপস্থিতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ সেবা প্রদান সর্বত্র নিরুৎসাহিত করা হয় এবং সেবা

প্রদানের সময় হ্রাস করা হয়। এর পরিবর্তে এটিএম বুথে লেনদেনের সীমা ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ফলে, এটিএম লেনদেনের সংখ্যা ও পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এদিকে, মধ্যবিত্ত জনগণের ডিজিটাল জীবনযাত্রার প্রতি ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার পাশাপাশি আলোচ্য সময়ে চলাচলে বিভিন্ন বিধিনিষেধের ফলে আন্তঃব্যাংক তহবিল স্থানান্তরে ব্যাপক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও, মহামারিকালে শারীরিক উপস্থিতির বিধি-নিষেধ শিথিল করায় এবং দোকান ও মার্কেটে ব্যবসায়িক কার্যক্রম উন্মুক্ত করায় পিওএস লেনদেনের সংখ্যা ও মূল্য উভয়ই দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

১৩.১৫ উল্লেখ্য যে, দেশে এনপিএসবি-এর বাইরেও আরও কিছু বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক স্যুইচ রয়েছে, যেখানে এটিএম, পিওএস এবং ই-কমার্স লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয়। তবে, সামগ্রিকভাবে এটিএম, পিওএস এবং ই-কমার্স লেনদেনও এ সময়ে বৃদ্ধি পায় (পরিরিষ্ট-৩, সারণি ২৪)।

মোবাইল আর্থিক সেবা

১৩.১৬ ২০২৪ সালের মধ্যে 'সবার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি' বাংলাদেশ ব্যাংকের এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকৃতপক্ষে, দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সংযোগে অগ্রগতি, মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যায় অভাবনীয় বৃদ্ধি, লেনদেন মাধ্যমের ডিজিটালাইজেশন, আইটিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা, মোবাইল অপারেটরদের দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক আওতা বৃদ্ধি এবং সারা দেশে ইন্টারনেটের প্রাপ্যতা এমএফএস-এর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করে। অ্যাকাউন্ট খোলার সহজ পদ্ধতি, ব্যবহারবান্ধব ও সাশ্রয়ী হওয়ায় এমএফএস-কে প্রান্তিক, ব্যাংকিং সুবিধাহীন/স্বল্প-সুবিধাপ্রাপ্ত ও নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠীর কাছে সহজে পৌঁছানোর সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের পথ সুগম হয়।

১৩.১৭ ৩০ জুন ২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে ৯টি ব্যাংক এবং ৩টি ব্যাংকের ৩টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান এমএফএস সেবা প্রদান করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক

চার্ট ১৩.০৮ আইবিএফটি লেনদেন

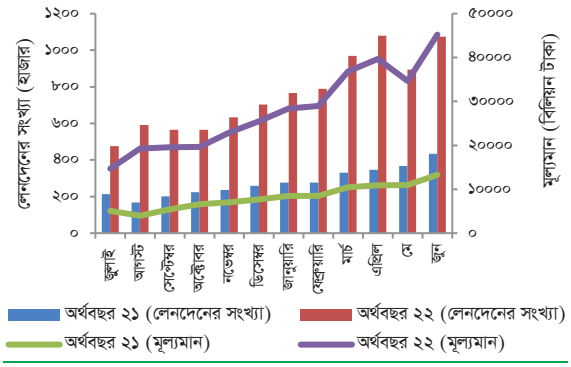

উৎস: পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১৩.০৯ এমএফএস লেনদেন

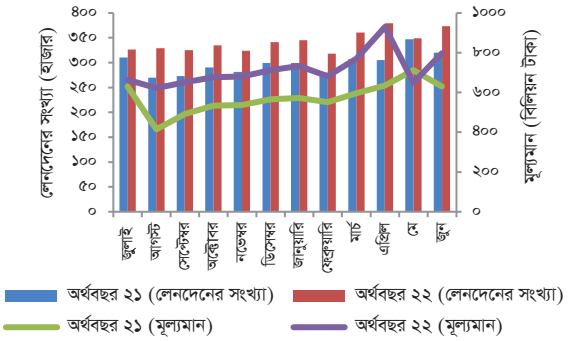

উৎস: পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বর্তমানে শুধুমাত্র ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন (Bank-led) মডেলে এমএফএস প্রদানকারীদের দেশের অভ্যন্তরে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদানের অনুমতি দেয়ঃ

ক) মোবাইল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট পয়েন্ট, ব্যাংকের শাখা, এটিএম, এমএফএস হিসাবের সাথে সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে মোবাইল অ্যাকাউন্ট থেকে 'ক্যাশ-ইন' এবং 'ক্যাশ-আউট';

খ) পারসন টু বিজনেস (P2B) পেমেন্ট, যেমনঃ ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, মার্চেন্ট পেমেন্ট, মোবাইল টপ-আপ, ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবে/স্কিমে জমাকরণ, ব্যাংক/নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান/বেসরকারি

বক্স ১৩.০১ ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম (আইডিটিপি)-'বিনিময়'

ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম (আইডিটিপি)-'বিনিময়' একটি ইলেকট্রনিক/ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম, যার মাধ্যমে সকল ব্যাংক, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) এবং পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (পিএসপি) সংযুক্ত করা যায়। আইডিটিপি বিভিন্ন পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেনের ব্যবস্থার সেতু হিসাবে কাজ করে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকরা ২৪/৭ রিয়েল টাইম লেনদেন করতে পারবেন।

আইডিটিপি একটি নগদবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসার করতে সহায়তা করবে। ডিজিটাল পেমেন্টকে সুশৃঙ্খল করার মাধ্যমে, আইডিটিপি অর্থনৈতিক দক্ষতা উন্নত করতে, স্বচ্ছতা বাড়াতে এবং নাগরিকদের অসুবিধা হ্রাস করার পাশাপাশি প্রতারণামূলক লেনদেন হ্রাস করতে সহায়তা করবে। ফলে এটি দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

প্রথাগতভাবে বাংলাদেশের আর্থিক খাতের ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের পেমেন্ট সেবা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিক কয়েক দশকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সহায়তায় বেশ কয়েকটি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ফিনটেক সংস্থাগুলো পেমেন্ট পরিষেবা এবং অন্যান্য ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো এখন রিটেইল পেমেন্ট ইকোসিস্টেমের সবচেয়ে বড় অংশ।

দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি অপ্রচলিত পেমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেম চালু করা জরুরি হয়ে পড়ে। সকল পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডারকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এ পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট অবকাঠামো লেনদেনের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করবে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ত্বরান্বিত করবে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ লক্ষ্য পূরণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম (আইডিটিপি) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আইডিটিপির নাম দিয়েছেন 'বিনিময়'। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ ১৩ নভেম্বর ২০২২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বিনিময়' উদ্বোধন করেন।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের (এনজিও-এমএফআই) ঋণের কিস্তি জমাকরণ, বীমা কোম্পানিগুলিকে বীমা প্রিমিয়াম প্রদান, ইত্যাদি;

গ) বিজনেস টু পারসন (B2P) পেমেন্ট, যেমনঃ বেতন বিতরণ, লভ্যাংশ/ রিফান্ড ওয়ারেন্ট/ ডিসকাউন্ট প্রদান, ইত্যাদি;

ঘ) পারসন টু পারসন (P2P) অর্থ প্রদান, যেমনঃ একই অথবা ভিন্ন ভিন্ন এমএফএস সেবা প্রদানকারীর মধ্যে একটি এমএফএস ব্যক্তিগত হিসাব থেকে অন্য একটি ব্যক্তিগত এমএফএস হিসাবে অর্থ প্রেরণ, এমএফএস হিসাব থেকে ব্যাংক হিসাব বা ব্যাংক হিসাব হতে এমএফএস হিসাবে অর্থ প্রদান;

চার্ট ১৩.১০ ২০২২ সালের জুনে এমএফএস ব্যবহারের প্রকৃতি

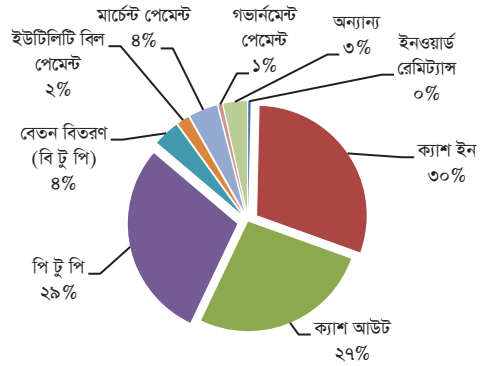

উৎস: পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ঙ) বিজনেস টু বিজনেস (B2B) পেমেন্ট, যেমনঃ ভেন্ডর পেমেন্ট, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট পেমেন্ট, ইত্যাদি;

চ) অনলাইন এবং ই-কমার্স পেমেন্ট;

ছ) গভর্নমেন্ট টু পারসন (G2P) পেমেন্ট, যেমনঃ পেনশন প্রদান, বয়স্ক ভাতা বিতরণ, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বিতরণ, কৃষকদের ভর্তুকি বিতরণ, ইত্যাদি;

জ) পারসন টু গভর্নমেন্ট (P2G) পেমেন্ট; যেমনঃ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, কর, ফি, শুল্ক, টোল চার্জ, জরিমানা সংক্রান্ত প্রদান, ইত্যাদি;

ঝ) ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে আগত বিদেশি রেমিটেন্স বাংলাদেশি টাকায় সুবিধাভোগীর এমএফএস হিসাবে বিতরণ; এবং

ঞ) ঋণ গ্রহীতাদের এমএফএস হিসাবে ঋণের অর্থ বিতরণ, বিক্রেতার অর্থ প্রদান ইত্যাদি।

১৩.১৮ জুন ২০২২-এর শেষে, এমএফএস-এর এজেন্ট এবং নিবন্ধিত গ্রাহকদের সংখ্যা আগের অর্থবছরের ১.১২ মিলিয়ন এবং ৯৯.৭৮ মিলিয়ন থেকে বেড়ে যথাক্রমে ১.২০ মিলিয়ন এবং ১১৩.৭৩ মিলিয়নে দাঁড়ায়। অর্থবছর ২২-এ এমএফএস-এর মাধ্যমে ৪,১০৩ মিলিয়ন লেনদেন সম্পন্ন হয় যার মূল্যমান ছিল ৮,৫৬৪.০৬ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২১-এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১৪.৫৬ ভাগ ও শতকরা ২৪.৭৩ ভাগ বেশি (চার্ট ১৩.০৯)।

১৩.১৯ এমএফএস লেনদেনের সংখ্যা এবং মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধিতে মূলত ডিজিটাল লেনদেনের প্রতি জনগণের আগ্রহ বিশেষ ভূমিকা রাখে। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ থেকে নীতিগত সহায়ক পরিবেশের পাশাপাশি এমএফএসের সুপ্রাপ্যতা ও সহজলভ্যতার ফলে পরিষেবাটির ব্যবহারে ধারাবাহিক বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। তদুপরি, দেশের প্রান্তিক জনগণের কাছে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন পরিশোধ উপকারভোগীর হাতে সরাসরি পৌঁছে দিতে সরকার এখন এমএফএস-কে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। স্মর্তব্য যে, কোভিডজনিত সংকটকালে রপ্তানিমুখী শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বেতন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও, বাংলাদেশ সরকার কোভিড-১৯ মহামারির কারণে জীবিকা হারানো ৫.০ মিলিয়ন পরিবারকে মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে নগদ সহায়তা প্রদান করে। এ সকল বিষয়গুলো এমএফএস-এ জনগণের অন্তর্ভুক্তি ও এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

১৩.২০ ডিজিটাল লেনদেনের প্রতি নাগরিকদের ইতিবাচক আগ্রহ এমএফএস ব্যবহারের ধরনেও লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য সময়ে ব্যবহারকারীদের এমএফএস ওয়ালেটে টাকা রাখার পরিমাণ এবং আন্তঃমোবাইল-অপারেটর লেনদেন বৃদ্ধি পায়, যা মোবাইল আর্থিক পরিষেবার প্রতি ব্যবহারকারীদের আস্থা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। চার্ট ১৩.১০ থেকে দেখা যায় যে, ২০২২ সালের জুন মাসে ক্যাশ আউটের পরিমাণ পূর্ববর্তী জুন মাসের তুলনায় শতকরা ২৫.০ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ২৭.০ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ২২-এ ক্যাশ-ইন ও ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি (পিটুপি) লেনদেনের হার বেড়ে যথাক্রমে শতকরা ৩০.০ ভাগ ও শতকরা ২৯.০ ভাগে পৌঁছায়। মূলত মার্চেন্ট পেমেন্ট ও ইউটিলিটি বিল পেমেন্টে এমএফএস-এর ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে ক্যাশ-আউট কমে যায় এবং এর বিপরীতে ক্যাশ-ইন ও পিটুপি লেনদেন বৃদ্ধি পায়।

অল্টারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল এবং লাইসেন্সিং

১৩.২১ দেশে দক্ষ, সুরক্ষিত এবং ক্যাশবিহীন পেমেন্টকে নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক মূলত দু'টি ভাগে, যথাঃ পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর (পিএসও) ও পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (পিএসপি) হিসাবে ফিনটেক ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান করে। সাধারণত, পিএসপিগুলো ই-ওয়ালেট পরিষেবা প্রদান করে এবং পিএসওগুলো মার্চেন্ট একত্রীকরণ, মার্চেন্ট অধিগ্রহণ, হোয়াইট লেবেল এটিএম, পেমেন্ট গেটওয়ে ও স্যুইচিং সমাধান পরিষেবা প্রদান করে। বর্তমানে আটটি পিএসও এবং পাঁচটি পিএসপি সম্পূর্ণরূপে চালু আছে এবং আরও কিছু লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

আইনি ও প্রবিধিগত কাঠামো

১৩.২২ বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের পেমেন্ট সিস্টেমের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং এ সংক্রান্ত নিয়ম, প্রবিধান ও

নির্দেশিকা জারি করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বর্তমানে, মূলত বাংলাদেশ পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ রেগুলেশনস, ২০১৪ (বিপিএসএসআর)-এর মাধ্যমে দেশের পেমেন্ট ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত হয়। পাশাপাশি, বাংলাদেশ ব্যাংকে দেশের অভ্যন্তরে কাগজভিত্তিক এবং ইলেকট্রনিক লেনদেন সহজ ও সুষ্ঠু রাখতে বেশ কিছু নির্দেশিকা রয়েছে। বাংলাদেশের পেমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেমের বিদ্যমান আইনি এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নিম্নরূপঃ

১. বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেমস্ (বিএসিপিএস) অপারেটিং রুলস অ্যান্ড প্রসিডিউরস, ২০১০ (সংশোধিত সংস্করণ, ২০১৯);

২. বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন) অপারেটিং রুলস, ২০১০ (সংশোধিত সংস্করণ, ২০২০); এবং

৩. বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (বিডি-আরটিজিএস) সিস্টেম রুলস, ২০১৫।

১৩.২৩ এরই ধারাবাহিকতায়, পিএসডি বাজারের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পেমেন্ট সিস্টেমে শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রবিধান জারি করে থাকে। যেমনঃ

১) ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্থানীয় ফ্যাক্টরিং/প্রাপ্য আর্থিক নির্দেশিকা-পাইলট পর্যায়, তারিখ ১৮ জানুয়ারি ২০২২;

২) বাংলাদেশ মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) প্রবিধান, ২০১৮, তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ (সংশোধিত সংস্করণ ২০২২); এবং

৩) বিডি-আরটিজিএস সিস্টেমে এনবিএফআই-এর অন্তর্ভুক্তি, তারিখ ১০ মে ২০২২।

১৩.২৪ ইতোমধ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে দেশের পরিশোধ, নিকাশ এবং নিষ্পত্তি ব্যবস্থা সংহতকরণ, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে 'পরিশোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা আইন' এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে। গত ৯ মার্চ ২০২১ তারিখে বিল আকারে এটি মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয় এবং বর্তমানে আইনসভায় উত্থাপিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

১৩.২৫ বৈশ্বিক নেটওয়ার্কিং ও কানেক্টিভিটির এ যুগে, সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং দক্ষ জাতীয় পেমেন্ট অবকাঠামো তৈরির লক্ষ্যে পিএসডি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের পেমেন্ট সিস্টেমকে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অভিঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য আর্থিক বাজারের পরিকাঠামোর ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও হ্রাসকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন অপরিহার্য। এ বিবেচনায়, বিশ্বব্যাংকের সক্রিয় সহায়তায়, বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের এফএমআই (আর্থিক বাজার অবকাঠামো)-এর তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং এফএমআই-এর প্রিন্সিপাল-১৭ মানদণ্ডের বিপরীতে দেশের লেনদেন মাধ্যমসমূহের স্ব-মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে। উক্ত মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে অবকাঠামোসমূহের উন্নতির উপর জোর দিয়েছে এবং মানব সম্পদ ও সফটওয়্যার/হার্ডওয়্যার উভয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ নিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এফএমআইগুলোর দুর্বলতা মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় সনদ অর্জন ও একটি অত্যাধুনিক পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপনেও তৎপর রয়েছে।

১৩.২৬ বিভিন্ন স্যুইচ এবং চ্যানেলের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান লেনদেনের সাথে সাথে কখনও কখনও ব্যাংকের মধ্যে নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ লক্ষ্য করা যায়, যদিও বিরোধগুলোর ধরনে খুব একটা পার্থক্য নেই। প্রযুক্তিগত এবং প্রয়োগ সংক্রান্ত (টেকনিক্যাল এবং অপারেশনাল) ত্রুটির কারণেই মূলত বিরোধ সৃষ্টি হয়। ব্যাংক এবং অংশগ্রহণকারীদের এ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য পেমেন্ট সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সালিশি সেবাও প্রদান করে।

পেমেন্ট সিস্টেম ওভারসাইট

১৩.২৭ কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের সহায়তায় পরিচালিত পেমেন্ট, ক্লিয়ারিং

এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেমের তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি পৃথক 'পেমেন্ট সিস্টেম ওভারসাইট' শাখা স্থাপন করে। এটি দেশের অন্যান্য নন-ব্যাংক পেমেন্ট প্রতিষ্ঠান যেমনঃ এমএফএস, পিএসপি এবং পিএসও-সমূহেরও তদারকি করে। এ শাখাটি বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত পেমেন্ট সিস্টেমগুলোর পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে পেমেন্ট সিস্টেমের নিরাপত্তা ও দক্ষতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য তৎপর রয়েছে। এ লক্ষ্যে, পেমেন্ট সিস্টেম ওভারসাইট নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে:

১. সিস্টেম এবং অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রতিদিনের অপারেশন সম্পর্কিত অন-সাইট ও অফ-সাইট উপাত্ত সংগ্রহ করে; আর্থিক প্রবাহ ও লেনদেনের প্রকৃতি, ঝুঁকির মাত্রা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও চর্চা বিশ্লেষণ করে; বিকল্প ও ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ করে; বিঘ্ন ও বিরোধ প্রশমিত করে;

২. সিস্টেম এবং অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা প্রতিপালনীয়সমূহ অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করে, বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করে এবং পুনঃপরীক্ষার সাথে সাথে সুপারিশ প্রদান করে;

৩. সিস্টেম, অংশগ্রহণকারীদের বা স্কিমের দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের হস্তক্ষেপ বা উন্নতি প্রয়োজন এমন ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে; এবং

৪. প্রতিপালনীয় কর্তব্য এবং আন্তর্জাতিক মানগুলোর উপর ভিত্তি করে সিস্টেম এবং অংশগ্রহণকারীদের 'স্ব-মূল্যায়ন'-এ সহায়তা প্রদান করে।

রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস

১৩.২৮ বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জটিল ও আমূল পরিবর্তনের পাশাপাশি ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবাগুলো দ্রুততার সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। স্পষ্টতই, বিবিধ ডিজিটাল আর্থিক উদ্ভাবন (ফিনটেক) নতুন নতুন ব্যবসায়িক মডেল তৈরির পাশাপাশি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে ডিজিটাল আর্থিক অবকাঠামো তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবাগুলোকে ইতিবাচক উপায়ে কাজে লাগাতে উদ্ভাবন, ঝুঁকি এবং নীতিগত পদক্ষেপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি সঠিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মধ্যে এ দ্রুত বিকাশমান ফিনটেকগুলো থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার জন্য এ উদ্ভাবনী ধারণাগুলোর সূক্ষ্ম দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এগুলোর বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য।

১৩.২৯ এ প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক ফিনটেকের বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগকে সহজতর ও উন্নত করার জন্য রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস (আরএফএফও) প্রতিষ্ঠা করে। এ অফিস সম্ভাব্য ফিনটেক ব্যবসায়িক মডেল এবং উদ্ভাবনসমূহের দক্ষতা ও চাহিদা বিশ্লেষণ করে। উপরন্তু, এটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা এবং ব্যবসায়িক মডেলের উপর সিমুলেশন চালায় ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে উক্ত ধারণা/মডেলের উপযুক্ততা অনুসন্ধান করে। নবাগতদের বিভিন্ন নীতি সহায়তা প্রদান ছাড়াও, আরএফএফও ফিনটেক উন্নয়নে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনেরও চেষ্টা করে।

কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২০-২০২৪: অগ্রগতি

১৩.৩০ একটি ডিজিটালাইজড, স্বয়ংক্রিয়, জ্ঞানভিত্তিক এবং গ্রাহকবান্ধব ব্যাংকিং খাত বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে তার তৃতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২০-২০২৪ বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মূলনীতি, লক্ষ্য ও কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পিএসডি-এর জন্য আটটি বিষয়ে তেরোটি কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ে দু'টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। উক্ত সময়ের জন্য পিএসডি-এর লক্ষ্যসমূহ:

ক. দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিষ্পত্তি ঝুঁকি কমানোর জন্য লেনদেন ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং

খ. একটি দক্ষ লেনদেন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।

১৩.৩১ ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে পিএসডি-এর জন্য নির্ধারিত কর্মসূচির মধ্যে পেমেন্ট অবকাঠামোর আন্তঃঅভিগম্যতা (ইন্টারঅপারেবিলিটি) প্রতিষ্ঠা করা, আরটিজিএস-এর পরিধি বাড়ানো, একটি উদ্ভাবনী অফিস প্রতিষ্ঠা করা, লেনদেন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীদের স্ব-মূল্যায়ন সম্পন্ন করা, লেনদেন ব্যবস্থা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা বিবরণী তৈরি করা এবং অফসাইট তদারকির উদ্দেশ্যে উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়করণ।

১৩.৩২ পিএসডি সব ধরনের আর্থিক পরিষেবার জন্য আন্তঃঅভিগম্যতার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন সম্পন্ন করে। ইতোমধ্যে, এনপিএসবি, বিএসিএইচ এবং আরটিজিএস-এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা এবং বিভিন্ন পেমেন্ট সিস্টেম আন্তঃঅভিগম্যতা সুবিধার পূর্ণ ব্যবহার করছে। মোবাইল আর্থিক পরিষেবাগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ কিছু কর্তব্য শেষে আন্তঃঅভিগম্যতা সুবিধার আওতায় আসার প্রক্রিয়ায় আছে। ইতোমধ্যে, আরটিজিএস-এর আওতা আরও বিস্তৃত হয়ে দেশের দূরবর্তী ব্যাংক শাখায়ও পৌঁছেছে। জুন ২০২২ শেষে, দেশের প্রায় সকল অনলাইন ব্যাংক শাখা আরটিজিএস সেবার সরাসরি আওতায় এসেছে (বর্তমানে দেশের ১১,০৯৫টি শাখা আরটিজিএস পরিষেবা প্রদান করে)। অধিকন্তু, ২০২০ সালের মধ্যে রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস (আরএফএফও) নামে একটি উদ্ভাবনী অফিস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পেমেন্ট সিস্টেম অংশগ্রহণকারীদের স্ব-মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়। পিএসডি নিয়মিতভাবে লেনদেন ব্যবস্থা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা বিবরণী তৈরি করছে। এ পর্যায়ে অফসাইট তদারকির উদ্দেশ্যে উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়করণ-এর লক্ষ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়।

১৩.৩৩ দেশের অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে মুদ্রানীতির কার্যকর বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ধারাবাহিকভাবে অত্যাধুনিক পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম ও ইন্সট্রুমেন্ট প্রবর্তন করে এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের লেনদেন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে বিএসিপিএস, বিইএফটিএন, আরটিজিএস, এনপিএসবি এবং এমএফএস- এর লেনদেন প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। দেশের লেনদেন ব্যবস্থাকে স্বচ্ছন্দ রাখতে ও এর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনে বাংলাদেশ ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। লেনদেন ব্যবস্থার এ অগ্রযাত্রায়, বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে একটি স্বল্প-নগদ সমাজ তৈরির পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে ই-কমার্সের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে কাজ করে যাচ্ছে। বৈশ্বিক যোগাযোগ ও আঞ্চলিক সহযোগিতার এ যুগে, বাংলাদেশ ব্যাংক পৃথিবীর নানা প্রান্তে উদ্ভাবিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রা ও বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল ঋণদান পদ্ধতিসহ আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যবস্থার পরিবর্তন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। লেনদেন ব্যবস্থার উন্নতির এ সুফল দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সম্মিলিত প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি।

মানব সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

১৪.০১ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা কাঠামো এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ প্রকাশ করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। একইসাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা কাঠামোর আওতায় পরিচালক পর্ষদের বিভিন্ন কমিটির কার্যাবলী আলোচিত হয়েছে। অর্থবছর ২২-এ তথ্য প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ (আইসিটি) সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং আইসিটি উন্নীতকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহও এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

পরিচালনা কাঠামো

পরিচালক পর্ষদ

১৪.০২ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২৭, ১৯৭২) পরবর্তীতে 'বাংলাদেশ ব্যাংক (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০২০' দ্বারা সংশোধিত এর ৯(৩) ধারা মোতাবেক পরিচালক পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের শাসন কাঠামোর সর্বোচ্চ অংশ। পর্ষদ গভর্নর, একজন ডেপুটি গভর্নর, চারজন বেসরকারি কর্মকর্তা এবং তিনজন সরকারি কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত। পরিচালক পর্ষদের সকল সদস্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়। অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালক পর্ষদ আংশিকভাবে পুনর্গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব ফজলে কবির পরিচালক পর্ষদের সভাপতি। পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ থেকে জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম এর স্থলাভিষিক্ত হন যেখানে জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পর্ষদের সচিব হিসেবে নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির ৮ জুলাই ২০২১ তারিখ থেকে নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস এর স্থলাভিষিক্ত হন যেখানে জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস ৭ জুলাই ২০২১ তারিখ পর্যন্ত পরিচালক পর্ষদের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পর্ষদের অপর পরিচালক জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম ৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত হন। বর্তমানে (৩০ জুন ২০২২ তারিখ ভিত্তিক) বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালক পর্ষদে ৮ (আট) জন পরিচালক নিয়োজিত আছেন যদিও বেসরকারি খাত হতে ১(এক) জন পরিচালক অদ্যাবধি নিয়োগপ্রাপ্ত হননি। অর্থবছরে ২২-এ পরিচালক পর্ষদের মোট ৭ (সাত)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাহী কমিটি

১৪.০৩ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২৭, ১৯৭২) (পরবর্তীতে 'বাংলাদেশ ব্যাংক (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০২০' দ্বারা সংশোধিত) এর ১২(১) ধারা বলে ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদের নির্বাহী কমিটি গঠিত ছিলঃ

জনাব ফজলে কবির	সভাপতি
জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম	সদস্য
জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ	সদস্য
জনাব মাহবুব আহমেদ	সদস্য
জনাব আহমেদ জামাল	সদস্য

জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন যেখানে জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম এর স্থলে জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ থেকে নির্বাহী কমিটির সদস্য পদে নিযুক্ত হন। জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক, ৭ জুলাই ২০২১ তারিখ পর্যন্ত নির্বাহী কমিটির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস এর স্থলে জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, নির্বাহী পরিচালক, ৮ জুলাই ২০২১ তারিখ থেকে নির্বাহী কমিটির সচিব হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অর্থবছর ২২-এ পরিচালক পর্ষদের নির্বাহী কমিটির মোট ৫ (পাঁচ) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি

১৪.০৪ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সুশাসনকে সুসংহত করার প্রয়াসে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে পর্ষদের ৪ (চার) জন অ-নির্বাহী (non-executive) পরিচালকের সমন্বয়ে ১২ আগস্ট ২০০২ তারিখে আর্থিক প্রতিবেদন, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন, এবং নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার দায়িত্বসহ পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি গঠিত হয়। বর্তমানে নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি গঠিত :

জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম	আহ্বায়ক
জনাব মাহবুব আহমেদ	আহ্বায়ক
জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ	সদস্য
জনাব এ. কে. এম. আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ	সদস্য
জনাব মোঃ নজরুল হুদা	সচিব

অর্থবছর ২২-এ পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটির মোট ৫ (পাঁচ) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৪.০৫ বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট চার্টার অনুসারে ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট (আইএডি) অর্থবছর ২২-এ ৬২টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিট (বিভাগ/ অফিস/ ইউনিট/সেল) চিহ্নিত করে এবং তদানুসারে বার্ষিক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তন্মধ্যে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত ২৭টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটকে বছরে দুই/চার বার এবং অবশিষ্ট ৩৫টি মধ্যম/নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটকে বছরে একবার করে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে, পরিকল্পিত নিরীক্ষা কার্যক্রমের প্রায় শতকরা ৫৬ ভাগ বাস্তবায়ন করা হয়।

১৪.০৬ বার্ষিক নিরীক্ষা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অবস্থা পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটি সমীপে উপস্থাপন করা হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদনসমূহ গভর্নর এবং পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটি সমীপে উপস্থাপন করা হয়। অর্থবছর ২২-এ নিরীক্ষা কমিটির ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নর এবং নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশিকা/পরামর্শ/নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নের জন্য ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষিত ইউনিটসমূহকে জানানো হয়। এসব নির্দেশিকা/পরামর্শ/নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদনসমূহ নিরীক্ষা কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়।

এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম (ইএমটি)

১৪.০৭ মাননীয় গভর্নর, ৪(চার) জন ডেপুটি গভর্নর এবং সকল নির্বাহী পরিচালক মহোদয়গণের সমন্বয়ে এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম (ইএমটি) গঠিত। এ টিম বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করে থাকে। অর্থবছর ২২-এ এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম-এর ১ (এক)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উদ্যোগসমূহ

বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ

১৪.০৮ অর্থবছর ২২-এ বিভিন্ন পদে মোট ৭১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়। অর্থবছর ২২-এ নতুন নিয়োগের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:

সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল-যান্ত্রিক)	৮
মেডিকেল অফিসার	২
অফিসার	১
অফিসার (এক্স ক্যাডার-প্রকাশনা)	১
অফিসার (এক্স ক্যাডার-নার্স)	৭
কর্মচারী	৫২
মোট	**৭১**

নতুন পদ সৃষ্টি/পদ অবলুপ্তকরণ

১৪.০৯ অর্থবছর ২২-এ কর্মকর্তা পর্যায়ের ৫৩টি ও কর্মচারী পর্যায়ের ১৩টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। একই সময়ে কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় কর্মকর্তা পর্যায়ের ১০২টি ও কর্মচারী পর্যায়ের ৬৪টি পদকে পরবর্তী উচ্চতর পদে উন্নীত করা হয়। অর্থবছর ২২ শেষে মঞ্জুরীকৃত পদবল অর্থবছর ২১-এর

৯,৬৮৬টি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৯,৭৫২টিতে দাঁড়ায়।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মঞ্জুরীকৃত পদবল এবং কর্মরত জনবল

১৪.১০ ৩০ জুন ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের মঞ্জুরীকৃত পদবল, কর্মরত জনবল এবং শূন্যপদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

শ্রেণি	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত জনবল	শুন্যপদের সংখ্যা
সহকারী পরিচালক এবং তদূর্ধ্ব	৬,০৯০	৪,৪৭৫	১,৬১৫
অফিসার এবং সমমান সম্পন্ন	১,৪৫২	৫৬০	৮৯২
বি এবং সি ক্যাটাগরি	১,৪৪৮	৯২৪	৫২৪
ডি ক্যাটাগরি	৭৬২	২৪২	৫২০
মোট	**৯,৭৫২**	**৬,২০১**	**৩,৫৫১**

অর্থবছর ২২-এ কর্মরত কর্মকর্তার (অফিসার এবং তদূর্ধ্ব) সংখ্যা পূর্বের বছরের তুলনায় শতকরা ০.৯৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৫০৮৪ হতে ৫০৩৫ জনে এবং কর্মচারীর (বি, সি ও ডি ক্যাটাগরি) সংখ্যা শতকরা ১১.৮৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১,৩২৩ হতে ১,১৬৬ জনে দাঁড়ায়। বছর শেষে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যার অনুপাত ছিল ৪.৩২ ঃ ১। অর্থবছর ২২-এ নিয়মিত কর্মচারীদের পাশাপাশি আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ১,৫২০ জন নিয়োগ দেওয়া হয়।

পদোন্নতি

১৪.১১ অর্থবছর ২২-এ, ১৫৫৪ জন কর্মকর্তা এবং ৮৪ জন কর্মচারী তাদের পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তাদের শতকরা ৩০.৮৬ ভাগ এবং কর্মচারীদের শতকরা ৭.২০ ভাগ পদোন্নতি প্রাপ্ত হন।

প্রেষণ/লিয়েনে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা

১৪.১২ অর্থবছর ২২ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০৭ জন কর্মকর্তা দেশে এবং দেশের বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে কর্মরত ছিলেন। ৩০ জুন ২০২২ তারিখে ৪ জন কর্মকর্তা চাকুরীতে লিয়েন ভোগ করেছেন যার মধ্যে ৩ জন দেশের অভ্যন্তরে এবং ১ জন বিদেশে কর্মরত ছিলেন।

বিভিন্ন বিভাগ/ ইউনিট পুনর্গঠন/নতুন সৃষ্টি

১৪.১৩ অর্থবছর ২২-এ "ন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন স্ট্র্যাটেজি" এর লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও সাচিবিক সহায়তা, নীতি প্রণয়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে "এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট" নামে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে একটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া, দেশের ব্যাংক খাতে রিস্ক বেস্‌ড সুপারভিশন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন এর ডিভিশন-১ এর অধীনে "Risk Based Supervision (RBS) Implementation Cell" নামে একটি নতুন সেল গঠন করা হয়।

রিওয়ার্ড এন্ড রিকগনিশন

১৪.১৪ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদকে অর্থনীতিতে অনবদ্য এবং অসাধারণ অবদানের জন্য 'বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার-২০২০' দ্বারা সম্মানিত করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি তাঁকে মনোনীত করেন। ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদকে একটি স্বর্ণপদক, নগদ ৫ লক্ষ টাকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পদক হস্তান্তর করা হয়। ২৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি পুরস্কারটি হস্তান্তর করেন।

১৪.১৫ অর্থবছর ২২-এ 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ রিকগনিশন এওয়ার্ড-২০১৯' বিজয়ীদের বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে একটি আনুষ্ঠানিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। মোট ২২ জন মেধাবী কর্মকর্তাকে কর্মক্ষেত্রে তাদের অসামান্য অবদানের জন্য 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' এর বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তাদের মধ্যে, ২ জন কর্মকর্তাকে এককভাবে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়, যেখানে ২০ জন কর্মকর্তার প্রত্যেককে (৩ জন

এককভাবে ও ৪ টি ভিন্ন ভিন্ন দলের ১৭ জন) রৌপ্য পদক এবং ২৫০০০ টাকার প্রাইজ বন্ড পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়। প্রত্যেক বিজয়ীকে মাননীয় গভর্নর মহোদয়ের স্বাক্ষর সম্বলিত প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়।

১৪.১৬ মোট ১৭জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অর্থবছর ২২-এ 'শুদ্ধাচার পুরস্কার' এর জন্য মনোনীত হন। এর মধ্যে প্রধান কার্যালয়সহ ১০টি বিভিন্ন অফিসের নির্বাহী পরিচালক থেকে সহকারী পরিচালক ও সমমানের ১০ জন কর্মকর্তাকে পুরস্কৃত করা হয় এবং ব্যাংকের বিভিন্ন অফিসের আরও ৭ জন কর্মচারীকে বি, সি এবং ডি ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করা হয়। 'শুদ্ধাচার পুরস্কার' হিসেবে প্রত্যেককে গভর্নর মহোদয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট এবং ১(এক) মাসের মূল বেতনের (সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের ৩০ জুন তারিখে প্রাপ্ত/আহরিত মূল বেতন) সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।

তথ্য অধিকার (আরটিআই)

১৪.১৭ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" জনগণের তথ্য জানার অধিকার এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণে বিধি প্রণয়ন করে।

১৪.১৮ এ আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য প্রধান কার্যালয়, শাখা অফিস এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। গভর্নর মহোদয় এক্ষেত্রে আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের তথ্য ব্যাংকের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকে এ আইনের অধীনে সর্বমোট ১৫ (পনেরো)টি আবেদন গৃহীত হয়। প্রত্যেকটি আবেদনের ক্ষেত্রেই আইন অনুযায়ী যথাযথ গুরুত্বের সাথে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

অটোমোশন এবং কাগজবিহীন পরিবেশ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ

১৪.১৯ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন (Performance Management System-PMS) এর প্রথাগত পদ্ধতি, যা ম্যানুয়াল এবং অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ, এর পরিবর্তে বর্তমানে দ্রুতগতির ই-পারফর্মেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Electronic Performance Management System) অনুসৃত হচ্ছে। এখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পূর্ণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা হয়। এ কাজের জন্য একটি এপ্লিকেশন তৈরি করা হয় যা ব্যাংকের ইন্ট্রানেট পোর্টালে চালু আছে। লক্ষ্য দাখিল, লক্ষ্য অনুমোদন, অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন, বার্ষিক মূল্যায়নসহ কর্মমূল্যায়ন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলী এ অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ অ্যাপ্লিকেশন পেপারওয়ার্ক অনেকাংশে কমানোর সাথে সাথে বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতিকে আরো বেশি নিরাপদ, স্বচ্ছ এবং দ্রুততর করবে। এটি একইসাথে ব্যয় সাশ্রয় করবে।

১৪.২০ বাংলাদেশ ব্যাংক দুই পর্যায়ে ডিজিটাল অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Digital Office Management System-DOMS) বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে দৈনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য ই-নোটিং/ফাইলিং-এ রূপান্তর করা হবে। পরবর্তী পর্যায় হলো সার্ভিস পদ্ধতি সহজীকরণের (Service Process Simplification -SPS), মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অংশীজনদের দ্রুত সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করা হবে। এ সংক্রান্ত সফট্ওয়্যার তৈরিতে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ লোকবল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ উদ্দেশ্যে একাধিক টিম গঠনকরতঃ ইতোমধ্যেই এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সম্ভাব্য ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ই-নোটিং সিস্টেম এর কার্যক্রম শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৪.২১ প্রত্যেক সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাষিত সংস্থায় উদ্ভাবনমূলক কাজে উৎসাহ দেওয়ার সরকারি নির্দেশনা

রয়েছে। এ নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক খাতে বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক কাযক্রম গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর প্রচেষ্টায় অনলাইন ভিত্তিক "ইনোভেশন কর্নার" গঠন করা হয়েছে যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ব্যাংক খাতের উন্নয়নের জন্য সকল প্রকার উদ্ভাবনমূলক আইডিয়া/পরামর্শ/মতামত দেওয়ার সুযোগ পাবেন। সংশ্লিষ্ট ইনোভেশন টিম ইনোভেশন কর্নারের মাধ্যমে প্রাপ্ত আইডিয়া বা পরামর্শের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ইনোভেশন কর্নার ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে উদ্ভাবনমূলক চিন্তা-ভাবনা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

অবসর গ্রহণ, স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, মৃত্যুবরণ, বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, অপসারণ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ

১৪.২২ অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অবসরগ্রহণ, স্বেচ্ছা অবসরগ্রহণ, পদত্যাগ, বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, অপসারণ, বরখাস্ত/চাকুরীচ্যুত এবং মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নরূপ :

অবসর গ্রহণ	১৮৯ জন
স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ	২ জন
পদত্যাগ	৩০ জন
মৃত্যুবরণ	১৯ জন
বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান	০
অপসারণ	০
বরখাস্তকরণ	১ জন
চাকরীচ্যুত	১ জন
সর্বমোট	২৪২ জন

কল্যাণমূলক কার্যাবলী এবং বৃত্তি অনুমোদন

১৪.২৩ অর্থবছর ২২-এ, বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের বৃত্তি হিসেবে ৩.৬৫ মিলিয়ন টাকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারী কল্যাণ তহবিল হতে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে ০.০৩ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়, মসজিদ, ক্লাব, ডে-কেয়ার সেন্টার, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ পরিষদসমূহের বিনোদন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১১৬.১৯ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন

১৪.২৪ অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের ৭৮ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কোর্স/সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন এবং ৩৮ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেষণ/বৈদেশিক শিক্ষা ছুটির অনুমতি প্রদান করা হয়।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন

১৪.২৫ অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ৬৬ জন কর্মকর্তা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (বিবিটিএ ব্যতীত) কোর্স/সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, ৮ জন কর্মকর্তাকে দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়।

অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী (বিবিটিএ) কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার

১৪.২৬ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি (বিবিটিএ) বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে একটি বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিবিটিএ জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। বিবিটিএ তার অনুষদ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং সম্পর্কিত বিবিধ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ জ্ঞান আহরণের দ্বারা তাদেরকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশের উন্নততর ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। বিবিটিএ অর্থবছর ২২-এ নিজস্ব পরিসরে মোট ১৬ টি প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা এবং সেমিনার

পরিচালনা করে। উল্লেখিত কোর্সসমূহে সর্বমোট ৬৫৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাসহ অর্থবছর ২২-এ বিবিটিএ কর্তৃক পরিচালিত কোর্সসমূহের বিবরণ সারণি ১৪.০১-এ উপস্থাপন করা হল।

১৪.২৭ দেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা এবং অধিকতর সহনশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, আর্থিক বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দেশের উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সুবিধা প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-এর সহায়তায় ও ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)' বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদকাল ছিল ১ জুলাই ২০১৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২১। আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৩৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে আইডিএ কর্তৃক প্রকল্প সাহায্য ৩০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন ৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় ৩০৪.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ২৬২.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আইডিএ কর্তৃক প্রকল্প সাহায্য এবং ৪১.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন।

ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)

১৪.২৮ প্রকল্পের মেয়াদকালে তিনটি প্রধান কম্পোনেন্টের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে- ক) আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতি রেখে আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, খ) নিয়ন্ত্রক সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান ও চুক্তির সাথে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং গ) একটি আর্থিক বাজারের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বাজার অংশ উন্নয়নে প্রভাবক হিসেবে কাজ করা।

১৪.২৯ এফএসএসপি প্রকল্পের আওতায় Long Term Financing Facility (LTFF) নামক একটি পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর আওতায় দেশের উৎপাদনশীল খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে তিন (৩) থেকে দশ (১০) বছর মেয়াদে বৈদেশিক মুদ্রায় স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৫৬টি

সারণি ১৪.০১ অর্থবছর ২২-এ বিবিটিএ-তে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার -এর বিবরণী

ক্রমিক নং	বিষয়	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণ কারীদের সংখ্যা
১	২	৩	৪
ক।	**বুনিয়াদি কোর্স**	**৮**	**৩০৬**
১)	বুনিয়াদি কোর্স (এডি জেনারেল)-৪০তম ব্যাচ	১	৩৭
২)	বুনিয়াদি কোর্স (এডি জেনারেল)-৪১তম ব্যাচ	১	৩৬
৩)	বুনিয়াদি কোর্স (এডি জেনারেল)-৪২তম ব্যাচ	১	৩২
৪)	বুনিয়াদি কোর্স (এডি জেনারেল)-৪৩তম ব্যাচ	১	৫৮
৫)	বুনিয়াদি কোর্স (এডি-বিশেষায়িত)-৫ম ব্যাচ	১	৩৭
৬)	৯ম বুনিয়াদি কোর্স অফিসার (জেনারেল)	১	৩০
৭)	১০ম বুনিয়াদি কোর্স অফিসার (জেনারেল)	১	৪৬
৮)	২য় বুনিয়াদি কোর্স (ক্যাশ অফিসার)	১	৩০
খ।	**অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স**	**৪**	**১৫৪**
i)	বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য	১	৬০
১)	ইন-হাউজ ট্রেনিং ফর বিবিটিএ	১	৬০
ii)	তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য	৩	৯৪
১)	এনবিএফআই (এনবিডিসি, এনবিএফআই-২, এনবিএফআই-৩) ডাটা রিপোর্টিং	২	৭৮
২)	ট্রেনিং অব ট্রেনার্স (টিওটি) অন রেসিডেন্সিয়াল প্রোপার্টি প্রাইস মনিটরিং ডাটাবেস	১	১৬
গ।	**কর্মশালা/সেমিনার/লেকচার সেশন**	**৪**	**১৯৮**
১)	'বাংলাদেশ গভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক: ইস্যু, ম্যানেজমেন্ট, ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ট্রেডিং প্রসিডিউর' শীর্ষক ওয়ার্কশপ	১	৬০
২)	'ই-রেফারেন্সিং সিস্টেমস ফর কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি ফ্যাসিলিটি প্রজেক্ট' শীর্ষক প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপ	১	৫৮
৩)	রিপোর্টিং টেকনিকস অব ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল ট্রাঞ্জেকশনস টু দি স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্ট বিষয়ক ওয়ার্কশপ	২	৮০
	সর্বোমোট (ক+খ+গ)	**১৬**	**৬৫৮**

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি।

প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২৭৫.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ বিতরণ করা হয় এবং এর বিপরীতে জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রিন্সিপাল হিসেবে ১১৫.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আদায় করা হয়।

স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং

১৪.৩০ বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে স্থিতিশীল, শক্তিশালী এবং প্রযুক্তিবান্ধব করে তোলার লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা নিশ্চিতকল্পে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত Vision, Mission Statement এবং core values-এর আলোকে সর্বপ্রথম ২০১০ সালেও ১ম পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা: Strategic Plan 2010-2014' প্রণয়ন করা হয়। ২০০৯ সালের ১৩-১৪ নভেম্বর সময়ে অনুষ্ঠিত 'Strategic Planning and Management Strengthening Workshop'-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারণাটির প্রথম সূত্রপাত হয়। ১ম কৌশলগত পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন শেষে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে 'Heading Towards New Horizon' শিরোনামেও ২য় পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনাঃ Strategic Plan ২০১৫-২০১৯-এর উদ্বোধন করা হয়।

১৪.৩১ ৬-৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সময়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ১২তম স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ওয়ার্কশপে 'Fostering Stable Financial System' মূলমন্ত্র নিয়ে বর্তমানে চলমানও ৩য় পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনাঃ Strategic Plan ২০২০-২৪-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। এ প্ল্যানটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫০টি বিভাগ এবং সকল শাখা অফিসের মাধ্যমে ১১টি কৌশলগত লক্ষ্য (Strategic Goal) অর্জনের জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১৪.৩২ প্রণীত স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে এফএসএসএসপিডি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অদ্যাবধি ৩ (তিন)টি স্ট্র্যাটেজিক ফলো-আপ সভাও আয়োজন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী ৬ (ছয়) মাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রস্তুতকৃত জুন এবং ডিসেম্বর ২০২১ ভিত্তিক ষাণ্মাসিক 'Strategic Progress Summary Report' বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয় বরাবর উপস্থাপন করা হয়। এতদ্ব্যতীত, এফএসএসএসপিডি'র পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রতি বছর লক্ষ্যভিত্তিক Strategic Communication Team (SCT)-এর সদস্যদের সমন্বয়ে পৃথক পৃথক লক্ষ্যভিত্তিক SCT সভা আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ইন্ট্রানেটে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইউনিট নামে একটি পোর্টাল চালু করা হয়েছে এবং স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান সম্পর্কিত হালনাগাদকৃত সকল তথ্য উক্ত পোর্টালে নিয়মিতভাবে আপলোড করা হয়।

১৪.৩৩ এফএসএসএসপিডি কর্তৃক বাৎসরিক ভিত্তিতে আয়োজিত স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ওয়ার্কশপে পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হালনাগাদকৃত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অদ্যাবধি মোট ১৩টি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। সর্বশেষ ১৩তম স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ওয়ার্কশপটি 'Embracing the LDC Graduation Challenges' নামক থিম নিয়ে ১৯-২১ মে ২০২২ সময়ে ব্র্যাক-সিডিএম, খাগান, সাভারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল ডেপুটি গভর্নর, নির্বাহী পরিচালক এবং পরিচালক মহোদয়ের অংশগ্রহণে আয়োজিত এ ওয়ার্কশপটি গভর্নর মহোদয় ২০ মে ২০২২ তারিখে উদ্বোধন করেন। অতিথি বক্তা হিসেবে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন। ২ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপটিতে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ৪ (চার)টি প্রেজেন্টেশন সেশনে সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যুতে পেপার উপস্থাপন ও কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)

১৪.৩৪ অর্থবছর ২২-এ ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট এন্ড সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট (আইএসডিএসডি) নিয়মিত সফ্টওয়্যার উন্নয়ন এবং ডাটা প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম সম্পাদন করার পাশাপাশি ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয়কৃত আইটি সিস্টেমসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পাদন করে।

উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত সফটওয়্যার এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করা হয়:

আইসিটি কৌশল বাস্তবায়ন

১৪.৩৫ অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য ২০১৭-২০২১ ভিত্তিক সংজ্ঞায়িত আইসিটি কৌশল অনুসারে আইএসডিএসডি বেশ কিছু আইসিটি কৌশল বাস্তবায়ন করে।

আইটি নিরাপত্তা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি

১৪.৩৬ উপশম পরিকল্পনার অংশ হিসাবে আরও সুরক্ষিত আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণের জন্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি সিস্টেমসমূহে বেশ কিছু সুরক্ষা ডিভাইস এবং প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়। এছাড়াও, আইটি নিরাপত্তা সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মধ্যে আইটি নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সহযোগিতায় চলমান রয়েছে।

ইনফরমেশন সিস্টেম উন্নয়ন

১৪.৩৭ অর্থবছর ২২-এ সমাপ্ত বিভিন্ন আইসিটি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং এ সম্পর্কিত কাজগুলো নিম্নলিখিত সারণি (১৪.০২)-তে দেখানো হলো:

সারণি ১৪.০২ অর্থবছর ২২-এ সম্পাদিত ইনফরমেশন সিস্টেমস্ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট কাজ

ক্রমিক নং	সফ্‌টওয়্যার/ ইনফরমেশন সিস্টেম-এর নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কার্যাবলী)
১	২	৩
১	সফ্‌টওয়্যার কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স	**ক. দুর্বলতা মূল্যায়ন চেকলিস্টঃ** সফ্‌টয়্যারের দুর্বলতা মূল্যায়ন চেকলিস্টের একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয় যার চূড়ান্তকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে । **খ. সফ্‌টওয়্যারে গুণমান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতিঃ** সফ্‌টওয়্যারের গুণমান নিশ্চিতকরণ এবং পরীক্ষা পদ্ধতির একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয় যার চূড়ান্তকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২	এন্টারপ্রাইজ সাপোর্ট ফান্ড (ইএসএফ)	সংশ্লিষ্ট বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে সিস্টেমটির উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়, যার বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৩	এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউস (ইডিডব্লিউ)	বিভিন্ন বিভাগের চাহিদা অনুসারে নতুন ডাটা যুক্ত করা হয় এবং সে অনুযায়ী কিছু নতুন ম্যাপিং, রিপোর্ট এবং ড্যাশবোর্ড ডিজাইন করা হয়। অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এবং অন্যান্য আর্থিক কর্পোরেশন থেকে ডাটা সংগ্রহ একটি বড় চ্যালেঞ্জ, এর উপর আইএসডিএসডি এখন কাজ করছে। আইএসএমডি-এর চাহিদা অনুযায়ী ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম-এর কভারেজ বাড়ানো হয়। এটির মাধ্যমে বর্তমানে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তদারকি করা হচ্ছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রণীত নতুন ড্যাশবোর্ড ও প্রতিবেদনসমূহ নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে।
৪	বাংলাদেশ ব্যাংক মেডিক্যাল সিস্টেম	সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক (বিবি) মেডিকেল সেন্টারে সিলিং-বহির্ভূত ঔষধ সুবিধা ভোগ করার ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন করার জন্য একটি সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়। একই সাথে বিবি'র জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক কেন্দ্রীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৫	বাংলাদেশ ব্যাংক সার্টিফায়িং অথরিটি (সিএ)	লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সকল আর্থিক সিস্টেমে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করার জন্য সার্টিফায়িং অথরিটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সিস্টেমটির বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে অপারেশনের অপেক্ষায় রয়েছে।
৬	সঞ্চয়বন্ডের ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্ম এবং ইলেকট্রনিক ডিলিং সিস্টেম	**ক. সঞ্চয়বন্ডের জন্য ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্মঃ** নিজস্ব অবস্থানে থেকে অনাবাসী বাংলাদেশিরা যাতে সঞ্চয়বন্ডের অনলাইন ক্রয় এবং নগদায়ন করতে পারে সেজন্য এ সিস্টেমের উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সিস্টেমটি ব্যবহার করছে। **খ. ইলেকট্রনিক ডিলিং সিস্টেমঃ** এ সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যাংকের জন্য কল মানি মার্কেট অনলাইন করা হয়েছে। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সিস্টেমটি ব্যবহার করছে।

৭	সিবিএস পোর্টাল	**ক. অনলাইন সঞ্চয়পত্র ট্যাক্স সার্টিফিকেট সিস্টেমঃ** এ সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে সঞ্চয়পত্রের ট্যাক্স সার্টিফিকেটসমূহ ২০২০ সাল হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকের ই-মেইলে পাঠানো হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ স্বয়ংক্রিয় ট্যাক্স সার্টিফিকেট তৈরি করা হচ্ছে সে সঞ্চয়পত্রের জন্য যা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ১৩ মার্চ ২০১৯ তারিখ বা তার পূর্বে বিক্রি করা হয়েছিল। **খ. ইন্টারনেট ব্যাংকিং সিস্টেমঃ** এ সিস্টেমটি ব্যবহার করে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে তাদের রক্ষিত বিভিন্ন হিসাবের ব্যালেন্স যাচাই/চেক করতে পারে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে তফসিলি ব্যাংকসমূহ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেম হতে ব্যালেন্স ট্রান্সফারের অনুরোধ/নির্দেশ দিতে পারে।
৮	ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (টিএমএস)	এ সিস্টেমটি ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা এখন বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে।
৯	কোর ব্যাংকিং সলিউশনের উন্নয়ন (সিবিএস)	বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আইএসডিএসডি'র কর্মকর্তাগণ এখন নিজস্ব কোর ব্যাংকিং সলিউশন (সিবিএস) তৈরি করছে। এ সিস্টেমেটিতে ১২টি মডিউল এবং ৩৫টি সাব-মডিউল রয়েছে। এর মধ্যে ১৯টি সাব-মডিউল ইতোমধ্যেই উন্নয়ন করতঃ পরীক্ষা/পাইলটিংয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বাকি মডিউল ও সাব-মডিউলের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উৎস: ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের হিসাব

১৫.০১ বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থবছর ২২-এর আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মানদণ্ড (আইএফআরএস) অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পৃথক আর্থিক প্রতিবেদনসমূহের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো।

আয়

১৫.০২ অর্থবছর ২২-এ ব্যাংকের মোট আয় (বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যতীত) ছিল ৫৮.৯৯ বিলিয়ন টাকা যা অর্থবছর ২১-এর তুলনায় শতকরা ২.১৬ ভাগ কম। অপরদিকে, বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নসহ ব্যাংকের মোট আয় বিগত অর্থবছরের তুলনায় ২৩৫.৬৪ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ২৭২.৮৯ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ দাঁড়ায় ৩২১.৯৯ বিলিয়ন টাকা। আয়ের উৎস সারণি ১৫.০১-এ দেখানো হলো।

বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ হতে আয়

১৫.০৩ বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আয় (পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত) অর্থবছর ২১-এর ২৫.৭৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১২.১৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২২-এ ২৮.৮৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আন্তর্জাতিক বাজারে বিনিয়োগের ক্রমবর্ধমান সুদ হার এ বৃদ্ধির কারণ।

স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ হতে আয়

১৫.০৪ অর্থবছর ২২-এ স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আয় অর্থবছর ২১-এর ৩৪.৫৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১২.৮৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩০.১০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কমিশন ও বাট্টা থেকে আয়, সরকারি সিকিউরিটিজ এবং সরকারের ঋণ থেকে সুদ আয় হ্রাস পাওয়ায় সামগ্রিকভাবে স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে আয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়।

সারণি ১৫.০১ বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
আয়		
ক. বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ হতে আয়	**২৫.৭৬**	**২৮.৮৯**
সুদ আয়	২৫.৪৪	২৮.৩৭
কমিশন ও বাট্টা	০.৩২	০.৫২
খ. অভ্যন্তরীণ মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ হতে আয়	**৩৪.৫৩**	**৩০.১০**
সুদ আয়	২৯.৩৯	২৭.২৪
কমিশন ও বাট্টা	৪.৪৩	২.০৬
ডিভিডেন্ড আয়	০.৬০	০.৬০
অন্যান্য আয়	০.১১	০.২০
মোট: (ক+খ)	৬০.২৯	৫৮.৯৯

উৎস: একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট,বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১৫.০১ বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়, ব্যয় এবং মুনাফার ধারা

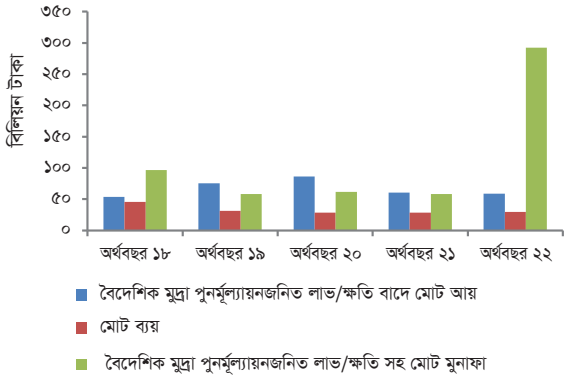

উৎস: একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়

১৫.০৫ অর্থবছর ২২-এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত আয় ছিল ২৬৩.০০ বিলিয়ন টাকা (২৪.১৮ বিলিয়ন টাকা উসুলকৃত ও ২৩৮.৮২ বিলিয়ন টাকা অ-উসুলকৃত) যা অর্থবছর ২১-এর ২৬.০৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ৯০৯.২১ ভাগ বেশি।

ব্যয়

১৫.০৬ অর্থবছর ২২-এ ব্যাংকের মোট ব্যয় অর্থবছর

২১-এর ২৮.৫৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ৩.২৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯.৫২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১৫.০২- এ দেখানো হলো।

আর্থিক ব্যয়

১৫.০৭ অর্থবছর ২২-এ আর্থিক ব্যয় অর্থবছর ২১-এর ৯.৮৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ২.৩৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৯.৬৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কমিশন এবং স্থানীয় মুদ্রায় রক্ষিত অন্যান্য ব্যয় ছাড়া ব্যয়ের মূল খাতসমূহ বৃদ্ধি পায়। এজেন্সি খাতে ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়।

অন্যান্য ব্যয়

১৫.০৮ অর্থবছর ২২-এ অন্যান্য খাতে ব্যয়ের পরিমাণ অর্থবছর ২১-এর ১৮.৭২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ৬.২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯.৮৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মূলত নোট মুদ্রণ খরচ এবং প্রশাসনিক খরচ বৃদ্ধির ফলে এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

মুনাফা

১৫.০৯ অর্থবছর ২২-এ ব্যাংকের মুনাফা (বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি বাদে) দাঁড়ায় ২৯.৪৭ বিলিয়ন টাকা যা অর্থবছর ২১-এ ছিল ৩১.৭১ বিলিয়ন টাকা (সারণি ১৫.০৩)। বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতিসহ ব্যাংকের মুনাফা পূর্ববর্তী বছরের ৫৭.৭৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ৪০৬.২৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯২.৪৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

অন্যান্য সামগ্রিক আয়

১৫.১০ অর্থবছর ২২-এ অন্যান্য সামগ্রিক আয় খাতে ক্ষতি প্রদর্শিত হয় ৭২.৩১ বিলিয়ন টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে আর্থিক সম্পদের মূল্যমান কমাতে উক্ত ক্ষতি হয়। মূল্যায়নজনিত ক্ষতি সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। অন্যান্য সামগ্রিক আয়ের উৎস সারণি ১৫.০৩-এ দেখানো হলো।

সারণি ১৫.০২ বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যয়

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
ক. আর্থিক খরচ	৯.৮৬	৯.৬৩
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত ব্যয়	**১.০৪**	**১.৪৮**
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত সুদ	০.৬৬	০.৭৭
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত কমিশন ও অন্যান্য ব্যয়	০.৩৮	০.৭১
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত ব্যয়	**৮.৮২**	**৮.১৫**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত সুদ	০.২৫	০.৯১
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত কমিশন ও অন্যান্য ব্যয়	৮.৫৭	৭.২৪
খ. অন্যান্য খরচ	**১৮.৭২**	**১৯.৮৯**
নোট মুদ্রণ	৩.৪০	৩.৮৪
সাধারণ এবং প্রশাসনিক খরচ	১৫.৩২	১৬.০৫
মোট ব্যয় (ক+খ)	**২৮.৫৮**	**২৯.৫২**

উৎস: একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১৫.০৩ বার্ষিক মুনাফা

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
মোট আয়	৬০.২৯	৫৮.৯৯
মোট ব্যয়	২৮.৫৮	২৯.৫২
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নের পূর্বে মুনাফা	**৩১.৭১**	**২৯.৪৭**
বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/(ক্ষতি)	২৬.০৬	২৬৩.০০
বার্ষিক মুনাফা	**৫৭.৭৭**	**২৯২.৪৭**

উৎস: একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১৫.০৪ অন্যান্য সামগ্রিক আয়

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
স্বর্ণ পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/(ক্ষতি)	-০.২৫	৯.১০
রৌপ্য পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/(ক্ষতি)	০.১১	-০.০৪
আর্থিক পণ্য পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/(ক্ষতি)	৪০.৮১	-৮১.৩৭
অন্যান্য সামগ্রিক আয়	**৪০.৬৭**	**-৭২.৩১**

উৎস: একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মোট সামগ্রিক আয়

১৫.১১ অর্থবছর ২২-এ মোট সামগ্রিক আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৯৮.৪৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১২৩.৬৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২২০.১৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

মুনাফা আবন্টন

১৫.১২ বন্টনযোগ্য মুনাফা ২৯.৪৭ বিলিয়ন টাকা হতে ০.২৫ বিলিয়ন টাকা বিধিবদ্ধ তহবিল, ০.৩০ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল এবং ০.৪৫ বিলিয়ন টাকা সম্পদ নবায়ন ও প্রতিস্থাপন তহবিলে স্থানান্তর করা হয় এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের জন্য হিসাবায়নজনিত ০.০৬ মিলিয়ন টাকা সমন্বয়ের পর সরকারি কোষাগারে ২৮.৪৭ বিলিয়ন টাকা জমা করা হয়।

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

সম্পদসমূহ

১৫.১৩ অর্থবছরে ২২-এ ব্যাংকের সম্পদ অর্থবছর ২১-এর ৪,৬৫৯.৩২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২১০.৪২ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৪.৫২ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৮৬৯.৭৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (চার্ট ১৫.০২)।

১৫.১৪ অর্থবছর ২২-এ বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ অর্থবছর ২১-এর ৪,০৪২.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ০.১৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪,০৩৫.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

১৫.১৫ অর্থবছর ২২-এ স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ অর্থবছর ২১-এর ৫৭৬.৬৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ৩৭.৮৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯৫.২০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

১৫.১৬ অর্থবছর ২২-এ এ ব্যাংকের অ-আর্থিক সম্পদ অর্থবছর ২১-এর ৪০.৬৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ২.৬৮ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩৯.৫৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

দায়সমূহ

১৫.১৭ অর্থবছর ২২-এ ব্যাংকের দায় অর্থবছর ২১-এর ৪,২২৪.৫১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২২.৯৩ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ০.৫৪ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়ে ৪,২৪৭.৪৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (চার্ট ১৫.০২)।

১৫.১৮ অর্থবছর ২২-এ বৈদেশিক মুদ্রায় দায় অর্থবছর ২১-এর ৪৭০.৪৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ৩১.১৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬১৭.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা আমানত ব্যতীত প্রায় সকল দায় বৃদ্ধি পায়।

চার্ট ১৫.০২ বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পদ, দায় এবং মালিকানা স্বত্ব

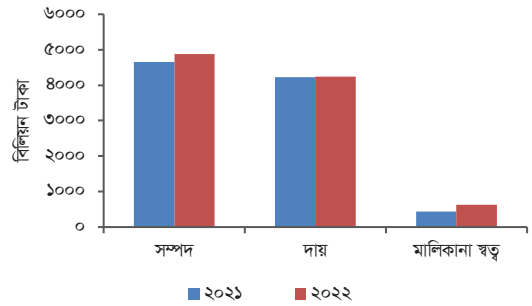

উৎস: একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট,বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৫.১৯ মূলত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আমানত হ্রাস পাওয়ার কারণে অর্থবছর ২২-এ স্থানীয় মুদ্রায় দায় অর্থবছর ২১-এর ৩,৭৫৪.০২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ৩.২৯ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩,৬৩০.৪৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় ।

প্রচলন নোট

১৫.২০ অর্থবছর ২২-এ প্রচলনকৃত নোট অর্থবছর ২১-এর ২,২৫৩.২৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১২.৯৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫৪৫.২১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় । প্রচলনকৃত নোটের (২,৫৪৫.২১ বিলিয়ন টাকা) বিপরীতে ১৩.২৩ বিলিয়ন টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য, ২,৩৬০.০০ বিলিয়ন টাকার অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিতি, ১৩৮.৫০ বিলিয়ন টাকার বাংলাদেশ সরকারের সিকিউরিটিজ, ৩.৬০ বিলিয়ন টাকা সরকারি মুদ্রা এবং ২৯.৮৮ বিলিয়ন টাকার অন্যান্য স্থানীয় সম্পদের সংস্থান রয়েছে।

ইক্যুইটি

১৫.২১ অর্থবছর ২২-এ ব্যাংকের মোট ইক্যুইটি বিগত অর্থবছরের ৪৩৪.৮১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ৪৩.১৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬২২.৪৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের ইক্যুইটির বিভাজন নিম্নরূপঃ

ক. ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ০.০৩ বিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে;

খ. অর্থবছর ২২-এ পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি অর্থবছর ২১-এর ২৬৬.৬৬ বিলিয়ন টাকা হতে ১৬৫.২২ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩১.৮৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়;

গ. অর্থবছর ২২-এ মুদ্রা হ্রাস-বৃদ্ধি সঞ্চিতি অর্থবছর ২১-এর ৮৬.৩৯ বিলিয়ন টাকা হতে ২৪.১৮ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১১০.৫৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় ।

ঘ. গ্রামীণ ঋণ তহবিল, কৃষি ঋণ তহবিল এবং শিল্প ঋণ তহবিলের অর্থ উন্নীতকরণের ফলে অর্থবছর ২২-এ বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহের স্থিতি অর্থবছর ২১-এর ১৮.২৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৫২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় ।

ঙ. অর্থবছর ২২-এ ব্যাংকের অন্যান্য সঞ্চিতি অর্থবছর ২১-এর ১২.৪৫ বিলিয়ন টাকা হতে ০.৪৫ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১২.৯০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

চ. ব্যাংকের সাধারণ সঞ্চিতি ৪.২৫ বিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

একীভূতকরণ

১৫.২২ অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের শতভাগ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ (এসপিসিবিএল)-এর হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবের সাথে একীভূত করা হয়।

নিরীক্ষক

১৫.২৩ অর্থবছর ২২-এ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী একনাবিন এবং হুদা ভাসি চৌধুরি অ্যান্ড কোং (যারা বাংলাদেশের চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস) কর্তৃক যৌথভাবে নিরীক্ষিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক

নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

নিরীক্ষকদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি
আর্থিক বিবরণীর উপর নিরীক্ষকের প্রতিবেদন

মতামত

আমরা এতদ্‌সঙ্গে সংযোজিত বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এর সাবসিডিয়ারির ("গ্রুপ") ৩০ জুন ২০২২ তারিখের সমন্বিত ও পৃথক স্থিতিপত্র ("ব্যাংক") যা একত্রে "আর্থিক বিবরণী" নামে অভিহিত করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সমাপ্ত বছরের পৃথক ও সমন্বিত আয়-ব্যয় বিবরণী এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণী, একত্রিত ও পৃথক ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণী ও নগদ তহবিল প্রবাহের বিবরণী এবং টীকাসমূহ, তাৎপর্যপূর্ণ হিসাব নীতিমালার সারাংশ এবং অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক তথ্যসহ নিরীক্ষা করেছি।

আমাদের মতে, সার্বিক প্রেক্ষাপটে এতদ্‌সংযোজিত আর্থিক বিবরণীসমূহ স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, ৩০ জুন ২০২২ তারিখে ব্যাংক এবং গ্রুপের আর্থিক অবস্থা ও তাদের আর্থিক কর্মক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট সমাপ্ত বছরের নগদ তহবিলের প্রবাহ আন্তর্জাতিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের মানদণ্ড (আইএফআরএস) অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে যা টীকা নম্বর ২ ও ৩ -এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মতামতের ভিত্তি

আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা মানদণ্ড (আইএসএ) অনুযায়ী আমরা নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করেছি। সমন্বিত ও পৃথক স্থিতিপত্রে নিরীক্ষকদের দায়-দায়িত্ব অংশে উক্ত মানদণ্ড অনুযায়ী আমাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আরও বর্ণনা রয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইথিক্স স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড ফর অ্যাকাউন্টেন্টস' কোড অব ইথিক্স ফর প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্টস (আইইএসবিএ কোড) অনুযায়ী আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং তার গ্রুপ হতে স্বাধীন এবং আইইএসবিএ কোড ও ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর উপ-আইনানুসারে অন্যান্য নৈতিক দায়-দায়িত্ব পরিপালন করেছি। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের মতামত প্রদানের জন্য প্রাপ্ত নিরীক্ষা প্রমাণাদি পর্যাপ্ত এবং যথোপযুক্ত।

দৃষ্টিগ্রাহ্যমূলক বিষয়

আমাদের মতামতকে শর্তযুক্ত না করে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়াদিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

১। আর্থিক বিবরণীর ৩.০৫ নং টীকায় উল্লিখিত, লাভ বা ক্ষতির মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ করা হয়েছে এবং বৈকল্যের প্রয়োজনীয়তার শর্ত রয়েছে এমন আর্থিক সম্পদ ব্যতীত, ব্যাংকের সামগ্রিক আর্থিক সম্পদের পোর্টফোলিওতে ঋণ ঝুঁকি কম রয়েছে বলে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী, ব্যাংক এ আর্থিক সম্পদগুলোর জন্য ১২ মাসের সমপরিমাণ প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতি (Expected Credit Loss) বিবেচনা করেছে।

২। ব্যাংকের সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদির পুনর্মূল্যায়নের স্থিতি এবং ব্যাংকের স্বীকৃত নির্দিষ্ট সুবিধাসমূহের অ্যাকচুয়ারিয়াল মূল্যায়নের বিষয়টি আর্থিক বিবরণীর ৩.১৭ নং ও ৪৫ নং টীকায় যথাক্রমে প্রকাশ করা হয়েছে।

৩। আর্থিক বিবরণীর ১০ নং টীকায় ব্যাংক প্রকাশ করেছে যে, ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে অননুমোদিত সুইফ্‌ট লেনদেনের মাধ্যমে প্রতারণামূলক কার্যকলাপ হয়েছে। এ প্রতারণামূলক কার্যকলাপের বিপরীতে ব্যাংক একটি দেনাদার হিসাব সৃষ্টি করেছে এবং ৩০ জুন ২০২২ তারিখে উক্ত দেনাদার হিসাবের স্থিতি ৫২২.৪১ কোটি টাকা। এ টাকা পুনরদ্ধারের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা এখনো প্রক্রিয়াধীন।

অপরিহার্য নিরীক্ষা বিষয়াদি

চলতি বছরের আর্থিক বিবরণীতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়াদি আমাদের পেশাগত বিবেচনায় অপরিহার্য নিরীক্ষা বিষয়াদি হিসেবে পরিগণিত। আর্থিক বিবরণীর নিরীক্ষা এবং মতামত প্রদানে সামগ্রিকভাবে এসব বিষয়াদি বিবেচনা করা হয়েছে এবং এগুলোর উপর আলাদাভাবে কোনো মতামত প্রদান করা হয়নি। নিম্নবর্ণিত নিরীক্ষা বিষয়াবলি আমাদের প্রতিবেদনে অপরিহার্য নিরীক্ষা বিষয়াদি মর্মে নির্ধারিত।

১. বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব ও বিনিয়োগ

বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব ও বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকের সম্পদের পরিমাণ যথাক্রমে ৭,৮৫১.৯৮ কোটি টাকা ও ২,৭৮,২২১.০১ কোটি টাকা এবং তাদের সমষ্টিগত স্থিতি প্রায় ব্যাংকের মোট সম্পত্তির শতকরা ৬০ ভাগ এর সমান, যা আর্থিক বিবরণীসমূহের উল্লেখযোগ্য উপাদান। এ বিনিয়োগ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং অন্যান্য পক্ষের সাথে একাধিক বিদেশি মুদ্রায় এবং বিভিন্ন ধরণের বিনিয়োগের অধীনে হয়েছে। আর্থিক বিবরণীতে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব ও বিনিয়োগ মূল্যায়ন এবং উপস্থাপনা উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষা ঝুঁকি বহন করে।

বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত বস্তুগত ভুলের ঝুঁকি যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি বলে মনে করা হয়, তা মোকাবেলা করতে আমাদের নিরীক্ষা পদ্ধতিসমূহে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- বিদেশি মুদ্রা হিসাব ও বিনিয়োগের বাহিত মূল্যের মূল্যায়ন এবং সারা বছর ধরে সংশ্লিষ্ট রাজস্বের স্বীকৃতিতে পরিচালন ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ রূপরেখা ও মূল্যায়ন কার্যকারিতা করা।
- বিদেশি মুদ্রা হিসাব ও বিনিয়োগের স্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে সরাসরি নিশ্চিতকরণ বার্তা পাঠানো হয়েছে। নিশ্চিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হয়েছে।
- ব্যবহৃত বিনিময় হার ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিশদ বিশ্লেষণ, সুদ আয়ের পুনঃগণনা, এবং আর্থিক প্রতিবেদনের স্বীকৃতি, পরিমাপ, উপস্থাপনা ও প্রকাশ আইএফআরএস অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কে ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর টীকা নং ৩.০৭ এবং ৫-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সাথে উদ্বৃত্ত

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যাংকের সম্পদ সমাপনী তারিখে ৩৭,৬৭৩.১১ কোটি টাকা, একই তারিখে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দায় ছিল ৩৩,৭৩১.৪৩ কোটি টাকা, এবং উভয় উদ্বৃত্তই আর্থিক বিবরণীসমূহের উল্লেখযোগ্য উপাদান। এ সম্পদের অনন্য কাঠামো, শর্তাদি এবং মূল্যায়ন আমাদের নিরীক্ষা কার্যক্রমের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছে।

ব্যাংক আইএমএফের সদস্যপদ চাঁদার বিপরীতে আইএমএফ সিকিউরিটিজ (প্রমিসরি নোট) ইস্যু করেছে এবং সদস্যের কোটা ভিত্তিক এসডিআর বরাদ্দ করা হয়েছে। আইএমএফের সাথে দায়বদ্ধতা ব্যাংকের মোট দায়ের প্রায় শতকরা ৭.৯৪ ভাগ। আইএমএফ-এর সাথে দায়ের কারণে বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় রূপান্তর আবশ্যক হওয়ায় ও পর্যায়ক্রমে সুদ বকেয়া হওয়ার কারণে এটা আমাদের নিরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর কাছে থাকা সম্পদের সাথে সম্পর্কিত বস্তুগত ভুলের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য, আমাদের নিরীক্ষা পদ্ধতিসমূহে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- আইএমএফ ওয়েবসাইট থেকে এসডিআর পরিমাণ পরীক্ষা করা এবং পরবর্তী সময়ে সমাপনী তারিখে এ পরিমাণটি রূপান্তর করার জন্য ব্যবহৃত বিনিময় হার পরীক্ষা;
- সারা বছরের এসডিআর বরাদ্দের উপর সুদ এবং লেনদেনসমূহের হিসাবায়নের ভিত্তি পর্যালোচনা; এবং
- আইএমএফ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিগুলোর পরীক্ষা, সারা বছরের এসডিআর বরাদ্দের উপর সুদ এবং আইএএস ২১ অনুযায়ী আইএমএফ-এর বিদ্যমান রূপান্তর হার ব্যবহার করে আইএমএফ-এর সঙ্গে দায়বদ্ধতার পরিমাণ নিশ্চিত করার জন্য পুনরায় হিসাবায়ন।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে সম্পৃক্ত সম্পদ সম্পর্কে ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর টীকা ৬.০১-এ এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর দায় সম্পর্কে টীকা ৬.০২-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. ব্যাংকসমূহে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ

ব্যাংকসমূহে বৈদেশিক মুদ্রায় এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ যথাক্রমে ৭০,৫৬৪.০৫ কোটি টাকা ও ১৮,৬৭৬.৭৪ কোটি টাকা এবং তাদের সমষ্টিগত স্থিতি ব্যাংকের মোট সম্পত্তির শতকরা ১৮ ভাগের অধিক, যা আর্থিক বিবরণীসমূহের উল্লেখযোগ্য উপাদান।

এ সম্পর্কিত বিষয়গুলোর বস্তুগত ভুলের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য, আমাদের নিরীক্ষা পদ্ধতিসমূহে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- যথাযথ অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় নথিকরণ সম্পাদনসহ এ ঋণগুলোর বিতরণ প্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা পরীক্ষা;
- সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি নিশ্চিতকরণ বার্তার মাধ্যমে সমাপ্ত বছরের প্রদত্ত ঋণের স্থিতি মূল্যায়ন;
- বিদেশি মুদ্রায় ঋণ স্থিতির জন্য (ইডিএফ, এলটিএফএফ এবং জিটিএফ বিনিয়োগ), ৩০ জুন ২০২২ তারিখে বিদ্যমান বিনিময় হার ব্যবহার করে টাকায় মূল্যায়ন;
- ৩০ জুন ২০২২ তারিখে প্রকাশিত সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহে হিসাবের পরিমাণ গণনাকৃত পরিমাণের সাথে মিলকরণ;
- সুদের গণনা পরীক্ষা যার বেশিরভাগই ই-রিফাইন্যান্স সফটওয়্যারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হয় এবং পরবর্তীতে ই-রিফাইনান্স সফ্টওয়্যার থেকে সুদের স্থিতি সাধারণ খতিয়ানের বিপরীতে নিশ্চিতকরণ; এবং
- অবশেষে, আইএফআরএস ৯ ইসিএল মডেল অনুসারে এ ঋণের দুর্বলতা মূল্যায়নে ব্যবস্থাপনার বিবেচনা পর্যালোচনা করা।

ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর টীকা ৯-এ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর টীকা ১৪-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে লেনদেন

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাথমিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রধানত বিদেশি সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত ঋণ এবং দান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তহবিল সংগ্রহ এবং জাতীয় কোষাগারের ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ। সরকারের পক্ষে এবং সরকারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত লেনদেনসমূহের অনন্য প্রকৃতি এবং বিশদ আকার নিরীক্ষাকার্যে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ হিসাবে ব্যাংকের সম্পত্তির পরিমাণ ৫৩,৮২৯.২৭ কোটি টাকা, যা মোট সম্পত্তির শতকরা ১১.১২ ভাগ এবং আর্থিক বিবরণীর উল্লেখযোগ্য উপাদান। এ বিনিয়োগ এক বছরের কম বা একাধিক বছরের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে হয়ে থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট ঋণ সম্পর্কিত বস্তুগত ভুলের ঝুঁকি মোকাবেলায় আমাদের নিরীক্ষা পদ্ধতিসমূহে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে ঋণের বহনযোগ্য মূল্য নিরূপণে পরিকল্পনার নিরীক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের পরিচালন কার্যকারিতা পরীক্ষা; এবং
- নিলামের বিশদ বিশ্লেষণ, মূল্যনির্ধারণ প্রক্রিয়া, সুদের আয়ের পুনর্মূল্যায়ন, সংশ্লিষ্ট আইএফআরএস অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীর উপস্থাপনা এবং প্রকাশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ সম্পর্কে আর্থিক বিবরণীর টীকা নং ৩.১২ এবং ১২-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫. প্রচলন নোট

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক নোট ইস্যুকরণ বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২-এ বর্ণিত কাজসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ এবং এটা একটি মুখ্য নিরীক্ষাযোগ্য বিষয়-কারণ ঃ

- আর্থিক বিবরণী ব্যবহারকারীদের অধিক আগ্রহ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীতে এর স্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ; এবং
- ইস্যুকৃত ব্যাংক নোটসমূহের অর্থনীতিতে প্রচলিত দায়ের সঠিকতা নির্ণয়ে জটিলতা।

ব্যাংক নোটের স্থিতি বাংলাদেশে ইস্যুকৃত সকল নোটের মূল্য নির্দেশ করে এবং বাতিল/ধ্বংসকৃত নোট ব্যতীত ইস্যুকৃত সকল নোটের দায় অভিহিত মূল্যে পরিমাপ করা হয়।

বাংলাদেশি ব্যাংক নোট নিরীক্ষায় আমরা নিম্নোক্ত নিরীক্ষা পদ্ধতিসমূহ পালন করেছি ঃ

- প্রচলিত পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত ব্যাংক নোটের স্থিতি সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য নোট ইস্যু ও ফেরত সংক্রান্ত সাধারণ নিয়ন্ত্রণগুলোর কার্যকরিতা পরীক্ষা;
- বিগত বছরের তুলনায় বর্তমান বছরে প্রচলন নোটের পরিবর্তন পর্যালোচনা;

- বিগত বছরের তুলনায় বিভিন্ন মূল্যমানে ইস্যুকৃত ব্যাংক নোটের সংখ্যার উপর আলোকপাত করে প্রচলন ব্যাংক নোটের ধারা (ট্রেন্ড) বিশ্লেষণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশের ১৯৭২-এর ৩০ নং ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রচলন নোটের বিপরীতে সম্পত্তির ব্যাক-আপ নির্ধারণ অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ব্যাংক নোটের চাহিদা নির্ণয়ের পদ্ধতি এবং নোট ছাপানোর আদেশ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা; এবং
- ব্যাংক নোট ইস্যু করার পদ্ধতি জানার জন্য বিভিন্ন বিভাগের সাথে যোগাযোগ এবং নমুনা ভিত্তিতে প্রচলনকৃত নোটের বিপরীতে ব্যাংক প্রাঙ্গনে রক্ষিত সম্পত্তিসমূহের সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্নকরণ।

ব্যাংকের প্রচলন নোট সম্পর্কিত তথ্য আর্থিক বিবরণীর টীকা ২১ নং-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬. আর্থিক প্রতিবেদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) সিস্টেম

ব্যাংকের কার্যগত ও আর্থিক প্রতিবেদনের প্রক্রিয়াগুলো কোর ব্যাংকিং সলিউশন (সিবিএস), এসএপি, সুইফট, বিএফটিএন ও স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য সমন্বিত সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে চালিত বহুবিদ আইটি সিস্টেমের উপর নির্ভরশীল এবং এ আইটি সিস্টেম প্রচুর পরিমাণে লেনদেন প্রক্রিয়া করে। তদনুসারে, আর্থিক বিবরণীগুলোতে ব্যাপক প্রভাবের কারণে আমাদের নিরীক্ষা মুখ্য আইটি সিস্টেম এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং আমাদের মুখ্য নিরীক্ষার বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

আমরা একটি মূল্যায়ন পরিচালনা করেছি এবং মূল আইটি অ্যাপ্লিকেশন, ডাটাবেস এবং অপারেটিং সিস্টেমগুলো চিহ্নিত করেছি যা আমাদের নিরীক্ষার সাথে প্রাসঙ্গিক, এবং প্রাথমিকভাবে আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য প্রাসঙ্গিক হিসাবে সিবিএস, এসএপি, সুইফ্ট সিস্টেমকে চিহ্নিত করেছি। সিবিএস এবং এসএপি এর কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত মূল আইটি সিস্টেমগুলোর জন্য আমাদের নিরীক্ষা দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আইটি সাধারণ নিয়ন্ত্রণের উপর যেখানে অ্যাক্সেস নিরাপত্তা, অ্যাপ্লিকেশন পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ, ডাটাবেস ব্যবস্থাপনা এবং নেটওয়ার্ক অপারেশন নিয়ন্ত্রণগুলো অন্তর্ভুক্ত।

- ব্যাংকের আইটি নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ এবং নিরীক্ষা সময়কালের মূল পরিবর্তনগুলো যা নিরীক্ষার সাথে প্রাসঙ্গিক হতে পারে সে সম্পর্কে দৃষ্টি প্রদান;
- আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইটি সিস্টেমগুলোর উপর ব্যাংকের সাধারণ আইটি নিয়ন্ত্রণের রূপরেখা এবং রূপায়ন পরীক্ষা করা;
- ইউজার অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণগুলোর উপর ব্যাংকের সময়ভিত্তিক পর্যালোচনা পরীক্ষা যেখানে দায়িত্ব বণ্টন এবং সিস্টেমগুলোতে পরিবর্তন/হালনাগাদ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; এবং
- সিবিএস থেকে এসএপি-তে ডেটা আপলোড করার প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণগুলোর মূল্যায়ন করা।

অন্যান্য বিষয়

১। বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩০ জুন ২০২১ সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণী হাওলাদার ইউনুস অ্যান্ড কোং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং ম্যাবস অ্যান্ড জে পার্টনারস চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের দ্বারা নিরীক্ষিত হয়েছিল, তারা ২৩ আগস্ট ২০২১ তারিখে দৃষ্টিগ্রাহ্যমূলক বিষয়সহ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন; এবং

২। সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এর বিবরণীসমূহও ৩০ জুন ২০২২ ভিত্তিক আমাদের কর্তৃক যৌথভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং পরিবর্তিত মতামত প্রদান করা হয়েছে।

অন্যান্য তথ্য

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা অন্যান্য তথ্য প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ। অন্যান্য তথ্যের মধ্যে সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণী এবং তার উপর আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন ছাড়া বার্ষিক প্রতিবেদনের সকল তথ্য অন্তর্ভুক্ত। বার্ষিক প্রতিবেদনটি এ নিরীক্ষকের প্রতিবেদনের তারিখের পরে আমাদের কাছে উপলব্ধ করা হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীর উপর আমাদের মতামত অন্যান্য তথ্যকে অনুপূরক করে না এবং তার উপর আমরা কোন আশ্বাস জ্ঞাপন প্রকাশ করি না।

সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীগুলোর আমাদের নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব হল উপরে চিহ্নিত অন্যান্য তথ্য আমাদের নিকট উপলব্ধ হওয়া মাত্র তা পাঠ করা এবং তা (পাঠ) করার সময় অন্যান্য তথ্য আর্থিক বিবরণ অথবা আমাদের জ্ঞানের (যাহা নিরীক্ষা করার সময় বা অন্য কোন উপায়ে অর্জিত হয়েছিল) সাথে বস্তুগতভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা অথবা বস্তুগতভাবে ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা বিবেচনা করা।

সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহের জন্য ব্যবস্থাপক এবং পরিচালনাকার্যে নিযুক্তদের দায়-দায়িত্ব

আর্ন্তজাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মানদণ্ড (আইএফআরএস) অনুযায়ী সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত এবং সন্তোষজনক উপস্থাপনার জন্য ব্যবস্থাপনা দায়ী এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃক নির্ধারিত এ ধরনের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি করা জরুরি, যেগুলো বস্তুগত অযথার্থতা, প্রতারণা বা ত্রুটির কারণ থেকে মুক্ত।

সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতিতে হিসাবের চলমান নীতি অনুযায়ী গ্রুপের ক্ষমতা নিরূপণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চলমান নীতি সম্পর্কিত বিষয় এবং হিসাবের চলমান নীতি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করার জন্য ব্যবস্থাপনা দায়ী, যদি না ব্যবস্থাপনা গ্রুপটি অবসায়ন করে বা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় অথবা তা না করার কোন বাস্তবসম্মত বিকল্প থাকে।

পরিচালনায় নিয়োজিতগণ গ্রুপের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানে দায়বদ্ধ থাকবেন।

সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষকদের দায়িত্ব

আমাদের উদ্দেশ্যসমূহ হল, পুঙ্খানুপুঙ্খ আর্থিক বিবরণীসমূহ সামগ্রিক ভুল বিবৃতি থেকে মুক্ত কিনা, প্রতারণা বা ত্রুটির কারণে এবং আমাদের মতামতকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন একটি নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত আশ্বাস গ্রহণ করা। যুক্তিসঙ্গত আশ্বাস একটি উঁচু স্তরের নিশ্চয়তা, তবে এটি একটি গ্যারান্টি নয় যে, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অন অডিটিং (আইএসএ)-এর সাথে পরিচালিত একটি নিরীক্ষা সব সময় বিদ্যমান বস্তুগত ভুল সনাক্ত করবে। অযথার্থ বিবরণীসমূহ প্রতারণা বা ত্রুটি থেকে উদ্ভুত হতে পারে এবং বস্তুগত বিবেচনা করা হয় যদি পৃথকভাবে বা সামগ্রিকভাবে ঐ সমস্ত সমন্বিত ও পৃথক আর্থিক বিবরণীর উপর ভিত্তি করে ব্যবহারকারীর নেয়া অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে পারে।

আইএসএ অনুযায়ী একটি নিরীক্ষা অংশ হিসাবে, সার্বিক নিরীক্ষা কার্যক্রমে আমরা পেশাদারী মূল্যায়ন অনুশীলন এবং পেশাদারী সন্দিগ্ধচিত্ততা বজায় রেখেছি। এছাড়াও :

- সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহের বস্তুগত অযথার্থতার ঝুঁকিসমূহ- প্রতারণা বা ত্রুটি থেকে উদ্ভুত, চিহ্নিত ও নিরূপণ করা হয়েছে, এ সমস্ত ঝুঁকিসমূহ নিরূপণে নিরীক্ষা পদ্ধতি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং নিরীক্ষা প্রমাণসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে যা আমাদের মতামতের জন্য একটি ভিত্তি সরবরাহে যথেষ্ট ও উপযুক্ত। প্রতারণা থেকে উদ্ভুত একটি বস্তুগত অযথার্থ বিবৃতি চিহ্নিত না করার ঝুঁকি ত্রুটি হতে উদ্ভুত ঝুঁকির তুলনায় অধিকতর কেননা প্রতারণা সম্পৃক্ত হতে পারে ষড়যন্ত্রমূলক যোগাযোগ, জালিয়াতি, ইচ্ছাকৃত বর্জন, ভুল উপস্থাপনা অথবা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের পদদলনে।

- নিরীক্ষার সাথে সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বোঝার জন্য যথাযথ পদ্ধতিতে নিরীক্ষা পদ্ধতিগুলো প্রণয়ন করা হয় যা এ পরিস্থিতিতে সাযুজ্য কিন্তু গ্রুপের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে নয়।

- ব্যবহৃত হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহের উপযুক্ততা এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃক হিসাবের মূল্যায়নও প্রাসঙ্গিক প্রকাশের যুক্তিযুক্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

- ব্যবস্থাপনা কর্তৃক হিসাবরক্ষণের চলমান নীতি ব্যবহারের যথাযর্থতা নিরূপণ এবং প্রাপ্ত নিরীক্ষার প্রমাণের উপর ভিত্তি করে কোনো অনিশ্চয়তার ঘটনা বা শর্ত বিদ্যমান কি-না যা চলমান হিসেবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য গোষ্ঠীর দক্ষতার উপর উল্লেখযোগ্য সন্দেহ সৃষ্টি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। যদি আমরা উপসংহারে পৌঁছাই যে একটি বস্তুগত অনিশ্চয়তা বিদ্যমান, তাহলে আমাদের নিরীক্ষকদের প্রতিবেদনে সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহে এ সম্পর্কিত বিবৃতির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে বা যদি এ প্রকাশগুলো অপর্যাপ্ত হয় তবে আমাদের মতামত সংশোধন করতে হবে। আমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত নিরীক্ষা প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

- আর্থিক বিবরণীর সামগ্রিক উপস্থাপনা, গঠন এবং বিষয়বস্তু প্রকাশ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং যাতে সমন্বিত ও পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহ নিখুঁত উপস্থাপনার লক্ষ্যে অন্তর্নিহিত লেনদেনসমূহ ও ঘটনাসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে।

- সমন্বিত ও পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর একটি মতামত প্রকাশ করার জন্য প্রতিষ্ঠানের অথবা গ্রুপের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের আর্থিক তথ্য সংক্রান্ত পর্যাপ্ত নিরীক্ষা প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। আমরা গ্রুপ নিরীক্ষার দিকনির্দেশনা, তত্ত্বাবধান এবং কার্যকারিতার জন্য দায়ী। আমরা আমাদের নিরীক্ষা মতামতের জন্য সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ।

আমরা নিরীক্ষা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনের সময়সূচি, প্রাপ্ত তথ্য, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ঘাটতি যা নিরীক্ষাকালে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে প্রশাসনে নিয়োজিত দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ করেছি।

স্বতন্ত্রতার বিষয়ে প্রাসঙ্গিক নৈতিক আবশ্যকতা পরিপালন করতঃ দায়িত্বশীলদের নিশ্চিত করেছি এবং এমনভাবে যোগাযোগ স্থাপন করেছি যা আমাদের স্বাধীনতা এবং ক্ষেত্রমতে রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

পরিচালনায় নিয়োজিতদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে চলতি বছরের সমন্বিত ও পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহের গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা বিষয় নির্ধারণ করা হয়। এ সকল বিষয় নিরীক্ষা প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে যদি না কোনো আইনি বা বিধিবদ্ধ বাধা নিষেধ না থাকে এবং বিরল ক্ষেত্রে জনস্বার্থ বিরোধী কোনো বিষয় এ প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়নি।

অন্যান্য আইনি এবং নিয়ন্ত্রক সংক্রান্ত প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়-আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সূত্রের শর্তাদি অনুযায়ী আমরা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহও তুলে ধরি :

- আমাদের দৃষ্টিতে এমন কিছুই আসেনি যা ইঙ্গিত দেয় যে তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি হতে উদ্ভুত তথ্য ভুল এবং অসংগতি হতে মুক্ত নয়;
- দৃষ্টিগোচরমূলক বিষয়ে উল্লিখিত ২ নং দফা ব্যতীত, আমাদের দৃষ্টিতে এমন কিছুই আসেনি যা ইঙ্গিত দেয় যে জড় সামগ্রী (মূলধনী সম্পদ) এবং স্থাবর সম্পত্তির ধার্যকৃত অবচয় আর্থিক প্রতিবেদন কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়;
- ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হয় যা ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদনে অবস্তুনিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ অসংগতিসহ উল্লেখ করা হয়েছে;
- আমরা বিগত বছরের নিরীক্ষা আপত্তির পরিপালন যাচাই করেছি এবং তা ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে;
- আমরা ব্যাংক কর্তৃক আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে (আইএমএফ) সরবরাহকৃত আর্থিক তথ্য ও উপাত্তের যথার্থতা পরীক্ষা করেছি; এবং
- আমরা ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপালন পর্যালোচনা করেছি।

হুদা ভাসী চৌধুরী অ্যান্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

সাব্বির আহমেদ এফসিএ
অংশীদার
আইসিএবি এনরোলমেন্ট # ৭৭০
ডিভিসি: ২২০৮৩০০৭৭০এএস৯১৪৬২৬
তারিখ: ঢাকা, ৩০ আগস্ট ২০২২

একনাবিন
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

আবু সাঈদ মোহাম্মদ নাঈম এফসিএ
অংশীদার
আইসিএবি এনরোলমেন্ট # ৩৫৩
ডিভিসি: ২২০৮৩০০৩৫৩এএস২০৩৩৪৪
তারিখ: ঢাকা, ৩০ আগস্ট ২০২২

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক অবস্থার একীভূত বিবরণী
৩০ জুন তারিখে

বিবরণ	টীকা সমূহ	৩০ জুন ২০২২ '০০০ টাকায়	৩০ জুন ২০২১ '০০০ টাকায়
সম্পদ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪	৭৮,৫১৯,৮০৫	৪৯,৪৮১,৭৫৯
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৫	২,৭৮২,২১০,০৬৩	৩,১৮৬,৮৮৩,০৪৭
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	৬.০১	৩৭৬,৭৩১,১১৮	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫
স্বর্ণ এবং রৌপ্য	৭	৪৫,৩০৬,১৬৭	৩৯,৬৭৮,৮১৬
স্বর্ণ লেনদেন হতে প্রাপ্ত আয়	৮	৩১,৬২৯,২২৭	২৭,৮৫৫,৭০৯
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৯	৭০৫,৬৪০,৪৮৫	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	১০	১৫,১২১,৬৫১	১৩,৯৮৭,৭৮১
মোট বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**৪,০৩৫,১৫৮,৫১৬**	**৪,০৪১,৯৯৫,৯৪৫**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
মুদ্রা ও নগদ স্থিতি	১১	৪,০৭৪,৮০০	৫,০৮২,০১৫
পুনঃবিক্রয় চুক্তিতে ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজ		২,১৮০,০০০	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১২	৫৩৮,২৯২,৭০৩	২৯৪,৩৯২,৯৭২
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৩	২১,১৪৪,৩৩৯	২১,১৭৭,৫৪৯
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	১৪	২৩২,৯০৪,৪০৪	২৫৯,৭৪৩,৮৯৪
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	১৫	৪,৯২৯,৮২৩	৪,৬৪০,৭৩৭
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**৮০৩,৫২৬,০৬৯**	**৫৮৫,০৩৭,১৬৭**
মোট আর্থিক সম্পদ		**৪,৮৩৮,৬৮৪,৫৮৫**	**৪,৬২৭,০৩৩,১১২**
অ-আর্থিক সম্পদ			
সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি	১৬	৪৭,৬৯২,৭৩৬	৪৭,৬৪২,৭৪৬
অস্পর্শনীয় সম্পদ	১৭	৭২০,৪৭৬	৮০২,০৬৮
অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ	১৮	৫,০৯১,০০৯	৫,০০১,৯০৫
মোট অ-আর্থিক সম্পদ		**৫৩,৫০৪,২২১**	**৫৩,৪৪৬,৭১৯**
মোট সম্পদ		**৪,৮৯২,১৮৮,৮০৬**	**৪,৬৮০,৪৭৯,৮৩১**
দায়সমূহ এবং ইক্যুইটি			
দায়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়			
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	১৯	২৬০,৯২৮,৪৯১	২৫০,৯৫৬,৫৬৬
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	৬.০২	৩৩৭,৩১৪,৩০৬	২১৯,৫৩৫,৫৪৮
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়	২০	১৮,৭৬১,৮৪০	-
মোট বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়		**৬১৭,০০৪,৬৩৭**	**৪৭০,৪৯২,১১৪**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়			
প্রচারণকৃত নোট	২১	২,৫৪৫,২৩৩,৯১৩	২,২৫৩,২৫০,৬১৭
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২২	৯০৯,২৬১,৮৮৮	১,২১১,২১৮,৪৬৬
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	২৩	১৭৭,৭৮৩,০৮০	২৯২,১১৭,৯৮১
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়		**৩,৬৩২,২৭৮,৮৮১**	**৩,৭৫৬,৫৮৭,০৬৪**
মোট দায়		**৪,২৪৯,২৮৩,৫১৮**	**৪,২২৭,০৭৯,১৭৮**
ইক্যুইটি			
মূলধন	২৪	৩০,০০০	৩০,০০০
অবন্টিত মুনাফা	৩১	৪৩,২০৮,৩৭৮	৪৪,৯১৯,৬৬৩
পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি	২৫	৪৩৬,৫৪৫,৫৮৪	২৭০,৩০১,০৭৬
মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্য জনিত সঞ্চিতি	২৬	১১০,৫৬৮,৩৬৩	৮৬,৩৯৩,০৬১
বিধিবদ্ধ তহবিল	২৭	১৮,৫১৭,০৪৬	১৮,২৬৭,০৪৬
অবিধিবদ্ধ তহবিল	২৮	১৫,৬৩৫,৫৪২	১৫,৬৪০,৪০৮
অন্যান্য সঞ্চিতি	২৯	১২,৮৯৯,৮৭৫	১২,৪৪৮,৮৯৯
সাধারণ সঞ্চিতি	৩০	৫,৫০০,৫০০	৫,৪০০,৫০০
মোট ইক্যুইটি		**৬৪২,৯০৫,২৮৮**	**৪৫৩,৪০০,৬৫৩**
মোট দায় এবং ইক্যুইটি		**৪,৮৯২,১৮৮,৮০৬**	**৪,৬৮০,৪৭৯,৮৩১**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৭ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ মফিজুর রহমান খান চৌধুরী, এফসিএমএ, সিএফএ
পরিচালক (এএন্ডবিডি)
একাউন্টস অ্যান্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট।

আহমেদ জামাল
ডেপুটি গভর্নর

আব্দুর রউফ তালুকদার
গভর্নর

আর্থিক অবস্থার বিবরণীসমূহ ১ নং পৃষ্ঠায় নিরীক্ষকদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদন এর সহিত পাঠ্য

সাব্বির আহমেদ, এফসিএ
পার্টনার
হুদা ভাসি চৌধুরি এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

আবু সায়েদ মোহাম্মদ নাঈম, এফসিএ
পার্টনার
একনাবিন, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক অবস্থার পৃথক বিবরণী
৩০ জুন তারিখে

বিবরণ	টীকা সমূহ	৩০ জুন ২০২২ '০০০ টাকায়	৩০ জুন ২০২১ '০০০ টাকায়
সম্পদ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪	৭৮,৫১৯,৮০৫	৪৯,৪৮১,৭৫৯
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৫	২,৭৮২,২১০,০৬৩	৩,১৮৬,৮৮৩,০৪৭
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	৬.০১	৩৭৬,৭৩১,১১৮	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫
স্বর্ণ এবং রৌপ্য	৭	৪৫,৩০৬,১৬৭	৩৯,৬৭৮,৮১৬
স্বর্ণ লেনদেন হতে প্রাপ্ত আয়	৮	৩১,৬২৯,২২৭	২৭,৮৫৫,৭০৯
বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৯	৭০৫,৬৪০,৪৮৫	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	১০	১৫,১২১,৬৫১	১৩,৯৮৭,৭৮১
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**৪,০৩৫,১৫৮,৫১৬**	**৪,০৪১,৯৯৫,৯৪৫**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
মুদ্রা ও নগদ স্থিতি	১১	৩,৬৬৪,৯২৪	৪,৬২৬,৬৬৯
পুনবিক্রয় চুক্তিতে ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজ		২,১৮০,০০০	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১২	৫৩৮,২৯২,৭০৩	২৯৪,৩৯২,৯৭২
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৩	১৫,৯৪৫,০০০	১৫,৯৪৫,০০০
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	১৪	২৩১,০০৯,৬২৭	২৫৭,৮৬৪,৩১৫
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	১৫	৪,১১১,১৯৬	৩,৮৬৫,৮২০
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**৭৯৫,২০৩,৪৫০**	**৫৭৬,৬৯৪,৭৭৬**
মোট আর্থিক সম্পদ		**৪,৮৩০,৩৬১,৯৬৬**	**৪,৬১৮,৬৯০,৭২১**
অ-আর্থিক সম্পদ			
সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি	১৬	৩৮,৫৩৪,৫১০	৩৯,২২৯,৩৯৭
অস্পর্শনীয় সম্পদ	১৭	৭২০,৪৭৬	৮০২,০৬৮
অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ	১৮	২৮৫,৪৯৩	৫৯৯,৮৬৫
মোট অ-আর্থিক সম্পদ		**৩৯,৫৪০,৪৭৯**	**৪০,৬৩১,৩৩০**
মোট সম্পদ		**৪,৮৬৯,৯০২,৪৪৫**	**৪,৬৫৯,৩২২,০৫১**
দায়সমূহ এবং ইক্যুইটি			
দায়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়			
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	১৯	২৬০,৯২৮,৪৯১	২৫০,৯৫৬,৫৬৬
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	৬.০২	৩৩৭,৩১৪,৩০৬	২১৯,৫৩৫,৫৪৮
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়	২০	১৮,৭৬১,৮৪০	-
মোট বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়		**৬১৭,০০৪,৬৩৭**	**৪৭০,৪৯২,১১৪**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়			
প্রচারণকৃত নোট	২১	২,৫৪৫,২৩৩,৯১৩	২,২৫৩,২৫০,৬১৭
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২২	৯০৯,২৬১,৮৮৮	১,২১১,২১৮,৪৬৬
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	২৩	১৭৫,৯৪৪,৪০৩	২৮৯,৫৫৪,০৬৬
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়		**৩,৬৩০,৪৪০,২০৪**	**৩,৭৫৪,০২৩,১৪৯**
মোট দায়		**৪,২৪৭,৪৪৪,৮৪১**	**৪,২২৪,৫১৫,২৬৩**
ইক্যুইটি			
মূলধন	২৪	৩০,০০০	৩০,০০০
অ-বন্টিত মুনাফা	৩১	২৮,৬৭৬,৯৮৭	৩১,১১৮,৯৯১
পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি	২৫	৪৩১,৮৭৯,২৯১	২৬৬,৬৫৭,৮৮৩
মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	২৬	১১০,৫৬৮,৩৬৩	৮৬,৩৯৩,০৬১
বিধিবদ্ধ তহবিল	২৭	১৮,৫১৭,০৪৬	১৮,২৬৭,০৪৬
অবিধিবদ্ধ তহবিল	২৮	১৫,৬৩৫,৫৪২	১৫,৬৪০,৪০৮
অন্যান্য সঞ্চিতি	২৯	১২,৮৯৯,৮৭৫	১২,৪৪৮,৮৯৯
সাধারণ সঞ্চিতি	৩০	৪,২৫০,৫০০	৪,২৫০,৫০০
মোট ইক্যুইটি		**৬২২,৪৫৭,৬০৪**	**৪৩৪,৮০৬,৭৮৮**
মোট দায় এবং ইক্যুইটি		**৪,৮৬৯,৯০২,৪৪৫**	**৪,৬৫৯,৩২২,০৫১**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৭ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ মফিজুর রহমান খান চৌধুরী, এফসিএমএ, সিএফএ
পরিচালক (এএন্ডবিডি)
একাউন্টস অ্যান্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট।

আহমেদ জামাল
ডেপুটি গভর্নর

আব্দুর রউফ তালুকদার
গভর্নর

আর্থিক অবস্থার বিবরণীসমূহ ১ নং পৃষ্ঠায় নিরীক্ষকদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদন এর সহিত পাঠ্য

সাব্বির আহমেদ, এফসিএ
পার্টনার
হুদা ভাসি চৌধুরি এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

আবু সায়েদ মোহাম্মদ নাঈম, এফসিএ
পার্টনার
একনাবিন, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ব্যাংক
লাভ/ক্ষতি ও অন্যান্য সামগ্রিক আয়ের একীভূত বিবরণী
৩০ জুন তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টীকা সমূহ	৩০ জুন ২০২২ '০০০ টাকায়	৩০ জুন ২০২১ '০০০ টাকায়
আয়			
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩২	২৮,৩৭১,০০১	২৫,৪৪৭,৩০০
কমিশন এবং বাট্টা	৩৩	৫২৭,২৫১	৩১৫,১৭৫
মোট বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**২৮,৮৯৮,২৫২**	**২৫,৭৬২,৪৭৫**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩৫	২৮,৩৩৩,৪১৪	৩০,৪৮২,৭৯৪
কমিশন এবং বাট্টা	৩৬	২,০৬২,৪৭৮	৪,৪৩৩,৪৮৬
সাবসিডিয়ারি কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠনের নিকট বিক্রয়		১,৭৯১,৫৩৩	১,৫৯৪,০৩৬
বিবিধ আয়		২২৪,৩৮৬	১২৮,৪৫২
মোট স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**৩২,৪১১,৮১১**	**৩৬,৬৩৮,৭৬৮**
মোট আয়		**৬১,৩১০,০৬৩**	**৬২,৪০১,২৪৩**
ব্যয়			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৪	(৭৭১,৮৪৫)	(৬৫৭,১৮৫)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়		(৭০৪,১৮৭)	(৩৮৩,২০০)
মোট ব্যয় বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায় বাবদ		**(১,৪৭৬,০৩২)**	**(১,০৪০,৩৮৫)**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৮	(৯০৫,৫৯৩)	(২৫১,৯২০)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়	৩৯	(৭,২৪২,০৭৬)	(৮,৫৬৮,৮৯৩)
মোট ব্যয় স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায় বাবদ		**(৮,১৪৭,৬৬৯)**	**(৮,৮২০,৮১৩)**
অন্যান্য ব্যয়			
সাধারণ এবং প্রশাসনিক ব্যয়	৪১	(২০,৮৮০,৫৭৮)	(১৯,৪৯১,০৭৮)
মোট অন্যান্য ব্যয়		**(২০,৮৮০,৫৭৮)**	**(১৯,৪৯১,০৭৮)**
মোট ব্যয়		**(৩০,৫০৪,২৭৯)**	**(২৯,৩৫২,২৭৬)**
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি) - অনাদায়ী		২৩৮,৮১৬,১৬২	১০,৯২৮,০৪৩
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয় - আদায়কৃত		২৪,১৭৫,৩০৩	১৫,১২৮,৯২৪
করপূর্ব আয়		**২৯৩,৭৯৭,২৪৯**	**৫৯,১০৫,৯৩৪**
চলতি করব্যয়		(৫০৬,৯৯৭)	(৫২৮,৮৮১)
বিলম্বিত কর আয়/(ব্যয়)		(২০,০৯৮)	(৩৩৪,৯৮৪)
আর্থিক বছরের লাভ/(ক্ষতি)		**২৯৩,২৭০,১৫৪**	**৫৮,২৪২,০৬৯**
দফা সমূহ- যা লাভ-ক্ষতি হিসাবে পুনঃশ্রেণিকৃত হতে পারে			
অন্যান্য সমন্বিত আয়			
সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি খাতের পুনর্মূল্যায়ন জনিত আয়/(ক্ষতি)		১,০৫৩,৭৩৪	-
স্বর্ণ পুনর্মূল্যায়ন জনিত আয়/(ক্ষতি)		৯,০৯৮,২৬৯	(২৫৬,৩৮৫)
রৌপ্য পুনর্মূল্যায়ন জনিত আয়/(ক্ষতি)		(৪১,৬৫২)	১১৩,৯৩২
আর্থিক সম্পদের পুনর্মূল্যায়ন জনিত আয়/(ক্ষতি)	৪০	(৮১,৩৭৩,৬২৭)	৪০,৮১১,২৪২
মোট অন্যান্য সমন্বিত আয়/(ক্ষতি)		**(৭১,২৬৩,২৭৬)**	**৪০,৬৬৮,৭৮৯**
মোট সমন্বিত আয়/(ক্ষতি) সমগ্র আর্থিক বছরের		**২২২,০০৬,৮৭৮**	**৯৮,৯১০,৮৫৮**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৭ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ মফিজুর রহমান খান চৌধুরী, এফসিএমএ, সিএফএ
পরিচালক (এএন্ডবিডি)
একাউন্টস অ্যান্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট ।

আহমেদ জামাল
ডেপুটি গভর্নর

আব্দুর রউফ তালুকদার
গভর্নর

আর্থিক অবস্থার বিবরণীসমূহ ১ নং পৃষ্ঠায় নিরীক্ষকদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদন এর সহিত পাঠ্য

সাব্বির আহমেদ, এফসিএ
পার্টনার
হুদা ভাসি চৌধুরি এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

আবু সায়েদ মোহাম্মদ নাঈম, এফসিএ
পার্টনার
একনাবিন, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ব্যাংক
লাভ/ক্ষতি ও অন্যান্য সামগ্রিক আয়ের পৃথক বিবরণী
৩০ জুন তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টীকা সমূহ	৩০ জুন ২০২২ '০০০ টাকায়	৩০ জুন ২০২১ '০০০ টাকায়
		২০২১-২২	২০২০-২১
আয়	টীকা সমূহ	'০০০ টাকায়	'০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩২	২৮,৩৭১,০০১	২৫,৪৪৭,৩০০
কমিশন এবং বাট্টা	৩৩	৫২৭,২৫১	৩১৫,১৭৫
মোট বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**২৮,৮৯৮,২৫২**	**২৫,৭৬২,৪৭৫**
দেশীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩৫.০১	২৭,২৩৯,৭৫৬	২৯,৩৮৫,৩৭১
কমিশন এবং বাট্টা	৩৬	২,০৬২,৪৭৮	৪,৪৩৩,৪৮৬
লভ্যাংশ হতে আয়		৬০০,০০০	৬০০,০০০
বিবিধ আয়	৩৭	১৯৯,০৬২	১১৫,১১৮
মোট দেশীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**৩০,১০১,২৯৬**	**৩৪,৫৩৩,৯৭৫**
মোট আয়		**৫৮,৯৯৯,৫৪৮**	**৬০,২৯৬,৪৫০**
ব্যয়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৪	(৭৭১,৮৪৫)	(৬৫৭,১৮৫)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়		(৭০৪,১৮৭)	(৩৮৩,২০০)
মোট বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়জনিত ব্যয়		**(১,৪৭৬,০৩২)**	**(১,০৪০,৩৮৫)**
দেশীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৮	(৯০৫,৫৯৩)	(২৫১,৯২০)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়	৩৯	(৭,২৪২,০৭৬)	(৮,৫৬৮,৮৯৩)
মোট দেশীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়		**(৮,১৪৭,৬৬৯)**	**(৮,৮২০,৮১৩)**
অন্যান্য ব্যয়			
নোট মুদ্রনজনিত ব্যয়	৪১.০১	(৩,৮৪২,৫৪১)	(৩,৪০১,৪৫৫)
সাধারণ এবং প্রশাসনিক খরচ		(১৬,০৫৪,৭০৪)	(১৫,৩১৮,৫৭৯)
মোট অন্যান্য ব্যয়		**(১৯,৮৯৭,২৪৫)**	**(১৮,৭২০,০৩৪)**
মোট ব্যয়		**(২৯,৫২০,৯৪৬)**	**(২৮,৫৮১,২৩২)**
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি) - অনাদায়ী		২৩৮,৮১৬,১৬২	১০,৯২৮,০৪৩
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয় - আদায়কৃত		২৪,১৭৫,৩০৩	১৫,১২৮,৯২৪
আর্থিক বছরের লাভ/(ক্ষতি)		**২৯২,৪৭০,০৬৭**	**৫৭,৭৭২,১৮৫**
দফা সমূহ যা লাভ-ক্ষতি হিসাবে পুনঃশ্রেণিকৃত হতে পারে			
অন্যান্য সমন্বিত আয়			
সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি খাতের পুনর্মূল্যায়ন জনিত আয়/(ক্ষতি)			
স্বর্ণ পুনর্মূল্যায়ন জনিত আয়/(ক্ষতি)		৯,০৯৮,২৬৯	(২৫৬,৩৮৫)
রৌপ্য পুনর্মূল্যায়ন জনিত আয়/(ক্ষতি)		(৪১,৬৫২)	১১৩,৯৩২
আর্থিক সম্পদের পুনর্মূল্যায়ন জনিত আয়/(ক্ষতি)	৪০	(৮১,৩৭৩,৬২৭)	৪০,৮১১,২৪২
মোট অন্যান্য সমন্বিত (ক্ষতি)/আয়		**(৭২,৩১৭,০১০)**	**৪০,৬৬৮,৭৮৯**
মোট সমন্বিত (ক্ষতি)/আয় সমগ্র আর্থিক বছরের		**২২০,১৫৩,০৫৭**	**৯৮,৪৪০,৯৭৪**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৭ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ মফিজুর রহমান খান চৌধুরী, এফসিএমএ, সিএফএ
পরিচালক (এএন্ডবিডি)
একাউন্টস অ্যান্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট।

আহমেদ জামাল
ডেপুটি গভর্নর

আব্দুর রউফ তালুকদার
গভর্নর

আর্থিক অবস্থার বিবরণীসমূহ ১ নং পৃষ্ঠায় নিরীক্ষকদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদন এর সহিত পাঠ্য

সাব্বির আহমেদ, এফসিএ
পার্টনার
হুদা ভাসি চৌধুরি এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

আবু সায়েদ মোহাম্মদ নাঈম, এফসিএ
পার্টনার
একনাবিন, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ব্যাংক
লাভ/ক্ষতি ও অন্যান্য সামগ্রিক আয়ের পৃথক বিবরণী
৩০ জুন তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

'০০০ টাকায়

বিবরণ	অবন্টনযোগ্য											বন্টনযোগ্য	ইক্যুইটি
	মূলধন	পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি				"মুদ্রার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি"	বিধিবদ্ধ তহবিল	অবিধিবদ্ধ তহবিল	অন্যান্য সঞ্চিতি		সাধারন সঞ্চিতি	অবন্টিত মুনাফা	
		স্বর্ণ ও রৌপ্য	বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	আর্থিক হাতিয়ারসমূহ	সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি				সম্পদ নবায়ন ও পুনস্থাপন সঞ্চিতি	সুদ সঞ্চিতি			
১ জুলাই ২০২০ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	৩৭,১৬০,৭৯৯	১৩৮,২৩৪,৫৯০	৪,৬৯০,১২৬	৩৮,৭৬৪,১৫৭	৭১,২৬৪,১৩৭	১৬,৫১৭,০৪৬	১৫,৬৪০,৫৫১	৪,৯২৬,৭৮৫	৭,৫২২,১১৪	৫,৩০০,৫০০	৭০,৩৮৫,৪৪৩	৪১০,৪৩৬,২৪৬
সরকারের নিকট হতে প্রাপ্যের বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(২৭,৯৮৩)	(২৭,৯৮৩)
বিধিবদ্ধ তহবিলে স্থানান্তর	-	-	-	-	-	-	১,৫০০,০০০	-	-	-	-	(১,৫০০,০০০)	-
সরকারের নিকট হস্তান্তর	-	-	-	-	-	-	-	-	(২৫০,০০০)	-	-	-	(২৫০,০০০)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৯-২০২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৫৫,৪৬১,৪০৫)	(৫৫,৪৬১,৪০৫)
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩,৭৭৪	৩,৭৭৪
বছরের মোট সামগ্রিক আয়	-	(১৪২,৪৫৩)	-	৪০,৮১১,২৪২	-	-	-	-	-	-	-	৫৮,২৪২,০৬৯	৯৮,৯১০,৮৫৮
তহবিলের ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১০০,১৪৩)	-	-	-	-	(১০০,১৪৩)
সম্পদ বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণের কারণে সঞ্চিতির পুনঃনির্ধারণ	-	-	-	(১১০,৬৯৪)	(৩৪,৭৩৩)	-	-	-	-	-	-	৩৪,৭৩৩	(১১০,৬৯৪)
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার আবন্টন	-	-	১০,৯২৮,০৪৪	-	-	১৫,১২৮,৯২৪	২৫০,০০০	১০০,০০০	২৫০,০০০	-	১০০,০০০	(২৬,৭৫৬,৯৬৮)	-
৩০ জুন ২০২১ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	৩৭,০১৮,৩৪৬	১৪৯,১৬২,৬৩৪	৪৫,৩৯০,৬৭৪	৩৮,৭২৯,৪২৪	৮৬,৩৯৩,০৬১	১৮,২৬৭,০৪৬	১৫,৬৪০,৪০৮	৪,৯২৬,৭৮৫	৭,৫২২,১১৪	৫,৪০০,৫০০	৪৪,৯১৯,৬৬৩	৪৫৩,৪০০,৬৫৩
সরকারের নিকট হতে প্রাপ্যের বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(১৯,২১৫)	(১৯,২১৫)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০২০-২০২১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৩১,০৯৯,৭৭৭)	(৩১,০৯৯,৭৭৭)
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৬৩৯)	(৬৩৯)
বছরের মোট সামগ্রিক আয়	-	৯,০৫৬,৬১৭	-	(৮১,৩৭৩,৬২৭)	১,০৫৩,৭৩৪	-	-	-	-	-	-	২৯৩,২৭০,১৫৩	২২২,০০৬,৮৭৮
তহবিলের ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১০৪,৮৬৬)	-	-	-	-	(১০৪,৮৬৬)
সম্পদ বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণের কারণে সঞ্চিতির পুনঃনির্ধারণ	-	-	-	(১,২৭৭,৭৪৪)	(৩০,৬৩৫)	-	-	-	-	-	-	৩০,৬৩৪	(১,২৭৭,৭৪৪)
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার আবন্টন	-	-	২৩৮,৮১৬,১৬২	-	-	২৪,১৭৫,৩০৩	২৫০,০০০	১০০,০০০	৪৫০,৯৭৬	-	১০০,০০০	(২৬৩,৮৯২,৪৪০)	-
৩০ জুন ২০২২ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	৪৬,০৭৪,৯৬৪	৩৮৭,৯৭৮,৭৯৬	(৩৭,২৬০,৬৯৮)	৩৯,৭৫২,৫২৩	১১০,৫৬৮,৩৬৩	১৮,৫১৭,০৪৬	১৫,৬৩৫,৫৪২	৫,৩৭৭,৭৬১	৭,৫২২,১১৪	৫,৫০০,৫০০	৪৩,২০৮,৩৭৯	৬৪২,৯০৫,২৮৮

বাংলাদেশ ব্যাংক
" ইক্যুইটি পরিবর্তনের পৃথক বিবরণী
৩০ জুন তারিখে সমাপ্ত বছরের"

'০০০ টাকায়

বিবরণ	অবন্টনযোগ্য											বন্টনযোগ্য	ইক্যুইটি
	মূলধন	পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি"				"মুদ্রার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি"	বিধিবদ্ধ তহবিল	অবিধিবদ্ধ তহবিল	অন্যান্য সঞ্চিতি		সাধারন সঞ্চিতি	অবন্টিত মুনাফা	
		স্বর্ণ ও রৌপ্য	বৈদশিক মুদ্রা হিসাব	আর্থিক হাতিয়ারসমূহ	সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি				সম্পদ নবায়ন ও পুনস্থাপন সঞ্চিতি	সুদ সঞ্চিতি			
১ জুলাই ২০২০ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	৩৭,১৬০,৮০০	১৩৮,২৩৪,৫৮৯	৪,৬৯০,১২৫	৩৫,০৮৬,২৩০	৭১,২৬৪,১৩৭	১৬,৫১৭,০৪৬	১৫,৬৪০,৫৫১	৪,৯২৬,৭৮৫	৭,৫২২,১১৪	৪,২৫০,৫০০	৫৬,৯৮৯,৩৮৭	৩৯২,৩১২,২৬৪
সরকারের নিকট হতে প্রাপ্যের বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(২৭,৯৮৩)	(২৭,৯৮৩)
বিধিবদ্ধ তহবিলে স্থানান্তর	-	-	-	-	-	-	১,৫০০,০০০	-	-	-	-	(১,৫০০,০০০)	-
সরকারের নিকট হস্তান্তর	-	-	-	-	-	-	-	-	(২৫০,০০০)	-	-	-	(২৫০,০০০)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৯-২০২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৫৫,৪৬১,৪০৫)	(৫৫,৪৬১,৪০৫)
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩,৭৭৪	৩,৭৭৪
বছরের মোট সামগ্রিক আয়	-	(১৪২,৪৫৩)	-	৪০,৮১১,২৪২	-	-	-	-	-	-	-	৫৭,৭৭২,১৮৫	৯৮,৪৪০,৯৭৪
তহবিলের ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১০০,১৪৩)	-	-	-	-	(১০০,১৪৩)
সম্পদ বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণের কারণে সঞ্চিতির পুনঃনির্ধারণ	-	-	-	(১১০,৬৯৪)		-	-	-	-	-	-		(১১০,৬৯৪)
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার বন্টন	-	-	১০,৯২৮,০৪৪	-	-	১৫,১২৮,৯২৪	২৫০,০০০	১০০,০০০	২৫০,০০০	-		(২৬,৬৫৬,৯৬৮)	-
৩০ জুন ২০২১ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	৩৭,০১৮,৩৪৭	১৪৯,১৬২,৬৩৩	৪৫,৩৯০,৬৭৩	৩৫,০৮৬,২৩০	৮৬,৩৯৩,০৬১	১৮,২৬৭,০৪৬	১৫,৬৪০,৪০৮	৪,৯২৬,৭৮৫	৭,৫২২,১১৪	৪,২৫০,৫০০	৩১,১১৮,৯৯০	৪৩৪,৮০৬,৭৮৮
সরকারের নিকট হতে প্রাপ্যের বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(১৯,২১৫)	(১৯,২১৫)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০২০-২০২১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৩১,০৯৯,৭৭৭)	(৩১,০৯৯,৭৭৭)
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৬৩৯)	(৬৩৯)
বছরের মোট সামগ্রিক আয়	-	৯,০৫৬,৬১৭	-	(৮১,৩৭৩,৬২৭)		-	-	-	-	-	-	২৯২,৪৭০,০৬৭	২২,০৫৩,০৫৭
তহবিলের ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১০৪,৮৬৬)	-	-	-	-	(১০৪,৮৬৬)
সম্পদ বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণের কারণে সঞ্চিতির পুনঃনির্ধারণ	-	-	-	(১,২৭৭,৭৪৪)		-	-	-	-	-	-		(১,২৭৭,৭৪৪)
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার আবন্টন	-	-	২৩৮,৮১৬,১৬২	-	-	২৪,১৭৫,৩০৩	২৫০,০০০	১০০,০০০	৪৫০,৯৭৬	-		(২৬৩,৭৯২,৪৪১)	-
৩০ জুন ২০২২ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	৪৬,০৭৪,৯৬৪	৩৮৭,৯৭৮,৭৯৫	(৩৭,২৬০,৬৯৮)	৩৫,০৮৬,২৩০	১১০,৫৬৮,৩৬৩	১৮,৫১৭,০৪৬	১৫,৬৩৫,৫৪২	৫,৩৭৭,৭৬১	৭,৫২২,১১৪	৪,২৫০,৫০০	২৮,৬৭৬,৯৮৭	৬২২,৪৫৭,৬০৪

বাংলাদেশ ব্যাংক
"একীভূত নগদ প্রবাহ বিবরণী
৩০ জুন তারিখে সমাপ্ত বছরের "

'০০০ টাকায়

বিবরণ	২০২১-২২	২০২০-২১
পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
মুনাফা	২৯৩,২৭০,১৫৪	৫৮,২৪২,০৬৯
সমন্বয়সমূহ:		
অবচয়	১,২৮০,৮৮৪	১,৩৬৩,০৩৪
ঋণ ক্ষতি সংস্থান	(৯৫৮,২৫৫)	(১,২১০,৭০৮)
বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়-অনাদায়ী	(২৩৮,৮১৬,১৬২)	(১০,৯২৮,০৪৩)
স্বল্প মেয়াদি আমানত, বৈদেশিক বিল এবং বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	(২১,৭৫৭,১১১)	(১৯,৯৫৬,৪৯৯)
দেশীয় ট্রেজারি বিল এবং বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	(১৯,৯৪৮,০৭৮)	(২১,৬২৪,৫১০)
স্বর্ণ লেনদেনের দাবি হতে প্রাপ্ত আয়	(২৫,৭৩৭)	(৯,৩২১)
	১৩,০৪৫,৬৯৫	**৫,৮৭৬,০২২**
বছরে প্রদত্ত আয়কর	(৫২৭,০৯৫)	(৫২৮,৮৮১)
শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল হতে প্রদান	(১০১,৭৭৬)	(৯৪,৭৭৫)
শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিলে সংস্থান	১০১,৪৩১	১০১,৭৭৬
ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা ঋণের হ্রাস)/(বৃদ্ধি)	(১৭৯,৯৮৬,১১৭)	(১২৪,৩৯৮,৪৭২)
বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ হতে অন্যান্য পাওনার হ্রাস/(বৃদ্ধি)	(৮১৪,৪৩০)	৪,১৯৭,৩৮৬
সরকারকে প্রদত্ত ঋণের হ্রাস/(বৃদ্ধি)	(২৪৩,৮৯৯,৭৩১)	৭৬,৮৯২,৩০০
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীদের দেশীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণের হ্রাস/(বৃদ্ধি)	২৬,৯৯৪,৬৯৪	(১৩৫,৯৮৮,৪৬০)
বরাদ্দকৃত এসডিআর এর প্রদত্ত সুদের(হ্রাস)/বৃদ্ধি	২০৪,৪৭৯	(১,৪৭৬)
দেশীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদের হ্রাস/(বৃদ্ধি)	(১,৩৭৪,০৯৩)	৫,৭৭৩,৮১৭
অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদের হ্রাস/(বৃদ্ধি)	৭৮৭,০০১	৮২,৫৯৯
প্রচারণকৃত মুদ্রার (হ্রাস)/বৃদ্ধি	২৯১,৯৮৩,২৯৬	১৮৭,৭২২,৪৫০
অন্যান্য দেশীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(১১৪,১৪৫,৭৫৫)	১০৫,০৭৮,৬২৫
	(২২০,৭৭৮,০৯৭)	**১১৮,৮৩৬,৮৯০**
পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ	**(২০৭,৭৩২,৪০২)**	**১২৪,৭১২,৯১২**
বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
আইএমএফ এর সাথে দায়সমূহের নিষ্পত্তি	(৬০,৪৯৭,৮৯৫)	২,৯৭৩,২৬২
স্বল্প মেয়াদি আমানত, ইউএস ট্রেজারি নোটস, বৈদেশিক বিলসমূহ এবং বন্ডসমূহ হতে বিনিয়োগ আয়	২২,০০৬,৯০৫	১৯,৯৫৬,৪৯৯
বৈদেশিক বিল, ইউএস ট্রেজারি নোট এবং বন্ডসমূহ হতে নিট বিনিয়োগ আয়	(৪০৪,৫৭৯,৫৬৬)	(৩৪১,৮৫৪,৪২২)
বৈদেশিক স্বল্প মেয়াদি আমানতে নিট বিনিয়োগ	৭১৯,২৫১,২৭৭	১৭০,৪৭০,৪৮০
দেশীয় ট্রেজারি বিল ও বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	১৯,৯৪৮,০৭৮	২১,৬২৪,৫১০
দেশীয় ট্রেজারি বিল ও বন্ডে নিট বিনিয়োগ	(২৩৬,৬৩১,২৩১)	৪৮,৮০৫,৪৩৭
অন্যান্য দেশীয় বিনিয়োগ	৭৭৯,৩৩৪	১৪৭,২৯৪
স্বর্ণ লেনদেনের দাবি হতে প্রাপ্ত আয়	২৫,৭৩৭	৯,৩২১
সম্পদ বিক্রি থেকে আয়	১,২৫৫	৬৬৪,৯৬৪
দেশীয় সম্পদ এবং অস্পর্শনীয় সম্পদের সংযোজন	(৪৯৬,৫৩০)	(৯৮৮,১৭৫)
বিনিয়োগ কার্যক্রমে নিট নগদ ব্যবহার	**৫৯,৮০৭,৩৬৪**	**(৭৮,১৯০,৮৩১)**
অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
সরকারকে লভ্যাংশ প্রদান	(৩১,০৯৯,৭৭৭)	(৫৫,৪৬১,৪০৫)
অর্থায়ন কার্যক্রমে নিট নগদ বহিঃ/আন্ত প্রবাহ	**(৩১,০৯৯,৭৭৭)**	**(৫৫,৪৬১,৪০৫)**
নগদ ও নগদ সমতুল্যের নিট বৃদ্ধি /(হ্রাস)	**(১৭৯,০২৪,৮১৫)**	**(৮,৯৩৯,৩২৪)**
নগদ ও নগদ সমতুল্য প্রারম্ভিক স্থিতি	৪৩৯,৯৫৮,৮৬৫	৪৪৮,৮৯৮,১৯০
৩০ শে জুন তারিখে নগদ ও নগদ সমতুল্য	**২৬০,৯৩৪,০৫০**	**৪৩৯,৯৫৮,৮৬৫**
নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত		
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৭৮,৫১৯,৮০৫	৪৯,৪৮১,৭৫৯
তিন মাস বা তার কম মেয়াদি বৈদেশিক বিনিয়োগ	১,৩৪৬,৩৪৯,৮২৫	১,৮৪৭,৫৭০,১২৩
ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রার স্থিতি	৪,০৭৪,৮০০	৫,০৮২,০১৫
পুন বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজ	২,১৮০,০০০	-
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক মুদ্রা জমা	(২৬০,৯২৮,৪৯১)	(২৫০,৯৫৬,৫৬৬)
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	(৯০৯,২৬১,৮৮৮)	(১,২১১,২১৮,৪৬৬)
৩০ শে জুন তারিখে নগদ ও নগদ সমতুল্য	**২৬০,৯৩৪,০৫১**	**৪৩৯,৯৫৮,৮৬৫**

বাংলাদেশ ব্যাংক
"পৃথক নগদ প্রবাহ বিবরণী
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের"

'০০০ টাকায়

বিবরণ	২০২২	২০২১
পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
মুনাফা	২৯২,৪৭০,০৬৭	৫৭,৭৭২,১৮৫
সমন্বয়সমূহ:		
অবচয়	১,২২০,০৩৫	৯৮২,০৩৫
ঋণ ক্ষতি সংস্থান	(৯৫৮,২৫৫)	(১,২১০,৭০৮)
বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়-অনাদায়ী	(২৩৮,৮১৬,১৬২)	(১০,৯২৮,০৪৩)
স্বল্প মেয়াদি আমানত, বৈদেশিক বিল এবং বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	(২১,৭৫৭,১১১)	(১৯,৯৫৬,৪৯৯)
স্থানীয় ট্রেজারি বিল এবং বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	(১৯,৯৪৮,০৭৮)	(২১,৬২৪,৫১০)
স্বর্ণ লেনদেনের দাবি হতে প্রাপ্ত আয়	(২৫,৭৩৭)	(৯,৩২১)
লভ্যাংশ থেকে আয়	(৬০০,০০০)	(৬০০,০০০)
	১১,৫৮৪,৭৫৯	**৪,৪২৫,১৩৯**
ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা ঋণের হ্রাস/(বৃদ্ধি)	(১৭৯,৯৮৬,১১৭)	(১২৪,৩৯৮,৪৭২)
বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ হতে অন্যান্য পাওনার হ্রাস/(বৃদ্ধি)	(৮১৪,৪৩০)	৪,১৯৭,৩৮৬
সরকারকে প্রদত্ত ঋণের হ্রাস/(বৃদ্ধি)	(২৪৩,৮৯৯,৭৩১)	৭৬,৮৯২,৩০০
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণের হ্রাস/(বৃদ্ধি)	২৬,৮৫৪,৬৮৭	(১৩৬,৩১৯,৩৪৫)
বরাদ্দকৃত এসডিআর এর প্রদত্ত সুদের(হ্রাস)/বৃদ্ধি	২০৪,৪৭৯	(১,৪৭৬)
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদের হ্রাস/(বৃদ্ধি)	(২৪৫,৩৭৬)	৫,৪০৬,৫২০
অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদের হ্রাস/(বৃদ্ধি)	৩১৪,৩৭২	৫৮১,১০৩
প্রচারণকৃত মুদ্রার(হ্রাস)/বৃদ্ধি	২৯১,৯৮৩,২৯৬	১৮৭,৭২২,৪৫০
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(১১৩,৬০৯,৬৬৩)	১০৫,৪৩৪,৪৪৯
	(২১৯,১৯৮,৪৮৩)	**১১৯,৫১৪,৯১৫**
পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ	**(২০৭,৬১৩,৭২৪)**	**১২৩,৯৪০,০৫৪**
বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
আইএমএফ এর সাথে দায়সমূহের নিষ্পত্তি	(৬০,৪৯৭,৮৯৫)	২,৯৭৩,২৬২
স্বল্প মেয়াদি আমানত, ইউএস ট্রেজারি নোটস, বৈদেশিক বিলসমূহ এবং বন্ডসমূহ হতে বিনিয়োগ আয়	২২,০০৬,৯০৫	১৯,৯৫৬,৪৯৯
বৈদেশিক বিল, ইউএস ট্রেজারি নোট এবং বন্ডসমূহে নিট বিনিয়োগ	(৪০৪,৫৭৯,৫৬৬)	(৩৪১,৮৫৪,৪২২)
বৈদেশিক স্বল্পমেয়াদি আমানতে নিট বিনিয়োগ	৭১৯,২৫১,২৭৭	১৭০,৪৭০,৪৮০
স্বল্প মেয়াদে স্থানীয় মুদ্রায় নিট বিনিয়োগ	(২৩৬,৬৩১,২৩১)	৪৮,৮০৫,৪৩৭
স্থানীয় ট্রেজারি বিল ও বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	১৯,৯৪৮,০৭৮	২১,৬২৪,৫১০
স্থায়ী সম্পদ এবং অস্পর্শনীয় সম্পদের সংযোজন	(৩৯০,৪০৩)	(৯০১,০৮৯)
সম্পদ বিক্রি থেকে আয়	১,২৫৫	৬৬৪,৯৬৪
	২৫,৭৩৭	৯,৩২১
লভ্যাংশ থেকে আয়	৬০০,০০০	৬০০,০০০
বিনিয়োগ কার্যক্রমে নিট নগদ ব্যবহার	**৫৯,৭৩৪,১৫৭**	**(৭৭,৬৫১,০৩৯)**
অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
সরকারকে লভ্যাংশ প্রদান	(৩১,০৯৯,৭৭৭)	(৫৫,৪৬১,৪০৫)
অর্থায়ন কার্যক্রমে নিট নগদ বহিঃ/আন্ত প্রবাহ	**(৩১,০৯৯,৭৭৭)**	**(৫৫,৪৬১,৪০৫)**
নগদ ও নগদ সমতুল্যের নিট বৃদ্ধি /(হ্রাস)	**(১৭৮,৯৭৯,৩৪৪)**	**(৯,১৭২,৩৮৯)**
নগদ ও নগদ সমতুল্য প্রারম্ভিক স্থিতি	৪৩৯,৫০৩,৫১৯	৪৪৮,৬৭৫,৯০৯
৩০ শে জুন তারিখে নগদ ও নগদ সমতুল্য	**২৬০,৫২৪,১৭৫**	**৪৩৯,৫০৩,৫১৯**
নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত		
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৭৮,৫১৯,৮০৫	৪৯,৪৮১,৭৫৯
তিন মাস বা তার কম মেয়াদি বৈদেশিক বিনিয়োগ	১,৩৪৬,৩৪৯,৮২৫	১,৮৪৭,৫৭০,১২৩
ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রার স্থিতি	৩,৬৬৪,৯২৪	৪,৬২৬,৬৬৯
পুন: বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজ	২,১৮০,০০০	-
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক মুদ্রা জমা	(২৬০,৯২৮,৪৯১)	(২৫০,৯৫৬,৫৬৬)
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	(৯০৯,২৬১,৮৮৮)	(১,২১১,২১৮,৪৬৬)
৩০ শে জুন তারিখে নগদ ও নগদ সমতুল্য	**২৬০,৫২৪,১৭৫**	**৪৩৯,৫০৩,৫১৯**

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

১। প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

বাংলাদেশ ব্যাংক ('ব্যাংক') একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং মুদ্রা ও আর্থিক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা যা বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৭) এর আদেশবলে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয় মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ এ অবস্থিত।

ব্যাংকটির নিম্নোক্ত ১০টি শাখা অফিস রয়েছে ঃ

শাখা অফিসের নাম	ঠিকানা
১. মতিঝিল অফিস	মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
২. চট্টগ্রাম অফিস	নতুন/৬১৭, শহীদ সোহরাওয়ার্দি রোড, চট্টগ্রাম
৩. রাজশাহী অফিস	নাটোর রোড, মাঝি হাটা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী-৬০০০
৪. বগুড়া অফিস	হোল্ডিং নং- ১৬৮৩, ঠনঠনিয়া, বগুড়া-৫৮০০
৫. রংপুর অফিস	বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুর অফিস, রংপুর-৫৪০০
৬. খুলনা অফিস	১, রতন সেন রোড, খুলনা-৯১০০
৭. বরিশাল অফিস	দ্বীন বন্ধু সেন রোড, বরিশাল-৮২০০
৮. সিলেট অফিস	ভিআইপি রোড, তালতলা, সিলেট-৩১০০
৯. সদরঘাট অফিস	বাহাদুরশাহ্ রোড, সদরঘাট, ঢাকা-১০০০
১০. ময়মনসিংহ অফিস	২৯ দূর্গাবাড়ি রোড, ময়মনসিংহ-২২০০

দেশব্যাপী কিছু সুনির্দিষ্ট রাজস্ব কার্যাবলী পরিচালনার জন্য সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের সাথে ব্যাংকটির একটি স্বতন্ত্র এজেন্সি ব্যবস্থা চালু রয়েছে। উক্ত এজেন্সি ব্যবস্থার অধীনে ২০২২ সালের ৩০ জুন তারিখে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের ৭৩১ টি শাখা প্রাত্যহিক রাজস্ব কার্যাবলীতে জড়িত ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৭এ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যাংকটির প্রধান কার্যক্রমগুলো হচ্ছে-

- মুদ্রা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে হস্তক্ষেপকরণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- মুদ্রা নীতির সাথে রাজস্ব ও মুদ্রা বিনিময় হার নীতির সংশ্লেষ, অর্থনীতিতে বিভিন্ন নীতি-সিদ্ধান্তের প্রভাব সর্ম্পকে সরকারকে পরার্মশ এবং এতদ্বিষয়ক প্রয়োজনীয় আইনী পদক্ষেপের প্রস্তাবনা প্রদান;
- বাংলাদেশের বৈদেশিক রিজার্ভ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- ব্যাংক নোট ইস্যুকরণসহ একটি নিরাপদ ও কার্যকর পরিশোধ ব্যবস্থা উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণ এবং
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করা।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ১৬(১৮) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কাজ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৪(২) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পূর্ণ মূলধনের স্বত্তাধিকারী বাংলাদেশ সরকার।

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড (এসপিসিবিএল) নামে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি রয়েছে যা মুদ্রা নোটসহ বিভিন্ন সিকিউরিটিজ মুদ্রণ ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালের ২২ এপ্রিল তারিখে গঠিত হয়। ব্যাংক ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি একত্রে "গ্রুপ" নামে অভিহিত। টীকা নং ৩.০১ ও ১৩.০১ দ্রষ্টব্য।

২। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ভিত্তি

২.০১। পরিপালন বিবৃতি

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক একটি চলমান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এর আর্টিকেল নং ৭৬ এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে। উক্ত আর্টিকেল অনুযায়ী- সরকারি আদেশ এবং উক্ত আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি ও শর্তাদি ব্যতিরেকে ব্যাংকটির অবসায়ন ঘটানো যাবে না। এই আর্টিকেলের শর্ত সাপেক্ষে গ্রুপটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে থাকে।

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড (আইএএসবি) কর্তৃক প্রণীত ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএফআরএস) অনুযায়ী গ্রুপের একীভূত ও ব্যাংকের পৃথক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে। আইএএস ও আইএফআরএসসমূহের পরিপালন অবস্থা নিম্নরূপ:

		কমপ্লায়েন্স স্ট্যাটাস
আইএএস-১	আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন	পরিপালিত
আইএএস-২	মজুদ পণ্য	পরিপালিত
আইএএস-৭	নগদ প্রবাহের বিবরণী	পরিপালিত
আইএএস-৮	হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা, হিসাববিজ্ঞানের অনুমানের পরিবর্তন ও ত্রুটিসমূহ	পরিপালিত
আইএএস-১০	প্রতিবেদন সময় পরবর্তী ঘটনা	পরিপালিত
আইএএস-১২	আয়কর	পরিপালিত
আইএএস-১৬	সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি	পরিপালিত
আইএএস-১৯	কর্মচারী সুবিধাসমূহ	পরিপালিত
আইএএস-২০	সরকারি অনুদানের হিসাবায়ন ও সরকারি সাহায্যের উপস্থাপন	প্রযোজ্য নয়
আইএএস-২১	বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার পরিবর্তনের প্রভাব	পরিপালিত
আইএএস-২৩	ঋণের ব্যয়	পরিপালিত

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		কমপ্লায়েন্স স্ট্যাটাস
আইএএস-২৪	প্রাসঙ্গিক পক্ষের সংশ্লিষ্ট প্রকাশ	পরিপালিত
আইএএস-২৬	অবসরোত্তর সুবিধা ব্যবস্থার হিসাবায়ন ও প্রতিবেদন	প্রযোজ্য নয়
আইএএস-২৭	পৃথক আর্থিক বিবরণী	পরিপালিত
আইএএস-২৮	সহযোগি ও যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ	প্রযোজ্য নয়
আইএএস-৩২	আর্থিক দলিলাদি: উপস্থাপন	পরিপালিত
আইএএস-৩৩	শেয়ার প্রতি আয়	প্রযোজ্য নয়
আইএএস-৩৪	অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক প্রতিবেদন	প্রযোজ্য নয়
আইএএস-৩৬	সম্পত্তির অধোগমন	পরিপালিত
আইএএস-৩৭	সঞ্চিতি, সম্ভাব্য দায় ও সম্পদ	পরিপালিত
আইএএস-৩৮	অস্পৃশ্য সম্পদ	পরিপালিত
আইএএস-৪০	বিনিয়োগ সম্পদ	প্রযোজ্য নয়
আইএএস-৪১	কৃষি	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস-১	প্রথমবার ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস প্রতিপালন	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস-২	শেয়ারভিত্তিক পরিশোধ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস-৩	ব্যবসায় একত্রীকরণ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস-৪	বীমাচুক্তি	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস-৫	বিক্রয় ও স্থগিত কার্যক্রমের জন্য অ-চলতি সম্পদসমূহ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস-৬	খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস-৭	আর্থিক দলিলাদি: প্রকাশসমূহ	পরিপালিত
আইএফআরএস-৮	পরিচালন অংশসমূহ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস-৯	আর্থিক দলিলাদি	পরিপালিত
আইএফআরএস-১০	একীভূত আর্থিক বিবরণী	পরিপালিত
আইএফআরএস-১১	যৌথ ব্যবস্থা	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস-১২	অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্বার্থ প্রকাশ	পরিপালিত
আইএফআরএস-১৩	ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ	পরিপালিত
আইএফআরএস-১৪	রেগুলেটরি বিলম্বিত হিসাব	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস-১৫	গ্রাহকের সাথে চুক্তি হতে আয়	পরিপালিত
আইএফআরএস-১৬	ইজারা	পরিপালিত

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

২.০২। মূল্যায়নের ভিত্তি

নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ ব্যতিরেকে একীভূত ও পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহ (আর্থিক অবস্থার প্রতিবেদন) ঐতিহাসিক ব্যয় ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে:

মূল্যায়নের ভিত্তি	উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ
অবলোপিত মূল্য	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত বৈদেশিক ও দেশীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ; বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বিল; ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল, বৈদেশিক বন্ড
ওসিআই দ্বারা ন্যায্য মূল্য	বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড; ইউএস ট্রেজারি নোট এবং সুইফট শেয়ার; স্বর্ণ এবং রৌপ্য; স্বর্ণ সংক্রান্ত লেনদেন হতে উদ্ভূত দাবি
বর্তমান মূল্য	নির্দিষ্ট বেনিফিট অবলিগেশন হতে উদ্ভূত দায়

২.০৩। কার্যকরী ও উপস্থাপন মুদ্রা

আর্থিক বিবরণীসমূহ বাংলাদেশি টাকায় (৳) উপস্থাপন করা হয়েছে যা গ্রুপের কার্যকর এবং উপস্থাপন মুদ্রা। উল্লেখ ব্যতীত আর্থিক বিবরণীসমূহ নিকটবর্তী হাজার টাকার অঙ্কে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.০৪। ইস্যু বিভাগ ও ব্যাংকিং বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী ব্যাংকিং বিভাগ হতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক ইস্যু বিভাগ কর্তৃক নোট ইস্যুর কাজ পরিচালনা করা হবে। সে প্রেক্ষিতে ইস্যু বিভাগ শুধুমাত্র নোট ইস্যু এবং ইস্যুর বিপরীতে সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ন্যস্ত। ব্যাংকের অন্যান্য কার্যকলাপ ব্যাংকিং বিভাগের ওপরে ন্যস্ত। ব্যাংকের অভ্যন্তরে বিভাগসমূহের পৃথকীকরণ এবং ইস্যু ও ব্যাংকিং বিভাগের বিবরণীসমূহ (একত্রে 'আর্থিক অবস্থার বিবরণী' বলা হয়) অভ্যন্তরীণভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং বছরব্যাপী তা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ ব্যাংকের সকল দায় ও সম্পদসমূহকে একত্রিত করে প্রস্তুত করা হয়। প্রচারণকৃত নোটের বিপরীতে সম্পদের সংস্থানের বিষয়ে টীকা নং ২১ এ উল্লেখ রয়েছে।

২.০৫। অনুমান ও অভিমতের ব্যবহার

আইএফআরএস অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত নিশ্চিত করণার্থে ব্যবস্থাপনা কর্তৃক কিছু অভিমত, অনুমান ও ধরনের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। যে সকল সম্পদ, দায়, আয় ও ব্যয়ের অঙ্ক সরাসরি নিরূপণ করা যায় না সে সকল ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের নীতি প্রয়োগে এসকল অভিমত ও ধরণ ব্যবহার করা হয়েছে।

অনুমান ও তৎসংশ্লিষ্ট ধরন মূলত পূর্ব অভিজ্ঞতা ও নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক বলে বিবেচিত হয় এমন অন্যান্য কিছু বিষয়ের

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। ফলে প্রকৃত ফলাফল ও অনুমানের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। অনুমান হিসাব ও সংশ্লিষ্ট ধারণাসমূহ নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে।

অনুমান হিসাবের পরিমার্জন যদি ভবিষ্যতের কোন সময়ের জন্য প্রযোজ্য হয়, তবে ঐ সময়ে এবং যদি বর্তমান ও ভবিষ্যতের সময়ের জন্য প্রযোজ্য হয় তবে উভয় সময়ের জন্যই হিসাবায়িত হয়।

বিশেষতঃ আর্থিক বিবরণীর নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে অনুমান হিসাব ব্যবহারের মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালার প্রয়োগ করা হয়েছে:

- কার্যকর বাজার নেই এমন আর্থিক উপকরণের ন্যায্য মূল্য
- আর্থিক সম্পদের অধোগমন যাচাই
- আইএফআরএস-৯ অনুযায়ী আর্থিক উপকরণের জন্য ব্যবসায় ধরণ বিবেচনা
- কার্যকর সুদের হার হিসাবায়ন
- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি এবং অস্পৃশ্য সম্পদের অবচয় ও অবক্ষয় হিসাবায়নের লক্ষ্যে এর আয়ুষ্কাল নির্ধারণ
- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির পুনর্মূল্যায়ন
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসর পরবর্তী সুবিধার হিসাবায়ন।

২.০৬। তুলনামূলক তথ্য

এই আর্থিক বিবরণীতে আইএএস-১ ও আইএএস-৮ অনুযায়ী পূর্ববর্তী বছরের সাথে তুলনামূলক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান বছরের আর্থিক বিবরণী বোঝার সুবিধার্থে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ' অংশে বর্ণনামূলক তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে।

২.০৭। পুনঃবিবৃতি/পুনঃশ্রেণিকরণ

আইএএস-৮: হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহ, হিসাবরক্ষণ প্রাক্কলন এবং ত্রুটির পরিবর্তন অনুযায়ী পূর্ববর্তী বছরের ভুলত্রুটিগুলো পূর্ববর্তী অর্থবছরের সাথে সমন্বয় করতে হবে। ৩০ জুন ২০২২ তারিখ ভিত্তিক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীর নগদ প্রবাহ বিবরণীতে 'বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত মুনাফা- অ-উসুলকৃত' এবং 'স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবীকৃত সুদ' পুনঃশ্রেণিকৃত হয়েছে।

২.০৮। ২০২১-২২ বছরে প্রযোজ্য স্ট্যান্ডার্ড ও আইএফআরএসসমূহের সংশোধনীসমূহের ব্যাখ্যা

বর্তমান বছরে কিছু নতুন স্ট্যান্ডার্ড এবং বিদ্যমান স্ট্যান্ডার্ডের সংশোধনী কার্যকর হয়েছে। তবে, আর্থিক বিবরণীতে এ সকল পরিবর্তনের কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই।

২.০৯। ভবিষ্যতে প্রযোজ্য স্ট্যান্ডার্ড ও আইএফআরএস সংশোধনীসমূহের ব্যাখ্যা

১ জুলাই ২০২২ হতে পরবর্তী সময়কালে শুরু হওয়া বার্ষিক প্রতিবেদনের সময়কারের জন্য নিম্নবর্ণিত স্ট্যান্ডার্ড ও সংশোধনীসমূহ

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

কার্যকর হবে। এ সকল পরিবর্তন ১ জুলাই ২০২২ তারিখের পূর্বে গ্রহণ করা অনুমান, তবে ব্যাংক তা এ বছরে গ্রহণ করেনি।

- ৩০ জুন ২০২১ তারিখের পরে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত ভাড়া ছাড়করণ (আইএফআরএস-১৬ এর সংশোধনী)
- কঠিন চুক্তি- চুক্তি পূরণের ব্যয় (আইএএস-৩৭ এর সংশোধনী)
- ২০১৮-২০২০ সময়কালে আইএফআরএস ধারাসমূহের বার্ষিক হালনাগাদকরণ
- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি: অভীষ্ট ব্যবহারের পূর্বে ব্যয় (আইএএস-১৬ এর সংশোধনী)
- ধারণাগত কাঠামোর সূত্র (আইএফআরএস-৩ এর সংশোধনী)
- চলতি ও অ-চলতি হিসেবে দায়ের শ্রেণিকরণ (আইএএস-১ এর সংশোধনী)
- হিসাবের নীতির টীকাসমূহ (আইএএস-১ ও আইএফআরএস অনুশীলন বিবৃতি-২ এর সংশোধনী)
- অনুমান হিসাবের সংজ্ঞা (আইএএস-৮ এর সংশোধনী)
- একক লেনদেন হতে উদ্ভুত বিলম্বিত কর সংক্রান্ত সম্পত্তি ও দায় (আইএএস-১২ এর সংশোধনী)

প্রারম্ভিক মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে, উল্লিখিত নতুন স্ট্যান্ডার্ড ও বিদ্যমান স্ট্যান্ডার্ডের সংশোধনীর কোনটিই ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে না।

৩। হিসাবের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা

গ্রুপ কর্তৃক প্রণীত আর্থিক বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে:

৩.০১। একীভূতকরণের ভিত্তি

'আইএফআরএস-১০: একীভূত আর্থিক বিবরণী' অনুসারে গ্রুপের একীভূত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাবসিডিয়ারি

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড (এসপিসিবিএল) বাংলাদেশ ব্যাংকের শতভাগ মালিকানাধীন একটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক এসপিসিবিএল এর ১১,৯৯৮,৯৯৪ শেয়ার ধারণ করে। কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ন্যূনতম শেয়ার ধারকের সংখ্যা ৭ জন হওয়ায় জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের ১০০০ টি শেয়ার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, এসপিসিবিএলএর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের যুগ্ম সচিব ও বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মহাপরিচালক প্রত্যেকের জন্য একটি করে শেয়ার বরাদ্দ করা হয়েছে। তদসত্বেও, বাংলাদেশ ব্যাংক এ সকল শেয়ারের উপকারভোগী মালিক। আইএফআরএস-১০ এর পরিশিষ্ট-এ তে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী অ-নিয়ন্ত্রণকারী স্বার্থ হিসেবে এ সকল শেয়ারহোল্ডারকে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বীকৃতি দানের প্রয়োজন পড়ে না কারণ তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যাংকের সাথে সম্পর্কিত। উল্লেখ্য, ৩০ জুন ২০২২ তারিখে অ-নিয়ন্ত্রণকারী স্বার্থের মালিকানা স্বত্বের (যদি স্বীকৃতি দেয়া হতো) মোট পরিমাণ ছিল ৮৩,২৪৪,৭৬৯ মাত্র। সময়ে সময়ে

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রদত্ত চাহিদার ভিত্তিতে ব্যাংক নোট মুদ্রণ ও সরবরাহ করা এসপিসিবিএল এর দায়িত্ব। প্রতিষ্ঠানটি পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে নোট সরবরাহ করে থাকে। ব্যাংকের পাশাপাশি অন্যান্য পক্ষের নিকটও এসপিসিবিএল সিকিউরিটিজ পণ্য বিক্রি করে থাকে।

একীভূতকরণের ক্ষেত্রে বাদ দেয়া লেনদেনসমূহ

একীভূত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আন্তঃগ্রুপ স্থিতি ও লেনদেনসমূহ এবং আন্তঃগ্রুপ লেনদেন হতে উদ্ভুত অনুপার্জিত আয় এবং ব্যয় পরিহার করা হয়েছে। সাবসিডিয়ারি লেনদেন হতে উদ্ভুত অ-উসুলকৃত লাভ সাবসিডিয়ারি গ্রুপের স্বার্থ অনুযায়ী ততটুকু পর্যন্ত বাদ দেওয়া হয়েছে। অ-উসুলকৃত লাভের মতো অ-উসুলকৃত ক্ষতিও একইভাবে ততটুকু পরিহার করা হয়েছে যার মূল্যহ্রাসের কোন প্রমাণ নেই।

৩.০২ বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন

'আইএএস-২১: বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার পরিবর্তনের প্রভাব' এ বর্ণিত বিধান অনুসারে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনকে উক্ত লেনদেনের তারিখে বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার প্রয়োগ করে টাকায় প্রকাশ করা হয়েছে। স্থিতিপত্র প্রস্তুতের তারিখে বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত সম্পদ ও দায় উক্ত তারিখের বিনিময় হার প্রয়োগের মাধ্যমে টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়জনিত তারতম্য লাভ/ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ এবং দায় বাজার মূল্যে মূল্যায়িত হয়েছে এবং ঐ তারিখের বিনিময় হার প্রয়োগ করে টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে। লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে বৈদেশিক মুদ্রার লাভ-ক্ষতি বিনিময় হারের লাভ-ক্ষতির নিট ভিত্তিতে প্রদর্শিত হয় যা মূলত নির্ভর করে বৈদেশিক মুদ্রার নিট লাভ/ক্ষতির পরিবর্তনের ভিত্তিতে। স্থিতিপত্র প্রস্তুতের তারিখে টাকার বিপরীতে প্রধান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার যা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়েছে তা তুলে ধরা হলো:

বৈদেশিক মুদ্রা	বিনিময় হার (টাকা)	
	৩০ জুন ২০২২	৩০ জুন ২০২১
ইউএস ডলার	৯৩.৪৫০০	৮৪.৮১৪৬
অস্ট্রেলিয়ান ডলার	৬৪.৪৮৯৯	৬৩.৫৯৪০
কানাডিয়ান ডলার	৭২.৫৯৯৪	৬৮.৪৩২০
ইউরো	৯৭.৯৫৪৩	১০০.৫৪৭৭
পাউন্ড স্টার্লিং	১১৩.৭৭৫৪	১১৭.২৭৩২
সিএনওয়াই	১৩.৯৬২৮	১৩.১১৩৮
জেপিওয়াই	০.৬৮৮৫	০.৭৬৩৪
এসডিআর	১২৪.০৮২৯	১২০.৯৭৯৬
এসজিডি	৬৭.২৩৯৯	৬৩.০৫৪৫
এসইকে	৯.১৪৪৮	৯.৯১৭৩

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.০৩। বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনজনিত লাভ/ক্ষতি

বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনজনিত উসুলকৃত লাভ/ক্ষতি গড় ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্ণয় করা হয়। প্রতি মাসের শেষে প্রতিটি মুদ্রার গড় ব্যয়ের স্থিতির মধ্যকার পার্থক্য (ক) যখন মুদ্রা পজিশনের নিট বৃদ্ধি হয় তখন গড় মূল্যের বৃদ্ধি হল মাসের গড় হার এবং বৃদ্ধি পাওয়া মুদ্রার মূল্যের গুনিতকের সমান। এবং (খ) যখন মুদ্রা পজিশনের নিট হ্রাস হয় তখন প্রারম্ভিক গড় হারের সাথে হ্রাসকৃত মূল্যের তুলনা করে গড় মূল্যের হ্রাস নির্ণয় করা হয়। সমাপনী বিনিময় হারের অভিহিত মূল্য এবং মুদ্রার গড় মূল্যের পার্থক্য নির্ণীত হয়েছে। এই পার্থক্যকে উসুলকৃত পুনমূল্যায়নজনিত সঞ্চিতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

উসুলকৃত পুনমূল্যায়নজনিত সঞ্চিতি হিসাব এবং লেজার ব্যালেন্সের পার্থক্যকে আলোচ্য সময়ের অনুসুলকৃত পুনমূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি বলা হয় এবং একে উক্ত সময়ের লাভ/ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়। পরবর্তীতে উসুলকৃত এবং অনুসুলকৃত এই লাভ/ক্ষতি আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্য জনিত সঞ্চিতিতে এবং বৈদেশিক মুদ্রার পুনমূল্যায়নজনিত সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়।

৩.০৪ পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি হিসাবায়ন

আইএফআরএস অনুযায়ী বাজার মূল্য ও মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তনের কারণে বৈদেশিক মুদ্রা, স্বর্ণ, রৌপ্য, আর্থিক উপকরণ এবং সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি উদ্ভূত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্য ও কার্যাবলি অনুযায়ী বৈদেশিক বাজারে টাকার প্রতিযোগিতামূলক মান ধরে রাখা, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে হস্তক্ষেপ করা ও বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডারের আর্টিকেল ৬৪ (আর্টিকেল ৭ ও ১৬ এর সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে) অনুযায়ী এরূপ পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি কতিপয় সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। সম্পত্তির বাজার মূল্যের পরিবর্তন, বিনিময় হারের অস্থিরতা, বৈশ্বিক অপ্রত্যাশিত অর্থনৈতিক আঘাত এবং অন্যান্য আর্থিক ঝুঁকির বিপরীতে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলার উদ্দেশ্যে এ সকল সঞ্চিতি রাখা হয়ে থাকে। এ ধরনের সঞ্চিতি সংরক্ষণ করা বিশ্বের অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের একটি নিয়মিত চর্চা।

৩.০৫ আর্থিক সম্পদ ও দায়

বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব, বৈদেশিক বিনিয়োগ, আইএমএফ এ রক্ষিত সম্পদ, স্বর্ণ ও রৌপ্য, স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবী, ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ, বৈদেশিক মুদ্রার অন্যান্য আর্থিক সম্পদ, নগদ ও নগদ সমতুল্য রিপো, বাংলাদেশ সরকারকে দেয় ঋণ, স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ, ব্যাংকসমূহ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ এবং স্থানীয় মুদ্রার অন্যান্য আর্থিক সম্পদ এর সমন্বয়ে ব্যাংকের আর্থিক সম্পদ গঠিত।

অন্যদিকে, আর্থিক দায়ের মধ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় আমানত গ্রহণ, আইএমএফ-এর নিকট দায়, মুদ্রা প্রচারণ, স্বল্প মেয়াদি ধার এবং অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায় ইত্যাদি রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(ক) স্বীকৃতি এবং প্রাথমিক মূল্যায়ন

ঋণ ও অগ্রিম যে তারিখে উদ্ভুত হয় সে তারিখের ভিত্তিতেই তা আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সম্পদ ক্রয় অথবা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রদান ও অন্তর্ভুক্তকরণের কাজটি যে তারিখে গ্রুপ কর্তৃক সম্পদ গ্রহণ করা হয় বা মূল্য পরিশোধ করা হয় ঐ তারিখে হিসাবায়িত হয়। অন্যান্য আর্থিক সম্পদ ও দায় প্রাথমিকভাবে তখনই স্বীকৃতি প্রদান করা হয় যখন গ্রুপ উপকরণসমূহ বিনিময় চুক্তির একটি পক্ষ হিসেবে কাজ করে। আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহ প্রাথমিকভাবে প্রকৃত মূল্যে মূল্যায়িত হয়ে থাকে।

(খ) শ্রেণিকরণ ও পরবর্তী মূল্যায়ন

প্রাথমিকভাবে হিসাবায়িত হওয়ার পর সম্পদ ও দায় শ্রেণিকরণ এবং পরবর্তী পরিমাপণের জন্য আইএফআরএস-৯ মোতাবেক বর্ণিত আর্থিক উপকরণসমূহ নিম্নরূপ :

১) অবলোপিত মূল্যে বাহিত আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহ

নিম্নোক্ত উভয় শর্ত পূরণ করা সাপেক্ষে আর্থিক সম্পদসমূহ অবলোপিত মূল্যে পরিমাপ করা হবে:

— ব্যবসায়িক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যে সকল আর্থিক সম্পদ শুধুমাত্র চুক্তিবদ্ধ আর্থিক প্রবাহ নিশ্চিত করবে; এবং

— চুক্তিবদ্ধ সময় অনুযায়ী একটি সুনির্দিষ্ট তারিখে আর্থিক প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা আসল এবং বকেয়া আসলের উপর আরোপিত সুদের পরিমাণ

বৈদেশিক বন্ড, ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল, বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বিল, এইচবিএফসি-তে ইক্যুইটি বিনিয়োগ এবং সুইফ্‌ট শেয়ার অবলোপিত মূল্যে নিরুপিত আর্থিক সম্পদ। সুইফ্‌ট শেয়ার পরিমাপ করা হয় অবলোপিত মূল্যে কারণ এ ধরনের শেয়ারের কোন উদ্ধৃত বাজারমূল্য নেই।

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন এর শেয়ার অবলোপিত মূল্যে আইএএস ২৭ অনুযায়ী একটি পৃথক আর্থিক বিবরণীতে পরিমাপ করা হয়।

স্বল্প মেয়াদি ধার, চালুকৃত মুদ্রা, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জমা এবং আইএমএফ এর নিকট দায় সোয়াপ্বত ঐতিহাসিক মূল্যে নিরুপিত আর্থিক দায়ের অন্তর্ভুক্ত।

২) অন্যান্য সামগ্রিক আয়ের দ্বারা হিসাবায়িত ন্যায্য মূল্য

নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে সরসরি অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে হিসাবায়িত হবে:

— ব্যবসায়িক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য যদি হয় চুক্তিবদ্ধ আর্থিক প্রবাহ গ্রহণ এবং আর্থিক সম্পদটি বিক্রি করা; এবং

— আর্থিক সম্পদের চুক্তিবদ্ধ সময় অনুযায়ী একটি সুনির্দিষ্ট তারিখে আর্থিক প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা মূল এবং বাকি থাকা মূলের উপর আরোপিত সুদের পরিমাণ ইউএস ট্রেজারি নোটস্, স্বর্ণ এবং রৌপ্য, বাংলাদেশ সরকারের বন্ড,

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ইক্যুইটি বিনিয়োগ (এসপিসিবিএল- এ বিনিয়োগ, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক এর শেয়ারে বিনিয়োগ) অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে সরাসরি হিসাবায়িত হবে।

সুইফ্‌ট শেয়ার কিংবা অন্যান্য ইক্যুইটি উপকরণের বিদ্যমান বাজার না থাকলে এর ক্রয়মূল্যকে বাজার মূল্য ধরা হয়েছে।

৩) আর্থিক সম্পদ ও দায় আয়/ব্যয় দ্বারা ন্যায্য মূল্যে হিসাবায়িত

আর্থিক সম্পদ প্রকৃত মূল্যে আয়/ব্যয় বিবরণীতে হিসাবায়িত হবে যদি-

— উপরে বর্ণিত দুটি উপায়ে এটি পরিমাপ করা না হয়ে থাকে।

— যদিও কোন প্রতিষ্ঠান কোন বিনিয়োগের প্রাথমিক স্বীকৃতিতে অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত নেয় যে, অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়িত বিনিয়োগ এখন থেকে প্রকৃত মূল্যে আয়/ব্যয় বিবরণীতে হিসাবায়িত হবে।

(গ) অবলোপিত মূল্য নিরূপণের নীতিমালা

আর্থিক সম্পদ ও দায়ের অবলোপিত মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সম্পদ ও দায়ের প্রাথমিক মূল্যায়ন হতে পরিশোধিত আসল বাদ দেয়ার পর কার্যকরী সুদ প্রয়োগ করে নির্ধারিত পুঞ্জীভূত অবলোপন হতে উদ্ভুত প্রাথমিক মূল্যায়ন ও মেয়াদপূর্তির মূল্যের পার্থক্য যোগ বা বিয়োগ করে ব্যবহারজনিত ক্ষতি বাবদ যদি কোন ক্ষতি থাকে তা বাদ দেওয়া হয়। কার্যকরী সুদ নির্ণয় পদ্ধতি হল একটি আর্থিক সম্পদ অথবা দায়ের (অথবা আর্থিক সম্পদ/দায়সমূহের) অবলোপনকৃত ব্যয় নির্ণয় এবং সুদ আয় ও সুদ ব্যয়কে সংশ্লিষ্ট সময়কালে বণ্টন করাকে বোঝায়।

কার্যকরী সুদ হার পদ্ধতি হল সেই পদ্ধতি যা ভবিষ্যৎ অনুমান নগদ প্রদান অথবা গ্রহণকে আর্থিক উপকরণসমূহের সম্ভাব্য আয়ুষ্কালের মধ্যে বণ্টন করে পাওয়া যায়। যখন কার্যকরী সুদ হার নির্ণয় করা হয় তখন গ্রুপ আর্থিক উপকরণসমূহের সকল ধরনের চুক্তির মেয়াদ এবং অনুমানসমূহের মধ্যে কোন সংশোধনী থাকলে তা লাভ/ক্ষতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। উক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে প্রদত্ত/প্রাপ্ত অর্থ রয়েছে যা আর্থিক উপকরণসমূহের কার্যকরী সুদ হার, লেনদেন খরচ এবং অন্যান্য অভিহিত এবং অবহিত মূল্যের অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

(ঘ) ন্যায্য মূল্য নিরূপণ নীতিমালা

ওয়াকিবহাল এবং ইচ্ছুক পক্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর আওতায় পরিমাপন তারিখে যে মূল্যে কোন সম্পদ হস্তান্তর বা দায় নিষ্পন্ন করা হয় সে মূল্যকে ন্যায্য মূল্য বলে। একটি দায়ের ন্যায্য মূল্যে উক্ত দায়ের অপরিপালন ঝুঁকির বিবেচনায় নেয়া হয়।

কোনো সম্পদ ও দায়ের ন্যায্য মূল্য নিরূপণে স্থিতিপত্রের তারিখে কার্যকরী বাজারে তার লেনদেনের দরকে বিবেচনা করা হয়েছে। কার্যকরী বাজার বলতে এমন ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে যথেষ্ট মূল্য উদ্ধৃতকারী থাকে এবং প্রতিনিয়ত প্রকৃত লেনদেন আইন সম্মতভাবে সম্পন্ন হয়।

যদি দরকৃত মূল্যের জন্য কোন কার্যকরী বাজার না থাকে তাহলে গ্রুপ মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

করে যা প্রাসঙ্গিক মূল্যায়নযোগ্য অন্তর্ভুক্তিসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি করে এবং অপ্রাসঙ্গিক অন্তর্ভুক্তিসমূহের ব্যবহার হ্রাস করে। নির্বাচনকৃত মূল্যায়ন কৌশল বাজারে অংশগ্রহণকারীগণ লেনদেনের মূল্য নির্ধারণে যতগুলো সূচক ব্যবহৃত হতে পারে তার সবগুলোই বিবেচনা করে।

একটি আর্থিক সম্পদের প্রকৃত মূল্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল লেনদেনকৃত মূল্য, অর্থাৎ বিবেচনাকৃত প্রাপ্ত/প্রদত্ত প্রকৃত মূল্য। যদি গ্রুপ নির্ধারণ করতে পারে যে প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীকৃত প্রকৃত মূল্য যদি লেনদেনকৃত মূল্য হতে ভিন্ন হয় এবং কোনো একটি সক্রিয় বাজারের নির্দিষ্ট একটি সম্পদ বা দায়ের প্রকৃত মূল্য যদি দরকৃত মূল্যের দ্বারা প্রমানিত না হয় অথবা মূল্য নির্ধারণী পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা না হয় তখন আর্থিক হাতিয়ার প্রাথমিকভাবে প্রকৃত মূল্যে নির্ধারিত হয় যা প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীকৃত প্রকৃত মূল্য এবং লেনদেনকৃত মূল্যের মধ্যকার পার্থক্য দূরীকরণে সমন্বয় করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত পার্থক্য আর্থিক হাতিয়ারের জীবনকালের ভিত্তিতে যথাযথভাবে ভাগ করে লাভ-ক্ষতি হিসাবে প্রদর্শন করা হয়।

প্রকৃত মূল্যে নির্ধারিত কোনো সম্পদ অথবা দায়ের যদি একটি দরকৃত মূল্য এবং একটি জিজ্ঞাস্য মূল্য থাকে তবে গ্রুপ সম্পদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লং পজিশনে দরকৃত মূল্য ব্যবহার করে এবং দায়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শর্ট পজিশনে জিজ্ঞাস্য মূল্য ব্যবহার করে।

আর্থিক সম্পদ এবং আর্থিক দায়ের পোর্টফোলিও যেগুলো বাজার ঝুঁকি ও ঋণের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে যা গ্রুপ ব্যবস্থাপনা করে থাকে সেক্ষেত্রে গ্রুপ একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকির জন্য নিট লং পজিশন বিক্রয় করে (অথবা ক্রয়ের মাধ্যমে নিট শর্ট পজিশন স্থানান্তর করে)। ঐ সকল পোর্টফোলিও শ্রেণির সমন্বয়সমূহ একক সম্পদ ও দায়সমূহের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয় পোর্টফোলিওতে তাদের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে।

রিপোর্টিং সময়ের সর্বশেষ দিনে প্রকৃত মূল্য ধাপের কোনো পর্যায়ে কোনো স্থানান্তর সংঘটিত হলে গ্রুপ সেটিকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

(ঙ) পরিমাপ পরবর্তী লাভ-ক্ষতি

বিক্রয়যোগ্য সম্পদের ন্যায্য মূল্যের পরিবর্তনজনিত লাভ-ক্ষতি অন্যান্য সমন্বিত আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যখন কোনো আর্থিক সম্পদ বিক্রয়, সংগ্রহ অথবা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তিকৃত হয়, তা হতে উদ্ভুত পুঞ্জীভূত লাভ/ক্ষতি যা ইতোপূর্বে অন্যান্য সমন্বিত আয়ে হিসাবায়িত হয়েছিল, তা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে স্থানান্তর করা হয়। লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে নিরূপিত ন্যায্য মূল্যের আর্থিক সম্পদ ও দায়ের মূল্য পরিবর্তনজনিত লাভ/ক্ষতি পরবর্তীতে লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঋণ ও প্রাপ্যসমূহ এবং মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত আর্থিক সম্পদসমূহ লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে হিসাব বিররণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(চ) হিসাবে অ-অন্তর্ভূক্তকরণ

গ্রুপ একটি আর্থিক সম্পদকে অস্বীকৃতি দেয় যখন আর্থিক সম্পদ হতে নগদ প্রবাহের চুক্তিভিত্তিক অধিকার মেয়াদোত্তীর্ণ হয় অথবা এটি একটি লেনদেনের চুক্তি ভিত্তিক নগদ প্রবাহ গ্রহণের অধিকার স্থানান্তর করে যার ফলে পরবর্তীতে আর্থিক

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সম্পদসমূহের মালিকানার ঝুঁকি ও পুরস্কার স্থানান্তরিত হয় অথবা পরবর্তীতে গ্রুপটি মালিকানার সকল ঝুঁকি ও পুরস্কার স্থানান্তরও করে না আর্থিক সম্পদসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ধরে রাখে না। এরূপ স্থানান্তরিত আর্থিক সম্পদসমূহ যা অস্বীকৃতির যোগ্য যা গ্রুপ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা ধরে রাখা হয় একটি ভিন্ন সম্পদ বা দায় হিসেবে। আর্থিক সম্পদের অস্বীকৃতির ফলে ঐ সম্পদের বাহিত মূল্য (অথবা স্থানান্তরিত সম্পদের মধ্যে বন্টনকৃত বাহিত মূল্য) এবং (ক) গৃহীত অনুদান (কোনো নতুন সম্পদ অর্জন বাদ নতুন দায় অবলোপন সহ) এবং (খ) কোনো প্রকার ক্রমযোজিত লাভ বা ক্ষতি যা অন্যান্য অবলোপিত আয় বিবরণিতে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তা লাভ বা ক্ষতি হিসাবেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

গ্রুপ আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে স্বীকৃত সম্পদের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে একটি লেনদেন সম্পন্ন করে থাকে, কিন্তু পরবর্তীতে স্থানান্তরিত সম্পদের সকল বা আংশিক ঝুঁকি ও পুরস্কার ধরে রাখে। যখন সকল অথবা প্রকৃত ঝুঁকি ও পুরস্কার ধরে রাখা হয় তখন স্থানান্তরিত সম্পদসমূহকে অস্বীকৃতি দেয়া হয়না। সম্পদ স্থানান্তরে সকল অথবা প্রকৃত ঝুঁকি ও পুরস্কার অন্তর্ভুক্ত, যেমন, স্বর্ণ লেনদেন জনিত দাবি এবং পুনঃক্রয় লেনদেনসমূহ। গ্রুপটি একটি আর্থিক দায়কে অস্বীকৃতি প্রদান করে যখন ইহার চুক্তিভিত্তিক দায়সমূহ অবমুক্ত বা প্রত্যাহার বা মেয়াদপূর্তী হয়।

বিক্রয়যোগ্য আর্থিক সম্পদসমূহ এবং মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধরে রাখা হবে এমন আর্থিক সম্পদসমূহ যখন বিক্রয়ের মাধ্যমে অস্বীকৃতি দেয়া হয় এবং ক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্যসমূহ স্বীকৃতি দেয়া হয় যখন সম্পদটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হয়। মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধরে রাখা হবে এমন আর্থিক উপকরণ, ঋণ ও প্রাপ্যসমূহকে অস্বীকৃতি দেয়া হয় ঐ দিন যে দিন সেগুলোর মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয় অথবা সম্পূর্ণ অনাদায়যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

(ছ) ব্যবহারজনিত ক্ষতি চিহ্নিতকরণ ও পরিমাপকরণ

সম্পদের 'ব্যবহার জনিত ক্ষতি'র সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে কিনা- নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিচেনার প্রয়োজন হয়, যদি থাকে, তাহলে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতি (Expected Credit Loss- ECL) হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হয়। প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতির পরিমাপণ নিরপেক্ষ এবং সম্ভাব্যতা নির্ভর পরিমাণের প্রতিফলন যা নির্ধারণ করা হয় ঋণের সম্ভাব্য পরিণতি, অর্থের সময়মূল্য এবং বিবরণীর তারিখে বিনাক্লেশে ও খরচে লভ্য পূর্ববর্তী ঘটনা, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত অর্থনৈতিক অবস্থার পূর্বাভাস সম্পর্কিত গ্রহণযোগ্য ও সমর্থনযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে। ঋণ ঝুঁকি নিরূপণের ভিত্তিতে আর্থিক সম্পদসমূহ নিম্নোক্ত তিন স্তরে ভাগ করা হয়:

স্তর ১ঃ প্রাথমিক মূল্যায়নে আর্থিক সম্পদসমূহ স্তর ১ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্যাংক আয়/ব্যয় বিবরণীতে প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতি ১২ মাসের সমপরিমাণ হিসাবে বরাদ্দ রাখা হয়। সুদ আয় সম্পদের মোট বাহিত মূল্যের ভিত্তিতে নিরুপিত হয়।

স্তর ২ঃ প্রাথমিক মূল্যায়ন পরবর্তী ঋণ ঝুঁকি যদি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তখন আর্থিক সম্পদসমূহ স্তর ২ এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যাংক সেক্ষেত্রে আয়ুষ্কালব্যাপী প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতিতে বরাদ্দ রাখে এবং সুদ আয় সম্পদের মোট বাহিত মূল্যের ভিত্তিতে নিরুপিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

স্তর ৩ঃ ঋণ-ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হলে আর্থিক সম্পদসমূহ স্তর ৩ এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যাংক সেক্ষেত্রে আয়ুষ্কালব্যাপী প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতিতে বরাদ্দ রাখে এবং সুদ আয় সম্পদের মোট বাহিত মূল্যের পরিবর্তে নিট বাহিত মূল্যের ভিত্তিতে (মোট বাহিত পরিমাণ থেকে ক্ষতি বরাদ্দ বাদ দিয়ে) হিসাবায়িত হয়।

প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতি অনুমান করা হয় চুক্তি অনুযায়ী ঠিক সময়ে ব্যাংকের প্রাপ্য আর্থিক প্রবাহ এবং কার্যকরী সুদ হারের ভিত্তিতে বাট্টাকৃত ব্যাংকের প্রত্যাশিত আর্থিক প্রবাহের মধ্যেকার পার্থক্যের মাধ্যমে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে, বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক সম্পদসমূহ বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করে থাকে। এভাবে এ সকল আর্থিক সম্পদসমূহ উচ্চ ঋণ মানের কারণে আইএফআরএস ৯ এর আওতায় লভ্য ব্যবহারিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ন্যূনতম ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যাংক প্রতিনিয়ত প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ব্যাংক প্রতিনিয়ত আর্থিক বিষয়াদিগুলো পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনে প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতি প্রাক্কলনের পদ্ধতি ও নকশা পরিবর্তন করে থাকে।

ব্যাংকের সকল আর্থিক সম্পদ স্তর ১ এর অন্তর্ভুক্ত এবং নিম্ন ঋণ ঝুঁকির ঋণ হিসেবে বিবেচিত হয়। রিপোর্টিং সময়ে আর্থিক স্তরগুলোর মধ্যে কোন আর্থিক বিষয়াদির স্থানান্তর হয়নি। বিবরণী তারিখে ৩০ জুন ২০২০ মধ্যবর্তী সময়ে আর্থিক সম্পদসমূহের স্তর পরিবর্তীত হয়নি। উল্লেখ্য, কিছু সম্পদের অধোগতি হয়েছে এবং তা প্রাসঙ্গিক নোটে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে, প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতি অনিশ্চয়তা পরিমাপণে ব্যবহৃত হয়। ব্যাংক প্রতিনিয়ত অভিমত এবং অনুমান করে যদি কোনো প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতির পরিবর্তন ঘটে।

(জ) অফসেটিং

প্রদর্শিত অর্থ সেট অফ করার জন্য গ্রুপের আইনত বলবৎযোগ্য অধিকার এবং ঐ লেনদেনটি নিট ভিত্তিতে নিষ্পত্তির অভিপ্রায় থাকা সাপেক্ষে আর্থিক সম্পদ ও দায়গুলোকে অফসেট করে নিট পরিমাণকে স্থিতিপত্রে প্রদর্শন করা হয়েছে। আয় এবং ব্যয়সমূহ নিট ভিত্তিতে প্রদর্শিত হবে একমাত্র তখনই যদি তা আইএফআরএস কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে থাকে অথবা একই ধরণের লেনদেন হতে উদ্ভুত লাভ/ক্ষতির জন্য যেমনঃ গ্রুপের ট্রেডিং সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৩.০৬। বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব

বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বিভিন্ন বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে পরিচালিত চলতি হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবেদন দাখিলের প্রত্যেক তারিখে ঐ দিনের বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি কার্যকরী মুদ্রায় পরিমাপ করা হয় এবং এ পরিমাপ হতে উদ্ভূত লাভ-ক্ষতি আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে বিনিময়জনিত আয় মুনাফা আবণ্টনকালে সংরক্ষিত মুনাফা তহবিল থেকে পুনর্মূল্যায়নজনিত সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়। (নোট নম্বর-৩.০৪: বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনদেন জনিত লাভ-ক্ষতি সংশ্লিষ্ট হিসাবায়ন নীতি দ্রষ্টব্য)।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.০৭। বৈদেশিক বিনিয়োগ

বৈদেশিক বিনিয়োগে স্বল্প মেয়াদে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে এক বছরের কম সময়ের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগ, স্পল্পমেয়াদি বিনিয়োগ, বাট্টায় ক্রয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রায় ট্রেজারী বিল এবং সুদযুক্ত বিদেশী বন্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে এ সকল বিনিয়োগে বৈদেশিক মুদ্রার বাহিত পরিমাণ ঐ তারিখের বিনিময় হারে কার্যকরী মুদ্রায় পরিমাপ করা হয়। উদ্ভুত লাভ-ক্ষতি আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে স্থিতিপত্রের তারিখে বিনিময়জনিত আয় মুনাফা আবণ্টনের মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়।

৩.০৮। ব্যাংককে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ

বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত তহবিল যেমন রপ্তানী উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ), এফএসএসপি এর অধীনে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা (এলটিএফএফ) এবং গ্রিন ট্রান্সফর্মেশন তহবিল (জিটিএফ) হতে বিভিন্ন ব্যাংককে ঋণ প্রদান করা হয়। এরূপ ঋণের একটি বড় অংশ ইডিএফ হতে প্রদান করা হয়েছে। ইডিএফ এর বর্তমান আকার ৭ বিলিয়ন ডলার এবং এ তহবিল হতে প্রদত্ত ঋণের ওপরে বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে বার্ষিক ১% হারে সুদ চার্জ করছে। বিনিময় হারের ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য খেলাপী হওয়ার ঋণ ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা ব্যাংক বহন করে।

৩.০৯। বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ

সুইফ্‌ট শেয়ার, প্রাপ্য সুদ ও অন্যান্য প্রাপ্য হিসাব অন্যান্য সম্পদে সন্নিবেশ করা হয়েছে। সুইফ্‌ট শেয়ারের কোন বাজার মূল্য না থাকায় ভিত্তিমূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৩.১০। টাকা কয়েন এবং নগদ স্থিতি

সরকারের নিকট হতে ক্রয়কৃত এবং ব্যাংক কর্তৃক ধারণকৃত এক, দুই এবং পাঁচ টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রা, এসপিসিবিএল (সাবসিডিয়ারি) কর্তৃক ধারণকৃত নগদ ও নগদ সমতুল্য সম্পদ এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ময়মনসিংহ শাখায় নগদ জমা অভিহিত মূল্যে টাকা কয়েন ও নগদ উদ্বৃত্তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩.১১। নগদ প্রবাহ বিবরণী

'আইএএস-৭: নগদ প্রবাহ বিবরণী' অনুযায়ী পরোক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে। নগদ প্রবাহ বিবরণীতে নগদ ও নগদ সমতুল্য হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব ও বিনিয়োগ (স্বল্পমেয়াদি), স্থানীয় মুদ্রার কয়েন যা বিনিয়োগের তারিখ হতে স্বল্প সময়ের মধ্যে (সাধারণত তিন মাসের মধ্যে) জ্ঞাত মূল্যে (নগন্য পরিবর্তিত মূল্যে হলেও) নগদায়ন করা সম্ভব। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় আমানত হিসাব নগদ ও নগদ সমতুল্য হিসাব হতে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৩.১২। বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ

বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণের মধ্যে 'উপায় ও উপকরণ আগাম' এর পাশাপাশি চলতি-জমাতিরিক্ত ও সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

উপায় ও উপকরণ আগাম

সরকারি খাতে জমা অপেক্ষা উত্তোলন বেশি হলে অতিরিক্ত উত্তোলিত অর্থ (অনধিক ৳৬,০০০ কোটি যা ২০২১ সালেও ৳৬,০০০ কোটি ছিল) সরকারকে রিভার্স রিপো হারে উপায় ও উপকরণ আগাম হিসেবে দেওয়া হয়। সরকারকে প্রদত্ত জমাতিরিক্তের টাকা সম্পূর্ণভাবে আদায়ের পরে উপায় উপকরণ আগামের টাকা সমন্বয় করা হয়।

জমাতিরিক্ত- চলতি

উপায় উপকরণ আগাম হিসেবে নির্ধারিত ৳৬০০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত ৳৬,০০০ কোটি (২০২১: ৳৬,০০০ কোটি) পর্যন্ত সরকার কর্তৃক উত্তোলন করা হলে তা জমাতিরিক্ত- চলতি হিসেবে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে রিভার্স রিপো রেট অপেক্ষা ১% বেশি হারে সুদ চার্জ করা হয়। সরকার হতে কোন আদায় হলে তা প্রথমতঃ জমাতিরিক্ত-চলতি হিসাবের সাথে সমন্বয় করা হয়। জমাতিরিক্ত-চলতি সম্পূর্ণভাবে আদায়ের পরে উপায় ও উপকরণ আগামের বকেয়া সমন্বয় করা হয়।

ট্রেজারি বিল ও বন্ড

বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ড ক্রয় না করলে বাংলাদেশ ব্যাংক এগুলো ক্রয় করে থাকে। প্রতিবেদন তারিখে এগুলোকে ন্যায্য মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৩.১৩। স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ

গ্রুপের বিনিয়োগে হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের (বিএইচবিএফসি) ঋণপত্র, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ারে বিনিয়োগ এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ঋণপত্রে বিনিয়োগ অবলোপিত মূল্যে এবং শেয়ারে বিনিয়োগ ন্যায্য মূল্যে দেখানো হয়েছে।

৩.১৪। ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ

এ ধরনের ঋণের মধ্যে রয়েছে পুনঃঅর্থায়ন ও ডিমান্ড লোনের আকারে রাষ্ট্রায়ত্ব, প্রাইভেট, বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ও অন্যান্য তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ঋণ এবং ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রদত্ত ঋণ। কোভিড-১৯ প্রভাব মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রচলনকৃত কিছু বড় পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প নিম্নরূপ:

- সিএমএসএমই খাতে কোভিড-১৯ মোকবিলায় চলতি মূলধন যোগানের উদ্দেশ্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম
- নিম্ন আয়ের মানুষ, চাষী ও প্রান্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম
- বৃহৎ শিল্পের চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ সংক্রান্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম
- প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন
- ৳১০/৫০/১০০ হিসাবধারীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

- এসএমই ফাউন্ডেশনের জন্য পুনঃঅর্থায়ন
- প্রযুক্তি উন্নয়ন তহবিলের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

ঋণের প্রকৃত ব্যবহারকারীর খেলাপী হওয়ার ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের ওপরে বর্তায়। এসকল ঋণ অধোগমন ক্ষতি (যদি থাকে) বাদ দিয়ে নিট অঙ্কে দেখানো হয়েছে।

৩.১৫। স্বর্ণ এবং রৌপ্য

ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ডে স্বর্ণ ও রৌপ্য সংরক্ষিত রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক স্বর্ণের মজুদকে তাদের বৈদেশিক মজুদের অংশ হিসেবে দেখানোর বৈশ্বিক অনুশীলনের অনুরূপ ব্যাংকের মালিকানাধীন স্বর্ণের মজুদকে বৈদেশিক মজুদের একটি উপাদান হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাই 'আর্থিক স্বর্ণ' হিসেবেই স্বর্ণ বিবেচ্য। যদিও আইএফআরএস স্বর্ণকে পণ্য হিসেবে গণ্য করে, তবে আর্থিক ও অনার্থিক স্বর্ণের মধ্যে আইএফআরএস কোন পার্থক্য করেনি। আর্থিক স্বর্ণের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আর্থিক সম্পদের অনুরূপ এবং পণ্যের মতো নয়।

যাহোক, আর্থিক স্বর্ণের হিসাবায়নের জন্য আইএফআরএস কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রচলন করেনি। ফলে, ব্যাংক কর্তৃক 'আইএএস-৮: হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা, হিসাববিজ্ঞানের অনুমানের পরিবর্তন ও ভুলসমূহ' এ বর্ণিত শর্তসমূহ অনুসরণ করেছে অনুচ্ছেদ ১০-১২ এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, আর্থিক উপকরণসমূহের জন্য প্রয়োগকৃত নীতিমালা ব্যাংকের স্বর্ণের জন্যও প্রযোজ্য হবে যেহেতু ব্যাংক তা আর্থিক সম্পদ হিসেবে প্রদর্শন করেছে।

একইভাবে, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রাথমিকভাবে ক্রয়মূল্যে হিসাবায়িত হয়েছে। পরবর্তীতে তা বাজার মূল্যে দেখানো হয়েছে এবং মূল্যায়ন হতে উদ্ভুত লাভ/ক্ষতি ওসিআই তে এবং মলিকানা স্বত্ব পরিবর্তনের বিবরণীতে 'স্বর্ণ ও রৌপ্য পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি'-তে দেখানো হয়েছে। এই হিসাবায়ন প্রক্রিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এর আর্টিকেল ৩০ এ বর্ণিত বিধানেরও অনুরূপ।

ব্যাংক তার বিনিয়োগের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এর স্বর্ণ মজুদের একটি অংশ প্রথম শ্রেণির বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ধার দেয়। বিনিময়ে ব্যাংক সুদ প্রাপ্ত হয়। স্বর্ণ ধার দেওয়ার লেনদেনটি নিরাপত্তা নিশ্চিত করত সম্পন্ন করা হয়। স্বর্ণের মূল্য তারতম্যজনিত ক্ষতির ঝুঁকি ব্যাংক বহন করে। আর্থিক অবস্থার প্রতিবেদনে 'স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবী' অংশে স্বর্ণের বিনিয়োগ বাজার মূল্যে দেখানো হয়েছে।

৩.১৬। শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সোয়াপ চুক্তি

শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনিটারি বোর্ডের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সোয়াপ চুক্তি ৩ আগস্ট ২০২১ হতে কার্যকর ধরে এক বছর মেয়াদের জন্য সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২১ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে তিনটি কিস্তিতে মোট ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার সমপরিমাণ শ্রীলঙ্কান রূপীর বিপরীতে প্রদান করে। এই সোয়াপ লেনদেনের বকেয়া পরিমাপের ওপরে ৬ মাস মেয়াদি ইউএস লাইবর (বা অনুরূপ কোন হার)

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হারের সাথে ২০০ বেসিস পয়েন্ট যোগ করে সুদ চার্জ করা হবে। প্রাথমিকভাবে উক্ত ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার ৩ মাসের জন্য প্রদান করা হয় যা পরবর্তীতে দুই বার একই মেয়াদে নবায়ন করা যাবে। পরিমাণটি ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ২০২২ এ মেয়াদপূর্তি ধরে নভেম্বর ২০২১ ও ডিসেম্বর ২০২১ এ নবায়ন করা হয়।

পরবর্তীতে ৩১ মে ২০২২ তারিখে চুক্তিতে একটি সংযোজনী আনয়ন করা হয় যার মাধ্যমে চুক্তির মেয়াদ ১৭ মে ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় যার মধ্যে পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে সোয়াপ লেনদেন সর্বোচ্চ পাঁচ বার করার সুযোগ রাখা হয়েছে। শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংক লেনদেনটি নিয়মিতভাবে নবায়ন করেছে।

৩.১৭। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

(ক) হিসাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও পরিমাপন

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির পুনর্মূল্যায়িত মূল্যকে প্রকৃত মূল্য বিবেচনা করে তা হতে পুঞ্জীভূত অবচয় এবং অধোগমন ক্ষতি বাদ দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির আওতায় ভূমি ও ভবন ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তা ব্যাংকের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং কর্মচারীদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(খ) পুনর্মূল্যায়ন

যদি পুনর্মূল্যায়নের ফলে কোন সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে বর্ধিত মূল্য অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করার পর পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ হিসাবে ইক্যুইটির অধীনে প্রদর্শিত হয়। যদিও, বর্ধিত মূল্য লাভ-ক্ষতিতে ততটুকুই দেখানো হবে যতটুকুর বিপরীতে পূর্বের লাভ-ক্ষতিতে একই সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়নের হ্রাস দেখানো হয়েছে।

যদি পুনর্মূল্যায়নের ফলে কোন সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পায় তাহলে হ্রাসকৃত মূল্য লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়। যদিও, হ্রাসকৃত মূল্য অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে ততটুকুই দেখানো হবে যতটুকু পূর্বের পুনর্মূল্যায়নজনিত বর্ধিত হিসাবে একই সম্পত্তির বিপরীতে ক্রেডিট স্থিতিতে দেখানো হয়েছে। অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে প্রদর্শিত এই হ্রাসকৃত মূল্য পুনর্মূল্যায়নজনিত বর্ধিত হিসাবের ক্রমযোজিত ইক্যুইটিকে হ্রাস করে।

ব্যাংক তার মালিকানাধীন ভূমি ৩০ জুন ২০১৪ তারিখের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান, এস.এফ. আহমেদ এন্ড কোং দ্বারা পুনর্মূল্যায়ন করিয়েছে। উল্লেখ্য, ভূমির পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে এবং মূল্যায়নকারী তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছে। উক্ত মূল্যায়ন আগামী বছরের আর্থিক বিবরণীতে দেখানো হবে। সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ প্রক্রিয়া ও ধারণাগুলো নিম্নরূপ:

- যৌক্তিক মূল্যে ভূমি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক সময়ে স্থান ভিত্তিক ভূমির বিক্রয়মূল্যকে বিবেচনায় নিয়ে মূল্যায়ক কর্তৃক ভূমি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

- ভবন, মূলধনী কাজের অগ্রগতি, বৈদ্যুতিক ও গ্যাস স্থাপনা পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্মাণ ও স্থাপনার সরঞ্জামাদির প্রকৃত মূল্য এবং শ্রমিক ও উপরিব্যয়কে মূল্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি এবং মোটরযান প্রতিস্থাপন মূল্যের ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে।

- ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা মোতাবেক ব্যাংকের সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। এসংক্রান্ত বিস্তারিত টীকা ৩.১৬ দ্রষ্টব্য।

সাবসিডিয়ারির মালিকানাধীন ভূ-সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ১ জুলাই ২০২২ তারিখের ভিত্তিতে এস.এফ. আহমেদ এন্ড কোং দ্বারা পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। ভূ-সম্পত্তি, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদির পুনর্মূল্যায়িত তথা প্রকৃত মূল্য সামগ্রিক আর্থিক বিবরণীতে সম্পত্তি হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

(গ) পরবর্তী ব্যয়

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির জন্য পরবর্তীতে নির্বাহিত ব্যয়কে মূলধনীকরণ করা হয় যখন উক্ত সম্পত্তি হতে অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি পায়। প্রতিস্থাপিত অংশের নির্বাহিত ব্যয়কে অহিসাবায়িত করা হয়েছে। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সংঘটিত প্রাত্যহিক ব্যয় লাভ-ক্ষতি হিসেবে হিসাবায়ন করা হয়েছে।

(ঘ) মূলধনী কাজের অগ্রগতি ব্যয়

মূলধনী কাজের অগ্রগতির খরচকে সংঘটিত হওয়ার সময় হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর অবচয় হিসাবায়ন করা হয়েছে।

(ঙ) অবচয়

ব্যবহারের প্রথম তারিখ হতে সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির অবচয় গণনা শুরু হয়, আবার নিজস্ব তৈরিকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি প্রস্তুতের শেষ দিন এবং ব্যবহারযোগ্যতার শুরুর দিন থেকে অবচয় গণনা শুরু হয়। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির ক্রয়মূল্য থেকে ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিয়ে অনুমান ব্যবহারযোগ্য বছর দিয়ে ভাগ করে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়। অবচয় সাধারণত লাভ-ক্ষতি হিসাবে দেখানো হয় যদি না এটি অন্য সম্পত্তির বাহিত মূল্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভূমির ক্ষেত্রে অবচয় করা হয়নি। অবলোপন পদ্ধতি, অনুমান ব্যবহারযোগ্য আয়ুষ্কাল এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য প্রতি প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে পুনঃবিবেচনা করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বয় করা হয়। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির আনুমানিক কার্যকরী আয়ুষ্কালের ভিত্তিতে অবচয় নিম্নবর্ণিত হারে ধার্য করা হয়েছে:

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির শ্রেণিবিন্যাস	ব্যাংক	এসপিসিএল
ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	৫%	২% - ২০%
যান্ত্রিক/অফিস সরঞ্জামাদি	১০%	২.৫% - ১০%
কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	২০%	-
সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি	১০%	১০%
মোটর গাড়ী	২০%	২০%
বৈদ্যুতিক স্থাপনা	২০%	-
গ্যাস স্থাপনা	২০%	-
স্বল্প মূল্যের সম্পদ	১০০%	-
নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি	২০%	-
টাকা জাদুঘর ও ভাস্কর্য	৫%	-

(চ) ঋণ বাবদ ব্যয়ের মূলধনায়ন

ব্যাংক সম্পদের অর্জন, নির্মাণ অথবা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত খরচসমূহ নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে আইএএস-২৩ অনুসারে ঋণবাবদ ব্যয় হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

- ব্যয়সমূহ ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সুবিধা আনয়ন করবে;
- ব্যয়সমূহ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যাবে।

যদি ঋণ বাবদ ব্যয়সমূহ উপর্যুক্ত শর্তাবলি পূরণ না করে তবে সেগুলো ব্যয় হিসেবে পরিগণিত হবে। মূলধনায়নের জন্য একটি উপযুক্ত সম্পদ হচ্ছে সে সম্পদ যা ব্যবহারের উদ্দেশ্য সাধন এবং বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হতে উল্লেখযোগ্য সময় নেয়।

(ছ) অধোগমন

ব্যবহারজনিত ক্ষতি'র কোন নির্দেশনা আছে কি না তা নিরূপণের জন্য ব্যাংকের সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি এবং অস্পর্শনীয় সম্পদসমূহের বাহিত মূল্য প্রত্যেক স্থিতিপত্রের তারিখে পুনর্বিবেচনা করা হয়। যদি এমন কোনো নির্দেশনা থেকে থাকে তবে সম্পদের আদায়যোগ্য মূল্য প্রাক্কলন করা হয়। অধোগমন জনিত ক্ষতি তখনই হয় যখন সম্পদের বাহিত মূল্য অথবা নগদ উৎপাদনকারী ইউনিটসমূহের বাহিত মূল্য এর আদায়যোগ্য মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়। অধোগমন জনিত যেকোন ক্ষতি লাভ-ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যে সমস্ত সম্পদের আয়ুষ্কাল অনির্দিষ্ট থাকে সেগুলোর আদায়যোগ্য মূল্য স্থিতিপত্রের তারিখে প্রাক্কলিত হয়। নিট বিক্রয়মূল্য এবং বাহিত মূল্যের মধ্যে যেটি বড় তা সম্পদের আদায়যোগ্য মূল্য হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রাক্কলিত ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহকে ডিসকাউন্ট রেট (বাট্টা হার) এ বাট্টাকরণ করে বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করা হয় যাতে অর্থের সময় মূল্য এবং সম্পদের সাথে জড়িত ঝুঁকির প্রতিফলন ঘটিয়ে চলতি

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বাজার মূল্য নির্দেশ করে। যে সকল সম্পদ স্বাধীনভাবে নগদ অন্তঃপ্রবাহ সৃষ্টি করে না সে সমস্ত সম্পদের ক্ষেত্রে ওই সম্পদসমূহ নগদ অন্তঃপ্রবাহ উৎপন্নকারী যেসকল ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত তার উপর ভিত্তি করে আদায়যোগ্য মূল্য নিরূপণ করা হয়। পুনরুদ্ধারযোগ্য অঙ্ক নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত অনুমানের পরিবর্তন ঘটলে ব্যবহারজনিত ক্ষতির বিপরীত দাখিলা প্রদান করা হয়।

(জ) ইজারা

চুক্তির সময়েই ব্যাংককে নির্ধারণ করতে হবে যে এটা ইজারা সংক্রান্ত চুক্তি কিনা। একটি চুক্তি তখনই ইজারা চুক্তি হবে যখন চুক্তিতে কোনো স্বীকৃত সম্পদ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা গ্রহণকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, ব্যাংক আইএফআরএস-১৬ এর ইজারা সংক্রান্ত সংজ্ঞা ব্যবহার করেছে। এই নীতি ০১ জানুয়ারি ২০১৯ বা তার পরে চুক্তি করলে (বা পুরনো চুক্তি পরিবর্তন করলে) প্রয়োগ করা হয়েছে। ইজারা শুরুর তারিখ থেকে ব্যাংক কর্তৃক ইজারাকৃত সম্পদের ব্যবহার-অধিকার এবং লিজ দায়কে স্বীকার করা হয়েছে।

ব্যাংক লিজের ক্ষেত্রে ইজারাকৃত সম্পদের ব্যবহার-অধিকার এবং ইজারা দায়কে স্বীকার করেছে- যা স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত হবে। ব্যবহার-অধিকার সম্পদকে ইজারা দায়ের একই পরিমাণ দিয়ে পরিমাপ করা হয় যা সমন্বিত হয় কোনো আগাম পরিশোধ বা উপচিত প্রদান (Accrued) করা থাকলে। লিজ দায় অবশিষ্ট লিজের কিস্তির পরিমাণের বর্তমান মূল্যে নির্ধারণ করা হয় যা বাট্টাকৃত হয় লিজ গ্রহণকারীর বৃদ্ধিজনিত ঋণের হার দ্বারা। ব্যবহার অধিকার সম্পদ পরিমাপ করা হয় আত্মীকরণের সময় লিজ দায় দ্বারা। ইজারা শুরুর তারিখ থেকে ইজারা নির্ধারণ করা হয় ইজারাকৃত সম্পদের প্রকৃতমূল্যের মধ্যে যেটি সর্বনিম্ন অথবা ইজারা পেমেন্টের নিম্নমূল্য দ্বারা। প্রতিটা ইজারার কিস্তি লিজ দায় এবং সুদ ব্যয়ের মধ্যে ভাগ কার্যকরী সুদ পদ্ধতি অনুযায়ী ভাগ হয়ে যাবে।

ব্যবহার-অধিকার সম্পদ পরবর্তীতে সরলরৈখিক পদ্ধতি ব্যবহার করে অবচয় হিসাবায়ন করা হবে ইজারা শুরুর দিন থেকে লিজের মেয়াদ পর্যন্ত। দায় প্রাথমিকভাবে ইজারা কিস্তির বর্তমানমূল্যে পরিমাপ করা হয় যা ইজারা শুরুর দিন প্রদান করা হয় না। ইজারাতে যদি বাট্টার হার উল্লেখ থাকে সেই হার দ্বারা অথবা যদি বাট্টার হার নির্ধারণ করা না যায় সেক্ষেত্রে ব্যাংকের বৃদ্ধিজনিত ঋণের হার দিয়ে বাট্টাকরণ করতে হবে।

ব্যাংক ব্যবহার-অধিকার সম্পদ স্থিতিপত্রের নোট-১৬ এর "সম্পদ স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি" এবং ইজারা দায় নোট ২৩.০১ এর "অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়" এ প্রদর্শিত হয়।

৩.১৮। অস্পর্শনীয় সম্পদ ও এর অবলোপন

ক্রয়মূল্য হতে পুঞ্জীভূত অবলোপন ও ব্যবহারজনিত ক্ষতি (যদি থাকে) বাদ দিয়ে গ্রুপ কর্তৃক অধিগত সফটওয়্যারের মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

অভ্যন্তরীণভাবে তৈরিকৃত সফটওয়্যারের ব্যয় সম্পত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় যখন ব্যাংক এটি তৈরি সম্পন্ন করত এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্ষমতা বর্ণনা করতে সক্ষম যা ভবিষ্যৎ আর্থিক সুবিধা প্রদান করবে এবং নিশ্চিতভাবে এর তৈরি ব্যয়

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

নিরূপণ করতে পারে। অভ্যন্তরীণভাবে তৈরিকৃত সফটওয়্যারের মূলধনায়িত ব্যয়সমূহের মধ্যে সফটওয়্যারের তৈরিকরণের সাথে জড়িত প্রত্যক্ষ ব্যয়সমূহ, ঋণের মূলধনায়িত ব্যয়সমূহ এবং অবচয় ও অধোগমন সঞ্চিতি বাদে মূলধনায়িত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সফটওয়্যার সম্পদসমূহের ওপরে পরবর্তী খরচসমূহ মূলধনায়িত করা হয় যখন তা ভবিষ্যৎ আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি করে এবং যা এর সাথে জড়িত নির্দিষ্ট সম্পদের সাথে সম্পর্কিত। অন্যান্য ব্যয়সমূহ সংঘটনের ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয়। ব্যবহার উপযোগী তারিখ হতে সফটওয়্যারসমূহের প্রাক্কলিত আয়ুষ্কালব্যাপী লাভ-ক্ষতি হিসাবে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবলোপন করা হয়।

বর্তমান এবং তুলনামূলক সময়কালে সফটওয়্যারসমূহের প্রাক্কলিত আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর। অবলোপন পদ্ধতি, আয়ুষ্কাল এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য প্রতি রিপোর্টিং তারিখে পুনর্বিবেচনা করা হয়।

৩.১৯। সিকিউরিটিসমূহের ঋণ গ্রহণ ও প্রদান কার্যক্রম ও পুনঃক্রয় লেনদেন

আর্থিক বাজার কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় সরকারের ট্রেজারি বিল ও বন্ডের (যা পুনঃক্রয় চুক্তির বন্ধকী হিসেবে ব্যবহৃত হয়) পুনঃক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। যখন গ্রুপ কোন আর্থিক সম্পদ বিক্রয় করে এবং একই সাথে ঐ সম্পদ ভবিষ্যতে কোন তারিখে নির্দিষ্ট দামে পুনঃক্রয়ের চুক্তি করে, তখন তা গ্রুপের জমা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং আর্থিক বিবরণীতে দেখানো হয়। একইভাবে, যখন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কোন আর্থিক সম্পদ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিক্রয় করে এবং একই সাথে ঐ সম্পদ ভবিষ্যতে কোন তারিখে নির্দিষ্ট দামে পুনঃক্রয়ের চুক্তি করে, তখন তা গ্রুপের ঋণ হিসাবে দেখানো হয় এবং আর্থিক বিবরণীতে তা দেখানো হয় না।

৩.২০ কর্মকর্তা/কর্মচারী সুবিধা

"কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সেবার বিপরীতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদি বিভিন্ন কর্মচারী সুবিধার অন্তর্ভুক্ত। কর্মচারী সুবিধা নিম্নরূপভাবে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় :

ক) ভবিষ্যতে সুবিধা প্রাপ্য হবার বিনিময়ে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সেবা প্রদান করলে দায় (জমা ব্যয়) হিসেবে; এবং

খ) প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যখন প্রদত্ত সেবা হতে আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকে তখন তার বিপরীতে কর্মচারী সুবিধা খরচ হিসেবে গণ্য হয়।

৩.২১ স্বল্প মেয়াদি কর্মকর্তা/কর্মচারী সুবিধা

স্বল্প মেয়াদি কর্মকর্তা/কর্মচারী সুবিধার দায় অ-বাট্টাকৃত পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়েছে এবং প্রদত্ত সেবার বিপরীতে ব্যয় হিসেবে হিসাবায়ন করা হয়েছে। স্বল্প মেয়াদে নগদ বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফা অংশিদারিত্বের পরিকল্পনা অথবা অন্য যে কোন ব্যয় যা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.২২ চাকুরী উত্তর সুবিধা

চাকুরী উত্তর সুবিধা হচ্ছে ঐ সকল সুবিধা (চাকুরীচ্যুতি সুবিধা ব্যতিত) যা কর্মচারীর চাকুরীপূর্তিতে প্রদানযোগ্য হয়। চাকুরী উত্তর সুবিধা প্রদানের জন্য গ্রুপের কয়েকটি সুবিধা পরিকল্পনা রয়েছে যা তার লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে ব্যয় হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে।

(ক) সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনাসমূহ

সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনা হচ্ছে চাকুরী পরবর্তী সুবিধা পরিকল্পনা যেখানে প্রতিষ্ঠান কর্মচারীর সেবার বিপরীতে একটি পৃথক সত্তাকে (তহবিল) একটি নির্দিষ্ট অংক প্রদান করে এবং যেখানে পরবর্তীতে যদি সুবিধা প্রদানের জন্য যথেষ্ট/পর্যাপ্ত তহবিল না থাকে সে ক্ষেত্রে অধিকতর অবদান রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানের আইনগত বা সামগ্রিক কোন দায় থাকে না।

(অ)কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ)

"ব্যাংক ও কর্মচারী উভয়ই এ তহবিলে অনুদান যোগান দেয়। যা বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হয়। ব্যাংক এই তহবিলের স্থিতির উপর ১৩% হারে মুনাফা প্রদানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদি কখনো এই ফান্ডের বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা ১৩% এর কম হয় সে ক্ষেত্রে ঘাটতি অংশ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হবে যা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হবে। এ তহবিলে প্রদেয় ব্যাংকের অনুদানকে আয়ের বিপরীতে খরচ হিসেবে দেখানো হয়।

(খ) নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনাসমূহ

সুনির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনা হচ্ছে চাকুরী উত্তর সুবিধা পরিকল্পনা যা সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনা হতে ভিন্ন।

(অ) জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড (জিপিএফ)

"কর্মচারীরা তাদের মূল বেতনের বিভিন্ন হারে (৫-২৫% এর মধ্যে) এ ফান্ডে অর্থ প্রদান করেন। এ ফান্ডে ব্যাংকের কোন অনুদান নেই। ভবিষ্যৎ তহবিলের অর্থ বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হয় এবং ব্যাংক এ তহবিলের উপর ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রারম্ভিক স্থিতির উপর ১৩% (স্থিতি ১৫ লক্ষ পর্যন্ত), ১২% (স্থিতি ১৫ লক্ষের উপর হতে ৩০ লক্ষ পর্যন্ত), ১১% (স্থিতি ৩০ লক্ষের উপর) (২০২১ ঃ ১৩%) মুনাফা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিনিয়োগকৃত অর্থের প্রাপ্যের ঘাটতি অংশ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করা হয় এবং তা ব্যাংকের লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়।

(আ) পেনশন স্কিম

"কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের সর্বশেষ মূল বেতনের সর্বোচ্চ ৯০%(২০২১:৯০%) হারে পেনশন পাবার যোগ্য। প্রতি ১ টাকার ২৩০ গুণ হারে (২০২১ : টাকা ২৩০) প্রাপ্য মোট টাকার ৫০% এককালীন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পরিশোধ করা হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের অবশিষ্ট ৫০% পেনশন আমৃত্যু মাসিক হারে গ্রহণ করবেন।

সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী নগদ চিকিৎসা ভাতা (৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত মাসিক ১,৫০০ টাকা হারে এবং ৬৫ বছরের পরে মাসিক ২,৫০০ টাকা হারে) পাবার যোগ্য। এমনকি সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক অবসর গ্রহণের পরেও এই সুবিধা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ব্যাংকের পেনশন দায় ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ভিত্তিতে পেশাগত যোগ্যতা সম্পন্ন একচ্যুয়ারী কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রজেক্টেড ইউনিট ক্রেডিট পদ্ধতিতে এই একচ্যুয়ারী হিসাবায়ন করা হয়েছে। এ সুনির্দিষ্ট সুবিধা প্রদানের জন্য সৃষ্ট একচ্যুরিয়াল মুনাফা/ক্ষতি আয়-ব্যয় বিবরণীতে অন্যান্য সমন্বিত আয়/ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে।

(ই) গ্র্যাচুইটি (স্কিম)

এই তহবিল ব্যাংক ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ ভিত্তিতে পেশাগত যোগ্যতা সম্পন্ন একচ্যুয়ারী কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়। পেশাদার একচ্যুয়ারী কর্তৃক প্রচেষ্টা ইউনিট ক্রেডিট পদ্ধতিতে এই একচ্যুয়ারী হিসাবায়ন করা হয়েছে। এ সুর্নিদিষ্ট সুবিধা প্রদানের জন্য সৃষ্ট একচ্যুরিয়াল মুনাফা/ক্ষতি লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্যান্য সমন্বিত আয়/ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে।

যখন এরূপ সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি প্রাপ্ত অংশটুকু যা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত চাকুরীকাল সম্পর্কিত, তা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে সংশোধন করা হয়।

(ঈ) ছুটি নগদায়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণকালীন বয়সসীমা ৫৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত অব্যবহৃত ছুটির পরিমাণ যদি ১ বৎসর বা ততোধিক সময়ের জমা হয় সেক্ষেত্রে তারা সর্বোচ্চ ১ বৎসর এর জন্য বেতনসহ ছুটিতে থাকতে পারেন। অবশিষ্ট অব্যবহৃত ছুটি (সর্বোচ্চ ১৮ মাস) নগদায়ন করতে পারেন। অবসর গ্রহণকালীন বয়স না হওয়া পর্যন্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীই তার ছুটি নগদায়ন করতে পারেন না।

৩.২৩ অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মচারী সুবিধা

অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মচারী সুবিধার মধ্যে ঐ সকল চাকুরী সুবিধা (চাকুরী উত্তর সুবিধা এবং চাকুরিচ্যুতি সুবিধা ব্যতীত) রয়েছে যা কর্মসমাপ্তির ১২ মাসের মধ্যে কর্মচারী পূর্ণ প্রাপ্যতা লাভ করেন না। অবসর গ্রহণের পর প্রত্যেক কর্মচারী বাৎসরিক সর্বোচ্চ ১,০০০ টাকার ঔষধ পাবার যোগ্য হবেন।

৩.২৪ সংস্থানসমূহ

অতীতের কোন ঘটনার ফলাফলের জন্য আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় এবং ভবিষ্যতে উক্ত দায় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আর্থিক সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় এবং তা নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা গেলে সেক্ষেত্রে প্রভিশন হিসাবায়ন করা হয়েছে।

সংস্থান তখনই স্থিতিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যখন অতীতের কোন ঘটনার ফলাফলের জন্য আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় এবং ভবিষ্যতে উক্ত দায় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আর্থিক সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা থাকে এবং তা হতে কোন নগদ বহিঃপ্রবাহের সম্ভাবনা থাকে এবং তা নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়।

আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় হচ্ছে এমন ধরনের দায় যা চুক্তি, প্রবিধান বা অন্য কোন আইন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়েছে। গঠিত দায় হচ্ছে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত বা প্রকাশিত নীতি কিংবা অতীত প্র্যাকটিস হতে উদ্ভূত দায়। স্থিতিপত্রের তারিখে নির্ণয়কৃত বর্তমান দায় পরিশোধের জন্য প্রকৃত পরিমাণ ব্যয় নিরূপণপূর্বক তা প্রভিশন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হয়েছে। যে ক্ষেত্রে অর্থের সময় মূল্য তাৎপর্যপূর্ণরূপে পরিগণিত হয়েছে সে ক্ষেত্রে প্রভিশন হিসাবায়নের সময় ভবিষ্যৎ দায়কে বর্তমান খরচে মূল্যায়ন করা হয়। সর্বোত্তম পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক স্থিতিপত্রের তারিখে সংস্থান পর্যালোচনা করা হয়।

৩.২৫ প্রচারণকৃত নোট

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃক লিগ্যাল টেন্ডার হিসেবে ইস্যুকৃত নোটের বিপরীতে এর বাহকের দাবি রয়েছে। প্রচারণকৃত নোটের দায় আর্থিক বিবরণীতে অবহিত মূল্যে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৩০(১) ধারা অনুযায়ী উক্ত ইস্যুকৃত নোটের বিপরীতে সম্পদ সুনির্দিষ্টকৃত। নোট প্রিন্টিং খরচ লাভ ক্ষতি হিসাব বিবরণীতে খরচ হিসাবে প্রদর্শিত হয়ে থাকে যখন তা সংঘটিত হয়। নতুন নোট যা এখনও ইস্যু হয়নি তা আর্থিক বিবরণীর নোট নং ২১ এ প্রদর্শন করা হয়নি।

৩.২৬ সরকারি অনুদান

সরকারি অনুদানের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরণ করা হবে এ রকম যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা এবং অনুদান পাওয়া যাবে মর্মে নিশ্চিত হলে সরকারি অনুদানকে প্রকৃত মূল্যে হিসাবায়ন করা হয়। সম্পত্তি ক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত অনুদান বিলম্বিত আয় হিসাবে বিবেচিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ব্যবহারিক আয়ুষ্কালের মধ্যে লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে আবন্টন করা হয়।

৩.২৭ সুদ আয় ও ব্যয়

"সুদ বাবদ আয় ও ব্যয় কার্যকর সুদ হার নীতি প্রয়োগ করে লাভ-ক্ষতি বিবরণী এবং সমন্বিত আয় বিবরণীতে প্রদর্শন করা হয়েছে। যে হারে আর্থিক সম্পদ বা দায়ের (বা, যেখানে প্রযোজ্য, স্বল্প মেয়াদ) সাথে সংশ্লিষ্ট নগদ প্রদান বা গ্রহণ বাট্টা করে আর্থিক সম্পদ বা দায়ের প্রকৃত মূল্যের সমান হয় তাকে কার্যকর সুদ হার বলে। কার্যকর সুদ হার আর্থিক সম্পদ বা দায়ের প্রাথমিকভাবে হিসাবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সচরাচর পরিবর্তন করা হয় না।

সুদ বাবদ আয় ও ব্যয় এর মধ্যে বাট্টা বা প্রিমিয়াম সমষ্টিগতভাবে বা সুদ আহরণযুক্ত ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে অবিহিত মূল্য এবং মেয়াদপূর্তিতে কার্যকর সুদ হারের ভিত্তিতে প্রকৃত মূল্যের পার্থক্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ফি ও কমিশন আয় এবং খরচ যা আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহের প্রকৃত সুদ হার নির্ণয়ের জন্য অপরিহার্য তা অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

৩.২৮ কমিশন ও বাট্টা-ফি

কমিশন বাবদ আয় ব্যাংক কর্তৃক কোন ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যু করার সময়, রকমারি হিসাবে দীর্ঘদিনের বকেয়ার সূত্রে, বিবিধ দ্রব্যাদির বিক্রয়, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে আদায়কৃত গাড়ী/বাস ভাড়া এবং অন্য বিবিধ খাত হতে অর্জিত হয়।

৩.২৯ লভ্যাংশ আয়

"আয় অর্জনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লভ্যাংশ বাবদ আয় ব্যাংক এর পৃথক আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.৩০ সাবসিডিয়ারি কর্তৃক অন্যান্য সুরক্ষা পণ্য বিক্রয় থেকে আয়

সমন্বিত আর্থিক বিবরণীতে নিট বিক্রয় থেকে আয় মুদ্রণ এবং অন্যান্য সুরক্ষা পণ্য (ওএসপি) প্রতিনিধিত্ব করে যা আইএফআরএস-১৫: পাঁচ ধাপের মডেলে উল্লিখিত মডেলের স্বীকৃত। উল্লিখিত পণ্যগুলো প্রাসঙ্গিক গ্রাহকদের কাছে সরবরাহ করা হলে ওএসপি থেকে আয় স্বীকৃত হয়। কারণ এটি এমন একটি পয়েন্ট যেখানে গ্রুপটি তার কর্মক্ষমতা বাধ্যবাধকতা সম্পাদন করে।

৩.৩১ আয়কর

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এর ৭৩, ৭৪ ও ৭৫ নং ধারা মোতাবেক ব্যাংকটি সকল প্রকার আয়কর, স্ট্যাম্প শুল্ক বা স্বর্ণ, রৌপ্য, ধাতব মুদ্রা, কাগজী নোট, সিকিউরিটি পেপারের শুল্ক এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য পণ্যের উপর যে কোন আয়করের আওতামুক্ত।

(খ) সাবসিডিয়ারি

সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানটি আয়করের আওতাধীন। চলতি বছরের লাভ ক্ষতির উপর আয়করের মধ্যে চলতি বছরের কর এবং বিলম্বিত কর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে আয় সরাসরি ইক্যুইটি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে তা ব্যতীত লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্যান্য বিষয়ের উপর আয়কর হিসাব করা হয়েছে। সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ২৭.৫% আয়করের আওতাধীন (২০২১: ৩০.০%)।

চলতি কর বলতে চলতি বছরের করযোগ্য আয়ের উপর প্রদেয় করকে বুঝানো হয়েছে, এক্ষেত্রে স্থিতিপত্রের তারিখে আরোপ বা আরোপযোগ্য কর হার প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রদেয় করের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

"সম্পদ ও দায়ের স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত বাহিত মূল্য এবং কর হারের পার্থক্যের কারণে বিলম্বিত কর সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নলিখিত সাময়িক কারণগুলিতে বিলম্বিত কর সৃষ্টি করা হয় না সুনামের প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, সম্পদ ও দায়ের প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণ যা হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়া বা করযোগ্য আয়-ব্যয়কে প্রভাবিত করেনা এবং সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সে পরিমাণ পার্থক্য যা ভবিষ্যতে বিপরীত দাখিলার মাধ্যমে পরিবর্তন হবেনা। বিলম্বিত আয়কর এমন হারে নিরূপণ করা হয়েছে যা সাময়িক পার্থক্যের উপর প্রয়োগযোগ্য হবে, বিধি মোতাবেক স্থিতিপত্রের তারিখে আরোপ বা আরোপযোগ্য কর হার প্রয়োগ করে চলমান কর হারে বিলম্বিত কর নির্ণীত হয়।

৩.৩২ স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী বিষয়গুলো

স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী ঘটনাগুলো এমন ধরনের অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে যা গ্রুপের স্থিতিপত্রের তারিখের অবস্থান সর্ম্পকে অথবা যথাযথ নয় এমন চলমান ধারণা যা আর্থিক বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়েছে। আইএএস ১০ অনুযায়ী স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী ঘটনাগুলো যা সমন্বয়ের বিষয় নয় তা গুরুত্বপূর্ণ হলে সে বিষয়ে নোটে উল্লেখ করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিবেদন ইস্যু করার তারিখ পর্যন্ত এরূপ কোন ঘটনা সংঘটিত হয়নি যা আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশ করার প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

'০০০ টাকায়

		৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
৪	**বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব**		
	উল্লিখিত স্থিতি অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত পুঞ্জীভূত জমা ও স্থিতির সমতুল্য মূল্য নির্দেশ করে।		
	রক্ষিত স্থিতি		
	অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রক্ষিত স্থিতি	৭২,৪৬৩,৮৪৩	৪১,১৪৬,১৬৯
	বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত স্থিতি	৬,০৫৫,৯৬২	৮,৩৩৫,৫৯০
	মোট	**৭৮,৫১৯,৮০৫**	**৪৯,৪৮১,৭৫৯**
৫	**বৈদেশিক বিনিয়োগ**		
	তাৎক্ষণিক বিনিয়োগ	৩৩৩,২৪৭,৪২০	২৫৪,০৯৯,১০৯
	বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	৬৫০,৪৯৩,৮৬৬	১,৫৪১,৫৩৮,১৬১
	ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল	৯৩,২৪৬,৮৬৮	৮৪,৮০৫,৮২২
	বৈদেশিক বন্ড	১,০৪৬,২৩৯,৩০৩	৯৫২,৭৩৮,৪৯০
	ইউএস ট্রেজারি নোটস্*	৬৫৮,৯৮২,৬০৬	৩৫৩,৭০১,৪৬৫
	মোট	**২,৭৮২,২১০,০৬৩**	**৩,১৮৬,৮৮৩,০৪৭**
৬	**আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সংশ্লিষ্ট সম্পদ ও দায়সমূহ**		
৬.০১	**আইএমএফ এ রক্ষিত সম্পদ**		
	কোটা	১৩২,৩৪৪,৯৮৫	১২৯,১০১,৯০৪
	সরকার কর্তৃক পরিশোধকৃত কোটা (আইএমএফ)*	(১৪,৫৪৬,৫৬৭)	(১৪,৫৪৬,৫৬৭)
	এসডিআর হোল্ডিং	২৫৮,৬৩১,৬৬০	৮৩,৮৯১,০২৭
	এসডিআর হতে প্রাপ্য সুদ	৩০১,০৪০	৮,১০১
	মোট	**৩৭৬,৭৩১,১১৮**	**১৯৮,৪৫৪,৪৬৫**
	*এতে ২৫% বর্ধিত কোটা (এসডিআর ৫৩৩.৩০ মিলিয়ন) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সরাসরি সরকারি হিসাব বিকলনপূর্বক বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করা হয়েছে। বর্ধিত কোটা ২০১৬ সালে কার্যকরী হয়েছে।		
৬.০২	**আইএমএফ এর নিকট দায়**		
	আইএমএফ সিকিউরিটিজ	১৫৮,১১৭,০৯৪	১৫৪,২৩১,৬৫৯
	আইএমএফ এর আরএফআই এর বিপরীতে সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	(৪১,২৬৮,৪৩০)	(৪১,২৬৮,৪৩০)
	আইএমএফ-১ এবং আইএমএফ-২ হিসাব	১,৭১৪,৯৮৮	১,৬৮৩,৪৮০
	এসডিআর বরাদ্দ	১৯০,১৮১,০২২	৬১,৭৪৮,৫৬৬
	আইএমএফ বর্ধিত ঋণ সুবিধা	২৮,৩৫৯,৯৯৩	৪৩,১৩৫,১১৩
	প্রদেয় সুদ	২০৯,৬৩৯	৫,১৬০
	মোট	**৩৩৭,৩১৪,৩০৬**	**২১৯,৫৩৫,৫৪৮**

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল হতে আইএমএফ এর সদস্য। বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ এর জমাকারক (Depository) এবং আর্থিক প্রতিনিধি রূপে কাজ করে। আর্থিক প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ এর সাথে সকল কার্যক্রম ও লেনদেন পরিচালনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। জমাকারক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ এর কারেন্সী হোল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং আর্থিক বিবরণীতে এর সদস্য হিসেবে সম্পদ ও দায়ের যাতে যথাযথ প্রতিফলন ঘটে তার নিশ্চয়তা দেয়। আইএমএফ ফাইন্যান্সিয়াল অপারেশন্স ২০১৮ এর গাইডলাইন অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক বিবরণীতে আইএমএফের সাথে আর্থিক অবস্থা মোট ভিত্তিতে প্রদর্শন করে।

বাংলাদেশ কোটা হল সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণ। কোটা হল সেই পরিমাণ অর্থ যা প্রত্যেক আইএমএফ সদস্য দেশ কর্তৃক আইএমএফকে পরিশোধ করতে হয়। প্রত্যেক সদস্য দেশকে আইএমএফ এ যোগদানের নিমিত্তে অবশ্যই চাঁদার সম্পূর্ণ অংশ পরিশোধ করতে হয়; যার ২৫% পর্যন্ত অবশ্যই এসডিআর অথবা বহুল স্বীকৃত মুদ্রায় (যেমন ইউএস ডলার, ইউরো, ইয়েন অথবা পাউন্ড স্টার্লিং) পরিশোধ যোগ্য, যেখানে বাকি অংশ সদস্য দেশের নিজস্ব মুদ্রায় পরিশোধযোগ্য। চাঁদা মূলত আইএমএফ এর অনুকূলে প্রমিসরি নোট ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয় এবং বাকি অংশের একটি অংশ সংরক্ষিত সম্পদের মাধ্যমে, একটি অংশ বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে এবং একটি অংশ অত্র ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত আইএমএফ হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়।

সদস্যদের কোটার উপর ভিত্তি করে আইএমএফ কর্তৃক এর সদস্যদের মধ্যে এসডিআর বরাদ্দ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক তার বরাদ্দকৃত এসডিআর এর উপর সুদ প্রদান করে এবং তার ধারণকৃত এসডিআর এর উপর সুদ প্রাপ্য হয়।

আইএমএফ এর আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত স্থিতির সাথে সমন্বয় করতে ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে প্রচলিত এসডিআর বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ-১ এবং ২ হিসাবে আই্এমএফ সিকিউরিটিজসমূহ পূনঃমূল্যায়ন করে। অন্যান্য তিনটি হিসাব যথাঃ এসডিআর বণ্টন, আইএমএফ সম্প্রসারিত ঋণ সুবিধা এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধির অধীন প্রদত্ত ঋণসমূহ ৩০ জুন ২০২২ তারিখের বিনিময় হার অনুযায়ী টাকায় রূপান্তর করা হয়।

কোভিড-১৯ মহামারীতে জরুরী অর্থের প্রয়োজন মেটাতে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে আইএমএফ র‍্যাপিড ফাইন্যান্সিং ইনস্ট্রুমেন্ট (আরএফআই) এর অধীনে ৩৫৫.৫৩ মিলিয়ন এসডিআর ক্রয় এর অনুমোদন দিয়েছে (যা প্রায় ইউএসডি ৪৮৮ মিলিয়ন বা কোটার ৩৩.৩৩%)। ডিপোজিটরি হিসেবে, বাংলাদেশ ব্যাংক ০২.০৬.২০২০ তারিখে উক্ত ফান্ড গ্রহণ করেছে এবং সমপরিমাণ টাকা সরকারি হিসাবে জমা করেছে। আরএফআই এর বিপরীতে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রমিসরি নোট ইস্যু করেছে এবং তা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সিকিউরিটিজ একাউন্টে "আইএমএফ থেকে আরএফআই এর বিপরীতে সরকারকে প্রদত্ত অগ্রিম" নামে একটি কন্ট্রা হিসাব খুলে হিসাবায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
৭	**স্বর্ণ ও রৌপ্য**		
	স্বর্ণ	৪৪,৯৭৮,৫৯৪	৩৯,৩০৯,৫৯১
	রৌপ্য	৩২৭,৫৭৩	৩৬৯,২২৫
	মোট	**৪৫,৩০৬,১৬৭**	**৩৯,৬৭৮,৮১৬**

বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ৪৫১,১৬৮.৬১ ট্রয় আউন্স স্বর্ণ এবং ১৬৮,৭২৮.১৫ ট্রয় আউন্স রৌপ্য রয়েছে। মোট মজুদ স্বর্ণের মধ্যে ১৮৮,৯২৭.৫১ ট্রয় আউন্স স্বর্ণ ব্যাংক অব ইংল্যান্ডে ল্যান্ডিং অপারেশন ভিত্তিতে রাখা আছে এবং ৭৫,৯৬৬.২০ ট্রয় রৌপ্য এবং ১৬৮,৭২৮.১৫ ট্রয় আউন্স স্বর্ণ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থানীয় ভল্টে রাখা আছে।

৮	**স্বর্ণ লেনদেন হতে উদ্ভূত দাবি**	**৩১,৬২৯,২২৭**	**২৭,৮৫৫,৭০৯**

টীকা ৭ এ উল্লিখিত স্বর্ণের মধ্যে অবশিষ্ট ১৮৬,২৭৪.৯০ ট্রয় আউন্স স্বর্ণ এসসিবি-লন্ডন এবং এইচএসবিসি-লন্ডন এ বিনিয়োগকৃত অংশ স্বর্ণ লেনদেন হতে উদ্ভূত দাবি হিবেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৯	**বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংককে প্রদত্ত ঋণ**		
	ইডিএফ ডলার বিনিয়োগ	৬৫৩,৬৫৮,৮০০	৪৯৭,৩৪০,৭৪৮
	এলটিএফএফ বিনিয়োগ-এফএসএসপি	১৬,৪২২,১৬০	১৭,৯১৬,৫১৮
	গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড	১৬,৭৯৭,৬৮৫	১০,৩৯৭,১০২
	সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলংকায় জমা	১৮,৭৬১,৮৪০	
	রুপালি ব্যাংক করাচি*	-	৮,৮০২
	বাদঃ ঋণ হতে উদ্ভুত সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য সংস্থান (রুপালি ব্যাংক করাচি)	-	(৮,৮০২)
	মোট	**৭০৫,৬৪০,৪৮৫**	**৫২৫,৬৫৪,৩৬৮**

এই অরূপান্তরযোগ্য হিসাবটি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুরোধে খোলা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অসমন্বিত কিছু রপ্তানি বিলের সমন্বয় সাধন। এই হিসাবের মূলধন প্রেরণ, স্থানান্তর কিংবা রূপান্তর যোগ্য নয়। কিন্তু স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্থানের নিয়ম-নীতি পরিপালন এবং ট্যাক্স পরিশোধ সাপেক্ষ্যে এর সুদ স্থানান্তরযোগ্য। গত বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্থিতির উপর ব্যাংক প্রভিশন করেছে। এই অর্থবছরে ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট উল্লিখিত সম্পদটি অবলোপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সম্পদটির পুর্নবাসনযোগ্যতা যোগাযোগ চলমান থাকবে।

১০	**বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ**		
	সুইফট শেয়ার	৮০	৮০
	প্রাপ্র্য সুদ	৯,৮৯৭,৪২৭	৮,৭৬৩,৫৫৭
	অন্যান্য প্রাপ্র্য *	৫,২২৪,১৪৪	৫,২২৪,১৪৪
	মোট	**১৫,১২১,৬৫১**	**১৩,৯৮৭,৭৮১**

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

"ব্যাংক সুইফ্ট এর সদস্য হিসেবে এর একটি শেয়ার ক্রয় করেছে যার অবিহিত মূল্য ৮০,৪৭৪.৫৭ টাকার সমতুল্য।

* ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক এ রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ হিসাব হতে সাইবার হ্যাকিং এর মাধ্যমে সুইফট ম্যাসেজ ব্যবহার করে ১০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চুরি হয়। চুরিকৃত অর্থের ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ফিলিপাইনের রিজাল কর্মাশিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশন (আরসিবিসি) এ পরিচালিত ০৪(চার) টি হিসাবে এবং ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার শ্রীলংকার প্যান এশিয়া ব্যাংকিং কর্পোরেশন (পিএবিসি) এর পরিচালিত একটি হিসাবে শ্রীলংকায় স্থানান্তর হয়েছিল। ফিলিপাইনস হতে ১৪.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং শ্রীলংকা হতে ২০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ সর্বমোট ৩৪.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ পর্যান্ত উদ্ধার করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট অর্থ উদ্ধার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।"

"চুরিকৃত অর্থ উদ্ধারে ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ফর দি সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব নিউইয়র্কে সংশ্লিষ্ট বিবাদী(গণ) এর বিরূদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের চুরিকৃত অর্থ উদ্ধারকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে মামলা করার ক্ষেত্রে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক, নিউইয়র্ক এর মধ্যে একটি ""Resolution and Assistance Agreemnet"" স্বাক্ষরিত হয়। গত ২০ মার্চ ২০২০ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালত মামলার রায় প্রদান করে এবং উক্ত রায়ে আদালত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরসিবিসি, সোলায়ার রিসোর্ট ও ক্যাসিনো, মাইডাস রিসোর্ট ও ক্যাসিনো এবং অন্যান্যদের বিরূদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বাতিল করার বিষয়ে বিবাদীগণের দায়েরকৃত Motion to dismiss আবেদন খারিজ করা হয়। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act এর আওতায় আরসিবিসি ব্যাংক ও জড়িত অন্যান্যদের বিরুদ্ধে করা অভিযোগটি টেকনিক্যাল বিষয় বিবেচনায় ফেডারেল আদালত বিচারের জন্য গ্রহণ করেনি। ফেডারেল আদালতের উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে গত ২৭ মে ২০২০ তারিখ নিউইয়র্ক কাউন্টি সুপ্রীম কোর্টে আরিসিবিসিসহ ফিলিপাইনের সংশ্লিষ্ট বিবাদীদের বিরূদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। গত ৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে নিউইয়র্ক কাউন্টি সুপ্রীম কোর্ট আলোচ্য মামলার আংশিক রায়ে আদালত (Bloombery (Solaire) ও Eastern Hawaii এর dismissal আবেদন Jurisdiction ground এ গ্রহণ করে আলোচ্য মামলা হতে প্রতিষ্ঠান দুটিকে অব্যাহতি প্রদান করেছে। তবে, আদালত মামলার অন্যতম বিবাদী Kim Wong এর dismissal আবেদন খারিজ করে তাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের Complaint এর জবাব প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান করেছে। আলোচ্য মামলার অন্যতম বিবাদী RCBC, Lorenzo Tan ও Rahul Tan এর বিষয়ে আদালত এখনো কোন রায় প্রদান করেনি। উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক Bloombery (solaire) ও Eastern Hawaii কে অব্যাহতি প্রদান বিষয়ক আদেশের বিপরীতে আপিল দাখিল করেছে। ফিলিপাইনের ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস এর সহযোগিতায় কিছু আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ফিলিপাইনে দায়েরকৃত মামলাসমূহের মধ্যে দুইটি মামলার রায়ে আদালত আরসিবিসি এর মাকাতি শাখার তৎকালীন ব্যবস্থাপক Ms. Maia Santos Deguito ও সাবেক ব্রাঞ্চ সিনিয়র কাস্টমার রিলেশনস অফিসার Angela Ruth Torres কে কারাদন্ড ও জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত মামলায় অভিযুক্ত আরসিবিসি ব্যাংকের অপর ৩ (তিন) জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরূদ্ধে বিচারকার্য চলমান রয়েছে। এছাড়াও গত ১৫ মার্চ ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে মতিঝিল থানা, ঢাকায় মামলা দায়ের করা হয়, যা বর্তমানে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক তদন্তাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
		টাকা '০০০	টাকা '০০০
১১	**একীভূত টাকা কয়েন এবং নগদ স্থিতি**		
	টাকা কয়েন	৩,৬২৫,৮৭৩	৪,৫৯৭,৯৬৭
	নগদ স্থিতি	৪৪৮,৯২৭	৪৮৪,০৪৮
	মোট	**৪,০৭৪,৮০০**	**৫,০৮২,০১৫**
১১.০১	**টাকা কয়েন এবং নগদ স্থিতি**		
	টাকা কয়েন	৩,৬২৫,৮৭৩	৪,৫৯৭,৯৬৭
	নগদ স্থিতি	৩৯,০৫১	২৮,৭০২
	মোট	**৩,৬৬৪,৯২৪**	**৪,৬২৬,৬৬৯**

সরকারের নিকট হতে ক্রয়কৃত এবং ব্যাংক কর্তৃক ধারণকৃত কিন্তু ইস্যুকৃত নয় এরূপ এক, দুই ও পাঁচ টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রা, SPCBL (সাবসিডিয়ারি) কর্তৃক ধারণকৃত নগদ এবং সোনালী ব্যাংক লিঃ, ময়মনসিংহ অফিসে নগদ জমা অভিহিত মূল্যে ব্যাংক স্থিতির নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১২	**বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ**		
	উপায় ও উপকরণ আগাম	৭,২৬৮,৫০০	-
	ট্রেজারি বিল	১৮৭,৭৫১,৩৫৩	১৪,৪০০,৪৯৪
	ট্রেজারি বন্ড	৩৪৩,২৭২,৮৫০	২৭৯,৯৯২,৪৭৮
	মোট	**৫৩৮,২৯২,৭০৩**	**২৯৪,৩৯২,৯৭২**
১৩	**স্থানীয় মুদ্রায় একীভূত বিনিয়োগ**		
	মুদ্রা বাজারে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ *	১৭,১৯১,৮৮৭	১৭,২২৫,০৯৭
	ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার) - বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	৩,৯৪৫,০০০
	শেয়ার-আইসিবি ইসলামী ব্যাংক **	৭,৪৫২	৭,৪৫২
	মোট	**২১,১৪৪,৩৩৯**	**২১,১৭৭,৫৪৯**

* ইহা এসপিসিবিএল কর্তৃক স্থানীয় বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে বিনিয়োগকৃত মেয়াদি আমানতের মোট পরিমাণ নির্দেশ করে।

** ২ আগস্ট ২০০৭ তারিখের বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার নং- বিআরপিডি (আর-১) ৬৫১/৯(১০)/২০০৭-৪৪৬ অনুসারে এসপিসিবিএল আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিঃ (পূর্বতন ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ) এর প্রতিটি ১০.০০ টাকা অবিহিত মূল্যের ৭৪৫,২০০ টি শেয়ারের মালিক।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১৩.০১ স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ		
ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার) - বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	৩,৯৪৫,০০০
সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ	১২,০০০,০০০	১২,০০০,০০০
মোট	**১৫,৯৪৫,০০০**	**১৫,৯৪৫,০০০**
১৪ স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কর্মকর্তাদের প্রদত্ত সমন্বিত ঋণ		
(ক) স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত ঋণ		
রাষ্ট্রায়াত্ত্ব মালিকানাধীন ব্যাংক		
বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬,৬৪০,৮৬৩	৬,০২৫,১৩১
বিশেষায়িত ব্যাংক*	৫১,৪৫৩,৪০৪	৬১,৯৩৪,১৩২
	৫৮,০৯৪,২৬৭	**৬৭,৯৫৯,২৬৩**
ইমপেয়ারমেন্টের জন্য সংস্থান (টীকা-১৪.অ)	(৪,৭৩০,৭২৩)	(৫,৬৬১,২৮৫)
	৫৩,৩৬৩,৫৪৪	**৬২,২৯৭,৯৭৮**
অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান		
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক	১২,৯৩২,৮৪১	১১,২৪২,১৮৭
অন্যান্য ঋণ ও আগাম	১১৮,৮৭৫,৫৭৪	১৪০,৪০৬,০৫৮
	১৩১,৮০৮,৪১৫	**১৫১,৬৪৮,২৪৫**
প্রাপ্য সুদ	**১,৫৯৫,৪৮১**	**১,২৯৪,১৫৩**
মোট (ক)	**১৮৬,৭৬৭,৪৪০**	**২১৫,২৪০,৩৭৬**
(খ) স্থানীয় মুদ্রায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম		
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪৬,৭৯১,৪০৯	৪৫,১৯৪,৪৫৭
ঋণ ও অগ্রিম এর বিপরীতে সংস্থান (Provision) (টীকা-১৪.আ)	(৬৫৪,৪৪৫)	(৬৯০,৯৩৯)
মোট (খ)	**৪৬,১৩৬,৯৬৪**	**৪৪,৫০৩,৫১৮**
মোট ঋণ (ক+খ)	**২৩২,৯০৪,৪০৪**	**২৫৯,৭৪৩,৮৯৪**

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১৪.০১ স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিকপ্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ		
(ক) স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিকপ্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রদত্ত ঋণ		
রাষ্ট্রায়াত্ত্ব মালিকানাধীন ব্যাংক		
বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬,৬৪০,৮৬৩	৬,০২৫,১৩১
বিশেষায়িত ব্যাংক*	৫১,৪৫৩,৪০৪	৬১,৯৩৪,১৩২
	৫৮,০৯৪,২৬৭	**৬৭,৯৫৯,২৬৩**
ইমপেয়ারমেন্টের জন্য সংস্থান (টীকা-১৪.অ)	(৪,৭৩০,৭২৩)	(৫,৬৬১,২৮৫)
	৫৩,৩৬৩,৫৪৪	**৬২,২৯৭,৯৭৮**
অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান		
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক	১২,৯৩২,৮৪১	১১,২৪২,১৮৭
অন্যান্য ঋণ ও আগাম	১১৮,৮৭৫,৫৭৪	১৪০,৪০৬,০৫৮
	১৩১,৮০৮,৪১৫	**১৫১,৬৪৮,২৪৫**
প্রাপ্য সুদ	**১,৫৯৫,৪৮১**	**১,২৯৪,১৫৩**
মোট (ক)	**১৮৬,৭৬৭,৪৪০**	**২১৫,২৪০,৩৭৬**
(খ) স্থানীয় মুদ্রায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম		
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪৪,৮৯৬,৬৩২	৪৩,৩১৪,৮৭৮
ঋণ ও অগ্রিম এর বিপরীতে সংস্থান (টীকা ১৪.আ)	(৬৫৪,৪৪৫)	(৬৯০,৯৩৯)
মোট (খ)	**৪৪,২৪২,১৮৭**	**৪২,৬২৩,৯৩৯**
মোট ঋণ (ক+খ)	**২৩১,০০৯,৬২৭**	**২৫৭,৮৬৪,৩১৫**

* বিশেষায়িত ব্যাংক বলতে নিম্নবর্ণিত সে সকল ব্যাংককে বোঝায় যারা অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ সংক্রান্ত সেবা প্রদান করে থাকে ঃ

ব্যাংকসমূহ	**বিশেষায়িত খাতসমূহ**
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	কৃষি
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	কৃষি

১৪. অ) ব্যবহারজনিত ক্ষতি'র জন্য সংস্থান		
প্রারম্ভিক স্থিতি	৫,৬৬১,২৮৫	৬,৭২৮,৯৫৫
বছর জুড়ে পরিবর্তন / (ছাড়)	(৯৩০,৫৬২)	(১,০৬৭,৬৭০)
মোট	**৪,৭৩০,৭২৩**	**৫,৬৬১,২৮৫**

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১৪. আ) ঋণ হতে উদ্ভুত ক্ষতি পূরণের জন্য সংস্থান		
প্রারম্ভিক স্থিতি	৬৯০,৯৩৯	৮৩৩,৬৭৬
বছরজুড়ে পরিবর্তন / (ছাড়)	(৩৬,৪৯৪)	(১৪২,৭৩৭)
মোট	**৬৫৪,৪৪৫**	**৬৯০,৯৩৯**

ব্যবহারজনিত ক্ষতি'র জন্য সঞ্চিতি এক ধরনের সম্পত্তি হিসাব যা ঋণ এর উপর সুদ আয় না হওয়া জনিত ক্ষতি হ্রাসকরণের জন্য রক্ষিত হয়। ছাড়কৃত (বিমুক্ত কৃত) পরিমাণ মূলতঃ পুনঃতফশীলকৃত ডিমান্ড লোনের বিপরীতে রক্ষিত সঞ্চিতির রাইট ব্যাককৃত অংশ। ঋণ ক্ষতির জন্য সঞ্চিতিও এক ধরনের সম্পত্তি হিসাব যা কর্মচারী আগামের (মূল ও সুদের) কুঋণ সমন্বয়ের জন্য রক্ষিত হয়।

১৫ স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ-একীভূত		
অব্যবহৃত এফএসএসপি ফান্ড	-	১,০৩৯,২৪৪
প্রাপ্য সুদ	৪,৯২৫,৬৮৭	৩,৫৯৭,৩৫৭
অন্যান্য	৪,১৩৬	৪,১৩৬
মোট	**৪,৯২৯,৮২৩**	**৪,৬৪০,৭৩৭**

১৫.০১ স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ		
অব্যবহৃত এফএসএসপি ফান্ড	-	১,০৩৯,২৪৪
প্রাপ্য সুদ	৪,১১১,১৯৬	২,৮২৬,৫৭৬
মোট	**৪,১১১,১৯৬**	**৩,৮৬৫,৮২০**

সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডের উপর প্রাপ্য সুদ, এইচবিএফসি এর ঋণপত্রের উপর প্রাপ্য সুদ, ইত্যাদি প্রাপ্য সুদের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

১৬ একীভূত সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি
৩০ জুন ২০২২

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটর গাড়ী	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	হস্তনির্মিত শিল্প ও টাকা যাদুঘর	নিম্ন মূল্যের সম্পত্তি	ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার	মূলধনী চলতি কার্য	মোট
মূল্য														
০১ জুলাই'২১ তারিখের স্থিতি	৩৬,৫৫২,০২৩	৭,২৪০,২৮২	৮,৬৮০,০২৪	৩,৩৭৪,৩০১	৭১২,৬৫৫	৩৪৪,৬৭৫	৯৪৫,২৪৯	২,৬৬৪	৮১,০৯৫	১,৮৫৫	৭১,৪৪৪	২৬২,২১৮	৯১৯,৮১৪	**৫৯,১৮৮,২৯৯**
চলতি বছরের সংযোজন	-	৩০,১১৮	৮৭,৬৭৭	৬১,৮৯৭	৪৭,৮৮৫	১২৯	৭,৬৭২	-	৭,৮৮৩	৬,০৪৫	৩,৬৭০	১০২,২২৩	৯৭,৯৯৩	**৪৫৩,১৯৩**
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	৮১,৫৮১	৬০,৬০০	২৮৪,১৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	(৪২৬,৩৩১)	**-**
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(২২৭)	(২৫৩)	(৫৫)	(১,৬০১)	(৮)	-	-	-	(৫৪৯)	-	-	**(২,৬৯৩)**
পুনঃমূল্যায়ন সমন্বয়	৯৯৭,৮০০	১৫,৩৩৩	২৬,১৪১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**১,০৩৯,২৭৪**
৩০ জুন ২০২২	**৩৭,৫৪৯,৮২৩**	**৭,৩৬৭,৩১৪**	**৮,৮৫৪,২১৫**	**৩,৭২০,০৯৬**	**৭৬০,৪৮৫**	**৩৪৩,২০৩**	**৯৫২,৯১৩**	**২,৬৬৪**	**৮৮,৯৭৮**	**৭,৯০০**	**৭৪,৫৬৫**	**৩৬৪,৪৪১**	**৫৯১,৪৭৬**	**৬০,৬৭৮,০৭২**
অবচয় সঞ্চিতি														
০১ জুলাই'২১ তারিখে অবচয় সঞ্চিতি	-	৩,৮৬৩,৬০৫	৩,৯১২,০৯৯	২,১৩৮,৪০৩	৪০৫,৬৯৭	৩১৭,৬২৫	৬৪৮,০৯৭	২,৪৫৩	৫৯,৯৪৯	২১৯	৬৭,৪৮০	১২৯,৭৮৫	-	**১১,৫৪৫,৪১২**
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	৩৬৪,৯৭৩	৩৭৫,৭০৬	৩৬৮,৬৮৬	৬৯,৭৪৬	৯,৮১৫	৯৯,৪৪৬	৫০	১১,৭৩৭	১১৩	৪,৩১৮	১০৭,২৮২	-	**১,৪১১,৮৭২**
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(২২৭)	(২৫৩)	-	(১,৫৫১)	(৮)	-	-	-	(৫৪৩)	-	-	**(২,৫৮২)**
পুনঃমূল্যায়ন সমন্বয়	-	২৮,১৪৮	২,৪৮৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**৩০,৬৩৪**
৩০ জুন ২০২২	**-**	**৪,২৫৬,৭২৬**	**৪,২৯০,০৬৪**	**২,৫০৬,৮৩৬**	**৪৭৫,৪৪৩**	**৩২৫,৮৮৯**	**৭৪৭,৫৩৫**	**২,৫০৩**	**৭১,৬৮৬**	**৩৩২**	**৭১,২৫৫**	**২৩৭,০৬৭**	**-**	**১২,৯৮৫,৩৩৬**
নীট বহি মূল্য														
৩০ জুন ২০২২	**৩৭,৫৪৯,৮২৩**	**৩,১১০,৫৮৮**	**৪,৫৬৪,১৫১**	**১,২১৩,২৬০**	**২৮৫,০৪২**	**১৭,৩১৪**	**২০৫,৩৭৮**	**১৬১**	**১৭,২৯২**	**৭,৫৬৮**	**৩,৩১০**	**১২৭,৩৭৪**	**৫৯১,৪৭৬**	**৪৭,৬৯২,৭৩৬**
৩০ জুন ২০২১	**৩৬,৫৫২,০২৩**	**৩,৩৭৬,৬৭৭**	**৪,৭৬৭,৯২৫**	**১,২৩৫,৮৯৮**	**৩০৬,৭৮১**	**২৭,০৮৮**	**২৯৭,১৫২**	**২১১**	**২১,১৪৬**	**১,৬৩৬**	**৩,৯৬৪**	**১৩২,৪৩৩**	**৯১৯,৮১৪**	**৪৭,৬৪২,৭৪৬**

মতিঝিল, ঢাকায় অবস্থিত সেনা কল্যাণ ভবনের দাপ্তরিক স্থান ভাড়া নেয়ায় ব্যাংকের ইজারার অর্ন্তভুক্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০২১ — টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটর গাড়ী	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	হস্তনির্মিত শিল্প ও টাকা যাদুঘর	নিম্ন মূল্যের সম্পত্তি	ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার	মূলধনী চলতি কার্য	মোট
মূল্য														
০১ জুলাই'২০ তারিখের স্থিতি	৩৬,৫৫১,৩০৪	৭,১২৫,৯০১	৮,৬১২,১৬৮	২,২৬৩,৬২৭	৬৭৭,৩৩৫	৩৪২,০৯৬	৮৪৮,৭০৪	২,৬৬৪	৮১,০৫৬	১,৮৫৫	৭০,৪৬০	২৮৮,৬০৭	১,৭৮৪,৪১৫	**৫৮,৬৫০,১৯১**
চলতি বছরের সংযোজন	৭১৯	৪৩,৩৯৮	৬১,৬৯৪	২৮৫,৯৩৪	৩৬,৩৫০	৪,১৪৮	৮৬,৪৩২	-	৩৯	-	৫,৫৭১	-	৬২,৮৯৪	**৫৮৭,১৭৯**
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	৭০,৯৮৩	১৭,৯৪৫	৮২৫,৭১৪	-	-	১১,২৩৭	-	-	-	-	-	(৯২৭,৪৯৬)	**(১,৬১৭)**
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(১১,৭৮২)	(৯৭৫)	(১,২০৭)	(১,৫৬৯)	(১,১২৩)	-	-	-	(৪,৫৮৭)	(২৬,৩৮৯)	-	**(৪৭,৬৩৩)**
৩০ জুন ২০২১	**৩৬,৫৫২,০২৩**	**৭,২৪০,২৮২**	**৮,৬৮০,০২৪**	**৩,৩৭৪,৩০১**	**৭১২,৪৭৮**	**৩৪৪,৬৭৫**	**৯৪৫,২৪৯**	**২,৬৬৪**	**৮১,০৯৫**	**১,৮৫৫**	**৭১,৪৪৪**	**২৬২,২১৮**	**৯১৯,৮১৪**	**৫৯,১৮৮,১২০**
অবচয় সঞ্চিতি														
০১ জুলাই'২০ তারিখে অবচয় সঞ্চিতি	-	৩,৪৬৪,৪৬৬	৩,৫৩০,৫৫০	১,৮৯৩,৫৬৫	৩৪০,৩০৯	৩০৩,৯২৯	৫২৯,২৪৮	২,২৭৩	৪৩,৯৭৪	১২৬	৬৭,০৮৮	৭৩,৪০৪	-	**১০,২৪৮,৯৩২**
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	৩৯৯,১৩৯	৩৯৩,৩৩১	২৪৫,৮১৩	৬৬,৫৪০	১৫,২২৭	১১৯,৯৫৯	১৮০	১৫,৯৭৫	৯৩	৪,৯৭০	৫৬,৩৮১	-	**১,৩১৭,৬০৯**
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(১১,৭৮২)	(৯৭৫)	(১,১৫১)	(১,৫৬৯)	(১,১১০)	-	-	-	(৪,৫৭৮)	-	-	**(২১,১৬৬)**
সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
৩০ জুন ২০২১	**-**	**৩,৮৬৩,৬০৫**	**৩,৯১২,০৯৯**	**২,১৩৮,৪০৩**	**৪০৫,৬৯৭**	**৩১৭,৫৮৭**	**৬৪৮,০৯৭**	**২,৪৫৩**	**৫৯,৯৪৯**	**২১৯**	**৬৭,৪৮০**	**১২৯,৭৮৫**	**-**	**১১,৫৪৫,৩৭৪**
নীট বহি মূল্য														
৩০ জুন ২০২১	**৩৬,৫৫২,০২৩**	**৩,৩৭৬,৬৭৭**	**৪,৭৬৭,৯২৫**	**১,২৩৫,৮৯৮**	**৩০৬,৭৮১**	**২৭,০৮৮**	**২৯৭,১৫২**	**২১১**	**২১,১৪৬**	**১,৬৩৬**	**৩,৯৬৪**	**১৩২,৪৩৩**	**৯১৯,৮১৪**	**৪৭,৬৪২,৭৪৬**
৩০ জুন ২০২০	**৩৬,৫৫১,৩০৪**	**৩,৬৬১,৪৩৫**	**৫,০৮১,৬১৮**	**৩৭০,০৬২**	**৩৩৭,০২৬**	**৩৮,১৬৭**	**৩১৯,৪৫৬**	**৩৯১**	**৩৭,০৮২**	**১,৭২৯**	**৩,৩৭২**	**২১৫,২০৩**	**১,৭৮৪,৪১৫**	**৪৮,৪০১,২৫৯**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

১৬.০১ সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি পৃথক

৩০ জুন ২০২২

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটর গাড়ী	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	হস্তনির্মিত শিল্প ও টাকা যাদুঘর	নিম্ন মূল্যের সম্পত্তি	ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার	**মূলধনী চলতি কার্য**	**মোট**
মূল্য														
০১ জুলাই ২১ তারিখের স্থিতি	৩২,৮৯৩,৪২৩	৫,৯৮৮,৬৯৪	১,১৯২,৭২৭	৩,৩৭৪,৩০১	৬৭১,৩৬৮	৩০৭,২৫৬	৯৪৫,২৪৮	২,৬৬৪	৮১,০৯৪	১,৮৫৫	৭১,৪৪৪	২৬২,২১৮	৮৮৯,৩৬২	**৪৬,৬৮১,৬৫৫**
চলতি বছরের সংযোজন	-	৩০,১১৮	৮০,৩৬৭	৬১,৮৯৭	৪৬,১৬০	-	৭,৬৭২	-	৭,৮৮৩	৬,০৪৫	৩,৬৭০	১০২,২২৩	৪৭,৮১৫	**৩৯৩,৮৫০**
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	৮১,৫৮১	৬১,৩৯৯	২৮৪,১৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	(৪২৭,১৩০)	**-**
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(২২৭)	(২৫৩)	(৫৫)	(১,৬০১)	(৮)	-	-	-	(৫৪৯)	-	-	**(২,৬৯৪)**
৩০ জুন ২০২২	**৩২,৮৯৩,৪২৩**	**৬,১০০,৩৯৩**	**১,৩৩৪,২৬৬**	**৩,৭২০,০৯৫**	**৭১৭,৪৭৩**	**৩০৫,৬৫৫**	**৯৫২,৯১২**	**২,৬৬৪**	**৮৮,৯৭৭**	**৭,৯০০**	**৭৪,৫৬৫**	**৩৬৪,৪৪১**	**৫১০,০৪৭**	**৪৭,০৭২,৮১১**
পুঞ্জীভূত অবচয়														
০১ জুলাই ২১ তারিখের স্থিতি	-	২,৯৬৫,২১৯	৭৮৮,২৪৯	২,১৩৮,৪০৪	৩৬৮,৬০৯	২৮৩,৬৫৪	৬৪৮,০৯৭	২,৪৫৩	৫৯,৯৪৯	২১৯	৬৭,৪৮০	১২৯,৭৮৫	-	**৭,৪৫২,১১৮**
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	৩৫১,৪৮০	৬৯,০৪০	৩৬৮,৬৮৬	৬৯,২৭১	৭,৩৪২	৯৯,৪৪৬	৫০	১১,৭৩৭	১১৩	৪,৩১৮	১০৭,২৮২	-	**১,০৮৮,৭৬৫**
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(২২৭)	(২৫৩)	-	(১,৫৫১)	(৮)	-	-	-	(৫৪৩)	-	-	**(২,৫৮২)**
৩০ জুন ২০২২	**-**	**৩,৩১৬,৬৯৯**	**৮৫৭,০৬২**	**২,৫০৬,৮৩৭**	**৪৩৭,৮৮০**	**২৮৯,৪৪৫**	**৭৪৭,৫৩৫**	**২,৫০৩**	**৭১,৬৮৬**	**৩৩২**	**৭১,২৫৫**	**২৩৭,০৬৭**	**-**	**৮,৫৩৮,৩০১**
নীট বহি মূল্য														
৩০ জুন ২০২২	**৩২,৮৯৩,৪২৩**	**২,৭৮৩,৬৯৪**	**৪৭৭,২০৪**	**১,২১৩,২৫৮**	**২৭৯,৫৯৩**	**১৬,২১০**	**২০৫,৩৭৭**	**১৬১**	**১৭,২৯১**	**৭,৫৬৮**	**৩,৩১০**	**১২৭,৩৭৪**	**৫১০,০৪৭**	**৩৮,৫৩৪,৫১০**
৩০ জুন ২০২১	**৩২,৮৯৩,৪২৩**	**৩,০২৩,৪৭৫**	**৪০৪,৪৭৮**	**১,২৩৫,৮৯৭**	**৩০২,৫৮২**	**২৩,৬৪০**	**২৯৭,১৫১**	**২১১**	**২১,১৪৫**	**১,৬৩৬**	**৩,৯৬৪**	**১৩২,৪৩৩**	**৮৮৯,৩৬২**	**৩৯,২২৯,৩৯৭**

মতিঝিল, ঢাকায় অবস্থিত সেনা কল্যাণ ভবনের দাপ্তরিক স্থান ভাড়া নেয়ায় ব্যাংকের ইজারার অর্ন্তভুক্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০২১

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটর গাড়ী	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	হস্তনির্মিত শিল্প ও টাকা যাদুঘর	নিম্ন মূল্যের সম্পত্তি	ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার	মূলধনী চলতি কার্য	মোট
মূল্য														
০১ জুলাই ২০ তারিখের স্থিতি	৩২,৮৯২,৭০৪	৫,৮৮৯,৮২৭	১,১৫৭,১৮৭	২,২৬৩,৬২৭	৬৩৬,৯৭৮	৩০৩,২২১	৮৪৮,৭০৪	২,৬৬৪	৮১,০৫৬	১,৮৫৫	৭০,৪৬০	২৮৮,৬০৭	১,৭৫৩,০০০	**৪৬,১৮৯,৮৯০**
চলতি বছরের সংযোজন	৭১৯	২৭,৮৮৫	২৪,২৭১	২৮৫,৯৩৪	৩৫,৪২০	৪,০৪১	৮৬,৪৩২	-	৩৯	-	৫,৫৭১	-	৫৭,৯৯৬	**৫২৮,৩০৮**
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	৭০,৯৮৩	১২,০৮৩	৮২৫,৭১৪	-	-	১১,২৩৭	-	-	-	-	-	(৯২১,৬৩৪)	**(১,৬১৭)**
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(৮১৪)	(৯৭৫)	(১,২০৭)	(৬)	(১,১২৩)	-	-		(৪,৫৮৭)	(২৬,৩৮৯)	-	**(৩৫,১০২)**
৩০ জুন ২০২১	**৩২,৮৯৩,৪২৩**	**৫,৯৮৮,৬৯৪**	**১,১৯২,৭২৭**	**৩,৩৭৪,৩০১**	**৬৭১,১৯১**	**৩০৭,২৫৬**	**৯৪৫,২৪৮**	**২,৬৬৪**	**৮১,০৯৫**	**১,৮৫৫**	**৭১,৪৪৪**	**২৬২,২১৮**	**৮৮৯,৩৬২**	**৪৬,৬৮১,৪৭৯**
পুঞ্জীভূত অবচয়														
০১ জুলাই ২০ তারিখের স্থিতি	-	২,৬১৪,০০৯	৭২৪,৭০৪	১,৮৯৩,৫৬৬	৩০৩,৮৫৭	২৭১,৮৫৭	৫২৯,২৪৮	২,২৭৩	৪৩,৯৭৪	১২৬	৬৭,০৮৮	৭৩,৪০৪	-	**৬,৫২৪,১০৬**
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	৩৫১,২১০	৬৪,৩৬০	২৪৫,৮১৩	৬৫,৯০৩	১১,৭৬৫	১১৯,৯৫৯	১৮০	১৫,৯৭৫	৯৩	৪,৯৭০	৫৬,৩৮১	-	**৯৩৬,৬১১**
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(৮১৪)	(৯৭৫)	(১,১৫১)	(৬)	(১,১১০)	-	-	-	(৪,৫৭৮)	-	-	**(৮,৬৩৫)**
৩০ জুন ২০২১	**-**	**২,৯৬৫,২১৯**	**৭৮৮,২৪৯**	**২,১৩৮,৪০৪**	**৩৬৮,৬০৯**	**২৮৩,৬১৬**	**৬৪৮,০৯৭**	**২,৪৫৩**	**৫৯,৯৪৯**	**২১৯**	**৬৭,৪৮০**	**১২৯,৭৮৫**	**-**	**৭,৪৫২,০৮২**
নীট বহি মূল্য														
৩০ জুন ২০২১	**৩২,৮৯৩,৪২৩**	**৩,০২৩,৪৭৫**	**৪০৪,৪৭৮**	**১,২৩৫,৮৯৭**	**৩০২,৫৮২**	**২৩,৬৪০**	**২৯৭,১৫১**	**২১১**	**২১,১৪৫**	**১,৬৩৬**	**৩,৯৬৪**	**১৩২,৪৩৩**	**৮৮৯,৩৬২**	**৩৯,২২৯,৩৯৭**
৩০ জুন ২০২০	**৩২,৮৯২,৭০৪**	**৩,২৭৫,৮১৮**	**৪৩২,৪৮৩**	**৩৭০,০৬১**	**৩৩৩,১২১**	**৩১,৩৬৪**	**৩১৯,৪৫৬**	**৩৯১**	**৩৭,০৮২**	**১,৭২৯**	**৩,৩৭২**	**২১৫,২০৩**	**১,৭৫৩,০০০**	**৩৯,৬৬৫,৭৮২**

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
		'০০০ টাকায়	'০০০ টাকায়
১৭	**অস্পর্শনীয় সম্পদ**		
	অস্পর্শনীয় সম্পদের ক্রয় মূল্য	২,০৩৭,৭২৯	১,৯৮৫,৫৭৭
	পুঞ্জীভূত অবচয়	(১,৫২৭,৪৩৮)	(১,৩৯৬,২১৪)
	মূলধন জাতীয় চলমান কাজ	২১০,১৮৪	২১২,৭০৫
	মোট	**৭২০,৪৭৬**	**৮০২,০৬৮**

উপরে উল্লিখিত স্থিতি এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং, কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার, এন্টারপ্রাইজ ডেটা ওয়্যার হাউজ, রিয়েল টাইম গ্রোস সেটেলমেন্ট, বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো এবং ব্যাংকের নিজস্ব প্রস্তুতকৃত সফট্ওয়ারের সমন্বিত মূল্য নির্দেশ করে।

১৮	**সমন্বিত অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ**		
	অগ্রিম পরিশোধ ও আগাম	৭১১,২৯৯	৫৮৫,০২৬
	মজুদ*	২,৭০২,৯৭০	৩,২১১,২২৪
	বিবিধ দেনাদার	১,৬৭৬,৭৪০	১,২০৫,৬৫৫
	মোট	**৫,০৯১,০০৯**	**৫,০০১,৯০৫**

*প্রাথমিকভাবে গ্রুপের কাছে থাকা স্টকগুলো কাগজ, কালি, প্লেট, এবং সাবসিডিয়ারিতে নোট এবং অন্যান্য পণ্য মুদ্রণের জন্য সর্ম্পকিত উপকরণ নিয়ে গঠিত। স্টকগুলো খরচ এবং নিট উপলব্ধিযোগ্য মূল্যের কম মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়। উপাদানের খরচ ভারযুক্ত গড় পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়। ওয়ার্ক ইন প্রসেস এবং সমাপ্ত পণ্যগুলোর সাথে সর্ম্পকিত খরচ উপকরণের সরাসরি ব্যয়, সরাসরি মজুরি এবং উৎপাদন ওভারহেডের একটি উপযুক্ত অংশ প্রতিনিধিত্ব করে।

১৮.০১	**অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ**		
	অগ্রিম পরিশোধ ও আগাম	২০৬,৪৩৪	৫৩৮,২৩০
	মজুদ(মুদ্রিত বই, ফর্মস এন্ড পেপারস, অফিস সাপ্লাইস, মেডিসিন	৭৯,০৫৯	৬১,৬৩৫
	মোট	**২৮৫,৪৯৩**	**৫৯৯,৮৬৫**
১৯	**ব্যাংক ও আর্থিকপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমা**		
	বৈদেশিক মুদ্রায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের জমা	৭৮,১৯০,৮৯৬	১১৯,৪৪৯,১৫২
	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	১৮২,৫৬৪,৮২৫	১৩১,৪৯৬,৩৩৬
	প্রদেয় সুদ (আকু)	১৭২,৭৭০	১১,০৭৮
	মোট	**২৬০,৯২৮,৪৯১**	**২৫০,৯৫৬,৫৬৬**
২০	**অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়**		
	সোয়াপ দায় সিবিএসএল	১৮,৭৬১,৮৪০	-
	মোট	**১৮,৭৬১,৮৪০**	**-**

শ্রীলংকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে সোয়াপ দায় একটি আর্থিক সরঞ্জাম যা ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত মুদ্রা ঝুকি এক্সপোজারের বিরুদ্ধে হেজ করতে ব্যবহৃত হয়। শ্রীলংকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সোয়াপ চুক্তির বিস্তারিত নোট ৩.১৫ এ উল্লেখ রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
	'০০০ টাকায়	'০০০ টাকায়
২১ প্রচারণকৃত নোট		
প্রচারণকৃত নোট	২,৫৪৫,২৩৩,৯৭৩	২,২৫৩,২৫০,৬৬৬
ব্যাংক নোটের নগদ/জমা স্থিতি	(৬০)	(৪৯)
মোট	**২,৫৪৫,২৩৩,৯১৩**	**২,২৫৩,২৫০,৬১৭**

প্রচারণকৃত নোট বলতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর দাবীযোগ্য চালু নোটকে বোঝানো হয়েছে। যাহোক নগদ স্থিতি পরিমাণ নির্দেশ করে ব্যাংকের ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত ইস্যুকৃত নোটের পরিমাণ। ৩০শে জুন তারিখে চালু নোটের মূল্যমানসমূহ নিম্নরূপ ঃ

নোটের মূল্যমান	নোট সংখ্যা	২০২২	২০২১
১০ টাকার নোট	১,৫১৪,০৭৯,০২৭	১৫,১৪০,৭৯০	১৪,৪৫৭,৭৭৯
২০ টাকার নোট	৮২০,৮১৮,০৮০	১৬,৪১৬,৩৬২	১৩,৮৬৬,০৩৩
৫০ টাকার নোট	৪৬৪,২৬২,৬৬৪	২৩,২১৩,১৩৩	১৯,৪০৫,১৭৩
১০০ টাকার নোট	১,২৭১,২৯৭,৭০০	১২৭,১২৯,৭৭০	১১৭,৫৯৮,৪১৪
২০০ টাকার নোট	১৬৩,০৭৩,৫৮৬	৩২,৬১৪,৭১৭	১৪,৮৩২,৪১২
৫০০ টাকার নোট	১,৯৭৫,০৬১,০০৩	৯৮৭,৫৩০,৫০২	৯২৩,৮০৪,৮৪২
১০০০ টাকার নোট	১,৩৪৩,১৮৮,৬৯৯	১,৩৪৩,১৮৮,৬৯৯	১,১৪৯,২৮৬,০১৩
মোট	**৭,৫৫১,৭৮০,৭৫৯**	**২,৫৪৫,২৩৩,৯৭৩**	**২,২৫৩,২৫০,৬৬৬**

চালু নোটের বিপরীতে দায় স্থিতিপত্রে তাদের অবিহিত মূল্যে দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ধারা ৩০ অনুযায়ী এ সকল দায়ের বিপরীতে বিদ্যমান সম্পদ নিম্নে দেখানো হলো:

স্বর্ণ	১২,৮৯৮,৯৫৮	৩১,০৫৭,২০৯
রৌপ্য	৩২৭,৫৭৩	৩৬৯,২২৫
অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত স্থিতি	২,৩৬০,০০০,০০০	২,১২৬,০০০,০০০
বাংলাদেশ সরকারের সিকিউরিটিজ	১৩৮,৫০২,১৩০	৪৯,৩৪৬,৮২৭
টাকা ও ধাতব মুদ্রা	৩,৬২৫,৮৭৩	৪,৫৯৭,৯৬৭
বিনিয়োগ	-	১২,০০০,০০০
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	২৯,৮৭৯,৪৩৮	২৯,৮৭৯,৪৩৮
মোট	**২,৫৪৫,২৩৩,৯৭৩**	**২,২৫৩,২৫০,৬৬৬**

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
		'০০০ টাকায়	'০০০ টাকায়
২২	**ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা**		
	রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	২১৪,৭৭২,৩১৭	৩৩৭,৫১৯,২৯২
	সরকারি বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ	১৭,৮৩১,৭৫০	১৪,৯৫৬,১৭৯
	ব্যাক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ	৬২০,৯৪৩,২২৪	৭৫৭,৭৯৬,৩৩৮
	বিদেশী ব্যাংকসমূহ	৫০,১৯৯,৪৩৩	৯৫,৬৫১,৮২৭
	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৫,৪২৯,০৩৮	৫,২৪৪,৯৩৫
	অন্যান্য ব্যাংক	৮৬,১২৫	৪৯,৮৯৫
	মোট	**৯০৯,২৬১,৮৮৮**	**১,২১১,২১৮,৪৬৬**

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমার মধ্যে বিধিবদ্ধ জমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়ের উপর ৪% (২০২১ ঃ ৪%) হারে নির্ণয় করা হয়, উক্ত দায়ের সাথে দায় নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে রাখা স্থিতিও রয়েছে।

২৩	**স্থানীয় মুদ্রায় সমন্বিত অন্যান্য আর্থিক দায়**		
	সরকারি জমা	৫,০৫৪	২৭,০৩০,৮৭৫
	অন্যান্য জমা* (টীকা ২৩.০২)	৭৪,০১৭,৩২২	১৭৮,৯৩৭,৭৭১
	ব্যাংক নোট সমন্বয় হিসাব - অচল পাকিস্তানী নোট	-	৩,২৩০
	বিবিধ পাওনাদার হিসাব	৭,৫০৩,৬৪৬	৮,৪৩০,৮৪৩
	ইজারা দায় (টীকা: ২৩.০৩)	১৩১,০০৮	১৩৭,০৮৬
	স্থগিত সুদ হিসাব	১০৭৯০৪.২৫	১০৭৫৯৯.০৭৪১
	দাতা সংস্থাসমূহের জমা	৩৫,৫০৮,৯৬১	২০,৩০৯,১১৪
	আন্তঃ অফিস সমন্বয় (স্থগিত)	৩,৬৪৬,১৪৪	১৬২,১৮৮
	পেনশনের জন্য সঞ্চিতি*	২৪,৬২৫,৫৮৩	২২,৮১৬,০০২
	আনুতোষিকের জন্য সঞ্চিতি*	২,০৩৩,৮৯০	১,৮০০,৬৪৩
	ছুটি নগদায়নের জন্য সঞ্চিতি	৩,৬৩০,৭৩৫	৩,২৬৫,৮০৮
	বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ (সিবিএসপি) (টীকা ২৩.০৪)	২,৩৫২,৩৮৯	২,৩৬২,৯৫১
	বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ (এফএসএসপি) (টীকা ২৩.০৫)	২১,৬৩০,০১৭	২২,৫৯৬,৯৬৬
	বিলম্বিত কর দায়	৯৩০,১৬৫	৯১০,০৬৬
	অন্যান্য - সাবসিডিয়ারি	১,৬৩৩,২৮০	১,৮৩১,৭০২
	শেয়ার বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য তহবিল	২৫,৬২৭	১,৪১৩,৭৮৫
	বিবিধ	১,৩৫২	১,৩৫২
	মোট	**১৭৭,৭৮৩,০৮০**	**২৯২,১১৭,৯৮১**

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
	'০০০ টাকায়	'০০০ টাকায়
২৩.০১ স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়		
সরকারি জমা	৫,০৫৪	২৭,০৩০,৮৭৫
অন্যান্য জমা (টীকা ২৩.০২)	৭৪,০১৭,৩২২	১৭৮,৯৩৭,৭৭১
ব্যাংক নোট সমন্বয় হিসাব - অচল পাকিস্তানী নোট	-	৩,২৩০
বিবিধ পাওনাদার হিসাব	৮,৫৫৬,২৯৬	৮,৮৬৯,৫৭২
ইজারা দায় (টীকা: ২৩.০৩)	১৩১,০০৮	১৩৭,০৮৬
স্থগিত সুদ হিসাব	১০৭,৯০৪	১০৭,৫৯৯
দাতা সংস্থাসমূহের জমা	৩৫,৫০৮,৯৬১	২০,৩০৯,১১৪
আন্তঃ-অফিস সমন্বয় (স্থগিত)	৩,৬৪৬,১৪৪	১৬২,১৮৮
পেনশনের জন্য সঞ্চিতি*	২৪,৬২৫,৫৮৩	২২,৮১৬,০০২
আনুতোষিকের জন্য সঞ্চিতি*	১,৯৩৯,৩৮৭	১,৮০০,৬৪৩
ছুটি নগদায়নের জন্য সঞ্চিতি	৩,৩৯৭,৩৫৯	৩,০০৪,৯৩২
বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ - সিবিএসপি (টীকা ২৩.০৪)	২,৩৫২,৩৮৯	২,৩৬২,৯৫১
বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ - এফএসএসপি (টীকা ২৩.০৫)	২১,৬৩০,০১৭	২২,৫৯৬,৯৬৬
শেয়ার বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য তহবিল	২৫,৬২৭	১,৪১৩,৭৮৫
বিবিধ	১,৩৫২	১,৩৫২
মোট	**১৭৫,৯৪৪,৪০৩**	**২৮৯,৫৫৪,০৬৬**

*বিস্তারিত ৪৫ নং টীকায় উল্লেখ রয়েছে।

২৩.০২ অন্যান্য জমার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার স্পেশাল ইসলামিক বন্ড ফান্ড ডিপোজিট, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন ফান্ড জমা, অবসায়ক ব্যাংক ডিপোজিট, তফসিলি ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স ফান্ড ডিপোজিট, সিকিউরিটি ডিপোজিট, ইমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ ডিপোজিট এবং অন্যান্য বিবিধ জমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২৩.০৩ মতিঝিল, ঢাকায় অবস্থিত সেনা কল্যাণ ভবনের দাপ্তরিক স্থান ভাড়া নেয়ায় সম্পদ ব্যবহার অধিকারের বিপরীতে উসুলকৃত। ইজারা দায় বাবদ মোট অর্থ মেয়াদপূর্তির ০১ থেকে ০৩ বছরের মধ্যে নিঃশেষিত হবে।

২৩.০৪ সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট ফান্ড (সিবিএসপি) - দায়

"বাংলাদেশ সরকার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (আই.ডি.এ) এর সাথে একটি প্রজেক্টের অনুকূলে একটি ঋণচুক্তি করে যে প্রকল্পটি সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট (সিবিএসপি) নামে পরিচিত। সংশ্লিষ্ট ঋণ নং হল আইডিএ ৩৭৯২ বিডি এবং প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হল "কার্যক্রম সংস্কার এবং কার্যপ্রক্রিয়ায় বড় ধরনের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।" এই চুক্তি ছাড়াও প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে একটি সহযোগী ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩,৮৯২ মিলিয়ন টাকা (ইউএসডি ৫৫.৬০ মিলিয়ন) যার মধ্যে সরকারের মাধ্যমে আইডিএ সরবরাহ করেছে ৩,০৬০ মিলিয়ন টাকা (ইউএসডি ৪৩.৭১ মিলিয়ন) অবশিষ্ট ৮৩২ মিলিয়ন টাকা (ইউএসডি ১১.৮৮ মিলিয়ন) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বহন করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি ২০০৩ সালের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল এবং ৩০ এপ্রিল ২০১৩ সালে সম্পন্ন হয়েছে।

ব্যাংককে উক্ত ঋণের সুদসহ মূল অংশ সরকারকে পরিশোধ করতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে যা সংশোধিত সময়সূচী অনুযায়ী ১ ডিসেম্বর ২০১৩ হতে শুরু হবে এবং ১ জুন ২০৪৩ সালে শেষ হবে।"

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
	'০০০ টাকায়	'০০০ টাকায়

২৩.০৫ ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)

"বাংলাদেশ সরকার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (আই.ডি.এ) এর সাথে একটি প্রকল্পটির অনুকূলে এসডিআর ২১৩,৪০০,০০০ পরিমানের একটি ঋণচুক্তি করে যে প্রকল্পটি ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি) নামে পরিচিত। সংশ্লিষ্ট ঋণ নং হল আইডিএ ৫৬৬৪ বিডি এবং প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হল "প্রাপকের আর্থিক বাজারের অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রজেক্ট বাস্তবায়ন স্বত্তার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিদর্শন সামর্থ্যের উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় প্রবেশকরণ"। এই চুক্তি ছাড়াও প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২৭ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে একটি সহযোগী ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে। এই প্রকল্পটি ৩১ মার্চ ২০২০ সালে শেষ হয়েছে।

সহযোগী ঋণটি টাকায় হিসাবায়িত হবে এবং ব্যাংককে উক্ত ঋণের সুদসহ মূল অংশ ঋণ বাস্তবায়নের পর সরকারকে পরিশোধ করতে হবে ৩৮ বছরের মধ্যে যার মধ্যে ০৬ বছরের রেয়াতি সময় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।"

২৪	**মূলধন**	৩০,০০০	৩০,০০০

সমুদয় মূলধন ৪(১) ও ৪(২) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের কাছে ন্যস্ত রয়েছে।

২৫	**সমন্বিত পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি**	
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য (টীকা ২৫.০২)	৪৬,০৭৪,৯৬৪	৩৭,০১৮,৩৪৭
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (টীকা ২৫.০৩)	৩৮৭,৯৭৮,৭৯৫	১৪৯,১৬২,৬৩৩
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি (টীকা ২৫.০৪)	৩৯,৭৫২,৫২৩	৩৮,৭২৯,৪২৩
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ (টীকা ২৫.০৫)	(৩৭,২৬০,৬৯৮)	৪৫,৩৯০,৬৭৩
	মোট	**৪৩৬,৫৪৫,৫৮৪**	**২৭০,৩০১,০৭৬**

২৫.০১ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি

পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য (টীকা ২৫.০২)	৪৬,০৭৪,৯৬৪	৩৭,০১৮,৩৪৭
পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (টীকা ২৫.০৩)	৩৮৭,৯৭৮,৭৯৫	১৪৯,১৬২,৬৩৩
পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি (টীকা ২৫.০৪)	৩৫,০৮৬,২৩০	৩৫,০৮৬,২৩০
পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ (টীকা ২৫.০৫)	(৩৭,২৬০,৬৯৮)	৪৫,৩৯০,৬৭৩
মোট	**৪৩১,৮৭৯,২৯১**	**২৬৬,৬৫৭,৮৮৩**

২৫.০২ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি - স্বর্ণ ও রৌপ্য

ব্যাংক স্বর্ণ ও রৌপ্যের পুনঃমূল্যায়ন জনিত লাভ বা ক্ষতি এবং অন্যান্য সমন্বিত বিবরণীতে প্রদর্শন করে এবং পরবর্তীকালে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য নামক আলাদা একটি হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৫.০৩ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব

ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা পুনঃমূল্যায়ন জনিত অনার্জিত লাভ/ক্ষতি ব্যাংকের লাভ/ক্ষতি ও অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে প্রদর্শন করে এবং পরবর্তীতে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা নামক হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
	'০০০ টাকায়	'০০০ টাকায়

২৫.০৪ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির পুনঃমূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যাংক লাভ/ক্ষতি ও অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করে এবং পরবর্তীতে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি নামক হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৫.০৫ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক দলিলাদি

আর্থিক দলিলাদির পুনঃমূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যাংক লাভ/ক্ষতি ও অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করে এবং পরবর্তীতে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ নামক হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৬	মুদ্রার তারতম্য সঞ্চিতি	১১০,৫৬৮,৩৬৩	৮৬,৩৯৩,০৬১

ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা পুনঃমূল্যায়নজনিত উসুলকৃত মুনাফাকে লাভ/ক্ষতি ও সমন্বিত আয়ের বিবরণীতে আকলন করেছে এবং একই দফাকে পরবর্তীতে বৈদেশিক মুদ্রা তারতম্য সঞ্চিতি নামক আলাদা একটি হিসাবে স্থানান্তর করেছে যেটি মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৭ বিধিবদ্ধ তহবিল

পল্লী ঋণ তহবিল (নোট ২৭.০১)	৭,২০০,০০০	৭,১০০,০০০
কৃষিঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল (নোট ২৭.০২)	৭,২০০,০০০	৭,১০০,০০০
রপ্তানি ঋণ তহবিল (নোট ২৭.০৩)	১,৩০০,০০০	১,৩০০,০০০
শিল্প ঋণ তহবিল (নোট ২৭.০৪)	১,৯৩৭,৮৫২	১,৮৮৭,৮৫২
ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল (নোট ২৭.০৫)	৮৭৯,১৯৪	৮৭৯,১৯৪
মোট	**১৮,৫১৭,০৪৬**	**১৮,২৬৭,০৪৬**

বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এর নির্দেশনা সূত্রে গঠন করতঃ প্রতিবছর সরকারের পরামর্শক্রমে ব্যাংকের মুনাফা হতে লাভ আবন্টনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

২৭.০১ পল্লী ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬০(১) ধারা মোতাবেক সমবায় ব্যাংক, তফসিলী ব্যাংক এবং পল্লী ঋণ সংস্থাসমূহকে স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে ১০০ মিলিয়ন টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

২৭.০২ কৃষিঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল

বাংলাদেশ বাাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬১ ধারা মোতাবেক শীর্ষ সমবায় ব্যাংকসমূহকে ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে ১০০ মিলিয়ন টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

২৭.০৩ রপ্তানি ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬৩ নং ধারা মোতাবেক রপ্তানি কার্যক্রম সহায়তা করার জন্য তফসিলী ব্যাংকসমূহ এবং অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি ঋণ ও আগাম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে কোন অর্থ স্থানান্তর করা হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
	'০০০ টাকায়	'০০০ টাকায়

২৭.০৪ শিল্প ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ বাাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬২ ধারা মোতাবেক সমবায় ব্যাংকসমূহকে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি ঋণ প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৫০ মিলিয়ন টাকা এ তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে।

২৭.০৫ ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ১৬ নং ধারার ২৪ নং উপধারা মোতাবেক পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তফসিলী ব্যাংকসমূহের কুটির শিল্পে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের কারণে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি পুনর্ভরণের জন্য প্রতি বছরের মুনাফা হতে অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে কোন অর্থ স্থানান্তর করা হয়নি।

২৮ অ-বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল (নোট ২৮.০১)	৭,০০০,০০০	৭,০০০,০০০
গৃহায়ন পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	৪,৬৬০,০০০	৪,৬৬০,০০০
মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল (নোট ২৮.০২)	২৬৫,৫৪২	২৭০,৪০৮
আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল (নোট ২৮.০৩)	২০০,০০০	২০০,০০০
পল্লি কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাত শিল্প পুনঃঅর্থায়ন তহবিল (নোট ২৮.০৪)	৩,৪১০,০০০	৩,৪১০,০০০
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (নোট ২৮.০৫)	১০০,০০০	১০০,০০০
মোট	**১৫,৬৩৫,৫৪২**	**১৫,৬৪০,৪০৮**

২৮.০১ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ১৬ নং ধারার ২৪ নং উপধারা মোতাবেক ক্ষুদ্রঋণ ও গৃহায়ন খাতে ঋণ প্রদানের জন্য তফসিলী ব্যাংকসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঅর্থায়ন করার নিমিত্তে এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তহবিলসমূহে অর্থ স্থানান্তর করা হয় ।

২৮.০২ মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৮২ নং ধারার ২(এন) নং উপধারা এবং ব্যাংকের বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশে ও বিদেশে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল তৈরি করা হয়েছে। অর্থবছর ১১-এ সরকারকে প্রদেয় লভ্যাংশ হতে এই তহবিলের সংস্থান করা হয়ছে।

২৮.০৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল

ব্যাংকের মুদ্রা নীতি কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যাংক বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল তৈরি করা হয়েছে। অর্থবছর ১১-এ সরকারকে প্রদেয় লভ্যাংশ হতে এই তহবিলের সংস্থান করা হয়ছে।

২৮.০৪ পল্লী কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাত শিল্প পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

গ্রাম্য কৃষিজাত পণ্যের শিল্পকে অর্থায়ন করার উদ্দেশ্যে অর্থবছর ০১-এ এই তহবিল তৈরী করা হয়েছে। এই স্কীমের আওতায় ৩৭ টি কৃষিজাত পণ্যের শিল্পখাত রয়েছে। এই তহবিল বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যখাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন এবং প্রসারণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই খাতকে "অগ্রগামী খাত" হিসেবে "জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০" এ ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
	'০০০ টাকায়	'০০০ টাকায়

২৮.০৫ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল

এই তহবিল পরিচালক পর্ষদের ২০১৩ সালের (২০১৩ সালের ৬ষ্ঠ সভা) ১৭ জুনের কার্যবিবরণী নং-বিডি-৩৪১(২০১৩-০৬)/৫০ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুদানের ৫০.০০ মিলিয়ন টাকার তহবিলটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১২-২০১৩ সালের মুনাফা থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে প্রতি বছর ব্যাংকের মুনাফা থেকে ৫০.০০ মিলিয়ন টাকা এই তহবিলে স্থানান্তর করা হবে। অর্থবছর ১৫-এ ১০০.০০ মিলিয়ন টাকা চলতি বছরের মুনাফা থেকে কর্তন করা হয়েছে।

২৯ অন্যান্য সঞ্চিতি

সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি (নোট ২৯.০১)	৫,৩৭৭,৭৬১	৪,৯২৬,৭৮৫
সুদ সঞ্চিতি (নোট ২৯.০২)	৭,৫২২,১১৪	৭,৫২২,১১৪
মোট	**১২,৮৯৯,৮৭৫**	**১২,৪৪৮,৮৯৯**

২৯.০১ সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি

২৮৯তম পরিচালক পর্ষদের সভায় অনুমোদিত সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি নীতিমালা অনুযায়ী ৪৫০.৯৮ মিলিয়ন অর্থ এই খাতে প্রদান করা হয়েছে।

২৯.০২ সুদ সঞ্চিতি

অর্থবছর ০৭-এ পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য সঞ্চিতি আরম্ভ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের অর্জিত সুদ এখানে হিসাবায়ন করা হয়েছে।

৩০ সমন্বিত সাধারণ সঞ্চিতি

	৫,৫০০,৫০০	৫,৪০০,৫০০

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ সঞ্চিতি ও এর সহযোগী-এসপিসিবিএল এর সমন্বয়ে সমন্বিত সাধারণ সঞ্চিতি গঠিত হয়েছে।

৩০.০১ সাধারণ সঞ্চিতি

	৪,২৫০,৫০০	৪,২৫০,৫০০

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৫৯ নম্বর ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩০ মিলিয়ন টাকা মূল্যের ঋণপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ প্রভিশন হতে টাকা ৪,২২০.৫ মিলিয়ন সাধারণ সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

৩১ সমন্বিত অবন্টিত মুনাফা

প্রারম্ভিক স্থিতি	৪৪,৯১৯,৬৬৩	৭০,৩৮৫,৪৪৩
সরকারের নিকট পাওনার বিপরীতে সমন্বয়	(১৯,২১৫)	(২৭,৯৮৩)
বিধিবদ্ধ তহবিলে স্থানান্তর	-	(১,৫০০,০০০)
প্রদত্ত লভ্যাংশ	(৩১,০৯৯,৭৭৭)	(৫৫,৪৬১,৪০৫)
বিগত বছরের সমন্বয়	(৬৩৯)	৩,৭৭৪
পুনঃমূল্যায়নজনিত সমন্বয়	৩০,৬৩৪	৩৪,৭৩৩
চলতি বছরের মুনাফা	২৯৩,২৭০,১৫৫	৫৮,২৪২,০৬৯
মুনাফা অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর	(২৬৩,৭৯২,৪৪১)	(২৬,৬৫৬,৯৬৮)
সাধারণ সঞ্চিতিতে স্থানান্তর	(১০০,০০০)	(১০০,০০০)
সমাপনী স্থিতি	৪৩,২০৮,৩৭৮	৪৪,৯১৯,৬৬৩

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
		'০০০ টাকায়	'০০০ টাকায়
৩১.০১	**অবন্টিত মুনাফা**		
	প্রারম্ভিক স্থিতি	৩১,১১৮,৯৯১	৫৬,৯৮৯,৩৮৭
	সরকারের নিকট পাওনার বিপরীতে সমন্বয়	(১৯,২১৫)	(২৭,৯৮৩)
	বিধিবদ্ধ তহবিলে স্থানান্তর	-	(১,৫০০,০০০)
	প্রদত্ত লভ্যাংশ	(৩১,০৯৯,৭৭৭)	(৫৫,৪৬১,৪০৫)
	বিগত বছরের সমন্বয়	(৬৩৯)	৩,৭৭৪
	মুনাফা অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর	(৮০০,৯৭৬)	(৬০০,০০০)
	চলতি বছরের মুনাফা	২৯,৪৭৮,৬০২	৩১,৭১৫,২১৮
	সমাপনী স্থিতি	**২৮,৬৭৬,৯৮৭**	**৩১,১১৮,৯৯১**
৩২	**বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদের উপর সুদ আয়**		
	ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	৬,৩৬৪,০৯৬	৫,৩৪৫,৪৭৩
	বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট স্বল্পমেয়াদি জমা	৫,৫০২,৮১৪	৪,৮০১,৩০৯
	বিদেশি বন্ড ও ইউএস ডলার ট্রেজারি নোট	১৫,৬৯১,৫৬৬	১৫,০৬৭,৩৯৪
	ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল	২৫১,৯৩৭	১৪৫,৩২৮
	অন্যান্য	৫৬০,৫৮৮	৮৭,৭৯৬
	মোট	**২৮,৩৭১,০০১**	**২৫,৪৪৭,৩০০**
৩৩	**কমিশন ও বাট্টা**		
	বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের উপর কমিশন	২৭৮,৩৪৯	৩১৫,১৭৫
	অন্যান্য	২৪৮,৯০২	-
	মোট	**৫২৭,২৫১**	**৩১৫,১৭৫**
৩৪	**বৈদেশিক মুদ্রা আর্থিক দায়ের উপর সুদ ব্যয়**		
	জমা	৮৯,৪৬১	৫২৪,১১০
	এশিয়ান ক্লিয়ারিন ইউনিয়ন- (আকু)	৩০০,৯৫৮	৮৬,১৯৩
	আইএমএফ	৩৮১,৪২৬	৪৬,৮৮২
	মোট	**৭৭১,৮৪৫**	**৬৫৭,১৮৫**
৩৫	**স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদের উপর সমন্বিত সুদ আয়**		
	পুনঃ বিক্রয় চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	৪৭০,৬৬১	৪৯৬,৮১০
	সরকারি সিকিউরিটিসমূহ	১৯,৬৪৫,৪২৫	২১,৬২৪,৫১০
	সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	১১১,৯০৪	৪৮০,৬৪২
	ঋণপত্র	১৯০,৭৫০	১৯৪,১০৭
	ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	৬,৮৯৫,১৮৭	৬,৬৫৫,৮৯২
	স্বল্প মেয়াদি মুদ্রা বাজার জমা	১,০১৯,৪৮৭	১,০৩০,৮৩৩
	মোট	**২৮,৩৩৩,৪১৪**	**৩০,৪৮২,৭৯৪**

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
		'০০০ টাকায়	'০০০ টাকায়
৩৫.০১	সুদ আয়		
	পুনঃ বিক্রয় চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	৪৭০,৬৬১	৪৯৬,৮১০
	সরকারি সিকিউরিটিসমূহ	১৯,৬৪৫,৪২৫	২১,৬২৪,৫১০
	সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	১১১,৯০৪	৪৮০,৬৪২
	ঋণপত্র	১৯০,৭৫০	১৯৪,১০৭
	ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	৬,৮২১,০১৬	৬,৫৮৯,৩০২
	মোট	**২৭,২৩৯,৭৫৬**	**২৯,৩৮৫,৩৭১**
৩৬	কমিশন ও বাট্টা		
	সরকার হতে কমিশন আয়	৯,০০৯	১১,৪১১
	বিবিধ কমিশন আয়	২,০৫৩,৪৬৯	৪,৪২২,০৭৫
	মোট	**২,০৬২,৪৭৮**	**৪,৪৩৩,৪৮৬**
৩৭	অন্যান্য আয়		
	বিনিময় হিসাব	২৪	২০
	সম্পত্তি বিক্রয় অথবা অবমূল্যায়নের মুনাফা	১,২৫৫	৬৬৫
	অনুদান হতে আয়	১৯৪,০০৭	১১০,৪৩৫
	শাস্তিমূলক সুদ	৩,৭৭৬	৩,৯৯৮
	মোট	**১৯৯,০৬২**	**১১৫,১১৮**
৩৮	সুদ ব্যয়		
	বাংলাদেশ ব্যাংক বিল	৬৫৯,৮৯০	-
	সুদ ব্যয়-এফএসএসপি	২২১,৭৪৯	২২৭,৩৯২
	সুদ ব্যয়-সিবিএসপি	২৩,৯৫৪	২৪,৫২৮
	মোট	**৯০৫,৫৯৩**	**২৫১,৯২০**
৩৯	কমিশন ও অন্যান্য ব্যয়		
	এজেন্সি খরচ (নোট ৩৯.০১)	৬,৭১৭,৮০০	৮,১১৮,০০০
	ট্রেজারি বিল ও বন্ড এর অবলেখক কমিশন (নোট ৩৯.০২)	৪৪১,৮০০	৪১৪,৬০০
	অন্যান্য ব্যয়	৮২,৪৭৬	৩৬,২৯৩
	মোট	**৭,২৪২,০৭৬**	**৮,৫৬৮,৮৯৩**

৩৯.০১ এজেন্সি খরচ

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য সোনালী ব্যাংককে এজেন্সি খরচ প্রদান করা হয়।

৩৯.০২ ট্রেজারী বিল ও বন্ড এর অবলোপন কমিশন।

প্রাইমারি ডিলারদেরকে সরাসরি ট্রেজারি বিল ও বন্ড ইস্যু করার জন্য অবলেখকের কমিশন প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
		'০০০ টাকায়	'০০০ টাকায়
৪০	**পুনঃমূল্যায়ন লাভ/(ক্ষতি) - আর্থিক উপকরণ**		
	পুনঃমূল্যায়ন লাভ/(ক্ষতি) - ইউএস ট্রেজারি নোট	(৩৯,৫১২,৪৯৭)	(৪,৮৫২,৫৯৫)
	পুনঃমূল্যায়ন লাভ/(ক্ষতি) - বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড	(৪১,৮৬১,১৩০)	৪৫,৬৬৩,৮৩৭
	মোট	**(৮১,৩৭৩,৬২৭)**	**৪০,৮১১,২৪২**
৪১	**সমন্বিত সাধারণ ও প্রশাসনিক ব্যয়**		
	কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রান্ত ব্যয় (নোট ৪০(ক))	১৩,৫৬৭,৪৭১	১২,৮১৭,৫২২
	অবলোপন	১,১৪৯,৬৬০	১,৩১৭,৬০৯
	অবসায়ন(অলিক সম্পত্তি)	১৩১,২২৪	৪৫,৪২৪
	পরিচালকদের খরচ	৯২৫	১,৩১৯
	অডিট খরচ	৬,৩২৫	৮,৮৬৯
	মনিহারি	১১১,৩৭২	৯৮,৬২৬
	ভাড়া, বিদ্যুৎ অন্যান্য	৩৬১,১৫৯	৪৪৬,৮৬২
	ট্রেজারি হতে রেমিট্যান্স	৭০,০৭৩	৬৬,৮৩১
	অনুদান	২৫১,৬৯০	২২০,৭৬৬
	টেলিফোন	১৩০,৭২৫	১১৯,৫৪৪
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫২১,০২৩	৪৯৪,৬৬৬
	মালামাল	৩,১১৩,২৯৬	২,৩৭১,৫৭৭
	কর্মচারীদের মুনাফায় অংশগ্রহণমূলক তহবিল সঞ্চিতি	১০১,৪৩১	১০১,৭৭৬
	আয়কর ও ভ্যাট	৩৪৯,৩২৬	৩০৯,২৫৬
	বিবিধ	১,০১৪,৮৭৮	১,০৭০,৪৩১
	মোট	**২০,৮৮০,৫৭৮**	**১৯,৪৯১,০৭৮**
৪১.ক	**কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রান্ত ব্যয়**		
	বেতন	৩,২৪০,০৮৫	৩,১৫৯,০১৭
	বাড়ী ভাড়া	১,২৪৬,৪৮০	১,২০৫,১৯২
	কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	৮০৯,১০০	১,১৮৯,৬২৫
	পেনশন ও আনুতোষিক	৩,৭৭৪,৮০৫	৩,১১৭,৯৬৭
	ছুটি নগদায়ন	৫৭৮,২৭১	২৭৩,৮৪১
	সাধারণ ও প্রেরণা বোনাস	১,৭৮২,৬৭৪	১,৭১১,৩৮০
	চিকিৎসা খরচ	৫৮৪,৭০৬	৫৪১,৭৩৯
	প্রশিক্ষণ	২৫,১১০	৩৫,৬৫৯
	ভ্রমণ খরচ	৫৪৯,০২১	৪৮০,২৮৩
	মধ্যাহ্ন আহার	৩০০,৫০৮	২৯০,৮৬৩
	অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যয়	৬৭৬,৭১১	৮১১,৯৫৭
	মোট	**১৩,৫৬৭,৪৭১**	**১২,৮১৭,৫২২**

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	৩০-জুন-২২	৩০-জুন-২১
	'০০০ টাকায়	'০০০ টাকায়
৪১.০১ সাধারণ ও প্রশাসনিক খরচ		
কর্মকর্তা/কর্মচারী খাতে ব্যয় (নোট ৪১.০১.(ক)	১২,৫৯০,৪০৪	১২,০২৪,৩৮৫
অবচয়	১,০৮৮,৮১১	৯৩৬,৬১০
অবলোপন	১৩১,২২৪	৪৫,৪২৪
পরিচালকদের ফি	৫৭৩	৮৯৩
নিরীক্ষা ফি	৫,৭৫০	৮,২৯৪
স্টেশনারি	১০৮,৪৮৭	৯৫,৫২০
ভাড়া	২৪৪,০০৮	৩২৮,১৬৬
ট্রেজারি প্রেরণ	৬৯,৬০৮	৬৬,৪৩০
অনুদান	২২৪,৫৩৫	১৯২,৭৫৯
টেলিফোন	১৩০,০৭৭	১১৮,৭৭৬
মেরামত	৪৮৮,১৯৬	৪৫৩,১৯৯
বিবিধ	৯৭৩,০৩১	১,০৪৮,১২৩
মোট	**১৬,০৫৪,৭০৪**	**১৫,৩১৮,৫৭৯**
৪১.০১.(ক) কর্মকর্তা/কর্মচারী খাতে ব্যয়		
বেতন	২,৮৮৮,৬৮০	২,৮১৫,৬৬৭
বাড়ী ভাড়া	১,২৪৬,৪৮০	১,২০৫,১৯২
কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	৮০৯,১০০	১,০৫৪,৮৮০
পেনশন ও আনুতোষিক	৩,৫২৪,৬২২	৩,১১৭,৯৬৭
ছুটি নগদায়ন	৫৭৮,২৭১	২৭৩,৮৪১
সাধারণ ও প্রেরণা বোনাস	১,৬২০,৬৪৬	১,৬০২,৯৫৩
চিকিৎসা খরচ	৫৬৩,০৭৬	৫২২,০৪৬
প্রশিক্ষণ	২৫,০১২	৩৫,৪৯৮
ভ্রমণ খরচ	৫৩৪,৬৫২	৪৬২,৬৯২
মধ্যাহ্ন আহার	২৬৫,৮০০	২৫৯,৫১৫
অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যয়	৫৩৪,০৬৫	৬৭৪,১৩৪
মোট	**১২,৫৯০,৪০৪**	**১২,০২৪,৩৮৫**

*বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল ও বীমা খরচ ভাড়ার অন্তর্ভুক্ত

৪২ আর্থিক উপকরণসমূহ - প্রকৃত মূল্য এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৪২.০১ ক. হিসাব শ্রেণিকরণ এবং প্রকৃত মূল্য

নিম্নোক্ত ছক প্রকৃত মূল্যের ক্রমানুসারে আর্থিক সম্পদ এবং আর্থিক দায়ের বাহিত মূল্য এবং প্রকৃত মূল্য প্রদর্শন করে। যদি বাহিত মূল্য প্রকৃত মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে ইহা অবলোপনকৃত মূল্যের আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায়ের প্রকৃত মূল্যের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে না।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

একীভূত **হাজার টাকায়**

বিবরণ	৩০ জুন ২০২২							
	বাহিত মূল্য				ন্যায্য মূল্য			
	অবলোপন ব্যয়	অন্যান্য সমন্বিত আয়ের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্য	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে ন্যায্য মূল্য	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	*মোট*
আর্থিক সম্পদ - ন্যায্য মূল্যে								
মার্কিন ডলার ট্রেজারি বিল	৯৩,২৪৬,৮৬৮	-	-	৯৩,২৪৬,৮৬৮	৯৩,২৪৬,৮৬৮	-	-	৯৩,২৪৬,৮৬৮
বৈদেশিক বন্ড	১,০৪৬,২৩৯,৩০৩	-	-	১,০৪৬,২৩৯,৩০৩	১,০৪৬,২৩৯,৩০৩	-	-	১,০৪৬,২৩৯,৩০৩
মার্কিন ডলার ট্রেজারি নোট	-	৬৫৮,৯৮২,৬০৬	-	৬৫৮,৯৮২,৬০৬	৬৫৮,৯৮২,৬০৬	-	-	৬৫৮,৯৮২,৬০৬
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	৪৫,৩০৬,১৬৭	-	৪৫,৩০৬,১৬৭	৪৫,৩০৬,১৬৭	-	-	৪৫,৩০৬,১৬৭
স্বর্ণ লেনদেন হতে প্রাপ্ত আয়	-	৩১,৬২৯,২২৬.৫৫	-	৩১,৬২৯,২২৬.৫৫	৩১,৬২৯,২২৭	-	-	৩১,৬২৯,২২৭
ট্রেজারি বিল	-	১৮৭,৭৫১,৩৫৩	-	১৮৭,৭৫১,৩৫৩	১৮৭,৭৫১,৩৫৩	-	-	১৮৭,৭৫১,৩৫৩
ট্রেজারি বন্ড	-	৩৪৩,২৭২,৮৫০	-	৩৪৩,২৭২,৮৫০	৩৪৩,২৭২,৮৫০	-	-	৩৪৩,২৭২,৮৫০
সুইফ্ট শেয়ার	৮০		-	৮০	-	-	৮০	৮০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	-	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০
	১,১৪৩,৪৩১,২৫১	**১,২৬৬,৯৪২,২০২**	**-**	**২,৪১০,৩৭৩,৪৫৪**	**২,৪০৬,৪২৮,৩৭৪**	**৩,৯৪৪,৯৯৯**	**৮০**	**২,৪১০,৩৭৩,৪৫৪**
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে								
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,০৭৪,৮০০	-	-	৪,০৭৪,৮০০	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৭৮,৫১৯,৮০৫	-	-	৭৮,৫১৯,৮০৫	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	৩৩৩,২৪৭,৪২০	-	-	৩৩৩,২৪৭,৪২০	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	৬৫০,৪৯৩,৮৬৬	-	-	৬৫০,৪৯৩,৮৬৬	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	৩৭৬,৭৩১,১১৮	-	-	৩৭৬,৭৩১,১১৮	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৭০৫,৬৪০,৪৮৫	-	-	৭০৫,৬৪০,৪৮৫	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৯,৮৯৭,৪২৭	-	-	৯,৮৯৭,৪২৭	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৫,২২৪,১৪৪	-	-	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	৭,২৬৮,৫০০	-	-	৭,২৬৮,৫০০	-	-	-	-
স্বল্প মেয়াদী মুদ্রা বাজার বিনিয়োগ	১৯,৩৭১,৮৮৭	-	-	১৯,৩৭১,৮৮৭	-	-	-	-
আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের শেয়ার	৭,৪৫২	-	-	৭,৪৫২	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৬,৬৪০,৮৬৩	-	-	৬,৬৪০,৮৬৩	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	৪৬,৭২২,৬৮১	-	-	৪৬,৭২২,৬৮১	-	-	-	-
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	১২,৯৩২,৮৪১	-	-	১২,৯৩২,৮৪১	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	১১৮,৮৭৫,৫৭৪	-	-	১১৮,৮৭৫,৫৭৪	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১,৫৯৫,৪৮১	-	-	১,৫৯৫,৪৮১	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪৬,১৩৬,৯৬৪	-	-	৪৬,১৩৬,৯৬৪	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	৪,৯২৯,৮২৩	-	-	৪,৯২৯,৮২৩	-	-	-	-
	২,৪২৮,৩১১,১৩০	**-**	**-**	**২,৪২৮,৩১১,১৩০**	**-**	**-**	**-**	**-**
আর্থিক দায় - ন্যায্য মূল্যে								
শূন্য	-	-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে								
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	৩৩৭,৩১৪,৩০৬	-	-	৩৩৭,৩১৪,৩০৬	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	৭৮,১৯০,৮৯৬	-	-	৭৮,১৯০,৮৯৬	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	১৮২,৭৩৭,৫৯৫	-	-	১৮২,৭৩৭,৫৯৫	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,৫৪৫,২৩৩,৯১৩	-	-	২,৫৪৫,২৩৩,৯১৩	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৯০৯,২৬১,৮৮৮	-	-	৯০৯,২৬১,৮৮৮	-	-	-	-
	৪,০৫২,৭৩৮,৫৯৮	**-**	**-**	**৪,০৫২,৭৩৮,৫৯৮**	**-**	**-**	**-**	**-**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হাজার টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০২২							
	বাহিত মূল্য				ন্যায্য মূল্য			
	অবলোপন ব্যয়	অন্যান্য সমন্বিত আয়ের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্য	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে ন্যায্য মূল্য	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - ন্যায্য মূল্যে								
মার্কিন ডলার ট্রেজারি বিল	৮৪,৮০৫,৮২২	-	-	৮৪,৮০৫,৮২২	৮৪,৮০৫,৮২২	-	-	৮৪,৮০৫,৮২২
বৈদেশিক বন্ড	৯৫২,৭৩৮,৪৯০	-	-	৯৫২,৭৩৮,৪৯০	৯৫২,৭৩৮,৪৯০	-	-	৯৫২,৭৩৮,৪৯০
মার্কিন ডলার ট্রেজারি নোট	-	৩৫৩,৭০১,৪৬৫	-	৩৫৩,৭০১,৪৬৫	৩৫৩,৭০১,৪৬৫	-	-	৩৫৩,৭০১,৪৬৫
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	৩৯,৬৭৮,৮১৬	-	৩৯,৬৭৮,৮১৬	৩৯,৬৭৮,৮১৬	-	-	৩৯,৬৭৮,৮১৬
ট্রেজারি বিল	-	১৪,৪০০,৪৯৪	-	১৪,৪০০,৪৯৪	-	১৪,৪০০,৪৯৪	-	১৪,৪০০,৪৯৪
ট্রেজারি বন্ড	-	২৭৯,৯৯২,৪৭৮	-	২৭৯,৯৯২,৪৭৮	-	২৭৯,৯৯২,৪৭৮	-	২৭৯,৯৯২,৪৭৮
সুইফ্ট শেয়ার	৮০	-	-	৮০	-	-	৮০	৮০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	-	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০
	১,০৪১,৪৮৯,৩৯২	**৬৮৭,৭৭৩,২৫২**	**-**	**১,৭২৯,২৬২,৬৪৪**	**১,৪৩০,৯২৪,৫৯২**	**২৯৮,৩৩৭,৯৭১**	**৮০**	**১,৭২৯,২৬২,৬৪৪**
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে								
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৫,০৮২,০১৫	-	-	৫,০৮২,০১৫	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,৪৮১,৭৫৯	-	-	৪৯,৪৮১,৭৫৯	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২৫৪,০৯৯,১০৯	-	-	২৫৪,০৯৯,১০৯	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	১,৫৪১,৫৩৮,১৬১	-	-	১,৫৪১,৫৩৮,১৬১	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	-	-	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	-	-	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৮,৭৬৩,৫৫৭	-	-	৮,৭৬৩,৫৫৭	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৫,২২৪,১৪৪	-	-	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	-	-	-	-	-	-	-	-
ওভারড্রাফ্ট-ব্লক	-			-	-	-	-	-
ওভারড্রাফ্ট-কারেন্ট	-			-				
স্বল্প মেয়াদি মুদ্রা বাজার বিনিয়োগ	১৭,২২৫,০৯৭	-	-	১৭,২২৫,০৯৭	-	-	-	-
আইসিবি ইসলামি ব্যাংকের শেয়ার	৭,৪৫২	-	-	৭,৪৫২	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৬,০২৫,১৩১	-	-	৬,০২৫,১৩১	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	৫৬,২৭২,৮৪৭	-	-	৫৬,২৭২,৮৪৭	-	-	-	-
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	১১,২৪২,১৮৭	-	-	১১,২৪২,১৮৭	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	১৪০,৪০৬,০৫৮	-	-	১৪০,৪০৬,০৫৮	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১,২৯৪,১৫৩	-	-	১,২৯৪,১৫৩	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪৪,৫০৩,৫১৮	-	-	৪৪,৫০৩,৫১৮	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	৪,৬৪০,৭৩৭	-	-	৪,৬৪০,৭৩৭	-	-	-	-
	২,৮৬৯,৯১৪,৭৫৭	**-**	**-**	**২,৮৬৯,৯১৪,৭৫৭**	**-**	**-**	**-**	**-**
আর্থিক দায় - ন্যায্য মূল্যে								
শূন্য	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে								
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	২১৯,৫৩৫,৫৪৮	-	-	২১৯,৫৩৫,৫৪৮	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	১১৯,৪৪৯,১৫২	-	-	১১৯,৪৪৯,১৫২	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	১৩১,৫০৭,৪১৪	-	-	১৩১,৫০৭,৪১৪	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,২৫৩,২৫০,৬১৭	-	-	২,২৫৩,২৫০,৬১৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	-	-
	৩,৯৩৪,৯৬১,১৯৮	**-**	**-**	**৩,৯৩৪,৯৬১,১৯৮**	**-**	**-**	**-**	**-**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক **হাজার টাকায়**

বিবরণ	৩০ জুন ২০২২							
	বাহিত মূল্য				ন্যায্য মূল্য			
	অবলোপন ব্যয়	অন্যান্য সমন্বিত আয়ের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্য	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে ন্যায্য মূল্য	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	*মোট*
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে								
মার্কিন ডলার ট্রেজারি বিল	৯৩,২৪৬,৮৬৮	-	-	৯৩,২৪৬,৮৬৮	৯৩,২৪৬,৮৬৮	-	-	৯৩,২৪৬,৮৬৮
বৈদেশিক বন্ড	১,০৪৬,২৩৯,৩০৩	-	-	১,০৪৬,২৩৯,৩০৩	১,০৪৬,২৩৯,৩০৩	-	-	১,০৪৬,২৩৯,৩০৩
মার্কিন ডলার ট্রেজারি নোট	-	৬৫৮,৯৮২,৬০৬		৬৫৮,৯৮২,৬০৬	৬৫৮,৯৮২,৬০৬	-	-	৬৫৮,৯৮২,৬০৬
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	৪৫,৩০৬,১৬৭		৪৫,৩০৬,১৬৭	৪৫,৩০৬,১৬৭	-	-	৪৫,৩০৬,১৬৭
স্বর্ণ লেনদেন হতে প্রাপ্ত আয়		৩১,৬২৯,২২৭		৩১,৬২৯,২২৭	৩১,৬২৯,২২৭	-	-	৩১,৬২৯,২২৭
ট্রেজারি বিল	-	১৮৭,৭৫১,৩৫৩		১৮৭,৭৫১,৩৫৩	১৮৭,৭৫১,৩৫৩.২৩	-	-	১৮৭,৭৫১,৩৫৩
ট্রেজারি বন্ড	-	৩৪৩,২৭২,৮৫০		৩৪৩,২৭২,৮৫০	৩৪৩,২৭২,৮৫০.০৪	-	-	৩৪৩,২৭২,৮৫০
সুইফ্ট শেয়ার	৮০	-		৮০	-	-	৮০	৮০
সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ	-	১২,০০০,০০০		১২,০০০,০০০	-	-	১২,০০০,০০০	১২,০০০,০০০
ডিবেঞ্চার হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	-		৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০
	১,১৪৩,৪৩১,২৫১	**১,২৭৮,৯৪২,২০২**	**-**	**২,৪২২,৩৭৩,৪৫৪**	**২,৪০৬,৪২৮,৩৭৪**	**৩,৯৪৪,৯৯৯**	**১২,০০০,০৮০**	**২,৪২২,৩৭৩,৪৫৪**
আর্থিক সম্পদ অবলোপনকৃত মূল্যে								
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৩,৬৬৪,৯২৪	-	-	৩,৬৬৪,৯২৪	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৭৮,৫১৯,৮০৫	-	-	৭৮,৫১৯,৮০৫	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	৩৩৩,২৪৭,৪২০	-	-	৩৩৩,২৪৭,৪২০	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	৬৫০,৪৯৩,৮৬৬	-	-	৬৫০,৪৯৩,৮৬৬	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	৩৭৬,৭৩১,১১৮	-	-	৩৭৬,৭৩১,১১৮	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৭০৫,৬৪০,৪৮৫	-	-	৭০৫,৬৪০,৪৮৫	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৯,৮৯৭,৪২৭	-	-	৯,৮৯৭,৪২৭	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৫,২২৪,১৪৪	-	-	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	৭,২৬৮,৫০০	-	-	৭,২৬৮,৫০০	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	২,১৮০,০০০	-	-	২,১৮০,০০০	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৬,৬৪০,৮৬৩	-	-	৬,৬৪০,৮৬৩	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	৪৬,৭২২,৬৮১	-	-	৪৬,৭২২,৬৮১	-	-	-	-
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	১২,৯৩২,৮৪১	-	-	১২,৯৩২,৮৪১	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	১১৮,৮৭৫,৫৭৪	-	-	১১৮,৮৭৫,৫৭৪	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১,৫৯৫,৪৮১	-	-	১,৫৯৫,৪৮১	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪৪,২৪২,১৮৭	-	-	৪৪,২৪২,১৮৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	৪,১১১,১৯৬	-	-	৪,১১১,১৯৬	-	-	-	-
	২,৪০৭,৯৮৮,৫১১	**-**	**-**	**২,৪০৭,৯৮৮,৫১১**	**-**	**-**	**-**	**-**
আর্থিক দায় - ন্যায্য মূল্যে								
শূন্য	-	-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে								
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	৩৩৭,৩১৪,৩০৬	-	-	৩৩৭,৩১৪,৩০৬	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	৭৮,১৯০,৮৯৬	-	-	৭৮,১৯০,৮৯৬	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	১৮২,৭৩৭,৫৯৫	-	-	১৮২,৭৩৭,৫৯৫	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,৫৪৫,২৩৩,৯১৩	-	-	২,৫৪৫,২৩৩,৯১৩	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৯০৯,২৬১,৮৮৮	-	-	৯০৯,২৬১,৮৮৮	-	-	-	-
	৪,০৫২,৭৩৮,৫৯৮	-	-	৪,০৫২,৭৩৮,৫৯৮	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হাজার টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০২২							
	বাহিত মূল্য				ন্যায্য মূল্য			
	অবলোপন ব্যয়	অন্যান্য সমন্বিত আয়ের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্য	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে ন্যায্য মূল্য	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	*মোট*
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে								
মার্কিন ডলার ট্রেজারি বিল	৮৪,৮০৫,৮২২	-	-	৮৪,৮০৫,৮২২	৮৪,৮০৫,৮২২	-	-	৮৪,৮০৫,৮২২
বৈদেশিক বন্ড	৯৫২,৭৩৮,৪৯০	-	-	৯৫২,৭৩৮,৪৯০	৯৫২,৭৩৮,৪৯০	-	-	৯৫২,৭৩৮,৪৯০
মার্কিন ডলার ট্রেজারি নোটস	-	৩৫৩,৭০১,৪৬৫		৩৫৩,৭০১,৪৬৫	৩৫৩,৭০১,৪৬৫	-	-	৩৫৩,৭০১,৪৬৫
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	৩৯,৬৭৮,৮১৬	-	৩৯,৬৭৮,৮১৬	৩৯,৬৭৮,৮১৬	-	-	৩৯,৬৭৮,৮১৬
ট্রেজারি বিল	-	১৪,৪০০,৪৯৪	-	১৪,৪০০,৪৯৪	-	১৪,৪০০,৪৯৪	-	১৪,৪০০,৪৯৪
ট্রেজারি বন্ড	-	২৭৯,৯৯২,৪৭৮	-	২৭৯,৯৯২,৪৭৮	-	২৭৯,৯৯২,৪৭৮	-	২৭৯,৯৯২,৪৭৮
সুইফ্ট শেয়ার	৮০	-	-	৮০	-	-	৮০	৮০
সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ	-	১২,০০০,০০০	-	১২,০০০,০০০	-	-	১২,০০০,০০০	১২,০০০,০০০
ডিবেঞ্চার হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	-	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০
	১,০৪১,৪৮৯,৩৯২	**৬৯৯,৭৭৩,২৫২**	**-**	**১,৭৪১,২৬২,৬৪৪**	**১,৪৩০,৯২৪,৫৯৩**	**২৯৮,৩৩৭,৯৭১**	**১২,০০০,০৮০**	**১,৭৪১,২৬২,৬৪৪**
আর্থিক সম্পদ অবলোপনকৃত মূল্যে								
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,৬২৬,৬৬৯	-	-	৪,৬২৬,৬৬৯	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,৪৮১,৭৫৯	-	-	৪৯,৪৮১,৭৫৯	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২৫৪,০৯৯,১০৯	-	-	২৫৪,০৯৯,১০৯	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	১,৫৪১,৫৩৮,১৬১	-	-	১,৫৪১,৫৩৮,১৬১	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	-	-	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	-	-	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৮,৭৬৩,৫৫৭	-	-	৮,৭৬৩,৫৫৭	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৫,২২৪,১৪৪	-	-	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	-	-	-	-	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	-			-				
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৬,০২৫,১৩১	-	-	৬,০২৫,১৩১	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	৫৬,২৭২,৮৪৭	-	-	৫৬,২৭২,৮৪৭	-	-	-	-
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	১১,২৪২,১৮৭	-	-	১১,২৪২,১৮৭	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	১৪০,৪০৬,০৫৮	-	-	১৪০,৪০৬,০৫৮	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১,২৯৪,১৫৩	-	-	১,২৯৪,১৫৩	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪২,৬২৩,৯৩৯	-	-	৪২,৬২৩,৯৩৯	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	৩,৮৬৫,৮২০	-	-	৩,৮৬৫,৮২০	-	-	-	-
	২,৮৪৯,৫৭২,৩৬৭	**-**	**-**	**২,৮৪৯,৫৭২,৩৬৭**	**-**	**-**	**-**	**-**
আর্থিক দায় - ন্যায্য মূল্যে								
শূন্য	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে								
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	২১৯,৫৩৫,৫৪৮	-	-	২১৯,৫৩৫,৫৪৮	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	১১৯,৪৪৯,১৫২	-	-	১১৯,৪৪৯,১৫২	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	১৩১,৫০৭,৪১৪	-	-	১৩১,৫০৭,৪১৪	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,২৫৩,২৫০,৬১৭	-	-	২,২৫৩,২৫০,৬১৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	-	-
	৩,৯৩৪,৯৬১,১৯৮	**-**	**-**	**৩,৯৩৪,৯৬১,১৯৮**	**-**	**-**	**-**	**-**

৩০ জুন ২০২২ তারিখ ভিত্তিতে, ব্যাংকের লেভেল ৩ আর্থিক হাতিয়ার হিসেবে ছিল শুধু সুইফ্ট শেয়ার। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে এইসব শেয়ারের বাহিত মূল্য এর ন্যায্য মূল্যের সমান। যেহেতু বিগত বছরের বিনিয়োগের ন্যায্য মূল্যের কোন পরিবর্তন হয়নি সেহেতু লেভেল ৩ সমন্বয় টেবিল প্রকাশিত করা হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪২.০১ খ) ন্যায্যমূল্য পরিমাপকরণ

ন্যায্যমূল্য হলো হিসাবায়নের তারিখে বাজারে বিদ্যমান পক্ষ সমূহের মধ্যে একটি সম্পদ বিক্রয় করে যে টাকা পাওয়া যাবে বা একটি দায় স্থানান্তরের জন্য যে টাকা পরিশোধ করতে হবে। সম্পদ এবং দায়ের পোর্টফলিও অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ভিত্তিতে নায্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সরকারকে প্রদত্ত ঋণ (ওভারড্রাফট ব্লক এবং কারেন্ট) ব্যয় ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং প্রাপ্য সুদ দৈনিক ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয়েছে। ট্রেজারি বিল এবং বন্ড বিক্রয় যোগ্য সিকিউরিটিজ হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে এবং বাজার মূল্যে হিসাবায়ন করা হয়েছে। ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ অবলোপিত মূল্যে হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং ইমপেয়ারমেন্ট প্রভিশনকে নেট অফ করা হয়েছে। এইগুলোর বাজার মূল্যই হচ্ছে বাহিত মূল্য।

৪২.০২ আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

গ্রুপের আর্থিক উপকরণসমূহ হতে নিম্নরূপ ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে ঃ

ক) ঋণ ঝুঁকি

খ) তারল্য ঝুঁকি

গ) বাজার ঝুঁকি

ঘ) পরিচালন ঝুঁকি

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড "আইএফআরএস-৭ আর্থিক হাতিয়ারসমূহ ঃ প্রকাশ" অনুযায়ী স্বীকৃত ও অস্বীকৃত উভয় প্রকার আর্থিক হাতিয়ার, এগুলোর তাৎপর্য ও কার্যকারিতা, হিসাবরক্ষণ নীতিমালা, রীতি ও পদ্ধতি, নীট প্রকৃত মূল্য ও ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করতে হবে ব্যাংকের নীতিমালা হল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা।

ব্যাংক নীতি নির্ধারণী কাজে নিয়োজিত। ফলে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ভিন্ন। ব্যাংকের মূল ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত ঝুঁকিসমূহ হল ঋণ ঝুঁকি, বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি এবং সুদের হার ঝুঁকি। চাহিদা অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে তারল্য ঝুঁকি হ্রাসকেই প্রধান বিবেচ্য হিসাবে গণ্য করে থাকে। অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতোই বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলীর ধরন বিভিন্ন ধরনের পরিচালন ও সুনাম সংক্রান্ত ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহের মূল্যায়ন, তদারকি ও ব্যবস্থাপনার জন্য দৃঢ় ও কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য। গভর্নর কর্তৃক বৈদেশিক লেনদেনের সীমা ও অর্পিত দায়িত্ব নির্দিষ্টকৃত অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তাগণ স্পষ্টভাবে সজ্ঞায়িত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুযায়ী ব্যাংকের স্থানীয় মুদ্রা/বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ব্যবস্থাপনা এবং বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন পরিচালনা করে থাকেন। "রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন"-এ উল্লিখিত নির্দেশনা মোতাবেক ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি ব্যাংক যাতে ঝুঁকি নির্দেশনার মধ্যে কাজ করে তা নিশ্চিত করা ডেপুটি গভর্নরের সভাপতিত্বে গঠিত বিনিয়োগ কমিটির দায়িত্ব। মাসিক রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করা, যোগ্য প্রতিপক্ষের তালিকা অনুমোদন, বোর্ডে জমার পূর্বে পরিবর্তিত কৌশলের অনুমোদন এবং সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা বিনিয়োগ কমিটির সাধারণ কাজের অন্তর্ভুক্ত।

দু'টি বহিঃনিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা ব্যাংকের বার্ষিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে থাকে যাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিয়োগ দেয়া হয়। পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং নিরীক্ষা কার্যক্রমসমূহ তত্ত্বাবধান করা হয়ে থাকে এবং উক্ত কমিটি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমও তদারকি করে থাকে। কমিটি তাদের কার্যক্রমের বিষয়ে পর্ষদকে অবহিত করে থাকে।

সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করণের জন্য। ব্যাংক তার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে আর্থিক বাজারের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থাসমূহ অবলম্বন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে থাকে। এই টীকার ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থিতিপত্রে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১) ঋণ ঝুঁকি

ঋণ ঝুঁকি বলতে গ্রুপ/গোষ্ঠীটির আর্থিক ক্ষতিকে বোঝায় যা অপর পক্ষ কর্তৃক আর্থিক হাতিয়ার সংক্রান্ত চুক্তির শর্তাবলী পরিপালনে ব্যর্থতার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। ঋণের ঝুঁকি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন শ্রেণির স্বীকৃত আর্থিক সম্পদের সর্বোচ্চ ঋণের ঝুঁকির পরিমাণ হচ্ছে ঐ সম্পদের বাহিত মূল্য যা আর্থিক অবস্থার বিবৃতিতে নির্দেশিত রয়েছে। ব্যাংকের ব্যাপক পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তা অতি উচ্চ সূচক সম্পন্ন প্রতিপক্ষের ঝুঁকি প্রশমনের কাজ করে থাকে।

ক) ঋণের কেন্দ্রীভূতিকরণ

বছরান্তে এই প্রতিষ্ঠানের দেশ/অঞ্চল ভিত্তিক ঋণদাতা সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ ঃ

বিবরণ	২০২২		২০২১	
	সমন্বিত	পৃথক	সমন্বিত	পৃথক
বাংলাদেশ	১,৫৫৭,৬৩২,৪১৩	১,৫৪৯,৩০৯,৭৯৫	১,২২৮,২৩৯,৩৫২	১,১৬৬,৪৫০,২৪২
অন্যান্য এশীয় দেশসমূহ	৩৯০,৩৩০,৩৩২	৩৯০,৩৩০,৩৩২	৪৭০,০৮৯,৩৬৩	৪৭০,০৮৯,৩৬৩
যুক্তরাষ্ট্র	১,০৯৭,০১৭,৮৩১	১,০৯৭,০১৭,৮৩১	৬৮৩,৬৮৫,৭৬৬	৬৮৩,৬৮৫,৭৬৬
ইউরোপ	৫২৭,৫৫২,০২১	৫২৭,৫৫২,০২১	১,১১৭,৯৪৭,১৯৩	১,১১৭,৯৪৭,১৯৩
অষ্ট্রেলিয়া	২৫,৩২৩,১৮৯	২৫,৩২৩,১৮৯	৯১,৯০৫,৮০৫	৯১,৯০৫,৮০৫
অন্যান্য	১,২৪০,৮২৮,৭৯৭	১,২৪০,৮২৮,৭৯৭	১,০৮৮,৬১২,৩৫২	১,০৮৮,৬১২,৩৫২
মোট	**৪,৮৩৮,৬৮৪,৫৮৪**	**৪,৮৩০,৩৬১,৯৬৬**	**৪,৬৮০,৪৭৯,৮৩১**	**৪,৬১৮,৬৯০,৭২১**

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

খ) সূচক ভিত্তিক সমন্বিত ঋণের বিশ্লেষণ

নিচের সারণীর সম্পদসমূহ MOODY'S ঋণের সূচকের (অন্যান্য এজেন্সির সূচকের সময় MOODY'S সমমান সূচক) উপর ভিত্তি করে উপস্থাপন করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি জমার ক্ষেত্রে AAA হল সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গুনগত মানসম্পন্ন সূচক এবং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ যে পরমোৎকৃষ্ট গুণগত মান সম্পন্ন এবং ঋণের ঝুঁকির মাত্রা যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের তা নির্দেশ করে। AA সূচক দ্বারা উৎকৃষ্ট মানের ঋণকে নির্দেশ করে কিন্তু গুনগত মান AAA এর চাইতে কম। AA1 দ্বারা AA ক্যাটাগরিভুক্ত সূচকের সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করে; AA2 দ্বারা AA ক্যাটাগরিভুক্ত সূচকের মধ্যম সীমা নির্দেশ করে এবং AA3 দ্বারা AA ক্যাটাগরিভুক্ত সূচকের সর্বনিম্ন সীমা নির্দেশ করে। স্বল্পমেয়াদি জমার ক্ষেত্রে P-1 দ্বারা ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রাইম-১ ভুক্ত জমাকে নির্দেশ করে এবং উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন ঋণ প্রদান প্রস্তাব করে এবং সময়মত স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে একটি খুবই মজবুত সামর্থকে নির্দেশ করে। ST-1 নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের সর্বোচ্চ সামর্থ্য নির্দেশ করে, ST-2 নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের মজবুত সামর্থ্য নির্দেশ করে আর ST-3 নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের গড় সামর্থ্য নির্দেশ করে।

এছাড়া, স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পত্তির সাথে ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ সমূহ ক্রেডিট রেটিং প্রতিষ্ঠান ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী অব বাংলাদেশ লিমিটেড, ইমারজিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড, ন্যাশনাল ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড, আলফা ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড, অরগাস ক্রেডিট রেটিং সার্ভিসেস লিমিটেড ইত্যাদি এর রেটিং এর উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সমন্বিত বিবরণী

বিবরণী	ঋণের সূচক	২০২২		২০২১	
		পরিমাপ '০০০ টাকায়	আর্থিক সম্পদ (%)	পরিমাপ '০০০ টাকায়	আর্থিক সম্পদ (%)
১) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	P-1	৭৮,৫১৯,৮০৫	১.৬৪%	৪৯,৪৮১,৭৫৯	১.০৯%
স্বল্পতম সময়ের জন্য বিনিয়োগ	P-1	৩৩৩,২৪৭,৪২০	৬.৯৫%	২৫৪,০৯৯,১০৯	৫.৫৯%
বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	P-1	৬৫০,৪৯৩,৮৬৬	১৩.৫৭%	১,৫৪১,৫৩৮,১৬১	৩৩.৯১%
মার্কিন ডলার ট্রেজারি বিল	P-1	৯৩,২৪৬,৮৬৮	১.৯৫%	৮৪,৮০৫,৮২২	১.৮৭%
বিদেশি বন্ড	AAA	৬৬৯,৮৪৩,৪৭২	১৩.৯৭%	৭৩৬,৩৩২,৭৬৬	১৬.২০%
বিদেশি বন্ড	AA1, AA2, AA3	১০৯,৬৫৪,১৭৪	২.২৯%	৪১,৯৩৬,৯৯৭	০.৯২%
বিদেশি বন্ড	A1, A2, A3	১০২,৯৮৯,৪৫১	২.১৫%	৫৮,১৪২,৯৫৮	১.২৮%
বিদেশি বন্ড	BAA1, BAA2, BAA3, BA1, BA2 BA3, B1, B2, B3	১৬৩,৭৫২,২০৬	৩.৪২%	১১৬,৩২৫,৭৬৯	২.৫৬%
মার্কিন ডলার ট্রেজারি নোটস্	AAA	৬৫৮,৯৮২,৬০৬	১৩.৭৫%	৩৫৩,৭০১,৪৬৫	৭.৭৮%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	A	২২,০২২,১০৪	০.৪৬%	৯,৩৭৮,০৬৪	০.২১%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	AAA to AA	৬৬০,৬৫৯,৫২৩	১৩.৭৮%	৫১৫,৪২৭,১৫৩	১১.৩৪%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	BAA, BA, B	৩,৩০৬,৫৯১	০.০৭%	৮১০,১৩৬	০.০২%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	Unrated	১৯,৬৫২,২৬৮	০.৪১%	৩৯,০১৫	০.০০%
স্বর্ণ লেনদেন বাবদ দাবী	A3	৩১,৬২৯,২২৭	০.৬৬%	-	০.০০%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	Unrated	৩৭৬,৭৩১,১১৮	৭.৮৬%	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	৪.৩৭%
বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য সম্পদ	Unrated	১৫,১২১,৬৫১	০.৩২%	১৩,৯৮৭,৭৮১	০.৩১%
মোট		**৩,৯৮৯,৮৫২,৩৪৯**	**৮৩.২৪%**	**৩,৯৭৪,৪৬১,৪১৮**	**৮৭.৪৪%**
২) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	BA3	৫৩৮,২৯২,৭০৩	১১.২৩%	২৯৪,৩৯২,৯৭২	৬.৪৮%
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ্ ক্রয়	A	২,১৮০,০০০	০.০৫%	-	০.০০%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	Unrated	২১,১৪৪,৩৩৯	০.৪৪%	২১,১৭৭,৫৪৯	০.৪৭%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	A	৭,৬৫৪,৭৫৭	০.১৬%	২০,২২১,৬৯২	০.৪৪%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	AAA to AA	১০১,৮৮৮,২৮৫	২.১৩%	১১৫,৬৮৭,২৯৮	২.৫৫%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	BA to B	৫৪,৫৩৪,৪৮১	১.১৪%	১,৪৫৫,৩১৮	০.০৩%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	BAA	৩৭৯,০৫৮	০.০১%	১৭,২৭৮,৪৮০	০.৩৮%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	Unrated	২২,৩১০,৮৫৮	০.৪৭%	৪৬,৪৭০,০৩৬	১.০২%
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	-	৪৬,১৩৬,৯৬৪	০.৯৬%	৪৪,৫০৩,৫১৮	০.৯৮%
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	-	৪,৯২৯,৮২৩	০.১০%	৪,৬৪০,৭৩৭	০.১০%
টাকা মুদ্রা ও নগদ স্থিতি	-	৪,০৭৪,৮০০	০.০৯%	৫,০৮২,০১৫	০.১১%
মোট		**৮০৩,৫২৬,০৬৮**	**১৬.৭৬%**	**৫৭০,৯০৯,৬১৪**	**১২.৫৬%**
মোট-আর্থিক সম্পদ (১+২)		**৪,৭৯৩,৩৭৮,৪১৭**	**১০০.০০%**	**৪,৫৪৫,৩৭১,০৩৩**	**১০০.০০%**

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক বিবরণী

বিবরণী	ঋণের সূচক	২০২২		২০২১	
		পরিমাপ '০০০ টাকায়	আর্থিক সম্পদ (%)	পরিমাপ '০০০ টাকায়	আর্থিক সম্পদ (%)
ক) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	P-1	৭৮,৫১৯,৮০৫	১.৬৪%	৪৯,৪৮১,৭৫৯	১.০৯%
স্বল্পতম সময়ের জন্য বিনিয়োগ	P-1	৩৩৩,২৪৭,৪২০	৬.৯৬%	২৫৪,০৯৯,১০৯	৫.৬০%
বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	P-1	৬৫০,৪৯৩,৮৬৬	১৩.৫৯%	১,৫৪১,৫৩৮,১৬১	৩৩.৯৮%
মার্কিন ডলার ট্রেজারি বিল	AAA	৯৩,২৪৬,৮৬৮	১.৯৫%	৮৪,৮০৫,৮২২	১.৮৭%
বিদেশি বন্ড	AAA	৬৬৯,৮৪৩,৪৭২	১৪.০০%	৭৩৬,৩৩২,৭৬৬	১৬.২৩%
বিদেশি বন্ড	AA1, AA2, AA3	১০৯,৬৫৪,১৭৪	২.২৯%	৪১,৯৩৬,৯৯৭	০.৯২%
বিদেশি বন্ড	A1, A2,A3	১০২,৯৮৯,৪৫১	২.১৫%	৫৮,১৪২,৯৫৮	১.২৮%
বিদেশি বন্ড	BAA1, BAA2, BAA3, BA1, BA2, BA3, B1, B2, B3	১৬৩,৭৫২,২০৬	৩.৪২%	১১৬,৩২৫,৭৬৯	২.৫৬%
মার্কিন ডলার ট্রেজারি নোটস্	AAA	৬৫৮,৯৮২,৬০৬	১৩.৭৭%	৩৫৩,৭০১,৪৬৫	৭.৮০%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	A	২২,০২২,১০৪	০.৪৬%	৯,৩৭৮,০৬৪	০.২১%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	AAA to AA	৬৬০,৬৫৯,৫২৩	১৩.৮১%	৫১৫,৪২৭,১৫৩	১১.৩৬%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	BAA, BA, B	৩,৩০৬,৫৯১	০.০৭%	৮১০,১৩৬	০.০২%
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	Unrated	১৯,৬৫২,২৬৮	০.৪১%	৩৯,০১৫	০.০০%
স্বর্ণ লেনদেন বাবদ দাবী		৩১,৬২৯,২২৭	০.৬৬%	-	০.০০%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	Unrated	৩৭৬,৭৩১,১১৮	৭.৮৭%	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	৪.৩৭%
বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য সম্পদ	Unrated	১৫,১২১,৬৫১	০.৩২%	১৩,৯৮৭,৭৮১	০.৩১%
মোট		**৩,৯৮৯,৮৫২,৩৪৯**	**৮৩.৩৮%**	**৩,৯৭৪,৪৬১,৪১৮**	৮৭.৬০%
খ) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	BA3	৫৩৮,২৯২,৭০৩	১১.২৫%	২৯৪,৩৯২,৯৭২	৬.৪৯%
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ্ ক্রয়	A	২,১৮০,০০০	০.০৫%	-	০.০০%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	Unrated	১৫,৯৪৫,০০০	০.৩৩%	১৫,৯৪৫,০০০	০.৩৫%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	A	৭,৬৫৪,৭৫৭	০.১৬%	২০,২২১,৬৯২	০.৪৫%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	AAA to AA	১০১,৮৮৮,২৮৫	২.১৩%	১১৫,৬৮৭,২৯৮	২.৫৫%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	BA to B	৫৪,৫৩৪,৪৮১	১.১৪%	১,৪৫৫,৩১৮	০.০৩%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	BAA	৩৭৯,০৫৮	০.০১%	১৭,২৭৮,৪৮০	০.৩৮%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	Unrated	২২,৩১০,৮৫৮	০.৪৭%	৪৬,৪৭০,০৩৬	১.০২%
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	-	৪৪,২৪২,১৮৭	০.৯২%	৪২,৬২৩,৯৩৯	০.৯৪%
বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য সম্পদ	-	৪,১১১,১৯৬	০.০৯%	৩,৮৬৫,৮২০	০.০৯%
টাকা মুদ্রা ও নগদ স্থিতি	-	৩,৬৬৪,৯২৪	০.০৮%	৪,৬২৬,৬৬৯	০.১০%
মোট		**৭৯৫,২০৩,৪৫০**	**১৬.৬২%**	**৫৬২,৫৬৭,২২৪**	**১২.৪০%**
মোট-আর্থিক সম্পদ (ক+খ)		**৪,৭৮৫,০৫৫,৭৯৯**	**১০০.০০%**	**৪,৫৩৭,০২৮,৬৪৪**	**১০০.০০%**

গ) সাধারণ ও অন্যান্য বর্ধিত জামানত সংরক্ষণ এবং তার আর্থিক প্রভাব

ব্যাংক প্রদত্ত নির্দিষ্ট ঋণের বিপরীতে সাধারণ ও অন্যান্য বর্ধিত জামানত সংরক্ষণ করে থাকে। নিচের ছকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সম্পদের বিপরীতে সংরক্ষিত প্রধান জামানত প্রদর্শিত হলঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হাজার টাকায়

বিবরণী	২০২২		২০২১	
	পরিমাণ	প্রধান জামানত	পরিমাণ	প্রধান জামানত
ক) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ				
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	৭০৫,৬৪০,৪৮৫	জামানত বিহীন	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	জামানত বিহীন
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	৩৭৬,৭৩১,১১৮	জামানত বিহীন	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	জামানত বিহীন
খ) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ				
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৫৩৮,২৯২,৭০৩	জামানত বিহীন	২৯৪,৩৯২,৯৭২	জামানত বিহীন
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২৩১,০০৯,৬২৭	সরকারি নিশ্চয়তা ব্যাংক নিশ্চয়তা ডিমান্ড প্রমিজরি নোট কর্মকর্তা/কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল, আনুতোষিতক তহবিল এবং সম্পদ বন্ধকীকরণ	২৫৭,৮৬৪,৩১৫	সরকারি নিশ্চয়তা ব্যাংক নিশ্চয়তা ডিমান্ড প্রমিজরি নোট কর্মকর্তা/কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল, আনুতোষিতক তহবিল এবং সম্পদ বন্ধকীকরণ

II তারল্য ঝুঁকি

তারল্য ঝুঁকি হলো সেই ঝুঁকি যাতে গ্রুপ তার আর্থিক দায় নগদ বা অন্য আর্থিক সম্পদ দ্বারা পরিশোধের জন্য সমস্যায় পড়তে পারে। এই ঝুঁকি প্রশমিত করার জন্য গ্রুপ যথেষ্ট পরিমাণ তারল্য সংরক্ষণ করে যাতে কোন আর্থিক দায় পরিশোধের সময় আসলে স্বাভাবিক কিংবা যে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে কোন ধরনের অনাকাঙ্খিত আর্থিক ক্ষতি ব্যতিরেকে কিংবা সুনাম ক্ষুন্ন না করে গ্রুপ তা পরিশোধ করতে পারে।

বাজার ভাঙ্গন (ধ্বংস) বা ঋণমানের অধোগমনের কারণে কিছু আয় কিংবা সম্পদ উৎস তাৎক্ষণিক ভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া থেকে তারল্য ঝুঁকির সৃষ্টি হতে পারে। এই ঝুঁকি প্রশমনের জন্য গ্রুপের নানাবিধ বিনিয়োগ রয়েছে। তাছাড়া তারল্য ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই সম্পদসমূহ বিনিয়োগ/পরিচালনা করা হয়।

চুক্তিভিত্তিক পুনঃপরিশোধ তারিখ যা আর্থিক অবস্থার বিবরণীর তারিখ হতে চুক্তি ভিত্তিক মেয়াদপূর্তী তারিখ পর্যন্ত সময়কালের ভিত্তিতে ব্যাংকের আর্থিক সম্পদ ও দায় সমূহের মেয়াদপূর্তী প্রোফাইল এর সারসংক্ষেপ নিম্নোক্ত টেবিলে তুলে ধরা হলোঃ

নিম্নোক্ত সময়কালের মধ্যে সম্পদ ও দায়সমূহের মেয়াদপূর্তী হবেঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

একীভূত

৩০ জুন ২০২২ (টাকা'০০০)

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১-৩ মাস মেয়াদী	৩-১২ মাস মেয়াদী	১-৫ বছর মেয়াদী	৫ বছরের অধিক মেয়াদী
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৭৮,৫১৯,৮০৫	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৪২২,৩৪২,৮০৬	৬০৯,২৫৩,১৮৩	৩১৪,৭৫৩,৮৩৬	১,৪৩৫,৮৬০,২৩৮	-
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২৫৮,৬৩১,৬৬০	৩০১,০৪০	-	-	১১৭,৭৯৮,৪১৮
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	-	-	-	৪৫,৩০৬,১৬৭
স্বর্ণের বিনিয়োগ	১৫,৮৮২,২৫৮	১৫,৭৪৬,৯৬৯	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৫৫,৩৬৫,০৪৩	১৩৩,২৭৮,৮৭৭	৫০৪,৭৫৯,২৪৮	৮,৫৩৮,২৩৪	৩,৬৯৯,০৮৪
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	-	৯,৮৯৭,৪২৭	-	৫,২২৪,১৪৪	৮০
মোট	**৮৩০,৭৪১,৫৭৩**	**৭৬৮,৪৭৭,৪৯৫**	**৮১৯,৫১৩,০৮৪**	**১,৪৪৯,৬২২,৬১৭**	**১৬৬,৮০৩,৭৪৯**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,০৭৪,৮০০	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ্ ক্রয়	২,১৮০,০০০	-	-	-	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৮,৭৪১,৯২০	৮১,৪২৫,৪৪৫	১১৩,৮৫২,২২৯	১২২,৪৬৮,৮২০	২১১,৮০৪,২৮৯
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	-	১৭,১৯১,৮৮৭	-	৩,৯৫২,৪৫২
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	১৮,২২৭,৪৩২	২৫,৬০৫,৮৬২	১০১,১৪৮,৪১৩	৬৩,২৭২,০৪৩	২৪,৬৫০,৬৫৪
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ	৪,৯২৯,৮২৩	-	-	-	-
মোট	**৩৮,১৫৩,৯৭৪**	**১০৭,০৩১,৩০৬**	**২৩২,১৯২,৫২৯**	**১৮৫,৭৪০,৮৬৩**	**২৪০,৪০৭,৩৯৫**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**৮৬৮,৮৯৫,৫৪৭**	**৮৭৫,৫০৮,৮০১**	**১,০৫১,৭০৫,৬১৩**	**১,৬৩৫,৩৬৩,৪৮০**	**৪০৭,২১১,১৪৪**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২৬০,৯২৮,৪৯১	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	২,৮৪৯,৩৯১	১২,৬৮৮,০৪৮		১৪,৭৪৭,১৭৮	৩০৭,০২৯,৬৮৬
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার দায়			১৮,৭৬১,৮৪০		
মোট	**২৬৩,৭৭৭,৮৮২**	**১২,৬৮৮,০৪৮**	**১৮,৭৬১,৮৪০**	**১৪,৭৪৭,১৭৮**	**৩০৭,০২৯,৬৮৬**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,৫৪৫,২৩৩,৯১৩	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৯০৯,২৬১,৮৮৮	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	৫,০৫৪	১,৩৫২	১৩,১২২,৬৪৮	৭৫,২০৩,৩২৭	৮৯,৫৬১,৬০১
মোট	**৩,৪৫৪,৫০০,৮৫৫**	**১,৩৫২**	**১৩,১২২,৬৪৮**	**৭৫,২০৩,৩২৭**	**৮৯,৫৬১,৬০১**
মোট আর্থিক দায়	**৩,৭১৮,২৭৮,৭৩৭**	**১২,৬৮৯,৪০০**	**৩১,৮৮৪,৪৮৮**	**৮৯,৯৫০,৫০৫**	**৩৯৬,৫৯১,২৮৭**
মেয়াদপূর্তী বিচ্যুতি	**(২,৮৪৯,৩৮৩,১৯০)**	**৮৬২,৮১৯,৪০১**	**১,০১৯,৮২১,১২৫**	**১,৫৪৫,৪১২,৯৭৫**	**১০,৬১৯,৮৫৭**

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০২১ (টাকা'০০০)

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১-৩ মাস মেয়াদী	৩-১২ মাস মেয়াদী	১-৫ বছর মেয়াদী	৫ বছরের অধিক মেয়াদী
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,৪৮১,৭৫৯	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৮৭২,৯৫২,১৬৮	৯৭৪,৬১৭,৯৫৭	১৪৯,৬৫০,৭০৪	১,০০২,১৭৬,৬১১	১৮৭,৪৮৫,৬০৭
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	৮৩,৮৯১,০২৭	৮,১০১	-	-	১১৪,৫৫৫,৩৩৬
স্বর্ণ ও রৌপ্য	৩৯,৬৭৮,৮১৬	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৯১৪,৭৩৪	১২৪,৩৩৫,১৮৭	৩৭৫,৭৪৯,৭৬৩	১৪,১০৩,৬৫৫	১০,৫৫১,০২৯
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	৮,৭৬৩,৫৫৭	-	৫,২২৪,১৪৪	-	৮০
মোট	**১,০৫৫,৬৮২,০৬২**	**১,০৯৮,৯৬১,২৪৪**	**৫৩০,৬২৪,৬১১**	**১,০১৬,২৮০,২৬৬**	**৩১২,৫৯২,০৫৩**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৫,০৮২,০১৫	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ্ ক্রয়	-	-	-	-	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৫,৫৫৫,৮৫৭	১৪,৪০০,৪৯৪	২৬,৩৯৯,২৫৩	৬৮,৬২৭,৭২৩	১৭৯,৪০৯,৬৪৬
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	-	১৭,২২৫,০৯৭	-	৩,৯৫২,৪৫২
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	৭,৩৮৬,৪০৭	৩৩,২১২,৩৩৯	১০৩,১০৩,৬৪৪	৫৩,০০১,১৬৯	৬১,১৬০,৭৫৫
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ	৪,৬৪০,৭৩৭	-	-	-	-
মোট	**২২,৬৬৫,০১৫**	**৪৭,৬১২,৮৩৩**	**১৪৬,৭২৭,৯৯৩**	**১২১,৬২৮,৮৯২**	**২৪৪,৫২২,৮৫৩**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**১,০৭৮,৩৪৭,০৭৭**	**১,১৪৬,৫৭৪,০৭৭**	**৬৭৭,৩৫২,৬০৪**	**১,১৩৭,৯০৯,১৫৮**	**৫৫৭,১১৪,৯০৬**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২৫০,৯৫৬,৫৬৬	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৬৮৮,৬৪০	-	-	৪৩,১৩৫,১১৩	১৭৪,৭১১,৭৯৫
মোট	**২৫২,৬৪৫,২০৬**	**-**	**-**	**৪৩,১৩৫,১১৩**	**১৭৪,৭১১,৭৯৫**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,২৫৩,২৫০,৬১৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	২,৭৬২,১৫৮	৫,৫২৪,৩১৬	৩৮,২৮৬,১০৮	২৪০,০২১,০৮৬	৫,৫২৪,৩১৬
মোট	**৩,৪৬৭,২৩১,২৪১**	**৫,৫২৪,৩১৬**	**৩৮,২৮৬,১০৮**	**২৪০,০২১,০৮৬**	**৫,৫২৪,৩১৬**
মোট আর্থিক দায়	**৩,৭১৯,৮৭৬,৪৪৭**	**৫,৫২৪,৩১৬**	**৩৮,২৮৬,১০৮**	**২৮৩,১৫৬,১৯৯**	**১৮০,২৩৬,১১০**
মেয়াদপূর্তী বিচ্যুতি	**(২,৬৪১,৫২৯,৩৭০)**	**১,১৪১,০৪৯,৭৬২**	**৬৩৯,০৬৬,৪৯৬**	**৮৫৪,৭৫২,৯৫৯**	**৩৭৬,৮৭৮,৭৯৬**

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক

৩০ জুন ২০২২ (টাকা'০০০)

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১-৩ মাস মেয়াদী	৩-১২ মাস মেয়াদী	১-৫ বছর মেয়াদী	৫ বছরের অধিক মেয়াদী
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৭৮,৫১৯,৮০৫	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৪২২,৩৪২,৮০৬	৬০৯,২৫৩,১৮৩	৩১৪,৭৫৩,৮৩৬	১,৪৩৫,৮৬০,২৩৮	-
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২৫৮,৬৩১,৬৬০	৩০১,০৪০	-	-	১১৭,৭৯৮,৪১৮
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	-	-	-	৪৫,৩০৬,১৬৭
স্বর্ণের বিনিয়োগ	১৫,৮৮২,২৫৮	১৫,৭৪৬,৯৬৯	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৫৫,৩৬৫,০৪৩	১৩৩,২৭৮,৮৭৭	৫০৪,৭৫৯,২৪৮	৮,৫৩৮,২৩৪	৩,৬৯৯,০৮৪
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	-	৯,৮৯৭,৪২৭	-	৫,২২৪,১৪৪	৮০
মোট	**৮৩০,৭৪১,৫৭৩**	**৭৬৮,৪৭৭,৪৯৫**	**৮১৯,৫১৩,০৮৪**	**১,৪৪৯,৬২২,৬১৭**	**১৬৬,৮০৩,৭৪৯**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৩,৬৬৪,৯২৪	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ্ ক্রয়	২,১৮০,০০০	-	-	-	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৮,৭৪১,৯২০	৮১,৪২৫,৪৪৫	১১৩,৮৫২,২২৯	১২২,৪৬৮,৮২০	২১১,৮০৪,২৮৯
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	-	-	৬৫০,০০০	১৫,২৯৫,০০০
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	১৮,২২৭,৪৩২	২৫,৬০৫,৮৬২	১০১,১৪৮,৪১৩	৬৩,২৭২,০৪৩	২২,৭৫৫,৮৭৭
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ	৪,১১১,১৯৬				
মোট	**৩৬,৯২৫,৪৭২**	**১০৭,০৩১,৩০৬**	**২১৫,০০০,৬৪২**	**১৮৬,৩৯০,৮৬৩**	**২৪৯,৮৫৫,১৬৬**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**৮৬৭,৬৬৭,০৪৫**	**৮৭৫,৫০৮,৮০১**	**১,০৩৪,৫১৩,৭২৬**	**১,৬৩৬,০১৩,৪৮০**	**৪১৬,৬৫৮,৯১৫**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২৬০,৯২৮,৪৯১	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	২,৮৪৯,৩৯১	১২,৬৮৮,০৪৮		১৪,৭৪৭,১৭৮	৩০৭,০২৯,৬৮৬
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার দায়		-	১৮,৭৬১,৮৪০	-	-
মোট	**২৬৩,৭৭৭,৮৮২**	**১২,৬৮৮,০৪৮**	**১৮,৭৬১,৮৪০**	**১৪,৭৪৭,১৭৮**	**৩০৭,০২৯,৬৮৬**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,৫৪৫,২৩৩,৯১৩	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	২৬০,৯২৮,৪৯১	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	৫,০৫৪	১,৩৫২	১২,২০২,৪৪০	৭৪,১৭৩,৯৫৭	৮৯,৫৬১,৬০১
মোট	**২,৮০৬,১৬৭,৪৫৮**	**১,৩৫২**	**১২,২০২,৪৪০**	**৭৪,১৭৩,৯৫৭**	**৮৯,৫৬১,৬০১**
মোট আর্থিক দায়	**৩,০৬৯,৯৪৫,৩৪০**	**১২,৬৮৯,৪০০**	**৩০,৯৬৪,২৮০**	**৮৮,৯২১,১৩৫**	**৩৯৬,৫৯১,২৮৭**
মেয়াদপূর্তী বিচ্যুতি	**(২,২০২,২৭৮,২৯৫)**	**৮৬২,৮১৯,৪০১**	**১,০০৩,৫৪৯,৪৪৬**	**১,৫৪৭,০৯২,৩৪৫**	**২০,০৬৭,৬২৮**

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০২১ (টাকা'০০০)

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১-৩ মাস মেয়াদী	৩-১২ মাস মেয়াদী	১-৫ বছর মেয়াদী	৫ বছরের অধিক মেয়াদী
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,৪৮১,৭৫৯	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৮৭২,৯৫২,১৬৮	৯৭৪,৬১৭,৯৫৭	১৪৯,৬৫০,৭০৪	১,০০২,১৭৬,৬১১	১৮৭,৪৮৫,৬০৭
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	৮৩,৮৯১,০২৭	৮,১০১	-	-	১১৪,৫৫৫,৩৩৬
স্বর্ণ ও রৌপ্য	৩৯,৬৭৮,৮১৬	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৯১৪,৭৩৪	১২৪,৩৩৫,১৮৭	৩৭৫,৭৪৯,৭৬৩	১৪,১০৩,৬৫৫	১০,৫৫১,০২৯
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	৮,৭৬৩,৫৫৭	-	৫,২২৪,১৪৪	-	৮০
মোট	**১,০৫৫,৬৮২,০৬২**	**১,০৯৮,৯৬১,২৪৪**	**৫৩০,৬২৪,৬১১**	**১,০১৬,২৮০,২৬৬**	**৩১২,৫৯২,০৫৩**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,৬২৬,৬৬৯	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ্ ক্রয়	-	-	-	-	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৫,৫৫৫,৮৫৭	১৪,৪০০,৪৯৪	২৬,৩৯৯,২৫৩	৬৮,৬২৭,৭২৩	১৭৯,৪০৯,৬৪৬
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	-	-	৬৫০,০০০	১৫,২৯৫,০০০
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	৭,৩৮৬,৪০৭	৩৩,২১২,৩৩৯	১০৩,১০৩,৬৪৪	৫৩,০০১,১৬৯	৬১,১৬০,৭৫৫
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ	৩,৮৬৫,৮২০	-	-	-	-
মোট	**২১,৪৩৪,৭৫৪**	**৪৭,৬১২,৮৩৩**	**১২৯,৫০২,৮৯৭**	**১২২,২৭৮,৮৯২**	**২৫৫,৮৬৫,৪০১**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**১,০৭৭,১১৬,৮১৫**	**১,১৪৬,৫৭৪,০৭৭**	**৬৬০,১২৭,৫০৮**	**১,১৩৮,৫৫৯,১৫৮**	**৫৬৮,৪৫৭,৪৫৪**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২৫০,৯৫৬,৫৬৬	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৬৮৮,৬৪০	-	-	৪৩,১৩৫,১১৩	১৭৪,৭১১,৭৯৫
মোট	**২৫২,৬৪৫,২০৬**	**-**	**-**	**৪৩,১৩৫,১১৩**	**১৭৪,৭১১,৭৯৫**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,২৫৩,২৫০,৬১৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	২,৭৬২,১৫৮	৫,৫২৪,৩১৬	৩৭,০০৪,১৫০	২৩৮,৭৩৯,১২৮	৫,৫২৪,৩১৬
মোট	**৩,৪৬৭,২৩১,২৪১**	**৫,৫২৪,৩১৬**	**৩৭,০০৪,১৫০**	**২৩৮,৭৩৯,১২৮**	**৫,৫২৪,৩১৬**
মোট আর্থিক দায়	**৩,৭১৯,৮৭৬,৪৪৭**	**৫,৫২৪,৩১৬**	**৩৭,০০৪,১৫০**	**২৮১,৮৭৪,২৪১**	**১৮০,২৩৬,১১০**
মেয়াদপূর্তী বিচ্যুতি	**(২,৬৪২,৭৫৯,৬৩২)**	**১,১৪১,০৪৯,৭৬২**	**৬২৩,১২৩,৩৫৮**	**৮৫৬,৬৮৪,৯১৭**	**৩৮৮,২২১,৩৪৪**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩) বাজার ঝুঁকি

বাজার ঝুঁকি হচ্ছে বাজার মূল্যে পরিবর্তনজনিত কারণে যে ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হয়। যেমন - বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, সুদ হার এবং ইক্যুইটির মূল্য ইত্যাদি ব্যাংকের সামগ্রিক আয় অথবা এর ধারণকৃত আর্থিক হাতিয়ারের মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বাজার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে বাজার ঝুঁকির সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করা এবং পাশাপাশি লাভের হার সঠিক রাখা।

ক) মুদ্রা ঝুঁকি

মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তনের কারণে মুদ্রা ঝুঁকি (বিনিময় হার ঝুঁকি) সৃষ্টি হয়, যা আর্থিক হাতিয়ার সমূহের ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহের বাজারমূল্যকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম বিনিয়োগ কমিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম বিনিয়োগ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনুমোদিত গাইডলাইন অনুসারে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। নীতিমালায় যৌক্তিক রিটার্ন অর্জনের জন্য বিভিন্ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নির্দেশনা দেওয়া হয়। নীতিমালায় অনুমোদিত মানদণ্ড অনুযায়ী মুদ্রার অবস্থা বিবেচনা করে বিনিয়োগ, পোর্টফোলিওর পরিমাণ ও সময় কাল বিবেচনা অনুসারে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপক/ডিলারগণ মানদণ্ড মেনে চলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন এবং বিনিয়োগ কমিটির অনুমোদন অনুযায়ী দৈনিক/সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ ও দায়

৩০ জুন ২০২২

টাকা ,০০০

বিবরণ	মার্কিন ডলার সমতুল্য	স্বর্ণ ও রৌপ্য সমতুল্য	ইউরো সমতুল্য	জিবিপি সমতুল্য	ইয়েন সমতুল্য	কাঃ ডঃ সমতুল্য	অঃ ডঃ সমতুল্য	সিএনওআই সমতুল্য	এসডিআর সমতুল্য	অন্যান্য সমতুল্য
সম্পদ										
অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা	১,২৫৫,২৪৩	-	১২,২৪৫,৫৩৫	৭,৬৪২,৫২৪	৫৪,১৩২,৭৭৬	৬২৭,৫৯০	৮১১,৬৯৯	১,৭১৩,৪৩৬	-	৯১,০০১
স্বল্পতম মেয়াদী বিনিয়োগ	৩০৮,৭০২,৭৩০	-	২৪,৫৪৪,৬৯০	-	-	-	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ	৪৫২,৮৩১,৫০০	-	৭,৮২৯,৩৮১	৮৩,৪৫২,৫৯২	-	৫৩,৪৪৬,০৪৭	৩,২২৪,৪৯৩	৪৭,৫২৬,৯৬২	-	২,১৮২,৮৯১
ইউ এস ডলার ট্রেজারি বিল	৯৩,২৪৬,৮৬৮	-		-	-	-	-	-	-	-
বিদেশী বন্ড	৭৩৭,৯৮৯,০১৬	-	১৩২,৪৩১,৯৬৭	৭২,৭২৬,৮৮৮	১০,১৪৩,৫৪৫	৩৩,২৬২,৯৬৯	৫৫,৫২৬,৬১০	-	-	৪,১৫৮,৩০৮
ইউ এস ট্রেজারি নোটস্	৬৫৮,৯৮২,৬০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ	৭০৫,৬৪০,৪৮৫	-	৫,৫৪০,৬০২	-	-	-	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবী	-	৭৬,৯৩৯,৮৫৫	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৭,২৪৫,৬৬০	-	১৭৬,৫৬৬	৫২৫,৪৫৬	১৫,৬৭৪	২১৮,৩৭৮	৪৭৮,৯৪৫	১৭৫,৭৯৯	-	২২,১৪৩
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৭৬,৭৩১,১১৮	-
মোট	**২,৯৬৫,৮৯৪,১০৯**	**৭৬,৯৩৯,৮৫৫**	**১৮২,৭৬৮,৭৪২**	**১৬৪,৩৪৭,৪৬০**	**৬৪,২৯১,৯৯৫**	**৮৭,৫৫৪,৯৮৪**	**৬০,০৪১,৭৪৭**	**৪৯,৪১৬,১৯৮**	**৩৭৬,৭৩১,১১৮**	**৬,৪৫৪,৩৪৩**
দায়										
অন্যান্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও আকুর জমা	২৫৭,৫৪৭,৮৪২	-	২,৯৪১,৫৭৩	৪২৬,০০০	১২,৮০১	২৭৬	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৩৭,৩১৪,৩০৬	-
মোট	**২৫৭,৫৪৭,৮৪২**	**-**	**২,৯৪১,৫৭৩**	**৪২৬,০০০**	**১২,৮০১**	**২৭৬**	**-**	**-**	**৩৩৭,৩১৪,৩০৬**	**-**
নিট	**২,৭০৮,৩৪৬,২৬৭**	**৭৬,৯৩৯,৮৫৫**	**১৭৯,৮২৭,১৬৮**	**১৬৩,৯২১,৪৬১**	**৬৪,২৭৯,১৯৪**	**৮৭,৫৫৪,৭০৮**	**৬০,০৪১,৭৪৭**	**৪৯,৪১৬,১৯৮**	**৩৯,৪১৬,৮১২**	**৬,৪৫৪,৩৪৩**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ ও দায়

৩০ জুন ২০২১

টাকা,০০০

বিবরণ	মার্কিন ডলার সমতুল্য	স্বর্ণ ও রৌপ্য সমতুল্য	ইউরো সমতুল্য	জিবিপি সমতুল্য	ইয়েন সমতুল্য	কাঃ ডঃ সমতুল্য	অঃ ডঃ সমতুল্য	সিএনওআই সমতুল্য	এসডিআর সমতুল্য	অন্যান্য সমতুল্য
সম্পদ										
অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা	৭,৮৪৩,৩৮৯	-	১০,১১৯,৩৩৬	৯,৫৩৪,৯৮৫	১২,৮০২,২৮৩	১,৪৮৩,২৫১	৭২৩,৪১১	৬৩৪,০৫১	-	১,৩৬২,২৯৪
স্বল্পতম মেয়াদী বিনিয়োগ	১৮৮,০৮৭,৪৬০	-	৩১,৩২৫,৩৯২	-	-	-	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ	১,১২০,২৬৩,৭২০	-	-	১১৫,২০২,৬০৯	-	৩১,৭৫৪,৮৭৭	৩৮,৮২৪,৪৮৩	৩৩,৪০৭,৩৩৩	-	৮২৭,০২৩
ট্রেজারি বিল	৮৪,৮১৫,৪৭৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদেশী বন্ড	৪৪৮,৭৫০,১৮৫	-	১১০,০৮২,৪৯৮	৪,৮২৪,৬৪৮	-	৪,৩৮২,০৩৭	৯,৮২৬,৪৬১	৪৮০,৫০৫	-	-
ইউস ট্রেজারি নোটস্	২১০,২৭৪,৮৮১									
অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ	৪০১,২৫৫,৮৯৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবী	-	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৯,৭৯৩,৭৫৯	-	৮২৮,৪৩৭	১৯০,৭৮০	-	৫৬,৯৬৯	১৮৪,২৪২	১৮২,৫১৩	-	৩,৭৩৮
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	-	-	-	-	-	-	-	-	২০৪,২২০,৪৮৮	-
মোট	২,৪৭১,০৮৪,৭৬২	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	১৫২,৩৫৫,৬৬২	১২৯,৭৫৩,০২২	১২,৮০২,২৮৩	৩৭,৬৭৭,১৩৪	৪৯,৫৫৮,৫৯৬	৩৪,৭০৪,৪০২	২০৪,২২০,৪৮৮	২,১৯৩,০৫৪
দায়										
অন্যান্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও আকুর জমা	১৯৪,১৩৬,৩০৫	-	২৯,৩৯৪,৯৬৪	৪০৮,৮৯৩	১৪,৭০৫	৮১৯	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	-	-	-	-	২২২,৩২৯,৭৮৫	-
মোট	**১৯৪,১৩৬,৩০৫**	**-**	**২৯,৩৯৪,৯৬৪**	**৪০৮,৮৯৩**	**১৪,৭০৫**	**৮১৯**	**-**	**-**	**২২২,৩২৯,৭৮৫**	**-**
নিট	২,২৭৬,৯৪৮,৪৫৭	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	১২২,৯৬০,৬৯৮	১২৯,৩৪৪,১২৯	১২,৭৮৭,৫৭৮	৩৭,৬৭৬,৩১৫	৪৯,৫৫৮,৫৯৬	৩৪,৭০৪,৪০২	(১৮,১০৯,২৯৭)	২,১৯৩,০৫৪

মুদ্রা ঝুঁকির সংবেদশীলতা বিশ্লেষণ

অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপাদান স্থির রেখে এই বছরে যদি ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের প্রধান মুদ্রাসমূহের বিপরীতে টাকার মূল্যমান ১০ শতাংশ কমে যেতো, তবে মুনাফার পরিমাণ ২৯,১৬৩.১২ মিলিয়ন টাকা বেশী হতো, (২০২১: ২৬,০৫৬.৯৭ মিলিয়ন টাকা)। বিপরীতক্রমে, অন্য সকাল পরিবর্তনশীল উপদান স্থির রেখে টাকার মূল্যমান যদি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয় তবে ঐ সকল বৈদিশক মুদ্রার রিজার্ভের বিপরীতে মুনাফা ২৯,১৬৩.১২ মিলিয়ন টাকা কম হতো, (২০২১: ২৬,০৫৬.৯৭ মিলিয়ন টাকা)। লাভ/ক্ষতি উভয়ই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের সাথে অতি মাত্রায় সংবেদনশীল। ব্যাংক তার মূল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ রাখে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

খ) সুদ হার ঝুঁকি

সুদ হার পরিবর্তন হওয়ার কারণে ক্ষতি সংগঠিত হবার সম্ভাবনাই হলো সুদ হার ঝুঁকি। সম্পদ ও দায়সমূহ পুনঃমূল্যায়নে সুদ হার সঠিক না হলে গ্রুপ/গোষ্ঠীটি সুদ হার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। যেহেতু মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন এবং বজায় রাখা ব্যাংকের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য, ব্যাংক তার নিজস্ব প্রজ্ঞা দ্বারা মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে যা পরবর্তীতে ব্যাংক বাস্তবায়ন করে এবং মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন এবং বজায় রাখার জন্যে মুদ্রানীতি হাতিয়ার ব্যবহার করে। ৩০ জুন ২০২২ তারিখের চুক্তিভিত্তিক পুনঃমূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যাংকের সুদ হার সংবেদনশীলতার অবস্থা নিম্নে উপস্থাপিত হল। এর মধ্যে ব্যাংকের আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহ বাহিত মূল্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মেয়াদপূর্তির প্রাথমিক চুক্তিভিত্তিক পুনঃমূল্যায়নের দ্বারা শ্রেণীকৃত। নিম্নোক্ত সারণিতে পুনঃনির্ধারণের সময়সীমার মধ্যে সমস্ত আর্থিক উপকরণগুলোর সারসংক্ষেপগুলি তুলে ধরা হলো, যা পরিপক্কতার অবশিষ্ট মেয়াদের সমতুল্য।

একীভূত

৩০ জুন ২০২২ '০০০ টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০২২ তারিখের স্থিতি	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				ভারিত গড় সুদ
		০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	
সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৭৮,৫১৯,৮০৫	৭৮,৫১৯,৮০৫	-	-	-	০.৩৪%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	২,৭৮২,২১০,০৬৩	১,০৩১,৫৯৫,৯৮৯	৩১৪,৭৫৩,৮৩৬	১,৪৩৫,৮৬০,২৩৮	-	১.৪৫%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	৩৭৬,৭৩১,১১৮	২৫৮,৯৩২,৭০০	-	-	১১৭,৭৯৮,৪১৮	০.৮৯%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৭০৫,৬৪০,৪৮৫	১৮৮,৬৪৩,৯১৯	৫০৪,৭৫৯,২৪৮	৮,৫৩৮,২৩৪	৩,৬৯৯,০৮৪	১.০০%
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১৫,১২১,৬৫১	৯,৮৯৭,৪২৭	-	৫,২২৪,১৪৪	৮০	০.০০%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৩,৯৫৮,২২৩,১২২**	**১,৫৬৭,৫৮৯,৮৪০**	**৮১৯,৫১৩,০৮৪**	**১,৪৪৯,৬২২,৬১৭**	**১২১,৪৯৭,৫৮২**	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৫৩৮,২৯২,৭০৩	৯০,১৬৭,৩৬৫	১১৩,৮৫২,২২৯	১২২,৪৬৮,৮২০	২১১,৮০৪,২৮৯	৫.০০%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	২১,১৪৪,৩৩৯	-	১৭,১৯১,৮৮৭	-	৩,৯৫২,৪৫২	৪.৮৪%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২৩২,৯০৪,৪০৪	৪৩,৮৩৩,২৯৪	১০১,১৪৮,৪১৩	৬৩,২৭২,০৪৩	২৪,৬৫০,৬৫৪	৩.০০%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৭৯২,৩৪১,৪৪৬**	**১৩৪,০০০,৬৫৮**	**২৩২,১৯২,৫২৯**	**১৮৫,৭৪০,৮৬৩**	**২৪০,৪০৭,৩৯৪**	
দায় সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
বৈদেশক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	২৬০,৯২৮,৪৯১	২৬০,৯২৮,৪৯১	-	-	-	০.৭২%
আইএমএফ এর নিকট দায়	৩৩৭,৩১৪,৩০৬	১৫,৫৩৭,৪৩৯	-	১৪,৭৪৭,১৭৮	৩০৭,০২৯,৬৮৬	০.৮৯%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৫৯৮,২৪২,৭৯৭**	**২৭৬,৪৬৫,৯৩০**	**-**	**১৪,৭৪৭,১৭৮**	**৩০৭,০২৯,৬৮৬**	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায় সমূহ						
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৯০৯,২৬১,৮৮৮	৯০৯,২৬১,৮৮৮	-	-	-	০.০০%
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৯০৯,২৬১,৮৮৮**	**৯০৯,২৬১,৮৮৮**	-	-	-	

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০২১ '০০০ টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০২১ তারিখের স্থিতি	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				ভারিত গড় সুদ
		০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	
সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,৪৮১,৭৫৯	৪৯,৪৮১,৭৫৯	-	-	-	০.০০%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৩,১৮৬,৮৮৩,০৪৭	১,৮৪৭,৫৭০,১২৪	১৪৯,৬৫০,৭০৪	১,০০২,১৭৬,৬১১	১৮৭,৪৮৫,৬০৭	০.৭৫%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	৮৩,৮৯৯,১২৮	-	-	১১৪,৫৫৫,৩৩৬	০.০৫%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	১২৫,২৪৯,৯২১	৩৭৫,৭৪৯,৭৬৩	১৪,১০৩,৬৫৫	১০,৫৫১,০২৯	০.৮২%
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১৩,৯৮৭,৭৮১	৮,৭৬৩,৫৫৭	৫,২২৪,১৪৪	-	৮০	০.০০%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৩,৯৭৪,৪৬১,৪২০**	**২,১১৪,৯৬৪,৪৮৯**	**৫৩০,৬২৪,৬১১**	**১,০১৬,২৮০,২৬৬**	**৩১২,৫৯২,০৫৩**	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	২৯৪,৩৯২,৯৭২	১৯,৯৫৬,৩৫১	২৬,৩৯৯,২৫৩	৬৮,৬২৭,৭২৩	১৭৯,৪০৯,৬৪৬	৭.৫৬%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	২১,১৭৭,৫৪৯	-	১৭,২২৫,০৯৭		৩,৯৫২,৪৫২	৫.০০%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২৫৯,৭৪৩,৮৯৪	৪০,৫৯৮,৭৪৬	১০৩,১০৩,৬৪৪	৫৩,০০১,১৬৯	৬১,১৬০,৭৫৫	২.৫৭%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৫৭৫,৩১৪,৪১৫**	**৬০,৫৫৫,০৯৬**	**১৪৬,৭২৭,৯৯৩**	**১২১,৬২৮,৮৯২**	**২৪৪,৫২২,৮৫৩**	
দায় সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
বৈদেশক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	২৫০,৯৫৬,৫৬৬	২৫০,৯৫৬,৫৬৬	-	-	-	০.১০%
আইএমএফ এর নিকট দায়	২১৯,৫৩৫,৫৪৮	১,৬৮৮,৬৪০	-	৪৩,১৩৫,১১৩	১৭৪,৭১১,৭৯৫	০.০৫%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৪৭০,৪৯২,১১৪**	**২৫২,৬৪৫,২০৬**	**-**	**৪৩,১৩৫,১১৩**	**১৭৪,৭১১,৭৯৫**	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায় সমূহ						
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	১,২১১,২১৮,৪৬৬	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	-	০.০০%
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়	**১,২১১,২১৮,৪৬৬**	**১,২১১,২১৮,৪৬৬**	-	-	-	

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক
৩০ জুন ২০২২

'০০০ টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০২২ তারিখের স্থিতি	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				ভারিত গড় সুদ
		০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	
সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৭৮,৫১৯,৮০৫	৭৮,৫১৯,৮০৫	-	-	-	০.৩৪%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	২,৭৮২,২১০,০৬৩	১,০৩১,৫৯৫,৯৮৯	৩১৪,৭৫৩,৮৩৬	১,৪৩৫,৮৬০,২৩৮	-	১.৪৫%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	৩৭৬,৭৩১,১১৮	২৫৮,৯৩২,৭০০	-	-	১১৭,৭৯৮,৪১৮	০.৮৯%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৭০৫,৬৪০,৪৮৫	১৮৮,৬৪৩,৯১৯	৫০৪,৭৫৯,২৪৮	৮,৫৩৮,২৩৪	৩,৬৯৯,০৮৪	১.০০%
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১৫,১২১,৬৫১	৯,৮৯৭,৪২৭	-	৫,২২৪,১৪৪	৮০	০.০০%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৩,৯৫৮,২২৩,১২২**	**১,৫৬৭,৫৮৯,৮৪০**	**৮১৯,৫১৩,০৮৪**	**১,৪৪৯,৬২২,৬১৭**	**১২১,৪৯৭,৫৮৩**	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৫৩৮,২৯২,৭০৩	৯০,১৬৭,৩৬৫	১১৩,৮৫২,২২৯	১২২,৪৬৮,৮২০	২১১,৮০৪,২৮৯	৫.০০%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৫,৯৪৫,০০০	-	-	৬৫০,০০০	১৫,২৯৫,০০০	৪.৮৪%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২৩১,০০৯,৬২৭	৪৩,৮৩৩,২৯৪	১০১,১৪৮,৪১৩	৬৩,২৭২,০৪৩	২২,৭৫৫,৮৭৭	৩.০০%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৭৮৫,২৪৭,৩৩০**	**১৩৪,০০০,৬৫৮**	**২১৫,০০০,৬৪২**	**১৮৬,৩৯০,৮৬৩**	**২৪৯,৮৫৫,১৬৭**	
দায় সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
বৈদেশক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	২৬০,৯২৮,৪৯১	২৬০,৯২৮,৪৯১	-	-	-	০.৭২%
আইএমএফ এর নিকট দায়	৩৩৭,৩১৪,৩০৬	১৫,৫৩৭,৪৩৯	-	১৪,৭৪৭,১৭৮	৩০৭,০২৯,৬৮৬	০.৮৯%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৫৯৮,২৪২,৭৯৭**	**২৭৬,৪৬৫,৯৩০**	**-**	**১৪,৭৪৭,১৭৮**	**৩০৭,০২৯,৬৮৬**	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায় সমূহ						
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে আমানত গ্রহণ	৯০৯,২৬১,৮৮৮	৯০৯,২৬১,৮৮৮	-	-	-	০.০০%
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়	৯০৯,২৬১,৮৮৮	৯০৯,২৬১,৮৮৮	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০২২ '০০০ টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০২২ তারিখের স্থিতি	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				ভারিত গড় সুদ
		০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	
সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,৪৮১,৭৫৯	৪৯,৪৮১,৭৫৯	-	-	-	০.০০%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৩,১৮৬,৮৮৩,০৪৭	১,৮৪৭,৫৭০,১২৪	১৪৯,৬৫০,৭০৪	১,০০২,১৭৬,৬১১	১৮৭,৪৮৫,৬০৭	০.৭৫%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	১৯৮,৪৫৪,৪৬৫	৮৩,৮৯৯,১২৮	-	-	১১৪,৫৫৫,৩৩৬	০.০৫%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৫২৫,৬৫৪,৩৬৮	১২৫,২৪৯,৯২১	৩৭৫,৭৪৯,৭৬৩	১৪,১০৩,৬৫৫	১০,৫৫১,০২৯	০.৮২%
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১৩,৯৮৭,৭৮১	৮,৭৬৩,৫৫৭	৫,২২৪,১৪৪	-	৮০	০.০০%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৩,৯৭৪,৪৬১,৪২০**	**২,১১৪,৯৬৪,৪৮৯**	**৫৩০,৬২৪,৬১১**	**১,০১৬,২৮০,২৬৬**	**৩১২,৫৯২,০৫৪**	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	২৯৪,৩৯২,৯৭২	১৯,৯৫৬,৩৫১	২৬,৩৯৯,২৫৩	৬৮,৬২৭,৭২৩	১৭৯,৪০৯,৬৪৬	৭.৫৬%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৫,৯৪৫,০০০	-	-	৬৫০,০০০	১৫,২৯৫,০০০	৫.০০%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২৫৭,৮৬৪,৩১৫	৪০,৫৯৮,৭৪৬	১০৩,১০৩,৬৪৪	৫৩,০০১,১৬৯	৬১,১৬০,৭৫৫	২.৫৬%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৫৬৮,২০২,২৮৭**	**৬০,৫৫৫,০৯৬**	**১২৯,৫০২,৮৯৬**	**১২২,২৭৮,৮৯২**	**২৫৫,৮৬৫,৪০২**	
দায় সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
বৈদেশক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	২৫০,৯৫৬,৫৬৬	২৫০,৯৫৬,৫৬৬	-	-	-	০.১০%
আইএমএফ এর নিকট দায়	২১৯,৫৩৫,৫৪৮	১,৬৮৮,৬৪০	-	৪৩,১৩৫,১১৩	১৭৪,৭১১,৭৯৫	০.০৫%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৪৭০,৪৯২,১১৪**	**২৫২,৬৪৫,২০৬**	**-**	**৪৩,১৩৫,১১৩**	**১৭৪,৭১১,৭৯৫**	
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায় সমূহ						
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে আমানত গ্রহণ	১,২১১,২১৮,৪৬৬	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	-	০.০০%
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়	১,২১১,২১৮,৪৬৬	১,২১১,২১৮,৪৬৬	-	-	-	

সুদ হার ঝুঁকির সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপাদান অপরির্বতিত রেখে এই অর্থবছরে, যদি সুদ হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট বেশি থাকত তবে লাভ ৪৬,০৩৩.২৩ মিলিয়ন টাকা বেশি হতো (২০২১: ৩৫,৩৪৮.২৩ মিলিয়ন টাকা), যা মূলত আর্থিক সম্পদ সমূহের উপর উচ্চ সুদ হারের কারণে অর্জিত হতো। বিপরীতক্রমে, অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপাদান অপরির্বতিত রেখে যদি সুদ হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট কম থাকত তবে এই বছরের লাভ ৪৬,০৩৩.২৩ মিলিয়ন টাকা কম হতো (২০২১: ৩৫,৩৪৮.২৩ মিলিয়ন টাকা),যা মূলত আর্থিক সম্পদ সমূহের উপর নিম্ন সুদ হারের কারণে হতো। যেহেতু সুদ হার হলো এই ব্যাংকের আয়ের মূল খাত, সেহেতু ব্যাংকের লাভ সদের হারের পরিবর্তনের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪) পরিচালনা ঝুঁকি

পরিচালন ঝুঁকি হল গ্রুপের প্রক্রিয়া, কর্মী, প্রযুক্তি, অবকাঠামো এবং ঋণ, বাজার ও তারল্য ব্যতীত বিভিন্নমুখী অন্যান্য বাহ্যিক কারণে সৃষ্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঝুঁকি যেমন মনুষ্যঘটিত ভুল, আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগত ব্যর্থতা, আইনি ও নিয়ন্ত্রক সংক্রান্ত চাহিদা এবং সর্বজন স্বীকৃত কর্পোরেট আচরণ থেকে উদ্ভূত। পরিচালনা ঝুঁকি গ্রুপের সকল কার্যক্রম হতে সৃষ্ট হয়।

পরিচালনা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করাকে দৈনন্দিন কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সুযোগ এবং ঝুঁকির সময় গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করা হয়। পরিচালনাগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে-ব্যাংক ভিত্তিক করপোরেট নীতি যা বর্ণনা করে কর্মী ও গ্রুপের বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য নির্দিষ্ট আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কর্পোরেট নীতি ও বিভাগীয় আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং সক্রিয় আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪৩ সম্ভাব্য দায়

ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ঘটনা থেকে উদ্ভূত দায়সমূহই ব্যাংকের সম্ভাব্য দায়। ৩০ জুন ২০২২ ভিত্তিক ব্যাংকের কোন সম্ভাব্য দায় নেই। ৩০ জুন ২০২২ তারিখ ভিত্তিক বাংলাদেশ সরকারের কাউন্টার গ্যারান্টি বিপরীতে আন্তর্জাতিক ইসলামিক বাণিজ্য অর্থায়ন সংস্থার পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৪২,০৫২.৭৩ মিলিয়ন টাকার সম্ভাব্য দায় ছিল। তবে, ৩০ জুন ২০২১ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের কোন সম্ভাব্য দায় ছিল না।

৪৪ পরিচালনা বিভাজন

ব্যাংকের কার্যক্রম শুধুমাত্র বাংলাদেশেই কেন্দ্রীভূত বিধায় এরূপ গঠনপ্রণালির কারণে পরিচালনা বিভাজনের জন্য প্রযোজ্য IFRS-8 এর একক প্রতিবেদন উপযুক্ত। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার অনুযায়ী ব্যাংকের ইস্যু ও ব্যাংকিং কার্যাবলী অনুসারে আয় ও ব্যয়সমূহকে পৃথকভাবে প্রতিবেদনে দেখানোর বাধ্যবাধকতা থাকলেও এর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ সকল কার্যক্রম পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয় না।

৪৫ নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবিক মূল্যায়ন

সর্বশেষ ৩০ জুন ২০১৬ ভিত্তিক স্বাধীন একচ্যুয়ারিয়াল ফার্ম, এআইআর কনসালটিং কর্তৃক বাস্তবিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩০ জুন ২০১৬ অর্থবছরে পেনশন ফান্ডের দায় ছিল ১৫,৪৯৪,৬৪৬ হাজার টাকা এবং গ্র্যাচুইটি ফান্ডের জন্য ছিল ১,২১৭,৭৯১ হাজার টাকা। পরবর্তী বছরগুলোতে মূল্যায়নকারী ফার্মের সুপারিশের ভিত্তিতে দায় নিরূপণ করা হয়েছে।

৩০ জুন ২০২২ অর্থবছরে পেনশন ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটি ফান্ডের দায় যথাক্রমে ২৪,৬২৫,৫৮৩ হাজার টাকা এবং ১,৯৩৯,৩৮৭ হাজার টাকা হিসাবায়িত হয়। নিম্নে ফান্ডের স্থিতিসমূহ দেয়া হলো ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হাজার টাকায়

বিবরণ	ভবিষ্য তহবিলের পরিকল্পনা		আনুতোষিকের পরিকল্পনা	
	২০২২	২০২১	২০২২	২০২১
প্রস্তুতকৃত তারিখে স্বীকৃত পরিমাণ				
বছরের শুরুতে স্থিতি	২২,৮১৬,০০২	২১,১৩২,৬৭১	১,৮০০,৬৪৩	১,৬৬৯,৮৭৬
চলতি বছরে প্রদেয়	(১,৭১৫,০৪১)	(১,৪৩৪,৬৩৬)	(১০৫,৭২৩)	(১১৩,৭০০)
চলতি বছরে দান/স্থানান্তর	৩,৫২৪,৬২২	৩,১১৭,৯৬৭	২৪৪,৪৬৭	২৪৪,৪৬৭
তহবিলের স্থিতি	**২৪,৬২৫,৫৮৩**	**২২,৮১৬,০০২**	**১,৯৩৯,৩৮৭**	**১,৮০০,৬৪৩**

বাস্তবিক মূল্যায়নের অনুমান

বিবরণ	ভবিষ্য তহবিলের পরিকল্পনা		আনুতোষিকের পরিকল্পনা	
	২০২২	২০২১	২০২২	২০২১
বাট্টা হার	৭.৫০%	৭.৫০%	৬.১০%	৬.১০%
বেতন বৃদ্ধি হার	৫%	৫%	৫%	৫%

ভবিষ্যৎ মৃত্যু হার এফএ ১৯৭৫-৭৮ এর প্রকাশিত পরিসংখ্যান এবং মৃত্যু হার তালিকার ভিত্তিতে অনুমান করা হয়েছে (যুক্তরাজ্যের বিমাকারীদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে)।

সংবেদনশীলতা

অন্যান্য সূচক অপরিবর্তিত থেকে বাট্টা হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট ভিত্তি হ্রাস পেলে, ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক তহবিলে জমা চলতি বছরে যথাক্রমে ১,৩৮৪.৩০ মিলিয়ন টাকা এবং ১০.৫৭ মিলিয়ন টাকা বেশি হতো যা মূলত নিম্ন বাট্টা আয়ের ফলে উদ্ভূত। অন্যদিকে, অন্যান্য সূচক অপরিবর্তিত থেকে বাট্টা হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট ভিত্তি বেশি হলে, ভবিষ্যৎ তহবিল এবং আনুতোষিক তহবিলে জমা চলতি বছরে যথাক্রমে ১,৩৮৪.৩০ মিলিয়ন টাকা এবং ১০.৫৭ মিলিয়ন টাকা কম হতো যা মূলত উচ্চ বাট্টা আয়ের ফলে উদ্ভূত। বাট্টা হার তহবিলের জমার হিসাবায়নের সাথে খুবই সংবেদনশীল।

৪৬ মূলধন এবং বস্তুগত অঙ্গীকার

৩০ জুন ২০২২ তারিখে সিভিল, যান্ত্রিক এবং ইলেক্ট্রিকাল যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ব্যাংকের মূলধনী প্রতিশ্রুতি রয়েছে ৭৬১.৮৫ মিলিয়ন টাকা (২০২১: ৫৮২.৩৯ মিলিয়ন টাকা)। বস্তুগত প্রতিশ্রুতি হল বহিরাগত পক্ষকে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকের দ্বারা করা অঙ্গীকার। বিভিন্ন যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ সাপেক্ষে সরকারের অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো প্রকল্পের অর্থায়নে সহায়তা করার জন্য ব্যাংকটি বাংলাদেশ অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (বিআইডিএফ) তৈরি করেছে। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত, দুটি প্রকল্প রয়েছে যার জন্য ব্যাংক নিম্নলিখিত পরিমাণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে:

ক) সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের মাধ্যমে রাবনাবাদ চ্যানেল, পায়রা বন্দরের মূলধন ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং প্রকল্প: প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পরিমাণ: টাকা ৪৮,৪৫১.২৪ মিলিয়ন।

খ) অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের মাধ্যমে পায়রা-গোপালগঞ্জ-আমিনবাজার ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট ট্রান্সমিশন লাইনের প্রকল্প: প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পরিমাণ: টাকা ২৯,২৭২.২৮ মিলিয়ন।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

এই প্রতিশ্রুত পরিমাণের মধ্যে, প্রকল্পের জন্য (ক) ৭,৫৫৮.৮৭ মিলিয়ন টাকা ০৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে উত্তোলন করা হবে।

৪৭ সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন

আর্থিক অথবা পরিচালন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে পক্ষ সমূহকে সংশ্লিষ্ট বিবেচনা করা হয় যদি পক্ষটির অন্য পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করা অথবা সুনিদিষ্ট ভাবে প্রভাবিত করার যোগ্যতা থাকে। ব্যাংকের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ, যা আন্তার্জাতিক হিসাব মান নং ২৪-এ সংজ্ঞায়িত: এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো পরিচালকগণ, কর্মকর্তাগণ, যে সকল কোম্পানিতে তারা মূল মালিক এবং মূল কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে ব্যাংকিং লেনদেন হয় স্বল্পতম সময়ের ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত শর্তানুযায়ী।

ব্যাংকটি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং কর্পোরেশন এর উপর বাংলাদেশ সরকারের স্বার্থ রয়েছে। ব্যাংক তার মুদ্রানীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এই সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করে।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহ সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থিতির বকেয়া এবং গড় নিম্নরূপ ঃ

হাজার টাকায়

বিবরণ	২০২২		২০২১	
	বকেয়া	গড়	বকেয়া	গড়
বাংলাদেশ সরকারের নিকট বকেয়া স্থিতি ঃ				
ওয়েজ এন্ড মিনস্ এড্ভ্যান্স	৭,২৬৮,৫০০	৩,৬৩৪,২৫০	-	-
ট্রেজারি বিল	১৮৭,৭৫১,৩৫৩	১০১,০৭৫,৯২৩	১৪,৪০০,৪৯৪	৪৯,১৭১,৪৭২
ট্রেজারি বন্ড	৩৪৩,২৭২,৮৫০	৩১১,৬৩২,৬৬৪	২৭৯,৯৯২,৪৭৮	২৬৯,৬২৪,২১৮
অন্যান্য সম্পদ (প্রাপ্য সুদ)	৪,০০৫,৮২১	৩,৩৬৩,০৯৩	২,৭২০,৩৬৬	৪,২৭০,৭০৭
মোট	**৫৪২,২৯৮,৫২৫**	**৪১৯,৭০৫,৯৩১**	**২৯৭,১১৩,৩৩৮**	**৩২৩,০৬৬,৩৯৭**
অন্যান্য দায়				
আমানত	৫,০৫৪	১৩,৫১৭,৯৬৪	২৭,০৩০,৮৭৫	১৩,৫১৭,৯৬৮
বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ	২৩,৯৮২,৪০৬	২৪,৪৭১,১৬২	২৪,৯৫৯,৯১৮	২৪,৮৮০,৯৪৩
মোট	**২৩,৯৮৭,৪৬১**	**৩৭,৯৮৯,১২৬**	**৫১,৯৯০,৭৯২**	**৩৮,৩৯৮,৯১১**
সাবসিডিয়ারি সংশ্লিষ্ট স্থিতি- সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন				
অন্যান্য সম্পদ - অগ্রিম পরিশোধ এবং আগাম	১৯,০৬৩	২২১,৫৭৪	৪২৪,০৮৪	৬৫২,২১২
অন্যান্য দায়সমূহ- বিবিধ পাওনাদার	১,০৫২,৬৫৩	৭৪৫,২১২	৪৩৭,৭৭১	৭৭৯,১৯৮

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষ সম্পর্কিত আয় এবং ব্যয় সমূহ নিম্নরূপ ঃ

সরকারের আয় ও ব্যয় সমূহ	**২০২২**	**২০২১**
সুদ আয়	১৯,৭৫৭,৩২৮	২২,১০৫,১৫১
প্রাপ্ত কমিশন	৯,০০৯	১১,৪১১
মোট	**১৯,৭৬৬,৩৩৮**	**২২,১১৬,৫৬২**
ব্যয়		
এজেন্সি খরচ	৬,৭১৭,৮০০	৮,১১৮,০০০
অবলেখকের কমিশন-ট্রেজারি বিল ও বন্ড	৪৪১,৮০০	৪১৪,৬০০
মোট	**৭,১৫৯,৬০০**	**৮,৫৩২,৬০০**
সাপসিডিয়ারি সংশ্লিষ্ট আয় ও ব্যয়- সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন		
লভ্যাংশ আয়	৬০০,০০০	৬০০,০০০
নোট ছাপানো ব্যয়	৩,৮৪২,৫৪১	৩,৪০১,৪৫৫
মূল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ		
বেতন, মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাদি (নোট নং ৪৭.০৬)	৭,৯৯৮	৭,১৭৪

৪৭.০১ সরকার ও সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থার সাথে লেনদেন

চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, ব্যাংক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন করে থাকে। সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকার যা ব্যাংকের প্রকৃত মালিক, তাছাড়া বিভিন্ন সরকারী বিভাগ এবং সরকারী নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসমূহের সাথে ব্যাংক লেনদেন করে থাকে। সকল লেনদেনসমূহ বাজারের হার অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়ে থাকে। যে সকল লেনদেনসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয় তা হলো:

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের কোষাধ্যক্ষ, ব্যাংকার এবং আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা রাখে; ব্যাংক সরকারের, সরকারি প্রতিনিধির এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জমাকারক হিসাবে কাজ করে, সরকার ও সরকারি বিভাগসমূহ এবং সংস্থা সমূহকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

খ) সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যাংক সরকার এবং সরকারের প্রতিনিধি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্যারান্টি ও ঋণ প্রদান করে থাকে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ন্ত্রণ করে;

গ) সরকার এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সেবা প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক সাধারণত কোন কমিশন, ফি অথবা চার্জ আদায় করে না।

ঘ) সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক সরকারি সিকিউরিটিজ ইস্যু করে থাকে এবং ইস্যুর অবিলিকৃত অংশ ও ব্যাংকের জন্য নির্ধারিত অংশ ক্রয় করে থাকে;

ঙ) সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক সরকারি ঋণ ও বৈদেশিক রিজার্ভ এর ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

চলতি বছরে ব্যাংক সরকারের পক্ষে ৬,৯৯০,৯৯১.৮০ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ (২০২১ সালে ৬,৩৪৪,৯৬৬.৮৯ মিলিয়ন) এবং ৭,০১১,৬৯৫.২০ মিলিয়ন (২০২১ সালে ৬,২৫২,৮৯৮.৭৭ মিলিয়ন) টাকা পরিশোধ করেছে। ৩০ জুন ২০২২ তারিখে মোট বকেয়া স্থিতির পরিমাণ ৫৩৮,২৯২.৭০ মিলিয়ন টাকা (২০২১ সালে ২৯৪,৩৯২.৯৭ মিলিয়ন)।

(চ) ব্যবস্থাপনার অধীনস্থ সম্পদ ০০০' টাকায়

	২০২২	২০২১
জাপান হতে ত্রাণ প্রাপ্তি	১০৩,৩৯২	১১৪,৬৪১

বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জাপানের নিকট হতে প্রাপ্ত ত্রাণ ব্যবস্থাপনা করে।

৪৭.০২ তাৎপর্যপূর্ণ বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন

চলতি বছরে ব্যাংক হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (এইচবিএফসি) হতে ডিবেঞ্চারের সুদ বাবদ ১৯০.৭৫ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ করেছে যা সুদ আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪৭.০৩ নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন

চলতি বছরে ব্যাংক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে নোট মুদ্রণ ব্যয় বাবদ ৩,৮৪২.৫৪ মিলিয়ন টাকা (২০২১: ৩,৪০১.৪৬ মিলিয়ন টাকা) সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ লিমিটেডকে পরিশোধ করেছে, যা সামগ্রীক আয় বিবরণীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এটি ১০০% শেয়ার মালিকানাধীন ব্যাংকের সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান। সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় এই লেনদেন বাদ দেয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ লিঃ তাদের পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৬০০ মিলিয়ন টাকা (২০২১: ৬০০ মিলিয়ন) লভ্যাংশ প্রদান করেছে।

৪৭.০৪ অবসর কল্যাণ পরিকল্পনা সম্পর্কিত লেনদেন

একচুয়ারিয়্যাল ভ্যালুয়েশন প্রতিবেদন অনযায়ী পর্যাপ্ত তহবিল থাকায় বিবেচ্য বছরে ব্যাংকের ব্যয় খাত হতে অবসর কল্যাণ পরিকল্পনা (এই পেনশন পরিকল্পনায় বিধবা/বিপত্নীকগণ অন্তর্ভূক্ত আছেন) বাবদ কোন অর্থ স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়নি। অবসর সুবিধা পরিকল্পনার আওতায় জমাকৃত অর্থের স্থিতি টীকা নং ৪৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪৭.০৫ পরিচালক পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত মূখ্য সদস্যগণ

নাম	চেয়ারম্যান/পরিচালক পর্ষদের সদস্যবৃন্দ	নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ	নিরীক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ
জনাব ফজলে কবির- পরিচালক পর্ষদের সভাপতি এবং গভর্নর হিসাবে ২০ মার্চ ২০১৬ তারিখ হতে নিযুক্ত হন এবং ১৬ জুলাই ২০২০ থেকে ০৩ জুলাই ২০২২ তারিখ পর্যন্ত পুনরায় নিযুক্ত হন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদমর্যাদায় নিয়োজিত আছেন।	সভাপতি	সভাপতি	-
জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার- পরিচালক হিসাবে ০৫ আগস্ট ২০১৮ হতে পরবর্তী নির্দেশনার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। এছাড়াও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিভাগের সিনিয়র সচিব পদে নিয়োজিত আছেন।	সদস্য	-	-
জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম- ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে প্রথম নিযুক্ত হন এবং ০৬ জানুয়ারি ২০২২ পুনরায় নিযুক্ত হন কিন্তু ০২(দুই) বছরের বেশি নয়। এছাড়াও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সভাপতির দয়িত্বে নিয়োজিত আছেন।	সদস্য	সদস্য	-
জনাব শেখ মোঃ সেলিম উল্যাহ- ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হন। এছাড়াও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব পদে নিয়োজিত আছেন।	সদস্য	-	সদস্য
জনাব মাহবুব আহমেদ- ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হন।	সদস্য	সদস্য	আহবায়ক
জনাব এ. কে. এম. আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ- ২০ মার্চ ২০১৬ তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে পুনরায় নিযুক্ত হন।	সদস্য	-	সদস্য
জনাব মোঃ নজরুল হুদা- ০৫ জানুয়ারী ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হন।	সদস্য	-	সদস্য
জনাব আহমেদ জামাল- ১৭ জানুয়ারী ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং একই সাথে তিনি ডেপুটি গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত আছেন।	সদস্য	সদস্য	-
এ বছরে অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৭	৫	৫

বাংলাদেশ ব্যাংক
আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ
৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

*গভর্নর হিসেবে জনাব ফজলে কবির এর মেয়াদ ০৩ জুলাই ২০২২ তারিখে শেষ হয়।

*গভর্নমেন্ট অর্ডার নং : ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৬.১৭-২২৭ তারিখ: ১১/০৬/২০২২ এর মাধ্যমে সরকার কর্তৃক জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হন এবং তার ধারাবাহিকতায় তিনি ১২ জুলাই ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে যোগদান করেন।

৪৭.০৬ পরিচালক পর্ষদ ও উচ্চ ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত সদস্যগণের সম্মাননা

পরিচালক পর্ষদের সদস্যগণ সম্মানী বাবদ পেয়েছেন মোট টাকা ৫৭২,৬৫০.০০ (২০২১: টাকা ৮৯২,৬০০.০০) এবং গভর্নর মহোদয় বেতন বাবদ পেয়েছের মোট টাকা ১,২১৮,৪০০.০০ (২০২১: টাকা ১,১৮৪,৯১৬.১২)। অধিকন্তু, গভর্নর মহোদয় ভাড়ামুক্ত সুসজ্জিত বাসস্থান সুবিধা ও সার্বক্ষণিক পরিবহন সুবিধা পেয়ে থাকেন। ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত অন্যান্য মুখ্য কর্মকর্তাগণ বেতন বাবদ পেয়েছেন টাকা ৫,৯৫৫,৭৩২.৩০ (২০২১: টাকা ৪,৭৫০,০৬৭.১০)। এছাড়াও, তারা অফিস হতে আবাসন ও পরিবহন সুবিধা পেয়ে থাকেন।

৪৮ স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী বিষয়সমূহ

স্থিতিপত্রের তারিখ হতে আর্থিক বিবরণীতে সমন্বয়যোগ্য বা প্রকাশযোগ্য উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি।

৪৯ আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য পরিচালকদের দায়বদ্ধতা

৩০ আগস্ট ২০২২ তারিখে পরিচালক পর্ষদ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ অনুমোদন করেছেন।

পরিশিষ্ট-১

প্রধান নীতিমালা/নির্দেশিকা/পরিপত্রের সারাংশ ঃ অর্থবছর ২২

প্রধান নীতিমালা/নির্দেশিকা/পরিপত্রের সারাংশ ঃ অর্থবছর ২২

ক. ব্যাংক ও আর্থিক খাত উন্নয়নে ঘোষিত প্রধান নীতিমালা/নির্দেশিকা/পরিপত্র

জুলাই ২০২১

- ঋণ অনুমোদন/নবায়নের ক্ষেত্রে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ কর্তৃক নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং হালনাগাদ Statutory Audit Report বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ব্যাংকিং খাতে ঋণ শৃঙ্খলা বৃদ্ধি এবং খেলাপী ঋণ হ্রাসকল্পে, ঋণগ্রহীতা কর্তৃক দাখিলকৃত আর্থিক প্রতিবেদন ব্যাংক কর্তৃক যাচাইকালে প্রতিবেদনের তথ্যাবলি The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) কর্তৃক উন্নয়নকৃত Document Verification System (DVS)-এ প্রদত্ত তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (বিআরপিডি, ০৬ জুলাই ২০২১)

জুলাই ২০২১

- কোভিড-১৯ মহামারিতে ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রমকে সহজতরকরণের লক্ষ্যে ভোক্তা ঋণের আওতায় ডিজিটাল ডিভাইস (ল্যাপটপ/মোবাইল/কম্পিউটার/ট্যাব ইত্যাদি) ক্রয় বাবদ ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ঋণ-মার্জিন অনুপাত পূর্বে জারিকৃত ৩০:৭০ এর পরিবর্তে সর্বোচ্চ ৭০:৩০ অনুপাত অনুসরণ করতে হবে। (বিআরপিডি, ১২ জুলাই ২০২১)

জুলাই ২০২১

- প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পর্যটন খাতকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে, তফসিলি ব্যাংকসমূহকে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে মহামারি প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোটেল/মোটেল/থিম পার্কসমূহকে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ১(এক) বছর মেয়াদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ শতকরা ৮.০ ভাগ, যার মধ্যে শতকরা ৪.০ ভাগ ঋণসুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধিত হবে এবং অবশিষ্ট শতকরা ৪.০ ভাগ সরকার কর্তৃক ভর্তুকি প্রদান করা হবে। তারল্য সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে, ব্যাংকসমূহকে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের শতকরা ৫০.০ ভাগ এক বছর মেয়াদের জন্য শতকরা ৪.০ ভাগ সুদ হারে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন করার অনুমতি প্রদান করা হয়। (বিআরপিডি, ১৫ জুলাই ২০২১)

জুলাই ২০২১

- মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সেবা খাতের যে সকল প্রতিষ্ঠান 'নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ'-এর আওতায় অদ্যাবধি প্রাপ্ত সুবিধা হয়নি, সে সকল প্রতিষ্ঠানকে অর্থবছর ২২-এ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। প্রদত্ত সুবিধা স্বল্প সংখ্যক সুবিধাভোগীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত না হয়ে বরং ক্ষতিগ্রস্ত অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদান নিশ্চিত করার জন্যও ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। (বিআরপিডি, ২৮ জুলাই ২০২১)

আগস্ট ২০২১

- নারী উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২০২৪ সালের মধ্যে শতকরা ১৫.০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়নের সুদ/মুনাফার হার নিম্নমুখী সংশোধন করে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সর্বনিম্ন শতকরা ৩.০ ভাগ থেকে শতকরা ০.৫ ভাগ এবং গ্রাহক

পর্যায়ে সর্বোচ্চ শতকরা ৭.০ ভাগ থেকে শতকরা ৫.০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়। (এসএমইএসপিডি, ০৪ আগস্ট ২০২১)

আগস্ট ২০২১

- ২০২৪ সালের মধ্যে নারী উদ্যোক্তাদের প্রদত্ত ঋণ সিএমএসএমই খাতের নিট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির নূন্যতম শতকরা ১৫.০ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে নারী উদ্যোক্তাদেরকে জামানতবিহীন ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ বৃদ্ধির আবশ্যকতা বিবেচনায় পার্টিসিপেটিং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউসন (PFI)-সমূহকে তাদের পোর্টফোলিও গ্যারান্টি লিমিট (PGL) এর ন্যূনতম শতকরা ১০.০ ভাগ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (এসএমইএসপিডি, ০৫ আগস্ট ২০২১)

আগস্ট ২০২১

- ব্যাসেল-৩ কাঠামো অনুযায়ী, ব্যাংকের মোট টিয়ার-১ মূলধন ও মোট সম্পদের অনুপাতকে লিভারেজ অনুপাত বলা হয়। ২০১৯ সাল থেকে দেশের ব্যাংকিং খাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন করা হলেও ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার ন্যায় ব্যাংকের লিভারেজ অনুপাত তুলনামূলকভাবে কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি পায়নি। লিভারেজ অনুপাত কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীতকরণের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ার মাধ্যমে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। অধিকন্তু, লিভারেজ অনুপাত বৃদ্ধি পেলে ব্যাংকের গুণগত মূলধন বৃদ্ধি পাবে এবং অপ্রত্যাশিত ক্ষতির (unexpected loss) বিপরীতে ঝুঁকি সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এজন্য, তফসিলি ব্যাংকসমূহকে লিভারেজ অনুপাত ২০২৩ সাল হতে ২০২৬ সাল পর্যন্ত বাৎসরিক শতকরা ০.২৫ ভাগ হারে বৃদ্ধির জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (বিআরপিডি, ১৮ আগস্ট ২০২১)

আগস্ট ২০২১

- নারী উদ্যোক্তাদের অধিকতর উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ যথাসময়ে সমন্বয়/আদায়/পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নিজস্ব তহবিল হতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক পর্যায়ের প্রত্যেককে শতকরা ১.০ ভাগ হারে সর্বমোট শতকরা ২.০ ভাগ প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রণোদনার অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্তির ৫ কর্মদিবসের মধ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট নারী উদ্যোক্তার প্রাপ্য অংশ গ্রাহকের নামে রক্ষিত ব্যাংক হিসাবে/অনুকূলে প্রদান করা হবে। (এসএমইএসপিডি, ১৭ আগস্ট ২০২১)

আগস্ট ২০২১

- কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায়, ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধের ক্ষেত্রে জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের ন্যূনতম শতকরা ২৫.০ ভাগ ডিসেম্বর ২০২১-এর শেষ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করা হলে উক্ত সময়ে ঋণ/বিনিয়োগসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না মর্মে ব্যাংক /অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তির অবশিষ্টাংশ বিদ্যমান মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী ১ বছরের মধ্যে প্রদেয় হবে। অপরদিকে অন্যান্য কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধ করতে হবে এবং ইতোমধ্যে আদায়কৃত/পরিশোধিত পরিমাণ আলোচ্য নির্দেশনা পরিপালন অনুযায়ী আদায় হিসেবে বিবেচিত হবে। (বিআরপিডি, ২৬ আগস্ট ২০২১)

আগস্ট ২০২১

- সরকারের 'ডিজিটাল কমার্স পরিচালনা নির্দেশিকা-২০২১' এর নির্দেশনা অমান্য করে ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠানসমূহের কোম্পানি বা কোম্পানি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের গ্রাহকদের পণ্য বা সেবা প্রদানের পূর্বে অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন না মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে, এরূপ ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরিচালনার জন্য প্রদত্ত ট্রানজেকশন প্রোফাইলের যৌক্তিকতা যাচাই-বাছাই, লেনদেনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ এবং সামগ্রিক ঝুঁকি প্রশমনে যথাযথ তদারকি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (পিএসডি, ২৯ আগস্ট ২০২১)

সেপ্টেম্বর ২০২১

- The Bangladesh Rating Agency Limited (BDRAL) বিদ্যমান ০৭ (সাত)টি রেটিং এজেন্সি (যথা, CRISL, CRAB, NCRL, ECRL, ACRSL, WASO Ges ACRL) সহ একটি পুরাদস্তুর External Credit Assessment Institution (ECAI) হিসাবে স্বীকৃত। Risk Based Capital Adequacy (RBCA) Guidelines অনুসারে ক্রেডিট রিস্ক-এর বিপরীতে RWA নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহ তাদের নিজস্ব এবং অপর পক্ষের ক্রেডিট রেটিং এর জন্য যে কোন এক বা একাধিক রেটিং এজেন্সি (-সমূহ) মনোনীত করতে পারবে। এ বিষয়ে, BDRAL-এর রেটিং স্কেলসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের রেটিং গ্রেডের সাথে নিম্নরূপ ম্যাপিং করা হলো: (বিআরপিডি, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২১)

দীর্ঘমেয়াদি		স্বল্পমেয়াদি	
বাংলাদেশ ব্যাংক-এর রেটিং গ্রেড	BDRAL এর সমমানের Notch/Notation	বাংলাদেশ ব্যাংক-এর রেটিং গ্রেড	BDRAL এর সমমানের Notch/Notation
1	AAA	S1	ST-1
	AA+, AA, AA-		
2	A+, A, A-	S2	ST-2
3	BBB+, BBB, BBB-	S3	ST-3
4	BB+, BB, BB-	S4	ST-4
5	B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, CC	S5	ST-5
6	C, D	S6	ST-6

সেপ্টেম্বর ২০২১

- কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ এর বিরূপ প্রভাব হতে অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আর্থিক সেবাভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধার/অব্যাহত রাখা এবং ঋণের ব্যাপ্তি, ঋণসীমা ও তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি ও ঋণের শর্তাবলী সহজীকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে পাঁচ বছর মেয়াদি ৫.০ বিলিয়ন টাকার '১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' গঠন করা হয়। (এফআইডি, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১)

সেপ্টেম্বর ২০২১

- কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলায় দেশের কৃষির বিভিন্ন খাতসমূহে স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে অধিকতর গতিশীল ও সক্রিয় করার লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিপূর্বে গৃহীত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজের ধারাবাহিকতায় নিজস্ব তহবিল হতে ৩০.০ বিলিয়ন টাকার 'কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (২য় পর্যায়)' গঠন করে। এ

স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ শতকরা ১.০ ভাগ সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে, এবং কৃষক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হবে সরল হারে সর্বোচ্চ শতকরা ৪.০ ভাগ, যা নতুন ও পুরাতন সকল ঋণগ্রহীতাদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাটি ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। (এসিডি, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১)

সেপ্টেম্বর ২০২১

- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের সময় প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়নে ব্যাংকারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিবেচনায় এবং সংকটময় পরিস্থিতিতে তাদের কর্মস্পৃহা অটুট রাখতে, সুনির্দিষ্ট ও প্রমাণিত কোনো অভিযোগ ব্যতীত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে চাকুরীচ্যুত না করা, এবং মহামারিকালীন শুধুমাত্র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতা বা অদক্ষতার কারণ প্রদর্শন করে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে চাকুরীচ্যুত অথবা পদত্যাগ করতে বাধ্য না করার জন্য তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। উপরন্তু, ১ এপ্রিল ২০২০ তারিখ হতে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সুনির্দিষ্ট ও প্রমাণিত কোন অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও চাকুরীচ্যুত অথবা পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় তাদেরকে আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে, চাকুরীতে বহাল করার বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়। (বিআরপিডি, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১)

সেপ্টেম্বর ২০২১

- দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার অর্থবছর ২২-এ বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের আওতায় বিভিন্ন রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর পৃথক হারে রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ প্রণোদনা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। (এফইপিডি, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১)

অক্টোবর ২০২১

- ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB) এর আওতায় একটি ব্যাংকের গ্রাহক ভিন্ন ব্যাংকের ATM ব্যবহার করে নগদ অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে লেনদেন প্রতি সার্ভিস চার্জ ভ্যাটসহ সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) টাকা, স্থিতি অনুসন্ধান এবং ক্ষুদে বিবরণীর প্রতিটি ক্ষেত্রে ভ্যাটসহ সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) টাকা, তহবিল স্থানান্তরের জন্য ভ্যাটসহ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) টাকা এবং নগদ অর্থ জমার জন্য ভ্যাটসহ সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়। তবে, এই চার্জ কার্ড ইস্যুয়িং ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান এ্যাকোয়ারিং ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবে। (পিএসডি, ১৮ অক্টোবর ২০২১)

নভেম্বর ২০২১

- দেশে রপ্তানি প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত সিমেন্ট শিট, এমএস লৌহজাত পণ্য, বাইসাইকেল ও এর যন্ত্রাংশ এবং চা রপ্তানির বিপরীতে নিট এফওবি মূল্যের উপর শতকরা ৪.০ ভাগ হারে উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারককে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। এ সুবিধা অর্থবছর ২২-এ রপ্তানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। (এফইপিডি, ১০ নভেম্বর ২০২১)

ডিসেম্বর ২০২১

- চলচ্চিত্র শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১০.০ বিলিয়ন টাকার 'সিনেমা হল মালিকদের অনুকূলে মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' গঠন করে। এ স্কিমের আওতায় একই ভবনে একটি কোম্পানী/ব্যক্তি মালিকানাধীন (একক বা যৌথভাবে) সিনেপ্লেক্স ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে 'একটি ইউনিট' হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এরূপ নতুন একটি ইউনিট স্থাপনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০.১০ বিলিয়ন টাকা এবং বিদ্যমান ইউনিট সংস্কারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০.০৫ বিলিয়ন টাকা ঋণ সুবিধা প্রাপ্য হবে। ভাড়াকৃত/ইজারাকৃত স্থাপনায়

বিদ্যমান/নির্মিতব্য সিনেমা হল/সিনেপ্লেক্স-এর জন্য এ ঋণ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে, ভাড়া/ইজারা চুক্তির মেয়াদ প্রদেয় ঋণ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত মেয়াদের চেয়ে কমপক্ষে ৫ বছর বেশি হতে হবে। (বিআরপিডি, ০৯ ডিসেম্বর ২০২১)

ডিসেম্বর ২০২১

- সকল তফসিলি ব্যাংককে সিএমএসএমই খাতে ঋণ/বিনিয়োগ এবং অনুরূপ অন্যান্য সুবিধাজনক ঋণ/বিনিয়োগের জন্য নির্দেশ দেয়া হয় যে, যদি জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত প্রদেয় অর্থের ন্যূনতম শতকরা ১৫.০ ভাগ ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে আদায় করা হয় তবে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগকে অশ্রেণিকৃত হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ আদায় ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে ২০২১ সালের আরোপিত সুদ/মুনাফা আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে। অন্যদিকে, ব্যাংকসমূহকে সিএমএসএমই ব্যতীত বিতরণকৃত অন্যান্য ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে শতকরা ২.০ ভাগ অতিরিক্ত জেনারেল প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে। তবে, সিএমএসএমই খাতের জন্য আবশ্যক জেনারেল প্রভিশন হবে শতকরা ১.৫ ভাগ। (বিআরপিডি, ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর ২০২১)

ডিসেম্বর ২০২১

- সিএমএসএমই খাতে বিশেষ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের (CGS) আওতায় কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ (CMSME)-এর ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণের সীমা পূর্বের সর্বনিম্ন ০.২ মিলিয়ন টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫.০ মিলিয়ন টাকার পরিবর্তে যথাক্রমে সর্বনিম্ন ০.০২৫ মিলিয়ন টাকা এবং সর্বোচ্চ ১০.০ মিলিয়ন টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। (এসএমইএসপিডি, ৩০ ডিসেম্বর ২০২১)

জানুয়ারি ২০২২

- কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে কাজ হারিয়ে গ্রামে ফিরে যাওয়া কর্মজীবী/শ্রমজীবী/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব উৎস থেকে ৫.০ বিলিয়ন টাকার 'ঘরে ফেরা' শিরোনামে একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করে। এ স্কিমের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত। (এসিডি, ৩ জানুয়ারি ২০২২)

ফেব্রুয়ারি ২০২২

- কোভিড-১৯ এর চলমান নেতিবাচক প্রভাবের প্রেক্ষাপটে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ/বিনিয়োগ আদায় কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, তারল্য পরিস্থিতি উন্নয়ন ও আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে যে সকল ঋণগ্রহীতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের ঋণদায় সমন্বয়ে অনিচ্ছুক বা ব্যবসায়িক কার্যক্রম সচল রাখতে সমর্থ নয়, সে সকল ঋণগ্রহীতার অনুকূলে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ঋণ স্থিতির ন্যূনতম শতকরা ২.০ ভাগ ডাউন পেমেন্ট জমা দিয়ে এক্সিট সুবিধার আবেদন করতে পারবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (ডিএফআইএম, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২)

ফেব্রুয়ারি ২০২২

- গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ এবং কার্যকর পেমেন্ট ইকোসিস্টেম নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে, তফসিলি ব্যাংকসমূহকে ক্রেডিট কার্ড সক্রিয় করার পূর্বে গ্রাহকের উপর কোনরূপ নন-ট্রানজেকশনাল ফি/চার্জ (Annual Fee, CIB Fee, SMS Fee ইত্যাদি) আরোপ করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তবে, গ্রাহকের সম্মতি গ্রহণপূর্বক ক্রেডিট কার্ড সক্রিয়করণ পরবর্তীতে গ্রাহকের উপর নন-ট্রানজেকশনাল ফি/চার্জ আরোপ করা যাবে, এবং সক্রিয় ক্রেডিট কার্ডে গ্রাহকের লেনদেন (কেনাকাটা, নগদ উত্তোলন বা অন্য কোন ধরনের মার্চেন্ট ট্রানজেকশন) সংক্রান্ত কোন দায় না

থাকলে অপরিশোধিত/বিলম্বে পরিশোধজনিত কারণে নন-ট্রানজেকশনাল ফি/চার্জ এর অতিরিক্ত কোনরূপ জরিমানা আরোপ করা যাবে না। নন-ট্রানজেকশনাল ফি/চার্জ এর উপর কোন অবস্থাতেই সুদ/মুনাফা আরোপ করা যাবে না, এবং নন-ট্রানজেকশনাল ফি/চার্জ সংক্রান্ত অপরিশোধিত দায়ের জন্য গ্রাহককে বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না কিন্তু লেনদেন সংক্রান্ত দায় যথাসময়ে পরিশোধিত না হলে ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং বিষয়ক নীতিমালা অনুসরণপূর্বক গ্রাহককে বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে। এছাড়া, ক্রেডিট কার্ডের বিল সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আদায় হলে আরোপিত নন-ট্রানজেকশনাল ফি/চার্জ সমন্বয়ের পরে ব্যাংকসমূহ গ্রাহকের লেনদেন সংক্রান্ত দায় সমন্বয় করতে পারবে। (বিআরপিডি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২)

ফেব্রুয়ারি ২০২২

- দেশব্যাপী ব্যবসায়িক কার্যক্রম ত্বরান্বিত ও আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাদের বিদ্যমান আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে, তফসিলি ব্যাংকসমূহকে ইন্টারনাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং (ICRR) সিস্টেম বিষয়ক সংশোধিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে বলা হয় যা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ইন্টারনাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং স্কোরসমূহ নিম্নরূপে পুনঃনির্ধারণ করা হয়ঃ Excellent: ≥৭৫%; Good: ≥৬৫% হতে <৭৫%; Marginal: ≥৫০% হতে <৬৫%; এবং Unacceptable: <৫০%; এবং qualitative অংশে স্কোর যাই হোক না কেন, যদি quantitative অংশ স্কোর: <৪০%, ICRR হবে 'Unacceptable'। (বিআরপিডি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২)

এপ্রিল ২০২২

- ব্যাংকসমূহের আর্থিক অবস্থার প্রকৃত চিত্রের প্রতিফলন নিশ্চিতকরণ, মূলধন সুসংহতকরণ এবং ব্যাংকিং খাতে সার্বিক ঋণ শৃঙ্খলার স্বার্থে, পুনঃতফসিলকৃত ঋণের বিপরীতে আরোপিত সুদ প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে কোনভাবেই ব্যাংকের আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা দেওয়া হয়। (বিআরপিডি, ০৭ এপ্রিল ২০২২)

এপ্রিল ২০২২

- আমানত সংগ্রহ ও ঋণ/লিজ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ০১ জুলাই ২০২২ হতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমানতের উপর সুদ/মুনাফার হার সর্বোচ্চ শতকরা ৭.০ ভাগ এবং সকল প্রকার ঋণ/লিজ/বিনিয়োগের উপর সুদ/মুনাফার কার্যকরী হার সর্বোচ্চ শতকরা ১১.০ ভাগ-এ নির্ধারণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (ডিএফআইএম, ১৮ এপ্রিল ২০২২)

এপ্রিল ২০২২

- তফসিলি ব্যাংকসমূহ ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণের শর্ত শিথিল করে স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ (ইতিপূর্বে পুনঃতফসিলকৃত কৃষি ঋণসহ) পুনঃতফসিলের তারিখ হতে ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ৩ বছর মেয়াদে পুনঃতফসিল এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিনা ডাউন পেমেন্টেও এ ধরনের ঋণ পুনঃতফসিল করতে পারবে। এছাড়া, ঋণ পুনঃতফসিলের পর ঋণগ্রহীতাদের কোন অর্থ নতুনভাবে জমা ব্যতিরেকেই পুনরায় নতুন ঋণ প্রদান করা যাবে; এবং সার্টিফিকেট মামলা চলাকালীন ঋণের ক্ষেত্রে গ্রাহকের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে সার্টিফিকেট মামলা স্থগিত/ নিষ্পত্তিপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিল করা যাবে। (বিআরপিডি, ১৯ এপ্রিল ২০২২)

এপ্রিল ২০২২

- উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রাখা এবং আমদানি-রপ্তানিসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা

বজায় রাখার স্বার্থে বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহকে ঋণগ্রহীতাদের অনুকূলে ইতোমধ্যে মঞ্জুরকৃত চলতি মূলধন ঋণ সীমা প্রয়োজনের নিরিখে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ ঝুঁকি নিরসন হ্রাস করে এবং গ্রাহকের আর্থিক সক্ষমতা যাচাইপূর্বক যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (বিআরপিডি, ২৭ এপ্রিল ২০২২)

এপ্রিল ২০২২

- অনলাইন/ইন্টারনেট ব্যাংকিংভিত্তিক লেনদেনের পদ্ধতি সহজ ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে অনলাইন/ইন্টারনেটে একই ব্যাংকের এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে অর্থ স্থানান্তরের সর্বোচ্চ সীমা ব্যাংক তার স্বীয় ঝুঁকি এবং গ্রাহকের ট্রানজেকশন প্রোফাইল বিবেচনায় নিজেই নির্ধারণ করবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং এনপিএসবি-এর মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার (IBFT) সেবার দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ও একক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা অপরিবর্তিত রেখে, দৈনিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সংখ্যার শর্তাবলী রহিত করা হয়। (পিএসডি, ২৮ এপ্রিল ২০২২)

মে ২০২২

- কোভিড-১৯ মহামারি এবং ইউক্রেনে যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতির অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সুসংহত রাখতে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত বহিঃবাংলাদেশ ভ্রমণসহ প্রশিক্ষণ/সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/স্টাডি ট্যুর এ অংশগ্রহণের জন্য বহিঃবাংলাদেশ ভ্রমণ বন্ধ রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তবে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ এ নির্দেশনার আওতাবহির্ভূত হবে: ১৪৪৩ হিজরি/২০২২ সালের পবিত্র হজ্ব পালন এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সুপারিশ থাকা সাপেক্ষে জরুরি চিকিৎসার জন্য বিদেশ গমন; ব্যাংকে কর্মরত বিদেশী নাগরিকের নিজ দেশে গমন ও বিদেশী ব্যাংকের বাংলাদেশস্থ শাখায় কর্মরত কর্মকর্তাদের প্রধান কার্যালয়ে গমন; এবং বিদেশী আয়োজক সংস্থার সম্পূর্ণ অর্থায়নে পরিচালিত প্রশিক্ষণ/সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/স্টাডি ট্যুর এ অংশগ্রহণ। (বিআরপিডি, ২৩ মে ২০২২)

মে ২০২২

- জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়ন, পরিচালনা ও বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০.০ বিলিয়ন টাকার 'জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' গঠন করা হয়। জাহাজ নির্মাণকারী রপ্তানিমুখী ও স্থানীয় সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান এ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্ত হবেন। এ স্কিমের আওতায়, ডকইয়ার্ড নির্মাণ বা জমি ক্রয়/ইজারার বিপরীতে এবং কোন খেলাপী ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করা যাবে না; এবং স্কিম হতে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ দ্বারা কোনভাবেই অপর কোন ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ বা সমন্বয় করা যাবে না। অংশগ্রহণকারী ব্যাংক শতকরা ১.০ ভাগ সুদ হারে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে এবং গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ শতকরা ৪.৫ ভাগ। অধিকন্তু, বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের অপব্যবহার যে কোন সময় উদ্‌ঘাটিত হলে পুনঃঅর্থায়ন বাবদ প্রদত্ত অর্থের উপর শতকরা ২.০ ভাগ হারে জরিমানা আদায় করা হবে। (বিআরপিডি, ২৬ মে ২০২২)

জুন ২০২২

- আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে 'ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ' সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিজস্ব তহবিল থেকে ১.০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়। এ তহবিলের মেয়াদ হবে ৩ বছর এবং ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী সকল তফসিলি ব্যাংক এ স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে শতকরা

১.০ ভাগ সুদ হারে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তহবিল প্রাপ্ত হবে। ব্যাংকসমূহ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা যাচাই সাপেক্ষে একক গ্রাহককে সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে গ্রাহক পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে। গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ শতকরা ৯.০ ভাগ। (বিআরপিডি, ০২ জুন ২০২২)

জুন ২০২২

- কোন একক গ্রাহক বা গ্রুপের অনুকূলে প্রদত্ত বৃহদাংক ঋণ হিসাবায়নকালে নন-ফান্ডেড সুবিধার বিপরীতে কোন ধরনের কনভারশন ফ্যাক্টর ব্যবহৃত হবে না। অর্থাৎ ফান্ডেড এবং নন-ফান্ডেড উভয় এক্সপোজারের শতকরা ১০০.০ ভাগ বৃহদাংক ঋণ হিসাবায়নে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে, ব্যাংকের পোর্টফোলিও পর্যায়ে বৃহদাংক ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কনভারশন ফ্যাক্টর ব্যবহার করতে হবে। (বিআরপিডি, ০২ জুন ২০২২)

জুন ২০২২

- বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যা কবলিত অঞ্চলের কৃষকদের ক্ষতি মোকাবেলাসহ তাদেরকে কৃষি কাজে সম্পৃক্ত রাখার লক্ষ্যে পূর্বে প্রদত্ত ঋণ আদায় ব্যতিরেকে শস্য/ফসল, মৎস্য, পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন ঋণ বিতরণের জন্য সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য গঠিত ৩০.০০ বিলিয়ন টাকার বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে ব্যাংকের অব্যবহৃত স্থিতির ন্যূনতম শতকরা ২০.০ ভাগ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলায় বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে মর্মে নির্দেশনা দেওয়া হয়। (এসিডি, ৫ জুন ২০২২)

জুন ২০২২

- সিএমএসএমই খাতের নারী উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে 'স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' শিরোনামে যে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয় তার আওতায় এখন থেকে শুধুমাত্র নারী উদ্যোক্তাগণই ঋণ সুবিধা ও প্রণোদনা সুবিধা প্রাপ্ত হবেন মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ স্কিমের আওতায় ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ শতকরা ৫.০ ভাগ এবং যথাযথভাবে ও নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ/সমন্বয় করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বর্ণিত গ্রাহকগণ শতকরা ১.০ ভাগ হারে ইনসেনটিভ সুবিধা প্রাপ্ত হবেন। এতদ্ব্যতীত যথাযথভাবে ঋণ ব্যবস্থাপনা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানও শতকরা ১.০ ভাগ হারে প্রণোদনা সুবিধা প্রাপ্ত হবে। (এসএমইএসপিডি, ২০ জুন ২০২২)

জুন ২০২২

- দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য শতকরা ৫.০ ভাগ রেয়াতি সুদ হারে ঋণ সরবরাহের লক্ষ্যে 'দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' পূর্বে চালু করা হয়। এ ক্ষেত্রে, গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণসমূহের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়নকৃত ঋণ আদায়/সমন্বয় এবং ব্যাংকগুলোর ক্ষতিপূরণ দাবীর প্রেক্ষিতে সুদ ভর্তুকি প্রদান/পুনর্ভরণের লক্ষ্যে উল্লিখিত স্কিমটির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। (এসিডি, ২৭ জুন ২০২২)

জুন ২০২২

- 'কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (২য় পর্যায়)'টি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংক কর্তৃক কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। (এসিডি, ৩০ জুন ২০২২)

খ. মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রধান নীতিমালা/নির্দেশিকা/পরিপত্র

সেপ্টেম্বর ২০২১

- ৫ (পাঁচ) টি সঞ্চয় স্কিম (৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র, পেনশনার সঞ্চয়পত্র, পরিবার সঞ্চয়পত্র, ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদী হিসাব) বিক্রয়ের উপর কমিশনের বিদ্যমান হার হ্রাস করে নিম্নরূপে পুনঃনির্ধারণ করা হয় ঃ কমিশন হার শতকরা ০.০৫ ভাগ অথবা প্রতিটি নিবন্ধনের বিপরীতে অনধিক ৫০০.০ টাকা, এ দু'টির মধ্যে যেটি কম। (ডিএমডি, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১)

ডিসেম্বর ২০২১

- সরকারি সিকিউরিটিজের জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরি এবং দীর্ঘমেয়াদে তারল্য সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাইমারি ডিলার (পিডি) ব্যাংকসমূহকে প্রাইমারি অকশনে ডিভল্‌ভকৃত ও ক্রয়কৃত ট্রেজারি বিল/বন্ড জামানত রাখার বিপরীতে ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করার তারিখ হতে একনাগাড়ে ৩ (মাস) পর্যন্ত তারল্য সুবিধা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (ডিএমডি, ২৩ ডিসেম্বর ২০২১)

ডিসেম্বর ২০২১

- সরকারের ট্রেজারি বিল ও বন্ডের ইস্যুকরণ এবং ইস্যু পরবর্তী ক্রয়-বিক্রয়ের সেকেন্ডারি মার্কেট সক্রিয়করণের লক্ষ্যে রূপালী ব্যাংক লিমিটেডকে সরকারি সিকিউরিটিজের প্রাইমারি ডিলার হিসেবে ১ (এক) বছরের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ পরিপালন নিশ্চিতকরণসহ প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মার্কেটে তাদের পরবর্তী এক বছরের কার্যক্রম বিবেচনাপূর্বক এ মেয়াদ বর্ধিত করা হতে পারে। (ডিএমডি, ৩০ ডিসেম্বর ২০২১)

জানুয়ারি ২০২২

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের প্রজ্ঞাপন জারির মধ্যে পুনঃবিনিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন না হয়ে থাকলে কিংবা প্রজ্ঞাপন জারির পর পুনঃবিনিয়োগের জন্য বন্ডধারী লিখিত অনুরোধ করে থাকলে, জাতীয় সঞ্চয় বন্ড (ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড)-এ সর্বোচ্চ ১০.০ (দশ) মিলিয়ন টাকার পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্য হবেন। (ডিএমডি, ১৭ জানুয়ারি ২০২২)

মে ২০২২

- মনিটারি পলিসি কমিটি'র ২৯ মে ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৪তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রেপো সুদহার বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হতে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৫.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। রিভার্স রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.০০ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে। (এমপিডি, ২৯ মে ২০২২)

জুন ২০২২

- মনিটারি পলিসি কমিটি'র ২৭ জুন ২০২২ তারিখের ৫৫তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে রেপো সুদ হার বার্ষিক শতকরা ৫.০০ ভাগ হতে পুনরায় ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৫.৫০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। তবে, রিভার্স রেপো সুদ হার বার্ষিক শতকরা ৪.০০ ভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয়। (এমপিডি, ৩০ জুন ২০২২)

গ. বৈদেশিক খাত উন্নয়নে ঘোষিত প্রধান নীতিমালা/নির্দেশিকা/পরিপত্র

জুলাই ২০২১

- স্বর্ণ নীতি-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১ এর ৩.২(ক) অনুচ্ছেদে FER আইন নং ৮, ১৯৪৭-এর

অধীনে স্বর্ণের আকরিক এবং ডোর আমদানি করার জন্য গোল্ড রিফাইনারদের অনুমোদিত আমদানিকারক হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। (এফইপিডি, ০১ জুলাই ২০২১)

জুলাই ২০২১

- ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন-২০১৮, ভলিউম-১ (GFET) এবং এর পরবর্তী সার্কুলারগুলো অনুযায়ী অনুমোদিত ডিলারদের (ADs) তাদের শাখার সাথে অবাধে পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রায় অ্যাকাউন্ট বজায় রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। GFET অনুযায়ী অনুমোদিত ডিলারদের তাদের সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক করেস্পন্ডেন্ট ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য, নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট খোলা এবং লেনদেনের নিমিত্ত AML/CFT নীতিমালাসমূহ মেনে চলার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও, বৈদেশিক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন নীতিমালা রয়েছে। (এফইপিডি, ১৩ জুলাই ২০২১)

জুলাই ২০২১

- বিদেশি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো দ্বারা প্রদত্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য আবাসিক ঠিকাদারি সংস্থাগুলোকে তাদের কাজের বিপরীতে প্রাপ্ত ক্রেডিট পেমেন্টের জন্য অনিবাসী কো-পার্টনারদের সাথে যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট দেশে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (এফইপিডি, ২৭ জুলাই ২০২১)

সেপ্টেম্বর ২০২১

- GTF প্রোগ্রামের অধীনে গ্রাহক-ঋণ গ্রহীতাদের আরও বৃহত্তর স্কেলে সুবিধা দেওয়ার জন্য, ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখের এফই সার্কুলার নং ০২-এর অনুচ্ছেদ ৩(ক) এবং ৩(খ)-এ উল্লেখিত শর্তগুলো রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর (SOCBs) জন্য শিথিল করা হয়। (এফইপিডি, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১)

সেপ্টেম্বর ২০২১

- পাটজাত পণ্য রপ্তানির আয় প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে, পাট পণ্য রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি আবেদনকারীগণ বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন (BJSA) এবং বাংলাদেশ জুট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (BJMA) কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। (এফইপিডি, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১)

সেপ্টেম্বর ২০২১

- ব্যক্তিগত ভ্রমণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহে নমনীয়তা আনয়নের নিমিত্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ঃ (ক) অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পাসপোর্টে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশি নাগরিকদের আন্তর্জাতিক কার্ডে এর বৈধতা পর্যন্ত একাধিক বছরের জন্য ভ্রমণের এনটাইটেলমেন্ট অনুমোদন/সেট করতে পারবে, তবে এ ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি শর্ত মেনে চলতে হবে। (খ) বার্ষিক ভ্রমণ কোটার সময়সীমা ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত গণনা করা হবে। যদি ভ্রমণে পরবর্তী বছর অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে ভ্রমণের এনটাইটেলমেন্ট নির্দিষ্ট বছরের জন্য গণনা করা হবে যার সাথে লেনদেনের তারিখ সম্পর্কিত। (গ) আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে অনুমোদিত কোটার সীমা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত পরিমাণগুলো নির্ধারিত উপায়ে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যদি এটি অনিবার্য এবং এর কারণ অনুমোদিত ডিলারের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। (এফইপিডি, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১)

সেপ্টেম্বর ২০২১

- কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রেখে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ৩ বছর মেয়াদি ৫০.০ বিলিয়ন টাকার 'প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' তহবিল গঠন করা হয় এবং এর

আওতায় প্রতি একজন গ্রাহককে একাধিকবার বিভিন্ন মেয়াদে সর্বোচ্চ ১ বছরের জন্য ঋণ বিতরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ বিষয়ক নির্দেশনাটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে এরূপে যে, একাধিকবার বিভিন্ন মেয়াদে ৩ বছরের জন্য ঋণ বিতরণ করা যাবে এবং গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদ যাই হোক না কেন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সর্বোচ্চ ১৮০ দিন মেয়াদে অংশগ্রহণকারী ব্যাংককে পুনঃঅর্থায়ন করা হবে, যা মেয়াদ শেষে সুদসহ এককালীন পরিশোধযোগ্য হবে। (বিআরপিডি, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১)

অক্টোবর ২০২১
- রপ্তানি বাণিজ্যে প্রথাগত অনুশীলনে সামঞ্জস্যতা আনয়নে অনুমোদিত ডিলার রপ্তানিকারকদের বিভিন্ন নির্দেশাবলী পালন সাপেক্ষে, সিকিউরড মিডিয়ার মাধ্যমে সরাসরি আমদানিকারক বা তাদের এজেন্টদের বিদেশে রপ্তানি নথি পাঠানোর অনুমতি দিতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (এফইপিডি, ০৩ অক্টোবর ২০২১)

অক্টোবর ২০২১
- পরিষেবা রপ্তানির বিপরীতে আয়ের প্রত্যাবর্তনের সুযোগ প্রশস্ত করার জন্য অনুমোদিত ডিলারগণ তাদের পরিষেবা রপ্তানিকারক-গ্রাহকদের আন্তর্জাতিক বাজার স্থান/প্ল্যাটফর্মের সাথে মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টের রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতি দিতে পারে। এই ধরনের অ্যাকাউন্টগুলি ছাড়াও, পরিষেবা রপ্তানিকারকরা লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওপিজিএসপিতে সীমাবদ্ধ না হয়ে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বনামধন্য পেমেন্ট সার্ভিস অ্যাগ্রিগেটর, পেমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর, ডিজিটাল ওয়ালেট বা সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত অন্যান্য বৈধ পেমেন্ট সিস্টেমের সাথে একাউন্ট পরিচালনা করতে পারে। তদনুসারে, অনুমোদিত ডিলারগণ বিভিন্ন নির্দেশাবলী পালন সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক মার্কেট প্লেস/প্ল্যাটফর্ম দ্বারা তাদের নস্ট্রো অ্যাকাউন্টে জমা করা পরিষেবা আয়ের প্রত্যাবর্তনের সুবিধা দেবে মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (এফইপিডি, ১৮ অক্টোবর ২০২১)

অক্টোবর ২০২১
- বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে, সাধারণ নিয়ন্ত্রক নির্দেশাবলী পালন সাপেক্ষে আরও দুটি সেমিস্টার/সেশনের জন্য অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে বিদেশে অধ্যয়নের কারণে অনুমোদিত ডিলারগণ বহির্মুখী রেমিট্যান্সকে পরিচালন করতে পারে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (এফইপিডি, ২৭ অক্টোবর ২০২১)

নভেম্বর ২০২১
- দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সরকার অর্থবছর ২২-এর জন্য বিশেষায়িত অঞ্চলে (বেজা, বেপজা, হাইটেক পার্ক) বিভিন্ন হারে রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ প্রণোদনা প্রদান করবে। (এফইপিডি, ১০ নভেম্বর ২০২১)

নভেম্বর ২০২১
- সেবা রপ্তানিকারকরা এফই সার্কুলার অনুযায়ী বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত ডিলারদের মাধ্যমে তাদের আয় প্রত্যাবর্তনের জন্য মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট বজায় রাখতে পারে। এ অনুমোদিত অ্যাকাউন্টগুলো ব্যতীত যে কোনও আকারে (যেমন ঃ ইক্যুইটি/পোর্টফোলিও বিনিয়োগসহ অন্যান্য বিভিন্ন পন্থায়) বিদেশে রপ্তানি আয় ধরে রাখা, ভৌত সম্পদ/ভার্চুয়াল সম্পদ ক্রয়, ক্রিপ্টো মুদ্রাসহ অন্যান্য মুদ্রা নির্বিশেষে অ্যাকাউন্টের রক্ষণাবেক্ষণ FER আইন, ১৯৪৭ এর ৫(১)(ই)(আই) এর ধারা লঙ্ঘন করে এবং ৮ মার্চ ২০২১ তারিখের SRO নং ৫৯- LAW/২০২১ অনুযায়ী উক্ত আইনের ধারা ২৩(১) এর অধীনে বিবেচ্য বিষয়। (এফইপিডি, ১৮ নভেম্বর ২০২১)

ডিসেম্বর ২০২১

- নিট গার্মেন্টসে সুতা থেকে কাপড় তৈরিতে এবং কাপড় থেকে তৈরি পোশাক প্রস্তুতিতে অপচয়ের হারকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা মৌলিক নিট পণ্যের জন্য সর্বোচ্চ শতকরা ২৭.০ ভাগ, বিশেষ আইটেমের জন্য সর্বোচ্চ শতকরা ৩০.০ ভাগ এবং সোয়েটার ও মোজার জন্য সর্বোচ্চ শতকরা ৪.০ ভাগ। (এফইপিডি, ২৬ ডিসেম্বর ২০২১)

ডিসেম্বর ২০২১

- বাংলাদেশে বসবাসকারি এবং বাংলাদেশে আয় আছে এমন বিদেশী নাগরিকরা তাদের মোট আয়ের শতকরা ৮০.০ ভাগ পর্যন্ত মাসিক রেমিট্যান্সের জন্য অনুমোদিত, যা আগে তাদের মোট আয়ের শতকরা ৭৫.০ ভাগ পর্যন্ত ছিল। বিদেশী নাগরিকদের মোট আয়ের অবশিষ্ট শতকরা ২০.০ ভাগ সংশ্লিষ্ট কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়কর মূল্যায়ন শেষ হওয়ার পরে আর্থিক বছরের শেষে প্রেরণযোগ্য হবে। বিদেশী নাগরিকদের পরিবারের সদস্যরা যে দেশে থাকেন, সেই দেশে তাদের মোট আয় প্রেরণের নিমিত্তে তাদের নিয়োগকর্তা দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে পরিচালিত বিদেশী মুদ্রা হিসাব থেকে অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক রেমিট্যান্স করা যাবে। এক্ষেত্রে, অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে। (এফইপিডি, ২৭ ডিসেম্বর ২০২১)

জানুয়ারি ২০২২

- দেশে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্সদের রেমিট্যান্সের বিপরীতে নগদ প্রণোদনার হার, বিদ্যমান শতকরা ২.০ ভাগ থেকে বাড়িয়ে শতকরা ২.৫ ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (এফইপিডি, ০২ জানুয়ারি ২০২২)

জানুয়ারি ২০২২

- দেশের বহিঃবাণিজ্য কার্যক্রমের সুবিধার্থে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট লেনদেনের জন্য বর্ধিত সহায়তা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (ক) GFET-২০১৮ অনুযায়ী সাপ্লায়ার্স/বায়ার্স ক্রেডিটের অধীনে কৃষি সরঞ্জাম এবং রাসায়নিক সারের আমদানির ইউসেন্স পিরিয়ড ২৭০ দিন পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। (খ) BTMA এবং BGMEA-এর সদস্য মিলগুলোর জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (EDF) সীমা ২৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে এবং EDF ঋণের মেয়াদ ৯০ দিন থেকে ২৭০ দিন পর্যন্ত বাড়ানো যাবে, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এর ৪৫ নং সার্কুলার অনুচ্ছেদ ৩ অনুসারে প্রযোজ্য থাকবে। (এফইপিডি, ০৬ জানুয়ারি ২০২২)

জানুয়ারি ২০২২

- আন্তর্জাতিক বাজারের মাধ্যমে সফ্টওয়্যার এবং আইটিইএস সেবা রপ্তানির বিপরীতে ৫০০০.০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে (এক্সচেঞ্জ হাউস ব্যতীত) আমদানি সংশ্লিষ্ট তথ্য সূত্রের অবর্তমানে অর্থ প্রাপ্তির যথার্থতা নিশ্চিত হয়ে প্রচলিত হারে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রযোজ্য হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (এফইপিডি, ১৬ জানুয়ারি ২০২২)

জানুয়ারি ২০২২

- সরকারী নির্দেশনা অনুসারে, নিম্নোক্ত উৎসগুলোর জন্য প্রেরকদের আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে স্থায়ী স্থানান্তরকে উৎসাহিত করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় বৈধ আয়ের রেমিট্যান্সের পক্ষে নগদ প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়: ক. অবসরকালীন সুবিধা যেমন পেনশন তহবিল; খ. তহবিল; গ. বেতন ছুটি; ঘ. বোনাস এবং অন্যান্য গ্র্যাচুইটি, নিয়োগকর্তা দ্বারা প্রদত্ত; ঙ. অবসর সুবিধা। (এফইপিডি, ২০ জানুয়ারি ২০২২)

জানুয়ারি ২০২২

- অনুমোদিত ডিলারদের 'অনলাইন ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট মনিটরিং সিস্টেম'-এ নিয়মিতভাবে

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বাজার সম্পর্কিত বিবরণী এবং 'অনলাইন ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট' এর মাধ্যমে প্রকৃত মার্কিন ডলার/সমতুল্য মার্কিন ডলারে মাসিক 'ফরেন এক্সচেঞ্জ ইনফ্লো আউটফ্লো স্টেটমেন্ট' জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। (এফইপিডি, ৩০ জানুয়ারি ২০২২)

ফেব্রুয়ারি ২০২২
- অনুমোদিত ডিলারদের ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে ট্রায়াল ভিত্তিতে সংশোধিত (RIT) এর মাধ্যমে দৈনিক এক্সচেঞ্জ পজিশন স্টেটমেন্ট জমা দেওয়া এবং পরবর্তী নোটিশ না হওয়া পর্যন্ত সে বিবরণীগুলো পুরনো ফরমেট এর মাধ্যমে জমা প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়। (এফইপিডি, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২)

ফেব্রুয়ারি ২০২২
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫৬ এর অধীনে সরকারী নির্দেশনার আলোকে, অনিবাসীদের অনুকূলে ফি, কমিশন, পরামর্শ ফি ইত্যাদির চালান (ইনভয়েস) মূল্য প্রেরণের ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য শুল্ক এবং কর কর্তনের পরে অবশিষ্ট মূল্য বিবেচনা করা হবে। (এফইপিডি, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২)

মার্চ ২০২২
- অনুমোদিত ডিলারগণ আন্তর্জাতিক দরপত্রের অধীনে, প্রদত্ত কার্যাদেশ সম্পন্ন করার জন্য স্থানীয় ঠিকাদারের অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রায় লেটার অফ ক্রেডিট (এলসি) স্থাপন করতে পারবে। বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত এ ধরনের এলসি বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের এফসি ক্লিয়ারিং অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে। (এফইপিডি, ২ মার্চ ২০২২)

মার্চ ২০২২
- পবিত্র রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ, পণ্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে ভোজ্যতেল, ছোলা, ডাল, মটর, পেঁয়াজ, মসলা, খেজুর, ফলমূল এবং চিনিসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ১০ মে ২০২২ পর্যন্ত আমদানি ঋণপত্রের মার্জিনের হার ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে শূন্য মার্জিনে ঋণপত্র খুলতে এবং আমদানি ঋণপত্রের কমিশন যথাসম্ভব ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (বিআরপিডি, ১০ মার্চ ২০২২)

মার্চ ২০২২
- বর্তমানে রপ্তানি বাণিজ্যের সুবিধার্থে, GFET-এর ৮ অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ ২০ অনুসারে, এডভান্সড রিসিপ্ট ভাউচারে (এআরভি) ঘোষণা করা রপ্তানি আয় আমদানি বিলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, অধ্যায় ৭ এর অনুচ্ছেদ ৪১ বা ৪২ অনুসারে বৈদেশিক মুদ্রায় রাখা যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (এফইপিডি, ১৪ মার্চ ২০২২)

এপ্রিল ২০২২
- বিরাজমান বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রেক্ষাপটে মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে, তফসিলি ব্যাংকসমূহকে শিশুখাদ্য, জ্বালানিসহ অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্য, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ, স্থানীয় ও রপ্তানিমুখী শিল্প এবং কৃষি খাত সংশ্লিষ্ট আমদানি ব্যতীত অন্যান্য সকল পণ্য আমদানির বিপরীতে ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে নগদ মার্জিন হার ন্যূনতম শতকরা ২৫.০ ভাগ সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। (বিআরপিডি, ১১ এপ্রিল ২০২২)

এপ্রিল ২০২২
- রপ্তানি বাণিজ্যের বিপরীতে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) হতে কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য, অনুমোদিত ডিলারদের নিজস্ব উৎস থেকে আমদানি অর্থপ্রদান এবং EDF থেকে পুনঃঅর্থায়নের অর্থপ্রাপ্তির মধ্যবর্তী সময়ের জন্য বার্ষিক সর্বোচ্চ শতকরা ১.০ ভাগ পর্যন্ত সুদ ধার্যের অনুমতি প্রদান করা হয়। (এফইপিডি, ১৯ এপ্রিল ২০২২)

এপ্রিল ২০২২	• অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে স্থানীয় বীমা কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়া উপযুক্ত বীমা কভারেজ দ্বারা অনুমোদিত ডিলারগণ রপ্তানির বিরুদ্ধে তাদের অর্থায়ন রক্ষা করতে পারবে। (এফইপিডি, ২৪ এপ্রিল ২০২২)
মে ২০২২	• কোভিড-১৯ মহামারি এবং ইউক্রেনে যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে দেশের মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অধিকতর সুসংহত রাখার লক্ষ্যে আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে নগদ মার্জিন হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে, মোটর কার (সেডান কার, SUV ইত্যাদি), হোম অ্যাপ্লায়েন্স হিসেবে ব্যবহৃত ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শতকরা ৭৫.০ ভাগ নগদ মার্জিন সংরক্ষণ করতে হবে। তাছাড়া, শিশুখাদ্য, অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্য, জ্বালানি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্বীকৃত জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ও সরঞ্জামসহ চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, উৎপাদনমুখী স্থানীয় শিল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য সরাসরি আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল, কৃষি খাত সংশ্লিষ্ট পণ্য এবং সরকারি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ব্যতীত অন্যান্য সকল পণ্যের আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শতকরা ৫০.০ ভাগ নগদ মার্জিন সংরক্ষণ করতে হবে। (বিআরপিডি, ১০ মে ২০২২)
মে ২০২২	• পণ্য আমদানির অনবোর্ড নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট আমদানি লেনদেনের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃত ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে শিপমেন্টের ট্র্যাকিং পরিচালনা করার জন্য অনুমোদিত ডিলারগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়। (এফইপিডি, ১৭ মে ২০২২)
মে ২০২২	• রপ্তানিকারকদের কার্যকরী মূলধনের (টাকায়) চাহিদা মেটাতে নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য, রপ্তানি লেনদেনের নিমিত্তে মনোনীত অনুমোদিত ডিলারগণ তাদের প্রত্যাবাসিত রপ্তানি আয় থেকে মূল্য সংযোজন অংশ, আয় প্রাপ্তির পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে নগদীকরণের মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের কাছে টাকা তহবিল সহজলভ্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়। (এফইপিডি, ২৯ মে ২০২২)
মে ২০২২	• রপ্তানি বাণিজ্যের সুবিধার্থে, রপ্তানি আয় প্রত্যাবর্তনকারী অনুমোদিত ডিলারগণ রপ্তানি লেনদেনের জন্য মনোনীত অনুমোদিত ডিলারদের বৈদেশিক মুদ্রায় (FC) তহবিল স্থানান্তর করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যাতে মনোনীত অনুমোদিত ডিলারগণ রপ্তানিকারকদের অ্যাকাউন্টে টাকা তহবিল সহজলভ্য করতে সক্ষম হন। (এফইপিডি, ২৯ মে ২০২২)
জুন ২০২২	• যেসব পণ্যের জন্য EDF ঋণ ব্যবহার করা হয় সেগুলোর রপ্তানি নিশ্চিত করার জন্য, অনুমোদিত ডিলারদেরকে EDF ঋণের আবেদন ফরোয়ার্ড করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয় সে সব গ্রাহকদের জন্য যাদের বিগত ১৮০ দিনে তহবিল সুবিধা বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রায় আপেক্ষিক রপ্তানির প্রকৃত মূল্য পরিশোধ ব্যতীত, দায় নিষ্পত্তি করা হয়েছে। রপ্তানি লেনদেনের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য, অনুমোদিত ডিলারগণকে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য লেনদেনের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃত ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে সমস্ত ক্ষেত্রে শিপমেন্টের ট্র্যাকিং পরিচালনা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। (এফইপিডি, ২৯ জুন ২০২২)

পরিশিষ্ট-২

অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা কার্যক্রম/প্রতিবেদন

অর্থবছর ২২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক গবেষণা কার্যক্রম/প্রতিবেদন এর সারসংক্ষেপ :

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর বিভিন্ন বিভাগের মূল গবেষণা কার্যক্রম/প্রতিবেদন দু'টি বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করে এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। (ক) বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কিত সমন্বিত বিশ্লেষণ/প্রতিবেদন এবং (খ) সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক/আর্থিক খাতের উপর প্রায়োগিক গবেষণা।

ক. বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কিত সমন্বিত বিশ্লেষণ/প্রতিবেদন এবং মেয়াদ

(i) বার্ষিক সমন্বিত বিশ্লেষণ/প্রতিবেদন :

১. বার্ষিক রিপোর্ট (২০২০-২০২১) বাংলাদেশ ব্যাংক (ইংরেজি সংস্করণ), প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

২. বার্ষিক রিপোর্ট (২০২০-২০২১) বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলা সংস্করণ), প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৩. বার্ষিক রিপোর্ট (২০২১-২০২২) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৪. Monetary Policy Statement (MPS) FY2022-23, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৫. Bangladesh Government Securities Report for FY21-22, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৬. Monetary Policy Review, December 2021, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৭. Bangladesh Balance of Payments 2020-21, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৮. Financial Stability Report (FSR) 2021, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৯. Annual Export Receipts of Goods and Services 2021-22, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

১০. Annual Import Payments of Goods and Services 2021-22, প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

(ii) অর্ধ-বার্ষিক সমন্বিত বিশ্লেষণ/প্রতিবেদন :

১. Foreign Direct Investment and External Debt, অর্থবছর ২২-এ দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

২. CSR Reports of Banks and Financial Institutes, অর্থবছর ২২-এ দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৩. Bangladesh Systemic Risk Dash Board (BSRD), অর্থবছর ২২-এ দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৪. BBTA Journal on 'Thoughts on Banking and Finance', ভলিউম-০৮, ইস্যু-০১, জানুয়ারি-জুন, ২০২১, এপ্রিল ২০২২-এ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৫. Gender Equality Report of Banks and FIs, অর্থবছর ২২-এ দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

(iii) ত্রৈমাসিক সমন্বিত বিশ্লেষণ/প্রতিবেদন :

১. Bangladesh Bank Quarterly, অর্থবছর ২২-এ চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

২. Quarterly Schedule Bank Statistics, অর্থবছর ২২-এ চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৩. Quarterly Financial Stability Assessment Report, অর্থবছর ২২-এ তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৪. Quarterly Review Report on Sustainable Finance of Banks & Financial Institutions, অর্থবছর ২২-এ চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৫. Developments of Islamic Banking in Bangladesh, অর্থবছর ২২-এ চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৬. Quarterly Report on Remittance Inflows, অর্থবছর ২২-এ চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৭. Quarterly Review on RMG, অর্থবছর ২২-এ চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৮. Quarterly Analysis of Government's Revenue Receipts, অর্থবছর ২২-এ চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৯. Quarterly on Agent Banking Activities in Bangladesh, চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

১০. Quarterly Review on Money and Exchange Rate, অর্থবছর ২২-এ চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

১১. Quarterly Report on No-Frill Accounts, অর্থবছর ২২-এ চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

১২. Non-Bank Financial Institutions Statistics, অর্থবছর ২২-এ চারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

(iv) মাসিক সমন্বিত বিশ্লেষণ/প্রতিবেদন :

১. Monthly Report on Government Borrowing from Domestic Sources, অর্থবছর ২২-এ বারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

২. Monthly Report on Capital Market Development in Bangladesh, অর্থবছর ২২-এ বারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৩. Monthly Report on Agricultural and Rural Financing, অর্থবছর ২২-এ বারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৪. Major Economic Indicators: Monthly Update, অর্থবছর ২২-এ বারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

৫. Monthly Economic Trends, অর্থবছর ২২-এ বারটি সংস্করণ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত।

খ. অর্থবছর ২২-এ প্রায়োগিক/সাময়িক পত্র এবং সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক/আর্থিক খাত বিষয়ক গবেষণামূলক বিশ্লেষণ:

(i) মুদ্রানীতি/মূল্যস্ফীতি সম্পর্কিত :

১. Monetary Policy Stance and COVID-19 Pandemic : Global Perspectives. (বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি নোট, পিএন ২০২১-০৯, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।
[https://intranet.bb.org.bd/bbwebsite/pub/research/policynote/pn2021-09.pdf]

২. Measurement of Momentum and Base Effect of CPI Inflation of Bangladesh. (বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি নোট, পিএন ২০২১-০৭, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।
[https://intranet.bb.org.bd/bbwebsite/pub/research/policynote/pn2021-07.pdf]

৩. Consumer Price Index Forecasting for the Selected South Asian Countries - Bangladesh, India, Sri Lanka and Pakistan; Journal on Economy & Policy Research, (ভলিউম-০৩, ইস্যু-০১, জানুয়ারি-জুন, ২০২২)।

(ii) আর্থিক খাত সম্পর্কিত :

১. Foreign Exchange Market Structure and Exchange Rate Volatility in Bangladesh. (BBTA Journal Thoughts on Banking and Finance, ভলিউম-০৮, ইস্যু-০১, জানুয়ারি-জুন, ২০২১, পৃষ্ঠা নং: ৮২-১০১। প্রকাশিত-এপ্রিল ২০২২)।

২. Does Higher Capital Maintenance Drive up Banks' Cost of Equity?—Evidence from Bangladesh. (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার সিরিজ, ডাব্লিউপি নং ২১০২, বিআরপিডি)।
[https://intranet.bb.org.bd/bbwebsite/pub/research/workingpaper/wp2102.pdf]

৩. The Recent Bank's Deposit Growth: What are the Potential Sources? (বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি নোট, পিএন ২১০৬, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।
[https://intranet.bb.org.bd/bbwebsite/pub/research/policynote/pn2106.pdf]

৪. Recent Behavior of Lending and Deposit Interest Rates in the Banking System of Bangladesh. (বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি নোট, পিএন ২১০৮, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।
[https://intranet.bb.org.bd/bbwebsite/pub/research/policynote/pn2108.pdf]

৫. Determinants of Commercial Bank Lending Rates in Bangladesh. (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার সিরিজ, ডাব্লিউপি নং ২১০৩, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।
[https://intranet.bb.org.bd/bbwebsite/pub/research/workingpaper/wp2103.pdf]

৬. Determinants of Bangladesh's Trade: A Gravity Model Approach. (A journal of Banking & Finance, Bank Parikrama, (ভলিউম: ৪৫ (৩ ও ৪) ও ৪৬ (১ ও ২). প্রকাশিত-নভেম্বর ২০২১))।

৭. Role of Bangladesh Bank on Cyber-security in FinTech (Book Chapter, Cross-Industry Applications of Cyber Security Frameworks)
[https://www.igi-global.com/chapter/role-of-bangladesh-bank-on-cybersecurity-in-fintech/306792]

(iii) বহি: অর্থনীতি খাত সম্পর্কিত :

১. Trends, Structure and Performance of Exports and Remittance in Bangladesh : An Empirical Analysis. (BBTA Journal Thoughts on Banking and Finance, ভলিউম-০৮, ইস্যু-০১, জানুয়ারি-জুন, ২০২১, পৃষ্ঠা নং: ২৭-৪৪। প্রকাশিত-এপ্রিল ২০২২)।

২. Impact of Education Level of the Expatriates on Remittances Inflow : Bangladesh Perspective (BBTA Journal Thoughts on Banking and Finance, ভলিউম-০৮, ইস্যু-০১, জানুয়ারি-জুন, ২০২১)।

৩. An Analysis of Relationship between Exchange Rate and Balance of Payment for the Japanese Economy. (BBTA Journal Thoughts on Banking and Finance, ভলিউম-০৮, ইস্যু-০১, জানুয়ারি-জুন, ২০২১, পৃষ্ঠা নং: ৪৫-৫৮। প্রকাশিত-এপ্রিল ২০২২)।
[https://intranet.bb.org.bd/bbwebsite/pub/research/policynote/pn2107.pdf]

৪. Analysis of Equilibrium Exchange Rate and Exchange Rate Misalignment in Bangladesh. (বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি নোট, পিএন ২২০২, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।
[https://intranet.bb.org.bd/bbwebsite/pub/research/policynote/pn2202.pdf]

৫. Export Performance of Bangladesh during the Pandemic : The Impact of Export Concentration. (বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি নোট, পিএন ২২০১, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।
[https://intranet.bb.org.bd/bbwebsite/pub/research/policynote/pn2201.pdf]

(iv) প্রকৃত অর্থনীতি খাত সম্পর্কিত :

১. The Effects of Fiscal Policy Shocks in Bangladesh : An Agnostic Identification Procedure. (Economic Analysis and Policy, ভলিউম-৭১, সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা নং: ৬২৬-৬৪৪)।

২. The Impact of Foreign Capital on Domestic Investment in Bangladesh : A Co-integration and Vector Error Correction Analysis (Journal on Innovation in Economy & Policy Research, ভলিউম-৩, ইস্যু-১, জানুয়ারি-জুন, ২০২২)।

৩. Economic Recovery and Macroeconomic Outcomes of the Covid-19 Policy Initiatives on Bangladesh Economy. (International Journal of Business, Social and Scientific Research. আইএসএস্এন: ২৩০৯-৭৮৯২(অনলাইন), ২৫১৯-৫৫৩০ (মুদ্রণ), ভলিউম-১০, ইস্যু-০১, পৃষ্ঠা নং: ৩৪-৩৮, জানুয়ারি-জুন, ২০২২)।

৪. Financial Inclusion Landscape in Bangladesh : Strengths and Weaknesses. (BBTA Journal Thoughts on Banking and Finance, ভলিউম-০৮, ইস্যু-০১, জানুয়ারি-জুন, ২০২১, পৃষ্ঠা নং: ৪৫-৫৮, প্রকাশিত-এপ্রিল ২০২২)।

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশ : কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান

সারণি-১ প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহের গতিধারা

নির্দেশকসমূহ	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
১	২	৩	৪	৫	৬
১। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (অর্থবছর ১৬ এর স্থির বাজার মূল্যে)	৭.৩	৭.৯	৩.৫	৬.৯	৭.১
২। ব্যাপক মুদ্রা (এম২) প্রবৃদ্ধির হার	৯.২	৯.৯	১২.৬	১৩.৬	৯.৪[সা]
৩। জিডিপি ডিফ্লেটরের প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তি : অর্থবছর ১৬=১০০)	৫.৮	৩.৭	৩.৮	৪.১	৫.০
৪। সিপিআই মূল্যস্ফীতির হার (১২ মাসের গড়)[$]	৫.৮	৫.৫	৫.৭	৫.৬	৫.৮
৫। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩২.৯	৩২.৭	৩৬.০	৪৬.৪	৪১.৮
৬। ব্যাংক ব্যবস্থার নিট বৈদেশিক সম্পদ (বিলিয়ন টাকা)	২৬৪৬.৭	২৭২৪.০	২৯৭৩.৪	৩৮২১.৮	৩৬৪২.৩
৭। বিনিময় হার (টাকা/ডলার, পর্যায়কালীন গড়)	৮২.১	৮৪.০	৮৪.৮	৮৪.৮	৮৬.৩
৮। রিয়ার সূচক জুন শেষে[@]	১০০.৫	১০৬.৪	১১৩.৫	১১০.৭	১১১.৩
৯। মাথাপিছু জিডিপি টাকায় (চলতি বাজার মূল্যে)	১৬১২৭৪	১৭৮২৮০	১৮৯৩৬১	২০৮৭৫১	২৩১৮৬১
(জিডিপির শতকরা হার)					
১০। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	২৬.৫	২৬.৯	২৭.১	২৫.৩	২৫.২
১১। বিনিয়োগ	৩১.৮	৩২.২	৩১.৩	৩১.০	৩২.১
১২। রাজস্ব আয়	৮.২	৮.৫	৮.৪	৯.৩	৯.৮[স]
১৩। রাজস্ব ব্যয়	৬.৮	৭.৪	৭.৫	৭.৫	৮.৬[স]
১৪। রাজস্ব উদ্বৃত্ত (+) /রাজস্ব ঘাটতি (−)	১.৪	১.২	০.৯	১.৩	১.৩[স]
১৫। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	৪.৫	৫.০	৪.৯	৪.৫	৫.৩[স]
১৬। মোট ব্যয়	১২.২	১৩.৩	১৩.৩	১৩.০	১৪.৯[স]
১৭। সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	৪.০	৪.৭	৪.৯	৩.৭	৫.১[স]
১৮। সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদানসহ)	৪.০	৪.৭	৪.৮	৩.৭	৫.১[স]
১৯। সার্বিক বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন (ক+খ)	৪.০	৪.৭	৪.৮	৩.৬	৫.১[স]
ক) নিট বৈদেশিক অর্থায়ন	১.০	১.১	১.৪	১.৩	১.৯[স]
খ) নিট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন (১+২)	৩.০	৩.৬	৩.৪	২.৩	৩.১[স]
১) ব্যাংক ঋণ	০.৪	১.২	২.৫	০.৯	২.১[স]
২) ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ	২.৫	২.৪	০.৯	১.৪	১.০[স]
২০। সরকারের ঋণের স্থিতি (১+২)	২৫.৭	২৭.০	২৮.১	২৯.২	২৮.২
১) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৩.৫	১৪.৫	১৬.৩	১৭.০	১৫.৮[#]
২) বৈদেশিক ঋণ[#]	১২.২	১২.৫	১১.৮	১২.২[স]	১২.৪
২১। চলতি হিসাবের ভারসাম্য : উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(-)[##]	-৩.০	-১.৩	-১.৫	-১.১[সসা]	-৪.১

[সা] সাময়িক

[স] অর্থবছর ২১-এর জন্য সংশোধিত বাজেট।

[$] ভিত্তি: অর্থবছর ০৬=১০০।

[@] ভিত্তি: অর্থবছর ১৬=১০০ ১৫টি মুদ্রা ঝুড়িসহ

[#] আইএমএফ ঋণ ব্যতীত।

[##] বাংলাদেশ ব্যাংকের লেনদেন ভারসাম্য বিবরণে নথিভুক্ত।

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, এবং বাজেটের সংক্ষিপ্তসার (বিভিন্ন সংখ্যা), অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি-২ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো : প্রধান নির্দেশকসমূহ

সূচকসমূহ	প্রকৃত				প্রক্ষেপণ		
	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২[স]	অর্থবছর ২৩	অর্থবছর ২৪	অর্থবছর ২৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
প্রকৃত খাত							
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৭.৯	৩.৫	৬.৯	৭.১	৭.৫	৭.৮	৮.০
সিপিআই মূল্যস্ফীতি (% ১২ মাসের গড়)[$]	৫.৫	৫.৭	৫.৬	৫.৮	৫.৬	৫.৫	৫.৫
মোট বিনিয়োগ (জিডিপির শতকরা হার)	৩২.২	৩১.৩	৩১.০	৩২.১	৩১.৫	৩২.৮	৩৩.৬
বেসরকারি	২৫.৩	২৪.০	২৩.৭	২৪.৫	২৪.৯	২৫.৯	২৬.৭
সরকারি	৭.০	৭.৩	৭.৩	৭.৫	৬.৬	৬.৯	৭.০
রাজস্ব খাত (জিডিপির শতকরা হার)							
মোট রাজস্ব আয়	৮.৫	৮.৪	৯.৪	৯.৯	৯.৮	১০.৪	১০.৬
কর আয়	৭.৭	৭.০	৭.৬	৮.৭	৮.৮	৯.৩	৯.৫
তন্মধ্যে, এনবিআর কর আয়	৭.৪	৬.৮	৭.৫	৮.৩	৮.৪	৮.৮	৯.০
কর ব্যতীত আয়	০.৯	১.৪	১.৭	১.১	১.০	১.১	১.১
মোট ব্যয়	১৩.৩	১৩.০	১৩.০	১৪.৯	১৫.৪	১৫.৫	১৫.৬
তন্মধ্যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৫.০	৪.৮	৪.৫	৫.৩	৫.৬	৬.৩	৬.৪
সার্বিক ভারসাম্য	-৪.৭	-৪.৭	-৩.৬	-৫.১	-৫.৫	-৫.১	-৫.০
অর্থায়ন	৪.৭	৪.৭	৩.৬	৫.১	৫.৫	৫.১	৫.০
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.৪	৩.৩	২.৩	৩.১	৩.২	২.৯	২.৮
বৈদেশিক অর্থায়ন (নিট)	১.১	১.৪	১.৩	১.৯	২.৩	২.২	২.৩
মুদ্রা ও ঋণ (পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বর্তমান বছরে শতকরা পরিবর্তন)							
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১২.৩	১৪.০	১০.১	১৭.৮	১৬.০	১৬.০	১৭.০
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১১.৩	৮.৬	৮.৩	১৪.৮	১৫.০	১৫.০	১৬.০
ব্যাপক মুদ্রা (এম২)	৯.৯	১২.৬	১৩.৬	১৫.০	১৫.৬	১৬.০	১৬.৫
বৈদেশিক খাত							
রপ্তানি এফওবি (শতকরা পরিবর্তন)	৯.১	-১৭.১	১৫.৪	৩৪.১	২০.০	১৮.০	১৮.০
আমদানি এফওবি (শতকরা পরিবর্তন)	১.৮	-৮.৬	১৯.৭	৩০.০	১২.০	১৪.০	১৪.৫
রেমিট্যান্স (শতকরা পরিবর্তন)	১০.২	১২.৪	৩৬.১	১.০	১৬.০	১০.০	১০.০
চলতি হিসাবের ভারসাম্য (জিডিপির শতকরা হার)	-১.৫	-১.৩	-০.৯	-২.২	-১.২	-০.৯	-০.৮
মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩২.৭	৩৬.০	৪৬.৪	৪২.১	৪৭.১	৫৪.৯	৬৪.১
মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (আমদানির মাস হিসেবে)	৬.০	৭.২	৭.৮	৫.৫	৫.৫	৫.৬	৫.৬
মেমোর‍্যান্ডাম আইটেম							
জিডিপি চলতি বাজার মূল্যে (বিলিয়ন টাকা)	২৯৫১৪.৩	৩১৭০৪.৭	৩৫৩০১.৮	৩৯৭১৭.২	৪৪৫০০	৪৯৯১৩	৫৬০৬৩

[$] ভিত্তি: অর্থবছর ০৬=১০০।

[স] সংশোধিত বাজেট

উৎস : ১) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২) অর্থ মন্ত্রণালয়, এবং ৩) পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-৩ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ/খাত	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
খাতওয়ারী জিডিপি (অর্থবছর ১৬ এর স্থির মূল্যে)						
১। কৃষি	**২৮৮৪.৩৮**	**২৯৮৬.৬২**	**৩০৮৪.০০**	**৩১৮৯.৫০**	**৩২৯০.৭৫**	**৩৩৯১.২৫**
ক) শস্য ও শাক-সবজি	১৪১৩.৪৫	১৪৫২.২৮	১৪৮২.৩০	১৫১৯.৩৯	১৫৫৪.১৭	১৫৯৪.৭০
খ) পশু সম্পদ	৪৭৯.৪৮	৪৯৩.৪০	৫০৮.২৫	৫২৪.৪৬	৫৩৯.৮৯	৫৫৬.৬১
গ) বনজ সম্পদ	৩৯০.৪৯	৪১০.৩৩	৪৩১.৩৬	৪৫৪.৪০	৪৭৭.০৪	৫০১.২৯
ঘ) মৎস্য সম্পদ	৬০০.৯৭	৬৩০.৬১	৬৬২.১০	৬৯১.২৬	৭১৯.৬৫	৭৩৮.৬৬
২। শিল্প	**৬৯৮২.৯১**	**৭৬৯৪.৮৭**	**৮৫৯০.০৪**	**৮৯০০.২৩**	**৯৮১৫.৮১**	**১০৭৮৩.২২**
ক) খনিজ ও খনন	৩৮৭.৬৭	৪২৪.৬৯	৪৭২.৭১	৪৮৭.৬৬	৫১৯.৩২	৫১৩.৫২
১) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	১১৪.৩৯	১১৪.৪৪	১১৩.৭৮	১০৮.৭০	১০৯.০৫	১০৩.৯৬
২) অন্যান্য খনিজ ও কয়লা	২৭৩.২৮	৩১০.২৬	৩৫৮.৯৩	৩৭৮.৯৬	৪১০.২৭	৪০৯.৫৬
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	৪৫২৩.১৯	৪৯৯৫.৯৮	৫৬১২.২০	৫৭০৬.৫৪	৬৩৬৭.৬৫	৭০৯৪.২৫
১) বৃহৎ শিল্প	২৩১৩.৮৮	২৫৭০.১৬	২৮৯৮.৮৫	২৯১০.৭২	৩২১৯.৬৭	৩৭২৪.৫২
২) ছোট, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প	১৪২১.০২	১৫৭৮.৮২	১৭৪৬.৩২	১৭৯৩.২৫	২০৪২.৪১	২১৪১.২৬
৩) কুটির শিল্প	৭৮৮.২৯	৮৪৭.০০	৯৬৭.০৪	১০০২.৫৭	১১০৫.৬৭	১২২৮.৪৭
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও বাতানুকূলতা সরবরাহ	২৬২.৯১	২৮৪.৬৬	৩০৮.১২	৩১০.২০	৩৩৯.৮০	৩৬০.৭০
১) বিদ্যুৎ	১৯৯.১৮	২১৯.২৭	২৪১.৬৮	২৪৬.২০	২৭৪.৮৮	২৯৬.১৭
২) গ্যাস	৬৩.৭৩	৬৫.৩৮	৬৬.৪৪	৬৪.০০	৬৪.৯৩	৬৪.৫৩
ঘ) পানি সরবরাহ; পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২১.৮০	২২.৪৪	২৩.৮৬	২৪.৩৮	২৬.০০	২৮.৪৮
ঙ) নির্মাণ	১৭৮৭.৩৪	১৯৬৭.১০	২১৭৩.১৪	২৩৭১.৪৬	২৫৬৩.০৫	২৭৮৬.২৮
৩। সেবা খাত	**১১৩০৭.৪৭**	**১২০৪৮.৫২**	**১২৮৭৭.৪৪**	**১৩৩৮৩.৮৯**	**১৪১৫১.১৮**	**১৫০৩৬.৪৬**
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য; মোটরগাড়ি মেরামত	৩১২২.২৫	৩৩৯৫.০৫	৩৬৯৫.৬১	৩৮১৪.৩৯	৪১০৫.৯০	৪৪৫৩.১৭
খ) পরিবহন ও সংরক্ষণ	১৬৭৭.১০	১৭৯০.১০	১৯১৫.৫৬	১৯৪৮.৭৭	২০২৭.৪০	২১৪৩.৯৯
১) স্থল পরিবহন	১৪৫৮.৯০	১৫৬২.১৫	১৬৭৮.১৩	১৭০৭.৩৫	১৭৮৭.৩০	১৮৯৬.০৫
২) নৌ-পরিবহন	১৩০.৮১	১৩২.৮৩	১৩৪.৭৬	১৩৫.৭৭	১৩৮.২২	১৩৯.৯১
৩) বিমান পরিবহন	১৮.৭৭	২০.৬১	২২.০৬	২২.৩৫	২১.৯০	২২.৭৫
৪) গুদামজাতকরণ ও সহায়তা কার্যক্রম	৫৮.৯১	৬৪.২৭	৬৯.৯০	৭২.২৯	৬৮.৬৮	৭৩.৭৯
৫) ডাক ও কুরিয়ার কার্যক্রম	৯.৭২	১০.২৫	১০.৭০	১০.৯৩	১১.২৯	১১.৪৯
গ) বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কার্যক্রম	২৫১.৭৩	২৬৫.৬৪	২৮০.৬১	২৮৫.৩৫	২৯৮.২৮	৩১৪.২৮
ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ	২৬৯.০৮	২৮৭.২৯	৩০৮.৪২	৩২৮.৬৯	৩৫২.০৬	৩৬৮.৯১
ঙ) আর্থিক ও বীমা কার্যক্রম	৬৮৫.২৪	৭৩২.৭৮	৭৯৩.২৪	৮৩০.৬৮	৮৭৯.০১	৯৩০.৬১
১) আর্থিক মধ্যস্থতা (ব্যাংক)	৫৭৮.৭৪	৬২১.৬২	৬৭৫.২৩	৭০৮.৫৭	৭৫০.৮০	৭৯৬.৫৫
২) বীমা	৬৪.৭৪	৬৬.৭০	৬৯.৭৩	৭১.২৪	৭৩.৫৩	৭৫.৮৪
৩) অন্যান্য আর্থিক সহায়ক	৪১.৭৬	৪৪.৪৬	৪৮.২৮	৫০.৩৮	৫৪.৬৮	৫৮.২৩
চ) রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম	১৯৮৯.২১	২০৫৮.৪১	২১৩২.৬৮	২২১১.০৯	২২৮৬.৭৪	২৩৭১.৩৪
ছ) পেশাগত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কার্যক্রম	৪০.৬১	৪২.২৭	৪৪.০৩	৪৫.৫২	৪৭.৮১	৪৯.৮৭
জ) প্রশাসনিক ও সহায়তা সেবা কার্যক্রম	১৫১.৫৫	১৬৩.২৯	১৭৬.৬৩	১৮৭.৮১	১৯৯.১১	২১১.০৮
ঝ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৭৪২.২০	৮০৬.৫৬	৮৫৮.৯০	৯০৬.০২	৯৬০.৮২	১০০৮.০২
ঞ) শিক্ষা	৫৭৭.২২	৬১১.২০	৬৫৪.৩৪	৬৮৯.২৪	৭২৯.৩৪	৭৮৬.৭৫
ট) জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম	৬০২.৪২	৬৫৭.৮৩	৭৩৮.০৯	৮১৭.০৪	৯০৩.০৮	৯৯২.৮৯
ঠ) শিল্পকলা, আপ্যায়ন ও বিনোদন	৩১.৫৭	৩৩.২২	৩৫.০৪	৩৬.৯৫	৩৯.০৮	৪১.৪৫
ড) অন্যান্য সেবা কার্যক্রম	১১৬৭.৩১	১২০৪.৮৯	১২৪৪.২৯	১২৮২.৪২	১৩২১.৯৮	১৩৬৪.১০
মোট মূল্য সংযোজন স্থির মূল্যে	**২১১৭৪.৭৬**	**২২৭৩০.০১**	**২৪৫৫১.৪৭**	**২৫৪৭৩.৬৫**	**২৭২৫৭.৬৪**	**২৯২১০.৯৪**
করবিহীন ভর্তুকি	৯৫১.৪৭	১০১৫.৭৩	১০৬৫.৮৮	১০২৭.০৩	১০৮১.৮০	১১৪০.৫৬
জিডিপি (অর্থবছর ১৬ এর স্থির বাজার মূল্যে)	**২২১২৬.২৩**	**২৩৭৪৫.৭৪**	**২৫৬১৭.৩৬**	**২৬৫০০.৬৫**	**২৮৩৩৯.৪৪**	**৩০৩৫১.৫০**

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ।

সারণি-৪ প্রবৃদ্ধি ও জিডিপির খাতওয়ারী অংশের গতিধারা (অর্থবছর ১৬ এর স্থির মূল্যে)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	শতকরা প্রবৃদ্ধি					
১। কৃষি	**৩.২০**	**৩.৫৪**	**৩.২৬**	**৩.৪২**	**৩.১৭**	**৩.০৫**
ক) শস্য ও শাক-সবজি	২.২২	২.৭৫	২.০৭	২.৫০	২.২৯	২.৬১
খ) পশু সম্পদ	২.৭৭	২.৯০	৩.০১	৩.১৯	২.৯৪	৩.১০
গ) বনজ সম্পদ	৫.০০	৫.০৮	৫.১৩	৫.৩৪	৪.৯৮	৫.০৮
ঘ) মৎস্য সম্পদ	৪.৭৩	৪.৯৩	৪.৯৯	৪.৪০	৪.১১	২.৬৪
২। শিল্প	**৮.২৭**	**১০.২০**	**১১.৬৩**	**৩.৬১**	**১০.২৯**	**৯.৮৬**
ক) খনিজ ও খনন	১৭.২৯	৯.৫৫	১১.৩১	৩.১৬	৬.৪৯	-১.১২
১) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	-০.৩৪	০.০৪	-০.৫৭	-৪.৪৭	০.৩২	-৪.৬৭
২) অন্যান্য খনিজ ও কয়লা	২৬.৬৭	১৩.৫৩	১৫.৬৯	৫.৫৮	৮.২৬	-০.১৭
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	৭.০৯	১০.৪৫	১২.৩৩	১.৬৮	১১.৫৯	১১.৪১
১) বৃহৎ শিল্প	৪.৬৩	১১.০৮	১২.৭৯	০.৪১	১০.৬১	১৫.৬৮
২) ছোট, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প	১০.০৬	১১.১০	১০.৬১	২.৬৯	১৩.৮৯	৪.৮৪
৩) কুটির শিল্প	৯.২৯	৭.৪৫	১৪.১৭	৩.৬৭	১০.২৭	১১.১২
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও বাতানুকূলতা সরবরাহ	৭.০৭	৮.২৭	৮.২৪	০.৬৭	৯.৫৪	৬.১৫
১) বিদ্যুৎ	৮.৭৮	১০.০৯	১০.২২	১.৮৭	১১.৬৫	৭.৭৫
২) গ্যাস	২.০৬	২.৬০	১.৬২	-৩.৬৮	১.৪৫	-০.৬১
ঘ) পানি সরবরাহ; পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৩.৬৩	২.৯৬	৬.৩১	২.১৮	৬.৬৫	৯.৫৪
ঙ) নির্মাণ	৯.৭৬	১০.০৬	১০.৪৭	৯.১৩	৮.০৮	৮.৭১
৩। সেবা খাত	**৬.৩৭**	**৬.৫৫**	**৬.৮৮**	**৩.৯৩**	**৫.৭৩**	**৬.২৬**
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য; মোটরগাড়ি মেরামত	৮.২২	৮.৭৪	৮.৮৫	৩.২১	৭.৬৪	৮.৪৬
খ) পরিবহন ও সংরক্ষণ	৬.১৩	৬.৭৪	৭.০১	১.৭৩	৪.০৪	৫.৭৫
১) স্থল পরিবহন	৬.৫৩	৭.০৮	৭.৪২	১.৭৪	৪.৬৮	৬.০৮
২) নৌ-পরিবহন	১.০৭	১.৫৫	১.৪৫	০.৭৫	১.৮০	১.২২
৩) বিমান পরিবহন	১২.৬১	৯.৭৮	৭.০৮	১.২৯	-২.০০	৩.৮৪
৪) গুদামজাতকরণ ও সহায়তা কার্যক্রম	৬.৩৫	৯.১০	৮.৭৬	৩.৪২	-৪.৯৯	৭.৪৩
৫) ডাক ও কুরিয়ার কার্যক্রম	৩.২৩	৫.৪৪	৪.৪৮	২.০৭	৩.৩৪	১.৭৬
গ) বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কার্যক্রম	৫.৩৯	৫.৫২	৫.৬৪	১.৬৯	৪.৫৩	৫.৩৭
ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ	৮.৩৫	৬.৭৭	৭.৩৬	৬.৫৭	৭.১১	৪.৭৯
ঙ) আর্থিক ও বীমা কার্যক্রম	৫.৩০	৬.৯৪	৮.২৫	৪.৭২	৫.৮২	৫.৮৭
১) আর্থিক মধ্যস্থতা (ব্যাংক)	৫.২৩	৭.৪১	৮.৬২	৪.৯৪	৫.৯৬	৬.০৯
২) বীমা	২.০৭	৩.০৪	৪.৫৪	২.১৬	৩.২২	৩.১৪
৩) অন্যান্য আর্থিক সহায়ক	১১.৮৬	৬.৪৬	৮.৫৯	৫.৩৮	৭.৪৮	৬.৪৮
চ) রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম	৩.৩৩	৩.৪৮	৩.৬১	৩.৬৮	৩.৪২	৩.৭০
ছ) পেশাগত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কার্যক্রম	৩.৯৭	৪.০৮	৪.১৭	৩.৩৮	৫.০৯	৪.২৫
জ) প্রশাসনিক ও সহায়তা সেবা কার্যক্রম	৬.৪০	৭.৭৪	৮.১৭	৬.৩৩	৬.০২	৬.০১
ঝ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	১১.২৩	৮.৬৭	৬.৪৯	৫.৪৯	৬.০৫	৪.৯১
ঞ) শিক্ষা	৫.৯৫	৫.৮৯	৭.০৬	৫.৩৩	৫.৮১	৭.৮৭
ট) জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম	১০.৩৩	৯.২০	১২.২০	১০.৭০	১০.৬০	৯.৮৮
ঠ) শিল্পকলা, আপ্যায়ন ও বিনোদন	৪.৯৮	৫.২৪	৫.৪৮	৫.৪৩	৫.৭৬	৬.০৭
ড) অন্যান্য সেবা কার্যক্রম	৩.১৪	৩.২২	৩.২৭	৩.০৬	৩.০৮	৩.১৯
জিডিপি (স্থির বাজার মূল্যে)	**৬.৫৯**	**৭.৩২**	**৭.৮৮**	**৩.৪৫**	**৬.৯৪**	**৭.১০**

সারণি-৪ (চলমান) প্রবৃদ্ধি ও জিডিপির খাতওয়ারী অংশের গতিধারা (অর্থবছর ১৬ এর স্থির মূল্যে)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
শতকরা প্রবৃদ্ধি						
খাতওয়ারী অংশ (জিডিপির শতকরা অংশ হিসেবে)						
১। কৃষি	**১৩.৬২**	**১৩.১৪**	**১২.৫৬**	**১২.৫২**	**১২.০৭**	**১১.৬১**
ক) শস্য ও শাক-সবজি	৬.৬৮	৬.৩৯	৬.০৪	৫.৯৬	৫.৭০	৫.৪৬
খ) পশু সম্পদ	২.২৬	২.১৭	২.০৭	২.০৬	১.৯৮	১.৯১
গ) বনজ সম্পদ	১.৮৪	১.৮১	১.৭৬	১.৭৮	১.৭৫	১.৭২
ঘ) মৎস্য সম্পদ	২.৮৪	২.৭৭	২.৭০	২.৭১	২.৬৪	২.৫৩
২। শিল্প	**৩২.৯৮**	**৩৩.৮৫**	**৩৪.৯৯**	**৩৪.৯৪**	**৩৬.০১**	**৩৬.৯২**
ক) খনিজ ও খনন	১.৮৩	১.৮৭	১.৯৩	১.৯১	১.৯১	১.৭৬
১) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	০.৫৪	০.৫০	০.৪৬	০.৪৩	০.৪০	০.৩৬
২) অন্যান্য খনিজ ও কয়লা	১.২৯	১.৩৬	১.৪৬	১.৪৯	১.৫১	১.৪০
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	২১.৩৬	২১.৯৮	২২.৮৬	২২.৪০	২৩.৩৬	২৪.২৯
১) বৃহৎ শিল্প	১০.৯৩	১১.৩১	১১.৮১	১১.৪৩	১১.৮১	১২.৭৫
২) ছোট, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প	৬.৭১	৬.৯৫	৭.১১	৭.০৪	৭.৪৯	৭.৩৩
৩) কুটির শিল্প	৩.৭২	৩.৭৩	৩.৯৪	৩.৯৪	৪.০৬	৪.২১
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও বাতানুকূলতা সরবরাহ	১.২৪	১.২৫	১.২৬	১.২২	১.২৫	১.২৩
১) বিদ্যুৎ	০.৯৪	০.৯৬	০.৯৮	০.৯৭	১.০১	১.০১
২) গ্যাস	০.৩০	০.২৯	০.২৭	০.২৫	০.২৪	০.২২
ঘ) পানি সরবরাহ; পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	০.১০	০.১০	০.১০	০.১০	০.১০	০.১০
ঙ) নির্মাণ	৮.৪৪	৮.৬৫	৮.৮৫	৯.৩১	৯.৪০	৯.৫৪
৩। সেবা খাত	**৫৩.৪০**	**৫৩.০১**	**৫২.৪৫**	**৫২.৫৪**	**৫১.৯২**	**৫১.৪৮**
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য; মোটরগাড়ি মেরামত	১৪.৭৫	১৪.৯৪	১৫.০৫	১৪.৯৭	১৫.০৬	১৫.২৪
খ) পরিবহন ও সংরক্ষণ	৭.৯২	৭.৮৮	৭.৮০	৭.৬৫	৭.৪৪	৭.৩৪
১) স্থল পরিবহন	৬.৮৯	৬.৮৭	৬.৮৪	৬.৭০	৬.৫৬	৬.৪৯
২) নৌ-পরিবহন	০.৬২	০.৫৮	০.৫৫	০.৫৩	০.৫১	০.৪৮
৩) বিমান পরিবহন	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৮	০.০৮
৪) গুদামজাতকরণ ও সহায়তা কার্যক্রম	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৮	০.২৫	০.২৫
৫) ডাক ও কুরিয়ার কার্যক্রম	০.০৫	০.০৫	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪
গ) বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কার্যক্রম	১.১৯	১.১৭	১.১৪	১.১২	১.০৯	১.০৮
ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ	১.২৭	১.২৬	১.২৬	১.২৯	১.২৯	১.২৬
ঙ) আর্থিক ও বীমা কার্যক্রম	৩.২৪	৩.২২	৩.২৩	৩.২৬	৩.২২	৩.১৯
১) আর্থিক মধ্যস্থতা (ব্যাংক)	২.৭৩	২.৭৩	২.৭৫	২.৭৮	২.৭৫	২.৭৩
২) বীমা	০.৩১	০.২৯	০.২৮	০.২৮	০.২৭	০.২৬
৩) অন্যান্য আর্থিক সহায়ক	০.২০	০.২০	০.২০	০.২০	০.২০	০.২০
চ) রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম	৯.৩৯	৯.০৬	৮.৬৯	৮.৬৮	৮.৩৯	৮.১২
ছ) পেশাগত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কার্যক্রম	০.১৯	০.১৯	০.১৮	০.১৮	০.১৮	০.১৭
জ) প্রশাসনিক ও সহায়তা সেবা কার্যক্রম	০.৭২	০.৭২	০.৭২	০.৭৪	০.৭৩	০.৭২
ঝ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩.৫১	৩.৫৫	৩.৫০	৩.৫৬	৩.৫২	৩.৪৫
ঞ) শিক্ষা	২.৭৩	২.৬৯	২.৬৭	২.৭১	২.৬৮	২.৬৯
ট) জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম	২.৮৪	২.৮৯	৩.০১	৩.২১	৩.৩২	৩.৪০
ঠ) শিল্পকলা, আপ্যায়ন ও বিনোদন	০.১৫	০.১৫	০.১৪	০.১৫	০.১৪	০.১৪
ড) অন্যান্য সেবা কার্যক্রম	৫.৫১	৫.৩০	৫.০৭	৫.০৩	৪.৮৫	৪.৬৭
মোট মূল্য সংযোজন (স্থির মূল্যে)	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি-৫ ব্যয়ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদন (চলতি বাজার মূল্যে)

(বিলিয়ন টাকা)

	বিবরণ	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২[সা]
১.	অভ্যন্তরীণ চাহিদা [(১.১)+(১২)]	৩১০৮৭.২১	৩৩০৪৫.৯১	৩৭৩০৫.৯১	৪৩৭৮৮.৪৭
১.১	ভোগ [(১.১.১)+(১.১.২)]	২১৫৭৯.৫৫	২৩১১৯.৮২	২৬৩৫৫.৭২	৩১১৮৯.৬৫
১.১.১	বেসরকারি	১৯৭৩৮.৪০	২১২২৬.৬৭	২৪২৭৯.০০	২৮৯৩৫.৭১
১.১.২	সরকারি	১৮৪১.১৬	১৮৯৩.১৫	২০৭৬.৭২	২২৫৩.৯৪
১.২	বিনিয়োগ [(১.২.১)+(১.২.২)]	৯৫০৭.৬৫	৯৯২৬.০৯	১০৯৫০.১৯	১২৫৯৮.৮২
১.২.১	বেসরকারি	৭৪৫২.২৮	৭৬১৪.০৭	৮৩৬৬.৮২	৯৫৬৮.৫৪
১.২.২	সরকারি	২০৫৫.৩৮	২৩১২.০২	২৫৮৩.৩৭	৩০৩০.২৮
২.	সম্পদের ভারসাম্য [(২.১)+(২.২)]	-১৫৯০.৩৯	-১৭০৭.৫৭	-২২৫৮.৭৭	-৪৩০৩.৬১
২.১	রপ্তানি	৩৮৬৪.৮২	৩৩১০.৮৫	৩৭৬৪.১৬	৪৮৭২.৩৩
২.২	আমদানি	৫৪৫৫.২১	৫০১৮.৪৩	৬০২২.৯৩	৯১৭৫.৯৩
৩.	মোট দেশজ ব্যয় (বাজার মূল্যে)	২৯৪৯৬.৮২	৩১৩৩৮.৩৪	৩৫০৪৭.১৪	৩৯৪৮৪.৮৬
৪.	মোট দেশজ উৎপাদন (বাজার মূল্যে)	২৯৫১৪.২৯	৩১৭০৪.৬৯	৩৫৩০১.৮৫	৩৯৭৬৪.৬২
৫.	পরিসংখ্যান সংক্রান্ত পার্থক্য [(৪)+(৩)]	১৭.৪৭	৩৬৬.৩৬	২৫৪.৭১	২৭৯.৭৬
৬.	নিট বৈদেশিক আয়	১২০৮.৯৫	১৩১২.৩২	১৮৫৮.১২	১৪৭৬.০৯
৭.	মোট জাতীয় আয় (বাজার মূল্যে) [(৪)+(৬)]	৩০৭২৩.২৪	৩৩০১৭.০১	৩৭১৫৯.৯৭	৪১২৪০.৭১
৮.	নিট বৈদেশিক স্থানান্তর	৪৬.৫৫	৬৩.৬৯	৬৬.৫৪	৭০.০১
৯.	মোট স্থানান্তরযোগ্য জাতীয় আয় [(৭)+(৮)]	৩০৭৬৯.৭৯	৩৩০৮০.৭১	৩৭২২৬.৫০	৪১৩১০.৭২
১০.	মোট দেশজ সঞ্চয় [(৪)-(১.১)]	৭৯৩৪.৭৪	৮৫৮৪.৮৭	৮৯৪৬.১৩	৮৫৭৪.৯৭
১১.	মোট জাতীয় সঞ্চয় [(৯)-(১.১)]	৯১৯০.২৩	৯৯৬০.৮৮	১০৮৭০.৭৮	১০১২১.০৭
১২.	চলতি হিসাবের ভারসাম্য [(২)+(৬)+(৮)]	-৩৩৪.৮৯	-৩৩১.৫৬	-৩৩৪.১২	-২৭৫৭.৫১
	জিডিপির শতকরা অংশ হিসেবে				
	ভোগ	৭৩.১২	৭২.৯২	৭৪.৬৬	৭৮.৪৪
	বেসরকারি	৬৬.৮৮	৬৬.৯৫	৬৮.৭৮	৭২.৭৭
	সরকারি	৬.২৪	৫.৯৭	৫.৮৮	৫.৬৭
	বিনিয়োগ	৩২.২১	৩১.৩১	৩১.০২	৩১.৬৮
	বেসরকারি	২৫.২৫	২৪.০২	২৩.৭০	২৪.০৬
	সরকারি	৬.৯৬	৭.২৯	৭.৩২	৭.৬২
	পণ্য ও সেবাসমূহের আমদানি	১৩.০৯	১০.৪৪	১০.৬৬	১২.২৫
	পণ্য ও সেবাসমূহের রপ্তানি	১৮.৪৮	১৫.৮৩	১৭.০৬	২৩.০৮
	মোট দেশজ সঞ্চয়	২৬.৮৮	২৭.০৮	২৫.৩৪	২১.৫৬
	মোট জাতীয় সঞ্চয়	৩১.১৪	৩১.৪২	৩০.৭৯	২৫.৪৫

[সা]সাময়িক

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি-৬ সরকারের বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রমের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২[স]	অর্থবছর ২৩ (বাজেট)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক। রাজস্ব আয় ও বৈদেশিক অনুদান	১৭৪৮.৪	২০১৯.১	২১৭৪.২	২৫৩৫.৬	২৬৮৪.৩	৩৩১০.১	৩৯২১.৯	৪৩৬২.৭
১) রাজস্ব আয়	১৭২৯.৫	২০১২.১	২১৬৫.৬	২৫১৮.৮	২৬৫৯.১	৩২৮৬.৭	৩৮৯০.০	৪৩৩০.০
ক) কর রাজস্ব	১৫১৮.৯	১৭৮০.৮	১৯৪৩.৩	২২৫৯.৬	২২১৯.৮	২৬৯৮.০	৩৪৬০.০	৩৮৮০.০
খ) কর-বহির্ভূত রাজস্ব	২১০.৭	২৩১.৪	২২২.৩	২৫৯.২	৪৩৯.৩	৫৮৮.৬	৪৩০.০	৪৫০.০
২) বৈদেশিক অনুদান	১৮.৯	৭.০	৮.৭	১৬.৮	২৫.২	২৩.৫	৩১.৯	৩২.৭
খ। ব্যয়	২৩৮৪.৩	২৬৯৫.০	৩২১৮.৬	৩৯১৬.৯	৪২০১.৬	৪৬০১.৬	৫৯৩৫.০	৬৭৮০.৬
১) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১৪৪৪.৩	১৬৪৪.৯	১৭৮৮.৮	২১৭৮.১	২৩৬১.২	২৬৫৮.৯	৩৪০৫.৭	৩৭৩২.৪
২) অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	১২৩.৮	১১৩.৬	১২৫.৯	২০৩.০	১৮৭.৬	১৯৯.৪	২৬০.৬	৩৮১.৬
৩) ঋণ ও অগ্রিম (নিট)	১০.৬	২৬.০	১২.৪	-১৭.১	১২.১	৫.৯	৪৭.৯	৬৫.০
৪) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৭৯৩.৫	৮৪০.৯	১১৯৫.৪	১৪৭২.৯	১৫৫৩.৮	১৬০৫.০	২০৯৯.৮	২৪৬০.৭
৫) অন্যান্য ব্যয়	১২.১	৬৯.৬	৯৬.১	৮০.০	৮৬.৯	১৩২.৪	১২১.০	১৪০.৯
গ। সার্বিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	৬৫৪.৮	৬৮২.৯	-১০৫৩.১	-১৩৯৮.১	-১৫৪২.৫	-১৩১৫.০	-২০৪৫.০	- ২৪৫০.৬
ঘ। সার্বিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	৬৩৫.৯	৬৭৫.৯	-১০৪৪.৪	-১৩৮১.৩	-১৫১৭.৩	-১২৯১.৫	-২০১৩.১	- ২৪১৭.৯
ঙ। অর্থায়ন	৬৩৬.০	৬৭৫.৯	১০৪৪.৪	১৩৮১.৩	১৪৯৬.৬	১২৮২.৯	২০১৩.১	২৪১৭.৯
১) বৈদেশিক ঋণ-নিট	১২৮.৭	১১৬.০	২৫৬.২	৩১২.৯	৪১৬.১	৪৫৭.১	৭৭০.২	৯৫৪.৬
বৈদেশিক ঋণ	১৯৫.৫	১৮৮.০	৩৩১.৩	৪৪৭.৯	৫২৯.৩	৫৭৭.৩	৯১৮.১	১১২৪.৬
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-৬৬.৯	-৭২.০	-৭৫.১	-১৩৫.০	-১১৩.২	-১২০.২	-১৪৭.৯	-১৭০.০
২) অভ্যন্তরীণ ঋণ-নিট	৫০৭.৩	৫৫৯.৯	৭৮৮.২	১০৬৮.৫	১০৮০.৫	৮২৫.৯	১২৪২.৯	১৪৬৩.৪
ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ (নিট)	১০৬.১	-৮৩.৮	১১৭.৩	৩৪৫.৯	৭৯২.৭	৩২৬.৭	৮৭২.৯	১০৬৩.৩
ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ (নিট)	৪০১.২	৬৪৩.৬	৬৭০.৮	৭২২.৬	২৮৭.৮	৪৯৯.১	৩৭০.০	৪০০.০
মেমোর‍্যান্ডাম আইটেম : জিডিপি*	১৭২৯৫.৭	১৯৫৬০.৬	২২৫০৪.৮	২৫৩৬১.৮	২৭৯৬৩.৮	৩১৭১৮.০	৩৯৭৬৪.৬	৪৪৪৯৯.৬

[স] সংশোধিত বাজেট।

* অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রাক্কলিত (চলতি বাজার মূল্যে)।

উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার (বিভিন্ন সংখ্যা), অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি-৭ ব্যাপক মুদ্রা : এর উপাদান এবং উৎসসমূহ (ভিত্তি করে ২০১৫-২০১৬)

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ব্যাপক মুদ্রা (এম২)[@]	১০১৬০.৮	১১০৯৯.৮	১২১৯৬.১	১৩৭৩৭.৪	১৫৬০৯.০	১৭০৮১.২
উপাদানসমূহ						
ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	১৩৭৫.৩	১৪০৯.২	১৫৪২.৯	১৯২১.১	২০৯৫.২	২৩৬৪.৫
তলবি আমানত	১০২৫.৫	১১৩৯.৮	১১৯০.১	১৩৬১.৫	১৬৬৩.১	১৮৯৪.৬
মেয়াদি আমানত	৭৭৬০.০	৮৫৫০.৯	৯৪৬৩.২	১০৪৫৪.৭	১১৮৫০.৭	১২৮২২.২
উৎসসমূহ						
নিট বৈদেশিক সম্পদ	২৬৬৭.০	২৬৪৬.৭	২৭২৪.০	৩০১৪.৭	৩৮২৩.৪	৩৬৪৩.০
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৭৪৯৩.৮	৮৪৫৩.১	৯৪৭২.১	১০৭২২.৭	১১৭৮৫.৬	১৩৪৩৮.২
মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ[@]	৮৯০৬.৭	১০২১৬.৩	১১৪৬৮.৮	১৩০৭৬.৩	১৪৩৯৯.০	১৬৭১৭.৫
সরকারি খাত	১১৪৬.১	১১৪১.০	১৩৬৬.৩	২০৫৩.৬	২৫১০.৪	৩২০৫.১
সরকার (নিট) [@@]	৯৭৩.৩	৯৪৯.০	১১৩২.৭	১৮১১.৫	২২১০.৩	২৮৩৩.১
অন্যান্য সরকারি খাত	১৭২.৮	১৯২.০	২৩৩.৬	২৯২.২	৩০০.২	৩৭২.০
বেসরকারি খাত	৭৭৬০.৬	৯০৭৫.৩	১০১০২.৬	১০৯৭২.৭	১১৮৮৮.৬	১৩৫১২.৪
অন্যান্য সম্পদসমূহ (নিট)	-১৪১২.৯	-১৭৬৩.২	-১৯৯৬.৭	-২৩০৩.৭	-২৬১৩.৪	-৩২৭৯.৩
	শতকরা প্রবৃদ্ধি					
ব্যাপক মুদ্রা (এম২)[@]	১০.৯	৯.২	৯.৯	১২.৬	১৩.৬	৯.৪
উপাদানসমূহ						
ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	১২.৭	২.৫	৯.৫	২৪.৫	৯.১	১২.৯
তলবি আমানত	১৩.৫	১১.২	৪.৪	১৪.৪	২২.২	১৩.৯
মেয়াদি আমানত	১০.২	১০.২	১০.৭	১০.৫	১৩.৪	৮.২
উৎসসমূহ						
নিট বৈদেশিক সম্পদ	১৪.৪	-০.৮	২.৯	১০.৭	২৬.৮	-৪.৭
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৯.৭	১২.৮	১২.১	১৩.২	৯.৯	১৪.০
মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ[@]	১১.২	১৪.৭	১২.৩	১৪.০	১০.১	১৬.১
সরকারি খাত	-১২.০	-০.৫	১৯.৮	৫৪.০	১৯.৩	২৭.৭
সরকার (নিট) [@@]	-১৪.৮	-২.৫	১৯.৪	৫৯.৯	২২.০	২৮.২
অন্যান্য সরকারি খাত	৭.৭	১১.১	২১.৬	২৫.১	২.৮	২৩.৯
বেসরকারি খাত	১৫.৭	১৬.৯	১১.৩	৮.৬	৮.৪	১৩.৭
অন্যান্য সম্পদসমূহ (নিট)	-১৯.৭	-২৪.৮	-১৩.২	-১৫.৮	-১৩.০	-২৫.৫

[সা] সাময়িক

[@] জুন শেষের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে

[@@] সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডসমূহ এতে সমন্বয় করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : (১) সরকারি সিকিউরিটিজ এবং ট্রেজারি বিলসমূহ জুন ২০০২ থেকে ব্যয় মূল্যে দেখানো হয়েছে।
(২) অগ্রিমসমূহ সামষ্টিক ভিত্তিতে।

উৎস : (১) পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
(২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি-৮ ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) এবং মূল্যস্ফীতির হার - জাতীয় (ভিত্তি : অর্থবছর ০৬=১০০)

সময়	১২-মাসের গড়ভিত্তিক						১২-মাসের পয়েন্ট টু-পয়েন্ট ভিত্তিক					
	সাধারণ		খাদ্য		খাদ্য-বহির্ভূত		সাধারণ		খাদ্য		খাদ্য-বহির্ভূত	
	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার
ভার	১০০.০০		৫৬.১৮		৪৩.৮২		১০০.০০		৫৬.১৮		৪৩.৮২	
অর্থবছর ১৪	১৯৫.০৮	৭.৩৫	২০৯.৭৯	৮.৫৭	১৭৬.২২	৫.৫৪	১৯৬.৮৬	৬.৯৭	২১০.১৫	৮.০০	১৭৯.৮২	৫.৪৫
অর্থবছর ১৫	২০৭.৫৮	৬.৪০	২২৩.৮০	৬.৬৮	১৮৬.৭৯	৫.৯৯	২০৯.১৭	৬.২৫	২২৩.৪৩	৬.৩২	১৯০.৮৮	৬.১৫
অর্থবছর ১৬	২১৯.৮৬	৫.৯২	২৩৪.৭৭	৪.৯০	২০০.৭৪	৭.৪৭	২২০.৭৪	৫.৫৩	২৩২.৮৭	৪.২৩	২০৫.১৯	৭.৫০
অর্থবছর ১৭	২৩১.৮২	৫.৪৪	২৪৮.৯০	৬.০২	২০৯.৯২	৪.৫৭	২৩৩.৮৬	৫.৯৪	২৫০.৩৫	৭.৫১	২১২.৭২	৩.৬৭
অর্থবছর ১৮	২৪৫.২২	৫.৭৮	২৬৬.৬৪	৭.১৩	২১৭.৭৭	৩.৭৪	২৪৬.৮২	৫.৫৪	২৬৫.৩৩	৫.৯৮	২২৩.০৯	৪.৮৭
অর্থবছর ১৯	২৫৮.৬৫	৫.৪৮	২৮১.৩২	৫.৫১	২২৯.৫৮	৫.৪২	২৬০.৪৪	৫.৫২	২৭৯.৬৫	৫.৪০	২৩৫.৮২	৫.৭১
অর্থবছর ২০	২৭৩.২৬	৫.৬৫	২৯৬.৮৬	৫.৫২	২৪৩.০০	৫.৮৫	২৭৬.১২	৬.০২	২৯৭.৯৫	৬.৫৪	২৪৮.১৩	৫.২২
অর্থবছর ২১	২৮৮.৪৪	৫.৫৬	৩১৩.৮৬	৫.৭৩	২৫৫.৮৫	৫.২৯	২৯১.৭০	৫.৬৪	৩১৪.১৯	৫.৪৫	২৬২.৮৭	৫.৯৪
অর্থবছর ২২	৩০৬.১৮	৬.১৫	৩৩২.৮৬	৬.০৫	২৭১.৯৮	৬.৩১	৩১৩.৭৬	৭.৫৬	৩৪০.৪৮	৮.৩৭	২৭৯.৫০	৬.৩৩
অর্থবছর ২২												
জুলাই-২১	২৮৯.৬৯	৫.৫৪	৩১৫.১৪	৫.৬৮	২৫৭.০৬	৫.৩৩	২৯৩.১৯	৫.৩৬	৩১৬.০২	৫.০৮	২৬৩.৯৩	৫.৮০
আগস্ট-২১	২৯০.৯৯	৫.৫৩	৩১৬.৪৬	৫.৬০	২৫৮.৩৪	৫.৪৩	২৯৭.৭৩	৫.৫৪	৩২৩.০৪	৫.১৬	২৬৫.২৮	৬.১৩
সেপ্টেম্বর-২১	২৯২.৩৩	৫.৫০	৩১৭.৮৩	৫.৪৯	২৫৯.৬৪	৫.৫২	৩০৪.২২	৫.৫৯	৩৩২.৫৮	৫.২১	২৬৭.৮৫	৬.১৯
অক্টোবর-২১	২৯৩.৭১	৫.৪৪	৩১৯.২৩	৫.৩২	২৬১.০০	৫.৬৪	৩০৭.৪৯	৫.৭০	৩৩৭.৭০	৫.২২	২৬৮.৭৫	৬.৪৮
নভেম্বর-২১	২৯৫.১৫	৫.৪৮	৩২০.৬৬	৫.২৯	২৬২.৪৫	৫.৭৮	৩০৫.৯৭	৫.৯৮	৩৩৩.৫৮	৫.৪৩	২৭০.৫৮	৬.৮৭
ডিসেম্বর-২১	২৯৬.৬০	৫.৫৫	৩২২.০৮	৫.৩০	২৬৩.৯৩	৫.৯৩	৩০৪.৮১	৬.০৫	৩৩০.৭১	৫.৪৬	২৭১.৬১	৭.০০
জানুয়ারি-২২	২৯৮.০২	৫.৬২	৩২৩.৫৬	৫.৩৩	২৬৫.২৭	৬.০৬	৩০৭.০২	৫.৮৬	৩৩৩.৫১	৫.৬০	২৭৩.০৫	৬.২৬
ফেব্রুয়ারি-২২	২৯৯.৫১	৫.৬৯	৩২৫.১৯	৫.৪০	২৬৬.৫৮	৬.১৩	৩০৮.২১	৬.১৭	৩৩৪.৯৫	৬.২২	২৭৩.৯৩	৬.১০
মার্চ-২২	৩০১.০২	৫.৭৫	৩২৬.৮৭	৫.৪৭	২৬৭.৮৯	৬.১৯	৩১০.১২	৬.২২	৩৩৭.৪৩	৬.৩৪	২৭৫.১১	৬.০৪
এপ্রিল-২২	৩০২.৫৬	৫.৮১	৩২৮.৫৩	৫.৫৩	২৬৯.২৭	৬.২৬	৩১২.৩৮	৬.২৯	৩৪০.২৯	৬.২৪	২৭৬.৬৪	৬.৩৯
মে-২২	৩০৪.৩৪	৫.৯৯	৩৩০.৬৭	৫.৮১	২৭০.৬০	৬.২৭	৩০৯.২৮	৭.৪২	৩৩৪.০২	৮.৩০	২৭৭.৫৭	৬.০৮
জুন-২২	৩০৬.১৮	৬.১৫	৩৩২.৮৬	৬.০৫	২৭১.৯৮	৬.৩১	৩১৩.৭৬	৭.৫৬	৩৪০.৪৮	৮.৩৭	২৭৯.৫০	৬.৩৩

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি-৯ বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক (ভিত্তি : অর্থবছর ০৬ = ১০০)

ক্রমিক নং	প্রধান শিল্প গ্রুপ	ভার	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
১.	ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের সাধারণ সূচক	১০০.০০	৩৯২.৮২	৩৯৮.৩৫	৪৪৭.৬০	৫০১.৬৮
২.	খাদ্য	১০.৮৪	৫৬২.৭০	৫৮৪.৮৩	৫৭০.৬৯	৫৩০.৫২
৩.	পানীয়	০.৩৪	২৭২.৭৪	২২৭.৮৩	৩৯৭.৬১	৬৩৮.৬৬
৪.	তামাক	২.৯২	১৩৮.৫৯	১৩৬.৪৬	১২৮.০৭	১০৭.৮৮
৫.	বস্ত্র	১৪.০৭	২০০.২৭	২৫২.৬০	২৭৬.৯৯	৩২০.২২
৬.	পরিধেয় বস্ত্র	৩৪.৮৪	৪৪৩.০৫	৩৬৮.৬৮	৪২৮.৫৯	৫৬৩.০১
৭.	চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	৪.৪০	৩৪৮.৫৮	৩৪৬.৬৯	৩৯৮.৩৯	৩৬৯.৫০
৮.	কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য এবং কর্ক	০.৩৩	৩৫৬.৪২	৩৭৬.৭১	৪২১.৩৪	৪২৪.৬৬
৯.	কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য	০.৩৩	১৮৭.৫৮	২১৭.৮৯	২৫১.২১	৩৮১.১৪
১০.	প্রিন্টিং এন্ড রিপ্রডাক্শন অব রেকর্ডেড মিডিয়া	১.৮৩	১৭৮.৮৯	১৭৪.৯২	২০৩.৭৪	২০৯.৬১
১১.	কোক ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	১.২৫	১০৯.৭৪	৮৮.৬৩	১১৬.৩৪	১০৪.৮০
১২.	রাসায়নিক ও রসায়নজাত দ্রব্য	৩.৬৭	১৩৩.২২	১২২.৬১	১৪৪.১০	১২৬.৪১
১৩.	ফার্মাসিউটিক্যাল ও ঔষধজাত রাসায়নিক	৮.২৩	৬৭০.৪১	৮৯২.২৩	১১২৩.১০	১১৭৮.৮৬
১৪.	রাবার ও প্লাস্টিক দ্রব্য	১.৫৬	৪৪২.৬৩	৪৫২.২৩	৪১০.২৯	৪০০.৭২
১৫.	নন মেটালিক খনিজ দ্রব্য	৭.১২	৪৪৩.৭২	৪৮৮.৩৮	৫৬৩.৬৬	৫৬৩.২৯
১৬.	মৌলিক ধাতব দ্রব্য	৩.১৫	১৮৮.১৪	১৬৫.২৯	১৮৪.৫৮	২১৮.৪২
১৭.	মেশিনারি ব্যতীত অন্যান্য ফেব্রিকেটেড ধাতু	২.৩২	২৯৮.০০	২৯৮.৩১	২৮৮.৯৭	৩০৮.২৭
১৮.	কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স ও অপটিক্যাল প্রডাক্টস	০.১৫	২৪৬.০৫	২৭৭.৬০	২৯২.০৪	২৬৫.৪৫
১৯.	ইলেকট্রনিক সামগ্রী	০.৭৩	৩৬৬.৩৫	৩০৯.০০	৩২১.৪১	৩৮৩.১৭
২০.	যন্ত্রপাতি ও ইক্যুইপমেন্ট (এন.ই.সি)	০.১৮	৬৪১.০০	৭৬০.২৪	৭৭১.৮৩	৭৫৩.৩০
২১.	মোটরযান, ট্রেইলরস ও সেমি ট্রেইলরস	০.১৩	৬১৪.১১	২৯৫.৩৮	২০৫.৩৫	৪১২.৯০
২২.	অন্যান্য যানবাহন সরঞ্জাম	০.৭৩	৬০৭.৫৩	৯৪৬.৩২	৬৫০.০৫	৬৯২.৮৯
২৩.	আসবাবপত্র	০.৮৮	১৯৩.৮৪	১৬৬.২৫	১৬৬.৬০	১৫৭.২৬
			শতকরা প্রবৃদ্ধি			
১.	ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের সাধারণ সূচক		১৪.৭০	০.২৬	১২.৩৬	১২.০৮
২.	খাদ্য		১২.২৮	৬.৮৬	-২.৪২	-৭.০৪
৩.	পানীয়		১৩.৪৫	-৬.৪০	৭৪.৫২	৬০.৬২
৪.	তামাক		০.০৬	৪.৫০	-৬.১৫	-১৫.৭৬
৫.	বস্ত্র		২.৬০	১৩.৬৯	৯.৬৬	১৫.৬১
৬.	পরিধেয় বস্ত্র		১৪.০১	-১৬.৭৮	১৬.২৫	৩১.৩৬
৭.	চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য		১৯.২৯	-০.৫৪	১৪.৯১	-৭.২৫
৮.	কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য এবং কর্ক		৪.৯৮	৬.০৫	১১.৮৫	০.৭৯
৯.	কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য		১.১৯	৬.০৩	১৫.২৯	৫১.৭২
১০.	প্রিন্টিং এন্ড রিপ্রডাক্শন অব রেকর্ডেড মিডিয়া		১০.২৮	১৩.৩৪	১৬.৪৮	২.৮৮
১১.	কোক ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম		৮.৮৭	-৩৬.৬১	৩১.২৬	-৯.৯২
১২.	রাসায়নিক ও রসায়নজাত দ্রব্য		৩২.৫৬	-১০.১৩	১৭.৫৩	-১২.২৮
১৩.	ফার্মাসিউটিক্যাল ও ঔষধজাত রাসায়নিক		৩২.০৯	৩১.৭২	২৫.৮৮	৪.৯৬
১৪.	রাবার ও প্লাস্টিক দ্রব্য		৭.৪৫	০.৭৪	-৯.২৭	-২.৩৩
১৫.	নন মেটালিক খনিজ দ্রব্য		১৬.২০	৯.২৪	১৫.৪১	-০.০৭
১৬.	মৌলিক ধাতব দ্রব্য		১.৫৫	-৭.৭০	১১.৬৭	১৮.৩৩
১৭.	মেশিনারি ব্যতীত অন্যান্য ফেব্রিকেটেড ধাতু		৮.৬২	০.১০	-৩.১৩	৬.৬৮
১৮.	কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স ও অপটিক্যাল প্রডাক্ট		৩৭.৭৯	১২.৮২	৫.২০	-৯.১০
১৯.	ইলেকট্রনিক সামগ্রী		৮.৫২	-২৩.০৮	৪.০২	১৯.২২
২০.	যন্ত্রপাতি ও ইক্যুইপমেন্ট (এন.ই.সি)		১৬.৮২	১৮.৬০	১.৫২	-২.৪০
২১.	মোটরযান, ট্রেইলরস ও সেমি ট্রেইলরস		৪০.০৭	-৫৩.৫০	-৩০.৪৮	১০১.০৭
২২.	অন্যান্য যানবাহন সরঞ্জাম		০.৫১	২.৮৮	-৩১.৩১	৬.৫৯
২৩.	আসবাবপত্র		৪.৮৯	-৪.৯৩	০.২১	-৫.৬১

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ।

সারণি-১০ রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদানসমূহের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	তফসিলি ব্যাংকসমূহে রক্ষিত নগদ অর্থ	বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ব্যালেন্স*	বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যালেন্স	রিজার্ভ মুদ্রা
১	২	৩	৪	৫	৬=(২+৩+৪+৫)
২০০৫	১৮৫.২	১৮.১	৭০.৪	০.৪	২৭৪.১
২০০৬	২২৮.৬	২০.৩	৯০.১	০.৫	৩৩৯.৫
২০০৭	২৬৬.৪	২১.৪	১০৫.৭	০.৭	৩৯৪.২
২০০৮	৩২৬.৯	২৯.৬	১১৮.১	১.১	৪৭৫.৬
২০০৯	৩৬০.৫	৩৪.০	২৩১.৬	১.৪	৬২৭.৫
২০১০	৪৬১.৬	৪৩.১	২৩৪.৭	২.১	৭৪১.৪
২০১১	৫৪৮.০	৫৭.৩	২৯০.১	২.০	৮৯৭.৩
২০১২	৫৮৪.২	৬৪.৮	৩২৬.৬	২.৪	৯৭৮.০
২০১৩	৬৭৫.৫	৭৮.২	৩৬৮.০	৩.১	১১২৪.৯
২০১৪	৭৬৯.১	৮৫.৮	৪৪০.০	৩.৯	১২৯৮.৮
২০১৫	৮৭৯.৪	১০২.১	৪৯৮.৪	৪.৯	১৪৮৪.৮
২০১৬	১২২০.৭	১০২.৩	৬০৩.০	৬.০	১৯৩২.০
২০১৭	১৩৭৫.৩	১৩৭.৩	৭২৭.৩	৬.৭	২২৪৬.৬
২০১৮	১৪০৯.২	১৪০.২	৭৮০.৪	৭.৬	২৩৩৭.৪
২০১৯	১৫৪২.৯	১৬১.০	৭৫০.১	৭.৯	২৪৬১.৯
২০২০	১৯২১.১	১৫৯.৮	৭৫৭.৭	৬.২	২৮৪৪.৮
২০২১	২০৯৫.২	১৭৩.৭	১২০৬.০	৫.৯	৩৪৮০.৭
২০২২[সা]	২৩৬৪.৫	১৯৭.৩	৯০৩.৮	৬.০	৩৪৭১.৬

[সা] সাময়িক

* বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ডিএমবিসমূহের ভারসাম্যসমূহ ফরেন কারেন্সি ক্লিয়ারিং একাউন্ট ব্যালেন্সসমূহ ব্যতীত এবং রিজার্ভ মুদ্রা যথাযথভাবে সংশোধিত।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-১১ রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উৎসসমূহের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি					নিট বৈদেশিক সম্পদ	অন্যান্য সম্পদ (নিট)	রিজার্ভ মুদ্রা
	সরকার (নিট)	তফসিলি ব্যাংকসমূহ	অন্যান্য সরকারি সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	বেসরকারি খাতসমূহ	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬=(২+৩+৪+৫)	৭	৮	৯=(৬+৭+৮)
২০০৫	১৫৬.৭	৬১.৩	১১.১	১৩.৪	২৪২.৫	১৪৬.৯	-১১৫.৩	২৭৪.১
২০০৬	২৪৯.৮	৬৩.৪	১০.১	১৪.৩	৩৩৭.৬	১৮৬.৪	-১৮৪.৫	৩৩৯.৫
২০০৭	২৫৯.৩	৬৪.৪	৯.৯	১৫.৮	৩৪৯.৪	২৮৭.৭	-২৪২.৯	৩৯৪.২
২০০৮	২৫৯.৩	৭৩.৩	৯.৫	১৭.০	৩৫৯.১	৩২৮.১	-২১১.৬	৪৭৫.৬
২০০৯	২৮৪.৭	৬৮.৫	৮.৫	২০.২	৩৮১.৯	৪৩২.৩	-১৮৬.৭	৬২৭.৫
২০১০	২১৪.৭	৬৬.১	৮.৩	২৫.৯	৩১৫.০	৬১১.৮	-১৮৫.৪	৭৪১.৪
২০১১	৩১৭.১	১৮৬.১	৭.৮	৩১.৪	৫৪২.৪	৬১৩.৪	-২৫৮.৫	৮৯৭.৩
২০১২	৩৭৮.৫	২২৬.৩	১১.৮	৩৬.০	৬৫২.৬	৬৮৯.৩	-৩৬৩.৯	৯৭৮.০
২০১৩	২৭০.৭	১০২.২	১৩.৫	৪১.৮	৪২৮.২	১০৩২.৫	-৩৩৫.৮	১১২৪.৯
২০১৪	৩৮.৪	৬২.৮	১২.০	৪২.৭	১৫৬.০	১৪৭৫.০	-৩৩২.২	১২৯৮.৮
২০১৫	৮.১	৫৬.৬	২১.৬	৪৬.৪	১৩২.৭	১৭৭৪.০	-৪২১.৯	১৪৮৪.৮
২০১৬	১৩৩.৭	৬০.২	২০.২	৪৯.৭	২৬৩.৮	২১৮৮.৯	-৫২০.৭	১৯৩২.০
২০১৭	১২৯.৮	৫০.৫	২১.৬	৪৯.৮	২৫১.৭	২৫২০.৩	-৫২৫.৪	২২৪৬.৬
২০১৮	২২৫.৭	৫৫.৮	২৩.৭	৫১.৫	৩৫৬.৭	২৫৩৫.১	-৫৫৪.৪	২৩৩৭.৪
২০১৯	৩১১.৯	৫৩.৯	২৩.৮	৪৭.৯	৪৩৭.৫	২৫৭২.০	-৫৪৭.৫	২৪৬১.৯
২০২০	৪২১.২	১৩৭.৬	২৫.৫	৫৩.৪	৬৩৭.৮	২৮৬০.৪	-৬৫৩.৩	২৮৪৪.৮
২০২১	১৭২.৮	১৮৯.৫	৩২.২	৫৮.৪	৪৫২.৯	৩৬৬৯.২	-৬৪১.৪	৩৪৮০.৭
২০২২[সা]	৫৪৯.৩	১৬০.৭	৩৪.৪	৫৯.৪	৮০৩.৮	৩৪৭৬.৮	-৮০৯.০	৩৪৭১.৬

[সা] সাময়িক

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-১২ সরকারি এবং বেসরকারি খাতের আমানতসমূহের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	তলবি আমানত[১]			মেয়াদি আমানত[১]		
	সরকারি[২]	বেসরকারি	মোট	সরকারি[২]	বেসরকারি[৩]	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০০৫	৩৫.২	১৫৮.৯	১৯৪.১	২২৩.৩	১০০৮.৪	১২৩১.৭
২০০৬	৩৮.১	১৮৩.৯	২২২.০	২৫৫.১	১২১২.৯	১৪৬৮.০
২০০৭	৪২.২	২১৮.৮	২৬১.০	২৯৮.৭	১৪০৯.৮	১৭০৮.৫
২০০৮	৪৯.৫	২৫৪.৯	৩০৪.৪	৩৬৪.৮	১৬৪৭.৬	২০১২.৪
২০০৯	৫৭.৫	২৮০.৩	৩৩৭.৮	৪৪২.৭	২০০৫.৬	২৪৪৮.৩
২০১০	৬১.৮	৩৯৩.০	৪৫৪.৮	৫৩৭.১	২৩৭৪.৫	২৯১১.৬
২০১১	৮৭.৮	৪৩৯.৩	৫২৭.১	৬৭৭.০	২৯০০.৪	৩৫৭৭.৪
২০১২	১০৩.৪	৪৭১.০	৫৭৪.৪	৮৪৫.১	৩৪৮০.৭	৪৩২৫.৮
২০১৩	১১২.১	৫১৭.৮	৬২৯.৯	৯৫৪.৮	৪১৪৪.২	৫০৯৯.০
২০১৪	১১৫.৩	৬০০.২	৭১৫.৫	১০৮০.৯	৪৮২৮.৪	৫৯০৯.৩
২০১৫	১১৯.২	৬৮৩.৬	৮০২.৮	১৩৭৬.৫	৫২৮৩.৭	৬৬৬০.২
২০১৬	১৩৯.২	৮৫৩.৪	৯৯২.৬	১৬৩৮.৩	৫৮৭১.৪	৭৫০৯.৭
২০১৭	১৯২.১	৯৭১.৫	১১৬৩.৬	১৭৮১.০	৬৪৮০.৮	৮২৬১.৮
২০১৮	২০৪.১	১০৭১.০	১২৭৫.১	২০৩৪.০	৭১৩১.৯	৯১৬৫.৯
২০১৯	২৪৭.৭	১১০৫.৯	১৩৫৩.৬	২১৬৪.৯	৭৯৫৪.৬	১০১১৯.৫
২০২০	২৭৪.৮	১২৬৭.২	১৫৪১.৯	২২৩০.৭	৮৯১৮.৪	১১১৪৯.১
২০২১	২৬০.৬	১৫৬৯.০	১৮২৯.৭	২৫৩৫.০	১০১০৫.০	১২৬৪০.০
২০২২	২৮৭.৪	১৭৮৮.২	২০৭৫.৬	২৫৭৩.৩	১১১৫১.১	১৩৭২৪.৪
			শতকরা অংশ			
২০০৫	১৮.১	৮১.৯	১০০.০	১৮.১	৮১.৯	১০০.০
২০০৬	১৭.১	৮২.৯	১০০.০	১৭.৪	৮২.৬	১০০.০
২০০৭	১৬.২	৮৩.৮	১০০.০	১৭.৫	৮২.৫	১০০.০
২০০৮	১৬.৩	৮৩.৭	১০০.০	১৮.১	৮১.৯	১০০.০
২০০৯	১৭.০	৮৩.০	১০০.০	১৮.১	৮১.৯	১০০.০
২০১০	১৩.৬	৮৬.৪	১০০.০	১৮.৪	৮১.৬	১০০.০
২০১১	১৬.৭	৮৩.৩	১০০.০	১৮.৯	৮১.১	১০০.০
২০১২	১৮.০	৮২.০	১০০.০	১৯.৫	৮০.৫	১০০.০
২০১৩	১৭.৮	৮২.২	১০০.০	১৮.৭	৮১.৩	১০০.০
২০১৪	১৬.১	৮৩.৯	১০০.০	১৮.৩	৮১.৭	১০০.০
২০১৫	১৪.৮	৮৫.২	১০০.০	২০.৭	৭৯.৩	১০০.০
২০১৬	১৪.০	৮৬.০	১০০.০	২১.৮	৭৮.২	১০০.০
২০১৭	১৬.৫	৮৩.৫	১০০.০	২১.৬	৭৮.৪	১০০.০
২০১৮	১৬.০	৮৪.০	১০০.০	২২.২	৭৭.৮	১০০.০
২০১৯	১৮.৩	৮১.৭	১০০.০	২১.৪	৭৮.৬	১০০.০
২০২০	১৭.৮	৮২.২	১০০.০	২০.০	৮০.০	১০০.০
২০২১	১৪.২	৮৫.৮	১০০.০	২০.১	৭৯.৯	১০০.০
২০২২	১৩.৮	৮৬.২	১০০.০	১৮.৭	৮১.৩	১০০.০

[১] আন্তঃব্যাংক লেনদেন ব্যতীত।
[২] সরকারি আমানতসহ।
[৩] ওয়েজ আর্নার্স আমানতসহ।
উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-১৩ তফসিলি ব্যাংকসমূহের নির্বাচিত পরিসংখ্যানের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	৩০ জুন ২০১৫	৩০ জুন ২০১৬	৩০ জুন ২০১৭	৩০ জুন ২০১৮	৩০ জুন ২০১৯	৩০ জুন ২০২০	৩০ জুন ২০২১	৩০ জুন ২০২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১। ব্যাংক আমানত (আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে)	**৭৪৬৩.৪**	**৮৪৯৬.৩**	**৯৪২৫.৯**	**১০৪৪১.৫**	**১১৪৭৩.৬**	**১২৬৯১.৫**	**১৪৪৭০.২**	**১৫৮০০.৫**
(ক) তলবি আমানত	৭২৩.৮	৮৯৭.৬	১০১৮.৯	১১৩২.২	১১৮২.২	১৩৫৫.৩	১৬৫৭.২	১৮৮৮.৬
(খ) মেয়াদি আমানত	৬২৬৮.০	৭০৩৯.৫	৭৭৬০.০	৮৫৫০.৯	৯৪৬৩.২	১০৪৫৪.৭	১১৮৫০.৭	১২৮২২.২
(গ) নিয়ন্ত্রিত আমানত	০.৪	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫	০.৬
(ঘ) সরকারি আমানত	৪৭১.২	৫৫৮.৭	৬৪৬.৫	৭৫৭.৯	৮২৭.৮	৮৮১.০	৯৬১.৮	১০৮৯.২
২। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঋণ	৪৮.২	১৮৩.৯	২৪৩.৯	৩২৩.৩	৩৫৩.৭	৫০৩.০	৭৩৬.৩	৯১৬.৬
৩। সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল	১০২.১	১০২.৩	১৩৭.৩	১৪০.২	১৬১.০	১৫৯.৮	১৭৩.৭	১৯৭.৩
৪। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ব্যালেন্স (এফসিডি অন্তর্ভুক্ত)	৫৬৮.৫	৬৭২.৯	৮১৫.৯	৮৭১.৬	৮৬৬.৯	৮৬৯.৯	১৩৩১.৮	৯৫৬.৫
৫। বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংকের সাথে ব্যালেন্স	১৫৯.৩	২০৬.৬	২৮৫.৮	৪৪৪.৩	৪৪১.৮	৩৫৫.৩	৪২২.৯	৪০৩.৩
৬। চাহিবা মাত্র এবং স্বল্প নোটিসে ফেরতযোগ্য অর্থ	২৫.৩	৫১.৭	৬৫.৪	৪৬.৭	৬৫.৪	৭৪.৪	৩৮.৯	১০২.৫
৭। মোট বিনিয়োগ@	**১৭৪৪.৩**	**১৭৯৮.৭**	**১৭৮৭.৫**	**১৮৪৮.০**	**২১৩০.৭**	**২৭৪৫.৩**	**৩৪৬৮.৯**	**৩৮৮০.৮**
(ক) সরকারি সিকিউরিটিজ ও ট্রেজারি বিল*	১৫২৪.২	১৫৩৬.৭	১৪৭৬.৫	১৪৯২.৭	১৬৬৩.৬	২২৬৪.৬	২৯২২.৮	৩২৬১.২
(খ) অন্যান্য	২২০.১	২৬২.০	৩১১.০	৩৫৫.৩	৪৬৭.১	৪৮০.৭	৫৪৬.১	৬১৯.৬
৮। ব্যাংক ঋণ (আন্তঃব্যাংক লেনদেন ও বৈদেশিক বিল বাদে)	**৫৫৩৩.৪**	**৬৪২৮.৩**	**৭৪৫৬.১**	**৮৭৬২.৫**	**৯৮২৪.৫**	**১০৭৩৫.৩**	**১১৬৩০.২**	**১৩৩৩১.৭**
(ক) বাংলাদেশে প্রদত্ত অগ্রিম **	৫৩৩৩.১	৬১৮৭.৮	৭১৬৬.৬	৮৪৮০.৫	৯৫১৮.৮	১০৪৯৫.৭	১১৩৯০.০	১২৯৯০.০
(খ) অভ্যন্তরীণ ক্রয়কৃত এবং বাট্টাকৃত বিলসমূহ	২০০.৩	২৪০.৫	২৮৯.৪	২৮২.০	৩০৫.৭	২৩৯.৫	২৪০.২	৩৪১.৭
৯। ঋণ/আমানত অনুপাত (বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বাদে)	**০.৭**	**০.৮**	**০.৮**	**০.৮**	**০.৯**	**০.৮**	**০.৮**	**০.৮**

@ সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারি বিল/বন্ডসমূহ এবং অন্যান্য বিনিয়োগ (শেয়ার/ডিবেঞ্চার, রিভার্স রেপো ইত্যাদি) এতে অন্তর্ভুক্ত।

* সরকারি সিকিউরিটিজ এবং ট্রেজারি বিলসমূহ জুন ২০০২ থেকে ব্যয় মূল্যে দেখানো হয়েছে।

** অগ্রিমসমূহ সামষ্টিক ভিত্তিতে।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-১৪ নির্বাচিত সুদের হারের গতি (বছর শেষে)

	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ব্যাংক রেট	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৪.০০	৪.০০
ট্রেজারি বিল রেট*								
৯১-দিন	৫.৩৯	৩.৯২	৩.৭৮	৩.৮৯	৬.৯২	৬.৮৭	০.৫৮	৬.০১
১৮২-দিন	৬.৪০	৪.৬৫	৪.৩১	৪.৪২	৭.০৭	৭.০০	০.৬৮	৬.৫৭
৩৬৪-দিন	৬.৭৮	৫.২২	৪.৪৭	৪.৬০	৭.২৯	৭.৪১	১.২৬	৬.৬৬
কল মানি রেট *								
ঋণ	৫.৭৯	৩.৭০	৩.৯৩	৩.৪১	৪.৫৫	৫.০১	২.২৫	৪.৮৮
ধার	৫.৭৯	৩.৭০	৩.৯৩	৩.৪১	৪.৫৫	৫.০১	২.২৫	৪.৮৮
তফসিলি ব্যাংকসমূহের সুদহার *								
আমানত	৬.৮০	৫.৫৪	৪.৮৪	৫.৫০	৫.৪৩	৪.৯৬	৪.১৩	৩.৯৭
অগ্রিম	১১.৬৯	১০.৩৯	৯.৫৬	৯.৯৫	৯.৫৮	৭.৯৫	৭.৩৩	৭.০৯

* ব্যাংক রেট ব্যতীত ভারীত গড়।

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-১৫ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের বিবরণ

(বিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	উদ্দেশ্যাবলী	৩০ জুন ২০২১[স] এ স্থিতি	৩০ জুন ২০২২[সা] এ স্থিতি
১	২	৩	৪	৫
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক				
১.	উপায়-উপকরণ অগ্রিম	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	০.০০	৭.২৭
২.	ওভারড্রাফ্ট		০.০০	০.০০
৩.	ওভারড্রাফ্ট ব্লক		১.৯৯	০.০০
৪.	ডিভল্‌ভমেন্ট		২৫০.৯১	৫৩১.৯৪
	ক) ট্রেজারি বিল		১৪.৪০	১৮৭.৭৫
	খ) ট্রেজারি বন্ড		২৩৬.৫১	৩৪৪.১৯
৫.	সরকারের মুদ্রা দায়		২০.২৬	২০.২৬
৬.	IMF থেকে RFI-এর বিপরীতে সরকারের গৃহীত আগাম		৪১.২৭	৪১.২৭
৭.	স্বায়ত্তশাসিত ও আধা -স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত আগাম		০.০০	০.০০
৮.	পুঞ্জিত সুদ		২.৭৩	৪.০১
৯.	সরকারি আমানত[@/] (-)		-২৭.৭৪	-০.৮০
১০.	বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বিজিআইআইবি তহবিলের স্থিতি (−)		-১৫৮.০৬	-৫৩.৭২
১১.	সরকারি ঋণ তহবিল (-)		-৫২.১০	-৬৮.৭৮
ক)	**মোট ঃ (১ +...+ ১১)**		**৭৯.২৬**	**৪৮১.৪৩**
খ)	**তফসিলি ব্যাংকসমূহ (এসবিস্)**			
১.	**গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বিল**		**৪৯৩.৭০**	**৫৭৭.৬০**
	১. ট্রেজারি বিল (১-বছরের কম)	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	৪৯৩.৭০	৫৭৭.৬০
২.	**বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি)**		**২০৩৭.৩৪**	**২৩০৩.৪৫**
	১. ২-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	বিভিন্ন ব্যাংকের, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন কোম্পানির কর্মচারীদের জিএফ বৃদ্ধি	৩৮৯.৩৯	৩৪২.২৭
	২. ৩-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফ্লোটিং রেট ট্রেজারি বন্ড (এফআরটিবি)[১/]		১.১২	০.০০
	৩. ৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		৪৩৮.২৬	৫৫৫.৯১
	৪. ১০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		৬১২.৩৫	৬৮৪.৬০
	৫. ১৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		৩০৪.১৬	৩৭১.৬২
	৬. ২০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		২৯২.০৬	৩৪৯.০৫
৩.	**অন্যান্য বিশেষ ট্রেজারি বন্ড (ক+খ)**		**৭০.৬৪**	**৬১.৬৪**
ক)	**১ বছর এবং তার বেশি কিন্তু ৫ বছরের কম (বিশেষায়িত বন্ড)**		**০.০০**	**০.০০**
	১. সুদমুক্ত ৩-বছর মেয়াদি হিমায়িত খাদ্য ট্রেজারি বন্ড ২০২১	হিমায়িত খাদ্য শিল্পের ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০
খ)	**৫ বছর এবং তার বেশি (বিশেষায়িত বন্ড)**		**৭০.৬৪**	**৬১.৬৪**
	১. শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ১২ থেকে ১৫ বছর মেয়াদি (বিপিসি) ট্রেজারি বন্ড[২/]	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর ঋণ পরিশোধ	১৮.২৩	৯.২৩
	২. শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ১১ থেকে ১৩ বছর মেয়াদি বিজেএমসি ট্রেজারি বন্ড	বিজেএমসি এর ঋণ পরিশোধ	১৩.১৪	১৩.১৪
	৩. শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ৮ বছর মেয়াদি এসপিটিবি-২০২১	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	০.০	০.০
	৪. শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ১০ বছর মেয়াদি এসপিটিবি-২০২৩		১৯.৩৫	১৯.৩৫
	৫. শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ৭ বছর মেয়াদি হানিফ ফ্লাইওভার এসপিটিবি-২০২৬		১৪.৩৯	১৪.৩৯

সারণি-১৫ (চলমান) ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের বিবরণ

(বিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	উদ্দেশ্যাবলী	৩০ জুন ২০২১[স] এ স্থিতি	৩০ জুন ২০২২[সা] এ স্থিতি
১	২	৩	৪	৫
	৬. সুদমুক্ত ৭-বছর মেয়াদি হানিফ ফ্লাইওভার এসপিটিবি -২০২৬	হানিফ ফ্লাইওভার এর ঋণ পরিশোধ	৫.৫৪	৫.৫৪
৪.	**বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক (বিজিআইএস)#**		**৭৮.০০**	**১৭৭.৯৪**
	১. ৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক (ইজারা সুকুক)[৩/]	'সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ' প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহ 'চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)'-এর সুনির্দিষ্ট সম্পদ ক্রয় 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (আইআরআইডিপি-৩)' নির্মাণ ও উন্নয়ন	৭৮.০০	১৭৭.৯৪
৫.	**উপ-মোট: (১+২+৩+৪)**		**২৬৭৯.৬৮**	**৩১২০.৬৩**
৬.	প্রাইজ বন্ড		০.২৮	০.২৫
৭.	সরকারি অন্যান্য সিকিউরিটিজ		০.০৫	০.০৬
৮.	খাদ্য মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত অগ্রিম		১০.০২	১৩.৭৮
৯.	অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত অগ্রিম		১৫.০০	১৩.৩৭
১০.	স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত অগ্রিম		৩২.৭৯	৮৪.৬০
১১.	পুঞ্জিত সুদ		৩১.২৪	৩৩.৪৪
১২.	মন্ত্রণালয়সমূহ ও বিভাগসমূহের গচ্ছিত আমানত (-)		-৩৪৯.৮৪	-৩৫৭.৬০
১৩.	স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের গচ্ছিত আমানত (-)		-৬১১.৯২	-৭৩১.৫৯
১৪.	বিজিআইআইবি তহবিলে তফসিলি ব্যাংকসমূহের স্থিতি (১+২)		১৫৪.৮৭	৫০.৪৬
	১. বিজিআইআইবি তহবিলে বিনিয়োগ		১৬৭.৫৩	৮৩.৮৭
	২. বিজিআইআইবি তহবিল থেকে গৃহীত ঋণ (-)		-১২.৬৬	-৩৩.৪১
১৫.	সরকারি ঋণ তহবিল থেকে গৃহীত ঋণ (-)		-১৮.৬৪	-২২.০৪
১৬.	সরকারি আর্থিক প্রণোদনা তহবিল থেকে গৃহীত ঋণ (-)		-৪৪.০৯	-২১.৫৭
খ.	**মোট : (৫+...+১৬)**		**১৮৯৯.৪৪**	**২১৮৩.৭৯**
	সর্বমোট : ক+খ*		**১৯৭৮.৭০**	**২৬৬৫.২২**

[©] অন্যান্য আমানতসমূহ অন্তর্ভুক্ত।

* IMF থেকে RFI-এর বিপরীতে সরকারের গৃহীত আগাম, বিজিআইআইবি তহবিল, সরকারি ঋণ তহবিল এবং সরকারি আর্থিক প্রণোদনা তহবিল অন্তর্ভুক্ত।

০৮ অক্টোবর ২০২০ সালের প্রথমবারের মতো বিজিআইএস (ইজারাহ সুকূক) প্রচলন করা হয়। 'সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ' প্রকল্পের বিপরীতে অর্থবছর ২১-এ দুই ধাপে (২৯ ডিসেম্বর ২০২০ ও ১০ জুন ২০২১) ৮০.০ বিলিয়ন টাকার প্রথম সুকুক ইস্যু করা হয়। অর্থবছর ২২-এ, 'চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)'-এর বিপরীতে ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ৫০.০ বিলিয়ন টাকার দ্বিতীয় সুকুক এবং 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (আইআরআইডিপি-৩)'-এর বিপরীতে ২০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ৫০.০ বিলিয়ন টাকার তৃতীয় সুকুক ইস্যু করা হয়।

[১/] জুন ২০২১ এর ১.১২ বিলিয়ন টাকার স্থিতির বিপরীতে মার্চ ২০২২ এ ১.১২ বিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়।

[২/] জুন ২০২১ এর ১৮.২৩ বিলিয়ন টাকার স্থিতির বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০২১ এ ৯.০ বিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়।

[৩/] অর্থবছর ২১-এ, প্রথম সুকুক (২৯ ডিসেম্বর ২০২০ ও ১০ জুন ২০২১)-এর মাধ্যমে ব্যাংকিং উৎস (ইসলামিক ব্যাংক, ইসলামিক উইন্ডোজসমূহ এবং কনভেনশনাল ব্যাংক) থেকে ৭৮.০ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করা হয়। অর্থবছর ২২-এ, 'চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)'-এর বিপরীতে ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ৫০.০ বিলিয়ন টাকার দ্বিতীয় সুকুক এবং 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (আইআরআইডিপি-৩)'-এর বিপরীতে ২০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ৫০.০ বিলিয়ন টাকার তৃতীয় সুকুক ইস্যু করা হয়।

[সা] সাময়িক, [স] সংশোধিত

উৎস : ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-১৬ সরকারের ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ

(বিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থবছর ২১ বিক্রয়	অর্থবছর ২১ পরিশোধ মূল	অর্থবছর ২১ পরিশোধ সুদ	অর্থবছর ২১ নিট বিক্রয়	অর্থবছর ২২ বিক্রয়	অর্থবছর ২২ পরিশোধ মূল	অর্থবছর ২২ পরিশোধ সুদ	অর্থবছর ২২ নিট বিক্রয়
১	২	৩	৪	৫	৬ = (৩-৪)	৭	৮	৯	১০ =(৭-৮)
	জাতীয় সঞ্চয় স্কীমসমূহ								
১.	প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০১	০.০১	-০.০১	০.০০	০.০২	০.০৩	-০.০২
২.	৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	৯৫.৫০	৬৪.৪৩	২৮.৭৮	৩১.০৭	৯৩.৬৬	৬২.১৯	৩০.২৭	৩১.৪৭
৩.	৩-বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪.	বোনাস সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫.	৬-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬.	পরিবার সঞ্চয়পত্র	৪২৭.৯৫	২০৩.৩৩	১৪৬.৬০	২২৪.৬১	৫৩১.৪৬	২৯৫.৬৫	১৭৬.৭১	২৩৫.৮১
৭.	৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	৩১৫.১৮	২৪১.৪০	৭৮.০৬	৭৩.৭৯	৩৩০.০০	২৭৮.৭৩	৮৬.৬৩	৫১.২৬
৮.	জামানত সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	৭৪.০৩	৩৮.৪১	৩০.১৫	৩৫.৬২	৮১.৪০	৫৯.৩৭	৩৪.৫১	২২.০৩
১০.	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক	১৮৯.৫৫	১৪৪.৭০	৩৯.৩৭	৪৪.৮৫	৩২.১৯	১৬০.০২	৫৫.৬৩	-১২৭.৮৩
	ক) সাধারণ হিসাব	১৯.৬৪	২৩.৭৮	১.০৩	-৪.১৪	৪.৭৬	১৩.২১	২.৭২	-৮.৪৪
	খ) মেয়াদি হিসাব	১৬৯.৮১	১২০.৮০	৩৮.৩১	৪৯.০১	২৭.৪২	১৪৬.৮১	৫২.৯১	-১১৯.৩৮
	গ) বোনাস হিসাব	০.১০	০.১২	০.০৪	-০.০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১.	ডাক জীবন বীমা	১.১৫	১.২৩	০.৩৭	-০.০৮	১.৩০	১.৩৫	০.৩৯	-০.০৫
১২.	বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড	০.৮৩	০.৪১	০.৪০	০.৪২	০.৮৭	০.৪৪	০.৪০	০.৪৪
১৩.	ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড	১৫.৬৬	৫.৫১	১২.৮২	১০.১৫	৮.৬৬	১২.৮২	১৩.৩৮	-৪.১৫
১৪.	৩-বছর মেয়াদি জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫.	ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	০.২৩	০.২১	০.১৫	০.০২	০.১৫	১.১৯	০.২২	-১.০৪
১৬.	ইউএস ডলার বিনিয়োগ বন্ড	১.৮০	২.৬৫	১.২৬	-০.৮৫	১.০২	৯.৭৮	১.৮৬	-৮.৭৭
১৭.	**মোট : (১+...+১৬)**	**১১২১.৮৮**	**৭০২.২৯**	**৩৩৭.৯৭**	**৪১৯.৬০**	**১০৮০.৭১**	**৮৮১.৫৬**	**৪০০.০৩**	**১৯৯.১৫**

		স্থিতি ৩০ জুন ২০২১	নিট পরিবর্তন	স্থিতি ৩০ জুন ২০২২	নিট পরিবর্তন
১৮.	**সরকারি ট্রেজারি বিল/বন্ড**	৪১১.৯১	২৪.৩১	৪৮২.০৭	৭০.১৫
	১) সরকারি ট্রেজারি বিল	৪.৫৮	-১৬.০০	৪.৮৯	০.৩১
	২) বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি)	৪০৫.৩৩	৩৮.৩১	৪৭৫.১১	৬৯.৭৮
	ক) ২-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	১৮.১৮	৬.৪৩	১২.২৭	-৫.৯১
	খ) ৩-বছর মেয়াদি (এফআরটিবি) বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	গ) ৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	৭৯.৫৬	০.২৫	৮৯.৯২	১০.৩৬
	ঘ) ১০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	১৬৮.৭৯	১৮.৬৪	১৯০.৮৭	২২.০৭
	ঙ) ১৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	৬৮.১৪	৪.৯৬	৮১.৪৬	১৩.৩২
	চ) ২০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	৭০.৬৬	৮.০৩	১০০.৬০	২৯.৯৪
	৩) **বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক (বিজিআইএস)#**	২.০০	২.০০	২.০৬	০.০৬
	ক) ৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সুকুক (ইজারা সুকুক)১/	২.০০	২.০০	২.০৬	০.০৬
১৯.	**সরকারের ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ (নিট) ঃ (১৭+১৮)**		**৪৪৩.৯১**		**২৬৯.৩০**

'সারা দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ' প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বিজিআইএস (১ম ধাপ) এবং ১০ জুন ২০২১ তারিখে বিজিআইএস (২য় ধাপ) ইস্যু করা হয়।

১/নন-ব্যাংক (ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী এবং অন্যান্য) থেকে ইজারা সুকুকের মাধ্যমে ০.০০০৩ বিলিয়ন টাকা (১ম ধাপ) এবং ২.০ বিলিয়ন টাকা (২য় ধাপ) যথাক্রমে ডিসেম্বর ২০২০ এবং জুন ২০২১-এ ইস্যু করা হয়।

উৎস : জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর এবং ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-১৭ লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা*

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১ স সা	অর্থবছর ২২সা
১	৪	৫	৬	৭	৮
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-১৮১৭৮**	**-১৫৮৩৫**	**-১৮৫৬৯**	**-২৩৭৭৮**	**-৩৩২৪৯**
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	৩৬২৮৫	৩৯৬০৪	৩২১২১	৩৬৯০৩	৪৯২৪৬
তন্মধ্যে: তৈরি পোশাক (আরএমজি)	৩০৬১৫	৩৪১৩৩	২৭৯৪৯	৩১৪৫৭	৪২৬১৩
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	৫৪৪৬৩	৫৫৪৩৯	৫০৬৯০	৬০৬৮১	৮২৪৯৫
সেবা	**-৪২০১**	**-৩১৭৬**	**-২৫৭৮**	**-৩০২০**	**-৩৮৭০**
গ্রহণ	৪৫৪০	৭১৫৪	৬৭১৬	৭৪৩৯	৯৯৮২
তন্মধ্যে: সরকারি সেবাসমূহ	১৯৯৬	২৮১৭	২৮৮৯	২৬৭৪	২৬৫৯
প্রদান	৮৭৪১	১০৩৩০	৯২৯৪	১০৪৫৯	১৩৮৫২
আয়	**-২৬৪১**	**-২৩৮২**	**-৩০৭০**	**-৩১৭২**	**-৩২৯৯**
গ্রহণ	১৪৬	১৭৭	১৭৪	২১৭	৩৫০
প্রদান	২৭৮৭	২৫৫৯	৩২৪৪	৩৩৮৯	৩৬৪৯
তন্মধ্যে: অফিসিয়াল সুদ পরিশোধ	৫৯৭	৭৫৮	৯৬০	৯০৯	৯৪৩
চলতি হস্তান্তর	**১৫৪৫৩**	**১৬৯০৩**	**১৮৭৮২**	**২৫৩৯৫**	**২১৭২১**
সরকারি	৫১	৪১	১৯	৫১	১৬
বেসরকারি	১৫৪০২	১৬৮৬২	১৮৭৬৩	২৫৩৪৪	২১৭০৫
তন্মধ্যে : বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	১৪৯৮২	১৬৪২০	১৮২০৫	২৪৭৭৮	২১০৩২
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-৯৫৬৭**	**-৪৪৯০**	**-৫৪৩৫**	**-৪৫৭৫**	**-১৮৬৯৭**
মূলধনী হিসাব	**৩৩১**	**২৩৯**	**২৫৬**	**৪৫৮**	**১৮১**
মূলধন হস্তান্তর	৩৩১	২৩৯	২৫৬	৪৫৮	১৮১
আর্থিক হিসাব	**৯০১১**	**৫১৩০**	**৮৬৫৪**	**১৪০৬৭**	**১৩৬৬৬**
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (সামষ্টিক আন্তঃপ্রবাহ)	৩২৯০	৪৯৪৬	৩২৩৩	৩৩৮৭	৪৭০৮
তন্মধ্যে: এফডিআই (নিট)	১৭৭৮	২৬২৮	১২৭১	১৩৫৫	২১৭৯
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	৩৪৯	১৭১	৪৪	-২৬৯	-১৫৮
তন্মধ্যে: এনআরবিজ বিনিয়োগ	২৭৯	২২৪	১৯১	২০৯	১১৪
অন্যান্য বিনিয়োগ	৬৮৮৪	২৩৩১	৭৩৩৯	১২৯৮১	১১৬৪৫
নিট এইড প্রবাহসমূহ	৪৮৭৪	৫০৬১	৫৭৩৯	৬০৩২	৮২৮৪
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি (সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট ব্যতীত)	৫৯৮৭	৬২৬৩	৬৯৯৬	৭৪৪৯	৯৮১১
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	১১১৩	১২০২	১২৫৭	১৪১৭	১৫২৭
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নিট)	১৪১	৩০২	৪৯৯	১৬৮৪	১৪০৪
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নিট)	১৫০৮	২৭২	১১৪২	২০৬৪	২৩৩৩
বাণিজ্য ঋণ (নিট)	-১২৭০	-৩৪৯৩	২৩৬	৩৭৪৯	-১৫৬১
বাণিজ্যিক ব্যাংক	১৬৩১	১৮৯	-২৭৭	-৫৪৮	১১৮৫
সম্পদ	-৫০	৩৬৭	-২৩৪	৩৯১	৭৯১
দায়	১৫৮১	৫৫৬	-৫১১	-১৫৭	১৯৭৬
ভ্রান্তি ও বাদসমূহ	**-৬৩২**	**-৭০০**	**-৩০৬**	**-৬৭৬**	**-৫৩০**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**-৮৫৭**	**১৭৯**	**৩১৬৯**	**৯২৭৪**	**-৫৩৮০**
রিজার্ভ	**৮৫৭**	**-১৭৯**	**-৩১৬৯**	**-৯২৭৪**	**৫৩৮০**
বাংলাদেশ ব্যাংক	৮৫৭	-১৭৯	-৩১৬৯	-৯২৭৪	৫৩৮০
সম্পদ	-৬৩৩	-১৫৫	৩২৫০	৯৯২৪	-৩৭১১
দায়	২২৪	-৩৩৪	৮১	৬৫০	১৬৬৯

সাসাময়িক সসংশোধিত

নোট : (১) আমদানি (এফওবি) পরিমাপের জন্য কাস্টমস্ এর রেকর্ড ব্যবহার করা হয়েছে।

(২) পুনঃবিনিয়োগ, ঋণ পুনঃনির্মাণ এবং ক্ষতি বিপিএম৬ অনুসারে কর্তন করা হয়েছে এবং এতে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিবর্তে আর্থিক হিসাব গণনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

* ব্যালেন্স অব পেমেন্ট ম্যানুয়াল ৬ অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-১৮ প্রকারভিত্তিক পণ্য রপ্তানির গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২
১	২	৩	৪	৫	৬
ক. হিমায়িত খাদ্য	**৫০৮.৪২**	**৫০০.৪০**	**৪৫৬.১৫**	**৪৭৭.৩৭**	**৫৩২.৯৪**
১. মাছ	৬৭.০৩	৮১.৩৪	৮৬.৭২	১২১.৮৯	৯৮.৩০
২. চিংড়ি	৪০৮.৭১	৩৬১.১৪	৩৩২.৬৫	৩২৮.৮৪	৪০৭.২৫
৩. অন্যান্য	৩২.৬৮	৫৭.৯২	৩৬.৭৮	২৬.৬৪	২৭.৩৯
খ. কৃষিজাত পণ্যসমূহ	**৬৭৩.৬৯**	**৯০৮.৯৬**	**৮৬২.০৬**	**১০২৮.১৪**	**১১৬২.২৫**
১. শাকসবজি	৭৭.৯৮	৯৯.৬৮	১৬৪.০০	১১৮.৭৩	৯৯.৯১
২. তামাক	৫৬.৩৯	৬৩.৩৩	৮০.৩৬	৮৬.২০	১০৭.২২
৩. ফলমূল ও ফুল	২.৩৩	৫.৭১	০.৫২	০.৬৭	৫.৩৭
৪. মসলা	৪২.৯২	৪১.৩১	৩৩.২৮	৪৩.২৯	৩৯.৬৬
৫. শুকনা খাবার	২০১.৩৭	২২৭.০৯	১৯৩.৭১	২৮৩.৩৮	২৪৯.৯৬
৬. অন্যান্য	২৯২.৭০	৪৭১.৮৪	৩৯০.১৯	৪৯৫.৮৭	৬৬০.১৩
গ. ম্যানুফ্যাকচারাড পণ্যসমূহ	**৩৫৪৮৬.০৬**	**৩৯১২৫.৬৮**	**৩২৩৫৫.৮৮**	**৩৭২৫২.৮০**	**৫০৩৮৭.৪৭**
১. পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	৩৩.৭০	২০৩.৭৪	২৩.৪৮	২৩.৩৩	৩৩.৫৩
২. রাসায়নিক দ্রব্য	১৫০.৭২	২০৫.১৮	১৯৮.৮৬	২৮০.৫৮	৩৬৪.০৭
৩. প্লাস্টিক সামগ্রী	৯৮.৪৮	১১৯.৮০	১০০.৫২	১১৫.২৮	১৬৬.২৫
৪. চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী (চামড়ার জুতা ব্যতীত)	১০৮৫.৫১	১০১৯.৭৮	৭৯৭.৬০	৯৪১.৬৭	১২৪৫.১৮
৫. তুলা ও তুলাজাত সামগ্রী	১২৪.৮৫	১৫২.১৬	১৩৩.৫৬	১৫৪.২৯	২৪৪.৯২
৬. কাঁচা পাট	১০২৫.৫৫	৮১৬.২৭	৮৮২.৩৫	১১৬১.৪৮	১১২৭.৬৩
৭. পাটজাত দ্রব্যসামগ্রী	১১০.০৪	১৪৩.৯৩	১১৬.০৪	১৩০.৯০	৩১৪.৮২
৮. বিশেষায়িত টেক্সটাইল	১৫১৮৮.৫১	১৬৮৮৮.৫৪	১৩৯০৮.০০	১৬৯৬০.০৩	২৩২১৪.৩২
৯. নীটওয়্যার পণ্য	১৫৪২৬.২৫	১৭২৪৪.৭৩	১৪০৪১.১৯	১৪৪৯৬.৭০	১৯৩৯৮.৮৪
১০. ওভেন পোশাক পরিচ্ছদ	৮৭৮.৬৯	৮৫১.৭২	৭৫৮.৯১	১১৩২.০৩	১৬২১.৯৩
১১. হোম টেক্সটাইল	২৪৪.০৯	২৭১.৫৩	২৭৭.১৩	৩৪৪.৪৬	৪৪৯.১৫
১২. পাদুকা (চামড়ার পাদুকাসহ)	৩৫৫.৯৭	৩৪১.৩০	২৯২.৯২	৫২৯.০০	৭৯৫.৬৩
১৩. ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য	৩০.০৫	৪.৭৩	১১.৩২	০.২০	০.২৪
১৪. জাহাজ, নৌকা ও ভাসমান কাঠামো	৭৩৩.৬৫	৮৬২.২৭	৮১৪.০০	৯৮২.৮৫	১৪১০.৯৬
১৫. অন্যান্য	**৩৬৬৬৮.১৭**	**৪০৫৩৫.০৪**	**৩৩৬৭৪.০৯**	**৩৮৭৫৮.৩১**	**৫২০৮২.৬৬**
মোট রপ্তানি (ক+খ+গ)	৫৭৮৫.২৬	৬০৩০.২৪	৪৯৪৩.৭৪	৫৩০৫.৯৮	৬৮৯৮.৯১
তন্মধ্যে, ইপিজেড থেকে রপ্তানি	৫.৮১	১০.৫৫	-১৬.৯৩	১৫.১০	৩৪.৩৮
প্রবৃদ্ধির শতকরা হার (পূর্ববর্তী বছরের তুলনায়)	**৫০৮.৪২**	**৫০০.৪০**	**৪৫৬.১৫**	**৪৭৭.৩৭**	**৫৩২.৯৪**

উৎস : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

সারণি-১৯ প্রকারভিত্তিক পণ্য আমদানির গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১[স]	অর্থবছর ২২[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬
ক. খাদ্যশস্যসমূহ	**৩০৯৮.৮৩**	**১৫৫১.৫৭**	**১৬৭২.০৫**	**২৬৮০.৪৩**	**২৫৬১.৭৬**
১. চাল	১৬০৪.৫০	১১৫.০৮	২১.৫১	৮৫০.৮৭	৪২৬.৭৫
২. গম	১৪৯৪.৩৩	১৪৩৬.৪৯	১৬৫০.৫৪	১৮২৯.৫৬	২১৩৫.০১
খ. ভোগ্যপণ্যসমূহ	**৩৮১৪.২৩**	**৩৫১৬.১৪**	**৩৭০৫.১১**	**৪১৫৫.৫৯**	**৫৭৭৯.২৪**
১. দুধ এবং দুধজাত দ্রব্য	৩২১.৬৬	৩৬০.৮৪	৩৪১.১৯	৩৪৪.০৯	৪১৮.৪৮
২. মসলা	২৮২.৩৭	৩২৭.১০	৩৫১.০৫	৪০৪.৩৮	৩৬২.৯৫
৩. ভোজ্য তেল	১৮৬৩.২৪	১৬৫৬.২৭	১৬১৭.২৮	১৯২৬.৩৮	২৮৯৩.০৬
৪. ডাল (সব ধরনের)	৪৩৩.৯৪	৪৬৯.৪৫	৬৬২.২১	৬৮১.০৩	৮২৮.৯৩
৫. চিনি	৯১৩.০২	৭০২.৪৮	৭৩৩.৩৮	৭৯৯.৭১	১২৭৫.৮২
গ. মাধ্যমিক পণ্যসমূহ	**৩০৬০৫.২০**	**৩৩৬০৮.৫৩**	**৩১৯১২.৪৭**	**৩৮৩০৬.৮৪**	**৫৫১৯২.১০**
১. পেট্রোলিয়াম দ্রব্যসমূহ	৪০১৭.৫২	৪৯৭৬.৯৭	৫৩৫৭.৪৮	৮৯৮৫.১০	৭৯৯৩.০২
ক. অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৩৬৫.১৯	৪১৫.৪৬	৭৩০.৮৬	২৬১৬.৩৭	৯৩৫.৮৬
খ. পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	৩৬৫২.৩৩	৪৫৬১.৫১	৪৬২৬.৬২	৬৩৬৮.৭৩	৭০৫৭.১৬
২. তৈরি পোশাক সংশ্লিষ্ট পণ্যসমূহ	১৪৩২০.৬৩	১৪৮১৮.৯৫	১৩০২৪.৫৪	১৪০৬৯.২৭	২২২৫৪.৩৫
ক. কাঁচা তুলা	৩২৩৫.৪৪	৩০৮২.১৭	২৯৬০.৬৫৯	৩১৮৬.০২	৪৪৩৮.৬৩
খ. সুতা	২৩৫১.০২	২৪৪৪.৯০	১৯০.৯৫	২৪৩৫.৯০	৫২৪৫.৪৩
গ. টেক্সটাইল এবং তন্তুজাত সামগ্রী	৬৮৫৯.৪৯	৭২৮৪.৪১	৬৩৮০.১৯	৬৫৫২.৯৯	৯৯৩৬.৫৫
ঘ. স্ট্যাপল ফাইবার	১১৭৯.৬৫	১২২৮.২৪	১০৮৫.৫০	১০৩৯.৪৮	১৫৬৮.৫১
ঙ. ডাইং ও টেনিং প্রক্রিয়াজাতকরণ সামগ্রী	৬৯৫.০৩	৭৭৯.২৩	৬৯৭.৩১	৮৫৪.৮৮	১০৬৫.২৩
৩. অন্যান্য মাধ্যমিক পণ্যসমূহ	১২২৬৭.০৫	১৩৮১২.৬১	১৩৫৩০.৪৫	১৫২৫২.৪৭	২৪৯৪৪.৭৩
ক. ক্লিংকার	৭৬৫.৬৭	৯৯৩.৩২	৮৭৮.৫৭	১০৪৮.১৬	১২২২.৭৭
খ. তেলবীজ	৫৭১.১২	৭৯৬.৪৩	১১৮২.৬৮	১৪০৬.০৭	১৭৫৭.৫৬
গ. রাসায়নিক দ্রব	২৩১৫.০১	২৪৭২.০৪	২৫৩৩.৩৫	২৯৭৩.৭৪	৩৭৬৪.৯৫
ঘ. ঔষধ সামগ্রী	২৫২.৭১	২৪৫.৯৪	২৯৩.৮৩	৩৬৩.০৫	১৪৮২.২৬
ঙ. সার	১০০৫.৫৫	১৩০১.৪২	১০৩৫.২৪	১৩৬০.৪২	৪৩৯১.১১
চ. প্লাস্টিক ও রাবার এবং তন্তুজাত সামগ্রী	২৫২৫.১৪	২৭৫৭.১৯	২৬০৯.৮০	৩১৬৮.১১	৪৩১৬.১৮
ছ. লৌহ, ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতু	৪৮৩১.৮৫	৫২৪৬.২৭	৪৯৯৬.৯৮	৪৯৩২.৯২	৮০০৯.৯০
ঘ. মূলধনী দ্রব্যসমূহ	**১৪৫৫৬.১৮**	**১৪৬০১.৯৫**	**১১১০৮.৮৬**	**১৩০১১.৯৪**	**১৬৪৩৩.৮৯**
১. মূলধনী যন্ত্রপাতি	৫৪৬২.৩৮	৫৪১২.৬২	৩৫৮১.৩১	৩৮২৪.৪৭	৫৪৬৩.২০
২. অন্যান্য মূলধনী দ্রব্যসমূহ	৯০৯৩.৮০	৯১৮৯.৩৩	৭৫২৭.৫৫	৯১৮৭.৪৭	১০৯৭০.৯৬
ঙ. অন্যান্য (এনআইই)	৬৭৯০.৮৯	৬৬৩৬.৫৩	৬৩৮৬.২০	৭৪৩৯.৯১	৯১৯৫.৩৩
মোট আমদানি (সিআইএফ)	**৫৮৮৬৫.৩৩**	**৫৯৯১৪.৭২**	**৫৪৭৮৪.৬৯**	**৬৫৫৯৪.৭১**	**৮৯১৬২.৩৩**
মোট আমদানি (এফওবি)	**৫৪৪৬৩.২০**	**৫৫৪৩৮.৫০**	**৫০৬৯০.৪০**	**৬০৬৮১.২০**	**৮২৪৯৫.১০**
তন্মধ্যে: ইপিজেড-এর আমদানি	৩৭৫৬.০৪	৪০৩১.৫৩	৩৪৮৭.৭০	৩৪৮৮.৫৮	৫১২৯.৭০

[স] সংশোধিত, [সা] সাময়িক।

উৎস : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর উপাত্ত ব্যবহার করে পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত।

সারণি-২০ আমদানি ঋণপত্র খোলা, নিষ্পত্তি ও আমদানি ঋণপত্র বাতিলকরণের খাতভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণী

(মিলিয়ন ডলার)

খাত/পণ্য	অর্থবছর ২১			অর্থবছর ২২			অর্থবছর ২১-এর তুলনায় অর্থবছর ২২-এ পরিবর্তনের শতকরা হার		
	নতুন এলসি খোলা	এলসি নিষ্পত্তি	স্থিতি	নতুন এলসি খোলা	এলসি নিষ্পত্তি	স্থিতি	নতুন এলসি খোলা	এলসি নিষ্পত্তি	স্থিতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১) ভোগ্যপণ্য	৭৮১২.৬৮	৬৮০৬.৯৯	১৭৫০.৫০	৯৮৩৭.১০	৮৬৭৮.৬৭	২৭৪০.৭৬	২৫.৯১	২৭.৫০	৫৬.৫৭
মোট এর শতকরা হার	১১.৬৫	১১.৮৯	৬.৫৬	১০.৬৭	১০.৩৭	৮.১০			
ক) খাদ্যশস্য (চাল এবং গম)	২৪৪১.১৪	১৮০৮.৩৪	৭৯১.৯৫	২৯২৯.৭০	২৪৪৭.২৫	১০৯৬.৯৯	২০.০১	৩৫.৩৩	৩৮.৫২
খ) অন্যান্য খাদ্যশস্য	৫৩৭১.৫৫	৪৯৯৮.৬৫	৯৫৮.৫৫	৬৯০৭.৪০	৬২৩১.৪১	১৬৪৩.৭৬	২৮.৫৯	২৪.৬৬	৭১.৪৮
২) মাধ্যমিক পণ্য	৬১৪৩.৮১	৫৩১৪.৯৬	১২৫০.৪৯	৭৮৮২.০৫	৭১৮৭.২৯	১৮৩৪.৩৮	২৮.২৯	৩৫.২৩	৪৬.৬৯
মোট এর শতকরা হার	৯.১৬	৯.২৮	৪.৬৯	৮.৫৫	৮.৫৯	৫.৪২			
৩) শিল্প কাঁচামাল	২৪৪১৯.৩৮	২০২২৫.৯৯	৭১৭১.১০	৩৩৪০১.৯৯	২৯৭৩৮.৭৫	১০৩৯১.৭০	৩৬.৭৮	৪৭.০৩	৪৪.৯১
মোট এর শতকরা হার	৩৬.৪৩	৩৫.৩৩	২৬.৮৯	৩৬.২১	৩৫.৫৪	৩০.৭১			
৪) পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	৪৪০৭.৯২	৪২৮৯.৬৪	৩৩৭.৯৩	৯৩৬৪.৪৯	৯২৭৩.২৩	৮২৮.৩৪	১১২.৪৫	১১৬.১৮	১৪৫.১২
মোট এর শতকরা হার	৬.৫৮	৭.৪৯	১.২৭	১০.১৫	১১.০৮	২.৪৫			
৫) মূলধনী যন্ত্রপাতি	৫৭০২.৫৯	৩৭৪১.৭৬	৩২৪৭.৭৫	৬৪৬৩.৬৮	৫২৬৭.৫৪	৩৮০৯.৫৬	১৩.৩৫	৪০.৭৮	১৭.৩০
মোট এর শতকরা হার	৮.৫১	৬.৫৪	১২.১৮	৭.০১	৬.২৯	১১.২৬			
৬) বিবিধ শিল্প যন্ত্রপাতি	৩৭১৯.৫২	৩৩০২.২৬	৯০২.৪২	৪৩৩৯.৭০	৪২৩৮০৩১	১১৮১.৮১	১৬.৬৭	২৮.৩৫	৩০.৯৬
মোট এর শতকরা হার	৫.৫৫	৫.৭৭	৩.৩৮	৪.৭১	৫.০৬	৩.৪৯			
৭) অন্যান্য	১৮৮৩১.৫৩	১৩৫৭৪.৮০	১২০০৭.২১	২০৯৪৫.৬৯	১৯২৯৭.৯৫	১৩০৫০.৪২	৪১.২২	৪২.১৬	৮.৬৯
মোট এর শতকরা হার	২২.১২	২৩.৭১	৪৫.০৩	২২.৭১	২৩.০৬	৩৮.৫৭			
ক. বাণিজ্যিক ক্ষেত্র	৪২২৩.৭৫	৩৪৩৮.৭৪	১২৫৪.২০	৪৮১৫.৯৪	৪১৭২.২৩	১৪৬৭.২৫	১৪.০২	২১.৩৩	১৬.৯৯
খ. শিল্প ক্ষেত্র	১০৬০৭.৭৮	৮৯৭৭.৮০	২৭৭১.৯০	১৬১২৯.৭৫	১৩৮০৭.৫৮	৪৯২০.২২	৫২.০৬	৫৩.৮০	৭৭.৫০
গ. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র*	০.০০	১১৫৮.২৬	৭৯৮১.১০	০.০০	১৩১৮.১৫	৬৬২.৯৫	-	১৩.৮০	-১৬.৫২
মোট :	**৬৭০৩৭.৪২**	**৫৭২৫৬.৪০**	**২৬৬৬৭.৪০**	**৯২২৩৪.৬৯**	**৮৩৬৮১.৭৩**	**৩৩৮৩৬.৯৮**	**৩৭.৫৯**	**৪৬.১৫**	**২৬.৮৯**
তন্মধ্যে, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি	৮৯৯৯.২৭	৭৫০৭.৭৭	৩১২১.৭৩	১২৫৮২.৭৩	১১২৭২.১১	৪০৭৩.৯৭	৩৯.৮২	-৩৬.২৪	৩০.৫০

* রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের মোট নিষ্পত্তি ৪৭১৭.০৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

উৎস : ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-২১ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের গতিধারা

বছর (জুন শেষে)	মোট রিজার্ভ	
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩
২০০৩	১৪১,৭৫৩	২,৪৭০
২০০৪	১৬৩,২৪১	২,৭০৫
২০০৫	১৮৬,৭৬৯	৩,০২৪
২০০৬	২৪২,৯১৪	৩,৪৮৪
২০০৭	৩৪৯,৩১৪	৫,০৭৭
২০০৮	৪২১,৩৭৭	৬,১৪৯
২০০৯	৫১৫,৯৪৫	৭,৪৭১
২০১০	৭৪৭,১২১	১০,৭৫০
২০১১	৮০৯,৯৯৬	১০,৯১২
২০১২	৮৪৮,০৭১	১০,৩৬৪
২০১৩	১,১৯০,৮৯৬	১৫,৩১৫
২০১৪	১,৬৬৯,৬৬৫	২১,৫০৮
২০১৫	১,৯৪৬,৬০১	২৫,০২৫
২০১৬	২,৩৬৫,১৮৯	৩০,১৬৮
২০১৭	২,৬৯৯,৪৯২	৩৩,৪৯৩
২০১৮	২,৭৫৮,০৮২	৩২,৯৪৩
২০১৯	২,৭৬৭,৪৬০	৩২,৭৫১
২০২০	৩,০৫৯,৫৪৪	৩৬,০৩৭
২০২১	৩,৯৩৪,৬৭১	৪৬,৩৯১
২০২২	৩,৯০৮,৭০৮	৪১,৮২৭

উৎস : একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-২২ টাকা-মার্কিন ডলার বিনিময় হারের গতিধারা

অর্থবছর	প্রতি মার্কিন ডলারে টাকা	
	অর্থবছরের বার্ষিক গড়	অর্থবছর শেষে
১	২	৩
অর্থবছর ১২	৭৯.০৯৬৩	৮১.৮২০০
অর্থবছর ১৩	৭৯.৯৩২৬	৭৭.৭৬৫০
অর্থবছর ১৪	৭৭.৭২১৮	৭৭.৬৩০০
অর্থবছর ১৫	৭৭.৬৭৪৬	৭৭.৮০৫০
অর্থবছর ১৬	৭৮.২৬৩৭	৭৮.৪০০০
অর্থবছর ১৭	৭৯.১১৯২	৮০.৫৯৫০
অর্থবছর ১৮	৮২.১০০৯	৮৩.৭২৫০
অর্থবছর ১৯	৮৪.০২৬৩	৮৪.৫০০০
অর্থবছর ২০	৮৪.৭৮১১	৮৪.৯০০০
অর্থবছর ২১	৮৪.৮০৬৩	৮৪.৮১২৫
অর্থবছর ২২	৮৬.৩০০৬	৯৩.৪৫০০

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-২৩ দেশভিত্তিক প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশসমূহ	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২	অর্থবছর ২২-এ মোট পরিমাণের শতকরা হিসেবে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সৌদি আরব	২৫৯১.৫৮	৩১১০.৪০	৪০১৫.১৬	৫৭২১.৪১	৪৫৪১.৯৬	২১.৬০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৯৯৭.৪৯	১৮৪২.৮৬	২৪০৩.৪০	৩৪৬১.৬৮	৩৪৩৮.৪১	১৬.৩৫
সংযুক্ত আরব আমিরাত	২৪২৯.৯৬	২৫৪০.৪১	২৪৭২.৫৬	২৪৩৯.৯৯	২০৭১.৮৫	৯.৮৫
যুক্তরাজ্য	১১০৬.০১	১১৭৫.৬৩	১৩৬৪.৮৯	২০২৩.৬২	২০৩৯.২৩	৯.৭০
মালয়েশিয়া	১১০৭.২১	১১৯৭.৬৩	১২৩১.৩০	২০০২.৩৬	১০২১.৮৫	৪.৮৬
কুয়েত	১১৯৯.৭০	১৪৬৩.৩৫	১৩৭২.২৪	১৮৮৬.৫০	১৬৮৯.৫৯	৮.০৩
ওমান	৯৫৮.১৯	১০৬৬.০৬	১২৪০.৫৪	১৫৩৫.৬৪	৮৯৭.৪০	৪.২৭
কাতার	৮৪৪.০৬	১০২৩.৯১	১০১৯.৬০	১৪৫০.১৮	১৩৪৬.৪৭	৬.৪০
ইতালি	৬৬২.২২	৭৫৭.৮৮	৬৯৯.১৫	৮১০.৯০	১০৫৪.২০	৫.০১
সিংগাপুর	৩৩০.১৬	৩৬৮.৩৩	৪৫৭.৪০	৬২৪.৮৬	৩৮৫.২৪	১.৮৩
বাহরাইন	৫৪১.৬২	৪৭০.০৮	৪৩৭.১৮	৫৭৭.৭৪	৫৬৬.৬১	২.৬৯
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৫৩.১৫	১৬৮.১৪	১৬৮.০৬	৪২০.৩৮	৩১৪.৭৩	১.৫০
দক্ষিণ কোরিয়া	৯৬.২৯	১১২.৫১	১৭৭.৮৪	২০৯.১৬	১৩৫.৪৬	০.৬৪
ফ্রান্স	১৩৪.৪০	১৫৯.৪২	১৬০.৫৩	২০১.১৫	২৫৫.৯৭	১.২২
জর্ডান	১১১.১৬	১২৬.২৮	১২৬.৭৮	১৭০.৯১	১৪৩.২৩	০.৬৮
অস্ট্রেলিয়া	৫৬.৫৬	৫৭.১৫	৬১.৩২	১৪১.৭৭	১২৮.৫৪	০.৬১
কানাডা	৫৭.৫৬	৬২.৯০	৭৭.১৫	১৩৩.৫২	১২৭.২৬	০.৬১
গ্রিস	৩৯.৪৩	৪২.৯৪	৫২.৩০	৮৯.৯৪	৯৫.৫৯	০.৪৫
জার্মানি	৪০.২০	৬০.৬২	৫২.৭৫	৬৬.৮৯	৮৩.৫০	০.৪০
লেবানন	১১৫.৭২	১২৬.৮৫	৮৬.৯৯	৬৬.৭৯	৪৯.৭৪	০.২৪
অন্যান্য দেশ	৪০৯.০২	৪৮৬.২৮	৫২৭.৮৭	৭৪২.৩২	৬৪৪.৮৫	৩.০৭
সর্বমোট	**১৪৯৮১.৬৯**	**১৬৪১৯.৬৩**	**১৮২০৫.০১**	**২৪৭৭৭.৭১**	**২১০৩১.৬৮**	**১০০.০০**

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-২৪ বাংলাদেশে ডিজিটাল লেনদেন

(বাংলাদেশি টাকায় ভলিউম হাজারে, এবং ভ্যালু বিলিয়নে)

বিবরণ	অর্থবছর ২১		অর্থবছর ২২		শতকরা পরিবর্তন	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
বিসিপিএস (রেগুলার ভ্যালু)	**১৮৩৭৩**	**৮৮৮৬.৮**	**১৯৫৭১**	**৯২৩৬.৯**	**৬.৫**	**৩.৯**
বিসিপিএস (হাই ভ্যালু)	**২২৮৭**	**১৫৩৪৮.০**	**২৪৮১**	**১৬৩৬৮.৩**	**৮.৫**	**৬.৬**
বিইএফটিএন (ডেবিট)	**১৩৭৬৫২**	**৩৭৭৪.৪**	**১৮৮১২৫**	**৪৯৫৪.১**	**৩৬.৭**	**৩১.৩**
বিইএফটিএন (ক্রেডিট)	**৪০৬৬**	**৬৩১.৫**	**৪৯৫৫**	**৯৭৪.০**	**২১.৯**	**৫৪.২**
এমএফএস লেনদেনসমূহ	**৩৫৮১৮১০**	**৬৮৬৬.১**	**৪১০৩৪৭৯.৩**	**৮৫৬৪.১**	**১৪.৬**	**২৪.৭**
এটিএম লেনদেনসমূহ	**১৯৬২০০**	**১৫৮৫.৭**	**২৯৩৮৫১**	**২৯৮৫.৮**	**৪৯.৮**	**৮৮.৩**
ক্রেডিট কার্ড-অভ্যন্তরীণ লেনদেন	২৩৭৬	১৫.৭	৫৫৩৫	৩১.৩	১৩৩.০	৯৯.৪
ক্রেডিট কার্ড-বৈদেশিক লেনদেন	৩৯	০.৬	৩২	০.৬	-১৭.৯	০.০
ডেবিট কার্ড-অভ্যন্তরীণ লেনদেন	১৯৩৭৬৩	১৫৬৮.৮	২৮৮২৪০	২৯৫৩.০	৪৮.৮	৮৮.২
ডেবিট কার্ড-বৈদেশিক লেনদেন	২২	০.৬	৪৪	০.৯	১০০.০	৫০.০
পিওএস লেনদেনসমূহ	**৩৩৪৪৫**	**১৭১.৯**	**৪৫৩৪৭**	**২২৬.৭**	**৩৫.৬**	**৩১.৯**
ক্রেডিট কার্ড-অভ্যন্তরীণ লেনদেন	১৬৯৫৫	১০৫.৮	২২৩৬৯	১৩৩.৩	৩১.৯	২৬.০
ক্রেডিট কার্ড-বৈদেশিক লেনদেন	৭১৪	৪.৮	১৫২২	১৩.৮	১১৩.২	১৮৭.৫
ডেবিট কার্ড-অভ্যন্তরীণ লেনদেন	১৫৬৯২	৬০.৯	২১১৬৯	৭৮.০	৩৪.৯	২৮.১
ডেবিট কার্ড-বৈদেশিক লেনদেন	৮৪	০.৪	২৮৭	১.৬	২৪১.৭	৩০০.০
ই-কমার্স লেনদেনসমূহ	**১৫২২৬**	**৭৭.৫**	**৩৩৫২০**	**৮৮.০**	**১২০.১**	**১৩.৪**
ক্রেডিট কার্ড-অভ্যন্তরীণ লেনদেন	৭৪১২	৩৮.২	৯১৪৪	৪৫.৫	২৩.৪	১৯.১
ক্রেডিট কার্ড-বৈদেশিক লেনদেন	২৩৫	০.৭	১৫৪১	০.৭	৫৫৫.৭	০.০
ডেবিট কার্ড-অভ্যন্তরীণ লেনদেন	৭৪১২	৩৮.২	২২১৫৫	৪০.০	১৯৮.৯	৪.৭
ডেবিট কার্ড-বৈদেশিক লেনদেন	১৬৭	০.৫	৬৮০	১.৮	৩০৭.২	২৬০.০
ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার (আইবিএফটি)	**৩৩৩৭**	**৯৮.৬**	**৯১০২**	**৩৩৫.৪**	**১৭২.৮**	**২৪০.২**
আরটিজিএস লেনদেনসমূহ	**৩৬২১**	**১৯৬৪৪.৩**	**৬৩৬৬**	**৩৪৩২০.৯**	**৭৫.৮**	**৭৪.৭**
সর্বমোট ডিজিটাল লেনদেন *	**৩৯৯৬০১৭**	**৫৭০৮৫.০**	**৪৭০৬৭৯৭**	**৭৮০৫৪.২**	**১৭.৮**	**৩৬.৭**

* আন্তঃব্যাংক অনলাইন লেনদেনসমূহ ব্যতীত।

উৎস: পেমেন্ট সিস্টেম্‌স ডিপার্টমেন্ট ও পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-২৫ তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা
(৩০ জুন ২০২২)

ব্যাংক	প্রতিষ্ঠার তারিখ	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
ক. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন/রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংকসমূহ (৬+৩=৯)		
ক.১ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৬)		
১) সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	১৫/১১/২০০৭	২৬/০৩/১৯৭২ তারিখ হতে সোনালী ব্যাংক হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে।
২) জনতা ব্যাংক লিমিটেড	১৫/১১/২০০৭	২৬/০৩/১৯৭২ তারিখ হতে জনতা ব্যাংক হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে।
৩) অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	১৫/১১/২০০৭	২৬/০৩/১৯৭২ তারিখ হতে অগ্রণী ব্যাংক হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে।
৪) রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	১৪/১২/১৯৮৬	২৬/০৩/১৯৭২ তারিখ হতে রূপালী ব্যাংক হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে।
৫) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	৩১/১২/২০০৯	৩১/১০/১৯৭২ তারিখ হতে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে।
৬) বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	২১/০১/১৯৮৯	-
ক.২ বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ (৩)		
১) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৩১/০৩/১৯৭৩	১৯৭২ সাল হতে এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে।
২) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৫/০৩/১৯৮৭	-
৩) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	৩০/০৭/২০১৮	
খ. ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৪৩)		
১) উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	১৫/০৯/১৯৮৩	২৬/০৩/১৯৭২ তারিখ হতে উত্তরা ব্যাংক হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে।
২) পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	২৪/০১/১৯৮৫	২৬/০৩/১৯৭২ তারিখ হতে পূবালী ব্যাংক হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে।
৩) এবি ব্যাংক লিমিটেড	১২/০৪/১৯৮২	-
৪) ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	২৩/০৩/১৯৮৩	-
৫) দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	২৭/০৩/১৯৮৩	-
৬) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	৩০/০৩/১৯৮৩	-
৭) ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স (আইএফআইসি) ব্যাংক লিমিটেড	২৪/০৬/১৯৮৩	-
৮) ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	২৯/০৬/১৯৮৩	-
৯) আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড	২৮/০২/২০০৮	১৯৮৭ সাল হতে আল-বারাকা ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড এবং ২০০৪ সাল হতে দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে।
১০) ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড	১৬/০৮/১৯৯২	-
১১) ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	১৭/০৫/১৯৯৩	-
১২) প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	১৭/০৪/১৯৯৫	-
১৩) সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৫/০৫/১৯৯৫	-
১৪) ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	০৫/০৭/১৯৯৫	-
১৫) আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২৭/০৯/১৯৯৫	-
১৬) সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২২/১১/১৯৯৫	-
১৭) ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৩/১৯৯৬	-
১৮) বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	১৬/০৯/১৯৯৮	-
১৯) মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	০২/০৬/১৯৯৯	-
২০) স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৬/১৯৯৯	-
২১) ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	১৪/০৭/১৯৯৯	-
২২) এক্সপোর্ট ইমপোর্ট (এক্সিম) ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড	০৩/০৮/১৯৯৯	-

সারণি-২৫ (চলমান) তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা

(৩০ জুন ২০২২)

	ব্যাংক	প্রতিষ্ঠার তারিখ	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
২৩)	মিউচুয়্যাল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৪/১০/১৯৯৯	-
২৪)	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২২/০৯/১৯৯৯	-
২৫)	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	২৬/১০/১৯৯৯	-
২৬)	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	২৭/১১/১৯৯৯	-
২৭)	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৯/১১/১৯৯৯	-
২৮)	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৬/২০০১	-
২৯)	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১০/০৫/২০০১	-
৩০)	ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	০১/০৭/২০০১	-
৩১)	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	২৫/০৩/২০১৩	-
৩২)	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৪/২০১৩	-
৩৩)	মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড	০৯/০৪/২০১৩	-
৩৪)	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	২৫/০৩/২০১৩	-
৩৫)	পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড	২৫/০৪/২০১৩	২৯/০১/২০১৯ তারিখের পূর্বে দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড হিসাবে পরিচালিত হয়।
৩৬)	সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	২৫/০৩/২০১৩	-
৩৭)	এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড	২৮/০৪/২০১৩	-
৩৮)	মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড	১৬/০৬/২০১৩	-
৩৯)	সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড	২১/০৭/২০১৬	-
৪০)	গ্লোবাল ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড	২৯/০৭/২০১৩	০১/০১/২০২১ তারিখের পূর্বে এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড হিসাবে পরিচালিত হয়।
৪১)	কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	০১/১১/২০১৮	-
৪২)	বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	২৩/০২/২০২০	-
৪৩)	সিটিজেনস্ ব্যাংক পিএলসি	১৫/১২/২০২০	-
গ. বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৯)			
১)	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	১৩/০৫/১৯৭২	১২/০৬/১৯৬৫ তারিখ হতে চার্টার্ড ব্যাংক হিসাবে পরিচালিত হয়।
২)	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	০৫/০৫/১৯৭৫	-
৩)	হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৬/১৯৭৬	-
৪)	ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৮/০৪/১৯৯৪	-
৫)	সিটি ব্যাংক এন.এ.	২৪/০৬/১৯৯৫	-
৬)	উরি ব্যাংক	২১/০৯/১৯৯৬	১৯৯৬ সালের পূর্বে হানিল ব্যাংক হিসাবে পরিচালিত হয়।
৭)	দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন (এইচএসবিসি) লিমিটেড	১৭/১২/১৯৯৬	-
৮)	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন পিএলসি	০৬/১১/২০০৩	-
৯)	ব্যাংক আল্‌ফালাহ্ লিমিটেড	২৪/০৪/২০০৫	-

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-২৬ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
(৩০ জুন ২০২২)

ক. রাষ্ট্র-মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (৩+২)

ক. ১. একক মালিকানাধীন (৩)

১. অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানি লিমিটেড
২. বাংলাদেশ ইনফ্রাস্টাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড
৩. ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (আইডিসিওএল)

ক. ২. যৌথ মালিকানাধীন (২)

১. সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড
২. দি ইউএই- বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

খ. ব্যক্তি মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (৩০)

১. আভিভা ফাইন্যান্স লিমিটেড
২. বাংলাদেশ ফাইন্যান্স লিমিটেড
৩. বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড
৪. বে লিজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড
৫. ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি
৬. জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড
৭. হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড
৮. আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
৯. লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড
১০. লংকান এলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেড
১১. স্ট্রাটেজিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
১২. ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেড
১৩. উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
১৪. ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড
১৫. ফারইস্ট ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
১৬. এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
১৭. ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড
১৮. আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
১৯. ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড
২০. ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
২১. ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
২২. ম্যারিডিয়ান ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
২৩. মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড
২৪. ন্যাশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেড
২৫. ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
২৬. পিপলস্ লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
২৭. ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
২৮. প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড
২৯. প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
৩০. সিভিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড

* আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সকৃত।

উৎস : আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট-৪

ব্যাংকিং খাতের কর্মদক্ষতার সূচকসমূহ

(সারণি: ১-১৩)

সারণি ১ ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

২০২২ (জুন)

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ (বিলিয়ন টাকা)	মোট সম্পদ এর শতকরা অংশ	মোট আমানত (বিলিয়ন টাকা)	মোট আমানত এর শতকরা অংশ
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৬	৩৮১২	৫২১৬.০	২৪.২	৪০৫০.২	২৫.৭
বিশেষায়িত	৩	১৫১৯	৪৭০.৯	২.২	৪৪১.৩	২.৮
বেসরকারি	৪৩	৫৫৬৭	১৪৬৬৫.৭	৬৮.১	১০৬৩৩.৩	৬৭.৪
বিদেশি	৯	৬৫	১১৯৩.৯	৫.৫	৬৬০.৭	৪.২
মোট	৬১	১০৯৬৩	২১৫৪৬.৪	১০০.০	১৫৭৮৫.৫	১০০.০

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এবং ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ২ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন এবং ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাতের গতিধারা

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	১০.৮	৮.৩	৬.৪	৫.৯	৫.০	১০.৩	৫.০	৯.৬	৮.১	৬.৪
বিশেষায়িত	-৯.৭	-১৭.৪	-৩২.০	-৩৩.৭	-৩৫.৫	-৩১.৭	-৩২.০	-৩২.৯	-৩৩.৬	-৩৫.৮
বেসরকারি	১২.৫	১২.৫	১২.৪	১২.৪	১২.৫	১২.৮	১৩.৬	১৩.৭	১৩.৭	১৩.০
বিদেশি	২০.৩	২২.৭	২৫.৬	২৫.৪	২৪.৯	২৫.৯	২৪.৫	২৮.৪	২৫.৯	২৬.৪
মোট	১১.৫	১১.৪	১০.৮	১০.৮	১০.৮	১২.১	১১.৬	১২.৫	**১২.০০**	**১১.২**

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৩ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ এবং মোট ঋণের অনুপাত

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	১৯.৮	২২.২	২১.৫	২৫.০	২৬.৫	৩০.০	২৩.৯	২০.৯	১৯.৩	২১.৯
বিশেষায়িত	২৬.৮	৩২.৮	২৩.২	২৬.০	২৩.৪	১৯.৫	১৫.১	১৩.৩	১২.০	১১.৭
বেসরকারি	৪.৫	৪.৯	৪.৯	৪.৬	৪.৯	৫.৫	৫.৮	৪.৭	৫.৩	৬.০
বিদেশি	৫.৫	৭.৩	৭.৮	৯.৬	৭.০	৬.৫	৫.৭	৩.৫	৪.৩	৪.৪
মোট	**৮.৯**	**৯.৭**	**৮.৮**	**৯.২**	**৯.৩**	**১০.৩**	**৯.৩**	**৭.৭**	**৭.৯**	**৯.০**

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৪ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাতের গতিধারা

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	১.৭	৬.১	৯.২	১১.১	১১.২	১১.৩	৬.১	০.০	২.৫	৬.০
বিশেষায়িত	১৯.৭	২৫.৫	৬.৯	১০.৫	৯.৭	৫.৭	৩.০	১.৩	৪.৪	-০.১
বেসরকারি	০.৬	০.৮	০.৬	০.১	০.২	০.৪	-০.১	-১.৫	-১.১	-০.৬
বিদেশি	-০.৪	-০.৯	-০.২	১.৯	০.৭	০.৭	০.২	-০.৬	-০.৭	-০.৫
মোট	**২.০**	**২.৭**	**২.৩**	**২.৩**	**২.২**	**২.২**	**১.০**	**-১.২**	**-০.৪**	**০.৫**

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	১৬৬.১	২২৭.৬	২৭২.৮	৩১০.৩	৩৭৩.৩	৪৮৭.০	৪৩৯.৯	৪২২.৭	৪৪৯.৮	৫৫৪.৩
বিশেষায়িত	৮৩.৬	৭২.৬	৪৯.৭	৫৬.৮	৫৪.৩	৪৭.৯	৪০.৬	৪০.৬	৩৯.৯	৪১.৯
বেসরকারি	১৪৩.১	১৮৪.৩	২৫৩.৩	২৩০.৬	২৯৪.০	৩৮১.৪	৪৪১.৭	৪০৩.৬	৫১৫.২	৬২৬.৮
বিদেশি	১৩.০	১৭.১	১৮.২	২৪.১	২১.৫	২২.৯	২১.০	২০.৪	২৭.৮	২৯.৬
মোট	**৪০৫.৮**	**৫০১.৬**	**৫৯৪.০**	**৬২১.৮**	**৭৪৩.১**	**৯৩৯.২**	**৯৪৩.৩**	**৮৮৭.৩**	**১০৩২.৭**	**১২৫২.৬**

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৬ প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন-সকল ব্যাংক

(বিলিয়ন টাকা)

সকল ব্যাংক	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ	৪০৫.৮	৫০১.৬	৫৯৪.১	৬২১.৭	৭৪৩.০	৯৩৯.১	৯৪৩.৩	৮৮৭.৭	১০৩২.৭	১২৫২.৬
প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২৫২.৪	২৮৯.৬	৩০৮.৯	৩৬২.১	৪৪৩.০	৫৭০.৪	৬১৩.২	৬৪৮.০	৮০৬.৫	৮৬২.৭
সংরক্ষিত প্রভিশন	২৪৯.৮	২৮১.৬	২৬৬.১	৩০৭.৪	৩৭৫.৩	৫০৪.৩	৬৪৬.৬	৬৪৬.৮	৬৬৬.৫	৭৩০.৫
উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	-২.৬	-৭.৯	-৪২.৮	-৫৪.৭	-৬৭.৭	-৬৬.১	-৬৬.৬	-১.২	-১৪০.১	-১৩২.২
প্রভিশন সংরক্ষণের হার(%)	৯৯.০	৯৭.২	৮৬.১	৮৪.৯	৮৪.৭	৮৮.৪	৮৯.২	৯৯.৮	৮২.৬	৮৪.৭

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৭ প্রভিশন পর্যাপ্ততার তুলনামূলক চিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বছর	উপাদানসমূহ	রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশি
২০২০	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২৯০.৮	২৫.৩	৩১৫.২	১৬.৬
	সংরক্ষিত প্রভিশন	২৪১.৬	২৩.৭	৩৯১.২	২০.৩
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৮৩.১	৯৩.৫	১১৪.৬	১২২.২
২০২১	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৩৭০.৩	২৩.৩	৩৯০.৮	২২.২
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১৯৯.৭	২৩.৬	৪১৪.৩	২৮.৮
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৫৩.৯	১০১.৫	১০৬.০	১২৯.৭
জুন ২০২২	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২১৫.২	২৩.৯	৪৯৯.৪	২৪.১
	সংরক্ষিত প্রভিশন	২০৯.১	২৪.৫	৪৬৮.৩	২৮.৭
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৬৬.৩	১০২.৪	৯৩.৮	১১৮.৮

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৮ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	৩০ জুন ২০১৩	৩০ জুন ২০১৪	৩০ জুন ২০১৫	৩০ জুন ২০১৬	৩০ জুন ২০১৭	৩০ জুন ২০১৮	৩০ জুন ২০১৯	৩০ জুন ২০২০	৩০ জুন ২০২১	৩০ জুন ২০২২
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	১০৭.২	১৫৪.৮	২১০.৩	২২০.৪	২২৪.৪	২২৬.২	২৩২.২	১৭৯.৪	২৩২.৯	২২৮.৮
বিশেষায়িত	৩২.৬	৩৪.২	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৮	৩.৮	৬.১	৬.১
বেসরকারি	১০৯.৭	১২৭.৭	১৫৫.৫	১৮৯.৪	২১৬.৭	২৪৬.৫	২৯৪.৩	২৩৯.৪	৩১৬.৩	৩৫৪.৭
বিদেশি	৩.৭	৪.৪	৫.১	৭.২	৮.৬	১০.৭	১২.৩	১০.১	১৩.৬	১৪.৪
মোট	**২৫৩.২**	**৩২১.১**	**৩৭৬.৫**	**৪২২.৬**	**৪৫৫.৩**	**৪৮৯.০**	**৫৪৪.৬**	**৪৩২.৭**	**৫৬৮.৯**	**৬০৪.০**

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৯ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৮৪.১	৮৪.১	৮৪.৫	৯০.২	৮১.৩	৮০.৫	৮৪.৯	৮৩.২	৮৬.১	৮২.৩
বিশেষায়িত	৯৪.৮	৯৯.৫	১১৩.৯	১৩৭.৮	১২৪.০	১৪৪.৬	১৫৯.৮	১৫৮.১	১৬২.৯	১৬৯.১
বেসরকারি	৭৭.৯	৭৫.৮	৭৫.৫	৭৩.৫	৭৩.৮	৭৬.৭	৭৭.৬	৭৯.৬	৭৫.৩	৭৬.৩
বিদেশি	৫০.৪	৪৬.৮	৪৭.০	৪৫.৭	৪৬.৬	৪৭.৫	৪৮.৮	৪৬.২	৪৩.৯	৩৫.২
মোট	**৭৭.৮**	**৭৬.১**	**৭৬.৩**	**৭৬.৬**	৭৪.৭	৭৬.৬	৭৮.০	৭৯.২	**৭৭.০**	**৭৮.৩**

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১০ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	সম্পদের আয় হার (ROA)										ইক্যুইটির আয় হার (ROE)									
	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	০.৬	-০.৬	-০.০	-০.২	০.২	-১.৩	-০.৬	-১.১	-০.৭	০.২	১০.৯	-১৩.৫	-১.৫	-৬.০	৩.৫	-২৯.৬	-১৩.৭	-২৯.৬	-২১.৬	৫.৪
বিশেষায়িত	-০.৪	-০.৭	-১.২	-২.৮	-০.৬	-২.৮	-৩.৩	-৩.০	-৩.০	-৩.৩	-৫.৮	-৬.০	-৫.৮	-১৩.৯	-৩.১	-১৩.৫	-১৭.০	-১৩.৯	-১৩.২	-১৩.৭
বেসরকারি	১.০	১.০	১.০	১.০	০.৯	০.৮	০.৮	০.৭	০.৬	০.৬	৯.৮	১০.৩	১০.৮	১১.১	১২.০	১১.০	১১.২	১০.২	৯.৩	৯.৪
বিদেশি	৩.০	৩.৪	২.৯	২.৬	২.২	২.২	২.৩	২.১	১.২	২.৬	১৬.৯	১৭.৭	১৪.৬	১৩.১	১১.৩	১২.৪	১৩.৪	১৩.১	৭.৬	১৬.০
মোট	**০.৯**	**০.৬**	**০.৮**	**০.৭**	**০.৭**	**০.৩**	**০.৪**	**০.৩**	**০.৩**	**০.৫**	**১১.১**	**৮.১**	**১০.৫**	**৯.৪**	**১০.৬**	**৩.৯**	**৬.৮**	**৪.৩**	**৪.৪**	**৯.৪**

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১১ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ আয়

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	-০.৩	২.০	১.৬	১.৮	২.০	২.৪	১.৯	১.৮	১.৬	১.৯
বিশেষায়িত	২.০	১.৫	১.৪	০.৮	২.১	০.৬	০.০	-০.২	-০.৬	-০.৭
বেসরকারি	২.৮	৪.১	৩.৯	৩.৯	৩.৫	৩.৬	৩.৫	৩.০	২.৯	২.৫
বিদেশি	৩.৭	৬.০	৬.১	৫.০	৪.৪	৪.৩	৪.২	৪.১	৩.০	৩.০
মোট	**২.০**	**৩.৬**	**৩.৩**	**৩.৩**	**৩.১**	**৩.২**	**৩.১**	**২.৭**	**২.৫**	**২.৪**

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১২ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১৩	২০১৪*	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	জুন ২০২২
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৪৪.৩	৪২.০	৪১.৪	৪০.০	৩০.৪	২৪.৮	২৭.৩	৩৭.৮	৩৫.৪	৩২.৯
বিশেষায়িত	১৫.৩	৬.৬	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
বেসরকারি	২৮.০	২৮.২	১৯.৭	১৭.৮	১৪.৮	১৪.২	১৬.৪	২০.৯	২০.১	১৯.৩
বিদেশি	৪৬.২	৫৬.৯	৫১.৮	৪৮.২	৪৩.৮	৪৮.৪	২৯.৭	৪০.৭	৪২.০	৪১.৪
মোট	৩২.৫	৩২.৭	২৬.৫	২৪.৯	১৯.৯	১৮.২	১৯.৯	২৬.২	**২৫.৪**	**২৪.০**

* সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ হতে পরিবর্তিত হারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে (এমপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৩)
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১৩ ব্যাংক ব্যবস্থায় শাখা, আমানত এবং অগ্রিমের গতিধারা-গ্রাম ও শহর

বছর	শাখার সংখ্যা			আমানত (বিলিয়ন টাকা)			অগ্রিম (বিলিয়ন টাকা)		
	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট
২০০০	৩৬৫৯	২৪৬০	৬১১৯	১৬০.৬	৫৪৯.২	৭০৯.৮	১০০.১	৪৯৩.৫	৫৯৩.৬
২০০১	৩৬৮০	২৫০২	৬১৮২	১৬০.২	৬৫৬.৩	৮১৬.৫	৯৭.২	৫৯০.৬	৬৮৭.৮
২০০২	৩৬৯৩	২৫৩৮	৬২৩১	১৭৭.৬	৭৫৩.২	৯৩০.৮	১০০.০	৬৬৭.৭	৭৬৭.৭
২০০৩	৩৬৯৪	২৫২৬	৬২২০	১৯০.৮	৮৮৩.৩	১০৭৪.১	১০২.৫	৭৪৪.৮	৮৪৭.৩
২০০৪	৩৭২৪	২৫৭৯	৬৩০৩	১৯২.০	১০২৩.৮	১২১৫.৮	১০৩.৪	৮৪৭.৯	৯৫১.৩
২০০৫	৩৭৬৪	২৬৩৮	৬৪০২	২১৮.৩	১১৯৭.৬	১৪১৫.৯	১১৭.৬	৯৯৯.৭	১১১৭.৩
২০০৬	৩৮৩৪	২৭২৮	৬৫৬২	২৪১.৫	১৪৪৫.৮	১৬৮৭.৩	১২৮.৪	১১৬৩.৩	১২৯১.৭
২০০৭	৩৮৯৪	২৮২৩	৬৭১৭	২৬৩.০	১৬৮৯.১	১৯৫২.১	১৩০.১	১৩৩৫.৬	১৪৬৫.৭
২০০৮	৩৯৮১	২৯০৫	৬৮৮৬	৩০৬.২	২০০৯.৮	২৩১৬.০	১৪৮.৫	১৬৬৭.০	১৮১৫.৫
২০০৯	৪১৩৬	৩০৫১	৭১৮৭	৩৬৯.৯	২৪২৪.০	২৭৯৩.৯	১৬৯.৬	১৯২০.৯	২০৯০.৫
২০১০	৪৩৯৩	৩২৬৫	৭৬৫৮	৪৩৬.৯	২৯৪২.৩	৩৩৭৯.২	২০৬.৯	২৩৬৭.৫	২৫৭৪.৪
২০১১	৪৫৫১	৩৪১০	৭৯৬১	৫৩৬.০	৩৫৭৯.৯	৪১১৫.৯	২৫৪.৫	২৯৫৮.৩	৩২১২.৮
২০১২	৪৭৬০	৩৫৬২	৮৩২২	৮৫৩.১	৪০১১.০	৪৮৬৪.১	৪০৫.৬	৩৪৫৩.৭	৩৮৫৯.৩
২০১৩	৪৯৬২	৩৭২৩	৮৬৮৫	১১১৭.১	৪৯৮৮.২	৬১০৫.৩	৪৫০.৬	৩৯৮৭.৮	৪৪৩৮.৪
২০১৪	৫১৫০	৩৮৯০	৯০৪০	১৩২৬.০	৫৬০৫.২	৬৯৩১.১	৫০৫.১	৪৫৭১.২	৫০৭৬.৩
২০১৫	৫৩৩৪	৪০৬৩	৯৩৯৭	১৫৭৫.১	৬৩৬৪.৭	৭৯৩৯.৮	৫৭১.৩	৫২২৭.৩	৫৭৯৮.৬
২০১৬	৫৪৬৬	৪১৮৮	৯৬৫৪	১৮৪৩.৯	৭১৫০.৩	৮৯৯৪.১	৬৮০.০	৬০০৬.৬	৬৬৮৬.৬
২০১৭	৫৬২৪	৪৩৩১	৯৯৫৫	২০২৮.৭	৭৮৩৭.০	৯৮৬৫.৭	৮৩৯.৮	৭০৮৭.০	৭৯২৬.৮
২০১৮	৪৯৮৫	৫৩০১	১০২৮৬	২১৪২.৮	৮২২৩.৬	১০৩৬৬.৪	৮৬৩.১	৭৬০৭.১	৮৪৭০.২
২০১৯	৫১৩১	৫৪৪৭	১০৫৭৮	২৫৪৩.২	৯৬০১.৩	১২১৪৪.৫	১০৩৫.০	৯০০০.৫	১০০৩৫.৫
২০২০	৫২২১	৫৫৩১	১০৭৫২	২৯৪২.৮	১০৮৪৮.৭	১৩৭৯১.৫	১১৮৫.৩	৯৭৭৭.৮	১০৯৬৩.১
২০২১	৫৩১৪	৫৬২৩	১০৯৩৭	৩২৫৩.৬	১১৮৭১.১	১৫১২৪.৭	১৩৫৬.০	১০৭৪৯.৯	১২১০৫.৯
২০২২(জুন)	৫৩২৪	৫৬৩৯	১০৯৬৩	৩৩৯৫.৩	১২৩৪৩.০	১২৭৩৮.৩	১৪৬০.২	১১৫২৬.৪	১২৯৮৬.৬

নোট: তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক সংগ্রহীত তথ্যের সাথে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের তথ্যের পার্থক্য রয়েছে।
উৎস: পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাসমূহের তালিকা

বার্ষিক

১. বার্ষিক রিপোর্ট (বাংলা)
২. বার্ষিক রিপোর্ট (ইংরেজি)
৩. ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট
৪. বিএফআইইউ বার্ষিক রিপোর্ট
৫. রপ্তানি আয়*
৬. আমদানি ব্যয়*
৭. বাংলাদেশ ব্যালেন্স অব পেমেন্টস্*
৮. মনিটারি পলিসি রিভিউ
৯. মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট*
১০. কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি (বাংলা)*
১১. ব্যালেন্স অব পেমেন্ট

অর্ধবার্ষিক

১. ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এন্ড এক্সটার্নাল ডেট
২. বিবিটিএ জার্নাল: থটস্ অন ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স

ত্রৈমাসিক

১. সিডিউল ব্যাংক স্ট্যাটিস্টিকস্*
২. বাংলাদেশ ব্যাংক কোয়ার্টার্লি*
৩. কোয়ার্টার্লি ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট
৪. এনবিএফআই স্ট্যাটিস্টিকস্

মাসিক

১. মানথ্লি ইকোনোমিক ট্রেন্ডস্
২. বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

*বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিক্রয়যোগ্য কোনো মুদ্রিত কপি নেই, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে সফ্টকপি রয়েছে।
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স্ এন্ড পাবলিকেশন্স্, বাংলাদেশ ব্যাংক।

www.bb.org.bd

বার্ষিক রিপোর্ট সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে যোগাযোগের জন্য:
মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
ফোন: ৯৫৩০২৬০, ই-মেইল: mohammad.masud@bb.org.bd।

সাঈদা খানম, পরিচালক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত।
ই-মেইল: sayeda.khanam@bb.org.bd।
তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা- ১০০০ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য: ৬০০ টাকা

ডিসিপি: ০৭-২০২৩-২০০